বেস্ট অফ
আগাথা ক্রিস্টি

সূচিপত্র

৫

হিকোরি ডিকোরি ডক

অনুবাদ : অর্চন চক্রবর্তী

১৩৯

মার্ডার ইন মেসোপটিমিয়া

অনুবাদ : অর্চন চক্রবর্তী

২৮১

মার্ডার ইন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস

অনুবাদ : উত্তম ঘোষ

boiRboi.net

প্রকাশকের নিবেদন

আধুনিক কালের প্রথম গোয়েন্দা গল্প লেখা হয় ফরাসি ভাষায়, ইংরাজি নয়। লেখেন ফ্রাঁসোয়া ইউজিন ভিদক। তাঁর সমকালে প্রচণ্ড জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। এরপরেই নাম করতে হয় এডগার এ্যালান পো এবং আর্থার কোনান ডয়েলের। এ্যালান পোর গোয়েন্দা চরিত্র দ্যুঁপ তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য খ্যাত। আর কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসের তো তুলনাই নেই। তাঁর মতো জনপ্রিয় গোয়েন্দা গোটা বিশ্ব খুঁজলেও পাওয়া যাবে না!

মহিলা গোয়েন্দা কাহিনীকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হলেন আগাথা ক্রিস্টি। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যাও কম নয়, একশোর কাছাকাছি। ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইল'। তারপর 'দ্য স্কেচ' পত্রিকায় একের পর এক গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে। 'দ্য স্কেচ' পত্রিকার সম্পাদক ব্রুস ইনগ্রাম খুব পছন্দ করতেন পোয়ারোকে, তাঁর পরামর্শেই আগাথা ক্রিস্টির কলম নিয়মিত চলতে থাকে।

আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা কেমন ছিল, স্রষ্টার জবানিতেই জেনে নেওয়া যেতে পারে—'আমি একজন বেলজিয়ানকে আমার গোয়েন্দা হিসাবে নির্বাচন করি। তার নাম রাখলাম এরকুল পোয়ারো।' এরকুল পোয়ারোকে দেখতে কেমন তার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন—'ছোটখাটো চেহারার একজন ছিমছাম ব্যক্তি। খুব চালাক-চতুর আর খুঁটিনাটি ব্যাপারে খুব সতর্ক। তবে বয়সে সে মোটেই যুবক নয়, তার বয়স একটু বেশিই বলতে হবে।'

আগাথা ক্রিস্টির ৩ টি জনপ্রিয় উপন্যাস নিয়ে এই সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হল। আশা করি বাঙালি পাঠকের হৃদয়ও এরকুল পোয়ারো জয় করতে পারবে। বাঙালি যেমনভাবে ব্যোমকেশ বা ফেলুদাকে আপন করে নিয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই তাকেও আপন করে নেবে, হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই দেবে।

boiRboi.net

www.boiRboi.net

হিকোরি ডিকোরি ডক

Hickory Dickory Dock

এরকুল পোয়ারোর ভ্রু-কুঞ্চিত হলো। 'মিস্ লেমন' তিনি ডাকলেন।

'বলুন মিঃ পোয়ারো।'

'এই চিঠিটায় তিনটি ভুল আছে।'

তাঁর গলায় অবিশ্বাসের ছোঁয়া। এই ভদ্রমহিলার মতো দক্ষ কর্মী লাখেও একজন মেলে কিনা সন্দেহ। যিনি কখনও অসুস্থ হন না, পরিশ্রান্ত হন না। হতাশ হতেও তাঁকে কেউ কখনো দেখেনি। আর তাঁর অতি বড় শত্রুও কখনো বলতে পারবে না যে তাঁর কোথাও কখনো ভুল হয়েছে। তাঁকে একজন ভদ্রমহিলা না বলে যদি মেশিন বলা যেত তবেই বরং সত্যি কথাটি বলা হতো। একজন আগাপাশতলা নিঁখুত সেক্রেটারি, সব কিছুই তিনি জানেন, সব রকম পরিস্থিতির সঙ্গেই তিনি অনায়াসে মানিয়ে নিতে পারেন। পরিকল্পনা এবং সুশৃংখলা এই দুটি জিনিস মিঃ পোয়ারোর জীবনের মূলমন্ত্র, জর্জ তাঁর নিখুঁত ভৃত্য এবং মিস্ লেমন তাঁর নিখুঁত সেক্রেটারি, এই দু'জনকে নিয়ে তাঁর কঠোর শৃংখলাবদ্ধ জীবন মসৃণ গতিতেই চলে এসেছে। কারো বিরুদ্ধেই তিনি কোনও অভিযোগ বা অনুযোগ করার সুযোগ পাননি।

কিন্তু কী আশ্চর্য, আজ সকালে এহেন মিস্ লেমন কিনা একটি অতি সাধারণ চিঠি টাইপ করতে গিয়ে তিন-তিনটি ভুল করে বসেছেন, এবং আরও আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি নিজে ভুলগুলো লক্ষ্য করেননি পর্যন্ত।

মিস্ লেমন চিঠিটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে দেখলেন, এবং এই প্রথম পোয়ারো লক্ষ্য করলেন, তাঁর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। ভীষণ অস্বস্তির সঙ্গে তিনি বললেন, 'কেন যে এমন ভুল হলো—সম্ভবত আমার বোনের জন্য দুশ্চিন্তায়।'

'আপনার বোন?'

আরেকটি আঘাত। পোয়ারো জানতেনই না যে মিস্ লেমনের কোনও বোন আছেন। শুধু বোন কেন, তাঁর যে বাবা-মা, অথবা ঠাকুমা, ঠাকুর্দা থাকতে পারেন তাও তাঁর মনে হয়নি। মিস্ লেমন নামক এক নিঁখুত যন্ত্রের ভালবাসা, উৎকণ্ঠা, অথবা পারিবারিক কোনও দুশ্চিন্তা থাকতে পারে এ যেন ভাবতেও তাঁর হাসি পায়।

'হ্যাঁ, আমার বোন। মনে হয় না আমি কখনো আপনাকে আমার বোনের কথা বলেছি, তাঁর জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে সিঙ্গাপুরে, তাঁর স্বামীর সেখানে রাবারের ব্যবসা ছিল।'

'তারপর?' পোয়ারো বললেন।

'চার বছর আগে তিনি বিধবা হন। নিঃসন্তান। আমি তাঁর জন্য বেশ ন্যায্য ভাড়ায় একটা ছোট্ট সুন্দর বাসা দেখে দিয়েছি (মিস্ লেমনই এমন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।) টাকাকড়ি যা আছে তাঁর পক্ষে যথেষ্ট, তিনি মোটেই বেহিসেবি নন, সুতরাং অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা তাঁর নেই।' মিস্ লেমন একটু থেমে আবার শুরু করলেন, 'কিন্তু এ কথা সত্যি যে তিনি বড় নিঃসঙ্গ। তিনি ইংল্যান্ডে কখনো থাকেননি, সুতরাং তাঁর কোনও বন্ধু এখানে নেই, এবং অঢেল সময় তাঁর হাতে। যাই হোক, মাস ছয়েক আগে তিনি আমাকে বলছিলেন যে একটা চাকরি-টাকরি হলে ভাল হয়। তখনই আমার সেই আধা গ্রীক ভদ্রমহিলার কথা মনে এল যিনি তাঁর ছাত্রাবাস পরিচালনা করার জন্য একজন ওয়ার্ডেন বা সেই গোছের মহিলা চাইছেন। ছাত্রাবাসটি হিকোরি রোডে অবস্থিত, পুরনো আমলের অনেকগুলো ঘরওয়ালা একটা বাড়ি। আমার বোনের থাকার বেশ ভাল ব্যবস্থা হলো—শোবার ঘর, বসবার ঘর, রান্নাঘর ও নিজস্ব কলঘর।' মিস্ লেমন থামলেন। এখনো পর্যন্ত পোয়ারো যা শুনেছেন তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

'যাঁরা সারাদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকতে ভালবাসেন আমার বোন তাঁদের মধ্যে পড়েন না। অত্যন্ত বাস্তববাদী মহিলা, কোনও প্রতিষ্ঠান বা ঐ ধরনের কিছু পরিচালনায় সক্ষম। একটি মাস-মাইনের চাকরি, যদিও মাইনে খুব বেশি নয়। তাঁর অত দরকারও নেই, এবং সেই কাজ খুব পরিশ্রমেরও নয়। তিনি সব সময়ই কম বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করতেন, তাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতেও পারতেন বেশ। বহুকাল প্রাচ্যে বাস করার ফলে তিনি বিভিন্ন জাতির মানুষ দেখেছেন, এই অভিজ্ঞতা তাঁকে এক্ষেত্রে সুবিধে করে দেবে, কারণ ছাত্রাবাসে বিভিন্ন দেশের ছাত্র বাস করে,—বেশিরভাগই ইংরেজ, বাকিরা নানান দেশের।'

'হ্যাঁ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সুবিধে হবে। বললেন মিঃ পোয়ারো।'

'আমাদের হাসপাতালে এখন তো মনে হয় অর্ধেক নার্সই অন্য দেশের', মিস্ লেমন বললেন। 'এবং আমি মনে করি ইংরেজদের তুলনায় অনেক মিষ্টি তাদের স্বভাব, আর তারা কর্তব্যনিষ্ঠও বটে। যাই হোক, আমার দিদি চাকরি নিলেন। আমরা অবশ্য ছাত্রাবাসটির মালকিন মিসেস নিকোলেটিস্-এর সম্বন্ধে কোনও খোঁজ-খবর নিইনি, পরে বুঝেছি ভদ্রমহিলার আচরণ অত্যন্ত অদ্ভুত, কখনো তাঁর মেজাজ খুব ভাল কখনো বা বলতে খারাপ লাগলেও একেবারে তার উল্টো। তিনি যদি সত্যিকারের যোগ্য হতেন, তবে তাঁর কোনও সহকারীর দরকার হতো না।'

'কতদিন হলো উনি চাকরি করছেন ওখানে?'

'মাস ছয়েক হলো। সব মিলিয়ে চাকরিটি ওনার ভালই লেগেছে।'

এরকুল পোয়ারো শুনলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত মিস্ লেমনের বোনের যা কাহিনী তা হতাশাজনকভাবেই ম্যাড়মেড়ে।

'কিন্তু কিছুদিন ধরেই দিদি দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে।' মিস্ লেমন বললেন।

'কেন?'

'যেমন ধরুন তিনি কোনও কিছুর হঠাৎ-হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া পছন্দ করেন না।'

'কেন, সেখানে বুঝি ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীরাও বাস করে?'

মিঃ পোয়ারো বেশ ভদ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন।

'আহা না—আমি সে কথা বলতে চাইনি। আমি বলছি জিনিসপত্রের উধাও হয়ে যাওয়ার কথা।'

'উধাও?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত কিছু জিনিস, এবং অস্বাভাবিকভাবে।'

'আপনি নিশ্চয়ই চুরির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পুলিশ ডাকা হয়েছিল কি?'

'না, এখনও নয়। আমার বোন তার দরকার মনে করেন না। তিনি ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন,—তিনি চাইছেন নিজেরাই এর কারণ খুঁজে বার করে এই বিশ্রি ব্যাপারটার ইতি টানতে।'

'তার মানে, আপনার মুখে যে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখছি, তা আসলে আপনার বোনেরই দুশ্চিন্তা?'

'আমার ব্যাপারটা একেবারেই ভাল লাগছে না, মিঃ পোয়ারো। একেবারেই না। চারপাশে এমন কিছু ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে যার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। ভীষণ অস্বস্তিকর। কোনও সাধারণ ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাপারটার হদিশ করতে পারছি না—এবং আমি এও ভাবতে পারছি না, এক্ষেত্রে অন্য কি কারণ থাকতে পারে।'

পোয়ারো চিন্তান্বিতভাবে মাথা নাড়লেন।

মিস্ লেমনের প্রধান দুর্বলতা হলো তাঁর কল্পনাশক্তির অভাব। তথ্যের ব্যাপারে তিনি নির্ভুল, কিন্তু অনুমান-ক্ষমতা তাঁর একেবারেই নেই।

'কোনও সাধারণ চুরি নয় যখন তাহলে সম্ভবত কোনও ক্লেপটোম্যানিয়াক-এর কাজ, অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তির চুরি করা যার নেশা।'

'আমার তা মনে হয় না। আমি ও-বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করেছি,' বেশ বিবেচকের মতোই বললেন মিস্ লেমন, 'আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।' কিছুক্ষণের জন্য পোয়ারো চুপ করে রইলেন। মিস্ লেমনের বোন যে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন, আর ছাত্রাবাসটির মধ্যে যে গভীর রাগ-অনুরাগ এবং প্রতিহিংসার ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে তার সঙ্গে কি নিজেকে তিনি যুক্ত করবেন? সত্যি বলতে কি মিস্ লেমনের চিঠি টাইপের এই সব ভুল যেমন বিরক্তিকর তেমনই অসুবিধাজনক।

মিস্ লেমন বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই শার্লক হোমসের অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপারে অবগত আছেন?'

boiboi.net

'ও, আপনি ঐ বেকার স্ট্রীট সংঘের কথা বলছেন?'

'না, ঐ সব গল্প পড়ার বিশেষ সময় পাইনি। যদি কখনো সময় আমার হয়ও, তাহলে বরং ভাল বই-টই পড়ি।'

পোয়ারো সুন্দরভাবে বাউ করলেন। বললেন, 'কেমন হয় মিস্ লেমন, যদি আপনার বোনকে একদিন বিকেলে বেশ মুখরোচক জলখাবারের নেমন্তন্ন করেন? হয়ত আমি তাঁকে কোনও সাহায্য করতে পারি।'

'দয়া করে তা যদি করেন তো খুব, খুব ভাল হয়। আমার বোন সন্ধেবেলায় ফাঁকা থাকেন।'

'বেশ তাহলে কাল বিকেলেই উনি আসুন।'

বিশ্বস্ত জর্জকে নানান উপাদেয় পদ রান্নার আদেশ দেওয়া হলো।

দুই

মিস্ লেমনের বোনের নাম মিসেস হাবার্ড। মিস্ লেমনের সঙ্গে তাঁর প্রচুর মিল। তাঁর গায়ের রং কিছুটা হলদেটে। চেহারা বেশ গোলগাল। তবে চলাফেরার মধ্যে তৎপরতা কিছুটা কম। কিন্তু তাঁর চোখের ভাষা মিস্ লেমনের মতোই বুদ্ধিদীপ্ত।

'আপনি আমার জন্য অনেক ব্যবস্থাই করেছেন, মিঃ পোয়ারো। এত সুন্দর চা বহুদিন খাইনি—আচ্ছা আর একটা স্যান্ডউইচ্ দিন...চা? তা দিন আর এ কাপ।'

পোয়ারো বললেন, 'আগে খাওয়া-দাওয়া হোক, তারপর কাজের কথা।' মিঃ পোয়ারো তাঁর দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে হাসলেন।

মিসেস হাবার্ড বললেন, 'ফেলিসিটির মুখে আপনার চেহারার বর্ণনা শুনে মনে মনে আপনার যে ছবিটি এঁকেছি তার সঙ্গে আপনি হুবহু মিলে যাচ্ছেন।'

পোয়ারো মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিলেন যে ফেলিসিটি মিস্ লেমনের ক্রীশ্চান নাম।

দ্বিতীয় স্যান্ডউইচটার কামড় দিয়ে মিসেস হাবার্ড বললেন, 'ফেলিসিটি কখনোই অন্যের কথা ভাবে না, আমি ভাবি। সে জন্যই আমার এত চিন্তা।'

'আমাকে কি ব্যাখ্যা করে বলতে পারেন আপনার দুশ্চিন্তার সঠিক কারণ কী?

'হ্যাঁ। যদি টাকা-পয়সা চুরি যেত তবে একে সাধারণ ব্যাপার বলা যেত। গয়না-গাঁটি খোয়া গেলেও বুঝতাম যে কোনও ক্লেপটোম্যানিয়াক্ বা চোরের কাজ। কী কী জিনিস চুরি গেছে তার একটা তালিকা আমি করেছি, আপনি দেখুন।'

মিসেস হাবার্ড ব্যাগ থেকে একটা নোটবই বার করলেন।

সান্ধ্য জুতো (নতুন জুতোর এক পাটি)

ব্রেসলেট (নকল)

হীরের আংটি (পরে যেটি সুপের প্লেটে পাওয়া যায়)

পাউডার কমপ্যাক্ট

লিপস্টিক

boiRboi.net

স্টেথোসস্কোপ

দুল

সিগারেট লাইটার

পুরনো ট্রাউজার

ইলেকট্রিক বাল্ব

চকোলেটের বাক্স

সিল্কের চাদর (টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া গেছে)

রুকস্যাক (ঐ)

বোরাসিক পাউডার

একটা ফ্লানেলের বাথ সল্টস্

ট্রাউজার

রান্নার বই

পোয়ারো গভীর শ্বাস ফেললেন। তিনি বললেন, 'বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, বেশ চিত্তাকর্ষক। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'কিন্তু কেন মিঃ পোয়ারো?'

'এ রকম একটা অভিনব আর দারুণ মামলার জন্য আপনার ধন্যবাদ প্রাপ্য।'

'আপনার কাছে ব্যাপারটা হয়ত দারুণ মিঃ পোয়ারো, কিন্তু—'

'না, না আমি একটা খেলার কথা বলছি। কিছু দিন আগে আমার অল্পবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিলাম। খেলাটার নাম—তিন শিংওয়ালা মহিলা। ছড়ার খেলা। খেলাটা এইরকম—আমি প্যারিসে গেলাম, গিয়ে কিনলাম—কোনও একটা জিনিসের নাম বলল। পরের বার যার বলার কথা সে ঐ জিনিসটার সঙ্গে আর একটা জিনিসের নাম যোগ করে দিল। এই করে করে শেষ পর্যন্ত অনেক জিনিস যোগ হয়ে বেশ বড় সড় গোছের হয়ে ওঠে আর কি! আসলে এটা স্মৃতিশক্তি পরীক্ষার খেলা। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি খুব মজা করে জিনিষের নাম মনে রাখত। একটা সাবানের টুকরো, একটা সাদা হাতি, একটা টেবিল কি একটা হাঁস, এই সব জিনিস,—একটার সঙ্গে আর একটার কোনও সম্পর্ক নেই, তাই মনে রাখা কঠিন। তাই এইভাবে যদি সাজানো যায়, তাহলে মনে রাখা সহজ হয়। যেমন, একটুকরো সাবান দিয়ে একটা সাদা হাতি স্নান করে একটা টেবিলের ওপর দাঁড়াল ইত্যাদি। আপনার এই তালিকাটিও ঐ রকম। একটার সঙ্গে আরেকটা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।'

মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'হয়ত ঐ খেলাটার মতো আমার এই তালিকার জিনিসগুলো সাজিয়ে নিতে পারেন।

'অবশ্যই পারি। একজন মহিলা একপাটি জুতো পরে বাঁ হাতে একটা ব্রেসলেট

পরলেন। তারপর পাউডার এবং লিপস্টিক মেখে হীরের আংটিটি সুপের মধ্যে ফেলে দিলেন—এইভাবে আপনার তালিকা আমি মনে রাখতে পারব—কিন্তু তা তো আমরা চাইছি না। কেন এই সব অদ্ভুত সম্পর্কহীন জিনিসগুলো চুরি যাচ্ছে? কোনও কারণ আছে কি? কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা? এখন আমাদের বিশ্লেষণ একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। প্রথমেই এই তালিকাটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার।'

পোয়ারো যখন তালিকাটি দেখছিলেন সেই সময় মিসেস্ হাবার্ড একটি বাচ্চা মেয়ের মতো মস্ত আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, এই বুঝি পোয়ারো কোনও চমক দেখিয়ে দেবেন। মিস্ লেমন কিন্তু একেবারেই স্বাভাবিক।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পোয়ারো কিছু বলতে শুরু করতেই মিসেস্ হাবার্ড লাফিয়ে উঠলেন। পোয়ারো বললেন, 'প্রথমই যে ব্যাপারটা আমায় নাড়া দিয়েছে তা হলো, বেশির ভাগ জিনিসই কম দামের, (কয়েকটি নেহাৎই তুচ্ছ),—অবশ্য দুটি জিনিস বাদে—স্টেথোসস্কোপ আর হীরের আংটি। তবে, স্টেথোস্কোপটি বাদ দিয়ে আমি শুধু আংটিতেই মনোনিবেশ করতে চাই। আপনি বলছিলেন আংটিটি দামী—কত দামী?'

'তা স্বাভাবিকভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মিঃ পোয়ারো। মাঝখানে একটা বড় হীরে, আর তার উপরে আর নিচে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট হীরে। ওটা মিস্ লেনের সা-র বিবাহের আংটি। হারানোর পর মিস্ লেন ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন—অবশ্য সেই দিনই সন্ধ্যায় যখন এটা আবার মিস্ হব্‌হাউস্-এর সুপের প্লেটে পাওয়া গেল তখন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এক ধরনের কুৎসিত ঠাট্টা, আর কি!'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। চুরি করা এবং ফেরত দেওয়ার ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। পাউডার, কি লিপস্টিক বা একটা বই চুরি যাওয়া এমন কিছু নয় যে পুলিশ ডাকতে হবে, কিন্তু হীরের আংটি তা নয়। এখানে পুলিশ ডাকার প্রচুর সম্ভাবনা এবং সেটা এড়াতেই হয়ত হীরের প্রত্যাবর্তন।'

'কিন্তু ফেরৎ যদি দিতেই হয় তবে আর ঝুঁকি নিয়ে চুরি করা কেন?' মিস্ লেমনের প্রশ্ন।

'তাও ঠিক।' পোয়ারো বললেন, 'আপাতত এসব প্রশ্ন থাক। এসব চুরির মধ্যে কোনও যোগ আছে কি না দেখা যাক। প্রথমে আংটিটিই ধরা যাক। কে এই মিস্ লেন, যাঁর আংটি চুরি গিয়েছিল?

'প্যাট্রিসিয়া লেন। সে খুব ভাল মেয়ে। আর্কিওলজি না ইতিহাস কিসের ওপর যেন ডিপ্লোমা করছেন।'

'স্বচ্ছল?'

'না। তাঁর নিজের টাকা বলতে বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু সে খুব হিসেবি এবং সচেতন। আংটিটি ছিল তাঁর মায়ের। আরও একটি কি দুটি সুন্দর অলঙ্কার তাঁর আছে। কিন্তু তাঁর দামী পোশাক-পরিচ্ছদ নেই, ধূমপানও ছেড়ে দিয়েছে।'

'আপনার নিজের ভাষায় বলুন তো, সে ঠিক কেমন ধরনের?'

boiRboi.net

'তাঁর গায়ের রং মাঝারি ধরনের। সে শান্ত এবং মহিলাসুলভ বৈশিষ্ট্যেভরা। খুব যে উৎসাহী তা নয়। বরং তাকে বেশ আন্তরিক বলতে পারেন।'

'হ্যাঁ বুঝতে পারছি মনে হচ্ছে।' পোয়ারো বললেন।

'এই আংটিটি পাওয়া গেল আবার মিস্ হবহাউসের ডিশে।'

'মিস্ হবহাউস কে?'

'ভ্যালেরি হবহাউস? খুব চতুর, টিটকিরি করে কথা বলতে খুব ভালবাসে। একটি বিউটি পার্লারে কাজ করে। স্যাব্রাইনা ফেয়ার—আশা করি আপনি জানেন।'

'এই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব আছে?'

মিসেস হাবার্ড একটু ভেবে বললেন, 'আছে, তবে, খুব যে মাখামাখি তা নয়। প্যাট্রিসিয়া সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলে,—কিন্তু খুব যে জনপ্রিয় তা নয়। ভ্যালেরি হবহাউসের কিন্তু শত্রু আছে। তার জিভই এ জন্য দায়ী, কারণে অকারণে সে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে থাকে।'

'বুঝলাম তাহলে প্যাট্রিসিয়া লেন হচ্ছে সুন্দরী, কিন্তু বিশেষ চালাক-চতুর নয়। আর ভ্যালেরি হব্‌হাউসের ব্যক্তিত্ব আছে।' তিনি আবার তালিকায় মনে দিলেন।

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ কোনও মহিলার কাজ। লিপস্টিক, নকল গয়না, পাউডার কমপ্যাক্ট, বাথ সল্ট এবং চকোলেটের বাক্সও ধরা যেতে পারে। তারপর পাচ্ছি স্টেথোস্‌স্কোপ। এটা কিন্তু সেই চুরি করবে যে জানে কোথায় বিক্রি করা বা বন্ধক দেওয়া যেতে পারে। এ জিনিসটি কার?'

'এটা মিঃ বেট্‌সনের। সে বন্ধুবৎসল যুবক।'

'ডাক্তারি পড়েন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কি বদমেজাজি?'

'ভীষণ! হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর রেগে যায়। তখন মুখে কিছুই আটকায় না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তাঁর রাগ পড়ে যায়।

'আর কে আছেন?'

'মিঃ গোপাল রাম। একজন ভারতীয় ছাত্র। সে বেশ হাসিখুশি।'

'তাঁর কিছু চুরি গেছে?'

'না।'

'ফ্লানেলের ট্রাউজারটির মালিক কে?'

'মিঃ ম্যাকনার। ট্রাউজারটি অনেক পুরনো। অন্য কেউ হলে হয়ত ফেলেই দিত, কিন্তু ম্যাকনার পুরনো পোশাকের মায়া সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না—কখনোই ওগুলোকে প্রাণে ধরে ফেলতে পারে না।'

'সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি, এই যে কয়েকটি জিনিস চুরি গেছে এগুলো কোনওটাই মূল্যবান কিছু নয়। পুরনো ট্রাউজার বাল্ব, বোরাসিক পাউডার বাথ সল্ট,

boiRboi.net

রান্নার বই ইত্যাদি খুব কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় কোনওটাই। বোরাসিক মনে হয় ভুল করে কেউ নিয়েছিল, আর কেটে যাওয়া বাল্বের বদলে নতুন বাল্ব লাগানোর জন্য হয়ত বাল্ব নিয়ে থাকবে, কিন্তু লাগাতে ভুলে গেছে। রান্নার বইটা মনে হয় ধার করে নিয়ে পরে আর ফেরৎ দেয়নি।'

'আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত দু'জন পরিচারিকাকে নিযুক্ত করেছি, আমি নিশ্চিত যে তারা কখনো না বলে এ সব জিনিসে হাত দেবে না।'

'হয়ত ঠিক। আচ্ছা, এক পাটি সান্ধ্যজুতোর কথা বলছিলেন, সেটি কার?'

'ওটি স্যালি ফিল্ট নামে একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলার। সে ওখানে গবেষণা করছে।

'আপনি কি নিশ্চিত যে ঐ জুতোটি কোথাও হারিয়ে যায়নি। একপাটি জুতো কার কোন কাজে লাগবে।'

'আমি নিশ্চিত যে হারায়নি। আমরা গরুখোঁজা খুঁজেছি। সেদিন সে একটি গুরুত্বপূর্ণ সান্ধ্য পার্টিতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল, হঠাৎই দেখা গেল একপাটি জুতো নেই,—বেচারির ঐটিই একমাত্র সান্ধ্য জুতো।'

'সত্যিই এটা খুব অসুবিধেজনক আর বিরক্তিকর। হয়ত এর পেছনে কোনও কারণ আছে।'

দু'-এক মুহূর্তের জন্য চুপ থেকে আবার শুরু করলেন। 'এছাড়া দুটি জিনিস পাওয়া গেছে, একেবারে টুকরো টুকরো করে কাটা। একটা রুকস্যাক, আরেকটি সিল্কের চাদর। এ দুটো জিনিস আমার ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। ইচ্ছাকৃতভাবে, প্রতিহিংসা মেটাতেই নিশ্চয়ই এ কাজ করা হয়েছে।'

'এই রুকস্যাকটি কার?'

'প্রায় সব ছাত্রেরই রুকস্যাক আছে। তারা প্রত্যেকেই হিচ্‌হাইকি (হিচহাইকি—অর্থাৎ চলতি গাড়িকে থামিয়ে তাঁদের গাড়িতে তুলে নিতে অনুরোধ করা ও এইভাবে দেশ ভ্রমণ করা) করে থাকে। রুকস্যাকগুলো দেখতে সব প্রায় একই রকম—এক জায়গা থেকে কেনা। সুতরাং নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবু মোটামুটি নিশ্চিত করে বলা যায় এটি হয় লিওনাড বেটসনের অথবা কলিন ম্যাকনারের।

'আর সিল্কের চাদরটি কার?'

'এটি ভ্যালেরি হব্‌হাউসের। পান্না-সবুজ রংয়ের, এবং সত্যিই ভাল জিনিস।'

'মিস্ হব্‌হাউস!...আচ্ছা।'

পোয়ারো চোখ বুজিয়ে রইলেন। তিনি এখন টুকরো করে কাটা রুকস্যাক, চাদর, রান্নার বই, লিপস্টিক, নানান দেশের অদ্ভুত সব ছাত্রদের মানসচক্ষে জরিপ করে নিচ্ছেন। কিন্তু কোনও কিছুই দানা বেঁধে উঠছে না। পরস্পর সম্পর্কহীন ঘটনাবলী আর বিভিন্ন দেশের ছাত্র—সব জট পাকিয়ে আছে। কিন্তু পোয়ারো জানেন যে এর মধ্যে

boiRboi.net

একটা ছন্দ যেভাবেই হোক লুকিয়ে আছে—প্রশ্ন হলো, কোথা থেকে শুরু করতে হবে....

তিনি চোখ খুললেন। বললেন, 'আচ্ছা, জুতো—জুতো দিয়েই শুরু করা যাক—মিস্ লেমন।'

'বলুন মিঃ পোয়ারো' যন্ত্রের মতো খাতা পেন্সিল হাতে তুলে নিয়ে মিস্ লেমন বললেন।

'মিসেস হাবার্ড, হয়ত আপনি হারানো জুতোটি পেয়ে যাবেন—বেকার স্ট্রীটের হারানো জিনিসের দপ্তরে। আচ্ছা, কখন হারিয়েছিল বলতে পারেন?'

মিসেস হাবার্ড একটু ভেবে বললেন, 'এই মুহূর্তে ঠিক সময়টা মনে করতে পারছি না। মিঃ পোয়ারো সম্ভবত মাস-দুয়েক আগে। তবে স্যালিফিঞ্চের পার্টির তারিখটা দেখলে নিশ্চয়ই জানা যাবে।'

'ঠিক।' এই বলে তিনি আবার মিস্ লেমনের দিকে ফিরলেন।

'আপনি বলবেন যে ট্রেনে, হ্যাঁ ট্রেনেই ভাল—এক পাটি জুতো ফেলে এসেছেন, বা বাসেও বলতে পারেন। আচ্ছা, হিকোরি রোডের উপর দিয়ে কটা বাস যায়?'

'মাত্র দুটো।'

'ঠিক আছে। যদি বেকার স্ট্রীট থেকে কোনও সাড়া না পান তবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে খোঁজ করবেন সেক্ষেত্রে বলবেন ট্যাক্সিতে ফেলে এসেছেন।'

'ট্যাক্সি নয় ল্যাম্‌বেথ্।' চট করে মিস্ লেমন শুধরে দিলেন।

'সে আপনি যা ভাল বুঝবেন,' পোয়ারোর সবিনয় উত্তর।

'কিন্তু আপনি কেন ভাবছেন—' মিস্ লেমন শুরু করলেন। কিন্তু পোয়ারো তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—

'দেখা যাক, ফল পাওয়া যাক বা না যাক পরে আবার এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তখন আবার আপনার কাছ থেকে কিছু খবর নিতে চাইব।'

'আমার ধারণা আমি সব কিছুই আপনাকে বলেছি।'

'না—আমি মানি না। বিভিন্ন চরিত্রের এবং মেজাজের কয়েকটি যুবক-যুবতী ঐ ছাত্রাবাসে থাকে। ক ভালবাসে খ-কে কিন্তু খ আবার মন দিয়েছে গ-কে। আর ঘ আর ঙ পরস্পর নিজেদের মধ্যে বিবদমান, সম্ভবত ক তার কারণ।' এসব আমার ভাল করে বোঝা দরকার। মানুষের গহন আর বন্ধুত্ব! বুঝতে হবে তাদের বিদ্বেষ এবং নীচতার দিকগুলোও।'

'সে আপনি দেখবেন, আমি এ সব ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলতে পারব না। ছাত্রাবাসটি চালানো আমার কাজ, সেটি করি।'

'কিন্তু আপনি মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে আগ্রহী। অন্তত সেইরকম আমাকে বলেছেন। আপনি কমবয়সীদের ভালবাসেন, টাকাকড়ির প্রয়োজনে আপনি এই চাকরি নেননি। কয়েকজন ছাত্রকে আপনি বেশ পছন্দ করেন, কাউকে কাউকে অতটা নয় বা মোটেই

নয়, সম্ভবত এ সব কথা আমাকে খুলে বলতে হবে, কেননা আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং আপনি চান দুশ্চিন্তার অবসান হোক। আচ্ছা আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন তো—'

'মিসেস্ নিকোলোটিস্ একেবারেই চান না যে পুলিশ আসুক—একবারেই না।'

তাঁর কথায় বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে পোয়ারো বলে চললেন, 'নিশ্চয় আপনি কারও জন্য দুশ্চিন্তা করছেন—আপনার ভাবনায় হয়ত তিনিই দোষী, অথবা এই ব্যাপারে কোনও না কোনওভাবে জড়িত আছেন অন্তত, এবং জড়িত থাকার বিশেষ কারণ আছে। সিল্কের স্কার্ফটার টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া বা রুকস্যাকটা ফালা ফালা হয়ে যাওয়া—এ সব ভাল কথা নয়। বুঝতে পারছি না, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

২৬ নং হিকোরি রোড়ে এসে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে সবে দরজার তালা খুলেছেন। এমন সময় একজন তরুণ দৌড়ে এসে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

'মা,—' এই বলে লেন বেটসন তাঁকে ডাকতেন। সে বেশ বন্ধু-বৎসল। সমস্ত রকম হীনমন্যতা থেকে মুক্ত কথাবার্তায় একটু গ্রাম্য টান:

'হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?'

'আমি একটু চা খেতে গিয়েছিলাম। এখন আমায় আর আটকে দিও না। দেরি হয়ে গেছে।'

'জানেন, আজি একটা অপূর্ব মড়া কেটেছি।' লেন বলল—'দুর্ধর্ষ।'

'ও রকম জঘন্য কথা বলো না, অপূর্ব মড়া আহা! নচ্ছার ছেলে কোথাকার! এমন ভাবে বলছ আমার গা-বমি বমি করছে!' লেন বেটসনের হা-হা হাসির শব্দে সারা ঘর গম্‌গম্ করে উঠল।

সিলিয়াকে বললাম, 'একটা মড়ার কথা তোমাকে বলতে এসেছি। শুনে তো সে একেবারে সাদা হয়ে গেল—মারাই যায় আর-কি! কী বুঝছেন?'

'এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? হয়ত ভেবেছে সত্যিকারের মড়ার কথা বলছ!'

'সত্যিকারের! তার মানে? যে সব মড়া নিয়ে কাটাছেঁড়া হয় সেগুলো কী তবে সিন্থেটিক?'

একজন ছিপছিপে তরুণ, বড় বড় এলোমেলো চুল ঝাঁকিয়ে এসে বিদ্বেষপূর্ণভাবে বললেন, 'আরে, তুমি একাই? আমি তো ভেবেছিলাম অনেকগুলো ষণ্ডা মিলে একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে!'

'আশা করি খুব একটা ঘাবড়ে যাওনি।'

'যেমনটি হয়ে থাকি তার বেশি কিছু নয়।' এ কথা বলে লাইজেন চ্যাপম্যান চলে গেল।

'দেখো, নাইজেলের সঙ্গে আবার কথা কাটাকাটি করো না, যেন।'

'মিসেস্ হাবার্ড, মিসেস্ নিকোলেটিস্ আপনাকে ফেরামাত্রই ওনার ঘরে দেখা করতে বলেছেন।'

boiRboi.net

একটি লম্বা, কালো মেয়ে এই খবরটি দিলেন। মিসেস্ হাবার্ড দেখা করতে গেলেন।

লেন বেট্সন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলল, 'কী ব্যাপার ভ্যালেরি? আমাদের বিরুদ্ধে কেউ আবার মিসেস নিকোলেটিসের কাছে অভিযোগ-টভিযোগ করল নাকি?'

সুন্দরভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মেয়েটি বলল, 'জায়গাটি দিন দিন পাগলাগারদ হয়ে উঠছে।'

সহজ লাবণ্যের রেশ ছড়িয়ে সে দরজা দিয়ে চলে গেল যা তার মতো পেশাদার সৌন্দর্য বিশারদের পক্ষেই সম্ভব।

এই ছাত্রাবাসটি দুটি বাড়ি নিয়ে,—বাড়ি দুটি যেন আলাদা হয়েও আলাদা নয়। ২৪ নং এবং ২৬ নং হিকোরি রোডের বাড়ি একতলাটা দুটো বাড়ি নিয়েই। বসার আর খাওয়ার ঘর এই তলাতেই। এছাড়াও বাড়ির পিছন দিকে দুটি মালপত্র রাখার ঘর আর অফিস ঘর আছে। দোতলা অংশটি দুটি ভাগে বিভক্ত। দুটি ভাগের জন্য আলাদা সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে। ডানদিকের শোবার ঘরগুলো মেয়েদের দখলে, আর ছেলেরা ঘুমোয় ডান দিকের ঘরগুলোতে, আদি ২৪ নম্বরের।

মিসেস্ হাবার্ড দরজায় টোকা দিয়ে মিসেস্ নিকোলেটিসের ঘরে ঢুকলেন।

মিসেস্ নিকোলেটিস্ তাঁর ঘর বিশেষ গরম রাখতেন। ঘরের অগ্নিস্থানের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে এবং দরজা-জানলা সব একেবারে শক্ত করে আঁটা।

মিসেস্ নিকোলেটিস্ ভেলভেটের সোফায় বসে ধূমপান করছিলেন। বড়সড় চেহারার ভদ্রমহিলা, এখনও বেশ সুশ্রী, বিশাল দুটি চোখ, কিন্তু মেজাজ ভীষণ রুক্ষ।

'ও, আপনি তাহলে এসেছেন।' কথায় ভঙ্গিতে অভিযোগের সুর।

মিসেস্ হাবার্ডের শরীরে লেমন রক্ত বইছে। তিনি অবিচলিত রইলেন।

'হ্যাঁ। শুনলাম আপনি আমাকে জরুরি দরকারে ডেকেছেন।'

'হ্যাঁ। ওঃ, ডুবিয়ে দেবে? একেবারে ডুবিয়ে দেবে।'

'ডুবিয়ে দেবে?' কে ডুবিয়ে দেবে?'

'আপনার বিল্, আবার কে! এই দেখুন।' বলে উনি কুশনের তলা থেকে কয়েকটি রসিদ এগিয়ে দিলেন: 'এই হতভাগা ছাত্রদের আমরা কী চোর্ব্যচোষ্য খাওয়াচ্ছি একবার দেখুন! এটা কি পাঁচতারা হোটেল? ছোঁড়াগুলো নিজেদের ভেবেছেটা কি?'

'কম বয়সী এরা, খিদে তো হবেই।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'ওদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়, কিন্তু দামী নয়।'

'দামী নয়, তবে কি শস্তা? আমি ফতুর হয়ে যাচ্ছি এদের খাবার জোগাতে, আর আপনি কোন সাহসে বলেন যে শস্তা?'

'আপনি যথেষ্ট লাভ করছেন মিসেস নিকোলেটিস। ছাত্ররা তো বেশ চড়া মাসোহারা দেয়। এখানে কি কোনও সময়ে জায়গা খালি পড়ে থাকে? যত সীট তার তিনগুণ চাহিদা সব সময়, ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ফরাসী দেশ থেকে, সব সময়েই ছাত্র আসতে চায়।'

boiRboi.net

'হ্যাঁ। এবং এর প্রধান কারণ, এখানে খাবার যা দেওয়া হয়ে তা যেমন উপকারী তেমনি পরিমাণেও যথেষ্ট। তরুণদের তো ভাল খাবারই দেওয়া উচিত।'

'সবাই মিলে উঠে পড়ে আমার পেছনে লেগেছে। ঐ ইতালীয় রাঁধুনি আর ওর স্বামীটা খাবারদাবার নিয়ে খুব ঠকাচ্ছে।'

'ও ভাবে বলবেন না, ওরা যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে ভালভাবেই কাজ করে।'

'তাহলে আপনি—আপনিই আমাকে ঠকাচ্ছেন।'

এরপরেও মিসেস্ হাবার্ড বিচলিত হলেন না। বললেন, 'আপনি এ সব কথা বললে আমি মেনে নেব না।'

'আমার পক্ষে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব নয়। কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত এ-জন্য আপনি বিপদে পড়ে যাবেন।'

এরপরও মিসেস্ হাবার্ড বিচলিত হলেন না।

'উঃ!' মিসেস্ নিকোলেটিস্ নাটকীয়তার সঙ্গে রশিদগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল সেগুলো। মিসেস্ হাবার্ড নিচু হয়ে সেগুলো কুড়োতে লাগলেন।

'অভয় দেন তো বলি।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'এতটা উত্তেজিত হওয়া কিন্তু উচিত নয়। আপনার রক্তচাপের পক্ষে এ অত্যন্ত ক্ষতিকর।'

'আপনি এ কথা মানবেন যে গত সপ্তাহের চেয়ে এবারের বিল বেশি হয়েছে?'

'তা হয়েছে। তবে ল্যাম্পসনের দোকানে অনেক ছাড় দিচ্ছে। আমি সেই দোকান থেকেই এবার কেনাকাটা করেছি, পরের সপ্তাহের বিল দেখবেন, অনেক কমে যাবে।'

মিসেস্ নিকোলেটিস্ গোমড়া মুখ করে বসে রইলেন।

'আপনি আর কিছু বলবেন? বিলগুলো একসঙ্গে গুছিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে মিসেস্ হাবার্ড বললেন।

'ঐ আমেরিকান মেয়েটা, স্যালি ফিঞ্চ। সে বলছিল ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু আমি চাই না ও চলে যাক। একজন ভাল ছাত্রী। ও থাকলে আরও ভাল ভাল ছাত্রী আসবে। ওকে কিছুতেই ছাড়া চলবে না।'

'ও চলে যেতে চাইছে কেন?'

মিসেস্ নিকোলেটিস্ তাঁর বিশাল কাঁধদুটি ঝাঁকালেন।

'স্যালি তো আমাকে কিছু বলেনি।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন।

কর্ত্রী বললেন, 'আপনি এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'এই সব ভারতীয়, নিগ্রো এরা যেতে চাইলে চলে যাক। বুঝতে পেরেছেন? আমেরিকানরা সাদা চামড়া ছাড়া কাউকে পছন্দ করে না। আমি চাই, আমেরিকানরাই থাকুক।'

'আমি থাকতে তা হতে দেব না। এখানকার ছাত্রদের মধ্যে কোনও বর্ণবৈষম্য নেই

boirboi.net

আর স্যালির মধ্যে মোটেই নেই। স্যালি আর মিঃ আকিবম্বো, প্রায়ই দু'জনে একসঙ্গে খাওয়া সারে। অথচ আকিবম্বোর চেয়ে কালো আর কেউ নেই।'

'তাহলে কমিউনিস্টদের তাড়ান। নিশ্চয়ই জানেন কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে আমেরিকানদের কি ধারণা! নাইজেল চ্যাপম্যান—কমিউনিস্ট।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'ঠিকই বলছি। সেদিন সন্ধেবেলা ও কি বলছিল তা তো আপনি শুনেছেন।'

'কাউকে উত্যক্ত করার জন্য সে ঐ সব বলছিল। এ ব্যাপারে ওর খুব উৎসাহ।'

'আপনি ওদের সত্যিই খুব ভাল করে জানেন। আশ্চর্য আপনার দক্ষতা। আমি তো নিজেকে মাঝে-মাঝেই বলি মিসেস্ হাবার্ড ছাড়া আমার একদিনও চলবে না। আপনাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করি। আপনি ভীষণ ভাল।'

মিসেস নিকোলেটিসের উচ্ছ্বসিতভাবে ধন্যবাদ শেষ হওয়ার আগেই মিসেস্ হাবার্ড ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শুধু-শুধু এতটা সময় নষ্ট করিয়ে দিলেন। বিড়বিড় করতে করতে তিনি নিজের ঘরে চললেন।

কিন্তু এর পরেও কি তাঁর শান্তি আছে। ঘরে ঢুকতেই এলিজাবেথ জনস্টন বলল, 'দয়া করে কয়েক মিনিট আমার কথা শুনবেন?'

'নিশ্চয়ই! কী ব্যাপার এলিজাবেথ?'

মিসেস হাবার্ড কিছুটা যেন অবাক। এলিজাবেথ জনস্টন ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে এসেছে, এখানে থেকে আইন পড়ে। সে পরিশ্রমী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মানসিকভাবে পরিণত, সবদিক দিয়েই বেশ যোগ্য, এই ছাত্রাবাসের একজন উল্লেখযোগ্য ছাত্রী। তাকে বেশ স্বাভাবিকই লাগছে, তবু মিসেস্ হাবার্ডের মনে হলো সে ভেতরে ভেতরে কিছুটা উত্তেজিত।

'কী ব্যাপার? আবার কিছু হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ, দয়া করে যদি আমার ঘরে একটু আসেন।'

'এখনি যাচ্ছি।' এই বলে তিনি কোট আর দস্তানা কোনওরকমে ছুঁড়ে ফেলে এলিজাবেথের সঙ্গে ওর ঘরে চললেন।

মেয়েটি একেবারে ওপর তলার একটি ঘরে থাকে। দরজা খুলে জানলার কাছে যে টেবিলটা আছে সেটার কাছে গেলেন।

'এই যে খাতাগুলো দেখছেন, কয়েক মাসের পরিশ্রমের ফসল। এইগুলো দেখুন কী অবস্থা হয়েছে।' মিসেস্ হাবার্ড দেখে বড় কষ্ট পেলেন, মুখে কোনও কথা জুটল না। সমস্ত কাগজের ওপর ঘন করে কালি ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সেই কালি কাগজ ভেদ করে টেবিলে গিয়ে লেগেছে। আঙুল দিয়ে দেখলেন, তখনও ভিজে।

বোকার মতো প্রশ্ন করে বসলেন: তুমি নিজেই কালি ঢেলে ফেলোনি তো?

'না, না, আমি যখন বাইরে ছিলাম তখনই ব্যাপারটা ঘটেছে।'

boiRboi.net

'তোমার কি মনে হয়, মিসেস্ বিগস্—'

মিসেস্ বিগ্স্ হলো একজন পরিচারিকা যে এই তলাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।

'না, মিসেস্ বিগ্সের এ কাজ নয়। এমনকি এ কালিও আমার নয়। আমার কালি আমার বিছানার পাশের তাকেই আছে। ওটা ছোঁয়া হয়নি পর্যন্ত। এ কাজ যে করেছে সে ইচ্ছাকৃতভাবেই বাইরে থেকে কালি এনেছিল।

মিসেস্ হাবার্ড অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

'কী জঘন্য, নিষ্ঠুর কাজ। ছিঃ ছিঃ!'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত খারাপ কাজ।'

শান্তভাবেই মেয়েটি বলল। কিন্তু মিসেস্ হাবার্ড মেয়েটির শোচনীয় মানসিক অবস্থা বুঝতে ভুল করলেন না।

'এলিজাবেথ, বলার মতো কোনও কথা মনে আসছে না। আমি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। এই নিচ কাজ যে করেছে তাকে খুঁজে বার করার আপ্রাণ চেষ্টা আমি করব— এ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

'কালির রং সবুজ, আপনি দেখেছেন নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি।'

'এই যে সবুজ রং, এ কিন্তু খুব প্রচলিত রং নয়। আমি একজনকে জানি যে এই রংয়ের কালি ব্যবহার করে।—নাইজেল চ্যাপম্যান।'

'বলো কি? নাইজেল? তোমার কি মনে হয় নাইজেল এ কাজ করতে পারে?'

'আমার মনে হয় না এ কাজ ওর। কিন্তু ওকে আমি সবুজ রংয়ের কালিতে চিঠিপত্র এবং নোটস্ লিখতে দেখেছি।'

'আমাকে খুব ভাল করে অনুসন্ধান করতে হবে। এমন একটা নক্কারজনক ব্যাপার এই ছাত্রাবাসে ঘটল, এর মূল আমাকে বার করতেই হবে।'

'ধন্যবাদ। নিশ্চয় এর মধ্যে আরও কোনও ব্যাপার আছে। তাই না?'

মিসেস্ হাবার্ড ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু হঠাৎই নিচে না নেমে করিডরের শেষে গিয়ে একটি ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিলেন। মিস্ স্যালি ফিঞ্চ তাঁকে ভেতরে আসতে বললেন। মেয়েটি হাসিখুশি, মিষ্টি স্বভাবের।

সে টেবিলে বসে কিছু লিখছিল। মিসেস্ হাবার্ডকে দেখে মিষ্টির বাক্সটি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি, খান।'

'ধন্যবাদ, স্যালি। কিন্তু এখন নয়। মনটা মোটেই ভাল নেই।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'এলিজাবেথের ঘটনাটি শুনেছো তো?'

'কেন, কালো বেসের কি হয়েছে?'

ডাকনামটি ভালবেসে দেওয়া হয়েছে। সেই নামই স্যালি উচ্চারণ করল।

মিসেস হাবার্ড সব বললেন। 'এর চেয়ে নীচ কাজ কিছু হতে পারে না। আমি

BoiRboi.net

বিশ্বাস করি না আমাদের কেউ এত ক্ষতি করতে পারে। প্রত্যেকেই তাকে পছন্দ করে, সে শান্ত প্রকৃতির মেয়ে, কারুর ব্যাপারেই বিশেষ থাকে না, এবং আমি নিশ্চিত জানি কেউই তাকে অপছন্দ করে না।'

স্যালি ধীরে ধীরে বলল, 'এ জন্যই আমি এখানে আর থাকতে পারছি না। মিসেস্ নিক্ কি আপনাকে কিছু বলেছেন?'

'হ্যাঁ, তিনি এই খবরে হতাশ হয়ে পড়েছেন। উনি ভাবছেন তুমি ওঁকে ছেড়ে যাবার আসল কারণ বলোনি।

'না, বলিনি। কারণ ওঁনাকে তো চিনি, বলে কোনও লাভ হত না। কিন্তু আমার পক্ষে এই যথেষ্ট। এখানে একের পর এক যা ঘটে চলেছে তা মোটেই আমার ভাল লাগছে না। প্রথমে অদ্ভুতভাবে আমার জুতো খোয়া গেল, তারপর ভ্যালেরির চাদর টুকরো টুকরো করে কেটে দেওয়া হলো, লেনের রুকস্যাকেরও সেই দশা। যেকোনও সময়ে আবার কিছু খোয়া যেতে পারে।' কিছুক্ষণ থেমে সে কষ্ট করে একটু হাসল, তারপর বলল, 'আকিবম্বো যথেষ্ট শিক্ষিত এবং সচেতন, তবু ও বলে আফ্রিকান জাদু-টাদু এইসব ক্ষেত্রে কিছু সময় কাজ দেয়।'

'আরে, দূর...আমার এই সব কুসংস্কারে কোনও বিশ্বাস নেই।

'আমার যেন মনে হচ্ছে এই বাড়িতে এমন কেউ আছে যাকে স্বাভাবিক বলা যায় না।'

মিসেস্ হাবার্ড সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। ঘরে ঢোকার আগে কমন রুমটা ঘুরে গেলেন। কমন রুমে তখন চারজন ছিল। ভ্যালেরি হব্‌হাউস খুব সুন্দর ভঙ্গিতে একটা সোফার ওপর বসে আছে, নাইজেল চ্যাপম্যান টেবিলের ওপর একটা মোটা বই খুলে চোখ বোলাচ্ছে, প্যাট্রিসিয়া লেন ঝুঁকে পড়ে কি কাজে যেন ব্যস্ত। আর একটি মেয়ে সবে এসেছে, গায়ে বর্ষাতি, বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার।

ভ্যালেরি ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে নিলেন। অলস ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পেরেছেন, ঐ বুড়ি শয়তানি আমাদের শ্রদ্ধেয়া কর্ত্রীকে!'

'কিছু অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটি ঘটনা এখানে ঘটেছে।'

মিসেস হাবার্ড বললেন, 'নাইজেল, আমি তোমার সাহায্য চাই।'

'আমার? তার কাটা কাটা বিদ্বেষভরা বুদ্ধিদীপ্ত মুখটি হঠাৎই দুষ্টুমি আর কৌতুকে ভরে উঠল। মিষ্টি হেসে সে বলল, কেন মা, আমি কী করেছি?'

'না, আশা করি সে রকম কিছু নয়। কিন্তু সবুজ কালি দিয়ে মিস্ জনস্টনের কাগজপত্র নষ্ট করা হয়েছে এবং সবুজ রংয়ের কালি একমাত্র তুমিই ব্যবহার করো।'

নাইজেলের হাসি উবে গেছে। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, আমি সবুজ কালি ব্যবহার করি। কিন্তু আপনি কি সত্যিই সাবোতাজের কথা ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, আমি এই ব্যাপারটায় খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি। এ কাজ কি তোমার, নাইজেল?'

'না, অবশ্যই নয়। আমি এদের একটু আধটু জ্বালাতন করি ঠিকই কিন্তু ঐ ধরনের নিচ কাজ কখনোই আমার দ্বারা হতে পারে না। বিশেষ করে কালো বেসের মতো মেয়েকে তো কখনোই নয়। সে যে রকম অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা করে তা আমাদের কাছে আদর্শ। গতকাল আমি আমার কলমে কালি ভরেছিলাম,—সাধারনতঃ ঐ তাকে আমি কালি রাখি।' বলেই নিজের ঘরে দেখতে গেল—

'আপনি ঠিকই বলেছেন। বোতলটা প্রায় খালি, কিন্তু ভর্তিই ছিল প্রায়।'

বর্ষাতি পরা মেয়েটি ঘাবড়ে গেল। বলল, 'সেকি! এ সব আমার মোটেই ভাল লাগে না।'

নাইজেল তাকে অভিযোগের সুরে বললেন, 'তুমি আবার কিছু অজুহাত দেবে নাকি!'

মেয়েটি আরও ঘাবড়ে গেল।

'আমি এ কাজ করিনি, কখনোই করিনি। আমি কাল সারাদিন হাসপাতালে ছিলাম। আমি কখনোই—'

'দেখো নাইজেল,' মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'সিলিয়াকে বিরক্ত করো না।

প্যাট্রিসিয়া লেন রেগেমেগে বলে উঠল: 'আমি বুঝতে পারছি না নাইজেলের বোতল থেকে কালি নেওয়া হয়েছে বলেই কেন ওকেই সন্দেহ করা হবে।'

ভ্যালেরি ভেংচে উঠলেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো, তুমি তো বলবেই—'

'কিন্তু সত্যিই, আমার এ কাজ করার কোনও কারণ নেই।' সিলিয়া এবার আন্তরিকভাবেই প্রতিবাদ করল।

'কেউই বলছে না যে তুমি করেছ, খুকুমনি।' ভ্যালেরি অধৈর্য হয়ে বলল।

মিসেস্ হাবার্ডের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'না, ব্যাপারটা আর স্রেফ মজার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিছু একটা করতে হবে।'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায় নেই।' গম্ভীরভাবে বললেন মিসেস হাবার্ড।

চার

মিস্ লেমন একটি ছোট প্যাকেটে মোড়া পার্সেল মিঃ পোয়ারোর হাতে দিলেন। পোয়ারো আগ্রহের সঙ্গে সেটি খুলে দেখলেন, সুন্দর ডিজাইনের এক পাটি সান্ধ্য জুতো।

'আপনার আন্দাজ মতো এটি বেকার স্ট্রীটেই পাওয়া গেল।'

'যাক, অনেক খোঁজাখুজির ঝামেলা থেকে মুক্তি পেলাম।' বললেন পোয়ারো, সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুমানও সঠিক প্রমাণিত হলো।'

'অবশ্যই।' বললেন মিস্ লেমন। তাঁর নির্লিপ্ততা শ্রদ্ধা করার মতো।

'আমি দিদির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। সেখানে আরও কিছু কাণ্ড ঘটেছে।'

'আমি কি চিঠিটি পড়তে পারি?'

boiRboi.net

মিস্ লেমন চিঠিটি দিলেন। পড়ার পর মিঃ পোয়ারো মিস্ লেমনকে বললেন মিসেস হাবার্ডকে টেলিফোনে ধরতে।

মিস্ লেমন লাইনটা ধরে পোয়ারোকে দিলেন।

'মিসেস হার্বাড?'

'ওঃ, মিঃ পোয়ারো—এত তাড়াতাড়ি আবার ফোন করার জন্য আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ। আমি সত্যিই খুব—'

পোয়ারো বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি কোথা থেকে ফোনে কথা বলছেন?'

'কেন? অবশ্যই ২৬ নং হিকোরি রোড থেকে। ও, আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আমার ঘর থেকে ফোন করছি।'

'এর কি আর কোনও এক্সটেনশন আছে?'

'এটাই এক্সটেনশন লাইন। আসল লাইনটা হলঘরে।'

'কথাবার্তা শুনতে পারে এমন কেউ আছে কি?'

'এই সময়টাতে সবাই বাইরে থাকে। রাঁধুনি বাজারে গেছে, আর জেরোনিসো, তার স্বামী ইংরিজি সামান্যই বোঝে। আর একজন দাসী আছে, সে কালা—সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।'

'ভাল, তাহলে আমি নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারি। আচ্ছা আপনাদের ওখানে মাঝে মাঝে সন্ধের দিকে কেউ কেউ এসে বক্তৃতা করেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কখনো-সখনো, কেউ কেউ আসেন। অভিযাত্রী মিস্ ব্যালট্রুট, তিনি এসেছিলেন কিছুদিন আগে।'

'তাহলে আজ সন্ধ্যায় আপনি এরকুল পোয়ারোকে বক্তা হিসাবে পাচ্ছেন, আপনার বোনের যিনি নিয়োগকর্তা তিনি আসবেন আপনার ছাত্রদের কাছে তাঁর দারুণ চিত্তাকর্ষক মামলার কিছু বিবরণ দিতে।'

'সে তো খুবই ভাল হবে। কিন্তু আপনি কি ভাবছেন—'

'ভাবাভাবির আর কোনও প্রশ্ন নেই। আমি নিশ্চিত।'

সেদিন সন্ধেবেলা কমনরুমে ঢুকতে গিয়ে নোটিশবোর্ডে ছাত্ররা দেখল—

'মিঃ এরকুল পোয়ারো, কিংবদন্তী প্রাইভেট ডিটেকটিভ রহস্য উদ্ঘাটনের সাফল্য এবং তাঁর জীবনের বিশেষ কতকগুলো বিখ্যাত মামলার ওপর বক্তৃতা দেবেন।'

ছাত্ররা কমনরুমে ঢুকে নানান মন্তব্য করতে থাকে:

কে এই ডিটেকটিভ? কোনও দিন নাম শুনিনি, ওঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে। এক ভদ্রলোক ভুল বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। মৃতুদণ্ড কার্যকর হবার প্রায় পূর্বমুহূর্তে এই ডিটেকটিভ আসল অপরাধীকে খুঁজে বার করে ঐ ভদ্রলোককে বাঁচিয়ে দেন। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব মজার লেগেছিল। কলিন দারুণ উপভোগ করবে, সে তো অপরাধ তত্ত্ব বলতে পাগল। তুমি যতটা বলছ ততটা না হলেও, এটা ঠিক যে যিনি অপরাধীদের ব্যাপারে গভীরভাবে সম্পৃক্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারা দারুণ আনন্দের।

boiRboi.net

সাড়ে সাতটায় রাতের খাবারের সময়। আজকে তার আগেই বেশির ভাগ ছাত্রেরা এসে গেছে, সেই সময় মিসেস্ হাবার্ড একজন বয়স্ক ভদ্রলোক নিয়ে কমন রুমে এলেন,—তিনি তাঁর সযত্নরক্ষিত গোঁফ ক্রমাগত মুচরোচ্ছিলেন।

'আলাপ করিয়ে দিই ইনিই মিঃ পোয়ারো। আজ নৈশহারের পরে উনি দয়া করে তোমাদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখতে রাজী হয়েছেন।'

সকলের অভিবাদনের মধ্যে দিয়ে মিঃ পোয়ারো বসলেন।

একজন ইতালিয়ান পরিচারকের পরিবেশন করা দারুণ সুস্বাদু সুপ সন্তর্পনে খেতে লাগলেন, যাতে গোঁফে না লাগে।

লোভনীয় গরম গরম স্প্যাগেট্টি আর মাংসের দারুণ একটা পদ এল। পোয়ারোর ডানদিকে বসে একজন ছাত্রী লাজুকভাবে তাঁকে বললেন—'সত্যিই সত্যিই মিসেস্ হাবার্ডের বোন আপনার কাছে কাজ করেন?'

মিঃ পোয়ারো তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ,। বহুবছর ধরেই উনি আমার সেক্রেটারির কাজ করছেন। তিনি সেই অত্যন্ত দক্ষ কর্মীদের একজন, যাঁরা বলতে গেলে এখন প্রায় বিরল প্রজাতির। আমার তো তাঁর জন্য ভয় হয়—'

'ওঃ, আচ্ছা, আচ্ছা। আমি ভাবছিলাম।'

'কোন ব্যাপারটা আপনাকে ভাবিয়ে তুলল?'

পিতৃসুলভ হাসি হেসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে মনে মনে জরিপ্ করে নিলেন:

'সুন্দর, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ঈষৎ অল্পবুদ্ধি, ভীতু...'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জানতে পারি আপনার নাম, আর পড়াশুনার বিষয় কী?'

'সিলিয়া অস্টিন। আমি পড়ি না। সেন্ট ক্যাথারিন হাসপাতালের আমি একজন ডিসপেন্সার।'

'ও, সে তো বেশ আনন্দের কাজ।'

'ঠিক জানি না, হয়ত তাই।' বলার ভঙ্গিতে যেন জোর নেই।

'আর বাকিরা? এখানে তো অনেক বিদেশী ছাত্র আছে দেখছি। যদিও বেশির ভাগই ইংরেজ,—এদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন?'

'কয়েকজন বিদেশী ছাত্র এখন বাইরে। দু'জন ভারতীয়, মিঃ চন্দ্রলাল এবং মিঃ গোপাল রাম। মিস্ বেনজির ডাচ, আর অ্যাকমেদ আলি ইজিপ্শিয়ান, উগ্র রাজনীতিক।'

'আর এখানে যারা আছেন, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।'

'আচ্ছা,—ঐ যে মিস্ হাবার্ডের বাঁ দিকে যে বসে আছে সে নাইজেল চ্যাপম্যান। ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগীয় ইতিহাস আর ইটালিয় ভাষা শিখছে। তার পাশে প্যাট্রিসিয়া লেন, চশমা পরে—ও প্রত্নতত্ত্বের ওপর ডিপ্লোমা করছে। ঐ যে বড়সড় চেহারার, চুলের রং লাল, সে লেন বেট্সন, ডাক্তারীর ছাত্র, আর কালো মেয়েটি

ভ্যালেরি হব্‌হাউস—সে একজন বিউটিশিয়ান। তার পাশে কলিন ম্যাকনার মনস্তত্ত্ব নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা করছে।'

কলিনের কথা বলার সময় তার গলা যেন সামান্য কেঁপে গেল। পোয়ারো তার দিকে নজর করে দেখলেন, তার গালে রক্তিমাভা। সুতরাং মেয়েটি কলিনের প্রতি আসক্ত এবং মনের এই ভাব চট করে লুকোতেও পারে না।

পোয়ারো দেখলেন কলিন কিন্তু একবারও এই মেয়েটির দিকে ফিরে তাকায়নি। বরং সে ভ্যালেরির সঙ্গেই হাসিগল্পে মত্ত।

'ও স্যালি ফিঞ্চ। আমেরিকান। ভাল ছাত্রী। স্কলারশিপের জন্য পড়াশুনা করছে। তার পাশের মেয়েটি জেনেভিড ম্যারিকড়্। ও ইংরেজি পড়ে। ওর পাশে রেনে হল্, পরের মিষ্টি মেয়েটি হলো জেন টম্‌লিনসন। ও একজন ফিজিওথেরাপিস্ট। তারপরের কালো ছেলেটি আকিবম্‌বো, ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে এসেছে। তার পাশে এলিজাবেথ জনস্টন, জামাইকা থেকে এসেছে। আইন পড়ে আর আমাদের পাশের দু'জন তুর্কিদেশের ছাত্র, তারা সপ্তাখানেক হলো এসেছে। তারা সামান্যই ইংরিজি জানে।'

'ধন্যবাদ। তা আপনাদের মধ্যে কি সম্পর্ক ভাল, নাকি ঝগড়া-ঝাঁটি হয়?'

এতই হালকাভাবে প্রশ্নটি করলেন যে এতক্ষণের কথাবার্তার গুরুগম্ভীর আবহাওয়া বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে হালকা হয়ে গেল।

সিলিয়া বলল, 'আসলে সবাই এত ব্যস্ত থাকে যে ঝগড়া হবার সুযোগ মেলে না, যদিও—'

'যদিও কি, মিস্ অস্টিন?'

'ঐ যে, লাইজেলের কথা বলছিলাম, ও সবাইকে বিরক্ত করে করে রাগিয়ে দিতে ভালবাসে। ওর জ্বালাতনে লেন বেট্‌সন রেগে যায়, এবং রেগে গেলে একেবারে বুনো হয়ে পড়ে। এমনিতে ছেলেটি কিন্তু বেশ ভাল।'

'আর কলিন ম্যাকন্যার, তিনিও কি তাই?'

'না, কলিন শুধু ভ্রূ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে।'

'বেশ। তা ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা,—আপনারা একটু-আধটু চুলোচুলি করেন নিশ্চয়ই?'

'না না, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক বেশ ভালই। জেনেভিড মাঝে মাঝে একটু মন খারাপ করে, অবিশ্যি ফরাসীরা একটু বেশি স্পর্শকাতর হয়—না না আমি ঠিক ও রকম, মানে—'

কিন্তু সিলিয়া বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে, বলে উঠল, 'আচ্ছা, আপনার কথা তো জিজ্ঞেস করাই হয়নি।'

'আমি—আমি বেলজিয়ান।' পোয়ারো গম্ভীরভাবে বললেন।

সিলিয়া সহজ হবার আগেই তিনি ঝটিতি প্রশ্ন করলেন—

boiRboi.net

'আচ্ছা, একটু আগেই আপনি বলছিলেন যে আপনি চিন্তিত, কেন, চিন্তার কী কারণ?' এই বলে সে নার্ভাসভাবে কামড় বসাল রুটিতে।

'ও কিছু নয়,—সত্যিই তেমন কিছু নয়—এখানে কিছুদিন ধরেই কেউ কেউ ঠাট্টা করে চলেছে বাজে, অশালীনভাবে।'

পোয়ারো আর চাপাচাপি করলেন না। তিনি এবার মিসেস হাবার্ড আর নাইজেলের সঙ্গে গল্পগুজব শুরু করলেন। অপরাধ একধরনের সৃষ্টিশীল শিল্প, নাইজেল কথায় কথায় এই বিতর্কিত বিষয়টা নিয়ে এল এবং এই সদর্থক শিল্পকে পদে পদে বাধা দিয়ে পুলিশ তাদের গোপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। সভ্য সমাজে এরা সত্যিই বেমানান।

চশমা পরা মেয়েটি ছেলেটির পাশে বসে এই বক্তব্যকে মরিয়া হয়ে লঘু করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নাইজেল তাঁকে একেবারেই পাত্তা দিচ্ছেন না এবং তা লক্ষ্য করে পোয়ারো কৌতুক বোধ করলেন।

মিসেস্ হাবার্ড হতভম্ব হয়ে গেলেন। বাজে রাজনীতি আর মনস্তত্ত্ব ছাড়া আজকালকার ছেলেমেয়েরা কিছু ভাবতেই পারে না। তিনি বললেন, 'অমন বয়সে আমাদের মন অনেক ফুরফুরে ছিল। আমরা হৈ চৈ করতাম, নাচতাম।—এবং যদি এই ঘরের কার্পেটটা তুলে দেওয়া যায় তবে চমৎকার মেঝে পাওয়া যাবে, যে মেঝেতে একজন অপটু নাচিয়েও স্বর্গের অপ্সরী হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তোমরা তাও নাচবে না।'

সিলিয়া মজা করে হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু তুমি তো নিয়মিত নাচতে, নাইজেল। তোমার সঙ্গে একবার আমিও নেচেছিলাম। অবশ্য আমি আশা করি না তুমি এতদিন মনে রেখেছ।'

'তুমি নেচেছিলে আমার সঙ্গে!' নাইজেল অবাক। 'কোথায়?'

'কেমব্রিজে—মে মাসের উৎসবে।'

'ও, ওই উৎসবে। ঐ ছেলেবেলার কথা ছেড়ে দাও। ওসব ছেলেমানুষীর দিন শেষ।'

নাইজেলের বয়স কোনওভাবেই পঁচিশের বেশি নয়। পোয়ারো আড়ালে তাঁর হাসি লুকিয়ে রাখলেন।

প্যাট্রিসিয়া লেন আন্তরিকভাবে বললেন, 'দেখুন মিসেস হাবার্ড, অনেকক্ষণ তো গল্প হলো। এবার আসল কাজ শুরু না হলে কিন্তু আর সময় পাওয়া যাবে না।

'হ্যাঁ, এইবার শুরু হবে।'

স্প্যাগেট্টির পর চকোলেট পুডিংয়ের সদ্ব্যবহার হলো। তারপর সবাই কমনরুমে গিয়ে টেবিলের ওপর বসানো একটা উনুন থেকে যে যার মতো কফি নিল। পোয়ারোকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। তুর্কী দু'জন ভদ্রভাবে বেরিয়ে গেল। বাকিরা সবাই বসলেন, সবাই বেশ উৎসুক।

পোয়ারো উঠে দাঁড়ালেন।

boiRboi.net

শ্রুতিমধুর কণ্ঠে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে যে বক্তৃতা তিনি করলেন তাতে খুশির আমেজ ফুটে উঠল। কিছু উল্লেখযোগ্য মামলার অভিজ্ঞতার কথা কিছুটা রং চড়িয়েই বললেন। লিগ শহরের সেই সাবান প্রস্তুতকারকের গল্পটি বললেন, যিনি তাঁর সুন্দরী সেক্রেটারিকে বিয়ে করার লোভে তাঁর স্ত্রীকে খুন করতে চেয়েছিলেন। পোয়ারো তা আগেভাগে বুঝতে পেরে যান, যার ফলে আর সেই মর্মান্তিক ঘটনা আর ঘটতে পারেনি, ভদ্রমহিলাকে বিষ খেতে হয়নি।

শেষ পর্যন্ত বললেন, 'অসুখ সারানোর থেকে তা প্রতিরোধ করা অনেক ভাল। আমরা চেষ্টা করি যেন খুন না হয়, খুন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি না।'

ছাত্ররা তুমুলভাবে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। কলিন ম্যাকনার মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে বলল, 'আশা করি এখন আপনি বলবেন, এখানে আপনার আসার আসল কারন কি?'

মুহূর্তের নীরবতা নেমে এল। তারপর প্যাট্রিসিয়া তিরস্কারের সুরে বললেন, 'কলিন!'

'আমরা অবশ্য আন্দাজ করতে পারছি, তাই না?' নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে চারদিক তাকিয়ে সে বলল, 'মিঃ পোয়ারো দারুণ চিত্তকর্ষক বক্তব্য রেখেছেন ঠিকই কিন্তু শুধু বক্তৃতা দেওয়ার জন্য যে তিনি এসেছেন তা নয়। তিনি কাজে এসেছেন।'

'কলিন, তুমি তোমার নিজের কথা বলো।' স্যালি বললেন।

কলিন বললেন, 'আমি যা বলেছি তা কি সত্যি নয়?'

পোয়ারো বললেন, 'আমি স্বীকার করছি, মিসেস্ হাবার্ড আমাকে বিশ্বাস করে কিছু কথা বলেছেন, যা তাঁকে অত্যন্ত চিন্তায় রেখেছে।'

লেন বেটসন উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ ভীষণ গম্ভীর। তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো? পরিকল্পনা করেই কি তাহলে এ-সব সাজানো হয়েছে?'

সিলিয়া ভয়ার্তভাবে বলে উঠলেন, 'তাহলে আমি ঠিকই ভেবেছিলাম।'

মিসেস হাবার্ড কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে বললেন, 'আমি মিঃ পোয়ারোকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। যা অপ্রীতিকর ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে সেসব ব্যাপারেও তাঁর উপদেশ চেয়েছিলাম। এক্ষেত্রে চুপচাপ বসে থাকা যায় না, এবং উনি ছাড়া আমাদের একমাত্র বিকল্প পুলিশ।'

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ। জেনেডিড রেগে ফেটে পড়ে বললেন, 'অত্যন্ত কুৎসিত এবং লজ্জাজনক কাজ হবে যদি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।'

হৈ হট্টগোলের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সবাইকে ছাপিয়ে লিওনার্ড বেটসনের গলার একটা সিদ্ধান্তের সুর পাওয়া গেল: 'আমাদের এই ব্যাপারে মিঃ পোয়ারো কি ভাবছেন, শোনা যাক।'

মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'আমি মিঃ পোয়ারোকে সমস্ত তথ্য দিয়েছি, তিনি যদি কিছু প্রশ্ন করতে চান, আমি নিশ্চিত তোমরা কেউ আপত্তি করবে না।'

boiRboi.net

পোয়ারো সকলকে অভিবাদন জানালেন।

'ধন্যবাদ।' সবার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে তিনি একটি প্যাকেট থেকে একপাটি জুতো বার করে স্যালি ফিঞ্চের হাতে দিলেন।

'আপনার জুতো, মাদাম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ কোথা থেকে পেলেন হারানো পাটিটা।'

'বেকার স্ট্রীট স্টেশনের হারানো জিনিষের দপ্তর থেকে।'

'কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে ওখান থেকেই পাওয়া যাবে, মিঃ পোয়ারো?'

'এটা পর্যবেক্ষণের খুব সাধারণ পদ্ধতি। কেউ একজন আপনার ঘর থেকে এক পাটি জুতো চুরি করেছিল। কেন? পরার জন্যও নয়, আবার বিক্রির জন্যও নয়। তখনই আমার মনে হলো যে ঐ একপাটি জুতো নিশ্চয়ই কেউ ইচ্ছে করে বাসের বা ট্রেনের সীটের তলায় রেখে আসবে। এটাই ছিল আমার প্রথম অনুমান, এবং প্রমাণিত হলো আমিই ঠিক।'

ভ্যালেরি ছোট করে হাসলেন, 'নাইজেল, একাজ তুমি করোনি তো?

'একেবারে বাজে কথা।' স্যালি বললেন, 'নাইজেল মোটেই জুতো নেয়নি।'

'অবশ্যই নয়।' বললেন প্যাট্রিসিয়া। 'এর চেয়ে অদ্ভুত আর কিছু হয় না।'

পোয়ারো ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। একজন পাকা অভিনেতা যেমন খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। লেন বেটসনের আবেগে অস্থির মুখে তাঁর চোখদুটি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল, তারপর অন্য ছাত্রদের মুখের ওপর জিজ্ঞাসুদৃষ্টি পড়ল। তারপর তিনি বললেন, 'দেখুন, আমি খুব কুণ্ঠার মধ্যে আছি। আমি একজন অতিথি, মিসেস্ হাবার্ডের নিমন্ত্রণে এখানে এসেছি। এবং অবশ্যই এই সুন্দর জুতোটা মাদামকে ফেরৎ দিতে। এর বেশি কিছু নয়।' একটু থেমে বললেন, 'মিঃ বেট্সন—হ্যাঁ আপনিই জানতে চেয়েছেন এখানে যা সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে আমি কি ভাবছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার পক্ষে কিছু বলা ধৃষ্টতা হবে, যদি না আপনারা সবাই একমত হয়ে আমাকে অনুসন্ধানের জন্য না ডাকেন।'

মিঃ আকিবম্‌বো প্রবল বেগে মাথা নেড়ে তাঁর এই কথা সমর্থন করলেন।

স্যালি ফিস্ট বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'ওঃ আমরা তো প্রায় সবাই এখানে আছি। শোনা যাক, ওঁনার কি উপদেশ, অনেক বকবক হয়েছে।'

পোয়ারো অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'আচ্ছা। আপনারা সবাই যখন আমার উপদেশ চাইছেন, আমি মিসেস্ হাবার্ড বা মিসেস্ নিকোলেটিস্‌কে বলছি, শিগগির পুলিশে খবর দিন, নষ্ট করার মতো সময় একদম হাতে নেই।'

পাঁচ

পোয়ারোর এই মন্তব্য এতই আচম্‌কা আর অপ্রত্যাশিত যে তার উত্তরে প্রতিবাদ তো দূরস্থান কোনও কথাও শোনা গেল না। এক অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল।

boiRboi.net

কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছাত্রদের নির্বাক করে দিয়ে কোনওরকমে ধন্যবাদ জানিয়ে, তিনি মিসেস্ হাবার্ডের সঙ্গে তাঁর বসার ঘরে চলে এলেন।

মিসেস্ হাবার্ড ঘরের আলো জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করলেন, তারপর মিঃ পোয়ারোকে ফায়ারপ্লেসের সামনের চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন। তাঁর সুন্দর পরিহাসপ্রিয় মুখ আজ সন্দেহ আর দুঃশ্চিন্তায় পূর্ণ। তিনি ওঁকে একটি সিগারেট দিতে গেলেন, কিন্তু পোয়ারো ভদ্রভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'আমি আমার নিজের ব্র্যান্ডটাই পছন্দ করি।'

পোয়ারোর মুখোমুখি তিনি বসলেন। একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন, 'আমার বলতে ঠিক সাহস হচ্ছে না, তবু বলি, আমার মনে হয় না আপনি ঠিক করলেন। সম্ভবত আমরা পুলিশ ডাকতাম, বিশেষ করে এই কালি কেলেঙ্কারির পরে। তবু এইভাবে খোলাখুলি না বললেই যেন ভাল হত।'

'ও,' ধোঁয়া লক্ষ্য করতে করতে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনার মতে আমার মনোভাব গোপন রাখাই উচিত ছিল?'

'আমার মনে হয় এ ব্যাপারে আমাদের চুপচাপ থাকাই ভাল ছিল। একজন অফিসারকে ডেকে এ ব্যাপারে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করতে বলতাম। আমি যেটা বলতে চাইছি, এইসব নোংরামিগুলো যে করে চলেছে সে তো এবার সাবধাণ হয়ে যাবে।'

'সম্ভবত তাই।'

'নিশ্চিতভাবেই হবে।' কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরেই মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।' এমনকি যে সব পরিচারক বা ছাত্র আজ সন্ধ্যায় এখানে ছিল না তারাও সব খবর পেয়ে যাবে। এরকমটাই হয়।'

'তা ঠিক। সব সময়ই এরকম হয়।'

'এছাড়াও মিসেস্ নিকোলেটিস আছেন। পুলিশের কথা শুনলে তাঁর আবার কি মূর্তি হবে ভগবান জানেন। তাঁর ব্যাপারস্যাপার বোঝা মানুষের সাধ্য নয়।'

পুলিশ আসার কথায় তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হয়, তা জানতে পারলে ভালই হবে বরং।

'তিনি যদি রাজী না থাকেন স্বাভাবিকভাবেই আমরা পুলিশ ডাকতে পারব না। ও কে ওখানে?'

আস্তে হলেও কিন্তু বেশ স্পষ্টই কেউ দরজায় টোকা দিচ্ছে। দ্বিতীয়বার টোকা পড়তেই মিসেস্ হাবার্ড দরজা খুলে দিলেন। দাঁতে শক্ত করে ধরা পাইপ আর একমুখ উত্তেজনা নিয়ে কলিন ম্যাকন্যার ঘরে ঢুকলেন।

দরজা বন্ধ করে পাইপটা মুখ থেকে সরিয়ে তিনি বললেন, 'ক্ষমা করবেন, মিঃ পোয়ারোর সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য আমি ছটফট করছি।'

'আমার সঙ্গে?' নিরীহভাবে বললেন পোয়ারো।

'হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে।' রুক্ষভাবে বললেন কলিন। 'একটা অতি সাধারণ চেয়ার টেনে নিয়ে এরকুল পোয়ারোর মুখোমুখি বসলেন।

'আপনি আজ খুব সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছেন। এবং এও অস্বীকার করি না যে আপনার দীর্ঘ আর বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা আছে। তবুও কিছু মনে করবেন না, 'কটা কথা বলি যে আপনার পদ্ধতি এবং ধ্যানধারণা দুটোই একেবারে সেকেলে।

'সত্যিই কলিন, তুমি অত্যন্ত রুঢ়।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন।

'আমি কাউকে আঘাত দিতে চাইনি। আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চাইছি। অপরাধ এবং শাস্তি, মিঃ পোয়ারো, এই দুটি ব্যাপার দুই দিগন্তের।'

'কিন্তু আমার কাছে একটার সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।' পোয়ারো বললেন।

'আপনি আইনের অত্যন্ত সংকীর্ণ দিকটি বিবেচনা করছেন। শুধু তাই নয়—একেবারে বস্তাপচা, পুরনো আমলের আইন। এখনকার দিনে এমনকি আইনও জোর দেয় অপরাধের সূত্র বা কারনগুলোর ওপর। কেন না, কারনগুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মিঃ পোয়ারো।'

পোয়ারো বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। এই বাড়িতে যে সব অঘটন ঘটে চলেছে তার কারন আপনার বিবেচনার মধ্যে আনতেই হবে।'

'আমি এখনও আপনার সঙ্গে একমত—হ্যাঁ, মনোবিদদের কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

'কেননা, সব কিছুর পেছনেই থাকে যুক্তি—এও হতে পারে, যে এ সব করছে, কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণেই করছে।'

মিসেস্ হাবার্ড আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তীক্ষ্মস্বরে বলে উঠলেন, 'যত্তসব।'

'এখানেই তো আপনারা ভুল করেন। তাঁর দিকে সামান্য ফিরে কলিন বললেন, 'অপরাধীর পূর্বেকার মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাবলী বিবেচনায় আনতে হবে।'

'মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাবলী না হাতি' মিসেস্ হাবার্ড বললেন 'আমার এই সমস্ত বাজে আলোচনায় কোনও রুচি নেই।'

'তার কারন, আপনি এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না।' বেশ হালফ্যাশানের কায়দায় কলিন বললেন। তিনি আবার পোয়ারোর দিকে ফিরলেন। বললেন, 'আমার এই সব বিষয়ে আগ্রহ আছে। এখন আমি মনোরোগবিদ্যা ও মনোবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য পড়াশুনা করছি। আমরা এখন আলোচনার সবচেয়ে জটিল আর বিস্ময়কর জায়গায় এসে পড়েছি, যেখানে বলছে, আইন ভঙ্গ করেছেন—শুধুমাত্র এই কারনে দোষী হিসাবে স্যাব্যস্ত করলে ভুল করা হবে। অল্পবয়সী অপরাধীদের যদি শোধরাতে চান তবে অপরাধের মূল আগে চিহ্নিত করুন। আপনাদের যুগে এসব কথা চিন্তাও করাও হত না। নিশ্চয় আমার এই ধরনের কথা আপনার মানতে অসুবিধে হবে—'

'চুরি চুরিই।' মিসেস্ হাবার্ডের সোজা কথা।

কলিন অধৈর্যভাবে ভ্রূ কোঁচকালেন।

পোয়ারো নম্রভাবে বললেন, 'সন্দেহ নেই আমার ধ্যানধারনাগুলো সেকেলে, তবুও আমি আপনার কথা মন দিয়ে শোনার জন্য প্রস্তুত।'

'এটাই হওয়া উচিত। কতকগুলি অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে আমি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে আপনাকে বোঝাই সুবিধের জন্য। আমি জুতোটা দিয়েই শুরু করছি। যে পাটিটা আপনি আজ স্যালি ফিঞ্চকে ফেরত দিলেন। আপনার হয়ত মনে আছে এক পাটি জুতোই চুরি গিয়েছিল।

'হ্যাঁ, ওই ব্যাপারটাই আমাকে ভাবিয়েছিল।' বললেন পোয়ারো। কলিন ম্যাকন্যার আরও খানিকটা ঝুঁকে এলেন, আগ্রহের আতিশয্যে তাঁর মুখ ঝলমল করে উঠেছে।

'মেয়েটি একপাটি জুতো চুরি করেছিল, কেমন? কেন করেছিল?'

'কিন্তু মেয়ে কেন?' পোয়ারো বললেন।

'স্বাভাবিকভাবেই একটি মেয়ে হবে।' তিরস্কারের সুরে কলিন বললেন, 'যার এতটুকু বুদ্ধি আছে সেও এটা বুঝবে।'

'ছিঃ ছিঃ কলিন।' মিসেস হাবার্ড বললেন।

'তারপর বলুন' ভদ্রভাবে পোয়ারো বললেন।

'হয়ত সে নিজেই জানে না কেন সে এ কাজ করল। কিন্তু অবচেতন মনের ইচ্ছে পরিষ্কার। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হলো একটি মেয়ের জুতো চুরি গেছে। যে নাচের আসরে যাচ্ছিল।'

কলিনের পাইপ অনেকক্ষণ নিভে গিয়েছিল। প্রবল উৎসাহে পাইপটা নাড়িয়ে জ্বালাবার চেষ্টা করলেন: 'এখন কয়েকটা অন্য ঘটনার কথা ধরা যাক। যেমন পাউডার কমপ্যাক্ট লিপস্টিক, কানের দুল, ব্রেসলেট, আংটি সবই কিন্তু মহিলাদের প্রিয় বস্তু এসবের মধ্যে দু'রকম তাৎপর্য দেখতে পাওয়া যায়: মেয়েটি চাইছে তাকে লক্ষ্য করা হোক, এমন কি চাইছে যে তাকে শাস্তি দেওয়া হোক। অল্পবয়সী অপরাধীদের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে থাকে। এ ধরনের অপরাধ কিন্তু কোনওটাই আপনাদের প্রচলিত ধারনা অনুযায়ী সাধারণ অপরাধ নয়। এই সব জিনিস মোটেই দামী নয় কিছু। যাঁরা বড় বড় দোকানে গিয়ে ছোটখাটো জিনিষ চুরি করে তারা কিন্তু সহজেই এ সব পয়সা দিয়ে কেনার ক্ষমতা রাখে।'

'দূর, দূর!' প্রায় তেড়ে উঠলেন মিসেস্ হাবার্ড—

'যারা চুরি করে তারা স্রেফ অসৎ বলেই চুরি করে।'

'একটা হীরের আংটি কিন্তু চুরি গিয়েছিল এসব সস্তা জিনিষের সঙ্গে। পোয়ারো মিসেস্ হাবার্ডকে বাধা দিয়ে বললেন।

'সেটি ফেরৎ পাওয়া গেছে।'

'কিন্তু মিঃ ম্যাকন্যাই, আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে একটা স্টেথোস্কোপ মহিলাদের মনোহরণ করবে?'

boiRboi.net

'সেটাই তো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যে সব মহিলা মনে করেন তাঁদের মধ্যে নারীসুলভ আকর্ষণ কম, তাঁরা এই সব আচরণের মধ্যে তৃপ্তি পেয়ে থাকেন।'

'তা নয় বুঝলাম। আর রান্নার বই?'

'এতে স্বাভাবিকভাবেই মহিলাদের আগ্রহ থাকবে।'

'আর বোবাসিক অ্যাসিড?'

কলিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মিঃ পোয়ারো কেউই বোরাসিক অ্যাসিড চুরি করতে যাবে না। কেন চুরি করবে?'

'সে প্রশ্ন আমি নিজেকে করেও উত্তর পাইনি। মিঃ ম্যাকন্যার। আপনার কাছে তো সব কিছুরই উত্তর আছে। আচ্ছা, ব্যাখ্যা করে বলুন তো, যে প্যান্টটি চুরি গেছে তার পেছনে তাৎপর্য আছে,—প্যান্টটা তো আপনারই নাকি?'

এই প্রথম কলিন অস্বস্তিবোধ করলেন। তিনি কোনওরকমে লজ্জা কাটিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'তাও আমি বুঝিয়ে বলতে পারি, যদিও এ ব্যাপারটা খানিকটা জটিল আর অস্বস্তিকরও বটে।

হঠাৎই পোয়ারো সামনে ঝুঁকে পড়ে এই নব্য যুবার হাঁটুতে টোকা মারলেন। বললেন, 'আর, একটি ছাত্রীর খাতায় যে কালি ঢেলে দেওয়া হলো, সিল্কের চাদরটি টুকরো টুকরো করা হলো, এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন, আপনার কাছে এসব অস্বস্তিকর মনে হয় না?'

কলিনের হাবভাবের মধ্যে যে হামবড়া ভাব সেটি হঠাৎই যেন চুপসে গেল। 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, তা মনে হয়।'

'এই ভদ্রমহিলার চিকিৎসা হওয়া উচিত, অবিলম্বে। তবে, ডাক্তারি চিকিৎসা—সেটাই ঠিক,—এটা ঠিক পুলিশের কাজ নয়।'

'আপনি তাহলে জানেন সেই ভদ্রমহিলা কে?'

'আমার ভীষণ সন্দেহ হয়—'

যেন পুনরাবৃত্তি করছেন এইভাবে পোয়ারো ধীরে ধীরে বললেন, 'একটি নারী যিনি পুরুষের কাছ থেকে খুব একটা সাড়া পায় না, অথচ ভালবাসা চায়। হয়ত তার বুদ্ধিশুদ্ধিও তেমন প্রখর নয়, একটি মেয়ে যে নিজেকে হতাশ আর নিঃসঙ্গ মনে করে, একটি মেয়ে...'

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। একটু পরে আবার।

'ভেতরে এস।' বললেন মিসেস্ হাবার্ড।

দরজা খুলে সিলিয়া অস্টিন প্রবেশ করলেন। যন্ত্রণাকাতর চাহনিতে সিলিয়া কলিনের দিকে চাইলেন।

'আমি জানতাম না তুমি এখানে' কোনওরকমে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন। 'আমি এসেছি—এসেছি...' একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে তিনি ছুটে মিসেস্ হাবার্ডের কাছে গেলেন।

BoiRboi.net

'দয়া করে পুলিশে খবর দেবেন না! আমি—আমিই এসব কাজ করেছি, জানি না কেন। আমি বুঝতে পারি না। আমি চাইওনি। তবু, তবু আমি না করে থাকতে পারি না।' তিনি কলিনের দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে এখন তুমি তো বুঝলে আমি কী ধরনের, আর আমার মনে হয় এরপর তুমি আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি জানি —আমি জানি আমি খুব খারাপ।'

'আরে, না, না তা নয়।' কলিন বললেন, তার গমগমে গলায় উষ্ণতা আর বন্ধুত্বের সুর স্পষ্ট। 'আসলে তোমার মধ্যেও দ্বৈত চরিত্র বর্তমান। তুমি একটু জড়িয়ে পড়েছ, তোমার অসুখটা হলো ব্যাপারগুলিকে স্বচ্ছভাবে দেখতে বা বুঝতে পারার অক্ষমতা, আমার ওপর বিশ্বাস রাখো সিলিয়া, শিগগিরিই আমি তোমাকে, সারিয়ে তুলতে সমর্থ হব।'

'কলিন, কলিন!'

সিলিয়া তার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকালেন তাতে শ্রদ্ধার ছাপ স্পষ্ট। 'আমি এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, যে কী বলব।'

'যাই হোক চিন্তার আর কোনও কারন নেই।' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সিলিয়ার হাতটা আন্তরিক ভাবে টেনে নিলেন। মিসেস্ হাবার্ডের দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে বললেন, 'আশা করি পুলিশে খবর-টবর দেওয়ার মতো বাজে কথা এবার বন্ধ হবে। সাংঘাতিকারের দামী জিনিস কিছু চুরি যায়নি; তাও যা গেছে সিলিয়া ফেরত দিয়ে দেবে।'

'তবে, ব্রেসলেট আর পাউডার আমি ফেরত দিতে পারব না,' উদ্বিগ্নভাবে সিলিয়া বললেন, 'ওই জিনিষগুলো আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তবে, কিনে দেব।'

'আর স্টেথোস্কোপ?' পোয়ারো বললেন, 'সেটা কোথায় রেখেছেন?'

'আমি মোটেই স্টেথোস্কোপ নিইনি। একটা পুরনো স্টেথোস্কোপ আমার কাজে লাগতে পারে?' এবার তিনি আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'এলিজাবেথের খাতাতেও আমি কালি ঢালিনি। ঐ ধরনের নিচ কাজ কখনোই আমার দ্বারা হবে না।'

'আচ্ছা, মিস্ হবহাউসের স্কার্টটি তো আপনি কেটে টুকরো টুকরো করেছেন, তাই

সিলিয়া অস্বস্তিতে। কোনওরকমে বললেন, 'ওটা আলাদা ব্যাপার। আমি মনে করি ভ্যালেরি তেমন কিছু মনে করেনি।'

'আর রুকস্যাক?'

'আমি রুকস্যাক নিয়ে কিছুই করিনি।'

চুরি যাওয়া জিনিষের তালিকাটি পোয়ারো পকেট থেকে বের করলেন।

'বলুন,' তিনি বললেন। 'এখন নিশ্চয়ই সত্য গোপন করবেন না। যে-ঘটনাগুলো ঘটেছে তার মধ্যে কোন কোনটির জন্য আপনি দায়ী এবং কোন কোনটির জন্য দায়ী নন?'

সিলিয়া তালিকাটির দিকে চোখ বুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আমি রুকস্যাকের

boiRboi.net

বা বাল্বের ব্যাপারে কিছু জানি না। বোরাসিক অ্যাসিড অথবা বাথসল্টের জন্যও আমি দায়ী নই। হ্যাঁ, আংটি নেওয়াটা আমার ভুল হয়েছিল, এবং যে মুহূর্তে আমি জানতে পারলাম যে ওটি দামী তৎক্ষণাৎ ফেরত দিয়েছি।'

'আচ্ছা।'

'কেননা, আমি সত্যিই সত্যিই অসৎ নই। শুধুমাত্র—'

'শুধুমাত্র কী?'

একটা সতর্কতার ভাব যেন তার চোখে লক্ষ্য করা গেল:

'আমি জানি না—সত্যিই জানি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

কলিন বললেন, 'আপনি আর যদি ওকে জেরা না করেন তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। আমি কথা দিচ্ছি যে এই সব ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। এখন থেকে আমি অবশ্যই ওর সমস্ত ব্যাপারের দায়িত্ব নেব।'

'কলিন, আমার জন্য তুমি কত ভাবো।'

'আমি চাই তুমি আমাকে সব কথা খুলে বলো, সিলিয়া। যেমন তোমার ছোটবেলার কথা। তোমার বাবা, মার মধ্যে কি সম্পর্ক ভাল ছিল?'

'একেবারেই না। ভয়ঙ্কর খারাপ সম্পর্ক ছিল—বাড়িতে—' মিসেস হাবার্ড বাধা দিয়ে কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে বললেন: 'এখন এই পর্যন্ত থাক। আমি খুশি যে, সিলিয়া তুমি নিজে থেকে এসে সব দোষ স্বীকার করেছ। অনেক দুশ্চিন্তা আর হয়রানির হাত থেকে তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ। আশা করি তোমার এই কাজের জন্য তুমি লজ্জিত হবে। তোমার কথায় আমি মেনে নিচ্ছি যে তুমি এলিজাবেথের খাতায় কালি ঢালোনি। আমি বিশ্বাস করি না যে তুমি এই কাজ করতে পারো। এখন তুমি আর কলিন দু'জনে এস। যথেষ্ট ধকল গেছে আজ সন্ধে থেকে।'

ওরা চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে মিসেস্ হাবার্ড বড় করে একটা শ্বাস নিলেন।

'তাহলে' তিনি বললেন। 'আপনি কি ভাবছেন ও ব্যাপারে?'

এরকুল পোয়ারোর চোখে কৌতুক খেলে গেল। তিনি বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে আমরা এক হালফ্যাশানের প্রেমের দৃশ্যের অভিনয় দেখছিলাম।

'যত্তসব ফালতু ব্যাপার-স্যাপার।' মিসেস্ হাবার্ডের উক্তি।

পোয়ারো কিন্তু একমত নন। বললেন, 'না, ফালতু নয়। ভেতরে ভেতরে এরা যথেষ্ট আদর্শবান। কলিনের মতো একজন নবীন গবেষক, যিনি সব কিছুর মধ্যেই জটিলতা দেখেন আর ভাবেন অপরাধীর শৈশব নিশ্চয় সুখের ছিল না।'

হাবার্ড বললেন, 'সিলিয়ার যখন চার বছর বয়স তখন ওর বাবা মারা যান, ওর মা একটু বোকাসোকা হলেও ছিলেন ভালই। তাঁর কাছে ওর শৈশব স্বাভাবিকভাবেই কেটেছে।'

'আহা, সেটা তো আর ম্যাকনারকে বলা যায় না। সিলিয়া সেই রকমটাই বলতে

boirboi.net

চায়, ম্যাকনার যা শুনতে পছন্দ করে। সে ম্যাকনারকে ভীষণ ভালবাসে।' পোয়ারো বললেন।

'আপনি এসব গল্পকথা বিশ্বাস করেন, মিঃ পোয়ারো?'

'এ আমি মানি না যে তিনি যা চুরি করেছেন না বুঝেই করেছেন। বরং মনে করি, উনি অতি-উৎসাহী ম্যাকনারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই সব চুরি করেছেন এবং এতে তিনি সফলও হয়েছেন। তিনি যদি শুধুই সাধারণ একটা লাজুক মেয়ে থেকে যেতেন তাহলে ম্যাকনার তাঁরি দিকে ফিরেও তাকাতেন না। একটি মেয়ে তার ভালবাসার মানুষকে পাওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠতেই পারে।'

'আমার মনে হয় না সিলিয়ার এই সব কাজ করার মতো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন। পোয়ারো কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো।

মিসেস্ হাবার্ড বলে চললেন: 'এরকম একটা সাধারণ ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি মিঃ পোয়ারো। যাই হোক, শেষ ভাল যার সব ভাল তার।'

পোয়ারো বললেন, 'আমার কিন্তু মোটেই তা মনে হয় না। একটি কুয়ার শুধু উপরিভাগের জলটুকুই দেখতে পাওয়া গেছে কিন্তু ওইটুকুই সব নয়। এর তল অনেক, অনেক গভীরে বলেই আমার বিশ্বাস।'

'মিঃ পোয়ারো, আপনি কি সত্যিই সে রকম কিছু ভাবছেন?

'আমার ধারণা তাই—আমি প্যাট্রিসিয়া লেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই যার আংটি চুরি গিয়েছিল।'

'অবশ্যই বলবেন। আমি এখুনি গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

চোখে-মুখে ঔসুক্য নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই প্যাট্রিসিয়া লেন ঘরে ঢুকলেন।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্ লেন।'

'না, না। ঠিক আছে। আমার হাতে এখন কোনও কাজ ছিল না। মিসেস হাবার্ড বললেন যে আপনি আমার আংটিটি দেখতে চেয়েছেন।'

আঙুল থেকে আংটি খুলে তিনি পোয়ারোর হাতে দিলেন। সত্যিই বেশ বড় হীরে, যদিও এর নকশাটা পুরনো আমলের। 'এটি আমার মার বিয়ের আংটি।' লেন বললেন। পোয়ারো আংটি পরীক্ষা করতে করতে মাথা নাড়লেন।

'তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?'

'না, আমার বাবা, মা দু'জনেই মারা গেছেন।'

'সত্যিই দুঃখজনক।'

'তাঁরা দু'জনেই খুব ভাল ছিলেন, আমি অবশ্য তাঁদের খুব আপন হতে পারিনি, যা হওয়া আমার উচিত ছিল। আমার মা একটি মিষ্টি মেয়ে চেয়েছিলেন, যার পোশাক-আশাকে গয়না-গাটি ইত্যাদি জিনিসে আকর্ষণ থাকবে। সে সবে না ঝুঁকে আমি যখন প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে পড়ব ঠিক করলাম তখন উনি ভীষণ হতাশ হয়েছিলেন।'

boiRboi.net

'আপনি মোটেই একজন হাল্কা মনের মানুষ নন।'

'আমিও তাই মনে করি।—জীবন খুব ছোট, এর মধ্যেই এমন কিছু কাজ করা উচিত যাতে সেই জীবন সার্থক হয়ে ওঠে।' পোয়ারো চিন্তিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন।

তাঁর হিসেবে প্যাট্রিসিয়া লেনের বয়স বাইশ-তেইশের মধ্যেই হবে। কোনও প্রসাধন ব্যবহার করে না। মাথার চুলও খুব সযত্নরক্ষিত নয়। তাঁর সুন্দর নীল চোখদুটি চশমার ভেতর থেকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও তিনি উদাসীন। তিনি বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি, তবে গলার স্বর একঘেয়ে। এই বয়সেই যেন বুড়িয়ে গেছেন।

প্যাট্রিসিয়া বললেন, 'বেস্, মানে মিস্ জনস্টনের ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি সত্যিই ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম। ইচ্ছাকৃতভাবে সবুজ কালি ঢেলে এমনভাবে ক্ষতি করা হয়েছে যাতে দোষটা নাইজেলের ঘাড়ে পড়ে। কিন্তু আমি নিশ্চিত বলতে পারি মিঃ পোয়ারো, নাইজেল কখনোই এ কাজ করবে না।'

পোয়ারো তাঁর দিকে আগ্রহভরে তাকালেন। তাঁর মুখ আরক্তিম এবং যথেষ্ট উৎসুক।

তিনি আন্তরিকভাবে বললেন, 'নাইজেলকে সহজে বোঝা যায় না। তার ছেলেবেলাটা খুব সহজ ছিল না। যে-কোনও কিছুর বিরুদ্ধে যাওয়ার একটা প্রবণতা তার মধ্যে সব সময় লক্ষ্য করা যায়। অত্যন্ত চতুর, সত্যিকারের মেধাবী। তবে, একথা মানব যে কখনো তাঁকে অদ্ভুত মনে হয়। নিজেকে ব্যাখ্যা করা, এমনকি আত্মরক্ষার ব্যাপারেও উদাসীন। যদিও সকলেই মনে করেন কালি কেলেঙ্কারির জন্য সে দায়ী নয়, তবুও সে নিজের মুখে কোনওদিন বলেনি যে সে দায়ী নয়। সে বলে, 'তারা যদি ভাবে আমি দায়ী, তাদের ভাবতে দাও' এই মনোভাবের কোনও অর্থ হয় না।'

'হ্যাঁ, এর থেকে ভুল বোঝার অবকাশ থেকেই যায়।'

'এ যেন এক ধরনের গর্ব। কেননা এতে তাকে প্রায়ই ভুল বোঝা হয়!'

'আপনি তো তাঁকে অনেক বছর ধরেই চেনেন?'

'না, মাত্র বছর খানেক। একটা সফরে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সে ফ্লু নিয়েই এসেছিল, পরে সেটা নিউমোনিয়ার রূপ নেয়। সে সময় আমি তার সেবা করি। তার স্বাস্থ্য ভাল নয়, তবু সে শরীরের কোনও যত্ন নেয় না। এতটা উদাসীন হওয়ার জন্যই তার প্রতি বিশেষ নজর রাখা দরকার। সত্যিই তেমন একজনকে দরকার যে ওর দেখাশোনা করবে।'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এসব প্রেমের কাহিনী তাঁকে বিরক্ত করছে। প্রথমে ছিল সিলিয়া, আর এখন প্যাট্রিসিয়া। ভালবাসারই প্রকাশ এ সব, যুবক-যুবতীরা পরস্পরেরর প্রতি আকৃষ্ট হবে, ভালবাসবে এটাই তো স্বাভাবিক। ভাগ্যে সে সব দিন পোয়ারো কবেই ফেলে এসেছে! তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মাদাম, এই আংটিটি আমার কাছে একদিন রাখার অনুমতি দেবেন? আগামীকাল অবশ্যই ফেরৎ পাবেন।'

BoiRboi.net

'নিশ্চয়ই আপনি রাখুন।' ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গে প্যাট্রিসিয়া বললেন।

'আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এবং দয়া করে সাবধানে থাকবেন।'

'সাবধানে? কী জন্য সাবধান থাকব?' প্যাট্রিসিয়া বললেন।

'তা অবশ্য ঠিক বলতে পারছি না।' তিনি তখনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

ছয়

পরদিন সকালে অনেক নিশ্চিন্ত মনে মিসেস্ হাবার্ড ঘুম থেকে উঠলেন। ঘ্যানঘ্যানে বিরক্তিকর কাণ্ডকারখানা থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। একটা বোকা মেয়েই এই সব উদ্ভট আচরণের জন্য দায়ী। যাক, এসবের অবসান হলো। আরামের অনুভূতি নিয়ে তিনি প্রাতরাশের জন্য চললেন।

'সুপ্রভাত, সিলিয়া। এখন আর কোনও সমস্যা নেই। সবাই সব শুনেছে এবং কেউই তোমার ওপর দোষ চাপাচ্ছে না। কলিন তো পাহাড়ের মতো তোমাকে আড়াল করে আছে।'

চলে যেতে যেতে ভ্যালেরি বললেন। সিলিয়া খাবার ঘরে এল। কেঁদে কেঁদে তার চোখদুটি ফুলে গেছে।

মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'অনেক দেরী করে ফেলেছ, সিলিয়া। কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, খাবারও বিশেষ কিছু নেই।'

'আমি চাইনি যে অন্যদের সঙ্গে দেখা হোক।'

'কেন ওরকম ভাবছ। আগে হোক বা পরে ওদের সঙ্গে তো দেখা হবেই।'

'তা অবশ্য ঠিক, আমি তা জানিও। সন্ধে নাগাদ আসব ভেবেছিলাম তখন ব্যাপারটা আরও সহজ হয়ে যেত। তবে আমি অবশ্যই এখানে আর থাকব না। এ সপ্তাহের শেষেই চলে যাবো।'

মিসেস্ হাবার্ড একটু অবাক হলেন।

'আমি মনে করি না তার কোনও দরকার আছে। কিছুটা অস্বস্তি তোমার হচ্ছে একথা ঠিক। এটা হতেই পারে, কিন্তু মোটের ওপর তারা সবাই উদার হৃদয়ের মানুষ। অবশ্য তোমাকেও একটু মানিয়ে নিতে হবে।

সিলিয়া হঠাৎই বলল, 'ও, হ্যাঁ, আমি চেক বইটা নিয়ে এসেছি।' তার হাতে চেক বই আর একটা খাম।—'যদি আপনি না থাকেন তাই এই খামে আমি কিছু কথা লিখে নিয়ে এসেছি যে, আমি গোটা ব্যাপারটির জন্য কত দুঃখিত। আর যে যে জিনিসগুলো খোওয়া গেছে তাদের দাম যাতে মিটিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য আমি চেকবইটা নিয়ে এসেছি—কিন্তু আমার পেনে যে কালি নেই।'

'আমাদের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।'

'আমি যতটা সম্ভব মনে করে একটি তালিকা তৈরি করেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, জিনিসগুলো কিনে দেব নাকি তার দাম দিয়ে দেব।'

'আমি পরে ব্যাপারটা ভেবে দেখব। হঠাৎ করে কিছু বলা যায় না।'

'কিন্তু দয়া করে আমাকে এখন চেকটা দিতে দিন। তাহলে আমি অনেকটা স্বস্তি পাবো।'

মিসেস্ হাবার্ড ভেবে দেখলেন ছাত্রদের টাকা দিয়ে মিটিয়ে নেওয়াই সহজ হবে, এতে তারা খুশিও হবে কেননা বেশির ভাগ ছাত্রই টাকার অভাবে কাটায়।

'ঠিক আছে।' এই বলে তিনি তালিকায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'যদিও ঠিক কত টাকা লাগবে এখনি এভাবে বলা কঠিন—'

উৎসুক সিলিয়া বলল, 'আপনি মোটামুটি একটা আন্দাজ করে এখন বলুন, তারপর যদি উদ্বৃত্ত হয় আমাকে ফেরৎ দেবেন আর কম পড়লে আমি আবার দেব।'

'ভাল।' মিসেস্ হাবার্ড মনে মনে একটা টাকার অঙ্ক হিসেব করে নিলেন, একটু বেশি করেই ধরলেন। সিলিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে চেকবই খুলল।

'ওঃ আমার পেনটায় যে আবার কালি নেই।' ছাত্ররা যেখানে তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র রাখে সেখানে গিয়ে দেখে একমাত্র নাইজেলের সেই অভিশপ্ত সবুজ কালি ছাড়া আর তো কোনও কালি চোখে পড়ছে না। যাই হোক, এটাই ব্যবহার করি নাইজেল কিছু মনে করবে না। আজকে ঠিক মনে করে এক বোতল কালি কিনে আনব। কলমে কালি ভরে চেকটা লিখে দিল। মিসেস্ হাবার্ডকে চেকটা দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল।

বলল, আমার দেরী হয়ে যাবে। আজকে আর খাওয়ার সময় নেই।'

'না, সামান্য কিছু হলেও খেয়ে নাও। একেবারে খালি পেটে বেরোনো ঠিক হবে না।'

দেখলেন, ইটালিয়ান পরিচারক জেরোনিমো ঘরে ঢুকে প্রবলভাবে হাত নেড়ে কিছু বলছে। তাঁর বাঁদরের মতো মুখচোখের ভাবভঙ্গি দেখলে হাসি পায়।

মিসেস্ হাবার্ড তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, ততক্ষণে সিলিয়া প্রাতরাশ শুরু করেছে।

খিদে পেলে চিড়িয়াখানার বাঘ যেমন গরগর করতে করতে ঘরে পায়চারি করে মিসেস্ নিকোলেটিস ঠিক তাই করছিলেন।

'এ আমি কি সব শুনছি, অ্যাঁ,' তিনি ফেটে পড়লেন। 'আপনি পুলিশ ডেকেছেন? আমার সঙ্গে কোনও কথা না বলে আপনি নিজেকে কি ভাবেন?'

'আমি পুলিশ ডাকিনি।'

'আপনি মিথ্যেবাদী।'

'দেখুন, মিসেস্ নিকোলেটিস্, আপনি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে পারেন না।'

হ্যাঁ, ভুল তো আমার, আপনার কেন হবে। সব সময়ই আমার ভুল। আপনার সবসময়ই ঠিক। আমার ছাত্রাবাসের এত সুনাম, সেখানে পুলিশ। হুঃ।

boiRboi.net

'পুলিশ যে এই প্রথম এল, তা তো নয়। এর আগেও কয়েকটি ঘটনায় পুলিশ এসেছিল, সেবার—'

'ছাড়ুন, সে সব দোষ ছাত্রদের। আমার নয়।'

'দেখুন, এক্ষেত্রে ঘটনাটি হলো, মোটেই পুলিশ ডাকা হয়নি। একজন অত্যন্ত বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ আমার নিমন্ত্রণে কাল এখানে ডিনার খেতে এসেছিলেন। তিনি কাল ছাত্রদের সামনে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বক্তৃতা করেছেন, অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে।'

'যেন অপরাধতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল! নিশ্চয় তারা ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে যথেষ্ট জেনে ফেলেছে। চুরি করছে, লণ্ডভণ্ড করছে, সাবোতোজ করছে, যা খুশি তাই করছে। এবং এ ব্যাপারে এখনও এক পাও এগোনো যায়নি।'

'আমার বলতে ভাল লাগছে যে ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। একজন ছাত্রী স্বীকার করেছে যে বেশির ভাগ অপকর্মের জন্য সেই দায়ী।'

'তাড়াও, তাড়াও, একেবারে রাস্তায় বার করে দাও।'

'সে নিজে থেকেই চলে যেতে চায়, এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিয়েছে।'

'তাতেই বা কি? আমার এত সুন্দর ছাত্রাবাসটির বদনাম হয়ে গেল, কেউ আর আসবে না।' মিসেস্ নিকোলেটিস্ একটা সোফায় বসে পড়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'কেউ আমাকে বোঝে না। আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করা হয়, তা ভাবা যায় না। কাল যদি আমার মরণ হয় তাতে কার কী এসে যায়?' এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে মিসেস্ হাবার্ড সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

সর্বশক্তিমান, আমাকে ধৈর্য দিন। মনে মনে এই কথা বলে তিনি রান্নাঘরে মারিয়া কাছে গেলেন।

পুলিশ-টুলিশ দেখলে মারিয়া খুব ঘাবড়ে যায়। মিসেস্ হাবার্ডকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'আমি শেষ পর্যন্ত দোষী হব। আমি আর জেরোনিমো। বিদেশে এর চেয়ে ভাল বিচার আর কিই বা আশা করা যায়? না, আপনার কথামতো রান্না আমি করতে পারব না। বাজে চাল পাঠিয়েছে। বরং আমি স্প্যাগেট্টি করে দেব।'

'উঁহু, কালকেই স্প্যাগেট্টি হয়েছে।'

'তাতে কি, আমাদের দেশে আমরা রোজ স্প্যাগেট্টি খাই।'

'কিন্তু এখন তুমি ইংল্যান্ডে আছো।'

'ঠিক আছে, আমি স্টু করে দেব। পাতলা জলের মতো স্টু। তেল নয়, পেঁয়াজ নয়, শুধু জলে সেদ্ধ করে, আর ঐ বিস্বাদ মাংসও রাঁধব।'

রেগেমেগে মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'যা খুশি করো।'

সন্ধেবেলা মিসেস্ হাবার্ড আবার যেন তাঁর হারানো কর্তৃত্ব ফিরে পেলেন। ছাত্রদের ঘরে চিঠি পাঠিয়ে প্রত্যেককে ডিনারের আগে দেখা করতে বললেন। নানারকম আদেশ

boiRboi.net

ছাত্ররা মেনে নিল। তিনি তাদের বললেন যে সিলিয়া ব্যাপারটা টাকা দিয়ে মিটিয়ে ফেলতে চাইছে। তারা সকলেই, মনে হলো বেশ খুশিই হয়েছে। এমন কি ফরাসী মেয়েটি জেনেভিড তার পাউডার কমপ্যাক্টের শোক কাটিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে উঠল, 'সবাই জানে, এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। সে যথেষ্ট ধনী, চুরি করার তার কোনও প্রয়োজনই নেই। না, না তার মাথায় নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল আছে, মিঃ ম্যাকনার ঠিক কথাই বলেছেন।' ডিনারের ঘণ্টা বাজতে লেন বেটসন মিসেস হাবার্ডের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমি বরং সিলিয়াকে নিয়ে আসি। ও নিজের চোখে দেখুক, যে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ সেটা খুব ভাল হবে।'

'আচ্ছা, মা।'

সুপ যখন পরিবেশন করা হচ্ছে, লেনের গলা ঘরের মধ্যে গমগম করে উঠল।

'সিলিয়া, চলে এসো, আমরা সবাই আছি।'

নাইজেল বিদ্রূপ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। শেষে সামলে নিয়ে হাত নেড়ে সিলিয়াকে অভিবাদন জানালেন।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বেশ হৈ-চৈ করে খানিকটা কথাবার্তা হলো আর সিলিয়াও প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বললেন। কথাবার্তার রেশ একটু একটু করে থিতিয়ে যেতে যেতে একসময় একেবারে নীরবতা নেমে এল। সেই সময় মূর্তিমান আকিবমবো হাসি-হাসি মুখে সিলিয়াকে বললেন, 'যদিও সব শুনেছি তবু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কিন্তু বেশ চালাকের মতোই চুরি করেছ। অনেকদিন পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি। খুব চালাক!'

ওর কথা শুনে স্যালি ফিঞ্চ বলে উঠল, 'আকিবমবো, তুমি আমায় মেরে ফেলবে।' হাসি চাপতে না পেরে সে হল থেকে বেরিয়ে গেল। বাকি সবাই হো-হো করে হেসে উঠল।

কলিন ম্যাকনার পরে এল। তাকে বেশ চুপচাপ আর আরও বেশি যেন অমিশুক মনে হলো। অন্যরা খাবার শেষ করার আগেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বিরক্তির সঙ্গে বিড় বিড় করে বললেন, 'প্রথমেই তোমাদের বলি, সিলিয়া আর আমি আশা করছি আগামী বছর বিয়ে করব, যখন আমার পড়াশুনো শেষ হয়ে যাবে।' এ কথায় অভিনন্দনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঠাট্টা আর টিটকিরি তাকে হজম করতে হলো। শেষ পর্যন্ত তিনি পালিয়ে বাঁচলেন।

'আমি ভীষণ খুশি হয়েছি, সিলিয়া।' প্যাট্রিসিয়া বললেন। 'আশা করি তোমরা সুখী হবে।'

'যাক, বাগানের সব ফুলই তাহলে ফুটল। নাইজেল বললেন।

'কাল আমরা একটু পানীয়ের ব্যবস্থা করে তোমাদের স্বাস্থ্য কামনা করব। কিন্তু

আমাদের প্রিয় জীনকে মনমরা দেখাচ্ছে কেন? তুমি কি বিবাহ ব্যাপারটা পছন্দ করো না?'

'মোটেই তা নয়! নাইজেল।'

'ফ্রিলাভের চাইতে এ অনেক, অনেক ভাল, তাই না? ছেলেমেয়েদের পক্ষেও ভাল। তাদের পাসপোর্টেরও চেহারাও ভদ্রসভ্য হয়।'

'অল্পবয়সে যেন সন্তান না হয়। জেনেভিড বলল। মনস্বত্ত্বের ক্লাসে এই নিয়ে একদিন আলোচনা হচ্ছিল।'

'ও, তুমি নিশ্চয়ই বলবে না যে সিলিয়া নাবালিকা। সে স্বাধীনভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে বা কর্তব্য করতে পারবে। ও স্বাধীন, শ্বেতাঙ্গিনী এবং প্রাপ্তবয়স্ক।' নাইজেলের উক্তি।

চন্দ্রলাল বললেন, 'শ্বেতাঙ্গিনী বলা হলো কেন, এ অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য।'

'না, না, মিঃ চন্দ্রলাল' প্যাট্রিসিয়া বললেন, 'এ শুধু কথার কথা। কোনও কিছু মানে করে বলা হয়নি।'

এলিজাবেথ জনস্টন হঠাৎই একটু গলা তুলে বলে উঠলেন, 'কোনও কোনও কথার আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কোনও মানে নেই, কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়। না, নাইজেল, আমি তোমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছি না। আমি অন্য কথা বলছি।' তিনি টেবিলের চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, 'আমি গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে তার কথা বলছিলাম।'

ভ্যালেরি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'ব্যাপারটা কী?'

'ওঃ', সিলিয়া বলল, 'আমার বিশ্বাস, আগামীকালের মধ্যেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোমার খাতায় কালি ঢালা, অদ্ভুতভাবে রুকস্যাকটা কুটি কুটি করা ইত্যাদি যেগুলো এখনো ধোঁয়াটে হয়ে আছে আর কি। সে যদি স্বীকার করে, আমি যেমন করেছি আর কি, তাহলে সব জলের মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে। তারপর সবাই কমনরুমে চলে গেলেন। সেখানে সিলিয়াকে কে আগে কফি দিতে পারে তা নিয়ে একটা ছোটখাটো প্রতিযোগিতাই হয়ে গেল। কফি খেতে খেতে কিছুক্ষণ হাল্কা মেজাজে বেশ গল্পগুজব করার পর কেউ কেউ নানা কাজে বেরিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ২৪ এবং ২৬ নং হিকোরি রোডের বাসিন্দারা সে রাতের মতো নিদ্রাদেবীর শরণ নিলেন। ঝড়বৃষ্টি, মড়ক, মহামারি বা শহরজোড়া যানজট, যাইহোক না কেন, কোনওকিছুই এই মহিয়সী মহিলাকে দমাতে পারে না, সেই মিস লেমন আজ পাঁচ মিনিট দেরী করে এলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি পোয়ারোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। যা তাঁর মতো মানুষের চরিত্র-বিরোধী কাজ।

'আমি ভীষণ দুঃখিত, মিঃ পোয়ারো। ঠিক যে সময় ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোচ্ছি, আমার বোনের ফোন এল।'

'তাঁর শরীর ভালই আছে তো?'

'না, একেবারেই না।'

পোয়ারো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

'সত্যি বলতে কি, তিনি ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। একজন ছাত্রী আত্মহত্যা করেছেন।'

পোয়ারো বিড়বিড় করে কি যেন বললেন।

'কিছু বলছেন, মিঃ পোয়ারো?'

'ছাত্রীটির নাম কী?'

'সিলিয়া অস্টিন।'

'কিভাবে আত্মহত্যা করেছেন?'

'তারা মনে করছেন যে সে মরফিয়া খেয়েছে।'

'এটা দুর্ঘটনাও তো হতে পারে।'

'না, সে নাকি লিখে গিয়েছে।'

'পোয়ারো স্বগতোক্তি করলেন, 'না, আমি ঠিক এরকমটা ভাবিনি। না, কিন্তু এটাই তো ঘটল, আমি বরং অন্যরকম— আমাকে এখনি হিকোরি রোডে যেতে হবে, আপনি বরং আজ সকালের চিঠিপত্রগুলো ফাইলে গুছিয়ে রেখে দিন।'

জেরোনিমো পোয়ারোকে সাদরে নিয়ে গেল। চোখেমুখে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে ফিসফিস করে সে বলল, 'ও, আপনি। আমরা খুব অসুবিধের মধ্যে পড়েছি। সেই দিদিমণিটি ঘুমোতে ঘুমোতে মারা গেছেন। প্রথমে ডাক্তার এল। তিনি মাথা নাড়লেন। এখন একজন পুলিশ এসেছে। তিনি ওপরে আছেন। কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন বলুন তো? আগের দিন রাতে এত খুশি ছিলেন, একজনের সঙ্গে বিয়ের কথাও হলো।'

'কে?'

'ঐ যে, লম্বা চওড়া, সবসময় পাইপ খায়।'

'আচ্ছা, বুঝেছি।'

জেরোনিমো কমনরুমের দরজা খুলে তাঁকে বসালেন।

'আপনি এখানে বসুন। পুলিশ চলে গেলে আমি দিদিমণিকে বলব যে আপনি এখানে আছেন।'

এই বলে জেরোনিমো চলে গেল।

পোয়ারো চটপট একবার ঘরটা আর ছাত্রদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র নজর করে নিলেন। তেমন কিছু জানতে পারলেন না। ছাত্ররা তাদের বেশির ভাগ জিনিসপত্র আর কাগজপত্র শোবার ঘরেই রাখেন।

দোতলায়, দেখা গেল মিসেস্ হাবার্ড ইন্সপেক্টর শার্পের সামনে বসে আছেন। তিনি নম্রভাবে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। বেশ বড়সড় চেহারার সৌম্যদর্শন মানুষ।

'ঘটনাটি আপনার কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর আর হতাশজনক। কিন্তু ডঃ কোল্স ইতিমধ্যেই বলেছেন মৃতদেহের একটি তদন্ত করতে হবে। আমাদের সঠিক ভাবে সব

boighar.net

জানা দরকার। আপনি বলছেন, তিনি গত কয়েকটি দিন নিদারুণ বেদনা আর হতাশার মধ্যে কাটিয়েছেন।'

'হ্যাঁ।'

'প্রণয় ঘটিত ব্যাপার।'

'ঠিক, তা নয়।' মিসেস্ হাবার্ড দ্বিধাগ্রস্ত।

'আপনি সব খুলে বললেই মনে হয় ভাল করবেন।' ইন্সপেক্টর শার্প বললেন, 'আমাদের একটা ছবি তো পেতে হবে, নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে অন্তত মেয়েটি তাই ভেবেছিল, তা না হলে কেন সে জীবন বিসর্জন দিতে যাবে? অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল কি?'

'না, না, একেবারেই ঐ ধরনের কিছু নয়। আমার বলতে বাধছে মিঃ শার্প, তার মধ্যে এমন বোকা বোকা কিছু ব্যাপার ছিল, সেসব সর্বসমক্ষে না আনাই মনে হয় ঠিক হবে।'

ইন্সপেক্টর শার্প কাশলেন। 'আমরা যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করি এবং একজন হত্যার তদন্তকারী অফিসার হিসেবে আমাকে জানতেই হবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আমিই বোকামি করছিলাম। ঘটনাগুলি মোটামুটি মাস তিনেকের পুরনো । জিনিসপত্র উধাও হয়ে যাচ্ছিল। ছোটখাটো জিনিস—মানে তেমন দামী কিছু নয়।'

'টাকাকড়ি কিছু চুরি গেছিল কি?'

'যতদূর জানি, না।'

'ও, এই মেয়েটিই কি দায়ী ছিল?'

'তা ঠিক নয়। কয়েকদিন আগেই এক সন্ধ্যায় আমার এক বন্ধু এখানে ডিনারের নেমন্তন্নে এসেছিলেন, মিঃ এরকুল পোয়ারো—আমি জানি না আপনি তাঁকে চেনেন কি না।' মিঃ শার্প নোটবই থেকে অবাক চোখে তাকালেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি এই নামের সঙ্গে পরিচিত।

'মিঃ এরকুল পোয়ারো, তাই নাকি! তাহলে তো দারুণ ব্যাপার।'

'খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি কথাবার্তা বলছিলেন এবং কথায় কথায় চুরির কথা ওঠে। তিনি পুলিশে খবর দিতে বলেছিলেন।'

'সত্যি, সত্যিই বলেছিলেন?'

'কিছুক্ষণ পরে সিলিয়া আমার ঘরে এসে সব স্বীকার করে। সে খুব ভেঙে পড়েছিল।'

'এ নিয়ে পুলিশে কোনও অভিযোগ জানানো হয়েছিল?'

'না, সে প্রত্যেককেই ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী ছিল, এবং এ ব্যাপারে সবাই তার প্রতি সদয় ছিল।'

'তার কি আর্থিক কষ্ট ছিল?'

boiRboi.net

'সে সেন্ট ক্যাথারিন হাসপাতালে ডিস্পেন্সারির কাজ করত। ভালই আয় করত, এ ছাড়াও তার নিজের কিছু টাকা ছিল বলে মনে হয়। বরং অন্য ছাত্রদের তুলনায় তার আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল।'

'তাহলে তার চুরি করার দরকার ছিল না, কিন্তু করতেন।' লিখে নিতে নিতে ইন্সপেক্টর বললেন।

'আমার মনে হয়, ক্লেপটোম্যানিয়া।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন। 'এদের সম্বন্ধে এই কথাটাই ব্যবহার করা হয়। আমি বলতে চাইছি যে, যাঁর চুরি করার কোনও প্রয়োজন নেই, তবু তিনি করে থাকেন। যাই হোক, মেয়েটি একজন যুবকের প্রতি আসক্ত ছিলেন।'

'যুবকটি কি তাঁকে ঐ কাজের জন্য তিরস্কার করেছিলেন?'

'না, না, বরং উল্টোটাই। সে খুব দৃঢ়ভাবে মেয়েটির পক্ষ সমর্থন করেছিল। এবং গত রাতে সে ঘোষণা করে যে তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে।

মিঃ শার্প বিস্ময়ে ভ্রূ কপালে তুললেন।

'আর এই সুখবরের পরেই সে ঘরে গিয়ে মরফিয়া নিয়ে আত্মহত্যা করল, ব্যাপারটা অবাক করার মতো নয় কি!'

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

মিসেস্ হাবার্ডের মুখটা কেমন হতাশ আর অসহায় দেখাচ্ছিল। ছোট্ট ছেঁড়া কাগজের টুকরোটা টেবিলের ওপর থেকে নিলেন মিঃ শার্প।

'প্রিয় মিসেস্ হাবার্ড, আমি সত্যিই দুঃখিত কিন্তু এর চেয়ে ভাল আর কিছুই আমার করার নেই।'

'এতে কোনও সই নেই, কিন্তু আপনার কোনও সন্দেহ নেই যে হাতের লেখাটি তাঁরই?'

'না।'

মিসেস্ হাবার্ডের গলায় আত্মবিশ্বাসের অভাব, যখন তিনি কাগজটি দেখছিলেন তিনি অবাক হচ্ছিলেন। কেন তিনি এত জোরের সঙ্গে বললেন? 'তাঁর মনে হচ্ছে যে নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু গণ্ডগোল আছে?'

'একটা স্পষ্ট আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে এবং ছাপটি অবশ্যই তাঁর।' ইন্সপেক্টর বললেন, 'যে ছোট বোতলটায় মরফিয়া ছিল, তাতে সেন্ট ক্যাথারিন হাসপাতালের লেবেল ছিল। এই হাসপাতালে কাজ করার সুবাদে এই সব বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহার করার অধিকার তাঁর ছিল। সম্ভবত আত্মহত্যার মনোভাব নিয়েই তিনি বোতলটি গতকাল ঘরে নিয়ে এসেছিলেন।'

'আমি ঠিক এরকম ভাবতে পারছি না। কেন জানি না আমার মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে। গতরাতে সে এত হাসিখুশি ছিল—'

'তাহলে তো আমরা এরকম ভাবতে পারি যে শোবার পরে তার মনে কোনও

প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল, হয়ত তার অতীত জীবনের কোনও ঘটনা যা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয় ছিল। আপনার ধারণা যে একজন যুবকের প্রতি তিনি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন। ছেলেটির নাম কি?'

'কলিন ম্যাকনার। তিনি সেন্ট ক্যাথারিন হাসপাতালে স্নাতকোত্তর করছেন।'

'ডাক্তারি? এবং সেন্ট ক্যাথারিনেই?'

'হ্যাঁ, সিলিয়া ওকে ভীষণ ভালবাসত, কলিন কিন্তু অতটা নয়। সে কিছুটা স্বার্থপর ধরনের ছেলে।'

'এটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে। তিনি একথা ভেবে কষ্ট পেতেন যে, কলিন তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না। তার বয়স তো যথেষ্ট কম ছিল, তাই না?'

'তেইশ।'

'এই বয়সে তারা খুব আদর্শবান হয়, এবং প্রেমকে খুব গ্রহণ করে গভীরভাবেই। সেই জন্যই আমার ভয়। ব্যাপারটা শোকাবহ।'

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'আসল ঘটনা এখনও জানা যায়নি, আমরা আমাদের যথাসাধ্য করব যাতে কোনও অস্পষ্টতা না থাকে। ধন্যবাদ, মিসেস্ হাবার্ড। এখন যা, যা খবর দরকার সবই আমি পেয়েছি। তাঁর মা বছর দুয়েক আগে মারা গিয়েছেন, আর তাঁর একমাত্র বৃদ্ধা মাসি যাঁর কথা আপনি বলছিলেন তিনি থাকেন ইয়র্কশায়ারে। আমরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

তিনি সিলিয়ার লেখা ছেঁড়া খাতার পাতাটি তুলে নিলেন।

'এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও গণ্ডগোল আছে।' হঠাৎই মিসেস্ হাবার্ড বলে উঠলেন।

'গণ্ডগোল? কী গণ্ডগোল?'

'সেটা জানি না, তবে আমার মনে হচ্ছে।'

'আপনি একেবারেই নিশ্চিত তো এই হাতের লেখাটি তারই?'

'অবশ্যই, তবে তার জন্য নয়।' তিনি কি যেন মনে করার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না।

'গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আপনি ভীষণ চাপের মধ্যে আছেন।' সহানুভূতির সঙ্গে বললেন ইন্সপেক্টর। 'এই অবস্থায় আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না। মিসেস্ হাবার্ড।' ইন্সপেক্টর দরজা খুলতেই জেরোনিমো তাঁর ঘাড়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সে দরজায় নিজেকে লেপ্টে দিয়ে কথা শোনার চেষ্টা করছিল।

'এই দরজায় কান দিয়ে কথা শোনা হচ্ছিল, অ্যাঁ—'

জেরোনিমো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, 'না, না, আমি শুনিনি, কক্ষনো না। আমি শুধু এই খবরটা দিতে আসছিলাম।'

'আচ্ছা। কি খবর?'

'সেই যে ভদ্রলোক এসেছিলেন নিমন্ত্রন্ন খেতে। সেই যে গোঁফওলা ভদ্রলোক, তিনি নিচে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'কি, কার কথা বলছ? ওঃ আচ্ছা, আচ্ছা, জেরোনিমো। দু'-এক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন।

'গোঁফওলা ভদ্রলোক,' শার্প মনে মনে বললেন, 'বাজি ধরে বলতে পারি, উনি কে?'

তিনি নিচে নেমে কমনরুমে গেলেন।

'ভাল আছেন মিঃ পোয়ারো?' তিনি বললেন। 'অনেকদিন বাদে দেখা হলো।'

'আরে, আপনি নিশ্চয়ই ইন্সপেক্টর শার্প, কি তাই তো? কিন্তু আপনি তো এই বিভাগে ছিলেন না?'

'দু' বছর আগে বদলি হয়েছি। সেই ক্রেইস্ হিলের মামলার কথা মনে আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। তখন আপনি টগবগে যুবক ছিলেন। এখনও আপনি যৌবন বেশ ধরে রেখেছেন দেখছি ইন্সপেক্টর—'

'বলে যান, বলে যান—'

'হায়, আমি বুড়ো হয়ে গেলাম।' পোয়ারোর দীর্ঘশ্বাস।

'তবে তেমন কোনও কিছুর গন্ধ পেলে এখনও যথেষ্ট তৎপর হয়ে ওঠেন। কি, তাই তো?'

'কি বলতে চাইছেন, বলুন তো?'

'আমি বলছি যে, কেন আপনি এই ছাত্রাবাসে এক সন্ধ্যায় এসেছিলেন আর এলেনই যদি, তবে অপরাধতত্ত্ব নিয়ে অত কথা খরচ করার কাবণ কি?'

পোয়ারো হাসলেন। 'এটা আর কিছুই নয়। মিসেস্ হাবার্ড আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেক্রেটারির মিস্ লেমনের বোন। তাই তিনি যখন ডাকলেন—'

'কিছু অপ্রিয় ঘটনা এখানে ঘটেছিল, তার জন্য তিনি আপনাকে ডেকেছিলেন, ব্যাপারটা তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু কেন? সেটাই তো আমি জানতে চাইছি। এর মধ্যে কি এমন ব্যাপার ছিল যা আপনাকে এখানে টেনে এনেছিল?'

'হ্যাঁ, একটি ছাত্রী এদিক ওদিক থেকে কিছু জিনিস সরাচ্ছিল। এমন তো হয়েই থাকে। আপনার পক্ষে এ নেহাৎই তুচ্ছ কাজ, তাই না?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

'খুব সাধারণ ব্যাপার এ নয়।'

'কেন নয়? এর মধ্যে কোন ব্যাপারটি অসাধারণ?'

একটু বিরক্তির সঙ্গে পোয়ারো তাঁর প্যান্ট থেকে ধুলো ঝেড়ে নিলেন। সেটা জানতে পারলে ভাল হতো।' তিনি সংক্ষেপে বললেন।

শার্পের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, যে জিনিসগুলো চুরি গেছে এবং যে ভাবে চুরি গেছে

boiRboi.net

তার কোনও ধরন বা মানে খুঁজে পাচ্ছি না। একসঙ্গে যেন অনেকগুলো পায়ের ছাপ পাচ্ছি কিন্তু সেগুলো এক লোকের নয়। ওপর ওপর চুরির ব্যাপারটা খুব সরলসাদা মনে হলেও আসলে মোটেই তা নয়। কিন্তু মেলাতে পারছি না, অর্থহীন, উদ্ভট মনে হচ্ছে। কোনও কোনও চুরির পেছনে বিদ্বেষ কাজ করেছে এবং সিলিয়া অস্টিন বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না।'

'তিনি কি ক্লেপটোম্যানিয়াক?'

'আমার খুব সন্দেহ আছে।'

'তাহলে কি একেবারে সাধারণ চুরির ঘটনা?'

'তাও নয়। আমার মতে এ সব চুরি করা হয়েছে কোনও একজন বিশেষ যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।'

'কলিন ম্যাকনার?'

'হ্যাঁ, কলিন ম্যাকনারের প্রেমে তিনি পাগল ছিলেন। কলিন তাকে পাত্তা দিতেন না। একজন ভদ্র, সুশ্রী মেয়ে হিসেবে নিজেকে তৈরি না করে সে বরং নিজেকে এক কৌতুহলজনক অপরাধী হিসেবে তৈরি করলেন। তিনি সফল হয়েছিলেন, কলিনের মনোযোগ তিনি আকর্ষণ করেছিলেন।'

'ছেলেটিকে তাহলে নির্বোধ বলতে হবে।'

'মোটেই নয়। তিনি মনস্তত্ত্বের একজন একনিষ্ঠ ছাত্র।'

'ও, আচ্ছা, তাদেরই একজন। এখন বুঝতে পারছি।' বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল শার্পের মুখে। 'মেয়েটি তাহলে যথেষ্ট সপ্রতিভ।'

'কে জানে।'

শার্পকে কৌতুহলী দেখালো।

'তার মানে?'

'এমন হতে পারে যে কেউ মেয়েটিকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল?'

'কেন?'

'তা কেমন করে জানব? উপকারের ইচ্ছে? ভবিষ্যতের কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও হতে পারে। কে জানে।'

'কে তাঁকে এই বুদ্ধি যুগিয়েছিলেন বলে আপনার সন্দেহ হয়?'

'কাউকেই নয়—যতক্ষণ না—না কাউকেই নয়—'

'কোনও কিছুই পরিষ্কার নয়।' শার্প বললেন, 'যদি তিনি ছদ্ম ক্লেপটোম্যানিয়াক সেজে তাঁর কাজ হাসিল করে নিতে সক্ষম হন, তবে তিনি আত্মহত্যা করতে যাবেন কোন দুঃখে!'

'এর উত্তর হলো, তিনি মোটেই আত্মহত্যা করেননি।'

দু'জন পরস্পরের দিকে তাকালেন।

পোয়ারো অস্ফুটে বললেন, 'আপনি কি নিশ্চিত, তিনি আত্মহত্যা করেছেন?'

boiRboi.net

'এ তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার মিঃ পোয়ারো। এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না এবং—'

দরজা খুলে মিসেস্ হাবার্ড ঘরে ঢুকলেন। তাঁকে অত্যন্ত উত্তেজিত লাগছে। সোৎসাহে বললেন, 'আমার মনে পড়েছে। সুপ্রভাত, মিঃ পোয়ারো, আমার মনে পড়েছে, মিঃ শার্প কেন আমি বলছিলাম যে ঐ বয়ানটায় আমার খটকা লাগছে। সিলিয়া সম্ভবতঃ আত্মহত্যার বয়ান লেখেনি।

'কেন আপনার একথা মনে হলো?'

'এই কাগজটাতে সাধাবণ নীল কালো কালি দিয়ে লেখা। আর সিলিয়া তার কলমে সবুজ রংয়ের কালি ভরেছিল। কালিটা ঐখানে আছে।'

মিসেস হাবার্ড তাকটা দেখিয়ে দিলেন। 'গতকাল সকালে প্রাতরাশের সময় সে কালি ভরেছিল।'

মিঃ শার্প বললেন, 'ঠিক কথা। আমি দেখেছি। মেয়েটির ঘরের বিছানার ওপর যে কলমটি ছিল তাতে সবুজ রংয়ের কালিই ছিল।'

মিসেস্ হাবার্ড প্রায় খালি হয়ে যাওয়া বোতলটি তুলে ধরলেন। তারপর গতকাল প্রাতরাশের টেবিলের ঘটনাকে তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

'আমি নিশ্চিত যে ঐ টুকরো কাগজটি আমাকে গতকাল দেওয়া চিঠিটারই অংশ। যে চিঠিটি আমি খুলিইনি।'

'তিনি এটি নিয়ে কি করেছিলেন? কিছু মনে পড়ছে?'

মিসেস হাবার্ড মাথা নাড়লেন।

'তার সঙ্গে কথা বলার পর আমি নিজের কাজ সারতে ঘরে চলে যাই। আমার মনে হয়, সে নিশ্চয়ই চিঠিটির কথা ভুলে যায় এবং ফেলে চলে যায়।'

'তারপর কেউ চিঠিটি পায়...খুলে দেখে...কেউ—'

ইন্সপেক্টর শার্প বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনি বুঝতে পারছেন এর মানে কি দাঁড়ায়? তার ঘরে কলেজের নোট নেওয়ার জন্য প্রচুর কাগজ রয়েছে। তার থেকে কোনও কাগজে সে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখবে এটাই স্বাভাবিক। তার মানে আপনাকে লেখা এই চিঠিটার প্রথম কটি লাইন দেখে কারও মনে কোনও অভিসন্ধি আসে। সে এটিকে কাজে লাগাতে চায়—সে চায় এটিকে সিলিয়ার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী বলে চালাতে।'

তিনি একটু থেমে আস্তে আস্তে বললেন, 'তার মানে—'

'খুন!' বললেন এরকুল পোয়ারো।

boiRboi.net

আট

একটা বড় কাপ, এক কেটলি কড়া ভারতীয় চা, প্রচুর পরিমাণে রুটি, জ্যাম আর একটি বিশাল আচারের শিশি নিয়ে জর্জের প্রবেশ ঘটল।

এ সবই ইন্সপেক্টর শার্পের অভ্যর্থনার অঙ্গ। তিনি এখন সোফায় হেলান দিয়ে আয়েস করে তাঁর তৃতীয় কাপ চায়ের সদ্ব্যবহার করছেন।

'আমি এভাবে হঠাৎ চলে এলাম বলে কিছু মনে করবেন না, মিঃ পোয়ারো। ঘণ্টাখানেক বাদে আমি হিকোরি রোডে যাব ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে এবং খোলাখুলিই বলছি ঠিক কোন ধরনের বা কি কি প্রশ্ন করলে এগোতে পারব বুঝতে পারছি না। আপনি একবার গিয়ে ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলেছিলেন, তাই আপনি যদি প্রয়োজনীয় কিছু আভাষ দিতে পারেন। বিশেষ করে বিদেশীদের ব্যাপারে—'

'আপনি কি আমাকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ মনে করেন? তা হলে ভুল করবেন। তাও যদি সেখানে কোনও বেলজিয়ান থাকত।'

'না, বেলজি—ও বুঝতে পেরেছি। আপনি বলতে চাইছেন যে আপনি বেলজিয়ান, তাই অন্য দেশের ছাত্ররা আমার মতোই আপনার কাছে অপরিচিত, কিন্তু কথাটি পুরোপুরি সত্য নয়। সম্ভবত আপনি আমার চেয়ে ইউরোপীয় মানুষদের ভাল চেনেন, অবশ্য ভারতীয় আর পশ্চিম আফ্রিকানদের ব্যাপারে আপনার জ্ঞান সীমিত।'

'এ ব্যাপারে আপনি মিসেস্ হ্যবার্ডের কাছে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পাবেন। তিনি ওখানে বেশ কয়েক মাস ঘনিষ্ঠভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিশে ছিলেন এবং মনুষ্যচরিত্রের তিনি একজন ভাল পর্যবেক্ষক।'

'হ্যাঁ, তাঁকে বিশ্বাস করা যায়।'

পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সেন্ট ক্যাথারিনে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, সেখানকার প্রধান ফার্মাসিস্ট অত্যন্ত সাহায্য করছেন। তিনি এই ব্যাপারে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন।'

'মেয়েটির সম্বন্ধে তিনি কি বললেন?'

'তিনি ওখানে বছর খানেক কাজ করছিলেন, সবাই বেশ পছন্দই করত। মেয়েটি সম্বন্ধে তার মত তেমন চটপটে নয় কিন্তু অত্যন্ত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন।' একটু থেমে তিনি যোগ করলেন, 'এটা ঠিক যে মরফিয়া ওখান থেকেই এসেছিল।'

'তাই নাকি? ব্যাপারটি কৌতুহলজনক।'

'এটা মরফিয়া টারট্রেট। ডিসপেনসারির আলমারিতে অন্য ওষুধের সঙ্গে ওপরের তাকে ছিল। ওষুধগুলি কাজে লাগত না। হাইপোডারমিক বড়িগুলো অবশ্য সাধারণ ভাবেই ব্যবহৃত হয় এবং টারট্রেটের থেকে মরফিন হাইড্রোক্লোরাইডের ব্যবহার বেশি। অন্যান্য জিনিসের মতো ওষুধও হুজুগে চলে। ডাক্তারবাবুরাও মনে হয় এক ধরনের ওষুধই লিখতে পছন্দ করেন। এটা অবশ্য উনি বলেননি, আমি মনে করি। আলমারির ওপরের তাকের ওষুধগুলো একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু এখন অনেক দিন ওগুলো কোনও ডাক্তারবাবু লেখেননি।'

'সুতরাং ধুলো পড়ে যাওয়া এই শিশিটি সম্প্রতি নজরে আসেনি?'

'না। কিছুকাল অন্তর জিনিসপত্র মেলানো হয়। কেউই মনে করতে পারছেন না

যে কতদিন আগে মরফিয়া টারট্রেট ওষুধ হিসেবে লেখা হয়েছিল। বোতলটির অনুপস্থিতি তাই নজরে আসেনি কারও। এই সব বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক ওষুধের আলমারির চাবি তিনজন ডিসপেনসারের কাছেই থাকে। দরকার মতো আলমারি খোলা হয় এবং ব্যস্ত দিনগুলোতে এই ওষুধগুলো এত লাগে যে বারবার তালা খোলার ঝামেলা বাঁচাতে আলমারি খোলাই রাখা হয়। যতক্ষণ না বন্ধ হয়।'

'সিলিয়া ছাড়া আর যে দু'জনের আলমারিতে অধিকার ছিল, তারা কারা?'

'আরও দু'জন মহিলা ডিসপেনসারিতে ছিল, কিন্তু তাদের হিকোরি রোডের সঙ্গে কোনও দিক দিয়েই কোনওরকম সম্পর্ক নেই। একজন সেখানে চার বছর ধরেই আছে, আর একজন কয়েক সপ্তা হলো এসেছে, তার আগে ভেভন হাসপাতালে ছিল। কোনও বদনাম নেই। এদেরই আলমারির ওপর ন্যায্য এবং স্বাভাবিক অধিকার আছে। একজন পুরনো পরিচারিকা আছে যে ঘরদোর পরিষ্কার করে, সে অবশ্য অন্যরা যখন বাইরের রুগীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন সেখান থেকে বোতল নিতে পারে, কিন্তু অনেক দিন ধরেই কাজ করেছে সে এবং তার কাছ থেকে এ ধরনের কাজ অপ্রত্যাশিত। ল্যাবের সহকারী যিনি তিনিও বোতলটি নিতে পারেন সুযোগ বুঝে কিন্তু এসব ধারণা ঠিক মেনে নেওয়া যায় না।'

'বাইরের লোকেরা কেমন আসেন ডিসপেন্সারিতে?'

'অনেকেই আসেন, বিভিন্ন কাজে। প্রধান ফার্মাসিস্টের কার্যালয়ে যেতে ডিসপেন্সারির ভেতর দিয়েই যেতে হয়। ওষুধের ক্যানভাসাররা আসেন, এছাড়াও ডিসপেন্সারদের বন্ধুবান্ধবরাও আসেন, যদিও নিয়মিত নয় তবুও আসেন।'

'সিলিয়া অস্টিনের কাছে সম্প্রতি কেউ এসেছিলেন?'

'প্যাট্রিসিয়া লেন নামে একটি মেয়ে গত সপ্তাহের মঙ্গলবার এসেছিলেন। ডিসপেনসারি বন্ধ হবার পর তিনি সিলিয়ার সঙ্গে একটি জায়গায় দেখা করতে চেয়েছিলেন।'

'প্যাট্রিসিয়া লেন' কি যেন ভাবতে ভাবতে পোয়ারো বললেন।

'সে ওখানে মাত্র পাঁচ মিনিট ছিল এবং সে ওই বিষের আলমারির কাছে যায়নি। জানলায় দাঁড়িয়ে সিলিয়ার সঙ্গে কথা বলেছিল। এছাড়াও তারা বলেছে একজন কালো ভদ্রমহিলা এসেছিলেন সপ্তাদুয়েক আগে, উচ্চশিক্ষিত মহিলা। তিনি এই কাজে আগ্রহী তাই জন্য কিছু প্রশ্ন করছিলেন, এবং লিখে নিচ্ছিলেন। নিখুঁত ইংরেজী বলেন।'

'তাহলে এলিজাবেথ জনস্টন হবে। কিন্তু তিনি আগ্রহী হবেন কেন?'

'তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। তিনি শিশুদের ডায়রিয়া আর চামড়ার অসুখে কি ওষুধ দেওয়া হয়, তা জানতে চাইছিলেন।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

'আর কেউ?'

'আর তেমন তো কাউকে তাঁরা মনে করতে পারেননি।'

'ডাক্তাররা আসেন ডিসপেন্সারিতে?'

শার্প দেঁতো হাসি হাসলেন।

'সে তো দরকারে-অদরকারে সবসময়ই আসেন। কখনো আসেন কোনও একটি বিশেষ ফর্মুলার ব্যাপারে কিছু জানতে, কখনো বা স্টকে কি ওষুধ আছে দেখতে।'

'স্টক দেখতে আসেন?'

'হ্যাঁ, আসেন। কোনও ওষুধের জন্য রুগীর চামড়ায় জ্বালা করলে বা হজমের অসুবিধে হলে তার পরিবর্ত ওষুধের ব্যাপারে উপদেশ চাইতে আসেন, কখনো একটু ফাঁক পেলে আড্ডা মারতে আসেন। অনেকেই আসেন অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ চাইতে এবং প্রায়ই সুযোগ বুঝে মেয়েদের সঙ্গে খোশামুদে গপ্প করতে আসেন। আদি অকৃত্রিম মনুষ্যস্বভাব, এব্যাপারে কিছু করার নেই।'

পোয়ারো বললেন, 'আমার যতদূর মনে পড়ছে, হিকোরি রোডের একাধিক ছাত্র সেন্ট ক্যাথারিনের সঙ্গে যুক্ত। একজন বড়সড় চেহারার—চুলের রং লাল—বেটস্—বেটম্যান—'

'লিওনার্ড বেটসন ঠিকই। তাছাড়া কলিন ম্যাকনার ওখানে স্নাতকোত্তর পড়াশুনা করেন। আরেকটি মেয়ে জিন টমলিনসন, তিনিও ওখানে ফিজিওথেরাপি দপ্তরে কাজ করেন।'

'এরা মাঝে মাঝেই ডিসপেন্সারিতে যান?'

'হ্যাঁ, এবং আশ্চর্য, এরা কেউই মনে করতে পারছেন না কখন ঘটেছে, কেন না বিষের আলমারির দিকে কোনও কর্মচারি তাকালেই বলে উঠত, আরে, এতখানি ওষুধ কি হলো? অথবা ঐ রকম কিছু। কারণ সম্প্রতি ঐ ওষুধও কেউ ব্যবহারই করেনি।'

শার্প একটু থেমে আবার বললেন, 'আমরা অনুমান করছি যে কেউ সিলিয়া অস্টিনকে মরফিয়া দিয়েছিলেন এবং পরে মরফিয়া বোতল আর চিঠির ছেঁড়া অংশটিকে তার ঘরে রেখে আসে যাতে মনে হয় সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন, মিঃ পোয়ারো কেন?'

পোয়ারো নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। শার্প বলে চললেন, 'আপনি আজ সকালে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে কেউ সিলিয়াকে ক্লেপটোম্যানিয়ার বুদ্ধিটা বাতলেছিলেন।' পোয়ারো অস্বস্তিতে পড়লেন।

'এই অনুমানের তেমন ভিত্তি নেই। সে নিজে থেকে এতটা চালাকি করতে পারে, এটা আমার মনে হয় না।'

'তাহলে কে?' 'যতদূর জানি, তিনজন ছাত্রের মাথায় এই ধরনের মতলব আসতে পারে। লিওনার্ড বেট্সন, তাঁর এই ব্যাপারে কিছুটা জ্ঞান আছে, তিনি কলিনের জটিল মনোভাবের কথা জানেন।

তিনি হয়ত ঠাট্টার মতো করেই সিলিয়াকে এই ধরনের কিছু উপায়ের কথা বলেছিলেন এবং শুধু বলা নয় এই নাটকে সিলিয়াকে তার ভূমিকার কথাও স্পষ্ট করে

BoiRboi.net

বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এও ভাবা যায় না যে মাসের পর মাস তিনি সিলিয়াকে দিয়ে এসব কীর্তি চালিয়ে যাবেন, যদি না অবশ্য কোনও দুরভিসন্ধি তার থাকে। এমনও কেউ হতে পারে তাকে দেখে যা মনে হয় আসলে মানুষটা মোটেই তা নয়। (এই ধরনের লোকদের কথা সবসময় মাথায় রাখতে হয়)। নাইজেল চ্যাপম্যান আমুদে প্রকৃতির এবং কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণ। তিনি যথার্থ পরিণত মনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছেন বলে আমি মনে করি না। তৃতীয় জনের কথা আমার যা মনে হয় তিনি হলেন ভ্যালেরি হব্‌হাউস। তাঁর মাথা আছে। শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তিনি যথার্থ আধুনিক মনের তরুণী। কলিনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য এবং সাজা পাবার জন্য তিনি সিলিয়াকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।'

'লিওনার্ড বেট্‌সন, নাইজেল চ্যাপম্যান, ভ্যালেরি হব্‌হাউস।' শার্প নামগুলো লিখে নিলেন। 'ধন্যবাদ, জেরার সময় এদের নাম আমি মনে রাখব। ভারতীয়দের ব্যাপারে কি মনে করেন? তাদের মধ্যে একজন ডাক্তারির ছাত্র।'

'তিনি রাজনীতি ছাড়া কিছু বোঝেন না।' পোয়ারো বললেন। 'আমি মনে করি না যে তিনি আগ্রহ নিয়ে সিলিয়াকে ক্লেপটোম্যানিয়া শেখাতে যাবেন আর সিলিয়াও তার কাছে ঐ ধরনের কোনও উপদেশ গ্রহণ করবে না।'

'আপাতত আপনার কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু সাহায্য পাচ্ছি না, তাই তো, মিঃ পোয়ারো?' শার্প উঠে পড়ে তাঁর নোটবই বন্ধ করলেন।

'আমি নিজে এ ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করছি, আপনার এতে কোনও আপত্তি নেই তো, বন্ধু?'

'একেবারেই না। কেন আপত্তি থাকবে?'

'আমি আমার অপেশাদারি ভঙ্গিতে যতটুকু পারব করব। আপাতত আমার মনে হয় একটি মাত্র পথেই এগোন যায়।'

'সেটা কি?'

'আলাপচারিতা বন্ধু, কথা বলা আর কথা বলা। আমি যত খুনীদের সংস্পর্শে এসেছি, দেখেছি কথা বলতে তারা ভালবাসে, কম কথা বলা মানুষেরা কদাচিৎ খুন টুন জাতীয় অপরাধ করে—করলেও তা ভোঁতা, নৃশংস আর তৎক্ষণাৎ সে ধরে পড়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই চতুর হত্যাকারি তার নিজের ওপর এতই বিশ্বাস যে কথা বলতে বলতে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে নিজেকে প্রগাঢ় সন্দেহভাজন করে তুলবে। এদের সঙ্গে ভাব জমান, কখনোই সাধারণ জিজ্ঞাসাবাদের স্তরে আলোচনাকে আবদ্ধ রাখবেন না, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহ দিন, তাদের সাহায্য চান, মনের গহনে প্রবেশের চেষ্টা করুন। কিন্তু কাকে কি বলছি? আপনাকে এসব শেখাতে হবে না, আপনার ক্ষমতার কথা আমার ভালই জানা আছে।'

শার্প নম্রভাবে হাসলেন।

'হ্যাঁ' তিনি বললেন, 'আমি সবসময়ই আপনার কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হাসলেন, সে হাসিতে অনেক দিনের সমাঝোতা আঁকা আছে।

শার্প চলে যাবার জন্য এগোলেন।

'আমার মনে হয় প্রত্যেকেই খুনী হতে পারে।' তিনি বললেন।

'আমারও তাই মনে হয়।' পোয়ারো বললেন, 'লিওনার্ড বেট্সন মেজাজী, সে নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। ভ্যালেরি হব্হাউসের বুদ্ধি আছে এবং সে চতুরভাবে ফন্দি আঁটতে পারে। নাইজেল চ্যাপম্যান অপরিণত এবং তার মধ্যে ভারসাম্যের অভাব। একজন ফরাসী মেয়ে আছে যদি প্রচুর টাকার ব্যাপার হয় তবে সেও বাদ যায় না। প্যাট্রিসিয়া লেনের মধ্যে মাতৃত্ব দেখতে পাওয়া যায় এবং এরা সব সময়ই নিষ্ঠুর। আমেরিকান মেয়েটি, স্যালি ফিঞ্চ, হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল কিন্তু তাকেও বাদ দেওয়া যায় না। জিন টমলিন্সন্ খুব মিষ্টি মেয়ে আর ধার্মিক। কিন্তু আমরা দেখেছি সব খুনীরাই নিয়ম করে মন্দিরে পুজো দেয়। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান মেয়ে এলিজাবেথ জনস্টন মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হন, আবেগকে বিশেষ গুরুত্ব দেন না। এ ব্যাপারটি ভয়ঙ্কর। আকর্ষণীয় একজন আফ্রিকান আছে, তার খুন করার হয়ত এমন কোনও উদ্দেশ্য আছে যা আমরা ভাবতেও পারি না। কলিন ম্যাক্নার আছেন, মনস্তত্ত্ববিদ। মনের অসুখ এঁদেরও থাকতে পারে।

'দোহাই মিঃ পোয়ারো আমার মাথা ঘুরছে, খুন করার অযোগ্য কি একজনও নেই।'

'আমি অনেকবারই ঠকেছি।' বললেন এরকুল পোয়ারো।

আট

ইন্সপেক্টর শার্প ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে নিজের পিঠ এলিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি রাগী আর কাঁদুনে ফরাসী মেয়েটার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এক সন্দেহভাজন আর কড়া হাতের ডাচের কাছে ভুগেছেন। মুখোমুখি হতে হয়েছে এক বাচাল আক্রমণাত্মক ইজিপ্সিয়ানের সামনে।

দু'জন ভীতু প্রকৃতির তুর্কী ছাত্রর সঙ্গে কিছু ইঙ্গিতের আদান-প্রদান হয়েছে, তারা শার্পের কথা বুঝেছে বলে মনে হয় না। একজন ইরাকির সঙ্গেও বলতে গেলে তাইই। এদের মধ্যে কেউই তাঁকে সিলিয়া অস্টিন হত্যাকাণ্ডের বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারেননি। একের পর একেকে বাতিল করে দিয়ে তিনি এখন আকিবমবোকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তৈরি হচ্ছেন, যদিও জানেন এক্ষেত্রেও একই ফল হবে।

এই আফ্রিকান যুবক তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। দুধসাদা দাঁত, কিছুটা শিশুসুলভ, সরলসাদা চাউনি।

'আপনাকে সাহায্য করতে আমার ভালই লাগবে।' তিনি বললেন, 'সে আমাকে খুব সুন্দর এক বাক্স মিষ্টি দিয়েছিল। অত ভাল মিষ্টি এর আগে কখনো খাইনি। সে মারা গেল, এ যে কত বড় দুঃখের। তার বাবা বা কাকা কেউ নিশ্চয়ই তার ঐ সব

দুষ্কর্মের কথা শুনেছিল, তাই স্থির থাকতে না পেরে এখানে এসে রাগের মাথায় তাকে মেরে ফেলেছে।'

ইন্সপেক্টর তাঁকে নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে বললেন যে ঐ ধরনের কোনও ঘটনা আদপেই ঘটেনি। যুবকটি দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন।

'তাহলে আমি বলতে পারব না কেন এ ঘটনা ঘটল,' তিনি বললেন। 'আমি বুঝতে পারছি না কেন তার কোনও ক্ষতি কেউ করতে চাইবে। আপনি আমাকে তার একটি চুল এবং নখ দিন। 'দেখি আমি আমাদের নিজস্ব প্রাচীন পদ্ধতিতে তা দিয়ে কিছু যদি বার করতে পারি। এটা বিজ্ঞানসম্মত নয় হয়ত আধুনিকও নয় কিন্তু আমাদের দেশে এ ভীষণ কার্যকর।'

'ধন্যবাদ, মিঃ আকিবম্বো, কিন্তু আমি মনে করি না তার কোনও দরকার আছে। এখানে ঐ পদ্ধতিতে আমরা কোনও অনুসন্ধান করব না।'

'হ্যাঁ, স্যার আমি বুঝতে পারছি। এই আণবিক যুগের সঙ্গে তা একেবারে বেমানান। এখনকার দিনে পুলিশরা এসব মানে না, আমাদের দেশের সেকেলে বুড়োরাই এসব বিশ্বাস করে। আমি নিশ্চিত যে এখনকার দিনে অনেক উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং তাতে পূর্ণ সফলতা পাওয়া যায়।' আকিবম্বো এই বলে চলে গেলেন।

তার পরের সাক্ষাৎকার নাইজেল চ্যাপম্যানের সঙ্গে। তিনি নিজে থেকে এই আলোচনার জন্য সবিশেষ আগ্রহী।

'এটা একটা একেবারে অসাধারণ কেস তাই না?'

তিনি বললেন, 'আপনি যখন আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছিলেন না তখন কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে আপনি ভুল পথে হাঁটছেন। আমার ধারণা ঠিক প্রমাণিত হলো তখনই। যখন দেখা গেল কলমে সে আমার সবুজ কালি ভরেছিল। এই ব্যাপারটাই মামলাটিকে ঘুরিয়ে দেয়। আমার মনে হয় এই একটি ব্যাপারেই খুনীর ভুল হয়েছিল। আচ্ছা, এই খুনের উদ্দেশ্যই কি আপনার বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়?'

'প্রশ্ন আমি করব, মিঃ চ্যাপম্যান।' ইন্সপেক্টর শার্প একটু কড়া হলেন।

'ও, হ্যাঁ, অবশ্যই, অবশ্যই।' হাত-টাত নেড়ে নাইজেল বললেন। 'আমি শুধুমাত্র একটু সংক্ষেপ করতে চাইছিলাম, আর কি। আচ্ছা, আচরণবিধি আগে সেরে নেওয়া যাক। নাম, নাইজেল চ্যাপম্যান, বয়স পঁচিশ, জন্মস্থান—আমার বিশ্বাস, নাগাসাকি। সত্যি সত্যিই বেশ হাস্যকর জায়গা কি বলুন। সেখানে তখন আমার বাবা মা কি করছিলেন জানি না, সম্ভবত বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, যাই হোক, তাই জন্য যে আমি জাপানী তা তো নয়। আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাম্র যুগ আর মধ্যযুগীয় ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করছি। আর কিছু আপনি জানতে চান?'

'আপনার বাড়ির ঠিকানা কি? মিঃ চ্যাপম্যান?'

'আমার বাড়ির কোনও ঠিকানা নেই মহাশয়। আমার একজন বাবা আছেন কিন্তু

তাঁর সঙ্গে আমার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ঠিকানা আর আমার ঠিকানা এক হয়ে উঠল না।'

ইন্সপেক্টর শার্প তার বাচালতা আর অশিষ্টতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকলেন। তিনি এর আগেও এই সব নাইজেলের সংস্পর্শে এসেছেন এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝতে পারছেন যে এই সব আগডুম-বাগডুম বকা আর কিছুই নয়। শুধু খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ এড়িয়ে যাবার ভয়ে।

'সিলিয়া অস্টিনকে আপনি কতখানি চিনতেন?'

'এটা সত্যিই হিসেবে বলতে হয় আমি তাকে ভালই চিনি, কিন্তু সত্যি বলতে কি। তাকে আমি চেনার মতো করে মোটেই চিনতাম না। তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না এবং সেও আমাকে বিশেষ পছন্দ করত বলে মনে হয় না।'

'কোনও বিশেষ কারণে কি তিনি আপনাকে পছন্দ করতেন না?'

'হ্যাঁ, আমার রসবোধ তার খুব একটা পছন্দ হতো না। তাছাড়া আমি ঠিক ঐ ধরনের রামগরুরের ছানাদের দলে পড়ি না, কলিন ম্যাকনার যেমন আর কি। অবশ্য ঐ রকম হাবভাব মহিলাদের আকর্ষিত করবার এক নিঃখুত কৌশল।'

'সিলিয়া অস্টিনকে শেষ কখন দেখেছেন?'

'কাল রাতে খাওয়ার সময়। আমরা তাকে সবাই কাল অভিনন্দন জানিয়েছি। কলিন বেশ খানিকক্ষণ ধানাই-পানাই করার পর শেষমেষ বলল যে তারা বাগদত্তা। তাই নিয়ে আমরা বেশ খানিকটা ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলাম, ব্যস।'

'সেটা কি রাতের খাওয়ার সময়, নাকি কমনরুমে?'

'না, খাওয়ার সময়। তারপর আমরা যখন কমনরুমে চলে যাই, কলিন অন্য কোথাও চলে যায়।'

'বাড়ির কমনরুমে সবাই মিলে কফি খেলেন, তাই তো?'

'আপনি যদি ঐ তরল পদার্থটি কফি বলেন, তবে তাই।'

'সিলিয়া অস্টিন কফি নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,—মনে তো হয়। আমি ঠিক দেখিনি তবে নিশ্চয়ই নিয়েছিল।'

'আপনি তাকে নিজের হাতে কফি দেননি?'

'বাপরে, কি সাংঘাতিক কথা। আপনি আমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলছেন আর শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তাতে আমার মনের অবস্থাটা যদি একবার দেখতেন। আমি ভাবছি আমিই বুঝি সিলিয়ার কফির কাপে বিষটিষ বা ঐ জাতীয় কিছু মিশিয়ে সিলিয়ার হাতে তুলে দিয়েছি। সাংঘাতিক লোক মশাই আপনি। কিন্তু, সত্যিই আমি তার কাছে যাইনি। এবং সত্যি বলতে কি সে কফি খাচ্ছে কি না, তা আমি খেয়ালই করিনি। আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, জানি না আপনি বিশ্বাস করবেন কি না, আমার সিলিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না আর তাই তাদের বিবাহের ঘোষণাতেও কোনও রকম অনুভূতিই আমার হয়নি। প্রতিহিংসায় খুন-টুন তো দূরের কথা।'

'আমি ঐ ধরনের কিছু বলছি না, মিঃ চ্যাপম্যান। নম্রভাবে শার্প বললেন। 'আমার যদি না খুব ভুল হয় তবে এর মধ্যে কোনও প্রণয়ঘটিত ব্যাপার নেই, কিন্তু কেউ তাকে রাস্তা থেকে সরাতে চেয়েছিল, কেন?'

'আমি এ ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে, ইন্সপেক্টর। এটা ভীষণ আশ্চর্যজনক কেননা সিলিয়া সত্যিই খুব নিরীহপ্রকৃতির মেয়ে ছিল। একটু নিড়বিড়ে ধরনের আর কি, একঘেয়ে রকমের ভাল, এহেন একটা মেয়েকে খুন করার কি কাবণ হতে পারে তা তো আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'এই যে ছোটখাটো চুরি-চামারির ইত্যাদির জন্য যখন সিলিয়া নিজেকে দায়ী করল তখন আপনি অবাক হননি?'

'কিছুটা হয়েছিলাম বৈকি। ওর পক্ষে ব্যাপারটা খুব বেমানান।'

'সম্ভবত আপনি তাকে এই সব কুকর্ম করতে বলেননি?'

নাইজেলের বিস্ময়সূচক দৃষ্টি সত্যিই খাঁটি মনে হলো।

'আমি, কেন, আমি কেন বলব?'

'কারু কারুর অদ্ভুত মজার সব রসবোধ থাকে তো?'

'হয়ত একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে আমার মুখে, তবু বলি ঐ সব ছিঁচকেমির মধ্যে আমি কোনও মজা পাই না।'

'ও সব মনে হয় মানসিক রোগ তাই না?'

'আপনি কি সত্যিই ভাবেন, সিলিয়া ক্লেপটোম্যানিয়াক?'

'এ ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে কি ইন্সপেক্টর?'

'সম্ভবত ক্লেপটোম্যানিয়া সম্বন্ধে আমি আপনার থেকে কিছু বেশিই জানি মিঃ চ্যাপম্যান।'

'তা হবে, তবে আমি সত্যিই আর কিছু ভাবতে পারি না।'

'আপনার এমন মনে হয় না যে কেউ তাকে দিয়ে এসব কাজ করিয়েছে, যাতে তার প্রতি কলিন ম্যাকনারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।'

বিদ্বেষভরা চোখ দুটি তার জ্বলজ্বল করে উঠল।

এ ধরনের ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে, তা হলো আসল জায়গা থেকে সবার দৃষ্টি যাতে সরে যায়। এককথায় বিভ্রান্ত করে দেওয়া। আচ্ছা, কলিন ম্যাকনার এই সব অপচেষ্টা করছে না তো?' নাইজেল তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বোধ হয় কয়েকটি মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। তারপর দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন।

'এই বাড়িতে যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলো ঘটে চলেছে, সে ব্যাপারে আপনার নিজের কি ধারণা, মিঃ চ্যাপম্যান? যেমন ধরুন এই মিসেস্ জনস্টনের খাতায় কালি ঢেলে দেওয়ার মতো নক্কারজনক ঘটনার জন্য কাউকে দায়ী করেন না?'

'আপনি যদি ভেবে থাকেন যে এ কাজ আমি করেছি তা হলে সেটা ভুল। অবশ্যই

সবুজ কালির জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমার দিকেই আঙুল উঠবে, তবু আপনি জিজ্ঞাসা করলেন বলেই বলি এর কারণ, আক্রোশ।'

'কিসের আক্রোশ?'

'কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবেই আমার কালি ব্যবহার করেছে, যাতে দোষ আমার ঘাড়েই পড়ে। বিদ্বেষপূর্ণ আবহাওয়া এখানে।'

ইন্সপেক্টর তীক্ষ্ণভাবে তার দিকে তাকালেন।

'বিদ্বেষের ব্যাপারে আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?'

কিন্তু নাইজেল সঙ্গে সঙ্গে খোলসের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

'না, তেমন কিছুই নয়। একসঙ্গে অনেকে থাকলে এসব তো একটু-আধটু হয়েই থাকে।'

ইন্সপেক্টর শার্পের তালিকায় পরের জন লিওনার্ড বেট্সন। মানুষ হিসেবে সে সন্দেহপ্রবণ আর চেহারার মধ্যে নিষ্ঠুরতার ছাপ আছে। রুটিন মাফিক প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতে না হতেই সে চেঁচিয়ে ফেটে পড়ল। 'হ্যাঁ, আমিই সিলিয়ার কাপে কফি ঢেলেছি, তাতে হয়েছেটা কি?'

'রাতের খাবারের পরে তাকে আপনি কফি দিয়েছেন, এ কথাই তো বলছেন, মিঃ বেট্সন?'

'হ্যাঁ, আমিই উনুন থেকে কফি নিয়ে পাশে বসে থাকা সিলিয়াকে কফি দিয়েছি, আর আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাতে কোনও মরফিয়া-টরফিয়া ছিল না!'

'তাকে কফি খেতে দেখেছেন?'

'সত্যি বলতে কি, না। আমি সেই সময় একজনের সঙ্গে তর্ক করছিলাম। তাকে লক্ষ্য করিনি। তার চারপাশে অন্য লোকেরাও ছিল।'

'আচ্ছা, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কেউ তার কাপে মরফিয়া ঢেলে দিয়েছিলেন?'

'আপনি যদি সেরকম কিছু করেন তবে তো চারপাশের লোক সবাই দেখে ফেলবে।'

'নিশ্চিত করে তা বলা যায় না।' বললেন শার্প।

লেন ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

'তাহলে কি বলতে চান আমিই তার কাপে বিষ ঢেলেছি? তার প্রতি আমার কোনও আক্রোশ ছিল না।'

'আমি বলছি না যে আপনিই বিষ মিশিয়েছেন।'

'সে নিজেই বিষ নিয়েছে। অবশ্যই তাই। এছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে না।'

'আমরাও তাই মেনে নিতাম যদি না ঐ জাল বয়ানটা পাওয়া যেত।'

'জাল। সে নিজে লেখেনি?'

'একটি অন্য চিঠির অংশ এটি, সেদিনের ভোরে লেখা।'

boiRboi.net

'তা হলেও, সে ঐ চিঠির একটি অংশ ছিঁড়ে তাতেই লিখেছে।'

'দেখুন, মিঃ বেট্সন। অন্য একজনকে লেখা চিঠির একটা অংশ যত্ন করে ছিঁড়ে কখনোই সেটি আত্মহত্যার বয়ান হিসেবে ব্যবহার করবেন না।'

'করতেই পারে। কতরকম উদ্ভট কাণ্ডই তো লোকে করে।'

'তা যদি হয় তবে চিঠির বাকি অংশ কোথায়?'

'সে সব আপনি বুঝবেন, আমি নয়।'

'আমার যা বোঝার ঠিকই বুঝছি। আপনাকে একটি সদুপদেশ দিই যে, ভদ্রভাবে প্রশ্নের উত্তর দেবেন।'

'ঠিক আছে, বলুন কি জানতে চান? আমি তাকে মারিনি, তাকে মারার কোনও কারণ ছিল না।'

'আপনি তাকে পছন্দ করতেন?'

লেনের উত্তেজনা কিছুটা কম।

'খুবই পছন্দ করতাম। সে বেশ ভাল মানুষ ছিল। একটু বোকা ধরনের, কিন্তু ভাল।'

'আপনি বিশ্বাস করেছিলেন যখন তিনি চুরির সব দায় স্বীকার করে নিলেন, যে সব চুরির জন্য আপনারা দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করেছিলাম, সে নিজে মুখেই যখন স্বীকার করল। কিন্তু অবশ্যই খুব অদ্ভুত লেগেছিল।'

'আপনি ভাবেননি যে এ সব কাজ করার মতো মানুষ তিনি নন?'

'না, সত্যিই না।'

তিনি এখন কিছুটা নম্রভাবেই কথাবার্তা বলছেন। হয়ত বুঝেছেন যে, এভাবে কথা না বললে বিপদ বাড়তে পারে।

'তবে তাকে আমার ক্লেপটোম্যানিয়াক বলে মনে হয়নি, চোর বলেও না।'

'এসব কুকর্মের পেছনে অন্য কোনও কারণ আছে বলে আপনার মনে হয়?'

'অন্য কারণ? অন্য কারণ কি থাকতে পারে?'

'এমন তো হতে পারে যে তিনি কলিন ম্যাকনারের নজরে পড়তে চেয়েছিলেন?'

'এই ব্যাখ্যাটা একটু কষ্টকল্পিত। তাই না?'

'কিন্তু তিনি কলিনের নজর টানতে পেরেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য পেরেছিল। মনস্তাত্ত্বিক বিকৃতির ওপর কলিনের অসম্ভব ঝোঁক আছে।'

'আর সিলিয়া যদি সেটা জেনে....।'

লেন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। 'এখানে আপনার ভুল হচ্ছে। এত সব পরিকল্পনা করে এগোনোর মতো ক্ষমতা তার ছিল না। আমি বলতে চাইছি যে মনস্তত্ত্ব নিয়ে তার জ্ঞান খুব কমই ছিল।'

boiboi.net

'আপনার কিন্তু সেই জ্ঞান আছে, কি আছে না?'

'কি বলতে চাইছেন?'

'আমি খুব নিরপেক্ষভাবেই বলতে চাইছি যে আপনিই তার হয়ে এই পরিকল্পনা করেছেন?'

লেন সামান্য হাসলেন।

'আপনি কি করে ভাবলেন একথা, পাগল নাকি!'

ইন্সপেক্টর শার্প তাঁর প্রশ্নমালা অন্য খাতে বইয়ে দিলেন।

'আচ্ছা, এলিজাবেথ জনস্টনের খাতায় কি সিলিয়া কালি ঢেলেছিল না কি অন্য কেউ?'

'অন্য কেউ। সিলিয়া বলেছিল যে সে এ কা ন করেনি এবং আমি তাকে বিশ্বাস করি। সিলিয়া বেসের প্রতি কোনও বিদ্বেষ পোষণ করত না, শুধু বেস কেন কারো প্রতিই করত না।'

'বেসের ওপর কার রাগ আছে, আর কেনই বা?'

'খুঁত ধরা ছিল তাঁর স্বভাব।' দু'-এক মুহূর্ত একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'কেউ হয়ত একটু বেফাঁস কিছু বলে ফেলল। ব্যস, আর রক্ষে নেই। এলিজাবেথ সেই ভুল ধরবেনই। যারা একটু বেশি বকবক করে। এই যেমন নাইজেল আর কি, তারা একটু বাজে কথাও বেশি বলে, এবং প্রায়ই তারা এলিজাবেথের ক্ষুরধার জিহ্বার শিকার হয়।'

'হ্যাঁ, নাইজেল চ্যাপম্যান।'

'কালির রংটাও ছিল সবুজ।'

'তো, আপনার মনে হয় যে নাইজেল ঐ কাজ করেছিল?'

'খুব সম্ভব, তাই। বিদ্বেষে ভরা ওর মন, আপনি জেনে রাখুন। আর আমাদের মধ্যে একমাত্র ওই বর্ণভেদে বিশ্বাসী।'

আর কারুর কথা আপনি মনে করতে পারেন যাঁকে মিস্ জনস্টন তাঁর খুঁতখুঁতে স্বভাব আর ভুল ধরানোর জন্য রাগিয়ে দিয়েছিলেন?'

'কলিন ম্যাকনার তার প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিল না। জিন টম্‌লিন্‌সনকেও ও দু'-একবার রাগিয়ে দিয়েছিল। এরপর মিঃ শার্প আরও দু'-একটি প্রশ্ন করলেন কিন্তু লেন বেট্‌সনের উত্তর হলো নেহাৎই মামুলি। ভ্যালেরি হব্‌হাউসকে এবার তিনি ডাকলেন।

ইনি ধীরস্থির, মার্জিত রুচি এরং সতর্ক। আগের দু'জনের তুলনায় অনেক কম নার্ভাস। তিনি বললেন, সিলিয়াকে তিনি পছন্দ করতেন। সে খুব বুদ্ধিমতী ছিল না। এবং কলিন ম্যাক্‌নারের প্রতি একতরফা অনুরাগ তাঁর করুণ লাগত।

'আপনি কি তাঁকে ক্লেপটোম্যানিয়াক বলে মনে করেন, মিস্ হব্‌হাউস।'

'দেখুন, এই ব্যাপারে আমি বিশেষ কিছুই জানি না।'

'কেউ কি তাঁকে এই সব কাজ করার প্ররোচনা জুগিয়েছিলেন?'

'আপনি কি কলিনের দৃষ্টি আকর্ষণের কথা বলতে চাইছেন?'

'এই তো, চট্ করে আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমি ঠিক তাই বলতে চাইছি। আপনি তাঁকে প্ররোচনা দেননি, আশা করি।' ভ্যালেরিকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

'আপনার এ কথা মনে হলো কেন? আমার সুন্দর স্কার্টটা কেটে-কুটে ফিতে করা হয়েছে বলে? আমি অতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ নই ইন্সপেক্টর।'

'অন্য কারুর ওপর আপনার সন্দেহ হয়?'

'সেরকম কিছু মনে হয় না। তার স্বাভাবিক আচরণই কুকর্মের জন্য দায়ী বলে আমি মনে করি।'

'স্বাভাবিক আচরণ বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?'

'স্যালির জুতো চুরির ঘটনা যখন ঘটল তখন আমার প্রথম সন্দেহ পড়ে সিলিয়ার ওপর। স্যালিকে সিলিয়া হিংসে করত। সন্দেহাতীতভাবে তিনি এখানকার সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা এবং কলিন তাঁর প্রতি অত্যন্ত বেশি মনোযোগ দিত। সেই সন্ধ্যায় যখন স্যালির জুতো উধাও হয়ে গেল আর তাকে বাধ্য হয়ে একটা পুরনো কালো পোশাকের সঙ্গে কালো জুতো পরে আসরে যেতে হলো। সেদিন সিলিয়াকে আমি বেশ খুশিখুশি দেখেছি। তবে, ব্রেসলেট বা পাউডার কমপ্যাক্ট চুরির জন্য তাঁকে দায়ী করিনি।'

'কাকে দায়ী করেছিলেন তবে?'

ভ্যালেরি আবার কাঁধ ঝাঁকালেন।

'ঠিক জানি না। পরিচারিকাদের মধ্যে কেউ হতে পারে।'

'আর সেই রুকস্যাকটার ব্যাপারে?'

'ও, সেই রুকস্যাকটা, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। ওটার কোনও ব্যাখ্যাই আমার কাছে নেই।'

'আপনি তো এখানে বেশ অনেকদিনই আছেন, তাই না, মিস্ হবহাউস?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত আমিই এখানে সবচেয়ে বেশি দিন আছি। প্রায় আড়াই বছর হবে।'

'সেই কারণেই আপনিই সম্ভবত এই ছাত্রাবাস সম্বন্ধে অন্যদের তুলনায় বেশি ভাল জানবেন।'

'বলতেই হয় যে, হ্যাঁ।'

'সিলিয়া অস্টিনের মৃত্যুর সম্বন্ধে আপনার নিজের কী ধারণা? এর পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে বলে আপনার মনে হয়?'

ভ্যালেরি বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ অত্যন্ত সাংঘাতিক ঘটনা। আমি তো সেরকম কাউকে দেখছি না যিনি চান না যে সিলিয়া বেঁচে থাকুক। সে ছিল নির্বিরোধ, তাঁর স্বভাব ভাল ছিল, বিবাহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এবং—'

'এবং,' ইন্সপেক্টর সঙ্গে সঙ্গে বললেন।

'আমি তো কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।' ভ্যালেরি ধীরে ধীরে বললেন, সে সুখী জীবনের দিকে যাচ্ছিল, সেটাই কি কাউকে...ভগবান জানেন।'

boiRboi.net

'আচ্ছা, এলিজাবেথ জনস্টনের খাতা যে নষ্ট করা হলো, এর পেছনে কে আছে বলে আপনার ধারণা?'

'ওঃ একটা অত্যন্ত জঘন্য কাজ। আমি একেবারেই মনে করি না যে এ-কাজ সিলিয়া করেছে।'

'তাহলে কে?'

'এর কোনও যুক্তিসঙ্গত উত্তর নেই।'

'অযৌক্তিক উত্তর তো আছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই নিছক অনুমান নির্ভর কিছু আশা করেন না।'

'আমি ভীষণভাবে আশা করি। আমি অনুমান হিসেবেই তা গ্রহণ করব এবং আমরা দু'জন ছাড়া একথা কেউ জানবে না।'

'ঠিক আছে, আমার অনুমান একেবারেই ভুল প্রমাণিত হতে পারে, তবে আমার কেমন যেন মনে হয় এ কাজ প্যাট্রিসিয়া লেনের।'

'সত্যিই আপনি আমাকে অবাক করলেন, মিস্ হব্‌হাউস। আমি প্যাট্রিসিয়া লেনের কথা ভাবিইনি। তাঁকে দেখে তো এমন মনে হয় না।'

'আমি কিন্তু বলিনি যে উনিই করেছেন। এ আমার নিছক ধারণা।'

'ঠিক কী কারণে আপনার মনে হলো?'

'প্যাট্রিসিয়া ব্ল্যাক বেস্‌কে পছন্দ করতেন না। কারণ এলিজাবেথ মাঝে মধ্যেই প্যাট্রিসিয়ার প্রণয়ী নাইজেলের ভুল ধরে তাঁকে নাকাল করতেন।'

'তাহলে বলতে চান যে নাইজেল নয়, এ কাজ প্যাট্রিসিয়াই করেছে।'

'হ্যাঁ। এলিজাবেথের ভুল ধরার জন্য নাইজেল খুব কিছু একটা মনে করত না। এবং সে নিশ্চয়ই সবুজ কালি ব্যবহার করত না। তার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। নাইজেল যে বিপদে পড়ে যেতে পারে এ কথা না ভেবেই প্যাট্রিসিয়া এধরনের নির্বুদ্ধিতা করতে পারে।'

'তাহলে তো এ কাজ অন্য কেউও করতে পারেন যিনি নাইজেলের ক্ষতি চান?'

'হ্যাঁ, তাও হতে পারে।'

'নাইজেল চ্যাপম্যানকে কে অপছন্দ করেন?'

'জিন টমলিনসন এদের মধ্যে একজন। লেন বেট্‌সন তো আছেনই।'

'আচ্ছা, মিস্ হব্‌হাউস, কেমন করে সিলিয়ার কাপে মরফিয়া মেশানো হলো কিছু বলতে পারেন?'

'এটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে কফিতেই বিষ মেশানো হয়েছিল। আমরা স্কুলে তখন কমনরুমেই ছিলাম। সিলিয়ার কফি তাঁর কাছের একটা ছোট টেবিলে ছিল, এবং সে সবসময়ই কিছুটা দেরি করে খেত যাতে ততক্ষণে কফি জুড়িয়ে যায়। আমার মনে হয় অত্যন্ত সাহসী কেউ সবার অলক্ষ্যে তাঁর কাপে

boiRboi.net

একটি ট্যাবলেট বা ঐ ধরনের কিছু ফেলে দিয়ে থাকবে। কিন্তু এ কাজে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে। আমি বলতে চাইছি যে কেউ দেখে ফেলতে পারত।'

'মরফিয়া,' ইন্সপেক্টর বললেন, 'এ কিন্তু ট্যাবলেটের আকারে হয় না।'

'তবে কিসে হয়, পাউডারে?'

'হ্যাঁ।'

ভ্যালেরি ভ্রূ কোঁচকালেন।

'তবে তো সেটি আরও কঠিন কাজ হয়ে গেল।'

'কফি ছাড়া আর কিছু কি হতে পারে?'

'কখনো কখনো রাতে শুতে যাবার আগে এক গ্লাস দুধ সে খেত। তবে আমি মনে করি না যে সে-রাতে ও দুধ খেয়েছিল।'

'সেদিন রাতে কমনরুমে ঠিক কি-কি ঘটনা ঘটেছিল বলতে পারেন!'

'আমরা সবাই বসে গল্প করছিলাম। কেউ একজন রেডিও খুলে দিল। বেশিরভাগ ছেলেরাই বাইরে চলে গেল। সিলিয়া কিছুটা আগেই শুতে চলে গেল, জিন টম্‌লিনসনও তাই। স্যালি আর আমি কিছু বেশি রাত পর্যন্ত ছিলাম। আমি একটি চিঠি লিখছিলাম আর স্যালি তাঁর খাতার ওপর চোখ বোলাচ্ছিলেন। আমিই সবার শেষে সেদিন শুতে যাই।'

'ওই সন্ধ্যাটি আর পাঁচটি সাধারণ সন্ধ্যার মতোই ছিল?'

'একেবারেই তাই। ইন্সপেক্টর।'

'ধন্যবাদ, মিস্ হব্‌হাউস। আপনি মিস্ লেনকে দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন।'

প্যাট্রিসিয়া লেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কিন্তু উদ্বিগ্ন নয়। প্রশ্নোত্তর খুব মামুলীভাবে চলতে থাকল, নতুন কিছু পাওয়া গেল না। এলিজাবেথ জনস্টনের খাতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে তিনি উত্তর দিলেন এ নিঃসন্দেহে সিলিয়ার কাজ।

'কিন্তু তিনি অস্বীকার করেছেন মিস্ লেন, দৃঢ়তার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য করেছেন। তবে আমার মনে হয় তিনি একাজ করে খুব লজ্জিত ছিলেন, তাই স্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁর অন্যান্য কাজের উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাজ তো বেশ মিলে যায়, তাই না?'

'এই কেসের ব্যাপারে আমি যা জানতে পেরেছি, তা কি আপনি জানেন মিস্ লেন? শুনলে অবাক হবেন।'

'বুঝেছি।' আরক্তিম মুখে মিস্ লেন বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই নাইজেলকেই দায়ী করছেন, ঐ কালির কারণে। কিন্তু মোটেই তা নয়। নাইজেল ঐ কাজ করলে নিশ্চয়ই নিজের কালি ব্যবহার করত না। সে এত বোকা নয়। যাই হোক, নাইজেল এ কাজ করেনি।'

'মিস্ জনস্টনের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না, ছিল কি?'

boiRboi.net

'ও, জনস্টনকে কখনো কখনো ভীষণ বিরক্তিকর মনে হয় বটে, কিন্তু তার জন্য নাইজেল কিছু মনে করত না।'

প্যাট্রিসিয়া লেন সামনে ঝুঁকে পড়ে গভীরভাবে বললেন, 'আমি আপনাকে দু'-একটি ব্যাপার একটু বুঝিয়ে বলতে চাই, ইন্সপেক্টর। আমি নাইজেল চ্যাপম্যানের কথা বলতে চাইছি। অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ। যার ফলে লোকে তাঁকে ভুল বোঝে। সে সবার সঙ্গে নির্দয়ভাবে স্থূল ঠাট্টা করে, এবং এই ভাবেই শত্রু বাড়িয়ে চলে। কিন্তু আসলে মানুষটি সত্যিই এরকম নয়। প্রধাণত লাজুক এবং অসুখী ধরনের মানুষ, সে চায় সবাই তাঁকে ভালবাসুক। কিন্তু তাঁর এই দ্বিমুখী চরিত্রের জন্য এমন সব কথা বলে বা করে যা সে বলতে বা করতে চায় না।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।'

'যাদের শৈশব সুস্থভাবে কাটে না তারাই এর শিকার হয়। নাইজেলের শৈশব ছিল খুবই অসুখী। তার বাবা ছিলেন খুবই কর্কশ আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির আর কখনোই তিনি নাইজেলকে বোঝার চেষ্টা করেননি। তার মার প্রতিও তিনি নির্দয় ছিলেন। নাইজেলের মার মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝগড়া হয়। নাইজেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তাঁর বাবা বলেন এক কানাকড়িও তাঁকে দেবেন না, কোনও সাহায্যও তিনি করবেন না। নাইজেলও বলেন তাঁর কোনও সাহায্যের দরকার নেই, ভবিষ্যতে পেলেও নেবেন না। মার উইল মারফত সামান্য কিছু টাকা সে পেয়েছিল। এরপর সে তাঁর বাবার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখেনি। ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। আমার মনে হয় এসব কারনই নাইজেলের স্বভাবকে তিক্ত করে তুলেছে আর সেও কারো সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। তার মার মৃত্যুর পর তাঁকে দেখাশুনা করার কেউ আর রইল না। তাঁর স্বাস্থ্যও খুব ভাল নয়, যদিও অত্যন্ত হৃদয়বান সে। জীবনে সে অসুখী, এবং তিনি কারো সহানুভূতিও চান না।'

প্যাট্রিসিয়া লেন থামলেন। তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে এবং প্রায় এক নিশ্বাসে এতক্ষণ ধরে আন্তরিকভাবে কথা বলে তিনি কিছুটা ক্লান্ত। ইন্সপেক্টর শার্প তাঁর দিকে চিন্তিত মুখে তাকালেন। এর আগে তিনি এইরকম অনেক প্যাট্রিসিয়া লেনের মুখোমুখি হয়েছেন। মনে মনে ভাবলেন, নাইজেল। ওর মা ছিল নির্বোধ, আদর দিয়ে দিয়ে ছেলের মাথা খেয়েছিল আর তাঁর ফলে বাপের সঙ্গে তার বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়,—এ হেন ব্যাপার আমি আগেও অনেক দেখেছি। মনে হয় না যে নাইজেল চ্যাপম্যান কখনো সিলিয়ার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। তা হওয়ার কথা নয়। যদি তা হয়েও থাকে তবে প্যাট্রিসিয়া মনে মনে নিশ্চয়ই রুষ্ট হবেন,—কিন্তু এতটাই কি রুষ্ট হবেন যে খুন করতে হবে?

নিশ্চয়ই না, তাছাড়া কলিন ম্যাকনারের বিয়ের ব্যাপারটা ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল, যা এই সম্ভাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে দেয়। তিনি প্যাট্রিসিয়া লেনকে খারিজ করে দিয়ে জিন টমলিনসনকে ডাকলেন।

দশ

জিন টমলিনসন কঠোরদর্শন মহিলা, সাতাশ বছর বয়স। সুন্দর চুলের অধিকারিণী, ভাল স্বাস্থ্য। তিনি বসে বললেন, 'বলুন, ইন্সপেক্টর। আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আপনি কিছু করতে পারলে আমি অবাক হব, মিস্ টমলিনসন। মামলাটি অত্যন্ত দুঃখজনক।'

'সত্যিই, সত্যিই তাই।' জিন বললেন, 'যখন শুনি সিলিয়া আত্মহত্যা করেছে তখন ভীষণ খারাপ লেগেছিল, কিন্তু এখন শুনছি তা নাকি হত্যাকাণ্ড।' তিনি দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

'আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত যে তিনি নিজে বিষ মেশাননি।' শার্প বললেন, 'আপনি জানেন কোথা থেকে এই বিষ এসেছে?'

'আমার মনে হয় এ বিষ এসেছে সেন্ট ক্যাথারিন হাসপাতাল থেকে, যেখানে তিনি কাজ করতেন।'

'আচ্ছা, সিলিয়া ছাড়া আর কে ওখান থেকে বিষ আনতে পারেন?'

'অনেকেই পারেন।' ইন্সপেক্টর শার্প বললেন, 'যদি তাঁরা মনে করেন যে আনবেনই। এমন কি আপনি, আপনিও পারেন, মিস্ টমলিনসন।'

'তাই নাকি? বটে?' ক্রোধান্বিত গলায় বলে উঠলেন তিনি।

'আচ্ছা, আপনি তো ঐ হাসপাতালে মাঝেমধ্যেই যেতেন, তাই না, মিস্ টমলিনসন?'

'আমি ওখানে যেতাম মিলড্রেড কেরিকে দেখতে, তবে বিষের আলমারি হাতড়াবার কথা আমি ভাবতেও পারি না।'

'কিন্তু ইচ্ছে করলে তো পারতেন?'

'না, কখনোই না।'

'শুনুন, শুনুন মিস্ টমলিনসন। ধরুন, আপনার বন্ধু ওষুধ-বিষুধ গোছানোর কাজে ব্যস্ত, আরেকজন রোগীদের ভীড় সামলাচ্ছেন। অনেক সময়ই দেখা যায় যে মাত্র দু'জন ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। আপনি স্বাভাবিকভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে চট করে আলমারির সামনে এসে আপনার পকেটে একটি শিশি নিয়ে নিতেই পারেন। ঐ দু'জন বুঝতেই পারলেন না আপনি কি করলেন।'

'আপনি যা খুশি, তাই বলছেন, মিঃ শার্প। এ—এ অত্যন্ত অন্যায় অভিযোগ।'

'এ কোনও অভিযোগই নয়, মিস্ টমলিনসন। আদৌ সেরকম কিছু নয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি বলছিলেন না যে একাজ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব, তাই আমি এটাই বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এ সম্ভব। আমি একবারও বলিনি যে এ কাজ আপনি করেছেন,—আর আপনি করবেনই বা কেন? তাই তো।'

'মনে হয়, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, আমি সিলিয়ার বন্ধু ছিলাম।'

'কত লোককে তাদের বন্ধুরা বিষ খাইয়ে মেরেছে, জানেন কি? ঠিক প্রশ্নটাই খুব জরুরী হয়ে ওঠে, কখন একজন বন্ধু আর বন্ধু থাকে না।'

'তাঁর সঙ্গে আমার কোনওদিকেই কোনও অমিল ছিল না। আমি তাঁকে খুবই পছন্দ করতাম।'

'এ বাড়িতে যে চুরি-চামারি হয়ে গিয়েছে তার পেছনে যে সিলিয়াই, কখনো এমন সন্দেহ আপনার হয়েছিল?

'একেবারেই না। আমি জীবনে কখনো এত অবাক হইনি। আমি ভাবতাম সিলিয়া জীবন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে। স্বপ্নেও ভাবিনি সে এই কাজ করতে পারে।'

'অবশ্যই।' শার্প বললেন। বললেন তাঁর দিকে দৃষ্টি রেখে।

'কিন্তু ক্লেপটোম্যানিয়াকরা তো অসহায়, তাই না?'

জিন টমলিনসনের ঠোঁট দুটি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল। 'আমি বলতে পারি না যে আমি ঐ ধারণায় প্রভাবিত। আমি পুরনো ধারণায় বিশ্বাসী। আমি মনে করি চুরিটা চুরিই।'

'আপনি মনে করেন সিলিয়া চুরি করেছেন, কারণ ঐ জিনিসগুলোর তাঁর দরকার ছিল?'

'ঠিক তাই।'

'অর্থাৎ অসৎ বলতে যা বোঝায়।'

'উপায় নেই। তাই বলতে হয়।'

'ওঃ!' ইন্সপেক্টর শার্প মাথা নেড়ে বললেন, 'ভাবতে কষ্ট হয়।'

'হ্যাঁ, কারও ওপর হতাশ হয়ে পড়া ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের।'

'যখন আমাদের অর্থাৎ পুলিশকে ডাকা হলো তখন নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠেছিল।'

'হ্যাঁ, তবে আমার মতে তা ঠিক কাজই হয়েছিল।'

'সেই সন্ধ্যায় যখন সবকিছুই ভালভাবে চুকে বুকে গেল, এমনকি মিস্ অস্টিনের বিয়ের কথাও পাকা হয়ে গেল, তারপরেই এই ঘটনাটি যেমন করুণ তেমনই আশ্চর্যের, তাই না?'

'অবশ্যই। তবে কলিন ম্যাকনারের চালচলন কারোরই ভাল লাগে না।' হিংস্রভাবে বললেন মিস্ টমলিনসন। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, টিটকিরি করতে ভালবাসে, কর্কশ স্বভাবের, সকলের সঙ্গে ব্যবহারও তাই, আসলে ও একজন কমিউনিস্ট।'

'ও,' শার্প বললেন, 'খুব খারাপ।'

'সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনওরকম অনুভূতি ছিল না বলেই হয়ত সে সিলিয়াকে সমর্থন করত। হয়ত মনে করত যার যতটা প্রয়োজন ততটা গ্রহণ করা উচিত।'

'তবুও এ তো মানতে হবে যে—, ইন্সপেক্টর শার্প বললেন, 'মিস্ অস্টিন স্বীকার করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তবে, ধরা পড়ে যাবার পর।' জিন তীক্ষ্ণভাবে বললেন।

'কে তাঁকে ধরে ফেরেছিলেন?'

'ঐ যে ভদ্রলোক কি কি যেন তাঁর নাম—পোয়ারো, যিনি এসেছিলেন।'

'আপনি একথা কেন ভাবলেন যে তিনি সিলিয়াকে ধরে ফেলেছিলেন, তিনি তো এমন কথা কিছু বলেননি। তিনি শুধু পুলিশে খবর দেওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।'

'তিনি নিশ্চয়ই হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কে অপরাধী তা বুঝতে পেরেছেন। সিলিয়া বুঝেছিল, যে খেলা শেষ, এবং স্বীকার না করে উপায় নেই।'

'এলিজাবেথ জনস্টনের খাতায় কে কালি ঢেলেছিল; তিনি কি এ কাজের দায়িত্বও স্বীকার করেছেন?'

'আমি ঠিক জানি না। আমার ধারণা, করেছেন।'

'আপনার ধারণা ভুল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছেন।'

'তা হবে। অবশ্য একাজ সিলিয়াকে মানায় না।'

'নাইজেল চ্যাপম্যানকে মানায় কি?'

'না, আমার মনে হয় নাইজেল চ্যাপম্যানও নয়। বরং আমি বলব মিঃ আকিবমবো এই কাজ করতে পারেন।'

'সত্যি? আপনার একথা মনে হলো কেন?'

'হিংসে। এই কালো মানুষরা একে অপরকে ভীষণ হিংসে করে।'

'আচ্ছা, শেষ কখন আপনি মিস্ অস্টিনকে দেখেছেন?'

'শুক্রবার রাতে, খাওয়া-দাওয়ার পরে।'

'কে আগে শুতে গিয়েছিলেন, উনি না আপনি?'

'আমি।'

'আপনি কমনরুম থেকে বেরোবার পর কি তার ঘরে গিয়েছিলেন বা তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

'না।'

'আচ্ছা, তার কফিতে মরফিয়া মেশানো কার পক্ষে সম্ভব ছিল বলে আপনার মনে হয়—যদি অবশ্য তাই হয়ে থাকে?'

'একেবারেই কোনও ধারণা নেই।'

'আপনি কখনো এই বাড়িতে বা কোনও ঘরে কোথাও মরফিয়া পড়ে থাকতে দেখেননি?'

'না, সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।'

'সেরকম কিছু মনে পড়ছে না বলতে কি বোঝাতে চাইছেন।'

'মানে—একবার দু'-তিনজন ছেলে মিলে তর্ক করছিল।'

'কি নিয়ে তাঁরা তর্ক করছিলেন?'

'খুন, এবং কতরকমভাবে তা করা যেতে পারে। বিষ প্রয়োগের কথাই বেশি বলা হচ্ছিল।'

'কারা এই তর্কে লিপ্ত ছিলেন?'

boiRboi.net

'মনে হয় কলিন আর নাইজেল তর্ক শুরু করেছিলেন। পরে লেন বেট্সন যোগ দেন। প্যাট্রিসিয়াও ছিলেন—'

'আপনি কি যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে বলতে পারেন। সেই তর্কে কথাবার্তা যা যা হয়েছিল?'

কয়েক মুহূর্ত থামলেন জিন টমলিনসন।

'বিষপ্রয়োগে খুনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বিষ জোগাড় করার অসুবিধে নিয়ে কথা হচ্ছিল। কারণ বিক্রেতার কাছ থেকে খবর নিয়ে সাধারণত পুলিশ খুনীকে ধরে ফেলে। নাইজেল বললেন, 'অন্তত তিন রকম উপায়ে বিষ জোগাড় করা যেতে পারে এবং তা কেউ বুঝতেও পারবে না।' লেন বেট্সন তখন বলল, তুমি উল্টোপাল্টা বকছ।' নাইজেল বললেন, 'মোটেই নয়, আমি প্রমাণ দিতে তৈরি।' প্যাট বললেন, 'নাইজেল ঠিক কথা বলছে।' তিনি বললেন, হয় 'লেন না হয় কলিন ইচ্ছে করলেই হাসপাতাল থেকে বিষ আনতে পারেন, সিলিয়াও পারেন।' নাইজেল বললেন সে এসব কথা ভাবছেই না। সিলিয়া বিষ নিলে, কিছুদিনের মধ্যেই বিষের খোঁজ পড়বে, তখনই জানা যাবে বিষ চুরি গেছে আর ডিস্পেন্সারের ঘাড়ে দোষ পড়বে। প্যাট তখন বললেন, 'না, যদি বোতল থেকে খানিকটা বিষ বার করে নিয়ে খালি অংশটা ঐ রকমই দেখতে কিছু দিয়ে ভরে দেওয়া হয় তবে আর কী করে ধরা পড়বে।' কলিন হেসে বললেন, 'এরকম হলে কিছুদিনের মধ্যেই রোগীদের তরফ থেকে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ উঠবে।' নাইজেল তখন বললেন তিনি অন্যরকম কিঁছু চিন্তা করছেন। বললেন তিনি ডাক্তারও নন বা ডিসপেন্সারও নন যে তার ঐ সব জায়গায় যাওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সহজেই অন্তত তিনি বিষ সংগ্রহ করতে পারেন। লেন বেট্সন বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, শুনি তুমি কিভাবে বিষ জোগাড় করবে?' নাইজেল বললেন, 'তা আমি এখন বলব না, কিন্তু বাজি ধরে বলছি যে তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিন রকম ভয়ঙ্কর বিষের নমুনা তোমাদের সামনে হাজির করব।' লেন বেটসন জোর দিয়ে বললেন, 'একাজ তোমার পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না।'

'আচ্ছা,' ইন্সপেক্টর বললেন। তারপর?'

'তারপর আর কোনও কথা হয়নি। কিছুদিন বাদে এক সন্ধ্যায় কমনরুমে নাইজেল বললেন, 'বন্ধুগণ, দেখুন, আমি যা বলি তা করে দেখাই।' বলে তিনি টেবিলে তিনটি জিনিস রাখলেন। একটি হায়োমি ট্যাবলেট টিউব, ডিজিটালিন টিংচারের একটি বোতল আর মরফিয়া টারট্রেটের একটি ছোট বোতল।'

ইন্সপেক্টর তীক্ষ্নস্বরে বললেন, 'মরফিয়া টারট্রেট? কোনও ছাপ ছিল কি?'

'হ্যাঁ, সেন্ট ক্যাথারিন হাসপাতালের ছাপ তাতে ছিল। আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে, কারণ সহজেই ঐ ছাপ আমার নজর টেনেছিল।'

'অন্যগুলোর?'

'আমি লক্ষ্য করিনি, তবে ওগুলো হাসপাতাল থেকে আনা হয়নি, তা বলতে পারি।'

'তারপর কী হলো?'

'তারপর কিছুটা হৈ চৈ তর্কবিতর্ক চলল। লেন বেটসন বললেন, 'দেখুন, আপনি যদি খুন করে থাকেন তো অবিলম্বেই ধরা পড়ে যাবেন।'

'আদৌ নয়। আমি সাধারণ মানুষ, কোনও ক্লিনিক বা হাসপাতালের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। এবং কেউই আমাকে ঐ ধরনের সংস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। আমি কোনও দোকান থেকেও এ সব কিনিনি।' কলিন ম্যাকনার তখন পাইপটা দাঁতে কামড়ে নিয়ে বললেন, 'এ কাজ কখনই আপনার পক্ষে সম্ভব না, কেননা কোনও কেমিস্টই আপনাকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঐ সব বিষ বিক্রি করবে না।' যাইহোক, এরপর আর কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক চলার পর লেন বললেন তিনি পরে বাজির টাকাটা মিটিয়ে দেবেন। তিনি বললেন, 'আমার হাতে এখন বেশি টাকা নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে নাইজেল তাঁর কথা রেখেছেন।' তারপর তিনি বললেন, 'এখন এই সব বিষাক্ত জিনিস নিয়ে কী করা যায়?' নাইজেল বললেন, 'হ্যাঁ, কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আগে এসব জিনিষ থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার।' এই বলে তাঁরা টিউব থেকে ট্যাবলেটগুলো বার করে আগুনে ফেলে দিলেন, মর্‌ফিয়া টারট্রেটও শিশি থেকে বার করে আগুনে ফেলে দেওয়া হলো, আর টিংচার ডিজিটালিন ফেলে দেওয়া হলো গুদামঘরে।'

'আর বোতলগুলো?'

'বোতলগুলোর ব্যাপারে বলতে পারব না...সম্ভবত সেগুলো বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'কিন্তু বিষগুলো তো নষ্ট হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমি দেখেছি।'

'কবে নাগাদ এই ঘটনা ঘটে?'

'তা সপ্তাদুয়েক আগের ঘটনা হবে।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ, মিস্ টমলিনসন।'

ইন্সপেক্টর শার্প কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন। তারপর আবার নাইজেল চ্যাপম্যানকে ডাকলেন।

'গুরুতর কিছু কথা এখনি মিস্ টমলিন্‌সনের কাছ থেকে জানতে পারলাম।'

'বুঝি কারো সম্বন্ধে আপনার মন বিষিয়ে দিয়েছে? আমার বিরুদ্ধে?'

'তিনি বিষ এবং তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা বলেছেন।'

'বিষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক? অবাক করলেন।'

'আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে কয়েক সপ্তাহ আগে বিষ সংগ্রহ করা নিয়ে মিঃ বেট্‌সনের সঙ্গে আপনার বাজি হয়েছিল।'

'ও, ঐ ব্যাপারটায়—' নাইজেল সহসা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরে, আমি ওটার কথা তো ভাবিইনি। জিন যে ওখানে ছিল তাও তো আমার মনে পড়ে

না। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে সত্যিই এর কোনও গুরুত্ব আছে? আছে কি?'

'গুরুত্বের কথা এখনো বলার মতো সময় আসেনি। যাই হোক, আপনি ঘটনাটি স্বীকার করছেন তো?'

'হ্যাঁ, আমরা ঐ বিষয়ে তর্ক করছিলাম। কলিন আর লেন একটু বেশিই তড়পাচ্ছিল দেখে আমি খোলামনেই বলেছিলাম কিছু পরিমাণ বিষ আমিও সংগ্রহ করতে পারি—সত্যি বলতে কি, তিনটি আলাদা পন্থায় ঐ বিষ সংগ্রহের কথা বলেছিলাম, আর বলেছিলাম আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি।'

'তারপর আপনি ঐ কাজে এগিয়ে গেলেন?'

'কোন কাজে এগোনোর কথা বলছেন, ইন্সপেক্টর?'

'ঐ যে তিনটি পন্থার কথা বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ,' তিনি বললেন। 'আমি যা করেছিলাম, কোনও সন্দেহ নেই তা আইন-বিরুদ্ধ কাজ। এ জন্য আপনি আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতেই পারেন। তাছাড়া আমার কথায় যদি বেচারা সিলিয়ার মৃত্যুর তদন্তে কোনও সুবিধে হয় তবে নিশ্চয়ই বলব।'

'আপনার বক্তব্য এই তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে।'

'ঠিক আছে। তাহলে বলব।'

'ঐ তিনটি পন্থা, কি, কি?'

নাইজেল চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন। 'ডাক্তাররা অনেক সময়ই তাঁদের গাড়িতে বিপজ্জনক ওষুধ-বিষুধ রেখেই রোগী দেখতে যান।'

'ঠিকই।'

'তিনজন ডাক্তারবাবুকে অনুসরণ করে অবশেষে সুযোগ পেয়ে যাই। খুবই সহজ ব্যাপার। একটা বাগানবাড়ির পাশে নির্জন জায়গায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। আমি গাড়ির দরজা খুলে তাঁর বাক্স খুলে দেখলাম, অসাবধানতাবশত তিনি হায়োমিন হাইড্রোব্রোমাইড রেখেই চলে গেছেন। প্রথম বিষটা এইভাবেই সংগ্রহ করে নিলাম।'

'আচ্ছা, দু'নম্বর পদ্ধতিটা কি?'

'সত্যি বলতে কি, সিলিয়াকে একটু খোশামোদ করতেই কাজটি হয়ে যায়। সে আমাকে একেবারেই সন্দেহ করেনি। আমি তো বলেইছি সে ছিল একটু বোকা বোকা, যাঁর ফলে আমার উদ্দেশ্য ধরতেই পারেনি। আমি একটু আগডুম্-বাগডুম্ ল্যাটিন আওড়ালাম, ডাক্তারি শাস্ত্রে যেমন আছে আর কি। ও বেশ মুগ্ধ হলো। এরপর ওকে বললাম ডাক্তাররা যে কায়দায় প্রেসক্রিপশন লেখেন সেইভাবে টিংচার ডিজিটালিন ওষুধটি লিখে দিতে। ও কিছুমাত্র সন্দেহ না করেই ঠিক ডাক্তারদের কায়দায় একটি কাগজে লিখে দিলে। বাকিটুকু আমি যা করলাম তা হলো ডিরেক্টরি থেকে অনেক দূরের এক ডাক্তারের নামে কিছুটা অস্পষ্ট করে তাঁর নামের আদ্যক্ষর দিয়ে সই করে দিলাম। এরপর নিয়ে গেলাম, তাঁরা সেই দূরের ডাক্তারের ছোট্ট সই স্বাভাবিকভাবেই

চেনেন না, যার ফলে ওষুধ পেতে আমার কোনও অসুবিধেই হলো না। হার্টের রোগীদের ক্ষেত্রে ডিজিটালিন যথেস্ট পরিমাণেই ব্যবহৃত হয়, আর আমি প্রেসক্রিপশনটি লিখেছিলাম হোটেলের নোটকাগজে।'

'বাঃ সহজ সরল ব্যাপার তো!' শুকনো গলায় ইন্সপেক্টর বললেন।

'তবে কি আমি এইসব বলে নিজেকে দোষী প্রতিপন্ন করছি! আপনার যেন কলায় তারই সুর।'

'আর তৃতীয় পদ্ধতি?'

নাইজেল একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আমি যা করেছি সেগুলো কী ধরনের অপরাধ?'

'তালা না দেওয়া গাড়ির দরজা খুলে ওষুধ নেওয়া মানে চুরি, এরপর প্রেসক্রিপশন জাল করা—'

নাইজেল বাধা দিলেন। 'এটা ঠিক জাল করা নয়, তাই না? মানে, আমি তো টাকার জন্য একাজ করিনি, তাছাড়া কোনও নির্দিষ্ট ডাক্তারের সইও আমি নকল করিনি। মানে, আমি যদি প্রেশক্রিপশনে কোনও এইচ আর জেম্‌সের নাম লিখি তাতে প্রমাণ হয় না যে নির্দিষ্ট করে ওই জেমসের নামই লিখেছি, তাই নয়? তাছাড়া—'

'তা ছাড়া—, বলুন মিঃ চ্যাপম্যান।'

নাইজেল আবেগের সঙ্গে বলল, 'আমি খুনোখুনি পছন্দ করি না। এ পাশবিক, জঘন্য ব্যাপার। সিলিয়া, মিষ্টি মেয়ে সিলিয়া ছিল ভালবাসার পাত্রী, খুন হওয়ার নয়। আমি সাহায্য করতে চাই। কিন্তু একে কি সাহায্য করা বলে? আমি শুধু আমার তুচ্ছ দোষক্রুটির কথাই বলে যাচ্ছি।'

'দেখুন মিঃ চ্যাপম্যান, আপনি যে এই দুঃখজনক মামলাটির ব্যাপারে সত্যিই সাহায্য করতে চান, তা আমি বুঝতে পারছি। বলুন এবার আপনার তৃতীয় পদ্ধতিটির কথা। পুলিশ যে সব সময়েই খুব কড়াকড়ি করে তা নয়।'

'এই পদ্ধতিটিতে আগের দুটোর থেকে খানিকটা ঝুঁকি ছিল। তবে, সঙ্গে সঙ্গে এও বলতে হবে এ কাজে প্রচুর মজাও পেয়েছিলাম। আমি সিলিয়ার ডিসপেন্সারিতে গিয়ে ওর সঙ্গে দু'একবার দেখা করেছিলাম। আমি জানতাম যে ঐখানেই আছে চাবিকাঠি—,

'তাহলে আলমারি থেকে শিশিটা চুরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন?'

'না, না অত সহজে হয়নি। তাছাড়া ওই ব্যাপারটা আমার পক্ষে শোভনও হত না। সত্যি বলতে কি, আমি সিলিয়ার ডিসপেন্সারিতে গত ছ'মাস একবারও যাইনি। আমি জানতাম যে সিলিয়া প্রতিদিন ঠিক এগারোটা পনেরো মিনিটে কফি আর বিস্কুট খেতে ঘর থেকে বেরোত। সেই সময় একটি নতুন মেয়ে আসতেন। অবশ্যই তিনি আমাকে চিনতেন না। আমি যা করলাম তা হলো, একটি সাদা চটি পরে এবং গলায় একটি স্টেথোসস্কোপ ঝুলিয়ে ডিসপেনসারিতে ঢুকে পড়লাম। তখন সেই নতুন মেয়েটি

boiRboi.net

রোগিদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমি ভেতরে ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরে সোজা বিষের আলমারির কাছে চলে গেলাম। একটি বোতল বার করে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, কত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যাড্রেনালিন আপনার কাছে আছে। তিনি তা বললেন। তারপর তাঁর কাছে দুটো ভেগানিন চাইলাম, বললাম ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

তারপর বাড়িদুটো খেয়ে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে চলে গেলাম। সেই মেয়েটির বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয়নি। একাজ একটা বাচ্চাও করতে পারে। সিলিয়া কখনোই জানতে পারেনি যে আমি ওই অবস্থায় ওখানে গিয়ে ঐ সব কাণ্ড করেছিলাম।

'স্টেথোস্কোপ!' কৌতূহলভরে মিঃ শার্প জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথা থেকে স্টেথোস্কোপ পেলেন?'

নাইজেল দাঁত বার করে হেসে বললেন, 'ওটা লেন বেট্সনের, আমিই সরিয়ে ছিলাম।'

'এই বাড়ি থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এই হলো স্টেথোস্কোপ চুরির ব্যাখ্যা। সিলিয়ার কাজ নয় ওটি।'

'আদৌ নয়। একজন ক্লেপটোম্যানিয়াককে কখনো দেখেছেন না কি যে স্টেথোস্কোপ চুরি করছে?'

'তারপর ওটি নিয়ে কি করলেন আপনি?'

'স্টেথোস্কোপটি আমাকে বন্ধক দিতে হয়েছিল।' ক্ষমাপ্রার্থীর মতো বললেন নাইজেল।

'এতে করে কি ব্যাপারটা বিশেষভাবে বেটসনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই। তবে কী জানেন, কী ভাবে কী করলাম তা বুঝিয়ে না বলে ব্যাপারটা তাকে বলতে পারিনি। তারপর প্রফুল্লভাবে বললেন, 'কিছুদিন পরেই একদিন আমি ওকে বেশ ভাল করে খাইয়ে দিয়েছিলাম।'

'আপনি অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন যুবক।' ইন্সপেক্টর শার্প বললেন।

'আমি যখন ঐ তিনটি সাংঘাতিক জিনিস টেবিলের ওপর রেখে বললাম যে আমি এগুলো যোগাড় করেছি এবং তা ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়নি, তখন তাদের মুখের অবস্থাটা যদি দেখতেন!' তার হাসিটা আরও চওড়া হয়েছে।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনি যা বলছেন তার মানে এই দাঁড়ায় যে তিন-তিনটি উপায়ে এবং তিনরকম বিষ দিয়ে আপনি কাউকে বিষ খাওয়াতে পারেন এবং কেউই আপনাকে সন্দেহ করতে পারবে না।'

ঘাড় নেড়ে নাইজেল কথাটা মেনে নিলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু সমস্ত বিষই মোটামুটি দিন পনেরো আগে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।'

'আপনি তাই ভাবছেন বটে। কিন্তু তা সত্যি নাও হতে পারে।'

নাইজেল অবাক চোখে তাকালেন। 'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

boiRboi.net

'এ সব জিনিষ আপনার কাছে কতদিন ছিল?'

একটু ভেবে নাইজেল বললেন, 'হায়োসিনের টিউবটি ছিল দশদিনের মতো। মরফিন টারট্রেট ছিল এই দিন চারেক, আর টিংচার ডিজিটালিন ঐদিন বিকেলেই পেয়েছিলাম।'

'কোথায় রেখেছিলেন ঐ হায়োজিন হাইড্রোব্রোমাইড আর মরফিন টারট্রেট।'

'আমার লুকনো দেরাজে। মোজাগুলোর তলায়।'

একথা বলার সময় তাঁর গলায় যেন সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখা গেল। শার্প এটি লক্ষ্য করলেও তখনি কিছু বললেন না।

'আপনি যে যে উপায়ে বিষগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তা কি কাউকে বলেছেন?'

'না। তবে না, কাউকে বলিনি।'

'আপনি কিন্তু —'তবে' বললেন, মিঃ চ্যাপম্যান।'

'না মানে, আমি ভেবেছিলাম প্যাটকে বলব। কিন্তু আবার ভাবলাম উনি ব্যাপারটা মেনে নেবেন না। অত্যন্ত কড়া ধাতের মানুষ উনি।'

'ডাক্তারবাবুর গাড়ি থেকে ওষুধ চুরি, প্রেসক্রিপশনের ব্যাপারটা বা হাসপাতাল থেকে মরফিয়া—এসব কিছুই তাঁকে বলেননি?'

'পরে অবশ্য তাঁকে প্রেসিক্রিপশনে ডাক্তারের নাম লিখে কেমিস্টের দোকান ডিজিটালিন জোগাড় করার কথা বলেছিলাম, আর বলেছিলাম ডাক্তারের পোশাক পরে হাসপাতালের ঘটনাটিও। দুঃখের সঙ্গেই বলছি, প্যাট এসব শুনে কোনও আমোদ পায়নি। কিন্তু গাড়ি থেকে ওষুধ হাতানোর কথা তাঁকে বলিনি।'

'আপনি কি তাঁকে বলেছিলেন যে বাজি জেতার পর এবার ঐ ওষুধগুলো নষ্ট করে ফেলবেন?'

'হ্যাঁ। কারণ তিনি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আর আমরা বিষগুলো আগুনে ফেলে দিয়েছিলাম। কোনও ক্ষতি হয়নি, সব কিছুই নষ্ট করে ফেলেছিলাম।'

'তা বলছেন বটে, মিঃ চ্যাপম্যান, তবে খুব সম্ভব ক্ষতি হয়েছে।'

'কী করে তা সম্ভব, বিশেষ করে আগুনে সব নিক্ষেপ করার পর?'

'কেউ নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনি কোথায় বিষ রেখেছিলেন বা কেউ খুঁজে পেয়েছিলেন, বোতল থেকে হয়ত কেউ মরফিয়া বার করে সেখানে ঐ রকম দেখতে অন্য কিছু ভরে দিয়েছিলেন?'

'হায় ভগবান, না, না!' নাইজেল অবাক হয়ে তাকালেন, 'আমি তো এসব ভাবতেও পারছি না। বিশ্বাস করতেও পারছি না।'

'আপনার বিশ্বাস না হলেও হতেই পারে, মিঃ চ্যাপম্যান।'

'কিন্তু কারুরই তো ওগুলো কোথায় ছিল তা জানার কথা নয়।'

'কিন্তু এ কথা কি আপনার মনে হয়নি যে সেগুলো রাখবার সময় তা কারও চোখে পড়েছিল, আর শিশি থেকে মরফিন ফেলে দিয়ে শিশিটা অন্য কিছু দিয়ে ভরে ঐ জায়গাতেই রেখে দিয়েছিল?'

boiRboi.net

'কী সর্বনাশ, কক্ষনো না!' একদৃষ্টে ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নাইজল বলে উঠলেন, 'অমন সম্ভাবনার কথা আমার একবারও মনে হয়নি, আমি বিশ্বাস করতেই পারি না।'

'কিন্তু অসম্ভব তো নয়?'

'কিন্তু কারও পক্ষেই তো জানার কথা ছিল না!'

'নীরস কণ্ঠে ইন্সপেক্টর বললেন, 'কিন্তু এ হেন জায়গায় এমন অনেক কিছুই ঘটা সম্ভব যা আপনার অসম্ভব মনে হয়।'

'মানে, আড়াল থেকে দেখেছে।'

'হ্যাঁ।'

'হয়ত তাই হবে।'

'সাধারণত কোন কোন ছাত্র আপনার ঘরে যখন-তখন যায়?'

'আমি আর লেন বেট্‌সন এক ঘরেই থাকি। বেশির ভাগ ছাত্রেরই অবাধ যাতায়াত আছে। অবশ্যই ছাত্রীরা আসে না। ছাত্রদের শোবার ঘরে ছাত্রীদের যাতায়াত কাম্য নয়।'

'কাম্য নয় ঠিকই, কিন্তু তবু তাঁরা আসেন, তাই তো?'

'হয়ত কেউ কেউ।' নাইজেল বললেন, 'দিনের বেলায় হয়ত আসেন। কিন্তু বিকেলের পরে কেউ আসেন না।'

'মিস্ লেন কি কখনো আপনার ঘরে এসেছেন?'

'কথাটা যেমন শোনাচ্ছে, আপনি নিশ্চয়ই সেরকম কিছু মানে করছেন না? আমার মোজা রিপু করে তা ফেরত দিতে উনি কখনো সখনো আসেন। এর বেশি কিছুই নয়।'

খানিকটা সামনে ঝুঁকে মিঃ শার্প বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মিঃ চ্যাপম্যান, যে কোনও ব্যক্তি খুব সহজেই মরফিয়ার শিশি থেকে খানিকটা মরফিয়া নিয়ে সে জায়গায় অন্য কিছু রেখে দিতে পারেন—এবং তিনি হলেন আপনি নিজে।'

নাইজেল তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, আমি তা করতে পারতাম হয়ত। কিন্তু ঐ মেয়েটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার কোনও কারণ আমার নেই এবং আমি তা করিনি! তাহলেও এ কথা ঠিক যে এ বিষয়ে শুধুমাত্র আমার কথা ছাড়া আর আপনার কোনও প্রমাণই নেই।'

এগারো

বাজি ধরার, আর বিষ নষ্ট করার ঘটনার কথা লেন বেট্‌সন এবং কলিন ম্যাকনারের দ্বারাও সমর্থিত হলো। মিঃ শার্প কলিন ম্যাকনারকে শুধু থাকতে বললেন, বাকি সবাই চলে গেলেন।

'আমি এই সময়ে আপনার বেশি কষ্টের কারন হতে চাই না। আপনাদের বাগদানের রাতেই আপনার প্রেয়সীর বিষক্রিয়ায় মৃত্যুতে আপনি কিরকম মানসিক কষ্টের মধ্যে আছেন, তা আমি বুঝি।'

boiboi.net

'এ ব্যাপারে আপনার দুঃখিত হওয়ার কোনও দরকার নেই, অবিচলিত মুখে বললেন কলিন ম্যাকনার, 'তেমনই আমার অনুভূতির সঙ্গেও আপনার জড়িয়ে পড়ার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু আমাকে সেইসব প্রশ্নই করুন যা এই মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন।'

'মিস্ সিলিয়া অস্টিনের আচার ব্যবহারের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার-স্যাপার যা ছিল, তা কি আপনার বিবেচনা প্রসূত মতো?'

'এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই।' কলিন ম্যাকনার বললেন, 'আপনি যদি এর গভীরে কিছুটা দৃষ্টিপাত করেন—'

'না, না।' ঝটিতি বলে উঠলেন ইন্সপেক্টর, 'এ ব্যাপারে আপনার কথাই যথেষ্ট।'

'তাঁর শৈশব সত্যিই বিশেষ সুখের ছিল না, এবং এর প্রভাব তাঁর পরবর্তী জীবনে...।'

'ঠিকই তো, ঠিকই তো'। ইন্সপেক্টর মরিয়া হয়ে আরেকটি অসুখী শৈশবের কথা এড়াবার জন্য ব্যাকুল, নাইজেলেরটাই যথেষ্ট হয়েছে।

'তাঁর প্রতি আপনার অনুরাগ মোটামুটি কোন সময় থেকে?'

'এভাবে নির্দিষ্ট করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' বেশ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'হঠাৎ করে কিছু এমন ঘটনা ঘটে যায় যা অবাক করে দেয়। অবশ্যই আমার অবচেতন মন তাঁর প্রতি কোথাও কখনও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি।'

'আচ্ছা, বাগ্‌দানের ঘটনায় উনি সুখী হয়েছিলেন তো? কোনও সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা ছিল কি? আপনার এমন কিছু কি মনে হয়েছিল যে উনি কিছু বলতে চান অথচ বলতে পারছেন না?'

'তিনি যা যা করেছেন তার কিছুই না লুকিয়ে পুরোপুরিভাবে স্বীকার করেছেন। এরপরে আর তাঁর মনে কোনও দুঃশ্চিন্তা ছিল না।'

'আপনারা কবে বিয়ে করার কথা ভেবেছিলেন?'

'আপাতত নয়। আমি এখন বিয়ে করার মতো অবস্থায় নেই।'

'সিলিয়ার কোনও শত্রু ছিল কি? এমন কি কেউ ছিলেন যিনি সিলিয়াকে পছন্দ করেন না?'

'তাঁর কোনও শত্রু থাকতে পারে বিশ্বাস হয় না। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, ইন্সপেক্টর। সিলিয়া এখানে সবার প্রিয়পাত্রী ছিলেন। কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা তাঁকে শেষ করে দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না।'

'ব্যক্তিগত শত্রুতা' বলে কি বোঝাতে চাইছেন?'

'এই মুহূর্তে এই ব্যাপারটা খোলসা করে বলতে চাইছি না। আমার নিজের কাছেই ধারণাটি খুব স্পষ্ট নয়।'

এই অবস্থায় ইন্সপেক্টর আর চাপ দিলেন না বাকি যে দু'জনের কথা বলা বাকি

ছিল তারা হলো স্যালি ফিঞ্চ আর এলিজাবেথ জনস্টন। ইন্সপেক্টর প্রথমে স্যালি ফিঞ্চকে ডাকলেন।

স্যালি আকর্ষণীয়, সুন্দর লালচুলের অধিকারিণী, চোখদুটি বুদ্ধিদীপ্ত এবং উজ্জ্বল। কয়েকটি মামুলি প্রশ্নোত্তরের পর স্যালি হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন:

'আপনি জানেন কি আমি কি করতে চাই, ইন্সপেক্টর? আমি যা ভাবছি আপনাকে ঠিক তাই বলতে চাই। এ বাড়িতে এমন কিছু আছে যা মোটেই শুভ নয়। সত্যিই তা ভীষণ অশুভ। আমি একেবারে নিশ্চিত।'

'আপনি বলতে চাইছেন যে কোনও কিছুর জন্য আপনি ভয় পেয়েছেন, তাই তো মিস্ ফিঞ্চ?'

স্যালি ঘাড় নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ। আমি ভীত। কিন্তু যে-কোনও মূল্যে আপনার সঙ্গে বাজি ধরতে পারি যে ঐ বৃদ্ধাই সব জানেন।'

'কার কথা বলছেন? মিসেস হাবার্ড নিশ্চয়ই নন?'

'না, না, উনি মায়ের মতো, অত্যন্ত ভাল। আমি মিসেস্ নিকোলেটিসের কথা বলছি। বুড়ি এক নম্বরের শয়তান।'

'তাই নাকি? আচ্ছা মিস্ ফিঞ্চ, আর একটু খুলে বলবেন কি মিসেস্ নিকোলেটিসের কথা?

'না, তা বলতে পারব না। তবে যখনি তাঁর মুখোমুখি হই আমার কেমন যেন ভাল মনে হয় না। বিচিত্র ব্যাপার-স্যাপার এখানে ঘটে চলেছে, ইন্সপেক্টর।'

'আমি চাই আপনি একটু খোলা মনে কথা বলুন।'

'ঠিক আছে। তবে, আমার কথা শুনে আমাকে কল্পনাবিলাসী ভাবতে পারেন। এবং হয়ত আমি তাই, কিন্তু অন্যদের ভাবনা-চিন্তাও আমার মতোই। আকিবম্বোর তাই মনে হয়েছিল, ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। আমার বিশ্বাস, এলিজাবেথও তাই—তবে ও ভয়-টয় পায়নি। এবং আমি মনে করি, ইন্সপেক্টর, সিলিয়াও কিছু কিছু জানতেন।'

'উনি জানতে পেরেছিলেন?'

'সেটাই তো প্রশ্ন। কী জেনেছিলেন? কিন্তু উনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন? সেই ওনার শেষ দিনে। তাঁর দিক থেকে তিনি সবকিছুই স্বীকার করে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যে আরও কিছু ব্যাপার-স্যাপার জানেন এবং সেগুলোও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমার তো মনে হয় ঐ জন্যই তাঁকে মরতে হলো।'

'কিন্তু সেই ব্যাপারগুলো কি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁকে—'

স্যালি বাধা দিলেন: 'এমন হতে পারে যে তিনি এর গুরত্বটা বোঝেননি,—আপনি জানেন যে তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন না। বরং উল্টোটাই। কিছু কিছু জিনিস তিনি ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু তা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিল না। যাই হোক, এসবই কিন্তু আমার ধারণা।'

boiRboi.net

'আচ্ছা, আপনি রাতের খাওয়ার পর কমনরুমে তাঁকে শেষ দেখেছেন, তাই তো?'

'না, তার পরে আর একবার দেখেছিলাম।'

'কখন? কোথায়? তাঁর ঘরে?'

'না। শুতে যাবার জন্য কমনরুম থেকে বেরোতেই দেখি, তিনি সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।'

'সামনের দরজা দিয়ে? তবে কি বলতে চাইছেন বাড়ি থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। কেউই একথা বলেননি।'

'সম্ভবত তাঁরা জানেন না। সে সবাইকে বিদায় জানিয়ে কমনরুম থেকে চলে গিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সবাই ভেবেছিলেন সে শোবার ঘরে যাচ্ছে। ঘটনাচক্রে আমি যদি না দেখতাম তবে তো আমিও অন্যদের মতোই ভাবতাম।'

'উনি প্রথমে ওপরেই উঠেছিলেন, তারপর বাইরে যাবার পোশাক পরে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিলেন, ঠিক তো?' ইন্সপেক্টর বললেন।

স্যালি মাথা নেড়ে সম্মতি দিল।

'আমার মনে হয় উনি কারোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।'

'বাইরের কেউ কি? না কি ছাত্রদেরই মধ্যে কেউ?'

'আমার ধারণা ছাত্রদেরই কেউ হবেন। দেখুন, উনি যদি কারোর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলতে চাইতেন তবে উনি এই বাড়িতেই বলতে পারতেন। সম্ভবত, ওনাকে কেউ বাড়ির বাইরে কোথাও দেখা করতে বলেছিল।'

'আপনি বলতে পারেন কি, কখন উনি আবার বাড়িতে ফিরেছিলেন?'

'না, তা বলতে পারব না।'

'আচ্ছা, ভৃত্য জেরোনিমোর পক্ষে কি জানা সম্ভব?'

রাত এগারোটার পরে এলে সে জানতে পারে, কেননা তার পরেই সে গেটে চেন দিয়ে তালা লাগায়। ঐ তালার চাবি একমাত্র তার কাছেই থাকে। এর আগে যে-কেউই নিজের চাবি দিয়ে তালা খুলে আসতে পারে।'

'আপনি যখন তাঁকে বাইরে বেরোতে দেখেন তখন ঠিক কটা বেজেছিল?'

রাত দশটার মতো হবে, বড়জোর দশ মিনিট কম হতে পারে, এর বেশি নয়।'

'ঠিক আছে। আপনি যা বললেন তার জন্য ধন্যবাদ, মিস্ ফিঞ্চ।'

সবার শেষে ইন্সপেক্টর এলিজাবেথ জনস্টনকে ডাকলেন। মেয়েটির শান্ত, ধীর চেহারা দেখে তিনি প্রভাবিত হলেন। তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছিলেন আর শান্তভাবে পরের প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনার খাতা নষ্ট করার অভিযোগ সিলিয়া অস্টিন দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন, মিস্ জনস্টন। আপনি তাঁর এই কথা বিশ্বাস করেন?'

'আমি মনে করি না যে সিলিয়া ঐ কাজ করেছে। না।'

'আপনি জানেন এটা কার কাজ?'

'এর সোজা উত্তর হলো নাইজেল চ্যাপম্যান। কিন্তু এও মনে হচ্ছে উত্তরটা বড্ড সোজা।—নাইজেল বুদ্ধিমান। সে হলে তাঁর নিজের কালি ব্যবহার করত না।'

'নাইজেল যদি না হন, তাহলে কে?'

'এটা আরও কঠিন প্রশ্ন। আমার মনে হয় সিলিয়া জানতেন কে দোষী—অন্তত অনুমান করেছিলেন।'

'আপনাকে তিনি সেরকম কিছু বলেছিলেন?'

'ঠিক সে ভাবে নয়। যেদিন মারা যান সেদিন সন্ধ্যায় আমার ঘরে এসেছিলেন। রাতের খাবার খেতে যাওয়ার আগে। আমাকে বলতে এসেছিল যে চুরির জন্য তিনি দায়ী, কিন্তু আমার খাতা তিনি নষ্ট করেননি। আমি বলেছিলাম যে আমি তাকে বিশ্বাস করি। জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিনি জানেন কি না এ কার কাজ।'

'তিনি কী বলেছিলেন?'

'তিনি বললেন 'আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই—তবে যিনি এই কাজ করে থাকুন না কেন মনে মনে ভীষণ অনুতপ্ত এবং সত্যি-সত্যিই তাঁর অপরাধ স্বীকার করতে চান—কিছু কিছু ব্যাপার আমি বুঝে উঠতে পারছি না, যেমন ইলেকট্রিক বাল্ব বা পুলিশ যেদিন এল।'

শার্প বাধা দিলেন: 'পুলিশ আর ইলেকট্রিক বাল্বের কী ব্যাপার?'

'আমি জানি না। সিলিয়া বলছিল। 'আমি ওগুলো সরাইনি। ওই পাশপোর্টটার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।' আমি বললাম, 'কোন পাশপোর্টের কথা তুমি বলছ?' সে বলল, 'আমি একটা জাল পাশপোর্টের কথা ভাবছি।'

ইন্সপেক্টর দু'-এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইলেন। এমন কিছু একটা খবর পাওয়া গেল যা নিয়ে হয়ত কিছুটা এগোনো যেতে পারে। 'পাশপোর্ট...তারপর? এরপর তিনি কী বললেন?'

'আর কিছু নয়। শুধু বললেন, 'যাই হোক, আগামীকাল আমি এ ব্যাপারে আরো কিছু জানতে পারব।'

'তিনি একথা বললেন? আগামীকাল বেশি কিছু জানতে পারবেন? এ তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, মিস্ জনস্টন।'

'হ্যাঁ।'

ইন্সপেক্টর আবার নীরব হয়ে রইলেন।

পাশপোর্ট সম্বন্ধে কিছু—এবং পুলিশের আগমন—হিকোরি রোডে আসার আগে তিনি খুঁটিয়ে ফাইল দেখে এসেছেন। বিদেশী ছাত্রদের এই ছাত্রাবাসে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২৬ নং হিকোরি রোডের এই বাড়ির কোনও দুর্নাম নেই। এর আগে একজন পশ্চিম আফ্রিকান ছাত্রের খোঁজে শেফিল্ডের পুলিশ এই ছাত্রাবাসে এসেছিল। তারপর সব ছাত্রাবাসেই নিয়ম মাফিক অনুসন্ধান চলেছিল একটি ইউরেশিয়ান ছাত্রের

BoiRboi.net

খোঁজে, খুনের মামলায় পুলিশ তাকে খুঁজছিল, এক্ষেত্রে ২৬ নং হিকোরি রোডেও পুলিশ এসেছিল।' ব্যাপারটা মিটে যায়। যখন একজন যুবক থানায় এসে সমস্ত অপরাধের জন্য নিজেকেই দায়ী করে ধরা দেয়। এরপর একজন ছাত্র বিধ্বংসী মতবাদ সম্বলিত খোলা পুস্তিকা প্রচার করছিল বলেও পুলিশ এসেছিল। এই সমস্ত ঘটনা বেশ কিছুদিন আগেই ঘটে যায়, এবং সিলিয়া অস্টিনের মৃত্যুর সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি এলিজাবেথের বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাঁকে নিরীক্ষণ করতে করতে একটু জোরের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন—'মিস্ জনস্টন, বলুন তো—এই ছাত্রাবাসে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে বলে আপনার কোনও অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

তাঁকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাল।

'অস্বাভাবিক মানে—কী বলতে চান?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না। স্যালি ফিঞ্চ আমাকে যা বলেছেন আমি সে কথাই বলছি।'

'ও, স্যালি ফিঞ্চ।'

এলিজাবেথের বলার ঢংয়ের মধ্যে তিনি এমন কিছু পেলেন যা তাঁর কাছে খুব পরিষ্কার হলো না। তিনি বলে চললেন: 'আমার হিসেবে স্যালি ফিঞ্চ বেশ ভাল পর্যবেক্ষক। একই সঙ্গে চতুর এবং বাস্তববাদী। এখানে যে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত, যদিও তিনি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলতে পারছেন না।

এলিজাবেথ চাঁচাছোলা গলায় বললেন, 'এসব আমেরিকানদের চিন্তাধারা। আমেরিকানরা সবাই একইরকম—নার্ভাস, ভীতু, বোকার মতো সবকিছুকে সন্দেহ করে। এই সব আমেরিকানসুলভ বৈশিষ্ট্য স্যালির মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে।

ইন্সপেক্টরের আগ্রহ উদ্দীপ্ত হলো। 'তাহলে এলিজাবেথ স্যালিকে পছন্দ করে না? কেন? স্যালি আমিরিকান বলে? নাকি স্যালি আমেরিকান বলেই উনি আমেরিকানদের অপছন্দ করেন? অবশ্য এমনও হতে পারে যে স্যালির মতো আকর্ষণীয়া মহিলাকে সহ্য না করতে পারার তাঁর কোনও কারণ আছে? সম্ভবত এ সাধারণ কোনও নারীসুলভ বিদ্বেষ ছাড়া কিছু নয়।'

ইন্সপেকটর ঠিক করলেন একটু অন্য রাস্তায় হাঁটবেন। কখনো-সখনো এতে কাজ ভালই হয়। তিনি মৃদুভাবে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে হয়ত একমত হবেন যে, বুদ্ধিমত্তা ব্যাপারটা সবার ক্ষেত্রে সমান হয় না। কাউকে—বেশিরভাগ মানুষের কাছেই আমরা শুধুমাত্র নিছক ঘটনাটুকু জানতে চাই। কিন্তু উচ্চ বোধশক্তিসম্পন্ন কারুর সামনে আমরা যখন আসি—'

'আমার মনে হয় আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, ইন্সপেক্টর। বুদ্ধিগত উৎকর্ষের যে কথা আপনি বলছেন তা কিন্তু এখানে নেই, ইন্সপেক্টর। কোনও কোনও

ক্ষেত্রে নাইজেল বেশ চালাকির পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু ওনার মনে গভীরতার অভাব। লেন বেট্‌সন পরিশ্রমী, এর বেশি কিছু নয়। ভ্যালেরি হব্‌হাউসের মানসিকতা উঁচুদরের, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বাণিজ্যিক। তাছাড়া তিনি এতই অলস, যে তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক খাটাবার মতো ভাল কাজ তিনি করতে চান না। আসল জিনিস হলো, প্রাপ্তমনস্ক মানুষের নিরপেক্ষ দৃষ্টি।'

'যেমন আপনার, মিস্‌ জনস্টন।'

কোনও প্রতিবাদ না করেই তিনি এই প্রশস্তি গ্রহণ করলেন। মিঃ শার্প বুঝলেন যে, তাঁর এই ভদ্র, মনোরম স্বভাবের পেছনে একটি অহঙ্কারী মন লুকিয়ে আছে, যে মন তাঁর গুণাবলী সম্বন্ধে সচেতন।

'আপনার সহপাঠিদের সম্পর্কে আপনার যে ধারণা তার সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করছি মিস্‌ জনস্টন। চ্যাপম্যান চালাক হতে পারে কিন্তু ওর হাবভাব বালকসুলভ। ভ্যালেরি হব্‌হাউসের মাথা আছে, কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অগভীর। একমাত্র আপনারই আছে সুশিক্ষিত মানসিকতা। যার জন্যে আমি গুরুত্ব দিই আপনার মতকে। যে মত বুদ্ধিদীপ্ত এবং সুচিন্তিত।'

মুহূর্তের জন্য আশঙ্কিত হলেন, হয়তো বা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার কোনও দরকার ছিল না।

'এখানে অস্বাভাবিক কিছুই নেই, ইন্সপেক্টর। স্যালি ফিঞ্চের কথায় কান দেবেন না। এটি একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর ছাত্রাবাস। আমি নিশ্চিত যে এখানে আপনি কোনও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের চিহ্নও পাবেন না।'

ইন্সপেক্টর একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন, 'আমি কিন্তু, ঠিক বিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপের কথা বলছি না।'

কিছুটা পুরোনো কথার সূত্র ধরে তিনি বললেন, 'ও, হ্যাঁ, সিলিয়া পাশপোর্টের ব্যাপারে কিছু বলেছিল, আপনাকে আমি বলেছিলাম। কিন্তু সব দিক নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখে আমার মনে হয় সম্ভবত যৌনগত দিক থেকে কোনও জটিলতাই সিলিয়ার মৃত্যুর কারণ। তবে, আমি নিশ্চিত এই ঘটনা ঘটলেও তাতে ছাত্রাবাসের নামে কোনও দোষ দেওয়া উচিত নয়। এখানে সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে। সেরকম কিছু ঘটলে আমার নজর এড়াত না।'

ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মিস্‌ জনস্টন, আপনার সহৃদয়তার এবং সাহায্যের জন্য।'

এলিজাবেথ জনস্টন চলে গেলেন।

boirboi.net

বারো

চিঠিপত্র নিয়ে এরকুল পোয়ারো ব্যস্ত ছিলেন, ডিকটেট করতে করতে হঠাৎই তিনি মাঝপথে থেমে গেলেন। মিস্‌ লেমন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকালেন।

'আমার মন লাগছে না।' পোয়ারো হাত দুলিয়ে বললেন, 'এই চিঠিটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। মিস্ লেমন, আপনার বোনকে কি টেলিফোনে পেতে পারি?'

'অবশ্যই, মিঃ পোয়ারো।'

কয়েক মুহূর্ত পরে পোয়ারো পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর সেক্রেটারির হাত থেকে রিসিভারটি নিলেন।

'হ্যালো, মিঃ পোয়ারো?'

মিসেস্ হাবার্ডের গলা শুনে মনে হলো, হাঁপাচ্ছেন।

'আশা করি, মিসেস্ হাবার্ড, আপনাকে বিরক্ত করছি না?

'আমি বিরক্তির উর্ধ্বে উঠে গেছি।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন।

'ওখানে নিশ্চয় খুব ঝামেলা হয়েছে?'

'খুব সুন্দর করে বললে তাই হয়, মিঃ পোয়ারো। ইন্সপেক্টর শার্প গতকাল সব ছাত্রদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ করেছিলেন। আজ আবার সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছিলেন। আর মিসেস্ নিকোলেটিসের রুদ্রমূর্তি সামলাতে আমি হিমসিম খাচ্ছিলাম।'

মিঃ পোয়ারো চুকচুক করে সহানুভূতি জানালেন। তারপর বললেন, 'আমার একটি ছোট্ট প্রশ্ন আছে। চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের যে তালিকা আপনি আমায় দিয়েছিলেন সেটি কি ক্রমানুসারে লিখেছিলেন?'

'মানে?'

'মানে জিনিসপত্রগুলো একের পর এক যে ভাবে চুরি গিয়েছিল সেই ভাবে পর পর কি লেখা আছে?'

'না, আমি দুঃখিত, সেইভাবে নেই। আমার যেমন যেমন মনে এসেছিল সেইভাবেই লিখেছিলাম। আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমি দুঃখিত।'

'প্রশ্নটা আমার আগেই করা উচিত ছিল।' পোয়ারো বললেন, 'কিন্তু তখন এই ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। আপনার তালিকাটি এইরকম : একপাটি সান্ধ্য জুতো, ব্রেসলেট, হীরের দুল, পাউডার কমপ্যাক্ট, লিপস্টিক, স্টেথোস্কোপ,—এইভাবে। কিন্তু আপনার লেখা তালিকার মতো জিনিষগুলো সেই ক্রমপর্যায়ে চুরি যায়নি?'

'না।'

'মনে করে বলতে পারবেন কি ক্রমানুসারে সেগুলো চুরি গেছে? নাকি আপনার পক্ষে তা খুবই অসুবিধেজনক?'

'এখুনি নিশ্চিত করে বলতে পারব না, মিঃ পোয়ারো। কিছুকাল আগের ঘটনা এসব। আমাকে একটু ভেবে বলতে হবে।'

'শুনুন, একটু সময় করে আপনাকে কাগজ কলম নিয়ে বসতে হবে। সেরকম সময় পাবেন কি?'

'মিসেস্ নিকোলেটিস যেরকম রেগে গেছেন তাতে ওঁনাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে

boiRboi.net

কখন যে শোয়াতে পারব সে ভরসা দিতে পারছি না। এছাড়াও জেরোনিমো আর মারিয়াকেও শান্ত করতে হবে। তারপর। যাই হোক, এখন একটু সময় আছে। আমাকে কি করতে হবে, বলুন?'

'পর-পর যে ভাবে জিনিসগুলো চুরি গেছে যতটা সম্ভব মনে করে করে সেইভাবে বলুন।'

'আচ্ছা, মিঃ পোয়ারো। প্রথমেই চুরি যায় রুকস্যাক, তারপর ইলেকট্রিক বাল্ব, যদিও আমি মনে করি না অন্যান্য যা যা জিনিষ চুরি গেছে তাদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে—তারপর ব্রেসলেট আর পাউডার কমপ্যাক্ট, না সান্ধ্য জুতো। তারপর, না, অনুমানের ওপর নির্ভর করে আর আমি এখন বলতে চাই না। আমি যতটা সম্ভব মনে করে একটি তালিকা তৈরি করব।'

'ধন্যবাদ, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

পোয়ারো ফোন রেখে দিলেন।

'আমি গুলিয়ে ফেলছি।' তিনি মিস্ লেমনকে বললেন।

'সুশৃংখল পদ্ধতি, যা আমাকে এত সাফল্য এনে দিয়েছে আমি তা থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়ছি। শুরু থেকেই নিশ্চিত করে জেনে নেওয়া উচিত ছিল চুরি যাওয়া জিনিসগুলোর ক্রমপর্যায়।'

'মিঃ পোয়ারো', মিস্ লেমন যন্ত্রের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'এই চিঠিটি কি এবার শেষ করবেন?'

আরও একবার মিঃ পোয়ারো মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন।

খ

শনিবার সকালে সার্চওয়ারেন্ট নিয়ে হিকোরি রোডে এসে মিঃ শার্প মিসেস্ নিকোলেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। প্রতি শনিবার উনি হিসেবের খাতা দেখতে আসেন। মিঃ শার্প জানিয়ে দিলেন উনি কি করতে চান। মিসেস্ নিকোলেটিস ভয়ঙ্করভাবে রুখে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু, এ ভীষণ অপমানের ব্যাপার।—আমার সব ছাত্র সবাই ছেড়ে চলে যাবে। আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে—'

'আমি দুঃখিত, মিসেস্ নিকোলেটিস্, আমাকে এই বাড়ির আগাপাশতলা সার্চ করতে হবে।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমার ঘর বাদ রেখে, আমি আইনের উর্ধ্বে।'

'কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়। আমায় জোর করতে বাধ্য করবেন না।'

'এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি।' মিসেস্ নিকোলেটিস চিল চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনি একজন সরকারি কর্মচারী, আমি সবার কাছে প্রতিবাদ পত্র লিখব,—মেম্বার অব্ পার্লামেন্টকে লিখব, সব কাগজে লিখব।'

'যাকে খুশি, যত খুশি লিখুন, ম্যাডাম।' ইন্সপেক্টর শার্প বললেন, 'আমি এই ঘর

boiboi.net

থেকেই সার্চ শুরু করব।' তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। একটি বিরাট মিষ্টির বাক্স, প্রচুর কাগজপত্র, আর নানারকম বাজে পুরনো জিনিষপত্র পাওয়া গেল। এসব ছেড়ে ঘরের কোণে একটা আলমারির দিকে এগোলেন।

'আলমারিটা তালা দেওয়া। দয়া করে চাবিটা দিন।'

'কক্ষনো না।' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস্ নিকোলেটিস।

'কোনওদিনও, কোনওভাবেই আপনি চাবি পাবেন না।—পুলিশ, না পশু! থুথু দিই আপনাকে—থুঃ থুঃ থুঃ।'

'আপনি ভদ্রভাবে চাবিটা আমাকে দিন, নচেৎ তালা ভাঙা ছাড়া উপায় থাকবে না।'

'আমি চাবি দেব না। চাবি নিতে গেলে আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে নিতে হবে। সেটা কিন্তু কেলেঙ্কারির পর্যায়ে চলে যাবে।'

'কব্, বাটালিটা দাও তো।' ইন্সপেক্টর শার্প শেষমেশ বললেন।

মিসেস্ নিকোলেটিস আবারও ভয়ঙ্কর চিৎকার জুড়লেন, ইন্সপেক্টর পাত্তা দিলেন না। বাটালি আনা হলো। দু' দু'বার বেশ জোরে চাপ দিতেই পাল্লা খুলে গেল। তার ভেতর দেখা গেল প্রচুর পরিমাণে খালি ব্র্যান্ডির বোতল।

'জন্তু, শুয়োর শয়তান।' মিসেস্ নিকোলেটিসের চিৎকার।

'ধন্যবাদ, ম্যাডাম।' ইন্সপেক্টর ভদ্রভাবে বললেন, 'আমাদের এখানকার কাজ শেষ।'

যেন কিছুই হয়নি এইভাবে মিসেস্ হাবার্ড বোতলগুলি গুছোতে লাগলেন। মিসেস্ নিকোলেটিস ততক্ষণে উগ্রমূর্তি ধারণ করেছেন।

মিসেস্ নিকোলেটিসের সাংঘাতিক মেজাজের রহস্যটি অন্তত উন্মোচিত হলো।

গ

মিঃ পোয়ারোর টেলিফোন যখন আসে তখন মিসেস্ হাবার্ড তাঁর বসার ঘরে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাত্রায় ঘুমের ওষুধ একটি পাত্রে নিচ্ছিলেন। টেলিফোন রেখে তিনি মিসেস্ নিকোলেটিসের ঘরে এসে দেখেন তিনি চেঁচিয়ে পাড়া মাত করছেন।

'এটা খেয়ে নিন। একটু ভাল বোধ করবেন।'

'টিকটিকি ছাড়া এই পরিস্থিতিতে কেউই ভাল বোধ করতে পারে না।'

'এত দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু হয়নি।' মৃদুস্বরে মিসেস্ হাবার্ড বললেন।

'টিকটিকি—টিকটিকি এক-একটা!'

'তাঁরা তো তাদের কর্তব্য করেছেন।' মিসেস্ হাবার্ড বললেন।

'আমার ব্যক্তিগত আলমারি ভেঙে তন্ন তন্ন করা তাঁদের মহান কর্তব্যই বটে! আমি বারণ করেছিলাম। তালা দেওয়া ছিল। আমি চাবিটা অন্তর্বাসের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আপনি যদি এখানে না থাকতেন তবে ওরা আমার লজ্জাহরণ করে চাবিটা নিয়ে নিত!'

'না, না। তাঁরা মোটেই অতদূর এগোতেন না।'

Boierbd.net

'আপনি এ কথা কি করে বলছেন? দেখলেন ওরা আমার আলমারিটা ভেঙে দিতে এক মুহূর্ত ভাবল না। বাড়ির এই ক্ষতির জন্য আমাকেই দায়ী থাকতে হবে।'

'দেখুন, আপনি যদি চাবিটা দিয়ে দিতেন—।'

'কেন তাদের চাবি দেব, কি জন্য? আমার চাবি, আমার ব্যক্তিগত চাবি। আর এটা আমার ব্যক্তিগত ঘর। আমি একথা পুলিশকে বলেছিলাম, বারণ করেছিলাম সার্চ করতে, তারা কথা শোনেনি।'

'যতই হোক, একটা কথা ভেবে দেখুন, এটা একটা খুনের মামলা তো বটে!'

'ঐ খুনের মুখে থুথু ফেলি।' মিসেস্ নিকোলেটিস বললেন। 'হতভাগা সিলিয়াটা আত্মহত্যা করেছে। ন্যাকা-ন্যাকা প্রেমঘটিত ব্যাপার,—সে বিষ খেয়েছে। এ ধরনের ঘটনা তো হরবখতই ঘটছে, ভালবাসা ভালবাসা বলে কাঙাল এই সব মেয়েরা। যেন ভালবাসা একটা বিরাট ব্যাপার। এক বছর, বড় জোর দু'বছর তারপর সব শেষ। আহা! মহান প্রেম! হুঁ, সব পুরুষগুলোই সমান, কিন্তু এই বোকা মেয়েগুলো তা জানে না।'

'যাইহোক, এ নিয়ে আর কোনও দুশ্চিন্তার কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।' তিনি আলোচনাকে আবার স্বাভাবিক স্তরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন।

'আপনার কাছে তা দুশ্চিন্তার না হতে পারে, তবে আমার কাছে তা দুশ্চিন্তার। এই জায়গা আমার পক্ষে আর নিরাপদ নয়।'

'কেন?' মিসেস্ হাবার্ড অবাক চোখে তাকালেন।

'আপনি তা নিজেই বলে দিয়েছেন। আপনি বলেছেন যে এই বাড়িতে একটা খুন হয়েছে। সুতরাং ভয়তো হবেই। কে জানে এবার কে তার শিকার হবে? এমনকি খুনী যে কে, তাও কেউ জানে না। সেই জন্যই পুলিশ এমন বোকার মতো কাজ করছে, অবশ্য এমনও হতে পারে যে তারা ঘুষ খেয়েছে।'

মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'আচ্ছা, বলুন তো, সত্যি সত্যিই কোনও ভয়ের কারন আপনি দেখেছেন?

মিসেস্ নিকোলেটিস্ আবার ক্ষেপে গেলেন।

'ওঃ আপনি জানেন না বুঝি আমার আসল ভয়ের কি কারন? অবশ্যই আপনি জানেন। আপনি কত সুন্দর ভাবে সবদিক সামলান, ছাত্ররা যাতে আপনাকে ভালবাসে তাই জলের মতো তাদের খাবারের পেছনে পয়সা খরচ করেন। এখন আমার ব্যাপারে আপনার কত চিন্তা। না, আমার ব্যাপারে কাউকে আমি নাক গলাতে দেব না। আমি চাই না আমার পেছন টিকটিকি লাগুক।'

'কি বলতে চান, আপনি?'

'আপনি একজন চর। আমি অনেক আগেই বুঝেছি।

'কি জন্য চরের কাজ করব?'

'কিছুই নয়। এখানে এমন কিছুই নেই যে জন্যে চরের দরকার আছে। আর আমার নামে যদি কেউ মিথ্যে কথা বলে, তবে আমি তাকে ছাড়ব না।'

boiRboi.net

'আপনি যদি আমাকে না রাখতে চান, তবে তা সরাসরি বললেই হয়। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেব।'

'না, আপনাকে ছাড়া যাবে না। এই সময়ে তো নয়ই। খুনের মামলায় পুলিশের যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে, এখন যাবার অনুমতি আপনাকে দিতে পারি না।'

'ঠিক আছে।' অসহায়ভাবে মিসেস্ হাবার্ড বললেন। 'সত্যিই, আপনি যে কি চান সেটাই বোঝা যায় না। আপনি নিজে বোঝেন কিনা, তাও সন্দেহ আছে। আপনি বরং আমার এই বিছানায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন।'

তেরো

এরকুল পোয়ারো একটা ট্যাক্সিতে চেপে ২৬নং হিকোরি রোডে এলেন। জেরোনিমো দরজা খুলে দিল, যেন অনেক দিনের পুরনো বন্ধু এইভাবে পোয়ারোকে সে অভ্যর্থনা করল। হলে দেখা গেল একজন কমস্টেবল পাহারায় রত। জেরোনিমো তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

'ভয়াবহ অবস্থা,' পোয়ারোর ওভারকোট খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ফিসফিস করে বলল। 'সব সময় পুলিশ ঘুরঘুর করছে। নানা রকম প্রশ্ন করছে, এখানে যাচ্ছে, ওখানে দেখছে। দেরাজ, আলমারি ধরে টানাটানি। মারিয়ার রান্নাঘরে পর্যন্ত বাদ দেয়নি। মারিয়া খুব রেগে গিয়েছিল। সে বলে, আমার হাতা দিয়ে পুলিশ ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করছিল। আমি বললাম কক্ষনো তা করতে যেও না, তাহলে পুলিশ আরও ঝামেলা করবে।'

'তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে, বলতে হবে।' সমর্থনসূচক গলায় বললেন পোয়ারো, 'মিসেস হাবার্ড কি খুব ব্যস্ত আছেন?'

'আমি দোতলায় তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'একটু দাঁড়াও। যেদিন ইলেকট্রিক বাল্বগুলি উধাও হয়ে গেল সেই দিনের কথা কি তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, তবে অনেক দিন তো হয়ে গেল। এক-দুই না-না মাস তিনেক আগের কথা।'

'ঠিক কোন কোন বাল্বগুলো চুরি যায়?'

'একটা হলের আর মনে হয় কমনরুমের। সব-কটা বাল্বই সরিয়ে ছিল।'

'তারিখটা তুমি মনে করতে পারছ না—না?'

জেরোনিমো যেন মনে করার খুব চেষ্টা করছে।

'আমার মনে পড়ছে না। তবে মনে হয় পুলিশ যেদিন এসেছিল, ফেব্রুয়ারি মাসের কোনও একদিন—'

'পুলিশ? পুলিশ কেন এসেছিল?'

'একজন ছাত্রের ব্যাপারে মিসেস্ নিকোলেটিসের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। খুব খারাপ ছেলে, আফ্রিকা থেকে এসেছিল, কোনও কাজ করত না। শ্রমিকদের দপ্তরে

যেত, নিত্যনতুন মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। পুলিশ এসব ভাল চোখে দেখে না। এ সব কাণ্ড হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার না শেফিল্ডে কোথায় যেন। ধরা পড়ার ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এখানে আসে। কিন্তু পুলিশ তাকে তাড়া করে করে ঠিক এখানেই ধাওয়া করেছে। ওর ব্যাপারেই পুলিশ মিসেস্ হাবার্ডের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। মিসেস্ হাবার্ড বলেন যে ছেলেটা এখন এখানে থাকে না কেননা তিনি ছেলেটাকে পছন্দ করতেন না, তাকে ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন।'

'আচ্ছা, পুলিশ ছেলেটাকে ধরেছিল তো?'

'হ্যাঁ, সে আর বলতে পুলিশ তাকে ধরে সোজা হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

'তাহলে ঐ দিনেই বাল্বগুলো চুরি যায়, তাই তো?'

'হ্যাঁ। আমি সুইচ টিপলাম কিন্তু কিছুই হলো না। ওমা, দেখি যে বাল্বই নেই। দেরাজের ভেতর বাড়তি বাল্ব থাকে, খুলে দেখি সেখানেও নেই। নিচে রান্নাঘরে এসে মারিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম বাড়তি বাল্ব কোথায় আছে, সে জানে কি না। আমার কথা শুনে সে ক্ষেপে গিয়ে বলল বাল্ব কোথায় থাকে না থাকে তার জানার কথা নয়। তখন আর কি করি মোমবাতি জ্বেলে দিলাম।'

জেরোনিমোর পিছু পিছু দোতলায় মিসেস্ হাবার্ডের ঘরে যেতে যেতে পোয়ারো এই গল্পটি হজম করলেন। মিসেস্ হাবার্ড তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁকে কেমন যেন ক্লান্ত ও বিরক্ত দেখাচ্ছে। কাগজের একটি টুকরো তিনি পোয়ারোকে দিলেন।

'আমরা যথাসম্ভব করেছি। মিঃ পোয়ারো, যতটা পেরেছি মনে করে করে ক্রমানুসারে চুরি যাওয়া জিনিষের তালিকা তৈরি করেছি—তবুও এটিকে একশো শতাংশ নিখুঁত বলতে পারব না। দেখুন, কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা সঠিকভাবে মনে করা মোটেই সহজ কাজ নয়।'

'আমি আপনার কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ। মিসেস্ নিকোলেটিস কেমন আছেন?'

'আমি তাঁকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, আশা করি তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন। সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে তিনি প্রচণ্ড চিন্তায় ছিলেন।। তিনি তাঁর আলমারি খুলতে চাননি, বাধ্য হয়ে ইন্সপেক্টর আলমারি ভাঙেন, সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে ব্যান্ডির খালি বোতল পাওয়া যায়।'

'ও,' পোয়ারো ব্যঙ্গের সুরে বললেন।

'তিনি যে এত মদ্য পান করেন, তা আগে আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু আসা উচিত ছিল।'

'যাই হোক, আপনাকে এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভাবাচ্ছে না?'

'সবকিছুই আমাকে ভাবাচ্ছে।' পোয়ারো বললেন।

তিনি মিসেস্ হাবার্ডের দেওয়া তালিকাটি পড়তে লাগলেন।

'ওঃ, এখন দেখছি রুকস্যাকটাই সবার আগে খোয়া গেছে।'

boiRboi.net

'হ্যাঁ, ওটা খুব দরকারি কিছু না হলেও এখন আমার নিশ্চিতভাবেই মনে পড়ছে। সেই গয়না এবং অন্যান্য জিনিষ চুরি যাবার আগেই এটি ঘটে যায়। একটি কালো ছাত্রকে নিয়ে আমরা সেই সময় খুব ঝামেলায় পড়েছিলাম, তার সঙ্গে আবার এই ঝঞ্ঝাট। সে ছাত্রাবাস ছেড়ে চলে যাবার দু'-একদিন বাদে এই ঘটনা ঘটে, এবং আমি মনে করি প্রতিশোধমূলক মনোভাব থেকেই সে এ কাজ করেছিল। সে-সব নিয়ে কিছুটা ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, জেরোনিমো আমায় ঐ রকমই কিছু বলছিল বটে। সেই সময় পুলিশ এসেছিল? সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, বার্মিংহাম না শেফিল্ড কোথা থেকে যেন পুলিশ এসেছিল। সে এক কেলেংকারি। অবৈধ সূত্রে আয়, তার সঙ্গে আরও নানান অপরাধ। সত্যি বলতে কি, সে তিন-চারদিন মাত্র এখানে ছিল। তার চালচলন, ব্যবহার আমার পছন্দ হত না, সেইজন্য তাকে বলেছিলাম ঘর ছেড়ে দিতে। পুলিশ যখন তাকে ধরতে এল আমি সত্যিই একটুও অবাক হইনি। সে কোথায় গেছে অবশ্যই তা আমি পুলিশকে বলিনি। কিন্তু পুলিশ ঠিকই তার পিছু ধাওয়া করেছিল।'

'রুকস্যাক খুঁজে বার করার দিন দুয়েক পরের ঘটনা এ সব?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে—যদিও সঠিক ভাবে মনে করা খুব কঠিন। লেন বেট্‌সন বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা করেছিল, তখনই তার রুকস্যাকটা পাওয়া যাচ্ছিল না। এটা নিয়ে সে ভীষণ ঝামেলা করেছিল। প্রত্যেকেই গরুখোঁজ খুজেছিল। শেষ পর্যন্ত জেরোনিমো ওটাকে রুলারের পেছন থেকে ফিতের মতো টুকরো টুকরো করে কাটা অবস্থায় পায়। অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে! যেমন অদ্ভুত তেমনই অর্থহীন।'

'হ্যাঁ,' পোয়ারো বললেন, 'অদ্ভুত এবং অর্থহীন।'

তারপর দু'-এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, জেরোনিমো বলছিল ঐ ইলেট্রিক বাল্ব না কি যেন যেদিন উধাও হয়ে গিয়েছিল, সেই দিনেই কি পুলিশ এসেছিল?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন, কেননা আমি পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে নিচে কমনরুমে গিয়ে দেখি মোমবাতি জ্বলছে। আকিবম্বোকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঐ কালো ছেলেটির সঙ্গে তার আদৌ কোনও কথা হয়েছে কিনা অথবা সে তাকে বলে গেছে কি না সে কোথায় গেছে।'

'তিনি ছাড়া কমনরুমে আর কে ছিলেন?'

'বেশির ভাগ ছাত্ররাই তখন কমনরুমে এসে গেছিল।'

তখন সন্ধ্যে ছ'টার মতো হবে। আমি জেরেনিমোকে বাল্বের কথা জিজ্ঞেস করতে সে বলল সব উধাও হয়ে গেছে। নতুন বাল্ব কেন লাগায়নি জিজ্ঞেস করতে সে বলল 'বাল্ব আর নেই' আমি বিরক্ত হয়ে ভাবলাম বুঝি সে বাজে ঠাট্টা করছে। কিন্তু কিছুটা

boiRboi.net

অবাকও হলাম যে, বাল্ব না থাকার কি কারণ থাকতে পারে। কেননা আমরা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়তি জিনিষ সংগ্রহে রাখি। তবুও আমি ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি।'

'হুম্, বাল্ব আর রুকস্যাক।' চিন্তিত পোয়ারো বললেন।

মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'বেচারি সিলিয়ার মৃত্যুর সঙ্গে ঐ দুটি জিনিষের কোনও সম্পর্ক নেই। আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই সে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল, বলেছিল রুকস্যাক সে ছুঁয়েও দেখেনি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা তো ঠিকই। এর ক'দিন পর থেকে বাকি জিনিষগুলো চুরি যাওয়া শুরু হয়?'

'ওঃ মিঃ পোয়ারো, আপনি বুঝবেন না এত দিন পরে এ সব জিনিষ মনে করা বলা কত কঠিন। আচ্ছা দেখি, মার্চে, না, ফেব্রুয়ারির শেষে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঐ ঘটনার এক সপ্তাহ পরে জেনেভিভের ব্রেসলেট চুরি যায়। কুড়ি থেকে পঁচিশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে।'

'তার পর থেকে পরপরই জিনিষ চুরি যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'রুকস্যাকটা লেন বেট্সনের।'

'তিনি খুব বিরক্ত হয়েছিলেন তো?'

'হ্যাঁ, তবে শুধুমাত্র এই দিয়েই তার বিচার করবেন না, মিঃ পোয়রো।' একটু হেসে মিসেস্ হাবার্ড বললেন। 'ও হৃদয়বান, দয়ালু, তবে ঐ একটা দোষ, রাগ সামলাতে পারে না।'

'রুকস্যাকটা কেমন ছিল, বেশ দামী-টামী?'

'না, না, আর পাঁচটা সাধারণের মতোই।'

'ওটার মতো আরেকটা দেখাতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কলিনেরটাও তো ওইরকম। একেবারে একই রকম, নাইজেলেরটাও তাই। এই রাস্তার শেষের দোকানটি থেকেই এখানকার ছাত্ররা জিনিষপত্র কেনাকাটা করে। ওখানে সব জিনিষই অন্য দোকানের থেকে অনেক সস্তায় পাওয়া যায়।'

'যদি দয়া করে ওই রকম একটি দেখান?'

মিসেস্ হাবার্ড তাঁকে কলিনের ঘরে নিয়ে গেলেন।

কলিন তখন ঘরে ছিলেন না, কিন্তু মিসেস্ হাবার্ড তার আলমারি খুলে সেখান থেকে রুকস্যাকটি বার করে পোয়ারোকে এনে দিলেন।

'এই নিন। ঠিক এইরকম দেখতে রুকস্যাকটাই আমরা শতচ্ছিন্ন অবস্থায় পেয়েছিলাম।'

রুকস্যাকটার হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে তিনি বললেন, 'কোনও ছোট কাঁচি দিয়ে এটাকে কাটা সম্ভব নয়।'

'মোটেই না। এবং কোনও মেয়ের পক্ষেও এ কাজ করা মোটেই সহজ নয়। এত শক্তপোক্ত জিনিসটাকে কাটতে গেলে যথেষ্ট শক্তির দরকার।'

boirboi.net

'শক্তি এবং সাংঘাতিক বিদ্বেষ।'

'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। ভাবতেও যেন কেমন লাগে।'

'তারপর যখন ভ্যালেরির চাদরটাও টুকরো-টুকরো অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন আমি ভেবেছিলাম এ কোনও বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ।

'কিন্তু ওখানেই আপনার ভুল হয়েছিল। খুব গুছিয়ে, নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজ করা হয়েছে, যাকে আমরা বলতে পারি—সঠিক পদ্ধতি।'

'মিঃ পোয়ারো, আপনি নিশ্চয়ই আমার চাইতে বেশি ভাল বুঝবেন। আমি এটুকু বলতে পারি যে, এসব আমার মোটেই পছন্দ নয়। আমার বিচার-বুদ্ধি মতো এখানকার ছাত্ররা বেশ ভালই এবং ভাবতেও পারি না যে এদের মধ্যে কেউ দোষী হতে পারে।'

পোয়ারো পা ফেলে জানলার কাছে গেলেন। তারপর জানলাটা খুলে গেলেন পুরনো আমলের বারান্দাটায়। এই ঘরটির নিচে একটি ছোট অগোছালো বাগান। এখান থেকে বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যায়।

'এদিকটা সামনের দিকটার তুলনায় বেশ নিরিবিলি তাই না? তবে হিকোরি রোডেও যে খুব হট্টগোল চলে তা নয়। আর এদিকে তাকালে রাত্রে যতরাজ্যের বেড়ালদের দেখতে পাবেন, চেঁচাচ্ছে আর ডাস্টবিনগুলোর ঢাকনা খুলে ফেলছে।'

পোয়ারো ওদিকে তাকিয়ে দেখলেন চারটি বড়বড় ছাইয়ের পাত্র, আরও নানারকম বাতিল জিনিসপত্র। 'বয়লার হাউস কোথায়?'

'এই দরজা দিয়ে সেখানে যেতে পারবেন। কয়লাঘরের লাগোয়া।'

তিনি ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করলেন।

'এইদিকের ঘরগুলোতে আর কে, কে থাকেন?'

'নাইজেল চ্যাপম্যান আর লেন বেট্সনের ঘর এর পরেই।'

'তার পরের ঘরগুলো?'

'ওগুলো এর পরের বাড়ির ঘর। সেখানে মেয়েরা থাকে। প্রথমটা সিলিয়ার, পরেরটা এলিজাবেথের, তার পরের ঘরটায় থাকে প্যাট্রিসিয়া লেন। ভ্যালেরি আর জিন টমলিনসনের ঘরদুটো সামনের দিকে।'

পোয়ারো মোটামুটি দেখে নিয়ে আবার ঘরে চলে এলেন।

চারদিক তাকিয়ে দেখে পোয়ারো বললেন, 'বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তরুণটি।'

মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'হ্যাঁ, কলিন খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। কয়েকজন তো ভীষণ অগোছালোভাবে থাকে। আপনি লেন বেট্সনের ঘরটা দেখেছেন, তবে, ছেলেটি কিন্তু বেশ ভাল।'

'আপনি বলছিলেন যে রুকস্যাকগুলো কেনা হয়েছে এই রাস্তার শেষে যে দোকানটি আছে সেখান থেকে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কি নাম দোকানটির?'

boiRboi.net

'কি যেন নাম, ম্যাবার্লে না কেলসো। ঠিক মনে পড়ছে না। একবার শুনেছিলাম কেউ বলছিল ম্যাবার্লে আবার অন্যরা বলে কেলসো। যদিও নাম দুটো শুনতে মোটেই একরকম নয়।'

'এইসব না জানা সূত্রগুলোই আমার কৌতূহল উদ্রেক করে।' আরেকবার তিনি জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকালেন, তারপর মিসেস্ হাবার্ডের কাছে বিদায় নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

হিকোরি রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি বড় রাস্তায় চলে এলেন। মিসেস্ হাবার্ডের বর্ণিত দোকানে পৌঁছতে তাঁর বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হলো না। প্রচুর পরিমাণে বনভোজনের বাক্স, রুকস্যাক, ফ্ল্যাস্ক, খেলাধুলোর সবরকম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র। মোজা, জামা, তাঁবু, সাঁতারের সরঞ্জাম, সাইকেলের বাত্তি, টর্চ,—বলতে গেলে যুবসম্প্রদায়ের সব রকমের দরকারি জিনিষ মজুত। দোকানের নাম ম্যাবার্লেও নয়, কেলসোও নয়, তা হলো হিক্স্। সাজানো জিনিষপত্রের দিকে ভালভাবে নজর করে পোয়ারো দোকানে ঢুকে তাঁর এক কাল্পনিক যুবক আত্মীয়ের জন্য রুকস্যাক দেখতে চাইলেন। পোয়ারো বললেন, 'ছেলেটি যা কিছু দরকার সব পিঠে নিয়ে হেঁটে হেঁটে, বা কারও গাড়িতে যদি কেউ লিফ্ট্ দেয় তবে তাতে চড়ে দেশ ভ্রমণ করে।'

'ও, হিচ হাইকিং।' দোকানদার বললেন, 'এখন এ জিনিষটার খুব চল হয়েছে। গোটা ইউরোপেই এখন প্রচুর হিচ হাইকারদের দেখা যায়। আচ্ছা, আপনার কেমন রুকস্যাক দরকার, এমনি সাধারণ?'

'সাধারণ। আপনার কাছে অন্যরকম কিছু আছে নাকি?'

'আর দু'-এক ধরনের আছে, তবে সেগুলো হাল্কা, মেয়েদের তৈরি। কিন্তু সাধারণত এগুলোই বেশি চলে। ভাল জিনিষ, শক্তপোক্ত, প্রচুর জিনিস বইতে পারে, আর সত্যিই খুব সস্তা, আমি নিজে বলছি বলে নয়।'

তিনি একটি ক্যানভাস কাপড়ের মজবুত রুকস্যাক দেখালেন, ঠিক যেমনটি পোয়ারো কলিনের ঘরে দেখেছিলেন। পোয়ারো এটি পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর একথা সেকথার পর দাম দিয়ে কিনে নিলেন।

জিনিসটি প্যাক করতে করতে দোকানদার বললেন, 'এগুলো আমরা প্রচুর বিক্রি করি।'

'এ অঞ্চলে অনেক ছাত্ররা থাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ, প্রচুর ছাত্র থাকে।'

'এখানে একটা ছাত্রাবাস আছে না, এই হিকোরি রোডে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানকার অনেক ছাত্ররা এখান থেকে জিনিসপত্র কেনেন। ছাত্রীরাও আসেন। আমার দোকানে জিনিসের দাম অন্য দোকানের তুলনায় অনেক কম। আপনি দেখবেন, আপনার ঐ যুবক আত্মীয় এই জিনিসটি ব্যবহার করে কত খুশি হবেন।'

পোয়ারো ধন্যবাদ জানিয়ে জিনিসটি নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

boiRboi.net

দু'-এক পা যেতেই না যেতেই তাঁর কাঁধে কার হাত পড়ল। আর কেউ নন, ইনি ইন্সপেক্টর শার্প।

'আপনাকেই আমি চাইছিলাম।' শার্প বললেন।

'আশা করি সাফল্যের সঙ্গে আপনার সার্চ শেষ হয়েছে?'

'সার্চ করা হয়েছে ঠিকই, তবে সাফল্যের সঙ্গে কিনা বলতে পারি না।—এখানে এক জায়গায় মুখরোচক স্যান্ডউইচ আর কফি পাওয়া যায়। যদি খুব ব্যস্ত না থাকেন তবে আসুন না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

রেস্তোরাঁটা মোটামুটি খালিই ছিল, কোণের টেবিলে দু'জন ভদ্রলোক শুধু কফির কাপ নিয়ে বসে আছেন। এখানে শার্প ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর প্রশ্নোত্তর পর্ব তাঁকে শোনালেন। 'একমাত্র চ্যাপম্যানের বিরুদ্ধে আমরা কিছু প্রমাণ জোগাড় করতে পেরেছি। তিন রকম বিষ প্রচুর পরিমাণে সে এনেছিল। তবে সিলিয়া অস্টিনের বিরুদ্ধে তার কোনও বিদ্বেষ ছিল, এমন কথা মনে করার কোনও কারণই নেই। আর সত্যিই যদি সে অপরাধী হতো তাহলে এত খোলামেলাভাবে কথাবার্তা বলত না।'

'এ কিন্তু আরেকটি সম্ভবনার পথ খুলে দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, গাধার মতো সে বিষগুলো সব দেরাজে রেখে দিয়েছিল।'

তিনি এলিজাবেথ জনস্টন এবং সিলিয়া এলিজাবেথকে কি বলেছিলেন, তা তিনি পোয়ারোকে বললেন।

'যদি তার কথা সত্যি হয়, তবে তা গুরুত্বপূর্ণ।'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' পোয়ারোও তাই বললেন।

তিনি পোয়ারোকে বললেন, 'সিলিয়ার বলা সেই বিশেষ বাক্যটি— 'আগামিকাল আরও ভাল জানতে পারব।'

'আর, সেই আগামীকাল বেচারির জীবনে আর এল না। তা, আপনার তদন্ত থেকে বিশেষ কি জানতে পারলেন?'

'দু'-একটি জিনিষের কথা বলতে পারি, যাকে অপ্রত্যাশিত বলা যেতে পারে।'

'কি রকম?'

'এলিজাবেথ জনস্টন কমিউনিস্ট পার্টির একজন সদস্যা। তাঁর পার্টি-কার্ড আমরা পেয়েছি।'

'আচ্ছা!' চিন্তিত মুখে পোয়ারো বললেন, 'ব্যাপারটা কৌতূহলজনক।'

'আপনি এতটা নিশ্চয় আশা করেননি,' ইন্সকপেক্টর শার্প বললেন।

'আমিও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আগে পর্যন্ত আশা করিনি। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্না ভদ্রমহিলা উনি।'

'পার্টি এক অত্যন্তে মূল্যবান সদস্যা পেল।' এরকুল পোয়ারো বললেন, 'প্রচুর বুদ্ধি তিনি ধরেন যা সচরাচর দেখা যায় না, এ কথা আমায় বলতেই হবে।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে কৌতূহলের', ইন্সপেক্টর বললেন, 'কেন না তাঁকে কখনো

boiboi.net

ঐ ধরনের আবেগে উদ্দীপ্ত হতে দেখা যায়নি, হিকোরি রোডের বাড়িতে তিনি এই নিয়ে একেবারেই চুপচাপ থাকতেন। আমি অবশ্য মনে করি না যে এর সঙ্গে সিলিয়া অস্টিনের মৃত্যুর কোনও যোগাযোগ আছে, তাহলেও ব্যাপারটা মনে রাখার মতো।'

'এ ছাড়া আর কি পেলেন?'

ইন্সপেক্টর শার্প কাঁধ ঝাঁকালেন, বললেন, 'মিস্ প্যাট্রিসিয়া লেনের দেরাজ থেকে একটি রুমাল পেয়েছি, সবুজ রংয়ের কালির ছোপে ভর্তি।'

পোয়ারোর ভ্রূ কপালে উঠল। ' তাহলে তিনিই হয়তো এলিজাবেথের খাতায় কালি ঢেলে ঐ রুমাল দিয়ে হাত মুছেছিলেন কিন্তু ...'

'অবশ্যই তিনি চাইবেন না যে তাঁর প্রিয়পাত্র নাইজেলের ওপর সন্দেহের তীর এসে বিঁধুক।' তাঁর হয়ে শার্পই কথা শেষ করলেন।

'তাই তো, অবশ্য অন্য কেউও তাঁর দেরাজে ঐ রুমালটা রেখে দিতে পারে।'

'হ্যাঁ তা ঠিক।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ।' এক মুহূর্ত থেমে তিনি বললেন, 'মনে হয় লিওনার্ড বেট্সনের বাবা লংউইল ভেল মানসিক হাসপাতালে ভর্তি আছেন। সেখানকার স্থায়ী রোগী। আমি বলছি না যে এই মামলার সঙ্গে তার কোনও নির্দিষ্ট যোগাযোগ আছে, কিন্তু—'

'কিন্তু, লেন বেট্সনের বাবা উন্মাদ। হয়ত এই তথ্যের সঙ্গে এই মামলার সরাসরি যোগ নেই, যেমনটি আপনি বলেছিলেন। তবু এই ব্যাপারটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তাঁর পাগলামি কী রূপ ধরতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের কৌতূহল রইল।'

'বেট্সন এমনিতে বেশ ভাল, কিন্তু অবশ্যই ওঁর রাগ ভীষণ উগ্র।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। হঠাৎ স্পষ্ট করে মনে করতে পারলেন সিলিয়ার কথা: অবশ্যই, আমি রুকস্যাকটি কাটিনি। ওটা যে করেছে, আক্রোশ থেকে করেছে। তিনি কি করে বুঝলেন যে আক্রোশই এর কারণ? তিনি কি বেট্সনকে ওটা কাটতে দেখেছিলেন? পোয়ারো আবার বর্তমানে ফিরে এলেন, শার্প বিদ্রুপাত্মক ঢংয়ে বললেন:

...'আর অ্যাকমেদ আলির খুব রগরগে অশ্লীল সাহিত্য আর ছবির ভাল সংগ্রহ আছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন তিনি সার্চের নামে অত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন।'

'প্রচুর প্রতিবাদ হয়েছিল নিশ্চয়?'

'তা হয়েছিল। একটি ফরাসী মেয়ে রেগে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন, আর একজন ভারতীয়, মিঃ চন্দ্রলাল, হুমকি দিয়ে বলেছিলেন ব্যাপারটিকে তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যাবেন। তাঁর জিনিসপত্র ঘেঁটে কিছু উগ্র প্রচারপত্র পাওয়া গেছে—সাধারণ একজন অর্ধশিক্ষিত লোক আর কি। একজন পশ্চিম আফ্রিকার ছাত্রের কাছ থেকে উগ্র মতবাদ সম্বলিত পুস্তিকা আর জাদুমন্ত্র পাওয়া গেছে। মনুষ্যচরিত্রের এই সব বিচিত্র দিকগুলো সার্চ ওয়ারেন্টে ধরা পড়ে। আপনি মিসেস্ নিকোলেটিস আর তাঁর আলমারির কথা শুনেছেন?'

boiRboi.net

'হ্যাঁ, আমি শুনেছি।'

ইন্সপেক্টরের মুখে বিদ্রুপের হাসি। 'জীবনে একসঙ্গে এতগুলি খালি ব্র্যান্ডির বোতল দেখিনি। আর আমাদের দেখে একেবারে ক্ষেপে উঠেছিলেন উনি!'

হাসতে হাসতে হঠাৎই থেমে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'কিন্তু যেটা খুঁজছি, সেটা পাওয়া গেল না। জাল পাশপোর্ট কোথাও পেলাম না।'

'আপনি আশা করতে পারেন না একটা জাল পাশপোর্ট আপনার জন্য কেউ সাজিয়ে রেখে দেবে। আচ্ছা, গত ছ'মাসের মধ্যে কখনো কি কোনও পাশপোর্টের জন্য ওখানে সরকারিভাবে অনুসন্ধানে গিয়েছিলেন?'

'না। তবে ঐ সময়ের মধ্যে দু'-একবার ওখানে পুলিশ গিয়েছিল এবং তার অন্য কারণ ছিল।' খুঁটিয়ে তিনি সবকিছু তাঁকে বললেন।

পোয়ারো আগ্রহ নিয়ে সব শুনলেন।

'কিন্তু কিছুই তো এখনও বোঝা যাচ্ছে না।' শার্প বললেন, 'হয়ত বোঝা যাবে যদি আমরা আবার গোড়া থেকে শুরু করি।'

'গোড়া থেকে মানে, কি বলছেন, মিঃ পোয়ারো?'

'রুকস্যাক, বন্ধু রুকস্যাক।' পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন, 'রুকস্যাক। সব কিছুরই শুরু ঐ রুকস্যাকে।'

চৌদ্দ

মিসেস্ নিকোলেটিস রান্নাঘর থেকে ওপরে উঠে আসছেন। 'চোর আর মিথ্যেবাদির দল!' বিজয়ীর স্বরে বলছেন মিসেস্ নিকোলেটিস, 'সব ইটালিয়ানগুলো চোর আর মিথ্যেবাদী।' সিঁড়ি ভেঙে এসে মিসেস্ নিকোলেটিস হাঁপাচ্ছেন।

এর উত্তরে মিসেস্ হাবার্ড যা বলতে চাইছিলেন কোনওরকমে তা সামলে নিলেন।

'আমি আবার সোমবার আসব, যেমন আসি।'

'আচ্ছা, মিসেস্ নিকোলেটিস।'

'আর, দয়া করে কাউকে দিয়ে আমার আলমারির দরজা মেরামত করিয়ে রাখবেন, আর মেরামতি খরচের বিল পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, পুলিশের কাছে, বুঝেছেন?'

মিসেস্ হাবার্ড হাঁ হয়ে গেলেন।

'আর এই যাতায়াতের রাস্তায় আরও জোরালো আলোর ব্যবস্থা করবেন, রাস্তাটা বড্ড অন্ধকার।'

'কিন্তু আপনিই খরচ বাঁচানোর জন্য কম পাওয়ারের বাল্ব লাগাতে বলেছিলেন, মিসেস্ নিকোলেটিস।'

'সে গত সপ্তাহের কথা,' মিসেস্ নিকোলেটিসের তৈরি জবাব: 'এখন ভিন্ন পরিস্থিতি, এখন সবসময় আমার মনে হয় কে যেন ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে।'

boiRboi.net

মিসেস্ হাবার্ড বুঝতে পারছেন না তাঁর নিয়োগকর্ত্রী নাটক করছেন, না কি সত্যিই কোনও কারণে বা কোনও কিছুতে ভয় পেয়েছেন। মিসেস্ নিকোলেটিস সব ব্যাপারেই এত বাড়াবাড়ি করেন যে তাঁর কোন কথায় কতটা গুরত্ব দেওয়া উচিত তা বুঝে ওঠা দায়।

'আপনি একা বাড়ি যেতে যদি ভরসা না পান তাহলে আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

'না, না, আমি একাই যেতে পারব।' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

'কিন্তু কি জন্য আপনি ভয় পাচ্ছেন যদি জানতে পারতাম তাহলে হয়ত সাহায্য করতে পারতাম।'

'ওসব আপনার দেখার দরকার নেই। আমি কিছুই বলব না। আপনার প্রশ্নের ধরণ-ধারণ আমার মোটেই ভাল লাগে না।'

'এইবার আপনি রেগে যাবেন।'

মিসেস্ নিকোলেটিস্ হেসে ফেললেন। 'আমি বদরাগী, নিষ্ঠুর ঠিক। কিন্তু আমার দুশ্চিন্তার অনেক কারন আছে। আপনি মনে রাখবেন আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে, ভরসা আছে। আপনাকে বাদ দিয়ে যে কি করে আমার চলবে, সত্যিই আমি জানি না। সপ্তাশেষের ছুটি ভালভাবে কাটুক, শুভরাত্রি।'

মিসেস্ নিকোলেটিস দরজা খুলে বেরিয়ে বাঁ দিকে গেলেন। হিকোরি রোড মোটামুটি চওড়া রাস্তা। রাস্তার দু'দিকে ছোট-ছোট বাগান নিয়ে বাড়ির সারি। ২৬ নং বাড়ি থেকে কয়েক মিনিট হেঁটে লন্ডন যাবার সোজা বড় রাস্তা, অনবরত বাসের গর্জন সেখানে। রাস্তাটির শেষে একটি ট্র্যাফিকের আলো, কোণে 'কুইন্স নেকলেস পানশালা'। ফুটপাতের মাঝখান দিয়ে তিনি হাঁটছেন আর থেকে থেকে পেছন দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। হিকোরি রোড আজ সন্ধ্যায় বড় বেশি নির্জন। হাঁটার গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে তিনি 'কুইন্স নেকলেসের' কাছাকাছি চলে এলেন। দ্রুত চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে অপরাধীর মতো সুট করে পানশালায় ঢুকে পড়লেন।

খুব কড়া ব্র্যান্ডি দু' চুমুক পান করে তিনি কিছুটা ধাতস্থ হলেন। তাঁকে আর কিছুক্ষণ আগের মতো ভয়ার্ত বলে মনে হচ্ছে না। পুলিশের ওপর তাঁর রাগ অবশ্য তখনও যায়নি।—পুলিশকে খরচ দিতেই হবে। হ্যাঁ, আমি ওদের বাধ্য করব। বিড়-বিড় করে বলতে বলতে উনি পানীয় শেষ করলেন। তারপর আরেকটা অর্ডার দিয়ে তিনি সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হলেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে পুলিশ তাঁর গোপন ভাণ্ডারের কথা জেনে গেল। ছাত্রদের কাছে নিশ্চই মিসেস্ হাবার্ড এই কথা ফাঁস করবেন না,—কে জানে করতেও পারেন, এ জগতে কাকেই বা বিশ্বাস করা যায়? এসব ব্যাপার কখনোই চাপা থাকে না। জেরোনিমো জানত। সে ব্যাটা নিশ্চয়ই তার বৌকে বলেছে। আর সেও কি আর ঝিগুলোকে বলতে বাকি

রেখেছে, এইভাবেই নিশ্চয় শেষপর্যন্ত—পেছন থেকে কার গলা শুনে তিনি ভয়ানক চমকে গেলেন—

'একি, মিসেস নিস্! জানতাম না তো যে আপনার এখানে যাওয়া-আসা আছে?'

'ও, তুমি! আমি ভেবেছিলাম—'

'কার কথা ভাবছিলেন ঐ ধেড়ে শয়তান নেকড়েটার?—দয়া করে আমার জন্য এক পেগ অর্ডার করবেন—'

'ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। পুলিশ আমার বাড়ি সার্চ করেছে, সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে। হার্ট নিয়ে আমার বড় দুশ্চিন্তা। সাবধান হতে হবে, তাই ভাবছিলাম খানিকটা ব্র্যান্ডি আমাকে একটু চাঙ্গা করে তুলবে...'

'সত্যিই তাই, ব্র্যান্ডির মতো আর কী আছে?'

কিছুক্ষণ পরে তিনি কুইন্স নেকলেস থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বেশ তাজা, আর খুশি-খুশি বোধ করছেন। ঠিক করলেন বাসে উঠবেন না। এত সুন্দর রাত, আর কী অপূর্ব বাতাস বইছে, হ্যাঁ, সত্যিই এই বাতাস তাঁর শরীরের পক্ষে ভাল। এমন নয় যে তিনি তাঁর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছেন না, কিন্তু টলছেন বটে। ব্র্যান্ডিটা একটা পেগ কম খাওয়াই বোধ হয় ঠিক হত, যাই হোক এই অপূর্ব বাতাসই কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর মগজ পরিষ্কার করে দেবে।

সত্যিই তো, কেন একজন ভদ্রমহিলা তাঁর নিজের ঘরে বসে শান্তিতে মাঝে-মাঝে পান করবেন না? এর মধ্যে খারাপটা কোথায়? এমন নয় যে কখনই তিনি মাতাল হন না। আর, যাই হোক, ওদের যদি তা পছন্দ না হয় আর তাঁকে ফাঁস করে দেয় তো তিনিও ছাড়বেন না, তারও ওদের সম্বন্ধে বেশ কিছু জানা আছে। হঠাৎ দেখলেন একটা ডাকবাক্স যেন মারমুখো হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে, আর তা এড়াবার জন্যে তিনি চট করে শরীরটা বেঁকিয়ে নিলেন,—এতক্ষণে তাঁর মাথা একটু একটু ঘুরছে। কিছুক্ষণের জন্যে দেয়ালে ভর দিয়ে একটু দাঁড়ালে কেমন হয়,—আর দু'-এক মুহূর্তের মধ্যে তিনি চোখ বুজোলেন...

কনস্টেবল বট্ রাজকীয় ভঙ্গিতে তার বীটে টহল দিচ্ছিলেন, একজন ভয়-পাওয়া কেরানি এসে তাঁকে বললেন, 'এক ভদ্রমহিলা এখানে পড়ে আছেন, বোধহয় অসুস্থ।'

বট্ তখন চটপট সেদিকে এগিয়ে গেলেন। শয়ান শরীরটার উপর ঝুঁকে পড়লেন, আর ব্র্যান্ডির কড়া গন্ধ পেয়ে বুঝলেন তাঁর সন্দেহ অমূলক নয়। বললেন, 'জ্ঞান হারিয়েছেন, নেশা করেছেন দেখছি। যাই হোক ভাববেন না, দেখি কী করা যায়।'

boiRboi.net

২

রবিবারের সকাল। প্রাতরাশ সেরে এরকুল পোয়ারো অতি সন্তর্পণে তাঁর সযত্নলালিত গোঁফ পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত, যাতে খাবারের কণাটুকুও লেগে না থাকে। তারপর একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি বসবার ঘরে এলেন।

টেবিলের ওপর চারটি রুকস্যাক, প্রতিটির সঙ্গে বিল আটকানো। নির্দেশ মতো জর্জ সুন্দর করে সব গুছিয়ে রেখেছে। গতকাল কেনা রুকস্যাকটি তিনি তুলে নিলেন, আবার অন্যগুলোর মধ্যে রেখে দিলেন। ফল হলো বেশ মজার। মিঃ হিক্সের দোকান থেকে কেনা রুকস্যাকটি কোনও দিকে দিয়েই অন্যগুলোর তুলনায় খারাপ মনে হলো না। জর্জ এগুলো বিভিন্ন দোকান থেকে কিনেছে, অথচ হিকসের জিনিসটি অনেক সস্তা।

'বেশ মজার তো।' পোয়ারো বললেন। বিস্তারিতভাবে তিনি ওগুলোর পরীক্ষা শুরু করলেন। দেখলেন ভেতরে-বাইরে, ওপরে-নিচে, সেলাই দেখলেন, পকেটগুলো দেখলেন, হাতল পরীক্ষা করলেন। তারপর ঘর থেকে একটা ধারালো কাঁচি নিয়ে এলেন। তলার দিকে কাঁচি দিয়ে আক্রমণ শাণালেন। ভেতরের লাইনিং আর তলার দিকটার মাঝখানটা কুঁচকে কুঁচকে শক্ত করা হয়েছে। তারপর অন্যগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করলেন।

শেষ পর্যন্ত সব রুকস্যাকগুলোকে অন্তিম দশায় পৌঁছিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তে বসলেন।

টেলিফোন টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ইন্সপেক্টর শার্পকে পেলেন।

'মাত্র দুটো জিনিস আমি জানতে চাই।'

উত্তরে একটা প্রচণ্ড হাসির আওয়াজ তিনি পেলেন:

'দুটো জিনিস আমি জানি ঘোড়ার ব্যাপারে,
তার মধ্যে একটা আবার একটু মোটা রে।'

'ঠিক বুঝলাম না।' পোয়ারো সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'ও কিছু নয়, একটা ছড়া বলছিলাম আর কি!

'কি জানতে চান, বলুন?'

'আপনি বলছিলেন গত তিন মাসের মধ্যে হিকোরি রোডের বাড়িতে আপনারা অনুসন্ধান করেছিলেন। তারিখগুলো আর দিনের কোন সময়ে অনুসন্ধান হয়েছিল তা বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, সহজেই পারব। ফাইল দেখে এক্ষুণি বলছি।'

কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, 'প্রথমবার তদন্তে যায় একজন ভারতীয় ছাত্রের কাছে। উগ্র পুস্তিকা প্রচারের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। ১৮ই ডিসেম্বর—বিকেল সাড়ে তিনটেয়।'

'এ তো অনেক আগের কথা।'

'তদন্ত হয় মন্টেগু জোন্সের বিরুদ্ধে। কেমব্রিজের অ্যালিস বম্বের খুনের ষড়যন্ত্রে পুলিশ তাকে খুঁজছিল। ২৪শে ফেব্রুয়ারি, বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তারপর তদন্ত হয় উইলিয়াম রবিনসনের বিরুদ্ধে, পশ্চিম আফ্রিকার লোক, শেফিল্ড পুলিশ তাকে খুঁজছিল। তারিখটা ছিল ৬ই মার্চ, বেলা এগারোটা।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

'আপনি কি মনে করেন ঐ সব মামলার সঙ্গে এই মামলাটির কোনও সম্পর্ক আছে?'

পোয়ারো বাধা দিলেন, 'না, কোনও সম্পর্ক নেই, আমার শুধু দিনের কোন সময়ে তদন্ত হয়েছিল সেটুকুই জানতে আগ্রহী।'

'আপনার উদ্দেশ্য কি, জানাবেন?

'আমি রুকস্যাকগুলো টুকরো-টুকরো করে কেটেছি। দারুণ চিত্তাকর্ষক ব্যাপার।' এই বলে তিনি আসতে আসতে ফোনটা রেখে দিলেন।

মিসেস্ হাবার্ডের দেওয়া সংশোধিত তালিকাটি তিনি নিলেন। তালিকাটি এইরকম:-

রুকস্যাক (লেন বেট্সনের)

বাল্ব

ব্রেসলেট (জেনেডিডের)

হীরের আংটি (প্যাট্রিসিয়ার)

পাউডার রুমপ্যাক্ট (জেনেডিডের)

সান্ধ্য জুতো (স্যালির)

লিপস্টিক (এলিজাবেথ জনস্টনের)

কানের দুল (ভ্যালেরির)

স্টেথোস্কোপ (লেন বেট্সনের)

বাথ সল্ট (?)

টুকরো-টুকরো করে কাটা স্কার্ফ (ভ্যালেরির)

ট্রাউজার (কলিনের)

রান্নার বই (?)

বোরাসিক (চন্দ্রলালের)

কস্টিউম ব্রুচ (স্যালির)

এলিজাবেথের খাতায় কালি ঢালা।

—যথাসম্ভব চেষ্টা করে দেখেছি, সম্পূর্ণ নিঁখুত নয়। এল হাবার্ড।

পোয়ারো অনেকক্ষণ ধরে তালিকাটি পড়লেন।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, অপ্রয়োজনীয়গুলো এই তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।...

সাহায্যকারিণী হিসেবে একজনের কথা তাঁর মনে হলো। আজ রবিবার। বেশির ভাগ ছাত্রই নিশ্চয় হস্টেলে আছে। তিনি ফোনে ২৬ নং হিকোরি রোডে বললেন যে, তিনি ভ্যালেরি হবহাউসের সঙ্গে কথা বলতে চান। যিনি ধরেছিলেন তিনি ভ্যালেরিকে ডেকে দিলেন। একটু ধরা গলায় তিনি শুনলেন: 'ভ্যালেরি হবহাউস বলছি।'

'আমি এরকুল পোয়ারো, মনে আছে তো?'

'অবশ্যই, মিঃ পোয়ারো, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি।'

'আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'বলুন। উঁহু, ফোনে হবে না।'

'তাহলে আমি ওখানে যাই।'

'আসুন। আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। জেরোনিমোকে বলে রাখছি, ও আপনাকে আমার ঘরে পৌঁছে দেবে। রবিবার এখানে বেশি কড়াকড়ি থাকে না।'

'ধন্যবাদ মিস্ হব্‌হাউস।'

জেরোনিমো সন্তর্পণে দরজা খুলে দিয়ে তাঁর সামনে ঝুঁকে পড়ে তার স্বভাবসিদ্ধ ফিসফিসে গলায় বলল: 'আমি আপনাকে মিস্ হব্‌হাউসের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। চু-প।' ঠোঁটে একটা আঙুল চাপা দিয়ে সে পোয়ারোকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বড় ঘরে নিয়ে এল। যেখাম থেকে হিকোরি রোড দেখা যায়। রুচিসম্মতভাবে ঘরটি সাজানো, যথেষ্ট পরিমাণে বিলাসদ্রব্য রয়েছে এই শোয়া এবং বসার ঘরটিতে। ডিভানের ওপর একটা সুন্দর পারস্য দেশের দামী কার্পেট। এই ছাত্রাবাসের অন্য ঘরগুলোর তুলনায় এই ঘরটি চোখে পড়ার মতো আলাদা।

ভ্যালেরি হব্‌হাউস তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে দেখে কিছুটা ক্লান্ত মনে হলো পোয়ারোর, চোখের নিচে ঘন কালি পড়েছে।

'আপনার ঘরটি বেশ সুন্দর। আপনার রুচির প্রশংসা করতে হয়।' পোয়ারো বললেন।

ভ্যালেরি হাসলেন।

'আমি এখানে অনেকদিন আছি।' ভ্যালেরি বললেন, 'আড়াই বছরেরও বেশি, প্রায় তিন বছর হবে। আস্তে আস্তে কয়েকটি মনের মতো জিনিস করতে পেরেছি।'

'আপনি নিশ্চয়ই ছাত্রী নন, তাই তো?'

'মোটেই নয়। আমি রোজগার করি।'

'কোনও প্রসাধনী সামগ্রীর দপ্তরে?'

'হ্যাঁ। একটা বিউটি পার্লার স্যাব্রাইর্না ফোয়ার-এ আমার কিছু অংশ আছে। পাশাপাশি সাজগোজের টুকিটাকি, প্যারিসের কিছু নতুন ফ্যাশনের জিনিস বিক্রি করি। এই ব্যবসাটা পুরোপুরি আমারই।'

'তাহলে মাঝে-মাঝেই আপনাকে প্যারিসে যেতে হয়?'

'হ্যাঁ, মাসে একবার তো বটেই, কখনো কখনো তারও বেশি।'

'আমি যদি বেশি কৌতূহল দেখাই তবে ক্ষমা করবেন।' পোয়ারো বললেন।

'কেন করবেন না, এখানে যা পরিস্থিতি তাতে কৌতূহল জাগাই তো স্বাভাবিক। গতকালই ইন্সপেক্টর শার্পের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। মনে হয় একটি উঁচু চেয়ার হলেই আপনি স্বচ্ছন্দে বসতে পারবেন।'

'আপনার নজর আছে, মাদাম।' পোয়ারো বললেন।

ভ্যালেরি একটি ডিভানে বসলেন। তিনি মিঃ পোয়ারোকে একটি সিগারেট দিলেন,

boiRboi.net

তিনি নিজেও একটি ধরালেন। মনোযোগ সহকারে পোয়ারো তাঁকে লক্ষ্য করছেন। চিরাচরিত ভাল দেখতে বলতে যা বোঝায় তিনি ঠিক তা নন, এবং বরং কিছুটা নার্ভাস এবং চেহারার মধ্যে অল্পবিস্তর রুক্ষতা নিয়েই তিনি পোয়ারোর চোখে ধরা দিলেন। বুদ্ধিমতী এবং আকর্ষণীয়া মহিলা। তাঁর এই নার্ভাসনেস কি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রভাবে, না এটাই তাঁর স্বভাবের একটি দিক, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পোয়ারোর নজরে পড়ল সেই রাত্রে নেমন্তন্নে এসে এঁর সম্বন্ধে এরকমই ভেবেছিলেন।

'ইন্সপেক্টর শার্প আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছেন।'

'আপনি যা যা জানেন সব তাঁকে বলেছেন?'

'অবশ্যই।'

'সব সত্যি বলেছেন তো?'

দৃপ্তভঙ্গিতে তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন: 'আমি ইন্সপেক্টর শার্পকে কি উত্তর দিয়েছি তা না শুনে আপনি কিছু বলতে পারেন না।' ভ্যালেরি বললেন।

'না, তা বলছি না। এ আমার এক ক্ষুদ্র ধারণা মাত্র, যা আমার একমাত্র সম্বল আর কি—এইখানে যা আছে তিনি তাঁর মাথাটা টোকা দিয়ে দেখালেন। লক্ষ্য করার মতো বিষয় এই যে, পোয়ারো কখনো কখনো এইরকম করতেন। ইচ্ছে করেই করতেন। যাই হোক ভ্যালেরি তাঁর কথা শুনে হাসলেন না। সোজা-সাপটা তিনি পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'আমরা কি কাজের কথায় আসতে পারি, মিঃ পোয়ারো?'

'আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না আপনার কি উদ্দেশ্য?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই, মিস্ হব্‌হাউস।'

তিনি তাঁর পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজে মোড়া বাক্স বার করলেন।

'বলতে পারেন, এর মধ্যে কি আছে?'

'আমি জাদুকর নই। কাগজে মোড়া বাক্সের মধ্যে কি আছে দেখতে পাই না।'

'এটি হলো, প্যাট্রিসিয়া লেনের চুরি যাওয়া আংটি।'

'বিয়ের আংটি—মানে ওঁর মার বিয়ের আংটি। কিন্তু ওটা আপনার কাছে কেন?'

'আমি তাঁর কাছ থেকে দিন-দুয়েকের জন্য ধার নিয়েছিলাম।'

আবার ভ্যালেরির ভ্রূ কপালে উঠল। 'সত্যিই!'

'আমি এই আংটিটির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম, এর খোয়া যাওয়া আবার ফেরত পাওয়া, এই দুটি ব্যাপার আমায় ভাবিয়েছিল। তাই আমি মিস্ লেনকে এটি ধার দিতে বললাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। তারপর আমি এটিকে নিয়ে আমার এক বন্ধু স্যাকরার দোকান গেলাম।'

'তারপর?'

'আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কেমন হীরে। আপনার মনে আছে কি, একটা বেশ বড় পাথর, আর চারপাশে কতগুলি ছোট পাথর। আপনার মনে পড়ছে, মাদাম।'

'ঐ রকমই হবে, ঠিক মনে পড়ছে না।'

'কিন্তু আপনি ওটা হাতে নিয়ে দেখেছিলেন। আপনার স্যুপের প্লেটেই তো পাওয়া গিয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখনই তো ওটা আমি ফেরত দিই। আর একটু হলে আমি আংটিটা হয়ত গিলেই ফেলতাম।' অল্প হেসে বললেন ভ্যালেরি।

'যা বলছিলাম,—আমি আমার স্যাকরা বন্ধুকে তো জিজ্ঞেস করেছিলাম হীরেটা কেমন। উত্তরে তিনি কি বললেন জানেন?'

'আমি কি করে জানব?'

'তাঁর উত্তর ছিল, এটি মোটেই হীরে নয়। এ কেবলমাত্র একটা জির্‌কন। সাদা জিরকন।'

'ওঃ!' ভ্যালেরি কোনওরকমে বললেন, তবে কি— তবে কি জিরকন্ বা ঐ ধরনের পাথরে তৈরি আংটিটিই হীরের আংটি ভেবে প্যাট ভুল করতেন?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'না, তা নয়। এটি একটি বিয়ের আংটি, সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে এটি মিস্ লেনের মায়ের। মিস্ লেন বনেদী বংশের মহিলা, এবং সেই বংশের মানুষেরা নিশ্চয়ই তখনকার দিনে বেশ ধনীই ছিলেন, তা জোর দিয়েই বলা যায়। সেই বংশে বিয়ের আংটিতে পাথর হিসেবে হীরে অথবা ঐ জাতীয় দামী কোনও পাথরের কথাই ভাবা হতো। আমি নিশ্চিত যে মিস্ লেনের বাবা তাঁর স্ত্রীকে হীরের আংটিই দিয়েছিলেন, অন্য কিছু নয়। আমার ধারণা এই আংটি থেকে হীরে খুলে নিয়ে ঠিক এইরকম দেখতে একটি সস্তা পাথর বসানো হয়েছে।'

'আমার মনে হয়, প্যাট কোনওভাবে এই হীরেটা হারিয়ে ফেলেছিল, তারপর আর তিনি হীরে কিনতে না পারায় জিরকন লাগিয়ে নিয়েছিলেন।'

'তা সম্ভব। তবে আমি মনে করি না যে সেরকম কিছু হয়েছিল।'

'তাহলে, মিঃ পোয়ারো, আপনার কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয়, আংটিটি মাদাম সিলিয়া নিয়েছিলেন, এবং ইচ্ছে করেই হীরেটা খুলে নিয়ে তাঁর বদলে জিরকন লাগিয়েছিলেন।'

ভ্যালেরির চোখে পলক পড়ে না।

'আপনার মতে সিলিয়া ওটি ইচ্ছে করেই চুরি করেছিলেন?'

পোয়ারো মাথা নেড়ে জানালেন, 'না!' বললেন, 'আমার মতে এটি আপনি চুরি করেছিলেন, মাদাম!'

ভ্যালেরি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আপনার গোয়েন্দাগিরিটা কি একটু মোটা দাগের হয়ে যাচ্ছে না? আপনার কাছে এর কোনও প্রমাণ নেই।'

'আছে।' পোয়ারো বাধা দিয়ে বললেন, 'প্রমাণ আছে, স্যুপের প্লেটে আংটিটা পাওয়া

boiRboi.net

গিয়েছিল। আমি কিন্তু একরাত্রে এখানে নেমন্তন্ন খেয়েছিলাম। আমি দেখেছি এখানে পাশের টেবিলে রাখা একটা ঢাকনা দেওয়া পাত্র থেকে স্যুপ পরিবেশন করা হয়। সুতরাং যদি কেউ স্যুপের প্লেটে আংটি পায় তাহলে হয় পরিবেশনকারী আংটিটি প্লেটে রেখেছিল, নয় তো যার প্লেট সে-ই আপনিই রেখেছিলেন। আমি মনে করি না একাজ জেরোনিমোর। এইভাবে আংটি ফেরত দেবার উদ্দেশ্যের পেছনে ছিল একটু নাটক করা। নাটক সম্বন্ধে আপনার ধারণা বাড়াবাড়ি রকমের হাস্যকর। সেদিন আপনার নাটুকেপনার জন্য মনে মনে বেশ গর্বিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। আপনি বোঝেননি এই কাজ করে আপনি নিজের সঙ্গেই প্রতারণা করলেন।'

'এই-ই কি সব, নাকি আর কিছু বলবেন?' তাঁর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন।

'না, না, এটুকুই দেখুন, মিস্ সিলিয়া যখন সেদিন চুরির সব দায় স্বীকার করে নিলেন, আমি তখন তাঁর বক্তব্যের মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো অসঙ্গতি নজর করেছিলাম; যেমন এই আংটিটির প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন 'আমি জানতাম না যে ওটি অত দামী। যখনই জানতে পারলাম তখনই ফেরত দিয়ে দিয়েছি।' কেমন করে তিনি জানলেন, মিস্ ভ্যালেরি, কে তাঁকে বলেছিলেন আংটিটির কত দাম? টুকরো-টুকরো করে কাটা স্কার্ফটার ব্যাপারে তাঁর কথায় আমার খটকা লেগেছিল—'ওটা তেমন কিছু নয়। ভ্যালেরি কিছু মনে করেনি।' কেন আপনার অত সুন্দর স্কার্ফটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো, অথচ আপনার কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না? এখান থেকেই আমার একটা ধারণা দানা বেঁধে উঠল যে এইসব চুরি-চামারি করে সিলিয়া নিজেকে ক্লেপটোম্যানিয়াক সাজানোর চেষ্টা করেছিলেন যাতে তিনি কলিন ম্যাকনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এই বুদ্ধি তাঁকে বাতলেছিলেন অন্য কেউ, যিনি সিলিয়ার থেকে ঢের বেশি বুদ্ধি ধরেন এবং মনস্তত্ত্বে যার কার্যকরী জ্ঞান আছে। আপনি তাঁকে বলেছিলেন যে আংটিটি বেশ দামী। আপনি তাঁর কাছে থেকে আংটিটি নিয়ে ফেরত দেবার ব্যবস্থা করেন। আপনারই পরামর্শে উনি আপনার স্কার্ফ কেটে টুকরো-টুকরো করেন।'

'এসব নেহাতই অনুমান, কষ্টকল্পিত অনুমান। ইতিমধ্যেই ইন্সপেক্টর আমাকে সন্দেহ করে বলেছেন যে আমিই নাকি সিলিয়াকে ঐ সব কুকর্ম করতে বলেছিলাম।'

'উত্তরে আপনি কি বলেছিলেন?'

'বলেছিলাম, সব বাজে কথা।'

'এখন আমাকে কি বলবেন?'

দু'-এক মুহূর্ত ভ্যালেরি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর ছোট্ট করে হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে কুশনে শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। আমিই তাকে বলেছিলাম।'

'কিন্তু কেন, জানতে পারি কি?'

অধৈর্যভাবে ভ্যালেরি বললেন, 'ও খুব বোকাসোকা ধরনের, সব সময় ছোঁক-

boiRboi.net

ঝোঁক কলিনের জন্য। কিন্তু কলিন ওর দিকে ফিরেও তাকাত না। গোটা ব্যাপারটাই ছিল বোকামির চূড়ান্ত নিদর্শন। কলিন তাদেরই একজন যারা কতকগুলো মতকেই আঁকড়ে ধরে থাকে,—মনস্তত্ত্বতার জটিলতা, এর সঙ্গে বস্তাপচা আবেগ-টাবেগের বাইরে তাদের দৃষ্টি যায় না। আমি ভাবলাম এরকম একটা লোককে বোকা বানাতে পারলে বেশ মজা হবে। যাইহোক, সিলিয়াকে এত মনমরা দেখতে আমার ঘৃণা হত। সেই জন্য গোটা ব্যাপারটা একটা ছক কষে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। এবং সেইমতো তাঁকে কাজে নেমে পড়তে বললাম। সে কিছুটা নার্ভাস ছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছুটা উত্তেজিতও হয়েছিল। যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই হাঁদারাম করলেন কি, প্যাট আংটিটি বাথরুমে ফেলে এসেছিলেন উনি সেটিই হাতালেন। বেশ দামি আংটি, এবং তা নিয়ে ভীষণ হৈ-চৈ হলো। পুলিশে খবর দেওয়ার কথা ভাবা হলো এবং ব্যাপারটা গুরুতর আকার নিতে যাচ্ছে দেখে আমি আংটিটি তার কাছ থেকে নিয়ে নিলাম, বললাম যেভাবেই হোক ফেরত দিয়ে দেব। এও বলেছিলাম যে ভবিষ্যতে যেন কোনও দামী জিনিস না নেয়, তাহলে অসুবিধেয় পড়ে যেতে পারে।'

পোয়ারো একটি গভীর নিশ্বাস নিলেন, বললেন, 'যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই।'

ভ্যালেরি বললেন, 'কাজটা আমি না করলেই ভাল করতাম। তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল ভাল,—কথাটা শুনতে ভাল না হলেও।'

পোয়ারো বললেন, 'এবার আমরা প্যাট্রিসিয়ার আংটিটির কথায় আসি। সিলিয়া ওটি আপনাকে দিল। আর আপনি কায়দা করে তা প্যাট্রিসিয়াকে ফেরত দিলেন। কিন্তু ফেরত দেবার আগে কি হয়েছিল?'

পোয়ারো দেখলেন ভ্যালেরির ভয়ার্ত আঙুলগুলো তাঁর চাদরের ঝালরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আরও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক স্বরে তাঁর প্রশ্ন—'বেশ টানাটানি চলছিল, তাই তো?'

তাঁর দিকে না তাকিয়ে ছোট্ট করে তিনি মাথা নাড়লেন। 'সব খুলে বলছি।' গলার স্বরে তিক্ততা, 'আমার মুস্কিল হলো যে আমি একজন জুয়াড়ী। এমন একটা জিনিস যা জন্মগত, আপনার তেমন কিছু করার নেই। একটা ক্লাবের আমি সদস্যা, মে ফেয়ারে—না আপনাকে সঠিক ঠিকানাটা বলা যাবে না। আমি চাই না যে ওখানে পুলিশ তল্লাসী করুক আর তার জন্য আমি দায়ী হই। যাই হোক, পরপর অনেক বাজিতে হেরে আমার তখন নিদারুণ দুরবস্থা। তখন আমার কাছে প্যাটের আংটিটা রয়েছে। একটা গয়নার দোকানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে শোকেসে জিরকনের একটি আংটি দেখি। ভাবলাম, যদি এই হীরেটার বদলে একটা সাদা জিরকন পাথর লাগিয়ে দিই তবে প্যাট ঘুণাক্ষরেও ধরতে পারবে না। যে আংটি অনেক দিনের সঙ্গী তার দিকে নিশ্চয়ই আপনি নজর করে দেখবেন না। আমি ঝোঁকে পড়ে হীরেটা বার করে বিক্রি করে দিলাম, পরিবর্তে একটা জিরকন লাগিয়ে সেই রাতে এমন একটা ভান করলাম যেন আমার প্লেটে পাওয়া গেছে।—অত্যন্ত বোকার মতো কাজ হয়েছে, আমি মানছি। এখন আপনি সবই জানলেন। কিন্তু একটা কথা সৎ ভাবেই বলছি, আমি কখনোই সিলিয়াকে দোষী করতে চাইনি।'

'না, না, তা আমি বুঝেছি।' পোয়ারো বললেন। 'একটা সুযোগ আপনার সামনে এসে গিয়েছিল। সহজ সুযোগ আপনি গ্রহণ করেছিলেন। ওখানেই আপনার মস্ত বড় ভুল হয়েছিল, মাদাম।'

'বুঝতে পারছি।' বলেই তিনি ভেঙে পড়লেন: 'কিন্তু তাতে কি আসে যায়? এখন কি আর এর কোনও গুরুত্ব আছে? আপনি চাইলে আমায় ধরিয়ে দিতে পারেন। প্যাটকে বলে দিন, ইন্সপেক্টরকে বলুন, সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দিন। কিন্তু এসব করেও কি জানা যাবে কে সিলিয়ার খুনী?'

পোয়ারো উঠে দাঁড়ালেন।

'তা বলা যায় না। কোথা থেকে কি জানা যাবে কি যাবে না। খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো একজনকে তাই খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়। সিলিয়াকে কে ঐসব কুকর্মে ঠেলে দিয়েছিল সেটা আমার জানার দরকার ছিল, এখন জানা হলো। আর আংটিটির ব্যাপারে বলব, আপনি নিজে মিস্ লেনের কাছে বলবেন আপনি কি করেছেন এবং দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষতিপূরণ দেবেন।'

ভ্যালেরি মুখ ব্যাদান করলেন।

'আপনার ভালর জন্যই বললাম।'

'ঠিক আছে। আমি প্যাটের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব। প্যাট সত্যিই ভাল মনের মানুষ। তাঁকে বলব আমি যখনই পারব সস্তা পাথরটা বদলে হীরে লাগিয়ে দেব। এটাই তো আপনি চান?'

'এমন নয় যে আমি এই চাই। এ হলো আমার উপদেশবাণী।'

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। মিসেস্ হাবার্ড প্রবেশ করলেন।

একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন।

'মিসেস্ নিকোলেটিস্।'

'মিসেস্ নিক? কি হয়েছে তাঁর?'

'হা ভগবান। তিনি মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন?' কর্কশ স্বরে ভ্যালেরি বললেন, 'কখন? কিভাবে?'

'মনে হয় কাল রাতে তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে থানায় আনা হয়। তারা ভেবেছিল তিনি—তিনি—'

'কি, মদ খেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, একটু বেশিই খেয়েছিলেন। কিন্তু যাইহোক—তিনি মৃত।'

পোয়ারো মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তাঁকে ভালবাসতেন, মাদাম?'

'তা বলতে পারব না—ইদানিং তো ভয়ানক খিট-খিট করতেন— কিন্তু বছর তিনেক আগে যখন এখানে আমি আসি তখন এখনকার মতো ছিলেন না—সবার সঙ্গে মিশতেন, ছিলেন আমুদে, তাঁর মধ্যে দয়া-মায়া ছিল। গত বছর থেকেই তিনি যেন পাল্টে গেলেন—'

boiRboi.net

ভ্যালেরি মিসেস্ হাবার্ডের দিকে তাকালেন। বললেন, 'তিনি ভীষণ পানাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলেই হয়ত— পুলিশ প্রচুর মদের বোতল তাঁর ঘরে দেখেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন মিসেস্ হাবার্ড, তারপরই ভেঙে পড়লেন, 'আমিই দোষী। কেন তাঁকে কাল রাতে একা যেতে দিলাম—জানেন তিনি ভয় পাচ্ছিলেন।'

'ভয়?'

পোয়ারো আর ভ্যালেরি দু'জনেই বলে উঠলেন।

মিসেস্ হাবার্ড মাথা নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ, তাঁর নরম-সরম মুখটা কেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। 'হ্যাঁ, বার-বার তিনি বলছিলেন তিনি নিরাপদে নেই। আমি তাঁকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি রেগে গিয়েছিলেন। তাঁকে বোঝা যেত না—এত বাড়াবাড়ি করতেন—'

ভ্যালেরি বললেন, 'আপনি ভাবেননি যে তিনি—তিনিও খুন হতে—'

তাঁর দু'চোখে ভয়ের ছায়া নেমে এসেছে।

পোয়ারো বললেন, 'মৃতুর কারণ সম্বন্ধে তাঁরা কিছু বলেছেন?'

মিসেস্ হাবার্ড বিমর্ষভাবে বললেন, 'তাঁরা—তাঁরা কিছু বলেননি। ময়না তদন্ত হবে মঙ্গলবার—'

পনেরো

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একটি নিরিবিলি ঘর। চারজন মাত্র একটি গোল টেবিল ঘিরে বসে মিটিং করছেন। মাদক দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উইলডিং মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করছেন। তারপরেই আছেন অত্যন্ত উদ্যোগী এক যুবক সার্জেন্ট বেল। দেখলেই ক্ষুধার্ত গ্রেহাউন্ডের কথা মনে পড়ে যায়। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন তৃতীয় ব্যক্তি, শান্ত এবং সতর্ক ইন্সপেক্টর শার্প। চতুর্থ জন হলেন এরকুল পোয়ারো। টেবিলের ওপর একটা রুকস্যাক রয়েছে, 'এ বেশ অভিনব আইডিয়া, মিঃ পোয়ারো, বেশ অভিনব, উইলডিং মাথা নেড়ে বললেন। চোরা-চালান সারা বছর ধরেই চলে, আমরা চেষ্টা করে অনেকগুলো চক্র হয়ত ভেঙে দিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরে অন্য কোথাও আবার শুরু হয়ে যায়। আমি আমার দপ্তরের কথা বলতে পারি। গত দেড় বছরে এই দেশে প্রচুর চোরাই মাল এসেছে। বেশিরভাগই হেরোইন, যথেষ্ট পরিমাণে কোকও আসে। অনেকগুলো আখড়া দেখতে পাওয়া যায় এদিকে-ওদিকে, গোটা ইউরোপ জুড়েই। ফরাসী পুলিশ এইসব চালান কোথা থেকে আসছে তা জানতে খুব সচেষ্ট, কিন্তু কি ভাবে তাদের দেশের বাইরে চালান যাচ্ছে সে ব্যাপারে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই।'

পোয়ারো বললেন, 'আপনাদের সমস্যা মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম সমস্যা ভাগিদার কারা সেটা সঠিকভাবে জানা, দ্বিতীয় সমস্যা কি ভাবে দেশে এই সব চালান ঢুকছে এবং তৃতীয় সমস্যা হলো এই ব্যবসার প্রকৃত মালিক কে যে লাভের সিংহভাগই হস্তগত করে।'

'মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে আপনি ঠিকই ভেবেছেন। ছোট-ছোট ভাগিদার অনেক, আমরা চিহ্নিত করেছি, এও জেনেছি কিভাবে তারা বন্টন করে। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে আমরা ধরেছি, কাউকে আবার পাকড়াও না করে ইচ্ছে করেই তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছি, এই আশায় যে হয়ত তাদের মারফৎ কোনও রাঘব বোয়ালকে ধরতে পারব। বিভিন্নভাবে এইসব দ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যেমন নাইট ক্লাব, বিয়ার পাব, ওষুধের দোকান, অসৎ ডাক্তার, আবার ফ্যাশন-দুরস্ত পোশাক প্রস্তুতকারক, এদের মধ্যেও। এই সব দ্রব্য হাতবদল হয় রেসকোর্সে, পুরনো জিনিসপত্রের দোকানে, এমনকি ভীড়ে ঠাসা মনিহারি দোকানেও। যাই হোক, এত বিস্তারিতভাবে আপনাকে বলার দরকার নেই। ব্যাপারটা এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণও কিছু নয়। ক্বচিৎ কখনো দু'-একজনকে ধরতে পারি যাদেরকে রাঘব বোয়াল বলছি, এদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত ধনী, উচ্চবংশের সম্ভ্রান্ত এদের মধ্যে থাকেন, যাদের বিরুদ্ধে সন্দেহের ছায়ামাত্রও কখনো পড়ে না, অত্যন্ত সতর্ক তাঁরা, তাঁরা নিজের হাতে ঐ সব জিনিস স্পর্শও করেন না, চুনোপুঁটিরা জানতেও পারে না কার হাতে সেই অদৃশ্য সুতো ধরা, যার টানে তাদের সমস্ত গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তবুও কখনো কখনো শয়তানেরও তো ভুল হয়, তখনি আমরা তাদের ধরতে পারি।'

'বুঝলাম। কিন্তু যে ব্যাপারটা আমি জানতে সব চেয়ে আগ্রহী তা হলো কেমন করে এই দেশে এই সব চালান আসে।'

'আমাদের দেশ একটি দ্বীপ। স্বাভাবিকভাবেই চিরাচরিতভাবে সমুদ্রপথেই আসে। খুব সন্তর্পণে পূর্ব উপকূলের কোথাও জাহাজ ভেড়ানো হয়, তারপর মোটরবোটে করে চালান আসে সরু নদীপথ বেয়ে। কিছুদিন এইভাবে চললে অচিরেই আমরা তাদের ধরে ফেলি। উড়োজাহাজেও চালান আসে, এমন ক্ষেত্রে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়াও বনেদী আমদানীকারক সংস্থা আছে, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই জিনিসও চলে আসে। তবে কোনওভাবেই বেশিদিন চলতে পারে না, আমরা সতর্ক থাকি, শেষ পর্যন্ত ধরেই ফেলি।'

'সুতরাং যারা এই সব অবৈধ ব্যবসা করে তাদের একটা প্রধান অসুবিধে হলো—তীক্ষ্ণ নজরদারি এড়িয়ে ব্যবসা চালানো।

'তা ঠিক। তবে এও বলব যে কিছুদিন ধরে প্রচুর চালান আসছে আমাদের নজর এড়িয়েই। এ ব্যাপারে আমরা খুবি দুশ্চিন্তায় আছি।'

'আর মাদক ছাড়া অন্য জিনিষ, যেমন রত্ন, দামী পাথর ইত্যাদি?'

'এসব জিনিষের চালান ভালই আসে। হীরে আর অন্যান্য দামী পাথর আসে সাউথ আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়া থেকে। দূর-প্রাচ্য থেকেও চালান আসে। নিরবিচ্ছিন্নভাবেই এসব জিনিস ঢুকছে এবং এক্ষেত্রে আমরা অন্ধকারে। কিন্তু মাদক দ্রব্য বা রত্নরাজির চোরাচালানের ব্যাপার-স্যাপার আপনি জানতে চাইছেন কেন, এ আপনার কোন কাজে লাগবে?'

boiRboi.net

'অনেক কাজেই লাগতে পারে। কম আয়তনের মূল্যবান জিনিসের কথাই আমি জানতে চাই। আয়তন কম হওয়ার সুবাদে চালানের পক্ষেও সুবিধে হয় এবং দামী বলে লাভও হয় খুব বেশি।'

'আপনার কথাই ঠিক। বহু লক্ষ টাকার হেরোইন একটা ছোট্ট প্যাকেটে আনা যেতে পারে, দামী রত্নরাজির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই।'

মিঃ পোয়ারো বললেন, 'দেখুন, চোরাচালানকারীর একটা অসুবিধে হলো পরিচিত হয়ে যাওয়া।—আজ হোক কাল হোক তাকে সন্দেহ হবেই। সে কোনও বিমানকর্মী হতে পারে, জাহাজের কর্মী হতে পারে বা লোভী আমদানীকারীও হতে পারে। এদের ওপর স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয়। আরও মুস্কিল হয় যদি কোনও নিরীহ লোককে এই কাজে নিয়োগ করা হয় বা যদি প্রতিবারেই নতুন নতুন লোককে লাগানো হয়—যা আরও সাংঘাতিক। এক্ষেত্রে তাকে ধরা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। আজকের দিনে সবচেয়ে কম সন্দেহভাজন কে? ছাত্র। আন্তরিক এবং পরিশ্রমী ছাত্র। বেশি জিনিষপত্র না নিয়ে শুধু পিঠে প্রয়োজনীয় কিছু নিয়েই এরা গোটা ইউরোপে হিচ্-হাইক করে বেড়ায়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধে হলো যে তারা আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, এবং সংখ্যায় অনেক।'

উইল্ডিং চোয়ালে হাত ঘসলেন। বললেন, 'আচ্ছা এভাবে যে চোরাচালান হতে পারে তা আপনার ঠিক কোন কারণে মনে হলো?'

'নির্দিষ্ট কিছু নয়, এ আমার অনুমান মাত্র। আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবে নাও হতে পারে। কিন্তু এ আমি বলতে পারি যে মোটামুটি এই ভাবেই কাজটা হয়ে থাকে। প্রথমে এক ধরনের রুকস্যাক বাজার ছেয়ে দেওয়া হয়, সবগুলোই সাধারণ, একইরকম দেখতে, মজবুত করে তৈরি যাতে ভারী জিনিসপত্র বহন করা যায়। আসলে কিন্তু তা পুরোপুরি ঠিক নয়। ব্যাগের ভেতর দিকে বা নিচের তলায় কাপড় লাগানোর ক্ষেত্রে তফাত দেখতে পাওয়া যায়। কোনও-কোনওটাতে এই কাপড়টি সহজেই খুলে নেওয়া যায়। এবং তার ভেতরে কোকেন বা দামী রত্নরাজি লুকিয়ে রাখা হয়। আপনি খুঁটিয়ে না দেখলে ধরতেই পারবেন না। এবং খাঁটি কোকেন বা রত্নরাজি রাখার জন্য খুব অল্প জায়গাই যথেষ্ট।'

'খুব সত্যি কথা,' উইলডিং বললেন। 'আপনি অনেক টাকার জিনিস এটুকুতে নিতে পারেন, কোনও সন্দেহ না জাগিয়েই।'

'ঠিক তাই।' বললেন মিঃ পোয়ারো। রুকস্যাকগুলো তৈরি করে বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয়—অনেক দোকান থেকেই বিক্রি হয়। দোকানদার এই চক্রে জড়িত থাকতেও পারেন, নাও পারেন। ছাত্ররা যখন দেশের বাইরে দূরে যায় তখন ফেরার পথে কোনও এক জায়গায় রুকস্যাক বদল হয়, সে যখন দেশে ফেরে তখন কাস্টমসে নাম কা ওয়াস্তে অনুসন্ধান হয়, ছাত্রকে আর কে সন্দেহ করবে। এর পর ছাত্রাবাসে

boirboi.net

ফিরে রুকস্যাক খালি করে সেটাকে আলমারিতে বা ঘরের কোনে ফেলে রাখে। সেখানে আবার এক প্রস্থ রুকস্যাক বদল হয়।'

'আপনি বলছেন এসবই হিকোরি রোডের বাড়িতে ঘটছে?'

পোয়ারো মাথা নেড়ে জানালেন, 'হ্যাঁ, আমার তাই সন্দেহ হয়।'

'কিন্তু আপনি কী এমন দেখছেন, যাতে আপনার ঐ সন্দেহ হলো?'

'একটা রুকস্যাক কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে।—কেন? সহজবোধ্য কারণ যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে কাউকে কারনটা কল্পনা করে নিতে হয়। সেখানে যে রুকস্যাকগুলো দেখেছি সেগুলো কিছুটা অদ্ভুত ধরনের, সেগুলো খুব সস্তা। পরপর কতগুলি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে হিকোরি রোডে। মেয়েটি প্রায় সব কিছুর জন্য দোষ স্বীকার করলেও প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন তিনি রুকস্যাক নষ্ট করেননি। অন্য সব চুরির ব্যাপারে তিনি যখন নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করে নিয়েছিলে, তখন রুকস্যাকটার ব্যাপারটা কেনই বা স্বীকার করবেন না? সুতরাং তিনি সত্যি কথাই বলেছেন, অতএব রুকস্যাক নষ্ট করার নিশ্চয়ই অন্য কোনও কারণ আছে—এবং এ ধরনের রুকস্যাক কেটে টুকরো-টুকরো করা খুব সহজ কাজ নয়। এতে গায়ের জোর লাগে। কেউ কেউ মরিয়া না হলে ঐভাবে কাটতে পারবে না। আমার খটকা লাগল যখন মোটামুটিভাবে জানলাম যেদিন ছাত্রাবাসের একটি ছাত্রের ব্যাপারে তদন্তের জন্য পুলিশ এসেছিল, সেই দিনেই রুকস্যাকটা নষ্ট করা হয়।—যদিও পুলিশ ডাকা হয়েছিল একেবারেই অন্য কারণে। ধরা যাক আপনি চোরাচালানের চক্রে জড়িত, এবং আপনি খবর পেলেন যে পুলিশ ডাকা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ আপনার মনে হবে পুলিশ চোরাচালানকারীদের খুঁজছে এবং তারা অনুসন্ধান করতে এসেছে। ধরুন সেই সময় কেউ চালানি মাল-সমেত সবে দেশের বাইরে থেকে একটি রুকস্যাক নিয়ে এসেছে অথবা সবে চালানি মাল তাতে ভরা হয়েছে। এই সময় পুলিশের নজর এড়িয়ে রুকস্যাকটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। একমাত্র যা সে করতে পারে তা হলো, কেটে টুকরো টুকরো করে তা নোংরা জিনিসপত্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া। সেই জায়গায় যদি কোনও মাদকদ্রব্য বা রত্ন অসাবধানবশত পড়ে যায় তবে তখনকার মতো চটপট তা পরিষ্কার করা যেতে পারে, যাতে কিছু বোঝা না যায়। কিন্তু খালি রুকস্যাক ভালভাবে পরীক্ষা করলে কোকেন বা হেরোইনের হদিশ মিলতে পারে। সুতরাং রুকস্যাকটা নষ্ট করতেই হবে। এটা কি সম্ভব বলে আপনাদের মনে হয়?'

'এ হলো আপনার অনুমান, যা আমি আগেই বলেছি।' সুপারিন্টেন্ডেন্ট উইলডিং বললেন, 'আরেকটি ছোট ঘটনার কথা বলি। ইটালিয়ান পরিচারক জেরোনিমোর কথা মতো পুলিশ আসার দিনে দেখা গেল আলোগুলো জ্বলছে না। বাল্বই নেই দেখা গেল। বাড়তি বাল্ব যেখানে থাকে সেখানে গিয়ে দেখা গেল সেখানে কোনও বাল্বই নেই, অথচ তার পরিষ্কার মনে আছে যে দু'-একদিন আগেই সে এখানে বাল্ব দেখেছে। একটা জিনিস আমার এখানে মনে হচ্ছে—হতে পারে তা কষ্টকল্পিত, আমি নিজেও যথেষ্ট

boiRboi.net

নিশ্চিত নই—হয়ত সেখানে এমন কেউ ছিলেন যিনি আগে ঐ দুষ্টচক্রে জড়িত ছিলেন—তাঁর অপরাধী মন ভেবেছিল চড়া আলোয় হয়ত পুলিশ তাকে চিনে ফেলবে। সেই সময় সবার অলক্ষ্যে সে বাল্বগুলি খুলে নেয় এবং বাড়তি বাল্বগুলিও সরিয়ে রাখে যাতে পাল্টানো না যায়। যার ফলে সেই সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বেলেই কাজ সারতে হয়েছিল। ঘটনা তৈরি করতে আপনি দারুণ দক্ষ।' উলিডিং বললেন।

'এটা সম্ভব, স্যর।' উৎসাহভরে সার্জেন্ট বেল বললেন। 'আমি যতই ভাবছি ততই দেখছি এ সম্ভব।'

'কিন্তু তাই যদি হয়।' উইলডিং বলে চললেন, 'তবে তারা হিকোরি রোডের বাইরেও নিশ্চয়ই সক্রিয়!'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'হ্যাঁ, বটেই তো। অনেক ছাত্র এবং তাদের সংগঠন নিয়েই তারা কারবার চালায়।'

'আপনাকে ছাত্র এবং তাদের সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগের সূত্র খুঁজে বার করতে হবে।' উইলডিং বললেন।

ইন্সপেক্টর শার্প প্রথম কথা বললেন, 'এক ভদ্রমহিলা কয়েকটি এই ধরনের ছাত্রদের ক্লাব বা সংগঠন চালাতেন এবং ঐ ভদ্রমহিলা মিসেস নিকোলেটিস্। হিকোরি রোডেরটাও চালাতেন।'

উলিডিং চকিতে একবার পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ,' পোয়ারো বললেন।

'তিনি কিন্তু নিজে সরাসরি চালাতেন না। এমন কাউকে নিয়োগ করতেন যিনি সন্দেহাতীতভাবেই সৎ এবং অভিজ্ঞ।'

'আমার পরিচিতা মিসেস্ হাবার্ড ঠিক তেমনই একজন। খরচ-খরচা মিসেস্ নিকোলেটিস্ই পাঠাতেন বটে। তবু তাঁকে আমার ঠুঁটো জগন্নাথ বলেই সন্দেহ হয়।'

'হুম্' উলিডিং বললেন। 'তার সম্বন্ধে আরও কিছু জানার দরকার বলে মনে হচ্ছে।'

শার্প মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। বললেন, 'আমাদের তদন্ত চলছে। কিন্তু খুব সাবধানে করতে হচ্ছে, যাতে পাখি না উড়ে যায়। তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও আমরা তদন্ত করছি। দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত জবরদস্ত তিনি।'

তারপর বললেন সার্চ ওয়ারেন্টের অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা।

'অ্যাঁ, ব্র্যান্ডির বোতল? নেশা করতেন নাকি?'

'এর ফলে কাজটা একটু সহজ হয়ে যাবে। তা, কী হলো তাঁর? ধরে ফেলেছেন তো?'

'আজ্ঞে না, তিনি মারা গেছেন।'

'অ্যাঁ, মারা গেছেন?' ভ্রূ কপালে তুলে উইলডিং বলে উঠলেন।

তিনি প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তবে, মনে হয় না খুনোখুনির কোনও মতলব তাঁর ছিল।'

boirboi.net

'আপনি সিলিয়া অস্টিনের কথা বলছিলেন। উনি কি কিছু জানতেন?'

'কিছু, কিছু জানতেন', পোয়ারো বললেন। 'তবে এটা তিনি জানতেন না যে তিনি কী জেনেছিলেন।'

'তার মানে, তিনি যা জেনেছিলেন তার গুরুত্ব বুঝতে পারেননি?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তিনি খুব একটা চালাক-চতুর ছিলেন না। তিনি কিছু দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন এবং কোনও সন্দেহ না করেই তিনি হয়ত কিছু এ ব্যাপারে বলেও ফেলেছিলেন।

'তিনি কি দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন এ ব্যাপারে আপনার কোনও ধারণা নেই, মিঃ পোয়ারো?'

'আমি অনুমান করতে পারি'। পোয়ারো বললেন, 'এর বেশি কিছু পারি না। একটা পাশপোর্টের উল্লেখ ছিল। কারও কি ঐ বাড়িতে জাল পাশপোর্ট আছে যার মাধ্যমে অন্যদের দেশের বাইরে পাঠানো যায়, আর সেটা জেনে যাওয়াই কি তাঁর মৃত্যুর কারণ হলো? হয়ত উনি দেখে ফেলেছিলেন যে রুকস্যাকটা নষ্ট করা হচ্ছে, বা দেখেছেন কেউ রুকস্যাকের নকল ভাবে তৈরি তলার দিকটা খুলছেন, যদিও উনি তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি, যিনি বাল্ব খুলে নিয়েছেন তাঁকেও দেখে ফেলতে পারেন, অথবা এমন কোনও উক্তি করে থাকতে পারেন যার গুরুত্ব বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁর নেই। জানি না, জানি না। আমার ভাল লাগছে না। সর্বক্ষণ শুধু অনুমান আর অনুমান। এ বিষয়ে আরও জানার দরকার আছে।

'ঠিক আছে।' শার্প বললেন। 'আমরা মিসেস্ নিকোলেটিসকে নিয়েই শুরু করি। কিছু তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।' এমন হতে পারে পাছে কোনও গুপ্তকথা প্রকাশ করে ফেলেন, তাই তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো? কিন্তু তিনি কি তা করতেন? তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে মদ্যপান করতেন, তাই স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হয়ত চট করে ভেঙে পড়ে সব ফাঁস করে দিতে পারতেন, এমনকি রাজসাক্ষীও হতে পারতেন।'

'তিনিই এই চক্র চালাতেন না নিশ্চয়?'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। 'না। তিনি ব্যবসার ব্যাপারে অবশ্যই অবহিত ছিলেন, তবে একথা কখনোই বলব না যে তাঁর বুদ্ধিতেই ঐসব কাজকর্ম চলত। না।'

'কার বুদ্ধিতে চলত, কিছু বলতে পারেন?'

'আমি অনুমান করতে পারি। তবে তা ভুল হতে পারে—হ্যাঁ হতেই পারে।'

boiRboi.net

ষোল

নাইজেল বললেন, 'হিকোরি ডিকোরি ডক। দি মাউস র‍্যান আপ্ দি ক্লক। দি পুলিশ সেভ্ বু—'

'কে জানে শেষ পর্যন্ত কে দোষী সাব্যস্ত হবে।'

নাইজেল বললেন, প্রশ্ন হলো—আমাদের প্রকাশ করা উচিত কিনা।'

জিন টমলিনসন আপত্তির সুরে বললেন; 'নিশ্চয়, যদি আমরা এমন কিছু জানি যা কাজে লাগতে পারে তবে তা পুলিশকে বলাই উচিত, সেটাই ঠিক কাজ হবে।'

'কি বলা হবে?' আবার বেট্‌সনের জিজ্ঞাসা।

'আমরা যা জানি।' নাইজেল বলল, 'একে অপরের সম্বন্ধে, আর কি।' বিদ্বেষপূর্ণ চোখদুটি তার খাওয়ার টেবিলের চারপাশ ঘুরে এল।

'আরে বাবা, আমরা একে অপরকে তো বেশ ভাল করেই চিনি, জানি, তাই না? এতদিন একসঙ্গে আছি যখন, তখন চেনাজানা হতে বাধ্য।' প্রফুল্ল চিত্তে বললেন।

'কিন্তু কি করে জানব কোনটা গুরুত্বপূর্ণ আর কোটা নয়? অনেক ব্যাপারেই তো পুলিশের কোনও আগ্রহ নেই।' অ্যাকমেদ উত্তপ্ত গলায় বলে উঠলেন। তাঁর ছবির সংগ্রহ দেখে ইন্সপেক্টর শার্পের মন্তব্য তিনি ভুলতে পারছেন না।

মিঃ আকিবম্‌বোর দিকে ফিরে নাইজেল বললেন, 'আমি শুনেছি, আপনার ঘরে তারা নাকি চিত্তাকর্ষক কিছু খুঁজে পেয়েছে।'

গায়ের রংয়ের জন্যই লজ্জায় লাল হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। কিন্তু তাঁকে দেখে বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না যে তিনি ভীষণ অস্বস্তিতে পড়েছেন।

'ভীষণ রকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন আমাদের দেশ।' তিনি বললেন, 'আমার দাদু আমাকে কিছু জিনিস দিয়েছেন এখানে নিয়ে আসার জন্য। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত আমি তা রাখি। আমি নিজে অত্যন্ত আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন। ঐ সব ডুডু-টুডুতে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু ইংরেজী ভাষার প্রতি যথেষ্ট দখল না থাকায় আমি পুলিশকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনি।'

'এমনকি আমাদের আদরের জিনেরও কিছু গোপন ব্যাপার আছে বলে মনে হতো!' নাইজেল বললেন।

জিন রেগেমেগে বললেন, 'আমি কিন্তু অপমান সহ্য করব না!'

কলিন ম্যাকনার গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন, কিছু বলার জন্য তিনি তৈরি হচ্ছেন।

'আমার মতে,' বিচারকের গাম্ভীর্য তাঁর গলায়। 'বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। মিসেস্ নিকের মৃত্যুর আসল কারণ কী হতে পারে?'

'ও সব তদন্তের পর জানা যাবে।' অধৈর্য ভ্যালেরির উত্তর।

'এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। আমার মতে তারা তদন্ত মুলতুবি করে দেবে।'

'আমার মনে হয় তিনি হার্টফেল রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।' প্যাট্রিসিয়া বললেন।

'মাতাল হয়ে চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন।' লেট বেট্‌সন বললেন, 'সেই জন্য তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

'ও, তাহলে তিনি পানাসক্ত ছিলেন। আমার সবসময়ই তাই মনে হত। পুলিশ যখন তাঁর ঘরে তল্লাসি করে। তখন তাঁর আলমারি থেকে প্রচুর ব্র্যান্ডির বোতল পাওয়া গিয়েছিল।' জিনের মন্তব্য।

boiRboi.net

'তাহলে এই জন্যই মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত আচরণ করে।'

কলিন আবার গলা পরিষ্কার করে নিলেন। 'হুম। শনিবার সন্ধ্যাবেলা তাঁকে আমি কুইন্স নেকলেস বারে ঢুকতে দেখেছি। এখানে ফেরার সময়ে আমার ব্যাপারটা নজরে পড়ে যায়।'

'সেইখানেই তিনি আকণ্ঠ মদ টেনেছিলেন, আর কি!' নাইজেলের উক্তি।

'অতিরিক্ত মদ্যপানই তাঁর মৃত্যুর কাবণ বলে মনে হয়।' জিন বললেন।

'ভগবান না করুন, তিনি খুন হতে পারেন, একথা কি আপনাদের কারো মনে হয় না?' জিন বললেন।

স্যালি বললেন, 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি তিনি খুনই হয়েছেন।'

'আপনারা বলছেন যে তিনি খুন হয়েছেন কিন্তু সত্যিই কি?'

আকিবম্‌বো এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকালেন।

'এখনো সেরকম কিছু মনে করার কোনও কারণ পাওয়া যায়নি।' কলিন বললেন।

জেনেডিড বললেন, 'কিন্তু কে তাঁকে মারতে চাইবেন? তাঁর কি অনেক টাকাকড়ি ছিল? তাহলে তাঁকে মারার একটা কারণ থাকতে পারে।'

'তিনি অতিষ্ঠ করে তুলতেন সকলকে, তাই সবাই তাঁকে মারতে চেয়েছিল। আমি তো প্রায়ই চাইতাম।' আড্ডাকে লঘু করার জন্য নাইজেলের সহাস্য মন্তব্য।

'আচ্ছা, মিস্ স্যালি, আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? সকালের খাওয়ার সময় একটা কথা শুনলাম, সেই থেকে খুব চিন্তা করছি।'

'আমি আপনার জায়গায় থাকলে মোটেই এত চিন্তা করতাম না, এসব ঠিক নয়।'

রিজেন্টস পার্ক রেস্তোরায় লাঞ্চ খেতে খেতে স্যালি আর আকিবম্‌বো কথা বলছিলেন। গরমকাল আসন্ন, তাই রেস্তোরাঁ এখন মুক্ত আকাশের নিচে।

'এই সময়টা আমার মোটেই ভাল যাচ্ছে না। অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে দিতে পারছি না। প্রচুর বইপত্র পড়ার সুযোগ এখানে পাই, কিন্তু তাও আমার পড়াশুনা সেভাবে এগোচ্ছে না। কেননা ইংরেজিতে আমার জ্ঞান সীমিত। তাছাড়া হিকোরি রোডের বাড়িতে যা কাণ্ড চলছে তাতে পড়ায় মন বসানোও কঠিন।'

'তোমার কথা একেবারে ঠিক। আজ সকালে আমারও পড়াশুনায় মন ছিল না।'

সেই জন্যই তোমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে, বলছিলাম না আজ সকালে এমন কিছু শুনেছি যা আমাকে ভীষণ ভাবাচ্ছে—'

'ঠিক আছে। শোনা যাক, কি তোমাকে এত ভাবাচ্ছে?'

'কি যেন— বোরা—সি—ক! এটা কি?'

'কি—ও, বোরাসিক! তা কি হয়েছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। ওরা কি সব অ্যাসিডের কথা বলছিল। সালফিউরিক অ্যাসিড?'

'না, না, সালফিউরিক অ্যাসিড নয়।'

'তবে তা কি, শুধু ল্যাবরেটরির কাজেই যা লাগে?'

'এটা নিয়ে ল্যাবরেটরিতে কোনও কাজ হয় বলে আমার মনে হয় না। নেহাতই মামুলি আর নিরীহ অ্যাসিড।'

'তার মানে, এই অ্যাসিড চোখে দিলেও কিছু হবে না?'

'না।'

'ও বুঝেছি। মিঃ চন্দ্রলালের সাদা পাউডার ভর্তি একটা ছোট শিশি আছে, গরম জলে সেই পাউডার ঢেলে তাই দিয়ে উনি চোখ পরিষ্কার করেন। উনি বাথরুমেই শিশিটি রাখেন, তো একদিন দেখেন যে সেটি নেই, উনি খুব রাগারাগি করেছিলেন তাই নিয়ে। সেটা কী বোরাসিক?'

'তা, হঠাৎ বোরাসিক নিয়ে পড়লে কেন?'

'সব বলব, তবে, পরে। এখনি নয়। আগে একটু ভেবে দেখি।'

'বেশি ভাবতে যেও না', স্যালি বললেন। 'আকিবম্‌বো, হয়ত তুমিও শেষ পর্যন্ত মারা পড়বে!'

'ভ্যালেরি, তুমি কি আমায় কিছু উপদেশ দিতে পার?'

'অবশ্যই পারি, জিন, যদিও আমি জানি না লোকে উপদেশ আদৌ চায় কেন। তারা কখনোই তা গ্রহণ করে না।'

'এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে নীতিবোধ জড়িত।'

'তবে তো আমার সঙ্গে কথা বলে তোমার কোনও লাভই হবে না। ওসব নীতিবোধ-টীতিবোধের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

'না ভ্যালেরি, ঐ ভাবে কথা বলো না।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি।' কথা বলতে বলতে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। 'অবৈধভাবে প্যারিস থেকে পোশাক-আশাক এই দেশে বিক্রি করি। টানাটানির সময়ে বাসে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকি। যাই হোক, বলুন দেখি, কি বলবেন?'

'নাইজেল প্রাতরাশের সময় যা বলছিলেন, আর কি। কেউ যদি অন্যের ব্যাপারে কিছু জানে তবে তা কি পুলিশকে বলা উচিত? কি বলো?'

'কি বোকার মতো প্রশ্ন। এভাবে কিছু বলা যায় নাকি?' যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।'

'একটা পাশপোর্টের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।'

'পাশপোর্ট।' ভ্যালেরি অবাক হয়ে গেল—'কার পাশপোর্ট?'

'নাইজেল। ওঁর কাছে একটা জাল পাশপোর্ট আছে।'

অবিশ্বাসের সুর গলায় এনে ভ্যালেরি বললেন, 'নাইজেলের! আমি একথা বিশ্বাস করি না। এ একেবারেই অসম্ভব।'

boiRboi.net

'কিন্তু আছে পাশপোর্ট। পুলিস বলছিল যে সিলিয়া একটি জাল পাশপোর্টের কথা বলেছিলেন, তিনি সেটা দেখে ফেলেছিলেন, তাই তাকে মেরে ফেলা হলো।'

'তোমার কথাবার্তা নাটকের মতো শোনাচ্ছে,' কিন্তু সত্যি সত্যিই এর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। পাশপোর্টের গল্পটা কি রকম?'

'আমি দেখেছি সেটা।'

'কি করে দেখলে?'

'হঠাৎই দেখে ফেলেছি। আমি আমার কাগজপত্র রাখার বাক্স খুলতে গিয়ে ভুল করে নাইজেলের বাক্সটা খুলে ফেলেছিলাম।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন ভ্যালেরি। 'তোমার কি উদ্দেশ্য বলো তো? পরের ব্যাপারে এত কৌতূহল কিসের?'

'মোটেই তা নয়।' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল জিন, 'ঐ ধরনের কাজ আমি কখনোই করি না। আমি তেমন মানুষ নই। আমি একটু অন্যমনস্ক থাকার জন্যই ব্যাপারটা ঘটে। যাইহোক, বাক্সটি খুলে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে...'

'দেখো জিন, তুমি এভাবে এড়িয়ে যেতে পার না। নাইজেলের বাক্সটি তোমার থেকে বেশ খানিকটা বড় এবং সম্পূর্ণ অন্য রংয়ের, যাই হোক, তুমি একটা সুযোগ পেয়ে গেলে তার জিনিসপত্র ঘাঁটার, এবং সুযোগটি নিলে।'

'ভ্যালেরি, তুমি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত তেতো করে তুলছ। তোমার যদি সহানুভূতি আর ভদ্রতাবোধ না থাকে তবে না হয়....'

'আরে শোন শোন। অত রেগে যাবার কি হলো, বলো। এখন বেশ উৎসাহ পাচ্ছি।'

'সেখানেই আমি পাশপোর্টটি দেখি। তলার দিকে ছিল। স্ট্যানফোর্ড না স্ট্যানলে কি যেন নামের পাশপোর্ট। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, 'অন্যের পাশপোর্ট নাইজেলের বাক্সে কেন?' খুলে দেখি তাতে নাইজেলেরই ছবি সাঁটা। তোমার কি মনে হয় না কি যে সে দ্বৈত জীবন-যাপন করছে? পুলিশকে কি একথা বলা উচিত নয়, তুমি কী মনে করো, এটা আমার কর্তব্য নয় কি?'

'তোমার দুর্ভাগ্য, জিন। সত্যি বলতে কি, এটা একটা খুবই সহজ সরল ব্যাপার, প্যাট আমাকে বলেছিল। নাইজেলের কিছু টাকা বা ঐ ধরনের কিছু পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শর্ত ছিল পদবিটা পাল্টাতে হবে। তাই সে অ্যাফিডেভিট করে নামটা পালটে দিয়েছিল। আগের নাম হয়ত স্ট্যানফোর্ড স্ট্যানলে বা ঐ রকমই কিছু ছিল।'

'ও', জিন বলল, 'তাহলে আমারই ভুল।'

'আমার কথা বিশ্বাস না হলে প্যাটকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। পরের বার যেন এমন ভুল না হয়।' ভ্যালেরি বলল।

'কি বলতে চাইছ। বুঝতে পারছি না।'

'তুমি নাইজেলকে বিপদে ফেলতে চাইছ ফাঁদে ফেলে তাঁকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে।'

'তুমি না-ও বিশ্বাস করতে পার, ভ্যালেরি। কিন্তু আমি আমার কর্তব্যই করতে চেয়েছিলাম।' এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

BoiRboi.net

'জঘন্য ব্যাপার!' ভ্যালেরি বলল।'

দরজায় একটা টোকা পড়ল, স্যালি প্রবেশ করল।

'কি ব্যাপার ভ্যালেরি, মুখচোখ গম্ভীর কেন?'

'জিন এসেছিল, ভারি বিরক্তিকর ও! সত্যিই এক ভয়ঙ্কর মহিলা! আচ্ছা, বেচারি সিলিয়ার খুনের সঙ্গে ঐ জিন কোনওভাবে জড়িয়ে নেই তো? যদি তাই হয় তবে আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না!'

'ঠিক বলেছ। তবে মনে হয় না তেমন কিছু। খুন-টুনের মতো ব্যাপারে ও সম্ভবত থাকতে চাইবে না।'

'মিসেস্ নিকের ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। তবে, মনে হয় শিগগিরই কিছু জানা যাবে।'

'নাইজেল, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, খুব দরকারি।'

'কি ব্যাপার প্যাট?' নাইজেল তাঁর দেরাজ প্রাণপণে টানাটানি করছেন। 'খাতাগুলো যে কোথায় রাখলাম, কিছুই বুঝতে পারছি না। এইখানেই তো রেখেছিলাম।'

'নাইজেল, ওভাবে টানা-হ্যাঁচড়া করো না। বিশ্রি অগোছালো অবস্থায় সব কিছু এলোমেলো করে রাখো!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে খাতাগুলো খুঁজে বার করতে হবে তো।'

'নাইজেল আমার কথা তোমাকে শুনতে হবেই।'

'এত অস্থির হওয়ার কি আছে? বলো, কি বলবে?'

'আমার কিছু স্বীকার করার আছে।'

'খুন নয় নিশ্চয়ই, আশা করি?' স্বভাবসিদ্ধ চাপল্যেব সঙ্গে নাইজেল বলল।

'না, না।'

'যাক, তাহলে তার চেয়ে কম অপরাধ কিছু।'

'একদিন তোমার মোজা রিপু করে তোমার ঘরে এসে তোমার দেরাজে...'

'বলো।'

'দেখি এক বোতল মরফিয়া সেখানে রয়েছে। তুমি বলেছিলে যে ওটা তুমি হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছ।'

'হ্যাঁ, আর তুমি তা নিয়ে ভীষণ চেঁচামেচি করেছিলে।'

'কিন্তু নাইজেল, দেরাজের ভেতর তোমার মোজার মধ্যে ওটা ছিল। যে-কেউ ওটা দেখে ফেলতে পারত।'

'তা তুমি ছাড়া কে-ই বা আমার মোজা খামোকা ঘাঁটতে যাচ্ছে?'

'ওরকম একটা জিনিস কাছে রাখা ভীষণ বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য তখনও তোমার বাজি জেতা হয়নি, তাই হয়ত ওখানে ছিল।

'হ্যাঁ, তিন নম্বর বিষটা তখনও আমার হাতে আসেনি।'

boiRboi.net

'যাই হোক, আমার খুব ভয় হয়েছিল। আমি বোতল থেকে পুরো বিষ খালি করে ওর ভেতর সোডার বাইকার্বনেট রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখে কিছুটি বোঝার উপায় নেই।'

নাইজেলের খাতা খোঁজা বন্ধ হয়ে গেল। 'হা, ভগবান, তাই নাকি। তার মানে লেন আর কলিনকে বাজি ধরে যে মর্‌ফিন দেখিয়েছিলাম তা আসলে ঐ?'

'হ্যাঁ। আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম।'

'হায় প্যাট, তুমি কি সবসময়ই এমন ঝামেলা পাকাবে? মরফিয়া নিয়ে তুমি কি করেছিলে?'

'সোডা বাইকার্বনেটের বোতলে মরফিয়া রেখে সেটা আলমারিতে রুমালের দেরাজের পেছনে লুকিয়ে রেখেছি।'

নাইজেল তার দিকে ঈষৎ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, 'তোমার চিন্তাভাবনার কোনও মানে হয় না। এর পেছনে কোনও যুক্তি আছে কি?'

'আমি ভেবেছিলাম ওখানে ওটা বেশি নিরাপদ।'

'আরে মরফিয়া তো তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখাই উচিত, আর তা যদি না রাখে, তবে আমার মোজা বা তোমার রুমালের মধ্যে রাখায় কি তফাৎ?'

'তফাৎ আছে। একটাই কারণে। আমি আমার ঘরে একাই থাকি, আর তুমি থাকো আরেকজনের সঙ্গে।'

'নিশ্চয়, এ কথা তুমি ভাবোনি যে লেন মরফিয়া চুরি করবে?'

এতদিন ধরে তোমাকে আমি কিছু বলিনি, কিন্তু এখন বলতেই হচ্ছে, কেননা এখন আর জিনিসটা নেই।'

'তার মানে, পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ওটাকে নিয়ে গেছে?'

'না, তার আগে থেকেই পাচ্ছি না।'

'তার মানে...?' নাইজেল একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

'দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে নিই। 'সোডা বিক।' এই লেবেল লাগানো বোতলে আসলে ছিল মরফিয়া সালফেট। ওটা পড়ে ছিল। যে কেউ যে-কোনও সময় ব্যথা কমাবার জন্য চা চামচের এক চামচ নিয়ে খেতে পারে। হা, ভগবান, এ তুমি কি করেছ, জিনিসটা নিয়ে যখন অতই ভয় পাচ্ছিলে তবে সেটা দূরে কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিলে না কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম ওটা খুব দামী হবে, আর কাজ মিটে গেলে আবার হাসপাতালে ফেরত দেওয়া হবে। ভেবেছিলাম তোমার বাজি জেতার পর সিলিয়াকে বলব ওটা ফেরত দিয়ে আসতে।'

'তুমি নিশ্চিত যে, ওটা তাকে দাওনি?'

'না, অবশ্যই নয়। তুমি কি বলছ আমি ওটা সিলিয়াকে দিয়েছি আর সিলিয়া ওটা খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, সুতরাং সব দোষ আমার?'

'শান্ত হও, শান্ত হও। কখন থেকে তুমি ওটা পাচ্ছো না?'

boiRboi.net

'ঠিক বলতে পারব না। সিলিয়া মারা যাবার আগের দিন ওটা খুঁজেছিলাম। পাইনি। ভেবেছিলাম হয়ত তাহলে অন্য কোথাও রেখেছি।'

'তাঁর মৃত্যুর আগের দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ।' প্যাট্রিসিয়ার মুখ সাদা হয়ে গেছে—'খুব নির্বোধের মতো কাজ করেছি!'

'খুব কম করে বললে তাই বলা হয়।'

'নাইজেল, তোমার মতে একথা কি পুলিসকে বলা উচিত?'

'ওফ্, তাই তো মনে করি। হ্যাঁ, যদিও তখন আমার ঘাড়েই সব দোষ পড়বে।'

'না না নাইজেল, আমি, আমিই—'

'ঐ অপয়া জিনিসটি আমিই প্রথম চুরি করি। তখন ব্যাপারটা খুব মজার মনে হয়েছিল। আর এখন—ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি পড়েছি, বিচারকের বিদ্রূপ মন্তব্য যেন শুনতে পাচ্ছি।'

'ভীষণ খারাপ লাগছে। যখন নিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম—'

'আমি জানি তুমি ভালর জন্যই নিয়েছিলে।'

'যাইহোক, শোন, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে জিনিসটা উধাও হয়ে গেছে। কোথায় রেখেছ হয়ত ভুলে গেছ। এর আগেও তোমার এমন হয়েছে, মনে আছে নিশ্চয়!'

'হ্যাঁ, কিন্তু—'

তার দ্বিধান্বিত মুখে সন্দেহের প্রগাঢ় ছায়া। নাইজেল চট করে উঠে দাঁড়াল।

'চলো, তোমার ঘরে গিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখি।'

'নাইজেল, ওগুলো আমার অন্তর্বাস।'

'দেখ, প্যাট, এখন আর শালীনতা দেখিয়ে লাভ নেই। ওখানে রাখোনি তো?'

'না, আমি নিশ্চিত যে আমি—'

'সব কিছু খুঁজে না দেখে কখনোই নিশ্চিত হতে পার না। আমাকে সব জায়গা খুঁজতেই হচ্ছে।' নামকা ওয়াস্তে দু'বার মাত্র টোকা মেরেই ঘরে স্যালি ফিঞ্চও ঢুকে পড়লেন। ঘরের ভেতরকার কাণ্ডকারখানা দেখে তার চোখ ছানাবড়া হবার যোগাড়। প্যাট নাইজেলের মোজাজোড়া নিয়ে বিছানায় বসে আছেন আর নাইজেল দেরাজটা পুরোটা টেনে বার করে স্তূপাকার প্যান্টি, ব্রেসিয়ার, মোজা ইত্যাদি একান্তভাবেই মহিলাদের ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে।

কোনওরকমে সে বলল, 'কি হচ্ছে, এখানে?'

'বাইকার্বনেট খুঁজছি।' নাইজেলের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'বাইকার্বনেট? কেন?'

'আমার পেট ব্যথা করছে।' দেঁতো হাসি হেসে নাইজেল বলল, 'বড্ড পেট ব্যথা করছে। বাইকার্বনেট ছাড়া এই যন্ত্রণা আর কিছুতেই কমবে না।'

'আমার কাছেও কিছুটা আছে, দেখছি।'

boiRboi.net

'না ধন্যবাদ, স্যালি। আমার পেটে একটা বিশেষ ব্যথা হয়, একমাত্র প্যাট-এর ওষুধ ছাড়া তা কমে না।'

'তুমি পাগলামি করছ। ওর কি হয়েছে, প্যাট?

প্যাট বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল। জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তুমি কি আমার সোডা বিক্-এর বোতলটা দেখেছ? বোতলের তলায় একটুখানিই ছিল।'

'না তো!' অবাক হয়ে স্যালি তাঁর দিকে তাকাল, 'আমার তো মনে পড়ছে না।—তোমার কাছে ডাক টিকিট আছে, একটা চিঠি পাঠাতে হবে।'

'ঐ দেরাজে আছে।'

স্যালি পড়ার টেবিলের দেরাজটা খুলে ডাকটিকিটের বইটা থেকে একটা টিকিট বার করে নিয়ে চিঠিটিতে লাগিয়ে দিল। টিকিটের বইটা আবার দেরাজে রেখে দিয়ে দামটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

'ধন্যবাদ। তোমার এই চিঠিটা আমার চিঠির সঙ্গেই ডাকে দিয়ে দেব?'

'হ্যাঁ—না, না, ও পরে হবে।'

স্যালি মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্যাট মোজাগুলো ফেলে দিল। বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে তাঁকে।

'নাইজেল!'

'বলো।' সে তখন কোটের পকেট হাতড়াচ্ছে।

'আরও একটা কথা আমার স্বীকার করা হয়নি।'

'হা, ভগবান। আরও কি বাকি রেখেছ, তুমি।'

'ভয় হচ্ছে, যদি তুমি রেগে যাও!'

'ক্রোধের সীমা ছাড়িয়ে গেছি,—আতঙ্কে মরছি এখন।'

'আমার চুরি করা বিষ খেয়ে যদি সিলিয়া মারা গিয়ে থাকে, তবে বছরের পর বছর আমাকে জেলে পচতে হবে। এমনকি ফাঁসিও হতে পারে।'

'না, ও কথা বলছি না।'

'ওই তোমার বাবার ব্যাপারে কিছু বলার আছে।'

'কি?' ঝটিতি নাইজেল ঘুরে তার একেবারে মুখোমুখি। প্রচণ্ড অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের ছাপ তার মুখে।

'নিশ্চয়ই জানো, তিনি খুব অসুস্থ, জানো না?'

'তাঁর ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।'

'কাল রাতে রেডিওতে শুনলাম। স্যর আর্থার স্ট্যানলি, বিখ্যাত রসায়নবিদ, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আছেন।'

'ভি. আই. পি হওয়ার কত মজা। সারা পৃথিবীকে বেশ জানিয়ে দেওয়া যায়।'

'নাইজেল, তিনি এখন মারা যাচ্ছেন, সব ভুলে সন্তান হিসেবে তাঁর কাছে যাওয়া তোমার কর্তব্য।'

boiRboi.net

'হ্যাঁ যাব বৈকি!'

'কিন্তু, তিনি যে এখন মারা যেতে বসেছেন।'

'সেই শুয়ারটাই তো আজ মরতে বসেছে। খ্যাতির চূড়ায় থাকাকালীন সে যেমন শুয়ার ছিল!'

'নাইজেল, তোমার এভাবে কথা বলা মোটেই উচিত নয়। এতটা তিক্ততা এবং ক্ষমাহীনতা অত্যন্ত অন্যায়!'

'শোনপ্যাট—এর আগেও আমি বলেছি— তিনি আমার মাকে মেরেছেন!'

'আমি জানি। আমাকে তুমি তা বলেছ। কিন্তু এও বলব যে নাইজেল, তুমি মাঝে মাঝে বড্ড বাড়াবাড়ি করো। অনেক স্বামীরাই তাঁদের স্ত্রীদের প্রতি নির্মম হন। তাঁদের মোটেই বুঝতে চান না, এতে স্ত্রীরা ক্ষুব্ধ হন। এই যে বলছ তোমার বাবা তোমার মাকে মেরেছেন এ তোমার অত্যন্ত অসংযত উক্তি এবং তা আদৌ সত্যি নয়।'

'ও, তাহলে তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো।'

'আমি জানি, তোমার বাবার মৃত্যুর পরে তুমি আফশোস করবে, এই নিয়ে যে মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে মিটমাট করে নাওনি। আর সেই জন্যেই—' এই পর্যন্ত বলে প্যাট একটু থেমে নিজেকে সামলে নিল। তারপর বলল, 'সেইজন্যেই আমি তোমার বাবাকে লিখেছি—জানিয়েছি—'

'কী, তুমি তাঁকে লিখেছ? ঐ চিঠিটাই বুঝি ম্যালি ডাকে ফেলতে চাইছিল?' টেবিলের ওপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিকানা আর টিকিট লাগানো চিঠিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে বাজে কাগজের বাক্সে ফেলে দিল। 'যার যেখানে স্থান! ভবিষ্যতে কোনওদিন এমন সাহস দেখাবে না!'

'সত্যি, নাইজেল, তুমি একেবারে শিশুর মতো। এই চিঠিটি তুমি ছিঁড়ে ফেলতে পার, কিন্তু আরেকটি লেখা থেকে কি আটকাতে পারবে? আবার আমি লিখব।'

'তুমি প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ! আমি বলেছি আমার বাবা মাকে মেরেছেন। সত্যি কথাটাই বলেছি, কোনও রং না চড়িয়ে। মার মৃত্যুর কারণ ছিল ওভাব। ডোজ ভুল করে খেয়ে ফেলেছিলেন।—তদন্তে তাই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তিনি ভুল করেননি, তাকে দেওয়া হয়েছিল,—জেনেবুঝেই, দিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনি অন্য একজন মহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, আমার মা ডিভোর্স দিচ্ছিলেন না। এটা পরিষ্কার, নোংরা খুনের ঘটনা। আমার জায়গায় তুমি থাকলে কী করতে? পুলিশকে ধরিয়ে দিতে? আমার মা তা চাননি...সুতরাং একটা কাজই আমার করার ছিল...শুয়ারটাকে বললাম আমি সব জানি—চলে যাচ্ছি—চিরদিনের মতো। এমন কি ঘৃণায় আমার নাম পর্যন্ত বদলে নিয়েছি।'

'নাইজেল, আমি দুঃখিত...আমি স্বপ্নেও ভাবিনি...'

'এখন তো জানলে...শ্রদ্ধেয় এবং বিখ্যাত আর্থার স্ট্যানলির এবং তাঁর যাবতীয়

গবেষণার ইতিকথা। চিরহরিৎ বৃক্ষের মতোই যা সমুজ্জ্বল! তবে তাঁর মেয়েছেলেটি তাঁকে শেষপর্যন্ত বিয়ে করেননি, তিনি কেটে পড়েছিলেন, বোধহয় চিনতে পেরেছিলেন।'

'নাইজেল—ওঃ কি ভয়ঙ্কর...সত্যি আমি দুঃখিত!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই নিয়ে তুমি আর কোনওদিন কথা বলবে না। আবার আমরা বাইকার্বনেটে ফিরে যাই। আবার ভাল করে মনে করার চেষ্টা করো। কি করেছ সেই অপয়া জিনিসটা নিয়ে। আর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে এই কথাই ভাবো।'

ভীষণ উত্তেজনার সঙ্গে জেনেডিড কমনরুমে প্রবেশ করল। নিচুস্বরে, রোমাঞ্চিত গলায় সমবেত ছাত্রবৃন্দকে গোপন খবর শোনাতে এসেছে।

'এখন আমি নিশ্চিত, সঠিকভাবে বলতে পারি যে কে সিলিয়াকে খুন করেছে।'

'কে জেনেডিড?' রেনের প্রবল উৎসাহ—'কিসে তুমি এতটা নিশ্চিত হলে?'

জেনেডিড চারপাশ ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিল কমনরুমের দরজা বন্ধ আছে কিনা। নিশ্চিন্ত হবার পরে আরও নিচু স্বরে বলল, 'নাইজেল চ্যাপম্যান।'

'নাইজেল চ্যাপম্যান! কিন্তু কেন?'

'বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ প্যাটের ঘর থেকে গলার আওয়াজ পাই,—নাইজেলের।'

'নাইজেল? প্যাট্রিসিয়ার ঘরে?' জিন বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না। কিন্তু জেনেডিড থামল না, 'সে প্যাটকে বলছিল যে তার বাবা তার মাকে খুন করেছেন। সেইজন্যই সে নাম বদলেছে। সুতরাং ব্যাপারটা পরিষ্কার। তার বাবা একজন খুনী এবং নাইজেল সেই রক্তই বহন করছে...।'

'এটা হতেই পারে।' বলল চন্দ্রলাল, চোখে-মুখে খুশি-খুশি ভাব এনে। 'ও এত নিষ্ঠুর; এত পাগলাটে, নিজের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।'

'তুমি কী বলো?' আকিবম্বোকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ঘন কালো চুলের মাথা নাড়িয়ে আর ঝকঝকে সাদা দাঁতে খুশির হাসি ছড়িয়ে সহমত জ্ঞাপন করল।

'আমার সবসময়ই মনে হত নাইজেলের মধ্যে ন্যায়-নৈতিকতা বলে কিছু নেই।' জিন বলল, 'অত্যন্ত নিচুশ্রেণীর মানসিকতা।'

'এই খুনের সঙ্গে যৌনতা যুক্ত।' আকমেদ আলি বলল, 'আগে মেয়েটির সঙ্গে তিনি ঘুমিয়েছেন, পরে খুন করেছেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, এবং বাগ্‌দত্তা।'

'একেবারে বাজে কথা।' লিওনার্ড বেটসন ফেটে পড়ল।

'কি বললে তুমি?'

গর্জন করে উঠল লেন: 'বললাম, একদম বাজে কথা।'

boiRboi.net

সতেরো

থানায় বসে নাইজেল ইন্সপেক্টর শার্পের কঠোর দৃষ্টির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে। এইমাত্র কোনওরকমে তোতলাতে তোতলাতে সে তার কথা শেষ করেছে।

'আপনি বুঝতে পারছেন মিঃ চ্যাপম্যান। আপনি যা বললেন তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?'

'অবশ্যই বুঝতে পারছি, ইন্সপেক্টর। যদি এর গুরুত্ব না বুঝতাম তবে কি আর আপনার কাছে ছুটে আসি!'

'আপনি বলছেন মিস্ লেন বাইকার্বনেট লেখা বোতলে রাখা মরফিয়া শেষ কোথায় দেখেছেন মনে করতে পারছেন না?'

'তিনি সবকিছুই গুলিয়ে ফেলেছেন। যত খুঁজছেন ততই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তিনি বলছেন আমি তাঁকে নাকি উত্তেজিত করে দিচ্ছি। তিনি এখনও খুঁজে চলেছেন।'

'তার চেয়ে বরং হিকোরি রোডেই যাওয়া যাক।'

তার কথা শেষ না হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। যে কনস্টেবল নাইজেলের কথা লিপিবদ্ধ করছিলেন তিনি রিসিভারটি তুললেন।

'আমি মিস্ লেন বলছি। মিঃ চ্যাপম্যানের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?'

নাইজেল বিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রিসিভারটি নিল।

'প্যাট? আমি নাইজেল বলছি।'

তার গলা ভেসে এল। ভীষণ হাঁপাচ্ছেন, প্রবল উত্তেজনায় কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'নাইজেল, আমার মনে পড়ে গেছে। মানে, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আর কি, কে নিতে পারে—আমার রুমালের দেরাজ থেকেই নেওয়া হয়েছে—আমি বলতে চাইছি—একজনই আছে, —কে—'

হঠাৎ থেমে গেল সে।

'প্যাট? হ্যালো? তুমি এখনও লাইনে— এখন বলা যাবে না। পরে বলব। তুমি আসছ তো?'

রিসিভারটি কনস্টেবলের কানের খুব কাছাকাছি থাকায় তিনিও সব স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—

'বলুন 'এখনি যাচ্ছি।'

'আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি।' নাইজেল বলল।

'আমি আমার ঘরে আছি।'

হিকোরি রোডে যাবার এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইন্সপেক্টর শার্প ভাবছিলেন হয়ত শেষমেষ কোনও আশার আলো দেখা যাবে। প্যাট্রিসিয়া লেনের সত্যিই কি প্রমাণ দেবার মতো কিছু আছে? নাকি তা নিছক সন্দেহ? এটা ঠিক, তিনি এমন কিছু মনে করতে পেরেছেন, যা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিশ্চয়ই হল থেকেই টেলিফোন করেছিলেন যার জন্য খোলাখুলি সব কথা বলতে পারছিলেন না। সেই সময় সেখান দিয়ে অনেকেই

boiRboi.net

যাতায়াত করেন। নাইজেল তার চাবি দিয়ে হিকোরি রোডের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। কমনরুমের খোলা দরজা দিয়ে শার্প দেখতে পেলেন লিওনার্ড বেটমনের লাল মাথা কয়েকটা বইয়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

নাইজেল প্যাটসন ঘরের সামনে এসে ছোট্ট করে টোকা মেরে ভেতরে প্রবেশ করল। 'প্যাট আমরা এসে গেছি—'

তার বাকরোধ হয়ে গেল। নিথর নাইজেলের কাঁধের ওপর দিয়ে ইন্সপেক্টর শার্পও সেই দৃশ্য দেখলেন।

মিস্ লেন মেঝেতে পড়ে আছেন।

ইন্সপেক্টর মৃদুভাবে নাইজেলকে একটু সরিয়ে দিলেন। হাঁটু গেড়ে সেই বিসদৃশ শরীরের পাশে বসলেন। মাথা তুলে ধরলেন, নাড়ি দেখলেন, তারপর আবার মাথাটাকে আগের অবস্থায় রেখে দিলেন। উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখ কঠোর এবং স্থির।

'না।' অস্বাভাবিক উচ্চ গলায় চিৎকার করে উঠল নাইজেল, 'না, না, না।'

'হ্যাঁ, মিঃ নাইজেল, তিনি মারা গেছেন।'

'না, না—হায় প্যাট। কেমন করে—'

'একটা মার্বেলের পেপারওয়েট উলের মোজার ভেতরে রয়েছে। এইটা দিয়ে মাথার পেছন দিকে আঘাত করা হয়েছিল। অত্যন্ত শক্তপোক্ত অস্ত্র।—জানি না এটা আপনার কাছে কোনও সান্ত্বনা হবে কি না, মিঃ চ্যাপম্যান, উনি বুঝতে পর্যন্ত পারেননি, ওনার কি ঘটে গেছে।'

নাইজেল বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ল।

'আমারই একটা মোজা...রিপু করতে যাচ্ছিল...হা ভগবান, ও রিপু করতে যাচ্ছিল...'

হঠাৎই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। শিশুর মতো কাঁদছে, চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে কোনও খেয়াল নেই। শার্প তাঁর কাজ করে চলেছেন।

'ঘাতককে তিনি ভাল করেই চিনতেন। মোজার ভেতর পেপারওয়েটটা ঢুকিয়ে মারা হয়েছিল।' আপনি কি পেপারওয়েটটা চেনেন, মিঃ চ্যাপম্যান?'

নাইজেল তখনো কাঁদছেন। 'প্যাটের টেবিলে এটা সব সময় থাকত।'

হাত দিয়ে সে মুখ চাপা দিল: 'প্যাট-প্যাট। তোমায় ছেড়ে আমি কি করে থাকব।' হঠাৎই সোজা হয়ে বসল। অবিন্যস্ত চুলগুলো আঙুল দিয়ে পেছনে সরাতে সরাতে বলল, 'আমি ছেড়ে দেব না। তাকে আমি মারবই। খুনী শয়তান।'

'শান্তহোন, মিঃ চ্যাপম্যান। আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। এ এক অত্যন্ত পাশবিক ঘটনা!'

'প্যাট কখনো কারো ক্ষতি করেনি।'

সান্ত্বনা দিতে দিতে ইন্সপেক্টর শার্প তাঁকে আস্তে আস্তে ঘর থেকে নিয়ে এলেন। তারপর তিনি নিজে শোবার ঘরে গেলেন। মৃতার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অত্যন্ত সন্তর্পণে তিনি মৃতার হাত থেকে কিছু বার করে নিলেন।

boighoi.net

জেরোনিমো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সবার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে এল।

'আমি কিচ্ছু দেখিনি। কিচ্ছু শুনিনি। আমি বলেছি, আমি আদৌ কিছু জানি না। আমি মারিয়ার সঙ্গে রান্নাঘরে ছিলাম। আমি একটা ঝোল বসিয়েছিলাম—রান্না করছিলাম—'

শার্প তাকে থামালেন, 'কেউই তোমাকে দোষারোপ করছে না। শুধু কয়েকটা কথার স্পষ্ট উত্তর দাও। গত এক ঘণ্টার মধ্যে কে এই ঘরে ঢুকেছে আর এখান থেকে বেরিয়েছে?'

'আমি জানি না। কি করে জানব?'

'কেন, তোমার রান্নাঘরের জানলা দিয়ে ঐ দরজা স্পষ্ট দেখা যায়, যায় না?'

'হ্যাঁ, তা হয়ত যায়।'

'তাহলে ঠিক-ঠিক উত্তর দাও।'

'অনেকেই এই সময়ে যাতায়াত করে।'

'সন্ধে ছটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত এই বাড়িতে কে কে ছিলেন?'

'মিঃ নাইজেল, মিসেস্ হাবার্ড আর মিস্ হব্‌হাউস ছাড়া সবাই ছিলেন।'

'তারা কখন বেরিয়েছেন?

'মিসেস্ হাবার্ড চা খাবার সময়ের আগেই বেরিয়ে গেছেন, তিনি এখনো ফেরেননি।'

'বলে যাও।'

'মিঃ নাইজেল আধঘণ্টা আগে বেরিয়েছিলেন। ঠিক ছটার আগেই। খুব চিন্তিত লাগছিল তাকে। তিনি আপনার সঙ্গেই এখনি ফিরে এলেন।'

'ঠিক আছে। তারপর।'

'মিস্ ভ্যালেরি, তিনি ঠিক ছটার সময় বেরিয়ে গেছেন। পিপ্ পিপ্ করে তখন ছটা বাজছিল। ককটেলে যাবার সাজপোশাক পরেছিলেন। দারুণ সপ্রতিভ—এখনো ফেরেননি।'

'বাকি সবাই এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, সবাই আছেন।'

শার্প তার নোটবইটা দেখে নিলেন। প্যাট্রিসিয়ার ফোনকলের সময় এতে লেখা আছে। ঠিক ছটা বেজে আট মিনিট।

'সবাই ঐ সময় বাড়িতে ছিলেন? কেউ বাড়িতে আসেননি তখন?'

'একমাত্র মিস্ স্যালি, উনি একটা চিঠি হাতে করে বেরিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছিলেন।'

'কখন ফিরেছেন তুমি বলতে পারবে?'

একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'তখন খবর হচ্ছিল।'

'ছটার পরে। তাহলে।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

boiRboi.net

'খবরের কোন অংশটি তখন হচ্ছিল?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না, স্যার। তবে খেলার খবরের ঠিক আগেই। কেননা খেলার খবর এলেই আমরা বন্ধ করে দিই।'

শার্প গম্ভীরভাবে হাসলেন। এ এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। একমাত্র নাইজেল চ্যাপম্যান, ভ্যালেরি হব্‌হাউস আর মিসেস্ হাবার্ডকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তার মানে, আর একটি দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর প্রশ্নোত্তরের পালা চালাতে হবে। কে কমনরুমে ছিলেন? কে বেরিয়ে গেছিলেন? কখন? কে কার হয়ে সাক্ষ্য দেবেন? আর এত সব ছাত্র-ছাত্রী। তার মধ্যে এশিয়ান আর আফ্রিকানরাও আছেন। তবুও সেই কাজ করতেই হবে।

মিসেস্ হাবার্ডের ঘরে অস্বস্তিকর পরিবেশ। মিসেস্ হাবার্ড একটি সোফায় বসে আছেন। দুশ্চিন্তার কালো মেঘে তাঁর মুখশ্রী ম্লান। এছাড়াও আছেন মিঃ শার্প এবং সার্জেন্ট কব্।

শার্প বললেন, 'তিনি এখান থেকেই হয়ত টেলিফোন করেছিলেন। ছটা বেজে আট মিনিট নাগাদ। অনেকেই কমনরুমে ঢোকে বা বেরিয়ে যায়—এবং কেউ শোনেনি বা দেখেনি যে হলের টেলিফোন ব্যবহৃত হচ্ছে। সময়ের কথা যা বলা হচ্ছে তা অবশ্য নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা অর্ধেক মানুষই বড়-একটা ঘড়ির দিকে তাকায় না। যাইহোক টেলিফোন করার জন্য কেউ আসতেই পরে। আপনি তখন বাইরে ছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় না যে আপনি দরজায় তালা দিয়েছিলেন।'

মিসেস্ হাবার্ড মাথা নাড়লেন।

'মিসেস্ নিকোলেটিস সবসময় তালা দিতেন, আমি কখনোই দিই না।'

'তাহলে প্যাট্রিসিয়া লেন খুব উৎসাহ নিয়ে এখানে টেলিফোন করতে এসেছিলেন, হঠাৎই তাঁর কি মনে পড়েছে তা বলার জন্য। তারপর, কথা বলার সময় কেউ তাঁকে দেখেন বা কেউ এসে যায়। প্যাট্রিসিয়া তখনই থেমে যান। এইজন্যই কি, যিনি এসে পড়েছিলেন তাঁর কথাই তখন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন? অথবা নিছক সাবধানতাও হতে পারে। যে-কোনও একটা হতে পারে। আমার মনে হয় তিনি তাঁকে চিনতেই পেরেছিলেন।'

মিসেস্ হাবার্ড অনিশ্চিতভাবে বললেন, 'হয়ত কেউ তাঁকে অনুসরণ করে এসে দরজার বাইরে থেকে আড়ি পেতে শুনছিল। সময় বুঝে ঘরে ঢুকে পড়েন প্যাট, যাতে আর কিছু বলতে না পারে।'

'তারপর।'

'তিনি প্যাটকে নিয়ে তাঁর ঘরে গেলেন, স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলছিলেন, হয়ত তখন প্যাট সেই ভদ্রমহিলাকে বাইকার্বনেটের উধাও হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন। তিনিও কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যা আপাতদৃষ্টিতে ঠিকই বলে মনে হয়।'

boiRboi.net

'খুনী নিশ্চয় চাইবেন প্যাট্রিসিয়া তাঁর ঘরে সহজ, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলুন। এই যুক্তিটিই কোনও মহিলাকে ইঙ্গিত করছে। বিশেষ কারণ ছাড়া কোনও পুরুষ সাধারণত মহিলাদের ঘরে যান না। তাই না, মিসেস্ হাবার্ড?'

'হ্যাঁ, যদিও খুব কড়াকড়ি কিছু নেই, তবে সাধারণত এই নিয়ম মেনে চলা হয়।'

'এর আগে নাইজেল আর প্যাট-এর কথাবার্তা যেভাবে একজন মহিলা আড়ি পেতে শুনেছিলেন, তাতে করে এবারেও সন্দেহ কোনও মহিলার ওপরই হয়।'

'বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চান। কয়েকজন মেয়ে তো মনে হয় আড়ি পেতেই তাদের অর্ধেক সময় কাটায়।'

এই কথা বলে তিনি কিছুটা লজ্জিত হলেন, তারপর কথাটা কিছুটা কর্কশ হয়ে গেল। 'সত্যি বলতে কি, এই বাড়িটি খুব শক্তপোক্ত করেই তৈরি, পরে নানারকম পার্টিশন হয়েছে। পার্টিশনের কাঠগুলো কিন্তু খুব পলকা, ওদিকে কী কথা হচ্ছে আপনার না শুনে উপায় নেই। জিন, অবশ্যই আমি মানছি, রীতিমতো উঁকিঝুঁকি মারেন। ওর ধরণটাই ঐরকম।'

শার্প জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্যাট্রিসিয়া যে ঘরে থাকতেন তার দু'-দিকের ঘরে কে কে থাকেন?

'একদিকের ঘরে থাকেন জেনেভিড, তবে এক্ষেত্রে মাঝখানের দেওয়াল পুরনো, বেশ চওড়া। আর একদিকে, সিঁড়ির দিকের ঘরটায় থাকেন এলিজাবেথ জনস্টন, এখানে নতুন তৈরি পার্টিশন দেওয়াল।

এরপর তারা সম্ভাব্য সবদিকগুলো খতিয়ে দেখেও কিন্তু কোনও সূত্র পেলেন না।

অসহায়ভাবে মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'যে-কেউই হতে পারেন।'

'কিন্তু আমাদের কাছে কিছু প্রমাণ আছে।' মিঃ শার্প পকেট থেকে কাগজের ছোট্ট একটা প্যাকেট বার করলেন।

'কি ওটা?' মিসেস্ হাবার্ড জিজ্ঞাসা করলেন।

'দুটি চুল,—আমি মিস্ লেনের হাত থেকে পেয়েছিলাম।'

'তার মানে, আপনি—'

দরজায় টোকা মারার শব্দ।

'আসুন।' ইন্সপেক্টর বললেন।

দরজা খুলে মিঃ আকিবম্বো এল। তার সারা মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত।

'কি, বলুন।' তিনি বললেন।

কিছুক্ষণ পর আবার অধৈর্যভাবে বলে উঠলেন।

'বলুন—কি দরকার?'

'হ্যাঁ, আমার কিছু বলার আছে। একটা দুঃখজনক ঘটনা, বিশদভাবে বর্ণনা করতে চাই।'

boirboi.net

আঠারো

'এবার বলুন মিঃ আকিবম্বো।' ইন্সপেক্টর আদেশের সুরে বললেন, 'আপনার কি বলার আছে।'

আকিবম্বোকে একটা চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়েছে। সবাই তাঁর দিকে গভীর মনোনিবেশ নিয়ে তাকিয়ে।

'ধন্যবাদ। তবে শুরু করি।'

'হ্যাঁ, তাই করুন।'

'মাঝে মাঝে, হয় কি, আমার ভীষণ পেটব্যথা করে। খাওয়া-দাওয়া একটু অনিয়মিত হলেই আমার এই জায়গাটা একদম শক্ত হয়ে যায়।' বলে তিনি পেটের জায়গাটা হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'যথেষ্ট মাংস-টাংস খাওয়া হয় না, কার্বোহাইড্রেটই বেশি খাই তো!'

'কার্বোহাইড্রেট—' ইন্সপেক্টর তাকে শুধরে দিয়ে বললেন।

'কখনো কখনো আমি ছোট ছোট সোডা মিন্ট-এর বড়ি খাই, কখনো সোডা, কখনো বা গুঁড়ো ওষুধ। এর মধ্যে যাহোক একটা খেলেই হলো—খানিকক্ষণ পরেই প্রচুর হাওয়া বেরিয়ে যায়, ঠিক এইরকম।' আকিবম্বো সত্যি সত্যিই একটা বিকট ঢেঁকুর তুলে দেখিয়ে দিল। আর দেবদূতের হাসি হেসে বলল, 'তখন আমার অনেক অনেক সুস্থ লাগে।'

ইন্সপেক্টরের মুখচোখ ক্রমশ কঠিন হচ্ছে। মিসেস্ হাবার্ড কর্তৃত্বব্যঞ্জক সুরে বললেন, 'আমরা সব বুঝতে পারছি। এবার পরের কথায় এস।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে আমার একবার ঐরকম হয়েছিল। ঠিক কবে তা মনে করতে পারছি না। সুন্দর রান্না আমি অনেক খেয়েছিলাম, তারপর খুব ঝামেলা শুরু হলো। আমি পড়াশুনা করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু এখানটায় (আবার উনি জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন) এমন অসুবিধে হচ্ছিল যে কি বলব। কমনরুমে তখন শুধু এলিজাবেথ ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনার কাছে বাইকার্বনেট বা অন্য কোনও ওষুধ আছে? আমারটা ফুরিয়ে গেছে।' তিনি বললেন, 'না। তবে, হ্যাঁ, তার প্যাটের দেরাজে কিছুটা দেখেছি, এনে দিচ্ছি।' তিনি বললেন, 'এজন্য প্যাট কিছু মনে করবেন না।' এই বলে তিনি দোতলায় গিয়ে সোডা বাইকার্বনেটের শিশিটা নিয়ে এলেন। একটুমাত্র তাতে ছিল, প্রায় খালি। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাথরুমে গিয়ে প্রায় সবটাই, এক চামচের মতো হবে, জলে গুলে খেয়ে নিলাম।'

'এক চামচ? পুরো এক চামচ! হায় ভগবান।'

ইন্সপেক্টর তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। সার্জেন্ট কব্ বিস্ময়াবিষ্ট মুখে সামনে ঝুঁকে পড়েছেন। মিসেস্ হাবার্ড অস্ফুটে বললেন, 'বলো কি। বলো কী!'

'আপনি একচামচ মর্‌ফিয়া খেয়ে ফেললেন?'

'কি করব বলুন? আমি তো বাইকার্বনেট ভেবেই খেয়েছি। তারপরে আমি অসুস্থ হলাম, সত্যিকারের অসুস্থ। শুধু ঐ জায়গাটার ভার ভার লাগা নয়। যন্ত্রণা, খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল পেটে।'

'আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না, আপনি মারা যাননি কেন?'

'রাসপুটিন!' মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'ওকে বারবার বিষ খাওয়ানো হতো, প্রচুর বিষ। কিন্তু এত বিষও তাকে মারতে পারেনি।

মিঃ আকিবমবো বলে চললেন। 'তার পরের দিন, যখন একটু সুস্থ লাগছিল তখন সেই বোতলটা নিয়ে একজন কেমিস্টের কাছে গেলাম। বললাম,—কি খেলাম বলুন তো, এত পেট ব্যথা করল। তিনি বললেন যে এটা বাইকার্বোনেট নয়, বোরাসিক।

বোরাসিক অ্যাসিড। (যদি এক চামচও খেয়ে ফেলেন তাহলেও পেটে ভয়ানক ব্যথা হবে।'

'বোরাসিক?' হতবুদ্ধি ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন। 'শিশির ভেতর বোরাসিক গেল কি করে? মরফিয়ার কি হলো?—ওঃ, কি তালগোল, পাকানো মামলারে বাবা।'

'আমি ভেবে চলেছি মিস্ সিলিয়া কি ভাবে মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কেউ একজন তাঁর ঘরে এসে খালি মরফিয়ার শিশি আর ছোট্ট চিরকুটটা রেখে যান যাতে লেখা তিনি আত্মহত্যা করেছেন—' আকিবম্‌বো থামলেন এবং ইন্সপেক্টর মাথা নাড়লেন।

'তাই আমি বলছি—কে এই কাজ করতে পারেন? আমার মনে হয় কোনও একজন মহিলার পক্ষে একাজ করা যতটা সহজ ততটা কিন্তু পুরুষের পক্ষে নয়। কেননা তাকে এই বাড়ি থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার পাশের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে। এক্ষেত্রে তাঁকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। বা তার পায়ের আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে। মহিলাদের মধ্যে মিস্ সিলিয়ার ঘরটিই একমাত্র এই বাড়িতে, তার পাশের ঘরটিও কিন্তু এই বাড়িতেই। আপনি বুঝতে পারছেন? সিলিয়ার ঘরটির জানলার বাইরেও বারান্দা, পাশের ঘরটিরও তাই। তিনি জানলা খুলে ঘুমোতে পছন্দ করেন, কেননা সেটিই নাকিস্বাস্থ্যকর, অভ্যাস। সুতরাং সেই ভদ্রলোক যদি শক্তিশালী এবং নমনীয় চেহারার অধিকারী হন তো তিনি সহজেই লাফিয়ে যেতে পারবেন।'

'সিলিয়ার পাশের ঘরটি কার?' মিসেস্ হাবার্ড বললেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, নাইজেল আর—আর...'

লেন বেট্সনের। ইন্সপেক্টর বললেন, তাঁর আঙুল কাগজের প্যাকেটটা স্পর্শ করল। 'হ্যাঁ লেন বেট্সনের।'

'তিনি সত্যিই খুব ভাল,' মিঃ আকিবম্‌বো দুঃখিতভাবে বললেন, 'কিন্তু ভিতরে ভিতরে কার কী মনোভাব তা আন্দাজ করা যায় না, তাই না? তার চোখের ওষুধ বোরাসিক অ্যাসিড উধাও হয়ে যাওয়ায় চন্দ্রলাল খুব রেগে গিয়েছিল,—পরে যখন জিজ্ঞাসা করি, সে বলে, 'লেন বেট্সন নিয়ে গিয়েছিল....' নাইজেলের দেরাজ থেকে

boiRboi.net

মর্‌ফিয়া নিয়ে তার জায়গায় বোরাসিক রাখা হয়েছিল। আর যখন প্যাট্রিসিয়া লেন মরফিয়া ভেবে তা পাল্টে (আসলে যা বোরাসিক) সোডা বাইকার্বনেট শিশির ভেতর রাখলেন...আচ্ছা...'

আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তবে আর কারুর কাছে একদম মুখ খুলবেন না।'

'না, স্যার, আমি খুব সাবধানে থাকব।'

মিঃ আকিবম্‌বো সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন।

'লেন বেট্‌সন!' মিসেস্ হাবার্ড অত্যন্ত অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'না, না।

শার্প তার দিকে তাকালেন। 'লেন বেট্‌সনকে আপনার দোষী মনে হয় না?'

'আমি ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলেছি। সে রগচটা বটে, কিন্তু আমার সবসময়ই তাকে খুব ভাল লাগে।'

'অনেক অপরাধীর সম্বন্ধেই এ সব কথা বলা হয়।' শার্প বললেন।

আস্তে আস্তে তিনি কাগজের মোড়কটা খুললেন। মিসেস্ হাবার্ড পরিষ্কার করে দেখার জন্য একটু ঝুঁকে এলেন। সাদা কাগজের মধ্যে দুটো ছোট লাল কোঁকড়ানো চুল।

'হায়, ভগবান।'

'হ্যাঁ।' মিঃ শার্পের গলায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ। 'আমার অভিজ্ঞতায় খুনী অন্তত একটি ভুল করবেই।'

'দারুণ কাজ করেছেন আপনারা।' প্রশংসার সুরে এরকুল পোয়ারো বললেন, 'এ তো পরিষ্কার একেবারে স্বচ্ছ।'

'আপনি এমনভাবে বলছেন যেন ব্যাপারটা খুব সহজ সরল, কিন্তু আমার কাছে এখনও এর মধ্যে প্রচুর জটিলতা রয়ে গেছে।'

'না না, এখন আর কেন? সব কিছুই ঠিক-ঠাক মিলে গেছে।'

'এমনকি এই দুটোও?'

সেই দুটো লাল চুল তাঁকে দেখালেন, যেমনভাবে মিসেস্ হাবার্ডকে দেখিয়েছিলেন।

উত্তরে পোয়ারো প্রায় শার্প-এর ভাষাতেই বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—রেডিওতে কি-যেন বলে—'ইচ্ছাকৃত ভুল।'

দুই ব্যক্তি পরস্পরের চোখে তাকালেন।

পোয়ারো বললেন, 'মানুষ নিজেকে যতটা চালাক মনে করে আসলে ঠিক ততটা চালাক সে নয়।'

ইন্সপেক্টর শার্পের খুব ইচ্ছে হলো বলেন—এমনকি এরকুল পোয়ারো পর্যন্ত না?—কিন্তু বললেন না।

'আর অন্য জনের ব্যাপারে সব ব্যবস্থা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, কালই বেলুনটা উড়বে।'

boiRboi.net

'তা আপনি নিজেই উপস্থিত থাকবেন তো?'

'না, আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে ২৬ নং হিকোরি রোডে। কব্ উপস্থিত থাকবে।'

'তার জন্যে সৌভাগ্য কামনা করি।'

গম্ভীরভাবে পোয়ারো তাঁর পানীয়ের গ্লাস তুললেন, আর শার্প তুললেন হুইস্কির গ্লাস। বললেন, 'সাফল্যের আশায় পান করছি।'

উনিশ

স্যাব্রাইনা ফেয়ার-এর শো-কেসে তিনি মুগ্ধ, ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। স্যাব্রাইনার মূর্তি অর্ধশায়িত অবস্থায়, অপূর্ব সুন্দর সবুজ কাঁচের আবরণে, আর ....প্রসাধনে সজ্জিত, পরণে ত্বঃস্ববাস, তাছাড়া অত্যন্ত স্থূল, বর্বর-সুলভ অলঙ্কারে সজ্জিত।

ডিটেকটিভ কনস্টেবল ম্যাকগ্রি বিরক্তিকর আওয়াজ করলেন। বললেন, 'এ তো ঈশ্বর-বিরোধিতা—এই স্যাব্রাইন ফেয়ার,—অর্থাৎ মিলটন।'

'তা হলেই হয়, মিলটন তো আর বাইবেল নয় বাপু!'

'নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না যে 'প্যারাডাইস লস্ট' হচ্ছে আদম ইভ আর ইডেনের উদ্যানের আর নরকের যাবতীয় শয়তানদের নিয়ে,—এও যদি ধর্মের ব্যাপার না হয় তো এ কী?'

সার্জেন্ট এই সব বিতর্কিত ব্যাপারে আর যেতে চাইলেন না। বলিষ্ঠ দৃপ্ত পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন, কনস্টেবল চললেন পিছু-পিছু। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে দু'জনকে নিতান্তই বেমানান মনে হলো।

দোকানের ভেতরটা বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা মনে হয়। যেন সাবেকী চিনে দোকান। অত্যন্ত সুবেশি এক অপূর্ব প্রাণী তাঁদের দিকে এগিয়ে এলেন।

পরিচয়-পত্র দেখিয়ে সার্জেন্ট বললেন, 'সুপ্রভাত, মাদাম।' তখন মাদাম অন্তর্ধান করলেন, তার জায়গায় যিনি এলেন তিনিও অত্যন্ত রূপসী,—বয়সে একটু বেশি। আর তারপর তার জায়গায় এলেন অতুলনীয় এক ডার্চেস। তার ঠাণ্ডা, নিষ্ঠুর দৃষ্টির সঙ্গে কব্-এর স্থির দৃষ্টির মিলন হলো।

দাঁতে দাঁত চেপে ডাচেস্ বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক,—আসুন এই দিকে।'

একটা চৌকো বসবার ঘরের ভিতর দিয়ে উনি যেখানে নিয়ে গেলেন, সেই ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল, তার উপরে নানারকম পত্রপত্রিকা এলোমেলোভাবে ডাঁই করে রাখা।

ডাচেস তাঁদের একটা ছোট অফিসঘরে নিয়ে এলেন। বললেন, 'আমি মিসেস্ লিউকাস. এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। আমার অংশীদার, মিস্ হব্‌হাউস, আজ আসেননি।'

boiRboi.net

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' সার্জেন্ট কব্-এর কাছে এটা কোনও খবর নয়।

মিসেস লিউকাস বললেন, 'দেখুন, আপনার সার্চ ওয়ারেন্ট স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়ে পড়ে। এ হলো মিস্ হব্‌হাউসের ব্যক্তিগত অফিসঘর। আমি আন্তরিকভাবেই আশা করি আপনি কোনওভাবেই আমাদের মক্কেলদের অসুবিধে ঘটাবেন না।'

'আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। অহেতুক তাঁদের কেন বিরক্ত করব?'

সার্জেন্ট ভদ্রভাবে অপেক্ষা করলেন যতক্ষণ না উনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে যান। তারপর ভ্যালেরি হব্‌হাউসের অফিসটা দেখলেন। সরু জানলা দিয়ে অন্যান্য ফার্মের পিছন দিকটা দেখা যায়। ধূসর রঙের দেওয়াল, মেঝেতে পারস্যদেশের সুন্দর দুটি গালিচা। একটি ছোট দেওয়াল-আলমারি থেকে তাঁর দৃষ্টি গেল বড় ডেস্কটার ওপর।

কব্ বললেন, 'নিশ্চয় সিন্দুকে থাকবে না। কারণ সেখানেই আগে সন্দেহ পড়বে।'

'হয়ত দেখা যাবে সবটাই পণ্ডশ্রম হলো।' ম্যাকক্রি ব্যাজার মুখে বললেন।

'আরে, সবে তো শুরু করলাম।' কব বললেন।

বেশ কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি খোঁজা-খুঁজির পর কব্ একটি দেরাজ পুরো বার করে একেবারে উল্টে ফেললেন, আর তার পরেই অত্যন্ত খুশির আওয়াজ করে উঠলেন। দেরাজের উল্টোদিকের নিচে আঠা দিয়ে আটকানো গোটা ছয়েক ছোট ছোট নীল বই, তাতে উজ্জ্বল হরফে ছাপা।

'পাশপোর্ট।' মহারানির বিদেশী দপ্তরের সচিবের তরফ থেকে প্রকাশিত।

কব্ পাশপোর্টগুলো খুলে তাতে আঁটা ছবিগুলো মেলাচ্ছেন, ম্যাক্‌রি উৎসাহভরে ঝুঁকে দেখছেন আর ফোটোর সঙ্গে মেলাচ্ছেন। 'একই মহিলার ছবি, বিশ্বাস করাই যায় না, তাই না?' বললেন তিনি।

পাশপোর্টগুলো মিসেস্ ডিসিলভা, মিস্ আইরিন ফ্রেঞ্চ, মিসেস ওলগা কাহ্‌ন্, মিস্ নিনা লেমেসুরিয়ের, মিসেস্ গ্ল্যাডিস্ টমাস এবং মিস্ ময়ের ও'নীলের নামে। পঁচিশ থেকে চল্লিশ, বিভিন্ন বয়সের পরিচয় বহন করছে ঐ ছবিগুলো।

'বিভিন্ন রকম চুল এদের, লক্ষ্য করুন।' কব বললেন। কোঁকড়ানো, সোজা, বর ছাঁট নানা রকম। ওল্‌গা কোহন নাকে কিছু কাজ করেছেন, গালে তিল লাগিয়েছেন যখন মিসেস্ টমাস হন। আরও দুটো বিদেশী পাসপোর্ট দেখছি। মাদাম মহমৌদী— আলজেরিয়ান, শিলা ডনোভান সায়ার। এদের সবার নামেই নিশ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। বেশ জটিল ব্যাপার, তাই না?'

জটিল তো হতেই হবে। দেশের রাজস্ব বিভাগ তো তক্কে তক্কে আছে আর অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে বসছে। চোরাচালানি করে টাকা কামানো এমন কিছু কঠিন কাজ নয়—কিন্তু সেই আয়ের উৎস দেখাতে হলে এরা হিমশিম খেয়ে যায়। মে-ফেয়ারে জুয়ার আড্ডা খোলার পেছনে উদ্দেশ্য একটাই। জুয়া থেকে জেতা টাকার ওপরে ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টরের কিছু করার থাকে না। লুটের টাকার একটা বড় অংশই আলজেরিয়া আর ফ্রান্সের ব্যাঙ্কে লুকিয়ে রাখা হয়। পুরো ব্যাপারটা খুব গুছিয়ে

boiRboi.net

ভেবেচিন্তে ব্যবসার মতো করে চালানা হয়ে থাকে। তারপর কোনও একদিন একটা জাল পাশপোর্ট অসাবধানে হিকোরি রোডে ফেলে রেখে আসেন এবং অভাগা সিলিয়া তা দেখে ফেলে।'

কুড়ি

'মিস্ হব্‌হাউসের দারুণ চালাকি! ইন্সপেক্টর শার্প বললেন। তিনি তাস ফেলার মতো একের পর এক পাশপোর্ট টেবিলে ফেলতে থাকলেন। 'টাকাকড়ি,—জটিল ব্যাপার।' তিনি বললেন, 'একের পর এক ব্যাঙ্কে আমরা তল্লাশি চালিয়েছি। তিনি রীতিমতো ছুপারুস্তম। আমার বিশ্বাস, আর বছর দুয়েক এই ব্যবসা চালিয়ে তারপর হাত ধুয়ে ফেলতেন, বিদেশে কোথাও গিয়ে বাকি জীবনটা সুখে কাটিয়ে দিতেন। অবৈধ হীরে জহরৎ, মাদকদ্রব্য—এইসব পাচার করার কাজ সুযোগ্য হাতে পরিচালিত হচ্ছিল। তিনি বিদেশে যেতেন নিজের নামে এবং অন্যের নামেও, কিন্তু কখনোই বেশি যেতেন না এবং আসল চোরা-চালান সবসময়ই নতুন লোকদের দিয়ে করাতেন। তারা বুঝতেই পারতেন না, কি কাজ করছেন। বিদেশে তার দালালরা আছেন যাঁরা রুকস্যাক বদলের কাজটা করেন। বলতেই হবে প্রচুর চালাকির সঙ্গে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, মিঃ পোয়ারোর এই জন্য বিশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য, তার মাথাতেই রুকস্যাকের কথাটা প্রথম এসেছিল। সিলিয়াকে ক্লেপটোম্যানিয়ার বুদ্ধি বাৎলে দেওয়ার মধ্যেও ভ্যালেরির চালাকির পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি তখনই কিছু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, তাই না মিঃ পোয়ারো?'

পোয়ারো বিনয়ের হাসি হাসলেন আর মিসেস্ হাবার্ড প্রশংসার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। মিসেস্ হাবার্ডের ঘরে এইসব কথাবার্তা চলছে।

অর্থলোভই তার সর্বনাশের মূলে। পোয়ারো বললেন 'প্যাট্রিসিয়া লেনের আংটির ঐ অপূর্ব হীরেটা দেখে উনি প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। দামী পাথর নিয়ে নাড়া-চাড়া করার ফলে তিনি সম্যক জানতেন ঐ হীরেটার দাম কত হতে পারে, এবং পাথরের ব্যাপারে কাজ চালানো গোছের জ্ঞান থাকার ফলে সস্তা পাথর জিরকন লাগিয়ে ঠকাতেও কোনও অসুবিধে হয়নি। আমার তাকে ঠিকই সন্দেহ হয়েছিল।'

'তিনি চতুর বটে, কিন্তু যখন তাকে চাপ দিয়ে বললাম যে সিলিয়াকে প্ররোচিত করার জন্য তিনিই দায়ী, তখন উনি স্বীকার করেছিলেন এবং তার কারণ হিসেবে সহানুভূতিসুলভ যুক্তি দেখিয়েছিলেন।'

'কিন্তু খুন!' মিসেস হাবার্ড বললেন, 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন! এ আমি এখনও সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না।' ইন্সপেক্টর শার্পকে কিছুটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

'এখনো তার বিরুদ্ধে সিলিয়া অস্টিনের হত্যার অভিযোগ আনার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি। চোরা-চালানির অভিযোগ অবশ্যই আনা যেতে পারে, এ ব্যাপারে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু খুনের অভিযোগ অত সহজে হয় না। সরকারি পক্ষের উকিলকে বোঝানো কঠিন হয়।

'কিন্তু তার উদ্দেশ্য কি ছিল?' মিসেস হাবার্ড বললেন।

অবশ্যই ছিল, সুযোগও ছিল। সম্ভবতঃ তিনি বাজি ধরার ব্যাপারটা জানতেন, এবং এও জানতেন যে নাইজেলের কাছে মর্‌ফিয়া আছে। এছাড়াও আরও দুটো মৃত্যুর কথাও ভাবতে হবে। হয়ত মিসেস্ নিকোলেটিসকে তিনিই বিষ খাইয়েছিলেন, কিন্তু প্যাট্রিসিয়াকে তিনি যে মারেননি, সে কথা ঠিক। সত্যি বলতে কি, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি থাকে সন্দেহের বাইরে রাখা যেতে পারে। জেরোনিমো জোর দিয়ে বলছে যে তিনি ঠিক ছটার সময়েই বেরিয়ে গেছিলেন। ঐ কথা থেকে সে নড়েনি। আমি অবশ্য জানিনা সে ঘুষ খেয়েছে কি না—'

'না।' পোয়ারো হাত নাড়িয়ে বললেন, 'ভ্যালেরি তাকে ঘুষ দেয়নি। এই রাস্তার কোণের কেমিস্টের দোকানদার প্রমাণ হিসেবে আছেন। তিনি ভ্যালেরিকে ভালোই চেনেন। তিনি জোর দিয়েই বলছেন যে তিনি ছটা পাঁচ মিনিটে এসেছিলেন, ফেস পাউডার আর অ্যাস্‌পিরিন কিনেছিলেন, তারপর টেলিফোন করেছিলেন। ছটা পনেরো নাগাদ তিনি দোকান থেকে বেরিয়ে একটি ট্যাক্সি নেন।'

'তার মানে, কি বলতে চাইছেন?'

'আমি বলছি যে, তিনি কেমিস্টের দোকান থেকে টেলিফোন করেছিলেন।'

শার্প তার দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছেন।

'শুনুন, মিঃ পোয়ারো, জানা ঘটনাগুলো গুছিয়ে নেওয়া যাক। ছটা বেজে আট মিনিটে প্যাট্রিসিয়া লেন জীবিত ছিলেন এবং তার ঘর থেকে থানায় ফোন করেছিলেন। আপনি মানছেন তো?'

'আমার মনে হয় না তিনি ঘর থেকে টেলিফোন করেছিলেন।'

'তাহলে হল থেকেই করেছিলেন।'

'হল থেকেও নয়।'

ইন্সপেক্টর ধাঁধায় পড়ে গেলেন। 'আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না যে থানায় ফোন করা হয়েছিল? আপনি ভাববেন না যে আমি এবং আমার সার্জেন্ট, কনস্টেবল এবং নাইজেল চ্যাপম্যান স্বপ্ন দেখছিলাম।'

'অবশ্যই নয়। আপনাদের কাছে একটা ফোন কল গিয়েছিল। অনুমান করে অবশ্যই আমি বলব সেই কল গিয়েছিল কেমিস্টের দোকানের ফোন থেকে।'

ইন্সপেক্টরের চোয়াল ঝুলে গেল।

'তার মানে, ফোন করেছিলেন ভ্যালেরি হব্‌হাউস। তিনি নিজেকে প্যাট্রিসিয়া লেন বলে ফোন করেছিলেন, অথচ প্যাট্রিসিয়া লেন ততক্ষণে মৃত।'

'ঠিক, এই কথাটাই আমি বলতে চাইছি।' পোয়ারো বললেন।

ইন্সপেক্টর চুপ করে গেলেন, তারপর টেবিলে একটা ঘুষি মেরে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি না,—গলার স্বর আমি নিজের কানে শুনেছি—'

'হ্যাঁ, আপনি শুনেছেন, কোনও মহিলার কণ্ঠস্বর।—উত্তেজিত, রুদ্ধশ্বাস। তাছাড়া

প্যাট্রিসিয়া লেনের গলা আপনি যথেষ্ট ভাল করে চেনেন না। যাতে জোর দিয়ে বলতে পারেন ওই কণ্ঠস্বর তাঁরই ছিল।'

'আমি না চিনতে পারি, কিন্তু নাইজেল চ্যাপম্যান উনিই তো কলটা নিয়েছিলেন। আপনি নিশ্চয় বলবেন না যে নাইজেলও ঠকে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গলা ভালই জানেন।'

'হ্যাঁ। ঠিকই তো। তবে নাইজেল চ্যাপম্যান তখনই 'চিনতেন' বলাই ভাল, কেননা কিছুক্ষণ আগে তিনিই প্যাট্রিসিয়াকে মাথার পিছন দিকে আকস্মিক আঘাতে খুন করেছিলেন।'

ব্যাপারটা বুঝে নিতে ইন্সপেক্টর সামান্য সময় নিলেন। 'অ্যা! নাইজেল চ্যাপম্যান? নাইজেল? কিন্তু তাঁকে মৃত দেখে তো তিনি শিশুর মতো কাঁদছিলেন।'

'এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে বিশেষ করে প্যাট্রিসিয়ার প্রতি তাঁর কোনও অনুরাগ ছিল না। তাছাড়া প্যাট্রিসিয়া তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নাইজেল চ্যাপম্যান আগাগোড়াই অত্যন্ত সন্দেহভাজন ছিলেন। কার কাছে মরফিয়া ছিল? নাইজেল চ্যাপম্যানের। কার আছে সেই নীচ বুদ্ধিবৃত্তি আর সাহস যা দিয়ে প্রতারণা, এমনকি খুনও করা যেতে পারে? নাইজেল চ্যাপম্যানের। আমরা কাকে একই সঙ্গে চিনি নির্মম আর দাম্ভিক হিসেবে? নাইজেল চ্যাপম্যানকে। খুনী হবার সব রকম বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে পুরো মাত্রায় রয়েছে। তার আত্মশ্লাঘা, বিদ্বেষপরায়ণতা এবং ক্রমবর্ধমান হঠকারিতা তাকে কাজের দিকে ক্রমশ ঠেলে দেয়—বিস্ময়কর ধাপ্পাবাজির জন্য সবুজ কালির ব্যবহার, শেষমেষ অতি চালাকি করে লেন বেট্‌সনের চুল ইচ্ছে করেই মৃত প্যাট্রিসিয়ার হাতে গুঁজে দেওয়া। এ অত্যন্ত বোকামির কাজ, কোনও সন্দেহ নেই। প্যাট্রিসিয়াকে পেছন থেকে আকস্মিক আঘাত করা হয়েছে, তার পক্ষে ঘাতকের মাথার চুল ছিঁড়ে নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এরা এইরকমই, এই সব খুনীরা একান্ত নিজের অহংভাব দ্বারা পরিচালিত হয়, নিজেরাই নিজেদের চতুরতার জন্যে বাহাদুরি দেয়। আকর্ষণশক্তির ওপর এঁদের অগাধ আস্থা এবং নাইজেলেরও যথেষ্ট আকর্ষণ শক্তি আছে একেবারেই গোল্লায় যাওয়া অপরিণত মন, তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তারা প্রাপ্তমনস্ক কখনোই হয় না। একটা জিনিসই এরা জানে, অহং—সেটাই এদের একমাত্র কাম্য।'

'কিন্তু কেন, মিঃ পোয়ারো? খুন কেন? সিলিয়ার ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু প্যাট্রিসিয়া লেনের কি দোষ?'

পোয়ারো বললেন, 'সেই কারণটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

একুশ

'অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।' বৃদ্ধ এন্‌ডিকট্‌ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব ভাল লাগছে। আপনি এসেছেন।'

boiRboi.net

'তা ঠিক নয়, আমি একটা কাজে এসেছি।'

'জানেনই তো আমি আপনার কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ। সেই বিশ্রি অ্যাবার্‌নেথি মামলায় আপনি আমায় প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।'

'আমি আপনাকে এখানে দেখতে পাব ভাবিইনি, ভেবেছিলাম আপনি অবসর নিয়েছেন।'

বৃদ্ধ আইনজীবী গম্ভীরভাবে হাসলেন। তার ফার্মটি অনেক পুরনো এবং বনেদী।

'আজ এসেছি বিশেষ করে আমাদের এক পুরনো মক্কেলের জন্য। এখনও দু'-একজন মক্কেলের জন্য আমি কাজ করি।'

'তার মধ্যে স্যার আর্থার স্ট্যানলি একজন, তাই তো?'

'অবশ্যই। তাঁর যুবা বয়স থেকেই তার আইনগত কাজকর্ম আমরা করে আসছি। অতিশয় মেধাবী মানুষ, অসাধারণ বুদ্ধিমান।'

'গতকাল ছটার খবরে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হয়েছে।'

'হ্যাঁ। শুক্রবার তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে। কিছুদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন।'

'লেডি স্ট্যানলি তো কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ, তা প্রায় আড়াই বছর হলো।'

গভীর দুটি চোখ দিয়ে তিনি তীক্ষ্ণভাবে পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

'আচ্ছা, তার মৃত্যু কিভাবে হয়?'

আইনজীবী চট করে উত্তর দিলেন। 'যতদূর জানি বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন, মেডিনাল।'

'তদন্ত হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। তাতে জানা যায়, তিনি ভুলক্রমে ওষুধটা বেশিমাত্রায় খেয়েছিলেন।'

'কিন্তু আসলে কি তাই?'

মিঃ এন্‌ডিকট্ মুহূর্তকাল চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'সন্দেহ নেই, আপনার এই প্রশ্ন করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। মেডিনাল যথেষ্ট বিপজ্জনক ওষুধ। যদি ওষুধ খাবার পরও ঘুমের ঘোরে খাওয়া হয়নি মনে করে রোগী আবার খান তবে তার ফল হবে মারাত্মক।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। বললেন, 'তিনি কি সত্যিই তাই করেছিলেন?'

'তাই হবে। কেননা আত্মহত্যা করার কোনও কারণ ছিল না।'

'কিন্তু অন্য কোনও কারণ তো থাকতে পারে?'

আবার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পোয়ারোকে বিদ্ধ করল।

'তার স্বামীই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।'

'কি বলেছিলেন উনি?'

'তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে তিনি রাতের ওষুধ খেয়েছেন কিনা মাঝে-মাঝে মনে করতে পারতেন না, যার ফলে একাধিকবার ওষুধটা খেতেই পারেন।'

'তিনি মিথ্যা বলেননি?'

'এ প্রশ্ন করার স্পর্ধা আপনি কি করে পেলেন মিঃ পোয়ারো? মুহূর্তের জন্যই বা কেন ভাববেন যে এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানব?'

পোয়ারো হাসলেন। সহজ নয় তার কথা উড়িয়ে দেওয়া।

'আপনি সব কিছুই জানেন। কিন্তু আর আমি আপনাকে প্রশ্ন করে উত্যক্ত করব না, বরং আপনার অভিমত চাইছি। একজন ভদ্রলোক সম্বন্ধে আরেকজন ভদ্রলোকের অভিমত। আর্থার স্ট্যানলি কি এমন একজন মানুষ যিনি অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করার জন্য তার স্ত্রীকে পথের কাঁটা ভাবতে পারেন?'

মিঃ এন্‌ডিকট্ এমনভাবে লাফিয়ে উঠলেন, যেন ভীমরুলের কামড় খেয়েছেন। 'অসম্ভব। এ একেবারেই হতে পারে না। তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। আদৌ অন্য কোনও মহিলা-টহিলা এর মধ্যে ছিলেন না।'

পোয়ারো বললেন, 'আমিও তাই মনে করি। আপনার কাছে আমার আসার কারণটা বলি। আপনারা কয়েকজন সলিসিটর স্যার স্ট্যানলির উইল তৈরি করেছিলেন। এবং সম্ভবত আপনিই সেই উইলের এক্সিকিউটর।'

'ঠিক।'

'স্যার আর্থার স্ট্যানলির এক পুত্র ছিল। সেই পুত্র তার মার মৃত্যুর ঠিক পরেই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। পরে সে নিজের নাম পর্যন্ত পাল্টে নিয়েছে।'

'তাই নাকি? সে কি নাম নিয়েছে?'

'সে কথায় পরে আসছি। আপনাকে আমার একটা অনুমানের কথা বলছি। যদি আমার অনুমান ঠিক হয় তবে আপনি তা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। স্যার আর্থার স্ট্যানলি আপনাকে সীল করা একটা চিঠি দিয়েছিলেন,—বিশেষ কোনও পরিস্থিতি এলে বা তার মৃত্যুর পর সেই চিঠি খোলার নির্দেশ ছিল।'

'সত্যি পোয়ারো, আপনি যদি মধ্যযুগের মানুষ হতেন তবে, আপনাকে ডাইন বলে পুড়িয়ে মারা হত। এত সব কি করে জানলেন বলুন তো?'

'আমার অনুমান তাহলে ঠিক। আমার ধারণা চিঠিটিতে এরকম নির্দেশও ছিল যে তার মৃত্যুর পর হয় আপনি নাইজেলের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন অথবা চিঠিটি নষ্ট করে ফেলবেন।'

তিনি থামলেন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিশ্চয়ই চিঠিটা আপনি নষ্ট—'

পোয়ারো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যখন উনি মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

'আমি আগাগোড়া নতুন করে তদন্ত করতে চাই, অন্তত নিজে যাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারি—

boiRboi.net

কঠিন স্বরে এন্‌ডিকট বললেন, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এমনকি আপনাকেও বলা ঠিক হবে না।' তিনি মাথা নাড়লেন।

'আমি যদি চিঠিটি দেখাবার যথার্থ কারণ দেখাতে পারি?'

'যদি পারেন তো ভাল। কিন্তু যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তা তো আপনার জানার কথা নয়।'

'আমি জানি, তা বলছি না, তবে, আন্দাজ করছি এবং যদি আমার অনুমান সঠিক হয়—'

তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত নেড়ে বললেন, 'সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ!'

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'শুনুন তাহলে। আমার মনে হয় আপনার নির্দেশাবলী এইরকমই ছিল: স্যার আর্থারের মৃত্যুর পরে আপনার তাঁর ছেলের খোঁজ করতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে যে তিনি কোথায় আছে, কেমন আছে,—এবং বিশেষ করে জানতে হবে, সে এখন কোনও অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত আছেন কিনা।'

মিঃ এন্‌ডিকটের উকিলসুলভ গম্ভীর ভাবটি এবার সত্যি-সত্যিই ঝাঁকুনি খেল। বিস্ময়সূচক এমন কিছু কথা তিনি উচ্চারণ করলেন যা তার মতো মানুষের মুখ থেকে খুব কম লোকই শুনেছেন: 'প্রায় সব কিছুই যখন আপনি জানেন দেখছি, তখন আপনি যা জানতে চান বলব। আমার মনে হচ্ছে আপনি আপনার পেশাগত কারণে নাইজেলের সংস্পর্শে এসেছেন। সেই শয়তানটার খবর কি?'

'ঘটনাটা এইরকম: বাড়ি ছাড়ার পর সে তার পদবি পাল্টে নেয়। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত তো বলতেন উইলের শর্ত অনুযায়ী তাকে এই কাজ করতে হয়েছে। তারপর সে চোরাচালান চক্রে যোগ দেয়, যারা ড্রাগ, রত্ন, দামী পাথর ইত্যাদি চালান করে। বলতে কি, তারই জন্য এই অবৈধ ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে, তাঁর বিশেষ চালাকি হলো নিরীহ ছাত্রদের কাজে লাগানো। গোটা ব্যাপারটাই দু'জনের দ্বারা পরিচালিত হয়: নাইজেল চ্যাপম্যান, (এই নামেই সে নিজের পরিচয় দেয়), আর একজন যুবতী নাম ভ্যালেরি হব্‌হাউস। আমার মতে ইনিই নাইজেলকে এই দুষ্টচক্রে নামান। এঁরা দু'জনে কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করেন, কিন্তু প্রচুর লাভজনক সেই কাজ। প্রচণ্ড দামী এই সব জিনিস আয়তনে কম হওয়ায় ছোট একটা প্যারেটেই বহুমূল্য সামগ্রী রাখা যায়। সব কিছুই বেশ চলছিল, যতক্ষণ না ঐ ছাত্রাবাসে (এক ছাত্রাবাসে সে বাস করত) পুলিশের আগমন না হয়। যা তারা একেবারেই ভাবতে পারেনি। একজন পুলিশ অফিসার এক রাত্রে এসেছিলেন কেমব্রীজের কাছে কাছে ঘটে যাওয়া একটা খুনের তদন্ত করতে। আপনি বুঝতে পারছেন কেন তা নাইজেলের পক্ষে অত দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। সে মনে করল পুলিশ তার পেছনে লেগেছে। তাই তাড়াতাড়ি সে বাল্বগুলো সরিয়ে ফেলল যাতে অস্পষ্ট আলোয় পুলিশ তাকে চিনতে না পারে। আর ভয়ে ভয়ে একটা রুকস্যাক কেটে টুকরো টুকরো করে বয়লারের পেছনে ফেলে দেয়। যাতে রুকস্যাকের তলায় মাদকের সামান্য চিহ্নও না পাওয়া যায়। অবশ্য তার ভয় ছিল

একেবারেই ভিত্তিহীন, কারণ পুলিশ একজন নির্দিষ্ট ছাত্রের খোঁজে এসেছিল। তার খোঁজে নয়। কিন্তু একটি মেয়ে, তার নাম সিলিয়া, ঘটনাচক্রে জানলা দিয়ে দেখে ফেলেন। যে সে রুকস্যাকটা নষ্ট আসেনি, পরিবর্তে এক চতুর পরিকল্পনা ফাঁদা হয় যাতে সেই মেয়েটি প্ররোচিত হয়ে এমন কিছু বোকার মতো কাজ করে বসে যা তাকে ভীষণ মানসিক কষ্ট দেয়। ক্রমে তারা বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলে। আমাকে ডাকা হয়। আমি পুলিশে খবর দেবার পরামর্শ দিই। মেয়েটি ভয় পেয়ে সব স্বীকার করে ফেলেন। তিনি নিজে যা করেছেন তা স্বীকার করেন, তারপর খুব সম্ভবত যান নাইজেলের কাছে, তাকে রুকস্যাকের ব্যাপারটা আর সহপাঠিনীর খাতায় কালি ঢেলে দেওয়ার অপরাধ স্বীকার করার জন্য পীড়াপিড়ি করতে থাকেন। নাইজেলের বা তার সঙ্গীর অপরাধী মন স্বাভাবিকভাবেই এই কাজে রাজী হয়নি।— সিলিয়া আরও একটা বিপজ্জনক খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে যেদিন ডিনারে নেমন্তন্ন করা হয় সেদিন উনি তা প্রকাশ করে দেন—তিনি নাইজেলের আসল পরিচয় জানতেন।'

'কিন্তু নিশ্চয়—।' মিঃ এন্‌ডিকট্ ভ্রূ-কুঞ্চন করলেন।

'নাইজেল এক পরিচয় থেকে আরেক পরিচয় নিয়েছিল। তার কোনও পুরনো বন্ধু হয়ত জানত যে সে এখন চ্যাপম্যান পদবিতে পরিচিত, কিন্তু তাঁরা জানতেন না নাইজেল এখন কি করে। ছাত্রাবাসে কেউই তার আগের স্ট্যানলে পদবির কথা জানতেন না। হঠাৎই সিলিয়া বলে দেন তিনিই একমাত্র জানেন। তিনি ভ্যালেরি হব্‌হাউসের স্বরূপও জানতেন। অন্তত একটি ক্ষেত্রে যে তিনি জাল পাশপোর্ট নিয়ে বিদেশে ভ্রমণ করেছিলেন তা সিলিয়া জানতেন। তিনি বড়বেশি জেনে ফেলেছিলেন। পরের দিন রাত্রিবেলা তিনি আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোনও জায়গায় নাইজেলের সঙ্গে দেখা করতে যান। নাইজেল তাকে মরফিয়া মেশানো কফি খেতে দেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি মারা যান। যেন আত্মহত্যা করেছেন এমনভাবেই সব সাজানো ছিল।'

মিঃ এনডিকট্ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। নিদারুণ মর্মপীড়ার কালো ছায়া তার মুখমণ্ডল স্পষ্ট। বিড়বিড় করে কি বললেন বোঝা গেল না।

'এতেই কিন্তু শেষ নয়।' পোয়ারো বললেন, 'সেই ভদ্রমহিলা যিনি ছাত্রাবাস, ক্লাব ইত্যাদির মালিক তিনি অত্যন্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতির মধ্যে মারা যান, আর শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে নিষ্ঠুর, আর নির্দয় অপরাধ ঘটে যায়। প্যাট্রিসিয়া লেন, যিনি নাইজেলে প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু না জেনে বুঝে তিনি নাইজেলের অপরাধ সংক্রান্ত ব্যাপারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নাইজেলকে চাপ দিতে থাকেন যাতে সে বাবার মৃত্যুর আগে বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ করে নেয়। নাইজেল তাকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে সে যাত্রায় এড়িয়ে যায়। কিন্তু সে বুঝতে পারে যে মেয়েটির যা জেদ তাতে আর ঝুঁকি নেওয়া নয়, তাকেও সরিয়ে দিতে হবে।

মিঃ এনডিকট্ উঠে দাঁড়ালেন। একটা আলমারি চাবি দিয়ে খুললেন। ফিরে এলেন

হাতে একটা বড় খাম নিয়ে, সেটার পেছন দিকে লাল রঙের ভাঙা সীল। খামের ভেতর থেকে দুটি চিঠি বার করে পোয়ারোর সামনে রাখলেন।

প্রিয়, মিঃ এন্‌ডিকট্‌,

আমি মারা যাওয়ার আগে এটা খুলবেন না। আমার ইচ্ছা আপনি আমার ছেলেকে খুঁজে বার করবেন এবং দেখবেন সে কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কি না।

আপনাকে এখন আমি কিছু কথা বলছি যা শুধু আমিই জানি। নাইজেল আগাগোড়াই তার চরিত্রগত দিক থেকে অত্যন্ত অসুখী। সে দু'-দু'বার চেকে আমার সই জাল করে আমার কাছে ধরা পড়ে। দু'বারই আমি ঐ সই নিজের বলে ব্যাঙ্ককে জানাই এবং তাকে সাবধান করে বলে দিই যে একাজ আর আমি সহ্য করব না। তৃতীয় বার সে তার মার সই জাল করে। তিনি ধরিয়ে দিতে চান। নাইজেল তাকে নীরব থাকার জন্য অনুনয়-বিনয় করে। তার মা প্রত্যাখ্যান করেন। যাই হোক, সে বুঝতে পারে তার মা আমাকে ব্যাপারটা বলে দেবেনই। তখন সে তার মাকে ওষুধ দেবার সময় ইচ্ছাকৃতভাবেই বেশি ওষুধ দেয়। ওষুধের ক্রিয়া শুরু হবার আগে তিনি আমার ঘরে এসে সব বলে দেন। পরদিন সকালে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আমি জানি একাজ কার।

আমি নাইজেলকে বললাম যে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে আমি পুলিশে জানাব। সে মরীয়া হয়ে আমার পায়ে কেঁদে-কেটে পড়ল যাতে পুলিশকে না জানাই। আমি কী করতে পারি, এন্‌ডিকট্‌। আমার সন্তানের প্রতি কোনও মায়া নেই। আমি ভাল করেই জানি তার স্বরূপ। সভ্য সমাজে বাস করার এদের কোনও অধিকার নেই। তাকে বাঁচাবার কোনও কারণও আমার ছিল না। কিন্তু আমার স্ত্রীর কথা ভেবে আমায় ইতস্তত করতে হলো। তিনি কি চেয়েছিলেন আমি তাঁর ছেলেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাই? এর উত্তর আমি জানি। তিনি তাঁর ছেলেকে প্রাণদণ্ড থেকে বাঁচাতেই চেয়েছিলেন। তিনি হয়ত ভয় পেতেন, যা আমিও এখন পাচ্ছি, পাছে আমাদের বদনাম হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবার যে খুনী, সবসময়ই সে খুনী। ভবিষ্যতে তার অন্য শিকার থাকতেই পারে। ছেলেকে আবার ক্ষমা করলাম তখন। ভুল করলাম না ঠিক করলাম তা জানি না। তার অপরাধ সম্বন্ধে সে একটা স্বীকারোক্তি লিখে দেয়, যা আমি সযত্নে রেখে দিই। তাকে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে, আর ফিরবে না, নতুন জীবন শুরু করবে। তাকে দ্বিতীয়বার আমি সুযোগ দিলাম। তার মার যা টাকাকড়ি ছিল তা সে পায়। তাকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। নিজেকে সুস্থ, সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সমস্ত সুযোগ তার সামনে আছে।

কিন্তু, কখনো যদি মনে করেন সে অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত আছে তখন এই স্বীকারোক্তি পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।

আপনি আমার সবচেয়ে পুরনো বন্ধু। আপনার ঘাড়ে আমি একটা বোঝা চাপালাম। একজন মৃত মহিলার নামে, যিনি আপনারও বন্ধুও ছিলেন। আপনি সে দায়িত্ব পালন করবেন। নাইজেলকে খুঁজে বার করবেন। এবং যদি দেখেন তার রেকর্ড পরিষ্কার তবে এই চিঠি এবং সেই সঙ্গে এই স্বীকারোক্তি নষ্ট করে ফেলবেন। যদি তা না হয়, তবে বিচারে যা হওয়ার হবে।

আপনার প্রিয় বন্ধু
আর্থার স্ট্যানলি

'আঃ!' পোয়ারো একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। তিনি স্বীকারোক্তিটি খুললেন:

'এতদ্দারা আমি স্বীকার করছি যে আমি আমার মাকে বেশি মাত্রায় মেডিনাল প্রয়োগ করে হত্যা করেছি।'

নাইজেল স্ট্যানলি

বাইশ

'আপনি বেশ ভাল মতোই নিজের অবস্থা বুঝতে পারছেন, মিস্ হব্‌হাউস। আমি আগেই আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম—'

ভ্যালেরি তাঁকে শেষ করতে দিলেন না।

'আমি জানি আমি কি করছি। আপনি আমায় সাবধান করে দিয়েছেন যে আমি যা বলব তা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ধরা হবে। আমি তার জন্য তৈরি। আমার বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ আনা হবে। আমি কোনও আশা দেখছি না। তার মানে, দীর্ঘদিন আমাকে জেলে পচতে হবে। এ ছাড়াও খুনীর সহযোগী, এই অভিযোগও নিশ্চয় আমার বিরুদ্ধে আসবে।'

'একটা বিবৃতি দিলে হয়ত তা আপনার সাহায্যে আসতে পারে। কিন্তু আমি কোনও কথা দিতে পারছি না।'

'তা আমি গ্রাহ্য করি না। হয়ত অনেক বছরের জেল হবে আমার। আমি এজাহার দেব। আপনার কথামতো হয়ত সত্যিই আমি খুনীর সহযোগী। কিন্তু খুনী আমি নই। খুন-খারাপিতে আমার বিশ্বাস নেই। ওসব নির্বোধের কাজ। আমি চাই নাইজেল যেন ফেঁসে যায়। সিলিয়া বড় বেশি জেনে ফেলেছিল, কিন্তু তাহলেও এ ব্যাপারে আমি তার সঙ্গে ফয়সালা করতে পারতাম, কিন্তু সেই সময়টা নাইজেল আমাকে দিল না। নাইজেল তার সঙ্গে বাইরে কোথাও দেখা করে এবং বলে যে সে রুকস্যাক আর খাতায় কালি ঢালার ব্যাপারটা স্বীকার করবে। কথাবার্তার মধ্যেই কখন সে সিলিয়ার কাপে মরফিয়া মিশিয়ে দেয়। মিসেস্ হাবার্ডকে লেখা তার চিঠিটা আগে থেকেই নাইজেলের হাতে এসে গিয়েছিল। এবং প্রয়োজনীয় 'আত্মহত্যার অংশ'-টি ছিঁড়ে রেখে দিয়েছিল। সেই অংশটি এবং মরফিয়ার খালি শিশিটি (যেটি সে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর আবার

কুড়িয়ে এনেছিল) বিছানায় তার পাশে রেখে দেয়। এখন বুঝতে পারছি যে ও কিছুদিন ধরেই খুনের পরিকল্পনা করছিল। ফিরে এসে বলল ও কি করেছে। আমার স্বার্থরক্ষার্থে তখন আমায় তার পাশে দাঁড়াতে হয়েছিল।

একই ব্যাপার ঘটে মিসেস্ নিকের সঙ্গেও। একসময় জানা গেল তিনি মদ্যপান করেন, মদ্যপ মানুষরা বিশ্বাসভাজন হন না। বাইরে কোথাও নাইজেল তাঁর সঙ্গে দেখা করে পানীয়তে বিষ মিশিয়ে দেয়। সে অস্বীকার করলেও আমি জানি একাজ তারই। তারপর প্যাট্-এর পালা এল। সে আমার কাছে এসে বলল কি কাণ্ড ঘটে গেছে এবং আমাকে কি করতে হবে, তাও বলে দিল যাতে আমরা দু'জনেই একটা জবরদস্ত অ্যালিবাই পেতে পারি। ধরা যদি না পড়তাম তবে দূরে কোথাও চলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতাম। কিন্তু আপনার হাতে ধরা পড়ে গেলাম। এখন একটি জিনিসই আমি মনেপ্রাণে চাই—তা হলো, ঐ শয়তানটার যেন ফাঁসি হয়।'

ইন্সপেক্টর শার্প একটি গভীর শ্বাস নিলেন। এতদিনের সংশয় আর দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল। এতটা আশা করা যায়নি। ভাগ্যদেবীরও যথেষ্ট প্রসন্নতা পাওয়া গেছ। তবুও সব কিছু পরিষ্কার হলো না। বললেন, 'সব কিছু যে আমি বুঝতে পেরেছি, তা নিশ্চিত করে বলতে পারি না।'

বাধা দিয়ে ভ্যালেরি বলল, 'আপনার সব বোঝার দরকার নেই, আমি যা করেছি তার কারণ আছে।'

এরকুল পোয়ারো অত্যন্ত মৃদুভাবে বললেন, 'মিসেস্ নিকোলেটিস?'

ভ্যালেরি হব্হাউসের বড় করে শ্বাস নেওয়ার আওয়াজ তিনি পেলেন।

'তিনি—আপনার মা, তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ।' ভ্যালেরি হব্হাউস বললেন, 'তিনি আমার মা ছিলেন।'

তেইশ

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' আকিবম্বো করুণ স্বরে চিন্তান্বিত হয়ে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাচ্ছে। স্যালি ফিঞ্চ আর লেন বেট্সন, দু'জন মিলে আলোচনা করছিল, আকিবম্বোর পক্ষে সেই আলোচনায় দাঁত ফোটানো সম্ভব হচ্ছিল না।

স্যালি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, কী মনে হয়, নাইজেল কি চাইছিল যে সন্দেহটা আমার উপরে পড়ুক, না তোমার উপর?'

লেন বলল, 'আমার মনে হয় দু'জনেরই উপরে। আর আমার মনে হয়, উনি আমার চিরুণি থেকে চুল দুটো নিয়েছিলেন।'

'আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না। আকিবম্বো বলল। 'তবে কি যিনি লাফ দিয়ে বারান্দাটা পেরিয়েছিলেন তিনিই নাইজেল?'

boiRboi.net

'হ্যাঁ, নাইজেল বেড়ালের মতো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফাতে পারে।'

'আমি অতখানি লাফাতে পারতুম না। আমার ওজন অনেক বেশি।'

'আপনাকে অকারণে সন্দেহ করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' লেন বলল।

'সত্যি বলতে কি, তুমি অনেক সাহায্য করেছ।

স্যালি বলল, 'বোরাসিক নিয়ে গোড়া থেকেই ভেবেছিলে।'

মিঃ আকিবম্‌বো উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। 'নাইজেলের মধ্যে আগাগোড়া একটা সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করার মতো আর—,

'ওঃ, চুপ করো তো। তুমিও দেখছি কলিনের মতো বকবক শুরু করলে! বলতে কী নাইজেলকে দেখে আমার কেমন যেন গা-শিরশির করত। একেবারে শেষে তার কারণ বুঝলাম। দেখো বেট্‌সন বেচারা স্যার আর্থার স্ট্যানলি যদি ছেলের প্রতি আবেগপ্রবণ না হয়ে তাকে সোজা পুলিশের হাতে তুলে দিতেন, তবে তিন-তিনটে প্রাণকে আজ হারাতে হত না। তাই না?'

'তবু এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব বুঝতে অসুবিধে হয় না।'

'মিস্ স্যালি?'

'বলো আকিবম্‌বো?'

'আজ যদি আপনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এসে দয়া করে অধ্যাপককে বলেন যে আমি কিছু-কিছু ভাল ভাল চিন্তাও করি। তিনি প্রায়ই বলেন আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো নাকি সব জট পাকানো!'

'আচ্ছা, আমি বলে দেব।' স্যালি বললেন।

লেন বেট্‌সনকে দেখে অত্যন্ত বিষণ্ন মনে হলো। সে বলল, 'আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকায় ফিরে যাব।' মুহূর্তের জন্য নীরবতা নেমে এল।

'আমি আবার ফিরে আসব,' স্যালি বলল, 'কিংবা তুমিও ওখানে গিয়ে কিছু পড়াশুনো করতে পার।'

'কি লাভ তাতে?'

স্যালি বলল, 'অ্যাকিবম্‌বো, তুমি কি চাও না এক শুভদিনে একটি বিবাহের বরকর্তা হতে।'

'কার বিয়ের?'

'ধরা যাক, লেন তোমাকে একটি আংটি রাখতে দিল। তারপর দু'জনে খুব সুন্দর করে সেজেগুজে একটা চার্চে গেলে। ঠিক সময়ে সে আংটিটি চাইতে তুমি তাঁকে দিলে, আর সেও সেটি আমার আঙুলে পরিয়ে দিল। চারপাশে তখন আনন্দের বাজনা বেজে উঠল। খুব হে চৈ হলো।'

boiRboi.net

'তার মানে, আপনি আর লেন বেট্‌সন বিয়ে করছেন?'

'সেই রকম তো ইচ্ছে।'

'কি হচ্ছে? স্যালি।'

'অবশ্য, লেন বেট্‌সনের যদি আপত্তি না থাকে।'

'স্যালি। তুমি কিন্তু আমার বাবার সম্বন্ধে জানো না—'

'তাতে কি? অবশ্যই আমি জানি। তোমার বাবার মাথা খারাপ, এই তো? সে তো অনেকেরই হতে পারে?'

'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি এই রোগ বংশানুক্রমিক নয়, স্যালি। তুমি আমায় নিশ্চিন্ত করলে। জান না আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে কত দুশ্চিন্তায় ছিলাম।'

'অবশ্য আমি একটু-আধটু বুঝতে পেরেছিলাম।'

আকিবম্‌বো বলল, 'আফ্রিকাতে, আগেকার দিনে যখন আণবিক আর বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার যুগ আসেনি, তখন বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল যেমন অদ্ভুত তেমনই কৌতূহলদ্দীপক, আমি বলছি—'

'দোহাই।' স্যালি বলল, 'আমরা খুব লজ্জায় পড়ব। আর, জানো তো, লালচুলেরা লজ্জা পেলে সহজেই ধরা পড়ে যায়।'

মিস্ লেমনের দেওয়া চিঠিগুলোর শেষ চিঠিটিতে সই করে দিলেন মিঃ পোয়ারো।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'একটাও ভুল নেই।'

মিস্ লেমনকে একটু আহত দেখাল।

'আশা করি মানবেন যে প্রায়ই আমার ভুল হয় না।'

'তা হয় না। তবে হয়েছে যাই হোক, আপনার বোন কেমন আছেন?'

'তিনি ভাবছেন জাহাজে চড়ে উত্তরাঞ্চলের কোনও রাজধানীতে বেড়াতে যাবেন।'

'ও।' বললেন পোয়ারো। 'হুঁ, দেশভ্রমণ...'

'এমন নয় যে তিনি নিজে সমুদ্র যাত্রায় যাবেন—যতই লোভ দেখানো হোক না...'

ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল।

'দি ক্লক স্ট্রাক ওয়ান
দি মাউস র‍্যান ডাউন
হিকোরি, ডিকোরি ডক।'

পোয়ারো আওড়ালেন।

'কিছু বলছেন, মিঃ পোয়ারো?'

'না, কিছু না,' বললেন এরকুল পোয়ারো।

boiRboi.net

মার্ডার ইন মেসোপটেমিয়া

Murder in Masopotemia

এক ॥ চিঠি

বাগদাদের টাইগ্রিস প্যালেস হোটেলের হলঘরে বসে একজন হাসপাতালের নার্স চিঠিটি লিখছিলেন। দ্রুতবেগে লেখা চিঠিটি এই রকম

আমি মানছি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ অথবা কাজের জন্য থাকার মধ্যে খারাপ কিছুই নেই, বরং নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়া যায়। তাহলেও সব কিছু মানিয়ে নেওয়া যায় না, বাগদাদের ধুলিমলিন নোংরা আর বিশৃংখল পরিবেশের কথা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না! মনোরম আরব্য রজনীর গল্পগুলির ধারণা নিয়ে কেউ যদি বাগদাদে আসে তবে তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হবে। নদীর ধারটা অবশ্য বেশ সুন্দর, কিন্তু শহরটা অতি জঘন্য, একটা ভাল দোকান পর্যন্ত নেই, মেজর কেলসে আমাকে বাজারে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রয়োজনীয় সব জিনিসই হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, একটা তুচ্ছ শখসাধ মেটানোরও কোনও উপায় নেই।

ডঃ রিলি- যে কাজের কথা বলেছিলেন সে ব্যাপারে কোনও খবর এলে আমি তোমাকে জানাবো। তিনি বলেছিলেন যে ঐ আমেরিকান ভদ্রলোক আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন। তার স্ত্রীর জন্য তিনি নাকি উদ্ভট অবাস্তব যত খেয়াল নিয়ে মেতেছেন, অন্তত ডঃ রিলি আমাকে এই রকমই বলেছেন। যাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এত মাথাব্যথা, ভদ্রলোকের নাম ডঃ লিডনার, একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। মরুভূমিতে খননকার্য চালাচ্ছেন, কোনও এক আমেরিকান মিউজিয়ামের হয়ে।

আজ এখানেই শেষ করছি। শিগগিরিই চিঠির উত্তর দেবে।

তোমারই

অ্যামি লেথারান

চিঠিটি খামে পুরে খামের ওপর 'সিস্টার কারশ। সেন্ট ক্রিস্টোফার হাসপাতাল, লন্ডন। ঠিকানাটি লিখলেন। ঝর্না কলমের খাপটা বন্ধ করার পরেই একটি দেশি ছোকরা এসে বললেন, 'ডঃ লিডনার নামে একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' নার্স লেথারান দেখলেন, ভদ্রলোক মাঝারি উচ্চতার, কাঁধদুটি সামান্য

boiRboi.net

ঝুঁকে পড়া, বাদামি রংয়ের দাড়ি, চোখদুটি নম্র আর যেন অবসন্ন। নার্স তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন।

দুই ।। ডঃ লিডনারের সাথে কথাবার্তা

আমি নিজেকে কখনোই একজন লেখিকা বলে মনে করি না বা ভাবিও না। তবুও এই কাজ করছি কেননা ডঃ রিলি আমাকে করতে বলেছেন, সত্যি বলতে কি, উনি যদি কারুর ওপর কোনও দায়িত্ব দেন, তবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে চাইবেন না।

'কিন্তু ডাক্তারবাবু, লেখালেখি যে আমার মোটেই আসে না।'

'আরে, ধরে নাও তুমি কেসনোট লিখছ।'

'তাই হয় নাকি। কেসনোট লেখার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ।'

ডঃ রিলি ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন গোদা ভাষায় তেল ইয়ারিমঝা মামলার একটা সোজা-সাপটা বিবরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। যদি কর্মচারিদের মধ্যে কেউ লেখেন, তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না, ভাববে পক্ষপাতিত্ব করছেন। এবং সত্যি সত্যিই তা হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

'ডাক্তারবাবু, আপনি নিজে কেন লিখতে চাইছেন না?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন। 'আমার মেয়ে লিখতে দেবে না।' কথাটা তিনি এমনভাবে বললেন যেন ঠাট্টা করছেন। এই এক মুস্কিল ওঁনাকে। কোন কথাটা যে ঠাট্টাচ্ছলে বলছেন আর কোনটা নয়, তা বোঝা শিবেরও অসাধ্য।

'ঠিক আছে,' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললাম। 'মনে হয় পারব।'

'অবশ্যই পারবে।'

'তবে এটুকুই বুঝতে পারছি না যে গুছিয়ে লিখব কিভাবে।'

'ঘটনার শুরু থেকে লেখা শুরু কর, তারপর চালিয়ে যাও যতক্ষণ না শেষ হয়। ব্যস, মিটে গেল।'

'কোথায় এবং কিভাবে শুরু করতে হবে সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না।'

'নার্স, বিশ্বাস করো, শেষ করার তুলনায় শুরু করার সমস্যা কিছুই নয়। অন্তত আমার ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে, বক্তৃতা দেওয়ার সময়। মাঝপথে এলোমেলো বকতে শুরু করে দিই, যতক্ষণ না কেউ খোঁচা মেরে আসল কথা মনে করিয়ে দেয়।'

'ও, আপনি ঠাট্টা করছেন, ডাক্তারবাবু।'

'মোটেই নয় এই বিষয়টা তোমার কাছে ঠাট্টার মনে হলো?'

'আরেকটি ব্যাপার আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।' দু'-এক মুহূর্ত একটু দ্বিধা করে বললাম, 'ডাক্তারবাবু, ভয় হচ্ছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এসে পড়তে পারি।'

boiRboi.net

'ভগবানের আশীর্বাদে যেন তাই হয়, আপনারা অর্থাৎ মহিলারা যতই ব্যক্তিগত হবেন ততই সুন্দর হয়ে উঠেন। এই গল্পটি হলো রক্তমাংসের মানুষদের নিয়ে—যন্ত্রদের নয়। সুতরাং ব্যক্তিগত হও, একপেশে হও, হিংসুটে হও, যা খুশি হও। নিজের মতো করে লিখ। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাও। তুমি যথেষ্ট সচেতন এবং তোমার বিবরণের মধ্যে এই সচেতনতার প্রকাশ আপনিই ঘটবে।

অগত্যা আমি কথা দিলাম যে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। লেখাটি শুরু করতে চলেছি কিন্তু ডাক্তারবাবুকে যেমন বলেছি আর কি, কোথায় এবং কিভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। ভাবছি, নিজের সম্পর্কে দু'-এক কথা বলে নেওয়া যাক। আমার বত্রিশ বছর বয়স এবং আমার নাম অ্যামি লেথারান। সেন্ট ক্রিস্টোফার হাসপাতাল থেকে আমি প্রশিক্ষণ পেয়েছি। তারপর দু'বছর প্রসূতিসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়েছি। চার বছর ডেভনশায়ারের মিস্ বেনডিক্সের নার্সিংহোমে কাজ করেছিলাম। মিসেস্ কেলসি নামের এক মহিলার সঙ্গে আমি ইরাকে আসি। তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তিনি তার স্বামীর সঙ্গে বাগদাদে যাবেন ঠিক হয়েছিল। ইতিমধ্যে তারা একজন বাচ্চাদের নার্সের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। মিসেস্ কেলসি একটু ভীতু আর নার্ভাস ধরনের, সঙ্গে আবার এতটুকু বাচ্চা, তাই আমি যাতে তার সঙ্গে যাই তার ব্যবস্থা করেছিলেন মেজর কেলসি।

খুব উপভোগ করেছিলাম সমুদ্রযাত্রা। এর আগে এত দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা কখনো করিনি। ডঃ রিলি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। মাথায় কালো চুল, বড়সড় মুখমণ্ডল। রসিক মানুষ। সারাক্ষণই হাসিঠাট্টায় মত্ত ছিলেন। হ্যাসানিয়ে নামে একটা জায়গায় তিনি সিভিল সার্জেনের কাজ করেন। জায়গাটা বাগদাদ থেকে যেতে দেড়দিন লাগে।

বাগদাদে এক সপ্তাহ থাকার পরে তিনি জানতে চেয়েছিলেন কবে আমি কেলসিদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। উত্তরে বলেছিলাম নার্স এলেই আমি চলে যাব।

তারপর বলেছিলেন, 'নার্স, আপনাকে একটা কাজ দিতে পারি।'

'কি কাজ?'

'কি বলব! একজন ভদ্রমহিলা নানারকম উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা করেন।'

'সে আবার কিরকম?'

ডঃ রিলি এর বেশি আর কিছু বললেন না। খুব সতর্ক মনে হলো তাঁকে।

'একজন আমেরিকান ভদ্রলোক, সুইড আমেরিকান বললেই ঠিক বলা হয়। এক বিশাল আমেরিকান খনন কোম্পানির তিনি প্রধান।'

তিনি বর্ণনা করছিলেন কিভাবে এই অভিযান দলটি নিনেভের মতো একটা অ্যাসিরিয় শহরে খননকার্য চালিয়েছিল। 'হ্যাসানিয়ে থেকে তাদের থাকার বাড়িটি খুব দূরে যে তা নয়। কিন্তু জায়গাটা বড় নির্জন আর সেইজন্যই ডঃ লিডনার তার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ভদ্রমহিলা ঠিক কি অসুখে ভুগছেন সেটা খুব স্পষ্ট নয়, তবে সবসময়ই একটা আতঙ্কের মধ্যে তার দিন কাটছে।'

'তিনি কি সারাদিন দেশি লোকদের মধ্যেই কাটান?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না, না, সাত আটজন লোক সেখানে থাকেন। কখনোই একা থাকেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঐ রকম অদ্ভুত আচরণ করে থাকেন। লিডনার তার স্ত্রীর ব্যাপারে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি মনে করছেন যে কোনও দায়িত্ববান এবং বিশেষজ্ঞ কোনও ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর দেখাশোনার কাজ করেন তবে তিনি শান্তি পান।'

'মিসেস্ লিডনার নিজের এই বিশেষ ব্যাপারটির কি ব্যাখ্যা করেন?'

'মিসেস্ লিডনার অত্যন্ত সুন্দর ভদ্রমহিলা। তিনিও একজন সঙ্গী চাইছেন।' তারপর বলেছিলেন, 'তিনি অদ্ভুত প্রকৃতির মহিলা। বেশ হাসিখুশি, সহৃদয় তবে আমার মনে হয়, মিথ্যা কথায় তার জুড়ি মেলা ভার তবে লিডনারের কথা শুনে সত্যিই মনে হলো কোনও কারণে তার স্ত্রী ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছেন।

'তিনি নিজে আপনাকে কি বলেছেন, ডাক্তারবাবু?'

'না, তিনি এই নিয়ে আমার সঙ্গে কোনও পরামর্শ করেননি। বেশ কিছু কারণেই তিনি আমাকে পছন্দ করেন না। মিঃ লিডনারই আমার কাছে এসে তাঁর ঐ ইচ্ছের কথা আমাকে জানিয়ে দিলেন। আচ্ছা, নার্স, তোমার কেমন মনে হচ্ছে, বলো? আরও কিছুদিন এই দেশটি দেখার সুযোগ পাচ্ছো। আরও অন্তত দু'মাস খননের কাজ চলবে।'

একটু দ্বিধা করে বললাম, 'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'সাবাশ!' বলেছিলেন ডঃ রিলি। 'লিডনার এখন বাগদাদে আছেন। আমি তাকে এখানে আসতে বলছি যাতে তিনি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করতে পারেন।'

ডঃ লিডনার সেদিন বিকেলে হোটেলে এসেছিলেন। মাঝবয়সী ভদ্রলোক, সন্ত্রস্ত, দ্বিধাজড়িত হাবভাব। কেমন যেন অসহায় লাগছিল তাকে।

কথাবার্তা শুনে তাকে তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত অনুগত মনে হয়েছিল। কিন্তু তার স্ত্রীর অসুখের তার কোনও স্পষ্ট ধারণা আছে বলে মনে হয়নি।

'দেখুন—' এই বলে তিনি তাঁর দাড়ি ধরে এমন টানাটানি শুরু করলেন যেন খুব মুশকিলে পড়েছেন। পরে জেনেছি, এটা ওঁনার স্বভাব। 'আমার স্ত্রী ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছেন, সত্যিই তার জন্য আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হয়।'

'তার শরীর-স্বাস্থ্য ভাল আছে তো?' জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তার স্বাস্থ্য বেশ ভালই। স্বাস্থ্য নিয়ে কোনও সমস্যা তার নেই। অসুখটা মনের। নানারকম উদ্ভট কল্পনা করছেন—'

'কি কল্পনা করছেন?'

তিনি কিন্তু চেপে গেলেন। কোনওরকমে বিড়বিড় করে বললেন, 'জানি না, কিভাবে বোঝাবো...তবে তার এই ভয় পাওয়ার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আমি খুঁজে পাইনি।'

'কিসের ভয়, ডঃ লিডনার?'

অস্পষ্টভাবে বললেন, 'কি বলব প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন। কারণ ঠিক জানি না।'

আমি বলেছিলাম যে আমাকে মিসেস্ লিডনার ভাল মনে মেনে নিতে পারবেন কিনা। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

'হ্যাঁ, তাকে আমি আপনার কথা বলেছিলাম। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম এই দেখে যে তিনি এই প্রস্তাবে খুশি হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তা হলে খুব ভাল হয়। নিজেকে অনেক নিরাপদ মনে করব।'

এই কথাটা আমার খুব অদ্ভুত মনে হলো। খুব অদ্ভুত। আমার কেমন সন্দেহ হলো যে তিনি মানসিক রোগে ভুগছেন। ছেলেমানুষী ছটফটানির সঙ্গে তিনি বললেন, 'আমি নিশ্চিত যে আপনি কাছে থাকলে ওঁর ভালই হবে। তিনি সত্যিই খুব চিত্তাকর্ষক মহিলা।' বোকার মতো হাসলেন তিনি। 'তিনি মনে করছেন আপনি তার অত্যন্ত সহায় হবেন। আপনাকে দেখামাত্র আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর আর বাস্তবজ্ঞানসম্পন্না। নিঃসন্দেহে আপনিই ওঁর পক্ষে যোগ্যতমা ব্যক্তি।'

'দেখুন, যথাসম্ভব চেষ্টা করে দেখব, ডঃ লিডনার।' চনমনে গলায় বলে উঠলাম। 'যাতে তিনি ভাল হয়ে উঠেন। সম্ভবত তিনি এদেশীয় মানুষদেরই ভয় পাচ্ছেন।'

'না, না তা নয়।' মাথা নেড়ে তিনি বললেন। 'আমার স্ত্রী আরবদের খুবই পছন্দ করেন—তাদের সারল্য আর রসবোধের তিনি প্রশংসা করেন। তিনি মাত্র দুই মরশুম এখানে আছেন। আমাদের বিয়ে এখনও দু'বছরও হয়নি, ইতিমধ্যেই তিনি বেশ ভালই আরবি শিখে ফেলেছেন।'

ক্ষণিক নীরব থেকে আরেকবার জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনার স্ত্রী কেন বা কোথা থেকে ভয় পাচ্ছেন এ ব্যাপারে আপনি কি কিছুই বলতে পারেন না, মিঃ লিডনার?'

তিনি অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আশা করি, সেটা উনি নিজেই আপনাকে বলতে পারবেন।' এর বেশি আর কিছু ওঁনাকে দিয়ে বলানো যায়নি।

তিন ॥ গল্পগুজব

ঠিক হলো যে, পরের সপ্তাহেই আমাকে তেল ইয়ারিমঝায় যেতে হবে।

ডঃ লিডনারের অভিযান এবং তার দলটি সম্বন্ধে কানাঘুষোয় দু'-একটি কথা কানে এসেছিল। মিসেস্ কেলসির এক বন্ধু, স্কোয়াড্রন লিডার, বেশ অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'ও, আপনি লাভলি লুইসের কথা বলছেন, তাহলে এটাই ওঁনার নবতম অসুখ।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'লাভলি লুইস। ওঁর ডাক নাম, এই নামেই তিনি সবার কাছে পরিচিত।'

'তাহলে তো তাকে বেশ সুন্দরী বলতে হবে। আমি বললাম।

'হ্যাঁ, তিনি নিজেকে এইরকমই মনে করেন।'

'এভাবে গায়ের জ্বালা মিটিয়ো না, জন।' মিসেস কেলসি **বললেন**, **'তুমি ভাল**

করেই জানো যে একমাত্র তিনিই এ কথা ভাবেন না। বহুলোককেই তিনি ঐ অস্ত্র দিয়ে কুপোকাৎ করেছেন।'

'তা আমি অস্বীকার করি না। আকর্ষণ করার ক্ষমতা তিনি রাখেন।'

'এবং তুমি তা খুব ভাল করেই টের পেয়েছো।' তিনি বলেছিলেন হাসতে হাসতে।

স্কোয়াড্রন লিভার লজ্জিতভাবে সে কথা মেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'ডঃ লিডনার নিজে তাকে দেবতার মতো পুজো করেন। দলের বাকি সদস্যরাও আলাদা কিছু নয়।'

'সেখানে তারা কতজন আছেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'সেখানে আপনি মোটামুটি সব দেশের মানুষদেরই দেখতে পাবেন।' স্কোয়াড্রন নেতা বেশ আমুদে গলায় বলে উঠেছিলেন। 'একজন ইংরেজ আর্কিটেক্ট, একজন ফরাসী ফাদার, কার্থেজ থেকে এসেছেন, শিলালিপি ইত্যাদির পাঠোদ্ধারের কাজ করেন, তারপর মিস জনসন, তিনিও ইংরেজ, বোতল পরিষ্কারের কাজ করেন, সেই মোটাসোটা লোকটি, ফটোগ্রাফার, তিনি আমেরিকান, তারপর মার্কেডো দম্পতি, ভগবান জানেন তারা কোন দেশের লোক। ভদ্রমহিলার হাবভাব দেখলে সাপের কথা মনে আসে। এবং লাভলি লুইসকে তিনি একটুও হিংসে করেন না! জনা দুই যুবকও আছেন। পাঁচমেশালী কথা বলতে পারেন, তবে সব মিলিয়ে মন্দ নয়, তাই না পেনিম্যান?'

চিন্তিত মুখে-চোখে পিনস্‌নেজ চশমা এঁটে যে বয়স্ক ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল, ভাল। মারকাডো যদিও একটু অদ্ভুত রকমের—'

'কি বিশ্রি দাড়ি।' মিসেস কেলসির সংযোজন। 'এরকম ম্যাদামারা লোক আমি জীবনে দেখিনি।'

মেজর পেনিম্যান তাকে গুরুত্ব না দিয়েই বলেছিলেন, 'ছেলে দুটি বেশ ভাল। আমেরিকান ছেলেটি একটু চুপচাপ, ইংরেজটা বড্ড বকবক করে। লিডনার নিজে একজন চমৎকার মানুষ—ভদ্র এবং নিরহঙ্কার। আলাদা আলাদা ভাবে দেখতে গেলে প্রত্যেকেই বেশ ভাল। কিন্তু, জানি না বাড়াবাড়ি করে ফেলছি কি না, গতবার তাদের দেখে আমার কেমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল কোথায় যেন বেসুরো বাজছে। কাউকেই ঠিক স্বাভাবিক মনে হয়নি। অদ্ভুত এক ভয়ার্ত পরিবেশ।'

'আমি নিজের মত বেশি প্রকাশ করতে চাই না তবু মনে হয়, যদি দেখা যায় একসঙ্গে সবাই জড়োসড়ো হয়ে থাকতে চাইছে, বুঝতে হবে সেখানকার পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। আমার হাসপাতালের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা বলতে পারি।'

'ঠিক কথা।' বলেছিলেন মেজর কেলসি বললেন। 'জীবনেরই ছোটখাটো প্রতিচ্ছবি অভিযানের দলের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দলাদলি, শত্রুতা, হিংসে কোনওকিছুই বাদ থাকে না।'

'শুনে মনে হচ্ছে যেন এবছর অনেক নতুন লোক এসেছে।'

boiboi.net

'দেখি তো।' স্কোয়াড্রন নেতা আঙুলের কর গুনতে শুরু করলেন। 'ইয়ং কোলম্যান নতুন, রেইটারও সবে এসেছেন। এম্মট আর মারকাডোরা এসেছেন গত বছর। ফাদার ল্যাডিগনি নবাগত, তিনি এসেছেন ডঃ বার্ড-এর জায়গায়, যিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ক্যারে অবশ্য অনেক পুরনো লোক, তিনি শুরু থেকেই এখানে আছেন, মিস জনসনও প্রায় সেই সময় থেকেই আছেন।'

'তেল ইয়ারিমঝাতে তারা কত আনন্দেই না ছিলেন।' বলছিলেন মেজর কেলসি। 'একটা সুখী পরিবারের মতোই তাদের মনে হতো। মানুষের স্বভাবের দিক থেকে বিচার করলে, ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যের। আমি নিশ্চিত, নার্স লেথারান আমার সঙ্গে একমত হবেন।'

'দেখুন, একমত না হয়েই বা উপায় কি! এক কাপ চা বা ঐ ধরনের সামান্য কিছু থেকেই কিন্তু হাসপাতালে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়ে যেত।'

মেজর পেনিম্যান বললেন, 'যাই হোক ভেতর ভেতর নিশ্চয়ই কোনও গোলযোগ দেখা দিয়েছে। লিডনার অত্যন্ত বিনয়ী আর নিরহঙ্কার, সবাইকে নিয়ে চলতেও তার কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না। তবুও আমি একদিন তাদের মধ্যে এক ধরনের চাপা আতঙ্কের পরিবেশ লক্ষ্য করেছিলাম।'

মিসেস কেলসি হেসে ফেলেছিলেন। 'এবং আপনিও এর কোনও ব্যাখ্যা দেখতে পাননি, কেন যে এই ব্যাপারটাই আপনাদের চোখে পড়ছে না?'

'কি বলতে চাইছেন, আপনি?'

'মিসেস লিডনার অবশ্যই।'

তার স্বামী বলেছিলেন, 'তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মহিলা—মোটেই ঝগড়ুটে ধরনের নন।'

'আমি তো বলছি না ঝগড়ুটে, তবে ঝগড়া বাঁধাতে পারেন বেশ।'

'কি ভাবে তা করেন? আর কেনই বা?'

'একঘেয়েমি কাটাবার জন্য,। তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ নন, শুধুমাত্র একজনের স্ত্রী। খননকার্যের কোনও উত্তেজনা তিনি অনুভব করেন না, সুতরাং তিনি তার নাটক জিইয়ে রেখেছেন। এভাবেই তিনি আনন্দ পেয়ে থাকেন।'

'মেরি, তুমি কিন্তু বলতে গেলে কিছুই জান না। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করছ।'

'অবশ্যই আমার অনুমান। কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো আমার কথাই ঠিক হবে। হয়ত উনি কারো ক্ষতি চান না, কিন্তু মজা দেখতে ভাল বাসেন।'

'উনি মিঃ লিডনারের প্রতি অত্যন্ত অনুগত।'

'হয়ত তাই। কোনও কুৎসিত কৌতূহল আমি প্রকাশ করতে চাই না। কিন্তু যারা চায় তাদের রসদের কোনও অভাব হবে না।'

'জানি, আপনি বলতে চাইছেন আমরা খালি বেড়ালের মতো খামচাখামচিই করি।'

boiRboi.net

কিন্তু আমরা নিজেদের যতটা ভাল বুঝি, ততটা আপনারা বোঝেন না, কেননা আমাদের ক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের কোনও মুগ্ধতা কাজ করে না।'

মেজর পেনিম্যান বলেছিলেন, 'আমি সবার মধ্যে যে ধরনের চাপা টেনশন লক্ষ্য করেছিলাম, তা কিন্তু আপনাদের কথামতো ঐ সামান্য কারণের জন্য মোটেই নয়। ঐ নিস্তব্ধতা আমার কাছে ঝড়ের পূর্বাভাস বলেই মনে হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কোনও মুহূর্তে প্রবল বেগে ঐ ঝড় আছড়ে পড়তে পারে।'

'এখন আর তুমি নার্সকে ভয় পাইয়ে দিও না।' বললেন মিসেস কেলসি। 'তিনদিন বাদেই উনি ওখানে চলে যাবেন। ঘাবড়ে যেতে পারেন।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'আরে, না, না আমি ভয় পাচ্ছি না।' বললাম বটে, কিন্তু চিন্তাও হচ্ছে যথেষ্ট। এলোমেলো নানা কথা ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত বললাম 'আগে তো সেখানে পৌঁছই, তারপর দেখা যাবে।'

চার ।। আমি হ্যাসানিয়ে পৌঁছলাম

তিনদিন বাদে আমি বাগদাদ ছাড়লাম।

মিসেস কেলসি এবং তার সন্তানকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমার সাহচর্য ও সেবায় উনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। মেজর কেলসি আমার সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে বিদায় জানিয়েছিলেন। পরদিন সকালেই আমি কিরকুক পৌঁছব, সেখানে কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

দারুণ ভাল ঘুমিয়ে ছিলাম। কখনোই ট্রেনে আমার ভাল ঘুম হয় না, আজে বাজে স্বপ্ন দেখি। ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে চমৎকার মধুর সকাল উপভোগ করেছিলাম। নতুন জায়গা এবং সেখানকার লোকজনদের দেখার জন্য আমি উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম।

স্টেশনে নেমে এদিক-ওদিক দেখছি কেউ আছে কি না, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম একজন যুবক আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। গোলাকার, গোলাপি রঙের মুখ। সত্যিই বলছি, ইনি যেন পি. জি. উডহাউসের বই থেকে হুবহু উঠে এসেছেন, এমনটি আর সারা জীবনেও দেখিনি।

'আপনিই কি নার্স লেথারান? নিশ্চয়ই তাই, বুঝতেই পারছি। হাঁ, হাঁ। আমার নাম কোলম্যান। ডঃ লিডনার আমাকে পাঠিয়েছেন। কেমন লাগছে? জঘন্য রেলযাত্রা, তাই না? আমি কি আর জানি না রেলের হালচাল? যাই হোক, ভালয় ভালয় মিটে গেছে। সকালে কিছু খেয়েছেন? এই বুঝি আপনার মালপত্র? বাঃ বেশ কমই বলতে হবে। আমি কি বেশি বকবক করছি? আসুন, ঐ বাসটায় ওঠা যাক।'

ঐ অদ্ভুত যানটাকে কি বলা যেতে পারে? খানিকটা লরির মতো আর কিছুটা মোটরের মতো। কোলম্যানের সাহায্যে গাড়িতে উঠেছিলাম। বলেছিলেন ড্রাইভারের পাশের সিটে বসতে, ঝাঁকুনি কম লাগবে।

boiRboi.net

শুধু ঝাঁকুনি। সমস্ত মালপত্রসহ আমরা যে টুকরো-টুকরো হয়ে যাইনি, এটাই আশ্চর্যের। মহান প্রাচ্যই বটে, ইংল্যান্ডের সুন্দর প্রশস্ত রাস্তার কথা ভেবে মনটা আরও বেশি ঘরকুনো হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ বাদে একটি নদীর ধারে এসে পড়লাম। যেরকম ঝুঁকি নিয়ে আমরা নদী পার হলাম, তা কল্পনাও করা যায় না। নদীটা যে শেষ পর্যন্ত পার হলাম, তা ঈশ্বরের অসীম কৃপাই বলতে হবে। ঘণ্টাচারেক বাদে হ্যাসানিয়ে পৌঁছলাম। বেশ বড়সড় শহর এবং বেশ সুন্দর। দূর থেকে শ্বেতশুভ্র মসজিদের চূড়াগুলো স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

মিঃ কোলম্যান আমাকে ডঃ রিলির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, উনি বললেন মধ্যাহ্নভোজের সময় উনি আসবেন।

ডঃ রিলি মানুষ হিসেবে খুবই সুন্দর, এখন দেখলাম তার বাড়িটিও সুন্দর। ছিমছাম বাথরুম, সবকিছুই যথাযথ। খুব ভাল করে স্নান করলাম, তারপর পোশাক পরে যখন নিচে এলাম তখন বেশ ভালই লাগছিল।

আমরা খাবার ঘরে ঢুকলাম, ডাঃ রিলি তার মেয়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। ওঁনার মেয়ে নাকি সব সময়ই দেরি করে থাকেন। ডিমের একটি সুন্দর পদ সবে শেষ করেছি, এমন সময় ডাক্তারবাবু বললেন, 'ইনিই আমার কন্যা শীলা।'

তিনি হাত নাড়ালেন, টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন, মিঃ কোলম্যানকে কোনওরকমে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'বিল, সব ভাল তো?'

বিল তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। সেই সময় আমি শীলাকে লক্ষ্য করছিলাম। তাকে আমার বিশেষ পছন্দ হলো না। হাল্কা মনের মেয়ে, যদিও বেশ সুন্দরী। কালো চুল নীল চোখ। কথাবার্তার মধ্যে একধরনের তাচ্ছিল্যের ভাব আছে, আমার বিরক্তিকর লাগছিল।

শীলার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মিঃ কোলম্যান একটু বেশিমাত্রায় উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। ফলে তোতলাচ্ছিলেন এবং আগের থেকে আরও নির্বোধের মতো বকবক করছিলেন। কুকুরেরা যেমন ল্যাজ নাড়িয়ে আদিখ্যেতা দেখিয়ে খুশি করার চেষ্টা করে, অনেকটা সেইরকম আর কি।

খাওয়ার পর ডঃ রিলি হাসপাতালে চলে গেলেন এবং মিঃ কোলম্যান কিছু জিনিস কিনতে বেরোলেন। মিস রিলি জিজ্ঞেস করলেন শহরটা একটু ঘুরে দেখব নাকি বাড়িতেই থাকব। মিঃ কেলিম্যান ঘণ্টাখানেক বাদে আমাকে নিতে আসবেন।

'তেমন কিছু দেখার আছে কি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছু ছবি আছে, দেখা যেতে পারে। তবে জানি না, আপনার কতটা ভাল লাগবে। জায়গাটা অসম্ভব নোংরা।'

যেভাবে তিনি বললেন তাতে আমি বেশ আশ্চর্য হলাম। ছবি যেখানে থাকে সে জায়গাটা নোংরা হতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। যাই হোক, আমরা একটা ক্লাবে

গেলাম, ক্লাবটি কিন্তু বেশ সুন্দর। সেখান থেকে নদীর চমৎকার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি ইংরেজি খবরের কাগজ এবং পত্রপত্রিকাও রয়েছে।

বাড়িতে এসে দেখলাম তখনও মিঃ কোলম্যান আসেনি। সুতরাং বসে বসে অনেকক্ষণ বকবক করলাম। খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছিলাম যে তা নয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে মিসেস্ লিডনারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কি না।

'না, তার স্বামীর সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'আমি ডঃ লিডনারকে খুব ভালভাবে চিনি। সবাই তাকে পছন্দ করেন।'

মনে মনে ভাবলাম, আপনি ওঁনার স্ত্রীকে পছন্দ করেন না, এই তো।

এবারও আমাকে কিছু না বলতে দেখে উনি বলেই ফেললেন: 'কি হয়েছে ওঁনার! ডঃ লিডনার কিছু বলেননি আপনাকে?'

যে রোগীর সংস্পর্শেই এখনো আসা হয়নি তাকে নিয়ে গল্পগুজব করা আমার রুচিবহির্ভূত, তাই এড়িয়ে যাওয়ার মতো করে বললাম, 'তার শরীরটা বিশেষ ভাল নয়, তাই আমাকে একটু দেখাশুনা করতে হবে, এই আর কি।'

তিনি হেসে উঠলেন, বিশ্রি এক ধরনের হাসি কর্কশ এবং অপ্রত্যাশিত।

'হায় ভগবান, ন'জন লোকও তাকে দেখাশোনার পক্ষে যথেষ্ট নয়?'

'তাদের কাজকর্ম আছে নিশ্চয়?'

'কাজকর্ম? হ্যাঁ তা অবশ্য করতে হয়। তবে লুইসের ব্যাপারটা সবার আগে।

'না,' আমি মনে মনে বললাম, 'আপনি ওঁনাকে পছন্দ করেন?'

'যাইহোক,' থামবার পাত্রী নন তিনি, 'এ কথা আমি বুঝতে পারছি না একজন হাসপাতালের পেশাদার নার্স তার জন্য কি করতে পারেন। আমার মতে একজন অপেশাদার সাহায্যকারিণীই যথেষ্ট ছিল। তিনি এই ধরনের রোগী নন যে মুখে থার্মোমিটার গুঁজে জ্বর দেখতে হবে বা নাড়ী টিপে দেখতে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

অস্বীকার করব না যে কৌতূহল হচ্ছে।

'আপনার মতে ওঁনার কিছুই হয়নি?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'অবশ্যই ওঁনার কিছু হয়নি। ঐ ভদ্রমহিলা ষাঁড়ের মতোই শক্তপোক্ত।'

নার্স হিসেবে, এই ধরনের রোগী যে আমি পাইনি তা নয়। কিন্তু তা হলেও, একটা ব্যাপার কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না। 'নিরাপদ' কথাটা উনি কেন বলেছিলেন। কেন জানি না, কথাটা আমার মাথায় সেঁটে বসে গিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম। 'মিসেস লিডনার কি নার্ভাস ধরনের? হয়ত দেশ ছেড়ে এত দূরে এসে থাকতে হচ্ছে বলে নার্ভাস হয়ে পড়েছেন?'

'নার্ভাস হওয়ার কি আছে? লোকজনের অভাব? এছাড়া চৌকিদারও আছে—ও সব প্রত্নসামগ্রীর জন্য। না, নার্ভাস উনি মোটেও নন—'

এরপর উনি কি ভেবে থেমে গেলেন। দু'-এক মিনিট বাদে ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জার্ভিস আর আমি একদিন সকালে ঘোড়ায় চড়ে ওখানে

গিয়েছিলাম। বেশির ভাগ লোকই তখন খননকার্যে চলে গিয়েছিল। উনি তখন বসে একটি চিঠি লিখছিলেন, হয়ত উনি আমাদের খেয়াল করেননি। আমরা সোজা বারান্দায় চলে এসেছিলাম। মিঃ জার্ভিসের ছায়া পড়েছিল দেওয়ালে, তা দেখে উনি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলেন। পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলেছিলেন যে ভেবেছিলেন অচেনা কেউ। অদ্ভুত। আমি বলতে চাইছি অচেনা হলেই বা, এত ভয়ের কি আছে।

আমি মাথা নেড়ে সায় জানিয়েছিলাম।

মিস রিলি নীরব হয়ে আছেন। হঠাৎই ফেটে পড়ে বললেন, 'আমি জানি না এবছর ওদের যে কি হয়েছে, জনসন এমনই মনমরা হয়ে গিয়েছে যে, মুখ খোলাই দায়। প্রচণ্ড দরকার না হলে ডেভিড কথাই বলে না। বিল অবশ্য থামতে শেখেনি, কিন্তু ওর বকবকানির চোটে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ক্যারে এমন সাবধানী দৃষ্টি নিয়ে চলাফেরা করে, মনে হয় এই বুঝি ভয়ঙ্কর কোনও কিছু ঘটে যাবে। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে এমন সন্দিগ্ধভাবে তাকায় যেন...যেন...আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারব না, কিন্তু খুব অবাক লাগে।'

কি অদ্ভুত ব্যাপার, মিস রিলি আর মেজর পেনিম্যান দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা হলেও এক্ষেত্রে তাদের অনুভূতি কিন্তু এক।

তখনই মিঃ কোলম্যান ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। 'দুর্দান্ত—আজ পৃথিবীর সেরা শপিং করেছি আমি।

'আপনি এই শহরের যা কিছু সৌন্দর্য সব নার্সকে দেখিয়ে দিয়েছেন তো?'

'উনি আগ্রহী নন।' শুকনো গলায় বললেন মিস রিলি।

'ওঁকে দোষ দিই না। কিই বা দেখার আছে এই হতচ্ছাড়া শহরে।'

'কি ছবি কি প্রত্নসামগ্রী কোনও কিছুর ওপরই আপনার কোনও আগ্রহ নেই, বিল? আমি বুঝে উঠতে পারি না আপনি প্রত্নতত্ত্বে কি ভাবে আকৃষ্ট হলেন।'

'তার জন্য আমাকে দোষ দিও না, দোষ আমার অভিভাবকের। আমার বাবা সর্বক্ষণ বইয়ের মধ্যেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন। জগতে যেন আর কিছুই নেই। কেন যে মরতে আমার ঐ রকম একজন বাবা হলো। যে বিষয়ের ওপর আপনার কোনও আকর্ষণ নেই। জোর করে সেই বিষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়াটা চরম নির্বুদ্ধিতা।' তীক্ষ্ণভাবে মেয়েটি বলে উঠেছিলেন।

'জোর করে নয়, শীলা, জোর করে নয়। বৃদ্ধ মানুষটি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি বিশেষ কোনও পেশার কথা ভাবছি কিনা, আমি বলেছিলাম যে না। সুতরাং তিনি প্রভাব খাটিয়ে আমাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু আপনি কি পছন্দ করেন না করেন এ ব্যাপারে আপনি কিছুই ভাবেন না? নিশ্চয়ই ভাবেন?'

'অবশ্যই ভাবি। আমার পছন্দ হলো অনেকগুলো টাকা নিয়ে মোটর রেসিংএ বেরিয়ে পড়া।'

boirboi.net

'আপনি একটা কিম্ভূতকিমাকার।' রেগেমেগে বলে উঠলেন মেয়েটি।

'সে আপনি যাই বলেন, সারাদিন অফিসে মুখ গুঁজে কলম পেষা আমার ধাতে সইবে না। আমি পৃথিবীটা ঘুরে দেখতে চাই।'

'তবে তো এখানে আপনাকে দিয়ে ঘোড়ার ডিম হবে।'

'ভুল করছেন। খনিতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমি কাজ করতে পারি। তাছাড়া আমার ড্রয়িংয়ের হাতটাও খুব খারাপ নয়। স্কুলে পড়ার সময় হাতের লেখা নকল করায় খুব ওস্তাদ ছিলাম। আমি একজন প্রথম শ্রেণীর জালিয়াত হতে পারি। যেদিন আমার রোলস্‌রয়েস বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার ওপর কাদা ছিটিয়ে চলে যাবে, সেদিন বুঝবে আমি অপরাধ জগতেরই লোক হয়ে গেছি।'

মিস রিলি শান্তভাবে বলেছিলেন, 'বাজে বকবক না করে কাজে যাও।'

প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলেছিলাম, 'চলুন, একটু বেরিয়ে আসা যাক, মিঃ কোলম্যান।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

মিস রিলিকে হাত নাড়িয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।

'শীলা দারুণ আকর্ষণীয়া কিন্তু বড্ড খিটখিট করে।' একটি গাড়ি করে আমরা শহরে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ বাদে একটা রাস্তায় এসে পড়লাম যেটা শষ্যক্ষেতের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে। রাস্তাটা প্রচণ্ড এবড়োখেবড়ো।

আধঘণ্টাটাক বাদে নদীর ধারে একটা বড় স্তূপ দেখিয়ে বললেন, 'তেল ইয়ারিমঝা।'

পিঁপড়ের মতো কালো কালো মানুষরা চলাফেরা করছে, দূর থেকে এটুকুই দেখতে পেলাম। তাদের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎই দেখি সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে।

মিঃ কোলম্যান বললেন, 'কাজ শেষ। আমরা সূর্যাস্তের একঘণ্টা আগেই কাজ শেষ করি।' বাড়িটা নদী থেকে কিছুটা দূরে। একটি উঠোনকে ঘিরে বাড়িটা। আগে শুধু উঠোনের দক্ষিণ দিকেই কয়েকটি ঘর ছিল, আর পূর্বদিকে ছিল গুরুত্বহীন ঘরগুলি। এখন কাজের সুবিধার্থে বাকি দু'দিকেও বাড়ি তৈরি করা হয়েছে। এই কাহিনীতে বাড়িটির খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই পাঠকদের সুবিধার্থে এখানে বাড়িটার একটা মোটামুটি বিবরণ দিচ্ছি। সব ঘরের দরজাগুলোই উঠোনমুখো এবং বেশিরভাগ জানলাগুলোই শুধু দক্ষিণ দিকের। পুরোনো বাড়ির জানলাগুলো বাদে সব জানলাগুলোতেই গরাদ লাগানো আছে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণের সিঁড়িটা সোজা বড়সড় প্রশস্ত ছাদে উঠে গেছে।

মিঃ কোলম্যান আমাকে নিয়ে দক্ষিণ দিকের বড় খোলা বারান্দায় এসে একটি ঘরে ঢুকেছিলেন। সেখানে কয়েকজন একটা টেবিল ঘিরে বসেছিলেন।

'দেখুন সবাই কাকে নিয়ে এসেছি।' হৈ হৈ করে বলেছিলেন মিঃ কোলম্যান।

একজন ভদ্রমহিলা উঠে আমাকে অভিবাদন করতে এগিয়ে এলেন।

এই প্রথম আমি দেখলাম লুইস লিডনারকে।

পাঁচ ॥ তেল ইয়ারিমঝা

অস্বীকার করব না, প্রথম তাকে দেখে রীতিমতো অবাকই হয়েছিলাম। কোনও মানুষ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলে, মনে মনে সেই মানুষটার একটা চেহারা তৈরি হয়ে যায়। আমার মাথায় ঢুকে গিয়েছিল, তার গায়ের রং হবে চাপা, রুক্ষ আর খিটখিটে মেজাজের হবেন। বেশ গাট্টাগোট্টা, জানি একটু অশোভন শোনাচ্ছে, কিন্তু আমার সত্যিই ঐ রকমই মনে হয়েছিল।

আসল মানুষটা কিন্তু মোটেই আমার কল্পনার সঙ্গে মিলল না। প্রথমেই বলি, তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বলবর্ণা। তার স্বামীর মতো তিনি সুইডেনের মানুষ নন, কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশের মানুষদের মতো অত্যন্ত সুন্দর ত্বকের অধিকারিণী। তিনি যুবতীও নন। বয়স বছর পঁয়ত্রিশেক হবে। মুখটা একটু শুকনো, চোখদুটি কিন্তু অপূর্ব। সত্যি বলতে কি, ঐ চোখ নিয়ে কবি লাইনের পর লাইন কবিতা লিখে যেতে পারেন।

বিশাল দুটি চোখের নীচে সামান্য কালির আভাষ। অত্যন্ত কৃশ তিনি, দুর্বল প্রকৃতির। যদি আমি বলি যে অসম্ভব ক্লান্তি তার সারা শরীরে জড়িয়ে আছে এবং একই সঙ্গে তিনি ভীষণ রকম জীবন্ত তাহলে নিশ্চয়ই নির্বোধের মতো শোনাবে, কিন্তু ঠিক এইরকমই আমার মনে হয়েছিল। এও মনে হয়েছিল তার মধ্যে প্রবলভাবে নারীসুলভ কমনীয়তাই বিদ্যমান। এখনও তাকে প্রথম দেখার অনুভূতি আমার মনে গেথে আছে।

তিনি তার হাতদুটি প্রসারিত করে হাসলেন। তার কণ্ঠস্বর মৃদু এবং আমেরিকানদের মতো টেনে টেনে কথা বলেন। 'নার্স, আপনি এসেছেন, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। একটু চা খাবেন, নাকি আপনার ঘরেই যাবেন প্রথমে?'

বললাম যে চা খেয়েছি, তখন তিনি ঘরে যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইনি হলেন মিস জনসন আর ইনি রেইটার। মিসেস মারকাডো, ফাদার ল্যাডিগনি। আমার স্বামী কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন। আপনি এই চেয়ারটিতে বসুন।'

তাই বসলাম, মিস জনসন নানা বিষয়ে কথা শুরু করলেন।

তাকে আমার ভাল লাগল। ওঁনাকে দেখে একজন ম্যাট্রনের কথা মনে পড়ে গেল, প্রশিক্ষণের সময় যাকে দেখে খুবই উদ্দীপিত হয়েছিলাম, পরিশ্রমও করেছিলাম খুব।

তার বয়স পঞ্চাশ বছরের মতো, কিছুটা পুরুষালী হাবভাব, ধূসর বর্ণের ছোট করে কাটা চুল, সুন্দর কণ্ঠস্বর তার, একটু গভীরস্বরে কথা বলেন। এবড়ো-খেবড়ো বিশ্রি মুখমণ্ডল, বাঁকা নাকটা দেখলে হাসির উদ্রেক হয়, মুশকিলে পড়লে বা বিব্রত হলে জোরে আবার সেটি ঘসেন। পুরুষালী ধাঁচের টুইডের কোট এবং স্কার্ট পরেছেন। বললেন যে তিনি ইয়র্কশায়ারের বাসিন্দা।

boiRboi.net

ফাদার ল্যাভিগনি কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। লম্বা মানুষ, বেশ অনেকখানি কালো দাড়ি, পিনস্‌নেজ চোখে। তিনি সাদা উলের তৈরি লম্বা গাউন পরে আছেন।

মিসেস লিডনার তার সঙ্গে ফরাসী ভাষাতেই বেশি কথাবার্তা বলছিলেন, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে সুন্দর ইংরেজিতেই কথা বলছিলেন। লক্ষ্য করলাম, তার চতুর পর্যবেক্ষণী চোখদুটি মরার মুখের ওপর নিরীক্ষণ করে চলেছে।

আমার উল্টোদিকে বাকি তিনজন বসে আছেন। মিঃ রেইটার বলিষ্ঠ এবং উজ্জ্বল বর্ণের ভদ্রলোক, চশমা পরিহিত। কোঁকড়ানো এবং বড় চুল, নীল রঙের চোখদুটি পুরোপুরি গোলাকার। আর একজন ভদ্রলোক, খুব ছোট করে ছাঁটা চুল, বেশ বড় কৌতুকদীপ্ত মুখখানি, সুন্দরভাবে সাজানো দাঁতের পাটি। হাসলে দারুণ আকর্ষণীয় দেখায়। খুব কম কথা বলেন। তিনিও মিঃ রেইটারের মতো আমেরিকান। শেষজন হচ্ছেন মিসেস মারকাডো, তার দিকে আমি ভাল করে তাকাতে পারিনি। যখনই ওনার দিকে চোখ পড়েছে, লক্ষ্য করেছি একটা বিশ্রি ক্ষুধার্ত দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। হয়ত ভাবছেন হাসপাতালের নার্স আবার কেমন জন্তুরে বাবা। কোনও সহবৎ শেখেনি। বয়স তার কম, পঁচিশের বেশি নয়। বেশ সুন্দর দেখতে, কিন্তু সে সব ছাপিয়ে তার অনুজ্জ্বল চোর চোর চেহারাটাই নজরে পড়ে যায়। খুব রংচঙে পুলোভার পরণে, তার সঙ্গে মানিয়ে নখে নেলপালিশ লাগানো, কৌতূহলী মুখমণ্ডল, বড় বড় চোখদুটিতে সন্দেহজনক চাউনি।

চা এল। খুব সুন্দর চা, বেশ কড়া। মিসেস কেলসি যা সবসময় ব্যবহার করতেন। টোস্ট, জ্যাম আর কেক দিয়ে সাজানো প্লেটটি মিঃ এম্মট্ খুব বিনীতভাবে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই মিঃ কোলম্যান ঢুকলেন। হুড়-মুড় করে বসে পড়লেন মিস জনসনের পাশে। রাজ্যের বকবকানি শুরু হয়ে গেল।

মিসেস লিডনার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লান্তভাবে তার দিকে তাকালেন, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না। মিসেস মারকাডো তার আগড়ুম-বাগড়ুম কথার উত্তর দেওয়ার চাইতে আমাকে গিলে খাওয়াটাই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন।

খাওয়া সবে হয়েছে, মিঃ লিডনার আর মিঃ মারকাডো খননস্থান থেকে ফিরে এলেন। ডঃ লিডনার তার স্বভাবসিদ্ধ মুর্ধরতার সঙ্গে আমাকে অভিবাদন জানালেন। চকিতে তিনি চিন্তিতচোখে তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, মনে হলো তার স্ত্রীর মুখচোখের ভাব দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর তিনি টেবিলের এক ধারে গিয়ে বসলেন আর মিঃ মারকাডো মিসেস লিডনারের পাশের খালি জায়গায় গিয়ে বসলেন। রোগা, লম্বা এবং একেবারেই সাদাসিদে চেহারা, বয়সে তার স্ত্রীর চাইতে বেশ খানিকটা বড়, ম্যাড়ম্যাড়ে গাত্রবর্ণ, এবং মুখময় অদ্ভুত, নরমসরম, অগোছালো দাড়ি। এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম কেননা তার স্ত্রীর দৃষ্টি এবার আমাকে ছেড়ে তার স্বামীর ওপর রূপান্তরিত হয়েছে। কেমন একটা অধৈর্য এবং উত্তেজিত চাউনি, অস্বাভাবিক লাগল। ভদ্রলোক নিজেই তার চায়ের চিনি নিলেন। প্লেটের কেকটা অভুক্ত অবস্থাতেই পড়ে থাকল।

তখনও একটা চেয়ার খালি ছিল, কিছুক্ষণ পরেই একজন ভদ্রলোক এসে চেয়ারটি দখল করলেন। রিচার্ড ক্যারেকে দেখামাত্রই মনে হলো এমন সুন্দর, সপ্রতিভ মানুষ আমি বহুদিন দেখিনি—আদৌ কোনওদিন দেখেছি বলে মনে হলো না। একজন মানুষকে যদি একই সঙ্গে সপ্রতিভ এবং তার মাথাটাকে বলা হয় মৃত মানুষের মাথার মতো দেখতে, জানি তা কিম্ভুতরকমের পরস্পরবিরোধী শোনাবে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই তাই। মাথাটা দেখে মনে হয় অস্থির ওপরই চামড়া যেন এঁটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাঝখানে কিছুই নেই। কিন্তু সে চমৎকার, সুসম্বদ্ধ অস্থি, মাথা, কপাল এবং চোয়াল ভীষণ কাটা কাটা, বুদ্ধিদীপ্ত। ব্রোঞ্জের মূর্তির কথা মনে পড়ে যায়। এত গভীর নীল আর উজ্জ্বল চোখ আমার চোখে আর পড়ে্‌ ৷। প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা এবং আমার অনুমান বয়স চল্লিশের ঠিক নিচেই।

ডঃ লিডনার বললেন, নার্স ইনি হলেন মিঃ ক্যারে—আমাদের আর্কিটেক্ট।

তিনি বিড়বিড় করে ইংরেজীতে কি বললেন শোনা গেল না, তারপর মিসেস মারকাডোর পাশে গিয়ে বসে পড়লেন।

মিসেস লিডনার বললেন, 'খুব খারাপ লাগছে, চা নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মিঃ ক্যারে।'

তিনি বললেন, 'না, না ঠিক আছে। আমারই দেরি হয়ে গেছে, কাজটা সেরে আসতে হলো কিনা।'

মিসেস মারকাডো বললেন, 'মিঃ ক্যারে, জ্যাম?'

মিঃ রেইটার টোস্টের প্লেটটি এগিয়ে দিলেন। এসব দেখে আমার কেমন যান্ত্রিক মনে হচ্ছিল। নিছক প্রাণহীন ভদ্রতা। একসঙ্গে এতদিন এঁরা আছেন, অথচ নিজেদের মধ্যেকার এই অনতিক্রম্য দূরত্ব আমার অস্বাভাবিক ঠেকেছিল।

ছয় ॥ প্রথম সন্ধ্যা

চা পর্ব মিটে গেলে মিসেস লিডনার আমাকে নিয়ে গেলেন আমার ঘর দেখাতে।

এইখানেই ঘরগুলির বিবরণ দিয়ে দেওয়া ভাল। বড় বারান্দাটার দু'দিকেই দুটি বড় ঘর। ডানদিকের ঘরটি ডাইনিংরুম, যেখানে আমরা চা খেয়েছিলাম। আর একদিকের ঘরটিও একেবারে একইরকম। (আমি এই ঘরটাকে লিভিংরুম বলি) বসার ঘর হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়, কিছু কিছু কাজকর্ম হয়, যেমন নকশা আঁকা ইত্যাদি। এ লিভিংরুম থেকে অ্যান্টিকা রুমে যাওয়া যায়, খোঁড়াখুঁড়ি করে যা কিছু পাওয়া যায়, সব কিছুই সেখানে এনে রাখা হয়। অ্যান্টিক ঘর থেকে কিন্তু বেরোনোর কোনও দরজা নেই, লিভিংরুম হয়েই বেরোতে হবে। অ্যান্টিক ঘরের পাশের ঘরটি মিসেস লিডনারের, উঠোনমুখো দরজা দিয়ে সেই ঘরে ঢুকতে হবে। এই দিকের সব ঘরেই দুটি করে গরাদ লাগানো জানলা আছে, গ্রামাঞ্চলের দিকে মুখ করে।

কোণের এই ঘরটির পাশেই ডঃ লিডনারের ঘর, এই দুটি ঘরের মধ্যে কিন্তু

সংযোগকারী কোনও দরজা নেই। বাড়িটির পূর্বদিকে এই ঘরটিই প্রথম। পরের ঘরটিই আমার, তার পরেরটা মিস জনসনের, পাশের ঘরদুটি মিঃ এবং মিসেস মারকাডোর। তার পরে তথাকথিত বাথরুম দু'খানি।

(আধুনিক বাথরুম ব্যবহার করা যাদের অভ্যেস, তারা এগুলোকে বাথরুম বলবেন কি না, ভেবে দেখার বিষয়। টিন দিয়ে তৈরি বাথটব আর কেরোসিনের টিনে করে বাইরে থেকে কর্দমাক্ত জল আনা হয়। বাথরুম!) বাড়িটির এই দিকের সব ঘরগুলি ডঃ লিডনার নতুন করে তৈরি করান। দুটি বাথরুমেই একটি দরজা ও একটি জানলা উঠোনের দিকে মুখ করা। উত্তরদিকে ড্রয়িং অফিস, ল্যাবরেটরি আর ফটোগ্রাফির ঘর।

অন্যদিকের ঘরগুলিও আরেকদিকের মতোই। ডাইনিং-রুম দিয়ে যেতে হয় অফিস ঘরে, যেখানে সমস্ত ফাইলগুলি রাখা হয় আর তালিকা তৈরি আর টাইপিংয়ের কাজ হয়। ওদিকের কোণের ঘরটি যেমন মিসেস লিডনারের তেমনি এদিকের কোণেরটি ফাদার ল্যাডিগনির। এঁকেই সবচেয়ে বড় ঘরটি দেওয়া হয়েছে। এখানে তিনি শিলালিপির পাঠোদ্ধারের কাজও করে থাকেন। এই ঘরের পরেই সিঁড়িটা ছাদে উঠে গেছে। এরপর রান্নাঘর, তারপরের চারটি ছোট-ছোট ঘরে থাকেন চারজন যুবক—ক্যারে, এম্মট্, রেইটার এবং কোলম্যান। উত্তর পশ্চিম কোণের ফটোগ্রাফিক ঘরের মধ্যে দিয়েই ডার্করুমে যেতে হয়। তারপর ল্যাবরেটরি, এর পরেই এই বাড়িতে ঢোকার একমাত্র রাস্তা—বিরাট ধনুকাকৃতি ছাদবিশিষ্ট দরজা, যে দরজা দিয়ে আমরা প্রবেশ করেছিলাম। দরজার বাইরে ভৃত্যদের কোয়ার্টার, আস্তাবল, প্রহরীদের কোয়ার্টার। এরপরের ড্রয়িং অফিসটি গোটা উত্তরদিকটি জুড়েই।

বাড়িটির কোথায় কি আছে তা সবিস্তারেই জানিয়ে রাখলাম, কেননা বারবার তাহলে আর আমাকে বর্ণনা করতে হবে না।

আগেই বলেছি, মিসেস লিডনার আমাকে নিয়ে বাড়িটি ঘুরে দেখিয়েছিলেন এবং শেষমেষ আমার ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। ঘরটি বেশ সুন্দর যদিও সাধারণভাবেই সাজানো—খাট, একটি আলমারি একটি চেয়ার এবং একটি ওয়াশ স্ট্যান্ড।

'বেয়ারারা আপনার জন্য দুপুর আর রাতের খাবারের আগে গরম জল এনে দেবে, এছাড়া সকালে তো দেবেই। যদি অন্য সময় গরমজলের দরকার হয় তবে বাইরে বেরিয়ে হাততালি দেবেন, বেয়ারা এলে বলবেন, 'ইব মাই হার।' কি মনে হয়, মনে থাকবে তো?'

হোঁচট খেতে খেতে কয়েকবার বললাম কথাটা।

'এই তো ঠিক হয়েছে। এই বলে চেঁচাতে হবে, আরবদের আবার আমাদের উচ্চারণে সাধারণভাবে বললে বুঝতে পারে না।' বলে তিনি হেসেছিলেন।

'আশা করি, এখানে আপনার ভালই লাগবে। একঘেয়ে লাগবে না। 'নার্স, আমার স্বামী আপনাকে ঠিক কি বলেছেন, বলুন তো?'

আমি অবাক হইনি, এরকম প্রশ্ন তো তার মনে আসতেই পারে। 'উনি বলেছেন

BDRboi.net

যে আপনার শরীর একটু ভেঙে গেছে, আর সেই জন্যই আপনি চেয়েছিলেন যে কেউ একজন আপনার দেখাশোনার জন্য থাকলে ভাল হয়। যাতে আপনি সমস্তরকম দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।'

তিনি ধীরে ধীরে এবং চিন্তিতভাবে মাথা নামিয়ে নিলেন।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সে তো খুব ভালই হবে।'

একটু হেঁয়ালির মতো শোনালেও আমি আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। বরং বললাম, 'আশা করি, আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারব। আপনিও দেখবেন, যাতে আমাকে আলসেমিতে না পেয়ে বসে।'

তিনি একটু হাসলেন। 'ধন্যবাদ নার্স।'

তারপর তিনি বিছানায় বসলেন। কিছুটা অবাক করেই আমাকে প্রায় জেরা করতে শুরু করলেন। অবাক এইজন্যই হচ্ছি যে তাকে দেখা থেকেই আমার মনে হয়েছে যে তিনি আপাদমস্তক একজন ভদ্রমহিলা, সাধারণত ভদ্রমহিলারা অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে এতটা কৌতূহল দেখান না।

কিন্তু মিসেস লিডনারকে মনে হলো আমার ব্যাপারে সবকিছু জানার জন্য ভীষণ আগ্রহী। কোথা থেকে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি, কতদিন আগে, কি কারণে আমি এই সুদূর প্রাচ্যে এসে পড়লাম, কিভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে ডঃ রিলি আমার কথা বললেন। এও জিজ্ঞাসা করলেন আমি কখনো আমেরিকায় থেকেছি কিনা বা আমেরিকায় আমার কোনও আত্মীয়স্বজন আছে কিনা। এর মধ্যে একটা দুটো প্রশ্ন তো একেবারেই অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল, পরে অবশ্য যা তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

তারপর হঠাৎই তার মেজাজ পাল্টে গেল। হাসলেন উজ্জ্বল, হৃদয়স্পর্শী হাসি। খুব মিষ্টি করে বললেন যে আমি আসাতে উনি খুব খুশি হয়েছেন এবং উনি নিশ্চিত যে এতে ওঁনার অনেক ভাল হবে। তারপর বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললেন, 'ছাদে গিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে চান? এই সময় খুব সুন্দর সূর্যাস্ত দেখা যায়।'

আমি খুশি মনেই রাজী হলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি বললেন, 'বাগদাদ থেকে এখানে আসার সময় ট্রেনে কি অনেক পুরুষ ছিলেন?

বললাম যে সেভাবে তো লক্ষ্য করিনি, তবে দু'জন ফরাসীকে দেখেছি। তিনি মাথা নাড়লেন। মুখ থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ বেরোল। তাতে স্বস্তির লক্ষ্মণ।

আমরা দু'জন মিলে ছাদে চলে গেলাম।

মিসেস মারকাডো সেখানে ছিলেন, প্যারাপেটের ওপর বসে। আর মিঃ লিডনার ঝুঁকে পড়ে প্রচুর পাথর আর ভাঙা মৃৎপাত্র দেখছেন। এছাড়াও বিচিত্র আকারের সব মৃৎপাত্র যা আগে কখনো দেখিনি।

'এখানে আসুন।' বললেন মিসেস মারকাডো। 'কি দারুণ সুন্দর, তাই না?'

boiRboi.net

সত্যিই দারুণ সূর্যাস্ত। সূর্যের রাঙা আলোয় হ্যাসানিক শহরটাকে মায়াবী বলে মনে হচ্ছে, আর টাইগ্রিস নদীকে মনে হচ্ছে স্বপ্নের নদী।

'কি সুন্দর, তাই না এরিক?' মিসেস লিডনার বললেন। উনি কেমন যেন আনমনা চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, তা বটে, তা বটে' কোনওরকমে এইটুকু বলেই আবার ভাঙা মৃৎপাত্র গোনার কাজে মন দিলেন।

মিসেস লিডনার একটু হেসে বললেন, 'প্রত্নতত্ত্ববিদরা কেবল মাটির নিচে কি আছে তা দেখার জন্যই ব্যাকুল। তার ওপরে কি আছে না আছে তাতে তাদের যায় আসে না।'

মিসেস মারকাডো ফিক ফিক করে হেসে বললেন।

'সত্যিই ওঁরা বিচিত্র মানুষ—কিছুদিনের মধ্যেই আপনি দেখে অবাক হবেন, নার্স।'

'একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, 'আপনি আসাতে আমরা সবাই যে কত খুশি হয়েছি। মিসেস লুইসের জন্য আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম, তাই না লুইস?'

'তাই নাকি?'

তার বলার ভঙ্গি খুব মধুর শোনাচ্ছে না।

'হ্যাঁ, সত্যিই ওনার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল নার্স। সবসময়ই ভয় ভয় ভাব। কি হয়, কি হয়।'

মিসেস লিডনার শুকনো গলায় বললেন, 'আচ্ছা, এর পর থেকে আর আমার জন্য আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। নার্স এসে গেছেন, উনিই আমাকে এখন থেকে দেখাশোনা করবেন।'

'নিশ্চয়ই,' খুশির সঙ্গে বলে উঠলাম।

'এতে ওঁনার খুব উপকার হবে।' বললেন মিসেস মারকাডো।

'আমাদের সবসময়ই মনে হয়েছে, ওঁনার কোনও ডাক্তার দেখানো উচিত বা কিছু একটা করা দরকার। তাই না প্রিয় লুইস?'

'আচ্ছা, আমার এই বিশ্রি ব্যাপারটার চাইতে বেশি আকর্ষণীয় কোনও বিষয় কি কিছুই নেই?'

বুঝলাম মিসেস লিডনার সেই ধরনের মানুষ, যারা সহজেই শত্রু তৈরি করে ফেলেন। তার কথা বলার ভঙ্গিতে একটা শীতল নিষ্ঠুরতা কাজ করে। মিসেস মারকাডোর মুখ লাল হয়ে উঠল। তোতলাতে তোতলাতে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু মিসেস লিডনার উঠে ছাদের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে থাকা তার স্বামীর কাছে চলে গেলেন। আমার মনে হয় ভদ্রলোক তার পায়ের আওয়াজ পাননি। তাই তার স্ত্রী কাঁধে হাত রাখতেই তিনি চকিতে ফিরে তাকালেন। সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রণয়ের ছাপ স্পষ্ট।

মিসেস লিডনার তাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর বসে পড়লেন দু'জন মিলে।

'ভদ্রলোক ওঁনাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই না?' মিসেস মারকাডো বললেন।

'হ্যাঁ, দেখে খুব ভাল লাগল।' আমি বললাম।

তিনি আমার দিকে বিচিত্র এবং কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন।

'আপনার মতে ওঁনার ঠিক কি হয়েছে, নার্স?' একটু নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'তেমন কিছু নয় একটু ভেঙে পড়েছেন এই আর কি।' আমি বললাম।

আবার সেই গিলে খাওয়া দৃষ্টি, চায়ের টেবিলে যেমন ছিল আর কি। 'আপনি কি মানসিক রোগের নার্স?'

আমি বললাম, 'না। আপনার একথা মনে হলো কেন?'

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আপনি কি জানেন, কেমন অদ্ভুত মানুষ উনি? ডঃ লিডনার কিছু বলেননি আপনাকে?'

আমি আমার রোগীদের নিয়ে গল্পগুজব পছন্দ করি না। এছাড়াও আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আত্মীয়স্বজন বা কাছের লোকেদের কাছ থেকে রোগীর ব্যাপারে সঠিক কোনও তথ্য বার করা খুবই কঠিন। আর সঠিক তথ্য জানতে না পারলে ভালভাবে কাজ করা যায় না। অবশ্য ডাক্তার থাকলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। ডাক্তারবাবু তখন রোগীকে প্রয়োজনীয় সবরকম পরামর্শ দিতে পারেন।

কিন্তু এখানে কোনও ডাক্তার নেই। ডঃ রিলিকে কখনোই ডাক্তারি করার জন্য ডাকা হয়নি। আমি যত বেশি জানতে পারব ততই বোঝাতে আমার সুবিধা হবে, কিভাবে এগোলে ভাল হতে পারে।

বললাম 'শুনেছি, মিসেস লিডনার ঠিক স্বাভাবিক আচরণ নাকি করছেন না?'

মিসেস মারকাডো হাসলেন।

'স্বাভাবিক তো নয়ই। এক রাত্রে কে নাকি তার জানলায় টোকা মেরেছিল। একদিন একটি হাত উনি দেখেছিলেন যার বাহু নেই। এরপর এক রাতে তার কাঁচের জানলায় একটি হলদে মুখ চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। আতঙ্কে চিৎকার করে তখন উনি জানলার কাছে দৌড়ে গিয়ে দেখেন কেউ নেই। বাবা, আমার তো ভয়ে গা শিউরে উঠছে।'

'হয়ত কেউ তাকে মজা করে ভয়টয় দেখাচ্ছে।' আমি বললাম।

'কে জানে, মনগড়াও তো হতে পারে। এই তো, দিন তিনেক আগে গ্রামে ওরা গোলাগুলি ছুঁড়ছিল। তিনি লাফিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন—আতঙ্কে আমরা মৃতপ্রায়। ডঃ লিডনার তখন ঝটিতি তার কাছে গিয়ে হাস্যকরভাবে ভোলাবার চেষ্টা করছিলেন 'কিচ্ছু হয়নি, লক্ষ্মীটি, ভয়ের কোনও কারণ নেই।' বলেই চলছিলেন, আমার মনে হয়, আপনি জানেন যে কখনো কখনো এসব ব্যাপারে পুরুষরা মহিলাদের এইসব খ্যাপামিতে উৎসাহ যোগান। অত্যন্ত বাজে ব্যাপার এসব। ডিলিউশনকে কখনোই উৎসাহ দেওয়া উচিৎ নয়।'

'ডিলিউশন নাও হতে পারে।' কাটাকাটিভাবে বললাম।

'তাছাড়া আর কি হতে পারে?'

এর কোনও উত্তর আমি দিলাম না কারণ উত্তর আমার জানা নেই। গোলাগুলি এবং ভয়ে চিৎকার মেনে নেওয়া যায়, বিশেষ করে কোনও ভীতু মানুষ তা করতেই পারেন। কিন্তু হলদে মুখ আর হাতের ব্যাপারটা আলাদা। এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। এক, মিসেস লিডনার মজিয়ে গপ্পো ফেঁদেছেন অথবা যেমন বলেছি আর কি, কারুর নির্মম ঠাট্টা। এ এমন একটা ব্যাপার কোনও ভোঁতা মনের মানুষ, যেমন মিঃ কোলম্যানের মনে হতে পারে, খুব মজা করা গেল। ঠিক করলাম মিঃ কোলম্যানের ওপর কড়া নজর রাখব।

মিসেস মারকাডো আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ চোখে পড়ার মতো চেহারা কিন্তু ওঁনার, তাই না নার্স? এমন সুন্দরীরা আর পাঁচজনের মতো গতানুগতিকভাবে জীবন কাটিয়ে দেবেন, তা কি হয়? তাই এঁদের জীবন ঘটনাবহুল তো হবেই।'

'কি রকম, কি রকম?' আমি উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম।

'যেমন, তাঁর প্রথম স্বামী যুদ্ধে মারা যান, এখনো তিনি তেমনই রোমান্টিক, তাই না?'

অন্ধকার হয়ে আসছিল, বললাম, 'চলুন নিচে যাওয়া যাক।' উনি বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন ল্যাবরেটরিতে যাওয়া যাক, সেখানে আমার স্বামী আছেন।'

ল্যাবরেটরিতে আলো জ্বললেও, কাউকে দেখা গেল না।

'জোসেফ কোথায় থাকতে পারে?' মিসেস মারকাডো বললেন। ড্রয়িং অফিসটা উনি দেখলেন, ক্যারে তখন ওখানে কাজ করছিলেন। আমরা যে এসেছি, তা উনি খেয়াল করেছেন বলে মনে হলো না, আমি রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেলাম। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর চাপের সুস্পষ্ট চিহ্ন সেখানে। মনে হলো, 'মানুষটা সহ্যের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, যে কোনও মুহূর্তে ধৈর্য্যের সমস্ত বাঁধ বুঝি ভেঙে পড়বে। ফিরে আসার আগে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম। মাথাটা কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে, ঠোঁটদুটি পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড জোরে চেপে বসেছে। আর ঐ 'মৃতের মাথা'র হাড়গুলি যেন ফেটে বেরোতে চাইছে। হয়ত কিছুটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে, তবু বলি তাঁকে দেখে কিন্তু আমার মনে হলো কোনও এক প্রাচীন নাইট যুদ্ধে যাচ্ছেন। যিনি জানেন তাঁর জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে। আবার লক্ষ্য করলাম তাঁর অসাধারণ এবং দিকবিদিক ভুলে থাকা একনিষ্ঠ মনোযোগের ক্ষমতাকে।

লিভিং রুমে মিঃ মারকাডোকে দেখা গেল। তিনি মিসেস লিডনারকে কিছু নতুন পদ্ধতির কথা শোনাচ্ছিলেন। মিসেস লিডনার একটা সাদাসিদে কাঠের চেয়ারে বসে ছিলেন। এক টুকরো সিল্কের কাপড়ের ওপর নানারকম ফুল এমব্রয়ডারি করছিলেন। কেমন এক আশ্চর্য, অপার্থিব, ভঙ্গুর দেখতে লাগছিল তাঁকে, অবাক হলাম। রূপকথার বই থেকে উঠে আসা কোনও চরিত্রের মতো।

মিসেস মারকাডো তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'ও, তুমি এখানে, আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে ল্যাব দেখতে পাবো।'

ভদ্রলোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। তোতলাতে তোতলাতে কোনওরকমে বললেন, 'এক্ষুনি যাচ্ছি। একটা ব্যাপার বলছিলাম আর কি, ওঁনাকে—'

কথা পুরো. শেষ না করেই দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন।

মিসেস লিডনার তার নরম মিষ্টি স্বরে বললেন, 'আপনি একসময় এসে বাকিটা শুনিয়ে যাবেন কিন্তু। ভীষণ ভাল লাগছিল।'

তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তারপর আবার এমব্রয়ডারিতে মন দিলেন। দু'-এক মিনিট পরে তিনি বললেন, 'ওখানে কিছু বই আছে, নার্স। বেশ ভাল সংগ্রহই আছে আমাদের। একটি বই ওখান থেকে নিয়ে এখানে এসে বসুন।'

আমি বইয়ের আলমারির কাছে গেলাম। মিসেস মারকাডো দু'-এক মিনিটি অপেক্ষা করে হঠাৎই বেরিয়ে গেলেন। চলে যাবার সময় তাঁর মুখে আমার চোখ পড়ে গেল, তাঁর দৃষ্টি আমার ভাল লাগল না। প্রচণ্ড ক্রোধে বন্য সেই দৃষ্টি।

মিসেস লিডনার এমব্রয়ডারি করে যত্নের সঙ্গে ফুলগুলি ফুটিয়ে তুলছেন। এত কাছে, তবু মনে হচ্ছে যেন কত দূরের কেউ। একবার মনে হলো তাঁকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার। আমার ধারণা, উনি জানেন না যে হিংসা ও ঘৃণা কেমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে, যা কোনও যুক্তির ধার ধারে না।

তারপরই আমি নিজেকে বললাম, 'অ্যামি লেফারান, তুমি একটি নির্বোধ। মিসেস লিডনার কচি খুকি নন। তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর বয়স, জীবনকে তিনি ভালই জানেন।

তবুও কিন্তু মনকে পুরোপুরি প্রবোধ দিতে পারলাম না। জানি, মাত্র দু'বছর আগে তিনি মিঃ লিডনারকে বিয়ে করেছেন। মিসেস মারকাডোর কথামতো তাঁর প্রথম স্বামী প্রায় পনেরো বছর আগে মারা গেছেন।

বইটা নিয়ে তাঁর কাছে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে নৈশভোজের ডাক এল। বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়া হলো, কয়েকটা পদ তো দারুণ। সকলেই তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেলেন, ভালই হলো, ক্লান্ত লাগছিল।

ডঃ লিডনার আমার সঙ্গেই আমার ঘরে এলেন। প্রয়োজনীয় সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্য। খুব উৎসাহভরে বললেন, 'উনি তোমাকে পছন্দ করেছেন নার্স। আপনাকে দেখামাত্রই ওঁনার ভাল লেগেছে। আমি খুব খুশি হয়েছি। আশা করি, এবার সব ঠিকঠাক চলবে।'

তার উচ্ছ্বাস প্রায় ছেলেমানুষের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এই বিশ্বাস ঠিক গ্রহণ করতে পারলাম না। কেমন যেন মনে হলো, এছাড়াও আরও কিছু বক্তব্য তার কথার মধ্যে আছে, যা তিনি নিজেও জানেন না। কিন্তু সেটা যে কি—কি তা আমি ঠিক ধরতে পারছি না, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি।

boiRboi.net

বেশ আরামদায়ক বিছানা, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাল ঘুম হলো না। প্রচুর দুঃস্বপ্ন দেখলাম। সকাল বেলাতেও তার রেশ রয়ে গেছে, ভয় কাটতে চাইছে না।

সাত ॥ জানলার ছায়ামূর্তি

একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে দিই। প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহই নেই। মিঃ কভারে ঠিকই বলেন যে প্রত্নতত্ত্ব আমার মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

কথায় কথায় ফাদার ল্যাডিগনি জানতে চাইলেন, 'আশ্চর্য লাগছে যে আপনাকে আসতে হলো। তাহলে কি মিসেস লিডনার সত্যিই অসুস্থ?'

'ঠিক অসুস্থ যে, তা নন?' সতর্কভাবে বললাম।

'তিনি খুব অদ্ভুত মহিলা, খুব বিপজ্জনক বলেই আমার মনে হয়।'

'কি বলতে চাইছেন আপনি? বিপজ্জনক কেন?'

'নিষ্ঠুর। আমার মনে হয় তিনি প্রচণ্ড নিষ্ঠুর।'

'অপরাধ নেবেন না, আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথা বলছেন না।'

'মাদাম, আমি মহিলাদের যতটা চিনি, আপনি কিন্তু চেনেন না।'

শুনে বেশ মজা পেলাম। একজন পাদ্রীর যোগ্য কথাই বটে। অবশ্য এমনটা হতে পারে যে উনি অনেক মহিলার কাছ থেকেই স্বীকারোক্তি শুনেছেন।

'হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং পাথরের মতো কঠিন তার হৃদয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ভয় পান। কেন? কি জন্য তিনি ভয় পান?'

'সেটাই তো আমরা সবাই জানতে চাই। হয়ত ওঁনার স্বামীই জানেন, অন্য কেউ নন।'

হঠাৎই তিনি তাঁর উজ্জ্বল কালো চোখে আমার দিকে তাকালেন। 'এই জায়গাটাই খারাপ, আপনার কি তাই মনে হয় না? নাকি স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে।'

'যথেষ্ট স্বাভাবিক।' আমি বললাম, 'যেভাবে খননকার্য এগোচ্ছে তা বেশ আশাপ্রদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব, এখানকার লোকজনদের আচরণ কেমন অস্বাভাবিক।'

'আমিও স্বস্তি পাচ্ছি না। ডঃ লিডনারও তাই। সবসময় দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।'

'হয়ত তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্যই এর কারণ।'

'হয়ত তাই। কিন্তু তাও তো মনে হয় না। এছাড়াও—কিভাবে আমি বোঝাবো—একধরনের অস্থিরতা—'

এবিষয়ে আর কথা বলা গেল না, কেননা ডঃ লিডনার আমাদের দিকেই আসছেন। তিনি একটি শিশুর কবর দেখালেন, সবে মাত্র খোঁড়া হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে উনি বললেন যে উনি বাড়ি যাবেন চা খেতে। তা আমি আর উনি একসঙ্গে হেঁটে বাড়ি ফেরার পথ ধরলাম। ফেরার পথে তিনি সেই অতীতে চলে গিয়েছিলেন। তখনকার রাস্তাঘাট, বাড়ি-ঘর কেমন ছিল তা বলছিলেন। একবার

boiRboi.net

কয়েকটা উনুন দেখালেন যেখানে রুটি তৈরি করা হতো। তিনি বললেন আরবরা তখন যে উনুন ব্যবহার করত তা নাকি প্রায় এখনকারই মতো।

আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম। মিসেস লিডনারকে আজ অনেক সুন্দর লাগছে, ততটা দুর্বল নন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চা চলে এল, মিঃ লিডনার তাকে সকালের খননের কাজ সম্বন্ধে বলছিলেন। চা খাওয়ার পর তিনি আবার কাজে বেরিয়ে গেলেন। মিসেস লিডনার জিজ্ঞাসা করলেন নতুন যা সংগ্রহ খুঁজে পাওয়া গেছে তা দেখতে চাই কি না। আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ।' তিনি আমাকে অ্যান্টিক ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রচুর জিনিসপত্র সেখানে ছড়ানো-ছিটোনো ভাবে পড়ে রয়েছে—বেশিরভাগই ভাঙা পাত্র।

বললাম, 'ইস্, কিভাবে সব বিশ্রিভাবে ভেঙে গেছে। এগুলো কি রাখার মতো কোনও জিনিস?'

একটু হেসে তিনি বললেন, 'এরিক যেন একথা মোটেও না শোনেন। তার কাছে পৃথিবীর সব চাইতে আকর্ষণীয় বস্তু এইগুলোই। এদিকে আসুন, আপনাকে দারুণ কিছু জিনিস দেখাই।'

তাক থেকে একটা বাক্স তিনি বার করলেন, তার ভেতর থেকে একটা দারুণ সুন্দর সোনার ছোরা বার করে আমাকে দেখালেন। ছোরাটার হাতলে একটা ঘন নীল পাথর লাগানো। খুশিতে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম।

'হ্যাঁ, সবাই সোনা ভালবাসে। একমাত্র আমার স্বামী ছাড়া।'

'কেউ উনি সোনা পছন্দ করেন না?'

'এর একটা কারণ, সোনা মূল্যবান। এর জন্য শ্রমিকদের দাম দিতে হয়।'

'কেন? দাম দিতে হয় কেন?'

'এ একটা প্রথা। দাম পেলে তারা আর চুরি করবে না। দেখুন, ওরা চুরি করলে তো আর এর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য বুঝে করবে না, নিছক সোনার মূল্যই বুঝবে। ফলে গলিয়ে ফেলতে পারে। তাই জন্যই এই ব্যবস্থা।'

আর একটা ট্রে বার করে উনি অপূর্ব সুন্দর একটি সোনার পেয়ালা বার করে দেখিয়েছিলেন। আবার আমি আনন্দিত হয়ে উঠেছিলাম।

'দুর্দান্ত, তাই না? রানির কবর থেকে এটা পাওয়া গিয়েছে। রাজপরিবারের অন্য কবরগুলোও খুঁড়ে দেখা হয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে বেশির ভাগ রত্নই লুঠ হয়ে গেছে। এটাই আমাদের সবচেয়ে ভাল সংগ্রহ। আজ পর্যন্ত যেখানে যত জিনিস খুঁড়ে পাওয়া গেছে তার মধ্যে এটা সেরা। আকাডিয়ান যুগের একেবারে প্রথম দিককার। অপূর্ব।'

হঠাৎই মিসেস লিডনার কাপটি একেবারে তার চোখের কাছে নিয়ে এসে নখ দিয়ে একটু আঁচড় কাটলেন।

'কি আশ্চর্য! মোম লাগানো রয়েছে দেখছি। কেউ নিশ্চয়ই এখানে এসেছিল মোম নিয়ে। এরপর উনি আমাকে বিচিত্র টেরাকোটার মূর্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু বেশিরভাগই খুব কর্কশ লাগছিল। তখনকার লোকজনের মানসিকতাই বুঝি মার্জিত ছিল না।

বারান্দায় এসে দেখেছিলাম মিসেস মারকাডো তার নখে রং লাগাচ্ছেন। মিসেস লিডনার অ্যান্টিক ঘর থেকে একটা খুব সুন্দর ছোট প্লেট নিয়ে এলেন। প্লেটটি ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। তিনি সেই টকুরোগুলি জোড়া লাগাতে সচেষ্ট হলেন। দু'-এক মিনিট দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমিও হাত লাগাব কিনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম তো কতই রয়েছে।' তিনি আরও বেশ কিছু ঐ রকম ভাঙা মৃৎপাত্র নিয়ে এসেছিলেন। আমরা জোড়ার কাজে লেগে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ধারণা, নার্সদের আঙুল বেশ চটপটে হয়।

'সবাই এখানে কত ব্যস্ত!' বললেন মিসেস মারকাডো, 'শুধু আমারই দিন কাটে বসে বসে। আমি সত্যিই অলস।'

'আপনার যদি ইচ্ছে থাকে, তবে কিছু করলেই পারেন।' মিসেস লিডনার বললেন। বারোটার সময় মধ্যাহ্নভোজ সারলাম। তারপর মিঃ লিডনার আর মিঃ মারকাডো কয়েকটি পাত্র পরিষ্কার করলেন। কিছুটা করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড একটি পাত্রে ফেলতেই তার আসল সুন্দর রঙটি ফিরে এল। আর একটি পাত্র থেকে ষাঁড়ের শিংয়ের একটা নকশা বেরিয়ে এল, যা এতদিন ঢাকা পড়ে ছিল। এ যেন একেবারে ম্যাজিকের মতো।

মিঃ ক্যারে এবং মিঃ কোলম্যান খননস্থানে চলে গেলেন আর মিঃ রেইটার গেলেন ফটোগ্রাফিক রুমে।

'লুইস, তুমি এখন কি করবে?' ডঃ লিডনার তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'এখন একটু বিশ্রাম করবে তো?'

আমি দেখেছি মিসেস লুইস দুপুরের দিকটা একটু গড়িয়ে নেন। 'ঘণ্টাখানেকের মতো একটু ঘুমিয়ে নেব। তারপর কাছে-পিঠে একটু ঘুরে আসব।'

'ভাল, নার্স তোমার সঙ্গে যাবে, কি যাবেন না?'

'অবশ্যই।' আমি বললাম।

'না, না,' মিসেস লিডনার বললেন, 'আমার একা বেরোতেই ভাল লাগে। সব সময়ই ওঁনাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে, এমন কি কথা আছে।'

'কিন্তু, আমার কোনও অসুবিধে হবে না। বরং আপনার বেশ ভাল লাগে।'

'না, না, তার কোনও দরকার হবে না।' দৃঢ়ভাবে তিনি বলেছিলেন, প্রায় আদেশের মতো।

আমি অবশ্যই আর কোনও অনুরোধ করিনি। কিন্তু ঘরে যেতে যেতে একথা ভেবে বেশ অবাকই হয়েছিলাম যে, মিসেস লিডনারের মতো ভীতু প্রকৃতির মানুষ ভরদুপুরে একদম একা বেরিয়ে যেতে চাইছেন।

সাড়ে তিনটের সময় ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে দেখেছিলাম, ছোকরা ভৃত্যটি পাত্রগুলি পরিষ্কার করছিল, আর মিঃ এম্মট্ সে সব গুছিয়ে রাখছিলেন। সেই সময়ই

boiRboi.net

মিসেস লিডনার সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকছিলেন। দারুণ ঝলমলে দেখতে লাগছিল তাকে, এমনটি আগে আর কখনো দেখিনি। চোখদুটি জ্বলজ্বল করছিল, দারুণ উদ্দীপ্ত আর উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তাকে।

ডঃ লিডনার ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। একটা বড় ডিশের ওপর লাগানো মোষের শিং তাঁকে দেখাচ্ছিলেন।

'প্রাগৈতিহাসিক যুগের বেশ কিছু ভাল নিদর্শন এবার পাওয়া গেছে।' বলছিলেন তিনি, 'এবারের মরশুমটা এখনও পর্যন্ত খুব ভাল যাচ্ছে। একেবারে প্রথম দিকেই কবর আবিষ্কার করেছিলাম, নেহাৎ কপালজোর না থাকলে যা কখনোই সম্ভব হত না। একমাত্র ফাদার ল্যাভিগনিই কিছু অভিযোগ-অনুযোগ জানাতে পারেন। সামান্য একটি-দুটির বেশি শিলালিপি পাওয়া যায়নি।'

'তিনি খুব ভাল লিপিবিশারদ হতে পারেন, কিন্তু তাকে গোঁফ-খেজুরে বললে খুব একটা ভুল হয় না। সারা দুপুরটা তিনি ঘুমিয়েই কাটান।

'আমরা মিঃ বার্ডকে মিস করছি।' মিঃ লিডনার বললেন, 'এ মানুষটিকে আমার একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল, ঠিক আর পাঁচজনের মতো নন। অবশ্য এব্যাপারে আমি কথা বলার অধিকারী নই। কিন্তু তার একটি দুটি অনুবাদ, সবচেয়ে কম কথায় বলতে গেলেও আমার কাছে অসাধারণ লেগেছে।'

চা খাওয়ার পর মিসেস লিডনার বললেন তার সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে চাই কিনা। সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলাম।

খুব সুন্দর বিকেল। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি যেতে যেতে ক্রমে ফুলঁ বড় বড় ফলগাছের মাঝখান দিয়ে চলেছে। শেষে আমরা টাইগ্রিস নদীর ধারে এসে পড়লাম। জায়গাটি যেমন শান্ত তেমনই সুন্দর।

'কি সুন্দর জায়গাটি, তাই না?' মিসেস লিডনার বললেন।

'কি নির্জন।' আমি বললাম, 'সব কিছু ছেড়ে যেন কোথায়, কতদূরে চলে এসেছি, এটা ভাবতে কিন্তু বেশ মজা লাগছে।'

'সবকিছু ছেড়ে কতদূর—' উনিও একই কথা বললেন, 'এখানে অন্তত নিজেকে নিয়ে আর কোনও ভয় থাকে না।'

আমি চকিতে তার দিকে তাকালাম। কিন্তু আমার মনে হলো, তিনি যেন স্বগতোক্তি করছেন। আমাকে কিছু বলা তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা আবার বাড়ির পথ ধরলাম। হঠাৎই তিনি আমার হাত এমন ভয়ঙ্করভাবে চেপে ধরলেন যে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম।

'উনি কে নার্স? কি করছেন ওখানে?'

আমাদের থেকে কিছুটা দূরে আমাদের বাড়ির সামনেই রাস্তায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরণে তার ইউরোপিয়ান পোশাক, আমাদের বাড়ির একটি জানলার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখার চেষ্টা করছেন।

BDRboi.net

কিছুক্ষণ পরেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎই আমাদের দিকে ওঁনার চোখ পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকেই তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। মিসেস লিডনারের বাঁধন ক্রমেই কঠিন হচ্ছে।

ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'নার্স, নার্স!'

'ভয়ের কিছু নেই, ভয় পাবেন না। তাকে অভয় দেবার চেষ্টা করছি।'

লোকটা আমাদের সামনে এসে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একজন ইরাকি, মিসেস লিডনার কাছ থেকে ওঁকে দেখার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

'যাক, একজন ইরাকি তা হলে।' তিনি বললেন।

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। জানলাটির পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাকিয়ে দেখলাম। জানলাটি যে শুধু গরাদ লাগানো, তাই না, এতটাই উঁচুতে যে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। এর ওপর, বাড়ির উঠোন থেকে এই জায়গাটা আরও নিচুতে।

'নিছক কৌতূহল মেটাতেই তিনি ওভাবে দেখছিলেন বলে মনে হয়।' আমি বললাম।

মিসেস লিডনারও ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। 'তাই হবে। তবুও ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছি—' এই বলে তিনি থেমে গেলেন।

মনে মনে ভাবছি—'কি ভেবেছিলেন সেটাই তো আমার জানার দরকার।'

কিন্তু একটা ব্যাপার এবার বুঝতে পারলাম। নির্দিষ্ট কোনও রক্তমাংসের মানুষকেই মিসেস লিডনার ভয় পান।

আট ।। রাত্রির বিপদসঙ্কেত

এক সপ্তাহ হলো আমি তেল ইয়ারিমঝায় এসেছি। এই এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতার কথা যে কিভাবে লিখব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

যথাযথ ভাবে বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে এর মধ্যে আমার নজরে যা যা এসেছে তা হলো—বিভ্রান্তি, অস্থিরতা আর অনিভপ্রেত কিছু।

একটা কথা ঠিকই, যে অদ্ভুত রকমের চাপ আর উত্তেজনার কথা শুনেছিলাম তা মিথ্যা নয়। এমনকি বিল কোলম্যানের মতো ভোঁতা লোককেও বলতে শুনেছি, 'এখানে যে কি হচ্ছে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। এখানকার লোকগুলো কি চিরদিনই এমন গোমড়ামুখো?'

এ ব্যাপারে মিস জনসনের সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল তার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। উনি রাখোঢাকো নন, কিন্তু বাস্তববাদী, বুদ্ধিমতী এবং যোগ্য মহিলা। তিনি মিঃ লিডনারকে বীরের সম্মান করতেন।

তার সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বলেছেন আমাকে, খননকার্যের শুরু থেকেই তিনি আছেন প্রত্যেকটি খননস্থান তিনি চিনতেন, এও জানতেন সেখান থেকে কি কি পাওয়া গেছে। এমনকি যা যা বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন তার কিছু কিছু অংশ তিনি মনে করে

boiRboi.net

রেখেছেন, আমাকে শুনিয়েছেনও কিছু কিছু। তার মতে, এত উঁচুদরের প্রত্নতত্ত্ববিদ কোথাও নেই।

'আর কি সরল, সাদাসিদে মানুষ। চারপাশের জগৎ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। সত্যিকারের একজন মহৎ মানুষেরই এমন সব গুণ থাকে।'

'ঠিক কথা।' আমি বললাম, 'বড় মানুষদের হামবড়া হওয়ার প্রয়োজন হয় না।'

'তাছাড়া ওঁনার মনটাও খুব নরম। প্রথম কয়েকটা বছর আমরা তিনজন কি হৈ হৈ করেই না কাটিয়েছি। উনি, আমি আর রিচার্ড ক্যারে। রিচার্ড ক্যারে অবশ্য এর আগেও ওঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, প্যালেস্টাইনে। দশ বছরের বন্ধুত্ব ওদের। আমিও চিনি ওঁনাকে সাত বছর ধরে।'

'কিন্তু একটু যেন চুপচাপ, শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তাই না?'

'এইরকম কিন্তু তিনি ছিলেন না, ঐ সময় থেকেই—' এই পর্যন্ত বলেই তিনি থেমে গেলেন।

'কখন থেকে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'কি বলব—' মিস জনসন তার পরিচিত কাঁধঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'আজকাল অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।'

এবার আর আমি কিছু বললাম না। আশা করি, তিনি নিশ্চয়ই কিছু বলবেন।

'জানেন তো, আমি একটু বেশি বকবক করি। কখনো কখনো আমার মনে হয় একজন প্রত্নতত্ত্ববিদের স্ত্রী যদি সত্যি-সত্যিই এই কাজের ব্যাপারে উৎসাহিত না হন, তবে তার পক্ষে স্বামীর সঙ্গে খননস্থানে না এসে বাড়িতে বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তা না হলে সংঘাত বাধবেই।'

'আপনি কি মিসেস মারকাডোর কথা বলছেন?'

'ও, না, না।' তিনি আমার অনুমানকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'আমি যার কথা বলছি, তিনি হলেন মিসেস লিডনার। তিনি খুবই সুন্দরী মহিলা। বুঝতে অসুবিধে হয় না মিঃ লিডনার কেন তার প্রতি এতটা— কিন্তু এই জায়গাটা তার জন্য নয়। তিনি সব কিছু গণ্ডগোল করে ফেলছেন।'

সুতরাং মিসেস লিডনারও মিসেস কেলসির সঙ্গে একমত হলেন যে এখানকার এই দুঃসহ পরিস্থিতির জন্য মিসেস লিডনারই দায়ী। তাহলে প্রশ্ন হলো, মিসেস লিডনার নিজে কেন এবং কোন কারণে এত ভয় পাচ্ছেন?

'মিঃ লিডনারও শান্তিতে কাজ করতে পারছেন না। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তার কাজ করার কথা—তা না, তার স্ত্রীর বোকা-বোকা ভুতুড়ে ব্যাপারগুলো নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। আরে বাবা, এতই যদি ভয়, তবে আমেরিকায় থাকলেই পারতিস। এ সব লোকদের আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না।'

BDeBoi.net

তারপর বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এই ভয়ে এমন কথাও বললেন, 'অবশ্য তাকে আমি শ্রদ্ধাও করি। মাঝে মাঝে তিনি যখন ভাল মুডে থাকেন তখন তাকে অত্যন্ত সুন্দর লাগে।'

এর পরে এই বিষয় নিয়ে আর কোনও কথা হলো না।

মনে মনে ভাবলাম, সেই একই ব্যাপার। চিরাচরিত মহিলাসুলভ ঈর্ষা। মিস জনসন তার বসের স্ত্রীকে পছন্দ করেন না, তা খোলাখুলিভাবেই জানিয়েছেন এবং যদি না আমি খুব ভুল হই তবে মিসেস মারকাডো মিসেস লিডনারকে ঘৃণা করেন।

আর একজন আছেন যিনি মিসেস লিডনারকে পছন্দ করেন না, তিনি হলেন শীলা রিলি। কখনো কখনো আমার মনে হয় আমেরিকান যুবক এম্মটের প্রতি শীলার দুর্বলতা আছে। ঠিক তেমনই এম্মট্ও শীলার প্রতি অনুরক্ত।

একদিন, আমি বলব অন্যায্যভাবেই, মিসেস লিডনার মধ্যাহ্নভোজের সময় কিছু মন্তব্য করে বসেন। 'এই রিলি মেয়েটা সবসময় ডেভিডের পেছনে টিকটিকির মতো লেগে আছে।' একটু হেসে আবার বললেন, 'ও আপনাকে খননস্থানে গিয়ে পর্যন্ত ধাওয়া করে। কি বোকা এই সব মেয়েরা।'

মিঃ এম্মট্ কোনও উত্তর দেন নেননি বটে, কিন্তু তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তিনি চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন। অদ্ভুত সেই দৃষ্টি—সোজা, স্থির সেই চাউনিতে চ্যালেঞ্জার ভঙ্গি।

ফাদার ল্যাডিগনি বিড়বিড় করে কি বললেন বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করতে উনি কেবল মাথা নাড়িয়েছিলেন, বলেননি।

ঐ দিন বিকেলেই মিঃ কোলম্যান আমাকে বলেছিলেন, 'প্রথম প্রথম মিসেস লিডনারকে আমি পছন্দ করতাম না। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন ঠিক ধরতে পারতাম না। কিন্তু এখন তাকে আমি বুঝতে পারি। অত্যন্ত সহৃদয় মহিলা।'

তিনি শীলা রিলির ওপর বেশ ক্ষুব্ধ, কিন্তু আমি জানি শীলাও বার দুয়েক তার সঙ্গে খুব রূঢ় আচরণ করেছিলেন। ঐ তো শীলার দোষ, কোথায় কি বলতে হয় শেখেনি, চণ্ডালের মতো মাথা গরম।'

আমিও তাই মনে করি। ডঃ রিলি বেশি আদর দিয়ে মেয়েকে নষ্ট করেছেন।

'তার এই দেমাকের একটা বড় কারণ হলো যে তিনি জানেন যে এখানে একমাত্র যুবতী মহিলা তিনিই। কিন্তু তিনি মিসেস লিডনারের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন উনি শীলার ঠাকুমার বয়সী। মিসেস লিডনার কচি খুকি অবশ্যই নন, কিন্তু দারুণ সুন্দরী। রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা সেই মহিলার মতো যিনি আপনাকে প্রলুব্ধ করবেনই। শীলার সেই ক্ষমতা আছে? খালি টিক টিক করে সকলের খুঁত ধরা।'

আমার দুটো ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল, যা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হতে পারে।

একবার ল্যাবরেটরিতে গিয়েছিলাম কিছুটা অ্যাসিটোন নিয়ে আসতে। মৃৎপাত্র

boiRboi.net

জোড়ার কাজে অ্যাসিটোনের প্রয়োজন হয়। মিসেস মারকাডো তখন এক কোণে হাতের ওপর মাথা রেখে বসেছিলেন। ভেবেছিলাম উনি বুঝি ঘুমোচ্ছেন। তাই আমি তাকে কিছু না বলেই অ্যাসিটোনের বোতলটি নিয়ে চলে আসি।

সেদিন সন্ধেবেলা আমাকে ভীষণ অবাক করে মিসেস মারকাডো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন।

'আপনি কি ল্যাব থেকে অ্যাসিটোনের বোতল নিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, আমি নিয়েছি।'

'আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে অ্যান্টিক ঘরে অ্যাসিটোনের একটি ছোট বোতল থাকে।' তিনি খুব তেড়েফুঁড়ে কথা বলছিলেন।

'তাই নাকি? আমি জানতাম না।'

'ভাল করেই জানতেন। আপনার উদ্দেশ্য ছিল গোয়েন্দাগিরি করা। হাসপাতালের নার্সদের আমার ভালই চেনা আছে।'

আমি অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চাইছেন, মিসেস মারকাডো।' ভদ্রভাবেই আমি কথা বলছিলাম। 'কারুর ওপর গোয়েন্দাগিরি করার কোনও প্রয়োজন নেই আমার।'

'ও, তাই নাকি! আপনি ভেবেছেন আমি বুঝি না, আপনি কি জন্য এখানে এসেছেন?'

সত্যি বলতে কি, আমি ভেবেছিলাম তিনি নিশ্চয়ই মদ্যপান করেছেন। আর একটিও কথা না বাড়িয়ে আমি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলাম। গোটা ব্যাপারটাই আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিল।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি অবশ্য তেমন কিছু নয়। আমি একটি কুকুরকে একটি বিস্কুট দেখিয়ে লোভ দেখাবার চেষ্টা করছিলাম। কুকুরটা ছিল ভীষণ ভীতু, আরবের অন্য কুকুরগুলোর মতোই। তাই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, আমিও তার পেছন পেছন ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে কুকুরটা বাড়ির কোণে চলে গেল। আমিও তার পিছু পিছু ফাদার ল্যাভিগনি আর একজন লোকের সামনে চলে আসি—লোকটিকে দেখেই আমার মনে পড়ে গেল এই সেই লোকটি যাকে আমি আর মিসেস লিডনার জানলায় উঁকি মারতে দেখেছিলাম।

হঠাৎ তাদের মাঝে এসে পড়াতে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। ফাদার ল্যাভিগনি হাসলেন এবং সেই লোকটিকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমার সঙ্গে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'জানেন, আমার খুব লজ্জা লাগে। আমি এত চেষ্টা করছি কিন্তু কেউই আমার আরবী বুঝতে পারে না। আমি ঐ লোকটির সঙ্গে আরবীতে কথা বলার চেষ্টা করি, যাতে কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু তেমন এগোতে পাচ্ছি না। লিডনারের বলেন আমার আরবী নাকি বড্ড কেতাবী।'

boiRboi.net

উনি এই সব কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু ঐ লোকটিকে বাড়ির চারপাশে ঘুরতে দেখে ভাল লাগছিল না। সেই রাতেই আমরা বেশ ভয় পেয়েছিলাম।

তখন রাত প্রায় দুটো বাজে। আমার ঘুম খুব পাতলা। ভাতা নার্সেরই তাই অভ্যাস।

'নার্স, নার্স।'

আমার ঘুম ভেঙে গেল, বিছানায় উঠে বসলাম। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, খুলে গেল। মিসেস লিডনার ডাকছেন, নিচু স্বরে কিন্তু ব্যস্তভাবে। আমি দেশলাই জ্বেলে মোমবাতি ধরালাম।

দরজায় হেলান দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, পরণে নীল রঙের রাত্রিবাস। ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেছেন।

'আমার পাশের ঘরে কে...কে ঢুকেছে। আমি দেওয়ালে তার আওয়াজ শুনেছি।'

আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে তার কাছে গেলাম।

'কোনও ভয় নেই। এই তো আমি এখানে আছি, আপনার কাছেই।'

ফিসফিস করে বললেন, 'এরিককে ডাকুন।'

আমি দৌড়ে গিয়ে তার ঘরের দরজায় কড়া নাড়লাম। এক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমাদের কাছে চলে এলেন। মিসেস লিডনার আমার বিছানায় বসেছিলেন, ভয়ঙ্করভাবে হাঁপাচ্ছেন।

'আমি শুনেছি দেওয়ালে আঁচড় কাটার আওয়াজ।'

'অ্যান্টিক ঘরে কেউ ঢুকেছিল?' ডঃ লিডনারের চিৎকার।

চকিতে আমার মনে হলো, একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দু'জনের প্রতিক্রিয়া কেমন আলাদা রকমের। মিসেস লিডনারের আতঙ্ক একান্তই ব্যক্তিগত, কিন্তু মিঃ লিডনার তার মহার্ঘ গুপ্তধনের দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছেন।

'অ্যান্টিক ঘর।' কোনওরকমে বললেন লিডনার, 'হ্যাঁ, তাই তো, কি বোকাই না আমি।'

বিছানা থেকে উঠে গাউনটা ভাল করে জড়িয়ে আমাকে তার সঙ্গে আসতে বললেন। এখন তার চোখে-মুখে ভয়ের কোনও চিহ্নই নেই।

আমরা অ্যান্টিক ঘরে মিঃ লিডনার এবং ফাদার ল্যাভিগনি এই দু'জনকেই দেখলাম। দ্বিতীয়জনও একটা আওয়াজ শুনে অনুসন্ধানে বেরিয়েছেন, তার অনুমান এই ঘরে তিনি একটি আলো দেখেছেন।

তার চটিটা পায়ে গলাতে আর টর্চ নিতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, এসে কাউকে দেখতে পাননি। এমনকি দরজাও ঠিক-ঠাক ভাবেই বন্ধ আছে, যেমন রাত্রে করা হয়ে থাকে। ঘরের প্রতিটি জিনিসই যেমন ছিল তেমনই আছে, কিচ্ছুটি খোয়া যায়নি।

কিছুই বোঝা গেল না। বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। প্রহরী শপথ করে বলল যে, কেউই বাড়ির ভেতর ঢোকেনি। তবে তার দোষ ঢাকতে সে এরকম কথা বলতেই পারে। কোনও পায়ের ছাপ বা কোনওরকম চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

boiRboi.net

এমন হতে পারে যে, ফাদার ল্যাডিগনি সব কিছু ঠিক-ঠাক আছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্য তাক থেকে যে বাক্স নামিয়েছিলেন তার আওয়াজেই মিসেস লিডনার ভয় পেয়েছিলেন।

কিন্তু এও সত্যি যে ফাদার ল্যাডগনি জোর দিয়ে বলছেন যে জানলার পাশ দিয়ে তিনি পদশব্দ শুনেছেন আর আলোর এক ঝলক দেখেছেন, সম্ভবত টর্চের আলো। বাকিরা কেউ কিছু দেখেননি বা শোনেননি।

নয় ।। মিসেস লিডনারের কাহিনী

সবে মধ্যাহ্নভোজ শেষ হয়েছে। মিসেস লিডনার তার ঘরে চলে গেছেন বিশ্রাম করতে। বিছানা গুছিয়ে দেওয়ার পর একটি বই তার হাতে দিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় তিনি আমাকে ডাকলেন। 'যাবেন না, নার্স। আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।'

আমি ফিরে এলাম।

'দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

তাই করলাম। তিনি বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করতে শুরু করলেন। বুঝলাম মানসিকভাবে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন, তাই কিছু বলে বিরক্ত না করাই উচিত। খুব দোনামনায় ভুগছেন তিনি।

শেষমেশ মনে হলো তিনি যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে একটা জায়গায় আসতে পেরেছেন। আমার দিকে ফিরে হঠাৎই বললেন, 'বসুন।'

টেবিলের ধারে আমি শান্তভাবে বসলাম। তিনি বললেন, 'আপনি হয়ত ভাবছেন, এসব আবার কি হলো, তাই না?' আমি শুধু মাথা নাড়লাম, কিছু বললাম না।

'আমি মনস্থির করে নিয়েছে, আপনাকে সব, সব কিছু বলব, কাউকে না বলতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাবো।'

'সে তো খুব ভালই হবে। সব কিছু না জানতে পারলে আমিই বা কেমন করে আমার সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করতে পারি বলুন?' তিনি তাঁর অস্বস্তিকর পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'আপনি কি জানেন, কি থেকে আমি ভয় পাচ্ছি?

তিনি বলতে শুরু করলেন।

'আমার যখন কুড়ি বছর বয়স, তখন প্রথম বিয়ে করেছিলাম। একজন যুবক, আমাদের স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন। ১৯১৮ সালে।'

'আমি জানি। মিসেস মারকাডো আমাকে বলেছেন। যুদ্ধে তিনি মারা গিয়েছিলেন।'

তিনি কিন্তু নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

'তিনি তাই জানেন। সবাই তাইই জানেন। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। আমি সেই বয়সে অত্যন্ত দেশপ্রেমিক আর উৎসাহী ছিলাম, আদর্শকে খুব গুরুত্ব দিতাম জীবনে।

boirboi.net

বিয়ের কয়েক মাস পরে হঠাৎই একটা ঘটনাচক্রে আমি আবিষ্কার করি যে আমার স্বামী একজন গুপ্তচর, এজন্য তিনি জার্মানী থেকে টাকা পেয়ে থাকেন। তারই দেওয়া খবরে একটি আমেরিকান জাহাজকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকশো মানুষ সেই অন্তর্ঘাতে প্রাণ হারান। অন্যরা কে কি করতেন জানি না, তবে আমি কি করেছিলাম, তা আপনাকে বলছি। আমি সোজা আমার বাবার কাছে চলে গিয়েছিলাম। উনি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তাকে সব কথা বলে দিয়েছিলাম। ফ্রেডরিক যুদ্ধেই মারা গিয়েছিল—কিন্তু সত্যি কথা হলো, তাকে গুপ্তচর বলেই গুলি করে মারা হয়েছিল।'

'উফ্!' আমি বলেই ফেললাম, 'কি সাংঘাতিক।'

'হ্যাঁ, সত্যিই সাংঘাতিক। কিন্তু বিশ্বাস করবেন না কত ভদ্র, কত বিনয়ী...সবসময় হাসিমুখ—কিন্তু আমি একটুও ভাবিনি। হয়ত আমিই ভুল করেছিলাম।'

'তা বলা কঠিন। এক্ষেত্রে অন্য কেউ হলে কি করতেন তা সহজে বলা যায় না।'

'আপনাকে একটা কথা বলা দরকার—আমার স্বামীর ব্যাপারটা সেনাবাহিনীর বাইরে কখনোই জানানো হয়নি। জাহির করে তাকে বাহিনীর সবার সামনে পাঠানো হয়েছিল এবং মারা যান। যুদ্ধে মৃত সেনার স্ত্রী হিসেবে আমাকে প্রচুর সহানুভূতি এবং দয়া দেখানো হয়েছিল।'

তার কণ্ঠস্বর তিক্ত শোনাচ্ছে।

'অনেকে তখন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবাইকেই আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। গভীর আঘাত পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীর কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না।'

'হ্যাঁ, আপনার অনুভূতি আমি বুঝতে পারছি।

'কিন্তু পরে আবার একজনের প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একটা বেনামী চিঠি পেলাম—ফ্রেডরিকের কাছ থেকে—তাতে লেখা, যদি আমি আর কাউকে বিয়ে করি তবে সে আমাকে হত্যা করবে।'

'ফ্রেডরিক? আপনার মৃত স্বামী?'

'ঠিক তাই। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, বুঝি আমি পাগল হয়ে গেছি বা দুঃস্বপ্ন দেখছি।...শেষ পর্যন্ত বাবার কাছেই গেলাম। তখন তিনি সত্যি কথা বললেন। আমার স্বামী শেষ পর্যন্ত গুলি খেয়ে মারা যাননি। তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। একটি ট্রেন অন্তর্ঘাতের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় নিজেকে বাঁচাতে পারেননি, অনেকের সঙ্গে তার মৃত দেহও পাওয়া যায়। তার রক্ষা পাওয়ার খবর বাবা আমাকে জানাননি, কারণ আমার স্বামী শেষ পর্যন্ত অন্যভাবে মারা গিয়েছিলেন বলেই জানানোর দরকার মনে করেননি।

'কিন্তু এই চিঠি একটা নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে দিল, তাহলে কি আমার স্বামী বেঁচে আছেন?

'আমার বাবা বিষয়টি নিয়ে যতদূর সম্ভব গোপনে অনুসন্ধান করেছিলেন। তারপর

বলেছিলেন, যথাসম্ভব নিশ্চিত হয়েই ফ্রেডরিকের দেহের সৎকার করা হয়েছিল। দেহগুলির যথেষ্ট বিকৃতি ঘটেছিল, তাই একেবারে স্থির নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার বিশ্বাস ফ্রেডরিক মারা গেছেন এবং এই চিঠি কারুর নিষ্ঠুর এবং বিদ্বেষপরায়ণ ঠাট্টা।

'একই জিনিস কিন্তু আবার ঘটল। যদি আমি কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে লিপ্ত হই, তবে মৃত্যু অনিবার্য।'

'আপনার স্বামীর হস্তাক্ষরে?'

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'সেটা বলা কঠিন। আমার কাছে তার কোনও চিঠি বা কোনও লেখা কিছু নেই। স্মৃতিই একমাত্র আমার সম্বল।'

'এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, যেমন ধরুন, কোনও অক্ষরের একটা বিশেষ ছাঁদ, যা দেখে আপনি বুঝতে পারেন?'

'না, তবে আমরা নিজেরা পরস্পরকে একটা ডাকনামে ডাকতাম, যা একান্তই আমাদের ব্যক্তিগত ছিল। সেই নাম ব্যবহার করলে অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যেত।'

'ঠিক। আপনার স্বামী হলে ঐ নামই ব্যবহার করতেন বলে মনে হয়। আচ্ছা, আর কাউকে আপনার সন্দেহ হয় না?'

'একজনের কথা মনে হয়। ফ্রেডরিকের একজন ছোট ভাই ছিল। আমাদের বিয়ের সময় তার বয়স ছিল এই বছর দশ বারো। সে তার দাদাকে অত্যন্ত ভক্তি করত, ফ্রেডরিকও তাকে খুবই ভালবাসত। উইলিয়াম ছিল তার নাম। জানিনা, তবে এমন হতে পারে যে তার প্রাণাধিক প্রিয় দাদার মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে সে আমাকেই দায়ী করেছে, এই মনোভাব নিয়েই সে বড় হয়ে উঠেছে। আমার প্রতি সে ভীষণ হিংসুক ছিল, হয়ত সেই এমন কাণ্ড করছে আমাকে শাস্তি দেবার জন্য।'

'হতে পারে।' আমি বললাম, 'শিশু বয়সে কোনও আঘাত পেলে তা সারাজীবন মনে থাকে।

'আমি জানি। হয়ত সেই ছেলেটি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার জীবনটাই উৎসর্গ করেছে।'

'তারপর!'

'আর বিশেষ কিছু বলার নেই। বছর তিনেক আগে এরিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমার বিয়ে করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। এরিকই আমাকে রাজী করায়। বিয়ের দিন পর্যন্ত আমি আরেকটি চিঠির আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই এল না। ভাবলাম হয় সে মারা গেছে বা ঐ নিষ্ঠুর খেলায় সে আর মজা পাচ্ছে না। কিন্তু বিয়ের দু'দিন পরেই আবার এ চিঠিটি পেলাম।'

টেবিলের ওপর থেকে একটি অ্যাটাচি কেস খুলে তার ভেতর থেকে একটা চিঠি

boiRboi.net

বার করে আমার হাতে দিলেন। কালিটা একটু অস্পষ্ট হয়ে গেছে, হাতের লেখাটি মেয়েলি ধাঁচের আর সামনের দিকে হেলে পড়া মতো।

'আমার কথা অমান্য করলে। আর তুমি রক্ষা পাবে না। তুমি একমাত্র ফ্রেডরিক বসনারেরই স্ত্রী। এবার তোমাকে মরতেই হবে।'

'আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু এরিকের সঙ্গ আমার খুব নিরাপদ বলে মনে হয়। তারপর মাসখানেক বাদে, আমি আর একটি চিঠি পাই।

'আমি ভুলিনি। পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হবে। তুমি মরবেই আমার হাতে। কেন তুমি আমার কথা শোননি?'

'আপনার স্বামী কি এসব ব্যাপার জানেন?'

ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'তিনি জানেন যে আমাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় চিঠিটি যখন এল তখন তাঁকে দুটি চিঠিই আমি দেখাই। গোটা ব্যাপারটাই একটা ধোঁকাবাজি বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া তিনি ভাবেন যে হয়ত কেউ এই বলে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছেন যে আমার পূর্বতন স্বামী বেঁচে আছেন।'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন। 'দ্বিতীয় চিঠি পাওয়ার কয়েকদিন পরে একবার গ্যাস লিক করিয়ে আমাদের হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল। অল্পের জন্য সে যাত্রা বেঁচে যাই। কেউ আমাদের ঘরে ঢুকে গ্যাসের নবটা অন করে দেয়। আমরা তখন ঘুমন্ত। ভাগ্যক্রমে আমার ঠিক সময় মতো ঘুম ভেঙে যায় এবং গ্যাসের গন্ধ পাই। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, এরিককে তখনই বলেছিলাম কয়েক বছর ধরে কি ভয়ানক আতঙ্ক আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ওকে আমি বলেছিলাম নিশ্চয়ই সেই উন্মাদটা, আমাদের মারতে এসেছিল। এই প্রথম দৃঢ় ধারণা হলো, নিশ্চয়ই ফ্রেডরিক বসনার। ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে সে যে কি সাংঘাতিক নিষ্ঠুর ছিল, বলে বোঝানো যাবে না।

'এরিক কিন্তু এখনও আমার থেকে কম সাবধান। সে চেয়েছিল পুলিশে খবর দিতে, স্বাভাবিকভাবেই আমি রাজী হইনি। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসি যে এখানে আমি ওর সঙ্গেই থাকব এবং গরমের সময় আমেরিকায় ফিরে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, বদলে লন্ডন বা প্যারিসে থাকব।

'তারপর কিছুদিন ভালই চলল। ভাবলাম বুঝি সব ঠিক হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি, আমি আমার শত্রুর কাছ থেকে প্রায় আধ পৃথিবী দূরে চলে এসেছি।

'আর তারপর—এই সপ্তা তিনেক হলো আমি আর একটি চিঠি পেলাম—ইরাকী ডাকটিকিট সাঁটা তাতে।'

বলে তৃতীয় চিঠিটি তিনি আমার হাতে দিলেন।

'ভেবেছ তুমি বেঁচে গেছ। মূর্খ। আমাকে বোকা বানিয়ে তুমি বেঁচে থাকতে পারবে না। মনে রেখ, মরণ তোমার শিয়রেই উপস্থিত।' আর এক সপ্তাহ আগে—এই কাগজটা এমনিই টেবিলের ওপর পড়েছিল। ডাকে আসেনি।'

boiboi.net

'কাগজটা তার হাত থেকে আমি নিলাম। শুধু এইটুকুই তাতে লেখা, 'আমি এসে গেছি।'

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'সে আমাকে মারবে বলেই এসেছে। ফ্রেডরিক না সেই ছোট্ট উইলিয়াম জানি না, তবে যেই হোক আমাকে মারতেই এসেছে।'

তার গলা এখন কাঁপছে, হাত ধরলাম আমি। শক্ত করে।

'শুনুন, শুনুন,' তাকে সতর্ক করে বললাম, 'শরীরে জোর রাখুন, হাল ছেড়ে দেবেন না, আমি আছি। আপনার কাছে স্যালভল্যাটিল আছে?'

তিনি ইশারায় আলমারির দিকে দেখিয়ে দিলেন। আমি ওষুধটা এনে তাকে বেশ কিছুটা খাইয়ে দিলাম।

'এই তো।' আমি বললাম। তার ফ্যাকাশে গালে আবার রং ফিরে আসছে।

'হ্যাঁ, একটু ভাল লাগছে। কিন্তু নার্স, বুঝতে পারছেন তো, আজ আমি কেন এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি? যখন দেখলাম ঐ লোকটি আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। ভেবেছিলাম সে এসে গেছে...এমনকি আপনাকেও আমি সন্দেহের উর্ধ্বে রাখতে পারিনি, ভেবেছিলাম ছদ্মবেশে বুঝি সেই এসেছে।'

'ভাবতেও পারেন বটে।'

'আমার কথা শুনতে বেশ অদ্ভুত লাগছে জানি। কিন্তু তার সঙ্গে আপনার কোনও যোগাযোগ থাকতে তো পারত। আপনি হয়ত আদৌ কোনও নার্স নয়।'

'এ আবার কি নির্বুদ্ধিতা।'

'হয়ত তাই। কিন্তু আমি স্বাভাবিক চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি।'

হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। বললাম, 'আপনার স্বামীকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন, আশা করি।'

'তাও আমি ঠিক জানি না, পনেরো বছরেরও বেশি হয়ে গেল। হয়ত তার মুখ চিনতে পারব না।'

তিনি শিউরে উঠলেন।

'দেখেছিলাম এক রাত্রে—ঠক্, ঠক্, ঠক্, আমার ঘরের জানলায়। আমি তাকিয়ে দেখলাম একটি মুখ, মরা মানুষেব মুখ। ভয়ঙ্করভাবে হাসছে জানলার কাঁচে মুখ চেপে। আতঙ্কে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠেছিলাম, কিন্তু ওরা বলল কেউ কোথাও নেই।'

আমার মিসেস মারকাডোর কথা মনে পড়ে গেল।

একটু দ্বিধার সঙ্গে আমি বলেছিলাম 'আপনি কোনও স্বপ্ন দেখেননি তো?'

'আমি শপথ করে বলছি যে, তা নয়।' আমি কিন্তু অতটা নিশ্চিত নয়। তার মতো মানসিক পরিস্থিতিতে ঐ ধরনের দুঃস্বপ্ন বেশ স্বাভাবিক এবং তারা তা মোটেই মানতে চান না। যাই হোক, আমি রোগীর সঙ্গে তর্ক করব না। আমি তাকে আমার সাধ্যমতো

আশ্বাস দিলাম এবং বললাম যে এখানে যদি কেউ অচেনা মানুষ এসেও থাকেন, তবে তিনি বেশি দিন লুকিয়ে থাকতে পারবেন না, ধরা পড়তে বাধ্য।

তার কাছ থেকে উঠে ডঃ লিডনারের খোঁজে বেরলাম। তাকে সব কথা বললাম।

'খুব ভাল হয়েছে, তিনি আপনাকে সব বলেছেন,' সাধারণভাবে তিনি বললেন। 'এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় আছি। আমি নিশ্চিতভাবে জানি ঐ মৃতের মুখ বা ঠক ঠক আওয়াজ সবই তার নিছক কল্পনাপ্রসূত। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন?'

মনে হলো, তিনিও আমার কাছ থেকে তার ধারণার সমর্থন চাইছেন। যাই হোক, আমি কোনওরকম দ্বিধা না করেই উত্তর দিলাম।

'হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে। নিষ্ঠুর কোনও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি সম্ভবত ঐ চিঠিগুলি লিখে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাইছে।'

'আমারও তাই মত। কি এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? সেই লোকটা তো ওকে পাগল করে দিচ্ছে। কি যে করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে কোনও মহিলা এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। মেয়েলি ধাঁচে লেখা চিঠিগুলি। মিসেস মারকাডোর কথা কেমন যেন আমার মনে আসছে।'

ধরা যাক, কোনও সূত্রে তিনি মিসেস লিডনারের প্রথম বিয়েসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার জেনে ফেলেছেন। সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে বিকৃত আনন্দ উপভোগ করছেন। আমি ডঃ লিডনারকে আমার এই ধারণার কথা বলতে চাই না। মানুষ কোন কথা যে কিভাবে নেয়, তা বোঝা খুব কঠিন।

আমি উৎফুল্লভাবে বললাম, 'আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে কথা বলার পরেই ওঁনাকে অনেকটা খুশি মনে হচ্ছে। এটা খুব ভাল লক্ষণ। তার বুকটা পাথরের মতো ভারি হয়েছিল, আমাকে সব কথা খুলে বলতে পেরে অনেক স্বস্তি বোধ করছেন।'

'তিনি আপনাকে সব খুলে বলাতে আমি খুব খুশি হয়েছি।' এতে প্রমাণ হয়, তিনি আপনাকে পছন্দ করেন। বিশ্বাসও করেন। আমি চাই এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও মুক্তি পাক।'

প্রায় মুখে এসে গিয়েছিল যে কথাটা তা হলো, উনি পুলিশে খবর দেওয়ার কথা ভাবছেন কি না, তা জিজ্ঞেস করি। তা যে করিনি, তার জন্য পরে খুশি হয়েছিলাম।

তারপর একটা ঘটনা ঘটল। মিঃ কোলম্যান হ্যাসানিয়েতে যাচ্ছিলেন শ্রমিকদের মাইনে দেওয়ার জন্য টাকা আনতে। এর সঙ্গে তিনি আমাদের সব চিঠিগুলিও নিয়ে যাচ্ছিলেন, ডাকে দেওয়ার জন্য।

চিঠিগুলি বাছতে বাছতে হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

'কি ব্যাপার?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

boiRboi.net

একটা চিঠি তুলে তিনি দাঁত বার করে হাসছেন।

'এটা হলো, আমাদের লাডলি লুইসের চিঠি। তিনি কি ক্ষেপে গেছেন? তিনি একজনকে চিঠি লিখেছেন— ৪২নং রাস্তা, প্যারিস, ফ্রান্স এই ঠিকানায়। আমার মনে হয় তিনি ঠিক লেখেননি, তাই না? যদি কিছু মনে না করেন, তাকে চিঠিটা যদি একটু দেখিয়ে আসেন।'

আমি চিঠিটি নিয়ে তাড়াতাড়ি তার কাছে গেলাম, তিনি শুধরে দিলেন।

এই প্রথম আমি তার হস্তাক্ষর দেখলাম। মনে হলো, কোথায় যেন দেখেছি, চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

অনেক রাত পর্যন্ত এই নিয়ে অস্বস্তিতে কাটল। তারপর হঠাৎই মনে পড়ে গেল।

সেই বেনামী চিঠিগুলির লেখার আর তার হাতের লেখার অসম্ভব রকমের মিল। শুধুমাত্র তার হাতের লেখা কিছুটা বড় বড় এবং সোজাসাপটা, এছাড়া হুবহু একই রকম।

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা নতুন আইডিয়া আমার মাথায় এল। মিসেস লিডনার কি নিজেই ঐ চিঠিগুলি লিখেছেন? এবং ডঃ লিডনার কি কিছুটা একইরকম সন্দেহই করেন।

দশ ॥ শনিবারের বারবেলা

শনিবার সকালে মিঃ কোলম্যান হ্যাসানিয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

বেতনের দিনে সাধারণত খুব একটা কাজের চাপ থাকে না। ছোট ছেলেটি আবদুল্লা, যে পাত্রগুলো ধোয়া-মোছার কাজ করে, সে অন্যদিনের মতোই উঠোনে বসে কাজ করতে করতে নাক দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজটা করে চলেছে। ডঃ লিডনার আর মিঃ এম্মট্ মৃৎপাত্রের কিছু কাজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আর মিঃ ক্যারে অন্যত্র চলে গেলেন।

মিসেস লিডনার বিশ্রাম করার জন্য ঘরে চলে গেলেন। প্রতিদিনকার মতো তার ঘর গুছিয়ে দিয়ে আমি আমার ঘরে চলে গেলাম, কারণ দুপুরে আমার ঘুম আসে না।

বইটা পড়তে পড়তে ঘণ্টা দুয়েক যে কিভাবে পার হয়ে গেল। বইটার নাম 'নার্সিং হোমে মৃত্যু।' সত্যিই দারুণ আকর্ষণীয় গল্প—যদিও লেখক নার্সিংহোমের ব্যাপার-স্যাপার বিশেষ কিছুই জানেন বলে মনে হয় না।

বইটা যখন শেষ হয়ে গেল (খুনি সেই লাল চুলো বিউটি পার্লারের পরিচারিকা, যাকে একবারের জন্যও সন্দেহ হয়নি) হাতের ঘড়ির দিকে তাকালাম, অবাক হয়ে দেখলাম, তিনটে বাজতে আর কুড়ি মিনিট বাকি!

উঠে পড়লাম, উঠোনে বেরিয়ে এলাম।

আবদুল্লা তখনও বাসনপত্র পরিষ্কার করছে এবং তখনও তার বিখ্যাত গলাবাজি করে চলেছে। ডেভিড এম্মট্ তার পাশে দাঁড়িয়ে বাসনপত্র বাছাবাছির কাজ করছেন,

ভাঙা পাত্রগুলো এক জায়গায় রাখছেন। আমি পায়চারি করতে করতে তাদের দিকেই যাচ্ছি, ডঃ লিডনার সিঁড়ি দিয়ে ছাদ থেকে নেমে এলেন।

উৎফুল্লভাবে বললেন, 'আজ বিকেলটা বেশ সুন্দর, তাই না? ছাদটা পরিষ্কার করে দিলাম। প্রায়ই ও অভিযোগ করত যে ঘরের ভেতর বদ্ধ অবস্থায় সবসময় ভাল লাগে না। লুইস খুব খুশি হবে। যাই, ওকে সুখবরটা দিয়ে আসি।'

তিনি তার স্ত্রীর দরজায় দু'বার টোকা মেরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বড়জোর মিনিট দেড়েক হবে, তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আশ্চর্য! কত খুশি হয়ে একবুক আনন্দ নিয়ে তিনি এই তো ঘরে ঢুকলেন। আর বেরিয়ে এলেন যেন মাতাল অবস্থায়, মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন।

'নার্স!' অস্বাভাবিক রকমের ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন, 'নার্স!'

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয়েছে, তাই দৌড়ে তার কাছে গেলাম। তাকে বীভৎস দেখাচ্ছে—ফ্যাকাশে মুখটা থরথর করে কাঁপছে, মনে হলো উনি যে কোনও মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারেন।

'আমার স্ত্রী...আমার স্ত্রী...ওঃ ভগবান।'

আমি তাকে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলাম। আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

মিসেস লিডনার তালগোল পাকিয়ে অস্বাভাবিকভাবে খাটের পাশে পড়ে আছেন।

ঝুঁকে দেখলাম তাকে, অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে মারা গেছেন। মৃত্যুর কারণ একেবারেই পরিষ্কার—মাথার সামনে কপালের ঠিক ওপরে ডানদিকে প্রচণ্ড আঘাত। বিছানা থেকে তিনি উঠেছিলেন, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আঘাত পেয়েছেন। চারপাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম যদি কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও কোনও অসংগতি চোখে পড়ল না। সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। জানলাগুলো সব বন্ধ এবং ছিটকিনি দেওয়া। খুনির লুকিয়ে থাকারও কোনও জায়গা নেই। স্পষ্টতই খুনি অনেকক্ষণ আগে এসে কাজ সেরে পালিয়ে গেছে।

বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

ডঃ লিডনার এখন পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন। ডেভিড এম্মট্ তার সঙ্গে আছেন, ফ্যাকাশে মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

অল্প কথায় তাকে বললাম, যা ঘটেছে।

ঠিকই অনুমান করেছিলাম, বিপদের সময় তার ওপর ভরসা রাখা যায়। খুব ধীর স্থির এবং কখনোই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারান না। তার নীল চোখ দুটি বিস্ময়ে একটু বড় হয়ে উঠল, ব্যস, এছাড়া আর কোনও লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ পেল না।

তিনি বললেন, 'আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশে খবর দেওয়া দরকার। বিল যে কোনও সময়ে এসে পড়তে পারে। এখন লিডনারকে নিয়ে কি করা যায়?'

'দু'জন মিলে ধরে তাকে তার ঘরে নিয়ে যাই।'

তিনি মাথা নাড়লেন। 'প্রথমে এই ঘরটায় তালা দিয়ে দিই।'

boiboi.net

দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনার কাছেই চাবিটা থাকুক, নার্স।'

আমরা দু'জনে মিলে লিডনারকে তুলে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মিঃ এম্মট্ একটু ব্র্যান্ডির সন্ধানে বেরোলেন, ফিরে এলেন মিস্ জনসনকে সঙ্গে নিয়ে। তাকে উদ্বিগ্ন দেখালেও তিনি শান্তই আছেন এবং ইতিকর্তব্য হারিয়ে ফেলেননি। তার দায়িত্বে মিঃ লিডনারকে রেখে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তাড়াতাড়ি আমি উঠোনে গেলাম। বিল আসছে গাড়িটা নিয়ে।

মিঃ এম্মট্ অল্প কথায় তাকে বললেন, 'মিসেস লিডনার মারা গেছেন—খুন হয়েছেন।'

'কি?' হঠাৎ এই খবরটা শুনে তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। গোল চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'লিডনার মা নেই। কি যা তা বলছেন?'

'মারা গেছেন?' পেছনে ফিরে দেখি মিসেস মারকাডো তীক্ষ্ণ চিৎকার করে কাঁদছেন।' মিসেস লিডনার খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'তিনি খুন হয়েছেন।'

তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'খুন, না, না, আমি তা বিশ্বাস করি না। তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

হঠাৎ তিনি একটা প্যাকিং বাক্সর ওপর বসে পড়লেন। 'ওভাবে কেউ আত্মহত্যা করে না, খুন ছাড়া এ কিছুই নয়, মিসেস মারকাডো।' কাঠখোট্টাভাবে আমি বললাম।

'উফ্—ও কি ভয়ঙ্কর, কি ভয়ঙ্কর!'

ভয়ঙ্কর তো বটেই। আমার মনে হলো, মিসেস লিডনারের জীবিতকালে তিনি যে তার প্রতি তীব্র বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। তাই ভেবে এখন মনস্তাপে দগ্ধ হচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পরেই তিনি অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের এখন কি করতে হবে?'

মিঃ এম্মট্ শান্তভাবে আবার পরিস্থিতির সামাল দিলেন।

'বিল, আপনি আবার হ্যাসানিয়েতে যান, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ুন। আপনি ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ডকে খবর দিন, তিনি এখানকার পুলিশের দায়িত্বে আছেন। তবে, সব চেয়ে আগে ডঃ রিলিকে খবর দিন, তিনি ভাল বলতে পারবেন।'

মিঃ কোলম্যান মাথা নাড়ালেন। তিনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন। কোনও কথা না বলে তিনি লাফিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন।

মিঃ এম্মট্ কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে বললেন, 'এখানকার লোকজনদের জিজ্ঞাসা করে দেখা যাক।'

তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'ইব্রাহিম।'

একজন চাকর ছুটতে ছুটতে এল। মিঃ এম্মট্ তার সঙ্গে আরবী ভাষায় কথা বলছিলেন। মনে হলো, ছেলেটি কোনও কিছু অস্বীকার করছে।

boiRboi.net

ওর সঙ্গে কথা বলার পরে হতাশ হয়ে মিঃ এম্মট্ বললেন, 'আজ দুপুরে এখানে কেউ আসেনি। আমার মনে হয়, খুনি সবার অলক্ষ্যে এসে কাজ হাসিল করে সরে পড়েছে।'

'অবশ্যই তাই।' বললেন মিসেস মারকাডো। 'চাকর-বাকররা যখন ছিল না, তখনই সে এসেছিল।'

'ঠিক।' বললেন মিঃ এম্মট্।

তার বলার ভঙ্গিতে কিছুটা অনিশ্চয়তার আভাষ আমার নজর এড়াল না।

আবদুল্লাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন। ছেলেটি প্রবল উত্তেজিত হয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছিল। মিঃ এম্মটের ভ্রূ কুঞ্চন বেড়েই চলেছে।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।' বিড়বিড় করে তিনি বললেন। 'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

এগারো ॥ তদন্ত

এর পরে যা যা ঘটেছিল তা আমি আপনাদের বলি। ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ড, পুলিশ আর ডঃ রিলি এলেন। সন্ধে পাঁচটা নাগাদ ডঃ রিলি আমাকে তার সঙ্গে অফিসে আসতে বললেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ডঃ লিডনারের চেয়ারে বসলেন। ইঙ্গিতে তার সামনের চেয়ারে আমাকে বসতে বললেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'একটা বিশ্রি ব্যাপার ঘটে গেল, নার্স। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। তিনি একটি নোটবই বার করলেন।

'আমি আমার নিজের সন্তুষ্টির জন্যই এই কাজ করছি। আচ্ছা, ঠিক কোন সময়ে ডঃ লিডনার তার স্ত্রীর মৃতদেহ প্রথম দেখেন?'

'তখন পৌনে তিনটের সামান্য এদিক-ওদিক হবে।' আমি বলেছিলাম।

'কি ভাবে জানলেন আপনি?'

আমি যখন দুপুরে ঘুম থেকে উঠি, তখন ঘড়ি দেখেছিলাম, তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

'আপনার ঘড়িটা একবার দেখতে পারি?'

আমি হাত থেকে খুলে ঘড়িটা তার হাতে দিলাম।

'একেবারে ঠিক সময় বলছে। সময়ের ব্যাপারে আপনি খুব নিখুত। এটা প্রশংসার যোগ্য। তাহলে সময় নিয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ রইল না। এখন উনি কতক্ষণ আগে মারা গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে আপনার কোনও মত আছে?'

'ডাক্তারবাবু।' আমি বললাম, 'আপনার সামনে একথা আমার মুখে শোভা পায় না।'

'এত লৌকিকতার করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি দেখতে চাই। আপনার অনুমান আমার সঙ্গে মেলে কিনা।'

murkoi.net

'ঠিক আছে, আমার মতে অন্তত এক ঘণ্টা আগে উনি মারা গিয়েছিলেন।'

'ঠিক বলেছেন। সাড়ে চারটের সময় আমি মৃতদেহ পরীক্ষা করি। আমি মনে করি উনি দুপুর ১.১৫ মিনিট থেকে ১.৪৫ মিনিটের মধ্যে মারা যান। আমরা সুবিধের জন্য দুপুর দেড়টা মৃত্যুর সময় হিসেবে ধরতে পারি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তিনি কিছু ভাবার চেষ্টা করলেন। তারপর হতাশ হয়ে বলে উঠলেন, 'মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আপনি বলছেন যে আপনি তখন বিশ্রাম করছিলেন, তাই তো? কিছু শুনতে পাননি?'

'দেড়টার সময়? না, ডাক্তারবাবু আমার কানে কিছুই আসেনি, শুধুমাত্র আরবি ছেলেটার গলার আওয়াজ ছাড়াও আর মিঃ এম্মট্ মাঝে মাঝে চিৎকার করে ছাদে থাকা মিঃ লিডনারের সঙ্গে কথা বলছিলেন।'

'আরবি ছেলেটা—আচ্ছা।' তাঁর ভ্রু কুঞ্চিত হলো।

সেই সময়েই দরজা খুলে ডঃ লিডনার আর ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ড ঘরে ঢুকলেন। ধূর্ত চোখের অধিকারী মিঃ মেট্ল্যান্ডের চলাফেরার মধ্যে ব্যস্তসমস্ত ভাব।

ডঃ রিলি উঠে দাঁড়িয়ে ডঃ লিডনারের চেয়ারে তাকে বসতে দিলেন।

'বসুন। খুব খুশি হয়েছি যে আপনি এসেছেন। আপনাকেই আমরা চাইছিলাম। কয়েকটা ব্যাপার আমাদের কাছে খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

ডঃ লিডনার মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালেন।

'আমি জানি।' তিনি আমার দিকে তাকালেন। 'আমার স্ত্রী বিশ্বাস করে নার্স লেথারানকে সব কথা বলেছেন। এখন আর নিশ্চয়ই সে সব কথা না বলা উচিৎ হবে না। নার্স, আপনি ডঃ রিলি আর মিঃ মেটল্যান্ডকে সব কথা খুলে বলুন।'

মিসেস লিডনারের সঙ্গে আমার কথোপকথন হয়েছিল, তা তাদের চাঁচাছোলা ভাষায় বলেছিলাম।

ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ড আমার কথা শোনার পর ডঃ লিডনারের দিকে তাকালেন।

'এঁর কথা কি সম্পূর্ণ সত্য, লিডনার?'

'নার্স লেথারানের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।'

'অসাধারণ গল্প।' ডঃ রিলি বললেন। 'আপনি চিঠিগুলি দেখাতে পারেন?'

আমার স্ত্রীর জিনিসপত্রের মধ্যে চিঠিগুলি অবশ্যই পাওয়া যাবে।

'টেবিলের ওপর রাখা একটা অ্যাটাচি কেস থেকে তিনি চিঠিগুলি বার করেছিলেন।' আমি বললাম।'

'তাহলে হয়ত এখনও ঐখানেই আছে।'

তিনি ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ডের দিকে তাকালেন। তার ভদ্র, বিনয়ী মুখটা কঠোর হয়ে উঠল। 'দেখুন, আর সত্য গোপন করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখন সবচেয়ে বেশি দরকার হলো লোকটাকে গ্রেপ্তার করে উচিত শাস্তি দেওয়া।'

boiRboi.net

'আপনি বিশ্বাস করেন যে একাজ মিসেস লিডনারের পূর্বতন স্বামীর?' আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'আপনার কি তাই মনে হয় না?' ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ড জিজ্ঞাসা করলেন।

'এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ নই।' দ্বিধাজড়িত ভাবে আমি বলেছিলাম।

'সে যাই হোক,' ডঃ লিডনার বললেন, 'লোকটা একটা খুনি শুধু নয়, একজন বিপজ্জনক উন্মাদও বটে। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। সে কাজ খুব কঠিনও নয়।'

ডঃ রিলি ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনি যা ভাবছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিনও হতে পারে, কি মিঃ মেটল্যান্ড?'

মিঃ মেটল্যান্ড একথার কোনও উত্তর না দিয়ে গোঁফ মোচড়াতে লাগলেন।

হঠাৎই আমার একটা কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল।

'মাফ করবেন, কয়েকটি ব্যাপার আমি উল্লেখ করতে চাই।' আমি সেই ইরাকি লোকটার কথা বললাম যে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চাইছিল, দু'দিন আগে ওখানে ঘোরাঘুরি করছিল, আর ফাদার ল্যাভিগনির সঙ্গে কথা বলছিল।

'আচ্ছা। আমরা এই ব্যাপারটা নোট করে নিচ্ছি। পুলিশের অনুসন্ধানের পক্ষে তা সহায়ক হতে পারে। লোকটির সঙ্গে এই মামলার কোনও যোগ থাকতেও পারে।'

'সম্ভবত পয়সা দিয়ে তাকে লাগানো হয়েছিল রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না দেখার জন্য।' আমি বলেছিলাম।

মিঃ মেটল্যান্ড ডঃ লিডনারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডঃ লিডনার, আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শুনুন। এতক্ষণে আমরা যা জানতে পেরেছি তার সারাংশ এইরকম। দুপুর বারোটার সময় মধ্যাহ্নভোজ শুরু হয় এবং চলে পৌনে একটা পর্যন্ত, আপনার স্ত্রী তার ঘরে চলে যান নার্স লেথারানকে সঙ্গে নিয়ে। আপনি চলে যান ছাদে। পরবর্তী দুই ঘণ্টা আপনার ওখানেই কাটে, ঠিক?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'এই সময়ের মধ্যে আপনি নিচে নেমেছিলেন কি?'

'না।'

'কেউ ছাদে আপনার কাছে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, এম্মট্-বেশ কয়েকবারই এসেছিলেন। তিনি ছাদে আমার সঙ্গে আর নিচে ছেলেটার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন, ছেলেটি পাত্রগুলো পরিষ্কার করছিল।'

'আপনি কি একবারও নিচে উঠোনের দিকে তাকিয়েছিলেন?'

'একবার কি দু'বার—এম্মট্‌কে কিছু বলার জন্য।'

'প্রতিবারই ছেলেটি উঠোনের মাঝখানে বসে মৃৎপাত্র পরিষ্কার করছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এম্মট্ মাঝে মাছে উঠোন ছেড়ে ছাদে আপনার কাছে গিয়েছিলেন, এর মধ্যে একবারে সবচেয়ে বেশি সময় কতক্ষণ আপনার কাছে ছিলেন?'

'এটা বলা কঠিন—সম্ভবত দশ মিনিট হবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, যখন কোনও কাজে ডুবে থাকি তখন সময়জ্ঞান যে আমার খুব ঠিক থাকে, তা কিন্তু নয়।'

মিঃ মেটল্যান্ড একটি ছোট নোটবই বার করলেন।

'শুনুন, ডঃ লিডনার, আপনার অভিযানের লোকেরা আজ দুপুর একটা থেকে দুটোর মধ্যে কে কি করছিলেন, তা আপনাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি।'

'কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারি—'

'দাঁড়ান। আমাকে আমার কাজ তো করতে হবে। প্রথমে মিঃ আর মিসেস মারকাডো। মিসেস মারকাডো বলেছেন যে তিনি বাথরুমে চুলে শ্যাম্পু করছিলেন। মিঃ মারকাডোর কথামতো উনি ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলেন। মিসেস জনসন বলেছেন যে তিনি লিভিংরুমে সিলিন্ডার সিলের ছাপ নিচ্ছিলেন। মিঃ রেইটার বলেছেন যে তিনি ডার্করুমে ছিলেন। ফাদার ল্যাডিগনির কথামতো তিনি শোবার ঘরে কাজ করছিলেন। বাকি দু'জন রইলেন মিঃ ক্যারে আর মিঃ কোলম্যান। প্রথমজন খননস্থানে ছিলেন আর মিঃ কোলম্যান ছিলেন হ্যাসানিয়েতে। এবার ভৃত্যদের কথায় আসা যাক। আপনাদের ভারতীয় রাঁধুনি সদর দরজার ঠিক বাইরে প্রহরীদের সঙ্গে গপ্পো করছিল। ইব্রাহিম আর মনসুর, এই দু'জন গৃহভৃত্য, ১.১৫ মিনিট নাগাদ তাদের সঙ্গে যোগদান করে। তারা আড়াইটে পর্যন্ত ওখানেই হাসিগপ্পে মত্ত ছিল। এই সময়ের মধ্যেই আপনার স্ত্রী মারা গিয়েছেন।'

ডঃ লিডনার সামনে ঝুঁকে এলেন।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'উঠোন দিয়ে এসে দরজা ছাড়া অন্য কোনওভাবে আপনার স্ত্রীর ঘরে ঢোকা যায় কি?'

'না, দুটো জানলা আছে, কিন্তু সেগুলোতে খুব মজবুত গরাদ আছে, তাছাড়া, আমার মনে হয় জানলা দুটি বন্ধ ছিল।'

তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

'জানলা দুটি ভেতর থেকে আটকানো ছিল।' আমি চট করে বললাম।

'সে যাই হোক, জানলা দুটি খোলা থাকলেও কারুর পক্ষে ঘরে ঢোকা সম্ভব হত না। আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত। ঘরের অন্য জানলাগুলোর ব্যাপারেও আমাদের একই মত। সব জানলাগুলোতে লোহার গরাদ আছে এবং বেশ মজবুত গরাদ। আপনার স্ত্রীর ঘরে ঢুকতে গেলে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে উঠোন পেরিয়ে দরজা খুলে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেই সময় সদর দরজায় প্রহরী ছিল, রাঁধুনি ছিল এছাড়া ছিল দু'জন গৃহভৃত্য। সুতরাং সদর দরজা দিয়ে কারুর ঢোকা সম্ভব ছিল না।'

ডঃ লিডনার লাফিয়ে উঠলেন।

'আপনি কিসের ইঙ্গিত করছেন? কিসের?'

boighar.net

ডঃ রিলি শান্তভাবে বললেন, 'আমি জানি, খবরটা শুনতে আমাদের ভাল লাগবে না, তবু তার মুখোমুখি হতেই হবে। খুনি বাইরে থেকে আসেনি, খুনি ভেতরেই ছিল। তার মানে এটাই দাঁড়াচ্ছে যে, মিসেস লিডনার আপনার অভিযানের কোনও সদস্যের হাতেই খুন হয়েছেন।'

বারো ।। পোয়ারোকে আমন্ত্রণ

'আমি বিশ্বাস করি না...। না, না।'

ডঃ লিডনার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছেন।

'আপনি যা বলছেন তা একেবারেই অসম্ভব, রিলি। আমাদের মধ্যেই কেউ? এই অভিযানের প্রত্যেক সদস্যই লুইসকে অত্যন্ত ভালবাসত।'

ডঃ রিলির মুখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেল। এইরকম পরিস্থিতিতে কোনও মন্তব্য করা সহজ নয়, তিনি করলেনও না। কিন্তু কখনো কখনো নীরবতাও অনেক কথা বলে দেয়।

'একেবারেই অসম্ভব।' আবার বললেন ডঃ লিডনার। 'প্রত্যেকেই তাকে পছন্দ করত। তার এমন মধুর ব্যক্তিত্ব ছিল, সবাই তা অনুভব করত।'

ডঃ রিলি কাশলেন।

'মাফ করবেন, লিডনার, এ শুধুমাত্র আপনার মত। যদি কেউ আপনার স্ত্রীকে অপছন্দ করেন, তবে তা নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপন করে সবাইকে জানিয়ে করবেন না।'

'আপনার কথা ঠিকই, তবুও রিলি, এক্ষেত্রে আপনি ভুল করছেন। আমি নিশ্চিত, লুইসের প্রতি প্রত্যেকেই অনুগত ছিল।'

দু'-এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকেই তিনি আবার ফেটে পড়লেন।

'আপনার এই অনুমান অত্যন্ত কলঙ্কজনক—যা একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না।'

'আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ড এর কার্যকারণ সম্পর্কে বলেছিলেন।'

'কিসের কার্যকারণ সম্পর্ক? একজন ভারতীয় রাঁধুনি আর দু'জন আরবি ভৃত্যর কথার ওপর নির্ভর করে এমন অনুমান করা যায় না। এদের আমি যেমন চিনি, আপনি আর মিঃ মেটল্যান্ডও তেমনই চেনেন। সত্য বলতে এরা কি বোঝে? নিছক প্রভুভক্তি থেকে এরা সে সব কথাই বলবে, যা আপনি তাদের কাছ থেকে শুনতে চান।'

ডঃ রিলি বললেন, 'এই মামলায় কিন্তু তাদের কাছ থেকে এই সব কথা আমরা শুনতে চাইনি। তাছাড়া আমি আপনাদের গৃহভৃত্যদের সম্বন্ধে কিছুটা অবগত আছি। দরজার ঠিক বাইরে তাদের বেশ জমাটি আড্ডা বসে। বিকেলের দিকে যখনই আমি এখানে আসি, তখনই ওদের অনেককেই ওখানে দেখি। সুতরাং ওখানেই ওরা ছিল তা ধরেই নেওয়া যায়।'

'তা হলেও বলব আপনার এই অনুমান কষ্টকল্পিত, ঐ শয়তানটা আগে থেকে ঢুকে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়েছিল।'

ডঃ রিলি ঠাণ্ডা মাথায় বললেন, 'বাস্তবে তা কিন্তু সম্ভব নয়। ধরে নিলাম, কোনও আগন্তুক লুকিয়ে-চুরিয়ে সবার অলক্ষ্যে এখানে ঢুকেছিল। তার মানে, তাকে খুনের সময় পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। ঢোকার পথে এবং বেরোবার পথে এতজন লোকের মধ্যে কারুর চোখে পড়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা। এত বড় ঝুঁকি সে কেন নিতে যাবে?'

'ঐ ছেলেটি, আরে, আমি তো ছেলেটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।' ডঃ লিডনার বললেন, 'বেশ চটপটে তুখোড় ছোকরা। মেটল্যান্ড, আমি নিশ্চিত, ঐ ছেলেটি খুনীকে অবশ্যই আমার স্ত্রীর ঘরে ঢুকতে দেখেছে।'

'আমরা ব্যাপারটা ভেবে দেখেছি। ছেলেটি সারাক্ষণ ধরেই উঠোনে পাত্র পরিষ্কার করছিল। শুধুমাত্র একবার এই দুপুর দেড়টা নাগাদ— এম্মট্ এর চেয়ে স্পষ্ট করে সময়টা বলতে পারেনি—উনি ঐ সময়ে ছাদে আপনার কাছে গিয়েছিলেন এবং দশ মিনিটের মতো আপনার কাছে ছিলেন—তাই তো?'

'হ্যাঁ, যদিও আমি আপনাদের ঠিক কতক্ষণ ছিল বলতে পারিনি, তবে মোটামুটি ঐরকমই হবে।'

'খুব ভাল। ঐ সময়টাতেই ছেলেটি কাজে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায় এবং গেটের বাইরে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে গল্প-গুজবে মত্ত হয়। এম্মট্ নিচে নেমে এসে যখন দেখেন ছেলেটি নেই, তখন রেগে গিয়ে তাকে ডাকেন, জানতে চান কাজ ছেড়ে সে আড্ডা মারতে গিয়েছিল কেন। এই দশ মিনিটের মধ্যেই নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রী খুন হয়েছেন।'

একটা বুকফাটা আর্তনাদ করে মিঃ লিডনার দুই হাতে মুখ ঢাকা দিলেন।

ডঃ রিলি কেজো গলায় শান্তভাবে বললেন, 'আমার অনুমানের সঙ্গেও ঐ সময়টা মিলে যাচ্ছে। তাকে যখন পরীক্ষা করি তার তিন ঘণ্টা আগেই উনি মারা গিয়েছিলেন। এখন একমাত্র প্রশ্ন হলো, খুনি কে?'

সবাই নীরব। ডঃ লিডনার কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন। 'আপনার জোরদার যুক্তির আমি প্রশংসা করি, ডঃ রিলি। সত্যিই এমনটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, খুনি আমাদের মধ্যেই আছেন। আপনি বলতে চাইছেন, একটা আশ্চর্যজনক কাকতালীয় কিছু ঘটে গেছে, তাই তো? না হলে খুনি এই রকম সুবর্ণসুযোগ পাবেই বা কেন?'

'কাকতালীয় হতে যাবে কেন?' বলেছিলেন ডঃ রিলি।

তাঁর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বলে চললেন, 'আমার স্ত্রী বেশ কয়েকটি হুমকি দেওয়া চিঠি পেয়েছেন। একজন বিশেষ কাউকে ভয় পাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ তার ছিল। তারপর তিনি খুন হলেন। এবং আপনি বলছেন তিনি সেই লোকটার হাতে খুন হননি—বরং অন্য কারুর হাতে, যার সঙ্গে ঐ সব চিঠির কোনও সম্পর্ক নেই। আমি বলছি, এ অত্যন্ত হাস্যকর।'

ডঃ রিলি ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ডের দিকে তাকালেন। 'কাকতালীয়? আপনার কি মনে হয় মেটল্যান্ড? আপনিও কি তাই ভাবেন? আচ্ছা, মিঃ লিডনার, আপনি এরকুল পোয়ারো নামের কোনও ভদ্রলোকের কথা কি শুনেছেন?'

ডঃ লিডনার অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়েছিলেন। 'মনে হচ্ছে, শুনেছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিঃ ভ্যান আল্ডিন নামে এক ভদ্রলোকের মুখে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। তিনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তাই তো?'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন।'

'কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই লন্ডনে থাকেন, এক্ষেত্রে তিনি কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন?'

'তিনি লন্ডনে থাকেন ঠিকই, কিন্তু এমনই আশ্চর্য কাকতালীয় যে, তিনি এখন লন্ডনে নেই, সিরিয়াতে আছেন। তিনি কাল বাগদাদে যাবার পথে হ্যাসানিয়ে হয়েই যাবেন।'

'আপনাকে একথা কে বললেন?'

'জাঁ বেরাত। ফরাসী কনসাল। কাল রাত্রে আমাদের সঙ্গে নৈশভোজ করার সময় তিনি একথা বলেছেন। সিরিয়া সৈনিকদের কেলেঙ্কারির তদন্তে তিনি এসেছেন। সেই তদন্তের কাজে তিনি কাল বাগদাদে আসছেন। তারপর সিরিয়া হয়ে তিনি লন্ডনে উড়ে যাবেন। কেমন আশ্চর্য সমাপতন বলুন তো?'

ডঃ লিডনার একটু যেন দমে গেলেন। 'আপনি কি বলেন ক্যাপ্টেন মেট্ল্যান্ড?'

'তিনি অবশ্যই স্বাগতম। এতে আমাদের অনেক সুবিধেই হবে।' উনি একটুও দ্বিধা না করে বলেছিলেন, 'আমার লোকজন আরবদের অপরাধ জগৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকলেও, আপনার স্ত্রীর ব্যাপারটা আমার ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। গোটা ব্যাপারটাই ভীষণ জটিল মনে হচ্ছে। আমি চাই, ওঁর মতো একজন দক্ষ ডিটেকটিভ এই মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করুন।'

'আপনি বলছেন যে, আমি পোয়ারোকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানাব।' ডঃ লিডনার বললেন, 'ধরুন, উনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন?'

'তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না?' বললেন ডঃ রিলি।

'আপনি কি করে জানলেন?'

'কেন না আমিও একজন পেশাদার মানুষ। যদি কোনও একটা চ্যালেঞ্জিং অসুখ। ধরা যাক সেরিব্রো স্পাইনাল মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত রোগী আমার হাতে আসে আমি তা ফিরিয়ে দিতে পারব না। এটা আর পাঁচটা সাধারণ অপরাধের মতো নয়, লিডনার।'

'না।' বললেন ডঃ লিডনার। যন্ত্রণায় তার ঠোঁটদুটি কুঁচকে উঠল। 'ডঃ রিলি, তাহলে আমার তরফে আপনিই এরকুল পোয়ারোকে আমন্ত্রণ জানাবেন?'

'জানাব।'

ডঃ লিডনারের ভঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল।

boiRboi.net

'এখনও পর্যন্ত, আমি ভাবতেই পারছি না যে, লুইস সত্যিই আর নেই।'

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না।

'ওঃ ডঃ লিডনার, আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না, কি নিদারুণ মনকষ্টে আমি ভুগছি। মিসেস লিডনারের ওপর নজর রাখাই ছিল আমার দায়িত্ব, যাতে কোনওরকম বিপদের আশঙ্কা না থাকে।'

'না, নার্স, না। তোমার নিজেকে দোষারোপ করার কোনও কারণ নেই। দোষী আমিই। সমস্ত দোষ আমার...আমি বিশ্বাস করিনি...আগাগোড়াই তার কথায় কোনও গুরুত্ব দিইনি...সত্যিই আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবিনি যে এত বড় বিপদ ওৎ পেতে আছে...' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ তার চোখে-মুখে। আমিই তাকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়েছি...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই...বিশ্বাস করিনি...আমি বিশ্বাস করিনি।

সারা ঘরময় তিনি ছটফট করে বেড়াচ্ছেন। আমাদের সান্ত্বনার কোনও ভাষা নেই।

তেরো ।। এরকুল পোয়ারো এলেন

এরকুল পোয়ারোকে যেদিন প্রথম দেখি,—সেদিনের কথা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। যদিও পরে, ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে প্রথম দেখে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলাম এবং আমি জানি প্রত্যেকের দশাই হবে আমার মতো।

তাকে মনে মনে হয়ত কল্পনা করেছিলাম শার্লক হোমসের মতো দীর্ঘকায়, ঋজু, এবং কাটা কাটা চতুর মুখমণ্ডলে। আমি জানতাম যে তিনি বিদেশী কিন্তু তা যে এরকম বাড়াবাড়ি হবে, ভাবতেও পারিনি। জানিনা, ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা।

তাকে প্রথম দেখলে আপনার হাসি পাবে। উচ্চতা কোনওভাবেই পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির বেশি নয়, বেশ গোলগাল ভোঁতা চেহারা, যথেষ্ট বয়স হয়েছে। প্রকাণ্ড একটি গোঁফ আবার এর ওপর। মাথাটি ঠিক ডিমের আকারের। ঠিক যেন হাসির নাটকের একটি ভাঁড়ের চরিত্র।

এই লোক কিনা মিসেস লিডনারের খুনিকে খুঁজে বার করবেন!

আমার মনের ভাব নিশ্চয়ই আমার মুখে ফুটে উঠেছিল, কেননা, সোজাসুজিই তিনি বলেছিলেন, 'কি মাদাম, আমাকে দেখে ঠিক পছন্দ হলো না মনে হচ্ছে। একটা কথা মনে রাখবেন, না খেলে কিন্তু বোঝা যায় না পুডিং কেমন হয়েছে। অদ্ভুতভাবে চোখ পিটপিট করে তিনি বলেছিলেন। হয়ত উনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তবুও আমি ভরসা পেলাম না।

তিনি প্রথমেই আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে বসতে বললেন। সবাইয়ের সঙ্গেই তিনি কথা বলতে চান। সেই মতো আমরা সবাই খাওয়ার ঘরে গিয়ে একটি টেবিল ঘিরে বসলাম। মিঃ পোয়ারো বসলেন একদিকে, ডঃ লিডনার বসলেন আর এক দিকে, অন্যদিকে বসলেন ডঃ রিলি।

সবাই বসার পর ডঃ লিডনার গলা পরিষ্কার করে নিয়ে দ্বিধাজড়িত এবং বিনয়ী

boiRboi.net

বাচনভঙ্গিতে বললেন, 'আপনারা আশা করি সবাই মিঃ এরকুল পোয়ারোর নাম শুনেছেন। তিনি আজ হ্যাসানিয়েতে এসেছিলেন, এবং দয়া করে তার অন্য কাজের ক্ষতি করে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হয়েছেন। এজন্য তার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। ইরাকি পুলিশ এবং ক্যাপ্টেন মেটল্যান্ড তাদের যথাসাধ্য করছেন, কিন্তু—কিন্তু এই মামলার মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে, যা ঠিক সহজ নয়, তার জন্যই ওনার সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।'

মিসেস মারকাডো উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'তার অবশ্যই ধরা পড়া উচিত। সে ধরা না পড়লে কিছুতেই আমি শান্তি পাব না।'

লক্ষ্য করেছিলাম ছোটখাটো মানুষটির দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ল। 'কে? আপনি কার কথা বলছেন মাদাম?' তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'কে, আবার, খুনিটা ছাড়া আর কে?'

'ও, খুনিটার কথা বলছেন।' এরকুল পোয়ারো এমনভাবে বললেন যেন, খুনির কথা কেন এল উনি বুঝতে পারেননি।

আমরা সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম, তিনি এক এক করে আমাদের সবাইকার মুখের দিকে চোখ রাখছেন। 'আপনাদের মধ্যে হয়ত, কেউই এর আগে কোনও খুনের মামলার সংস্পর্শে আসেননি।' সবাই মিলে বিড়-বিড় করায় যা আওয়াজ উঠল তার অর্থ দাঁড়াল 'না।'

তিনি হেসেছিলেন।

'সুতরাং এটা পরিষ্কার যে আপনাদের এইরকম পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোনওরকম ধারণাই নেই। থাকলে জানতেন যে আপনাদের শুরুতেই ব্যাপারটা ভাল লাগবে না। হ্যাঁ, মোটেই ভাল লাগবে না। আর একটু ভেঙে বলা যাক। এই বাড়ির সবাইকেই আমি সন্দেহ করি। রাঁধনি, গৃহভৃত্য, পাত্র ধোয়ার ছেলেটি এবং এই অভিযানের প্রতিটি সদস্য, কেউই সন্দেহের আওতা থেকে মুক্ত নয়।'

মিসেস মারকাডো উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'কোন স্পর্ধায় আপনি একথা বলতে পারলেন? অত্যন্ত জঘন্য আর অসহ্য আপনার কথাবার্তা। ডঃ লিডনার—আপনি এখানে বসে বসে এঁকে এইসব কথা বলতে দিতে পারেন না—আপনি—।'

ডঃ লিডনার শান্ত করতে চাইছেন, 'শুনুন, মাথা ঠাণ্ডা করে বোঝার চেষ্টা করুন, মেরি।'

মিঃ মারকাডোও উঠে দাঁড়িয়েছেন। চোখ দুটি তার লাল হয়ে উঠেছে, উত্তেজিতভাবে হাত নাড়াতে নাড়াতে তিনি বললেন, 'উনি আমাদের অপমান করছেন।'

'না, না,' মিঃ পোয়ারো বললেন। 'আমি আপনাদের অপমান করিনি। আমি আপনাদের সত্যের মুখোমুখি হতে বলেছি, এই মাত্র। যখন কোনও বাড়িতে খুনের মতো ঘটনা ঘটে, তখন সেই বাড়ির প্রত্যেকেই কমবেশি সন্দেহভাজনের তালিকায়

boiRboi.net

পড়েন। আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই, খুনি যে বাইরে থেকেই এসেছে, এমন কোনও প্রমাণ কি আপনারা দিতে পারেন?'

মিসেস মারকাডো আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সে যে বাইরে থেকেই এসেছে এটা বোঝার জন্য বেশি কিছু বুদ্ধির দরকার হয় না।' তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, 'এছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভবও নয়।'

'আপনি নিশ্চয়ই ঠিক কথাই বলছেন, মাদাম।' মিঃ পোয়ারো বললেন, 'তবে আমরা একটা পদ্ধতি মেনে কাজ করি। প্রথমে আমি নিজেকে নিশ্চিন্ত করতে চাই যে বাড়ির সবাই নির্দোষ। তারপর আমি বাইরের কারুর কথা ভাবব।'

'আমরা আপনার হাতে পড়ে গেছি।' হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে (ফাদার ল্যাভিগনি) বললেন, 'দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, নিশ্চিন্ত হয়ে নিন যে, এই সাংঘাতিক খুনোখুনির মধ্যে আমরা কেউ নেই।'

'কথা দিচ্ছি।'

'আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে আপনি নির্দ্বিধায় তা করতে পারেন।' ফাদার ল্যাভিগনি বললেন।

'এটাই কি আপনার প্রথম বছর, এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'কবে নাগাদ আপনি এখানে এসেছিলেন?'

'তিন সপ্তাহ হলো। তারিখটা ছিল ২৭শে ফেব্রয়ারী।'

'কোথা থেকে এসেছেন?'

'পেরেস ব্ল্যানস। কার্থেজ।'

'ধন্যবাদ। এর আগে কখনো কোনও সূত্রে মিসেস লিডনারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল?'

'না। এর আগে কখনো তাকে আমি দেখিইনি।'

'দুঃখজনক ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আপনি কি করছিলেন দয়া করে যদি বলেন?'

'আমি তখন প্রাচীন শিলালিপিতে কালকাকার বর্ণমালার ওপর কিছু কাজ করছিলাম।'

আমি লক্ষ্য করেছিলাম পোয়ারোর কনুইয়ের নিচে টেবিলের ওপর এই বাড়ির একটা নকশা রয়েছে।

'তার মানে, দক্ষিণ পশ্চিম কোণের এই ঘরটিতে, মিসেস লিডনারের ঘরের ঠিক উল্টোদিকে।'

'হ্যাঁ।'

'কখন আপনি আপনার ঘরে গিয়েছিলেন?'

'মধ্যাহ্নভোজের ঠিক পরেই। এই— একটা বাজতে তখন মিনিট কুড়ি বাকি।'

'কতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ঘরে ছিলেন?'

boiRboi.net

'তিনটে বাজার ঠিক আগে ঘর থেকে বেরোই। তখন গাড়িটা ফিরে আসার আওয়াজ পাই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার গাড়িটার বেরিয়ে যাবার শব্দ পাই। অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যাপারটা দেখতে বেরোই।'

'এই সময়ের মধ্যে ঘর থেকে একবারের জন্যও বেরোননি?'

'না। একবারের জন্যও নয়।'

'এমন কিছু শোনেননি বা দেখেননি যাতে মনে হতে পারে যে একটা ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটতে চলেছে।'

'না।'

'আপনার উঠোনের দিকে মুখ-করা কোনও জানলা নেই?'

'না। দুটি জানলার মুখই গ্রামের দিকে।'

'উঠোনে যে সব কাজকর্ম হচ্ছিল তার কোনওরকম আওয়াজ কি আপনি শুনতে পেয়েছিলেন?'

'তেমন কিছু নয়। মিঃ এমটের পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম, একবার কি দু'বার। আমার ঘরের পাশ দিয়ে ছাদে যাচ্ছিলেন।'

'কতবার গিয়েছিলেন, মনে করতে পারবেন?'

'না, সঠিক বলতে পারব না। আমি আমার কাজে মগ্ন ছিলাম।' একটুখানি থেমে পোয়ারো বললেন, 'আপনি কি কোনওভাবে আলোকপাত করতে পারেন, যাতে এই মামলায় কোনও সুবিধে হতে পারে? ধরুন, এই খুনের আগের কয়েকদিনের মধ্যে তেমন কিছু লক্ষ্য করেননি?'

ফাদার ল্যাডিগনি একটু অস্বস্তির মধ্যে অপ্রস্তুত হয়ে মিঃ লিডনারের দিকে তাকালেন। 'এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়।' গম্ভীরভাবে তিনি বললেন। 'আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি পরিষ্কার করেই বলতে চাই যে, মিসেস লিডনার যে কোনও কারণেই হোক ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত ছিলেন। অচেনা লোকদের দেখলে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়তেন। আমি মনে করি, তার এই নার্ভাসনেসের নিশ্চয়ই কোনও কারণ ছিল, তবে তা আমি জানি না। তিনি আমাকে বিশ্বাস করে কিছু বলেননি।'

পোয়ারো একটু গলা খাঁকারি দিয়ে তার হাতের টুকরো কাগজটায় কি সব লেখালেখি করলেন। 'দিন দুয়েক আগে রাতে একবার চুরির চেষ্টা হয়েছিল?'

ফাদার ল্যাডিগনি তার কথায় সম্মতি জানিয়ে ঘরে সেই আলো দেখার কথা এবং তার পরের খোঁজাখুজির কথা তাকে জানালেন।

'কোনও অবাঞ্ছিত লোক সেদিন এখানে এসেছিল, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন, না কি করেন না?'

'আমি নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। কোনও জিনিসই খোয়া যায়নি বা এদিক-ওদিক হয়নি। হতে পারে কোনও গৃহ ভৃত্য—'

'অথবা অভিযানের কোনও সদস্য?'

'তা হতে পারে। তবে ঐ ক্ষেত্রে তার লুকিয়ে চুরিয়ে আসার তো কোনও কারণ দেখি না।'

'আচ্ছা ধরুন, কোনও আগন্তুক এখানে লুকিয়ে এলেন। কিন্তু তার পক্ষে কি এইভাবে সবার নজর এড়িয়ে এতক্ষণ ধরে লুকিয়ে থাকা সম্ভব?'

তিনি এই প্রশ্নটি যেমন ফাদার ল্যাডিগনিকে করলেন, তেমনি করলেন ডঃ লিডনারকেও। দুইজনেই প্রশ্নটির গুরুত্ব দিলেন।

'আমার কিন্তু মনে হয় না, তা সম্ভব।' ডঃ লিডনার কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন, 'আমি তো বুঝতে পারছি না, কোথায় সে এতক্ষণ ধরে লুকিয়ে থাকবে, আপনি কি বলেন, ফাদার ল্যাডিগনি?'

'আমারও তো তাই মনে হয়।'

কিন্তু দু'জনকেই মনে হলো এই মতটিকে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না।

পোয়ারো এবারে মিস জনসনের দিকে তাকালেন।

'মাদাম আপনি? আপনার কি মনে হয়?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মিস জনসন মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'না, আমারও মনে হয় না, তা সম্ভব। কোথায় লুকোবে সে নিজেকে? প্রত্যেকটা বাথরুমই নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। ডার্করুম, অফিস ঘর, ল্যাবরেটরি সবই ব্যবহৃত হয়েছিল সেদিন, লোকজনের যাতায়াত ছিল। কোনও ঘরেই সে রকম কোনও আলমারি নেই, যাতে লুকিয়ে থাকা যেতে পারে। এক, চাকর-বাকরেরা যদি না কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে—'

'সেটা হতে পারে। তবে কষ্টকল্পিত।' পোয়ারো বললেন। তিনি আবার ফাদার ল্যাডিগনির দিকে ফিরলেন। 'আর একটা ব্যাপার, একদিন নার্স লেথারান আপনাকে এই বাড়ির বাইরে একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছেন। এই লোকটিকেই তিনি আগে একবার দেখেছিলেন জানলা দিয়ে উঁকি দিতে। তাকে দেখে মনে হয়েছিল, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই তিনি এই বাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করছিলেন।'

'তা হতেই পারে।' চিন্তিতভাবে বললেন ফাদার ল্যাডিগনি।

'আপনিই কি তার সঙ্গে প্রথম কথা বলেন, না কি তিনিই?'

'মনে তো হচ্ছে—হ্যাঁ—হ্যাঁ তিনিই প্রথম কথা বলেন।'

'কি বলেছিলেন?'

ফাদার ল্যাডিগনি মনে করার চেষ্টা করছেন। 'যতদূর মনে পড়ছে, তিনি জানতে চাইছিলেন এ কোনও আমেরিকান কোম্পানি কিনা, তারা লোক নিয়োগ করে কিনা। তিনি ঠিক যে কি জানতে চাইছিলেন পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম না, তবে আমি জোর করেই চেষ্টা করছিলাম তার সঙ্গে কথা বলতে, যাতে আমি আরবি ভাষায় একটু সড়গড় হতে পারি। সম্ভবত তিনি শহরের লোক হওয়াতে আমার কথা কিছু কিছু বুঝতে পারছিলেন, শ্রমিকরা তো কিছুই বোঝে না।'

'এছাড়া আর কোনও কথাবার্তা হয়নি?'

boiRboi.net

'যতদূর মনে পড়ে, আমি বলেছিলাম যে হ্যাসানিয়ে বেশ বড় শহর—তারপর আমরা দু'জনেই একমত হলাম যে বাগদাদ আরও বড় শহর—আর মনে হয় জানতে চেয়েছিলেন যে আমি আমেরিকান না সিরিয়ান ক্যাথলিক এইসব আর কি।'

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

'কেমন দেখতে ছিলেন তিনি?' ফাদার ল্যাডিগনি চিন্তায় পড়ে গেলেন।

'গাট্টাগোট্টা, বেঁটেখাটো চেহারা, বেশ ট্যারা এবং গায়ের রং বেশ ফর্সা।

মিঃ পোয়ারো আমার দিকে তাকালেন। 'আপনিও ঐ লোকটাকে দেখেছেন, উনি যেমন বলছেন তেমনই কি দেখতে?

'ঠিক ঐরকম নয়।' দ্বিধার সঙ্গে বললাম। 'বেঁটে তো নয়, বরং তিনি লম্বা এবং বেশ কালো। আমার চোখে উনি ছিপছিপে এবং ট্যারা বলে মনে হয়নি।'

মিঃ পোয়ারো হতাশভাবে কাঁধ দুটি নাড়ালেন।

'সব সময়ই এমনটাই হয়। পুলিশের লোকরা এই ব্যাপারটা আরও ভালভাবে জানে। বিশেষ কোনও একজনের চেহারার বর্ণনা, দু'জন মানুষ কখনোই একরকম করে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা পরস্পরবিরোধী কথা বলে থাকেন।'

'আমি নিশ্চিত যে, লোকটা ট্যারা।' বললেন ফাদার ল্যাডিগনি। 'নার্স লেথারান হয়ত অন্য ব্যাপারে ঠিকই বলছেন। একজন ইরাকি হিসেবে তিনি যথেষ্টই ফর্সা, আমি সে কথাই বলতে চেয়েছি।'

'আমিও মানব না।' বলেই দিলাম। 'ভীষণ কালো। এর চেয়ে কালো বিশেষ দেখা যায় না।'

লক্ষ্য করলাম, ডঃ রিলি ঠোঁট কামড়ে ধরে হাসছেন।

পোয়ারো হতাশভাবে হাতদুটি তুললেন।

'যে লোকটা সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করে, তাকে নজরে রাখতেই হবে। ঠিক আছে, আমরা কথাবার্তা চালিয়ে যাই।'

কিছুক্ষণ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি মিঃ রেইটারকে বেছে নিলেন।

'বলুন বন্ধু, গতকালের বিকেলের আপনার অভিজ্ঞতার কথা।

মিঃ রেইটারের মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। 'আমি?'

'হ্যাঁ, আপনি। আপনার নাম আর বয়স দিয়েই শুরু করুন।'

'কার্ল রেইটার, আঠাশ বছর বয়স।'

'আমেরিকান—নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ। আমি শিকাগো থেকে আসছি।'

'এটাই কি আপনার প্রথম বছর?'

'হ্যাঁ, আমি ফটোগ্রাফির দায়িত্বে আছি।'

'ও আচ্ছা, তো গতকাল দুপুরে আপনি কি করছিলেন?'

'বেশির ভাগ সময়ই আমি ডার্করুমে ছিলাম।'

boiRboi.net

'বেশিরভাগে সময়ই, মানে—'

'কয়েকটি ছবি প্রথমে ডেভলপ করি, তারপর কয়েকটি জিনিস ফটোগ্রাফিতে লাগাচ্ছিলাম।'

'বাইরে?'

'না, ফটোগ্রাফিক ঘরে।'

'ডার্করুম দিয়েই তো ফটোগ্রাফিক ঘরে যেতে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে, আপনি কখনোই ফটোগ্রাফির ঘরের বাইরে বোরাননি?'

'না।'

'উঠোনের কোনও আওয়াজ বা কোনও কিছু আপনি লক্ষ্য করেননি?'

'আমি কোনও কিছুই লক্ষ্য করিনি। আমি আমার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। গাড়িটা ফিরে আসার আওয়াজ পেয়েছিলাম। আমার কোনও চিঠি এসেছে কিনা জানতে বাইরে এসেছিলাম। তখনই ঘটনাটি শুনি।'

'আপনি কখন ফটোগ্রাফিক ঘরে কাজ শুরু করেছিলেন?'

'একটা বাজতে দশ মিনিট আগে।'

'এই অভিযানে যোগ দেওয়ার আগে কখনও কি মিসেস লিডনারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল?'

'না, এইখানেই তাকে আমি প্রথম দেখি।'

'আপনি কি কিছু বলতে পারেন—কোনও ঘটনা—যত সামান্যই হোক না কেন—যা আমাদের সাহায্য করতে পারে?'

কার্ল রেইটার মাথা নেড়ে বললেন, 'সে রকম তো কিছু আমার নজরে পড়েনি।'

'মিঃ এম্মট্?'

ডেভিড এম্মট্ তার মধুর আমেরিকান স্বরে স্পষ্ট এবং কাটাকাটাভাবে বললেন, 'আমি একটা বাজতে দশ মিনিট বাকি থাকতে পাত্র নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছিলাম, চলেছিল তিনটে বাজতে পনেরো মিনিট পর্যন্ত। আবদুল্লার কাজ দেখাশোনা করার ফাঁকে এবং মাঝে-মাঝে ছাদে যাচ্ছিলাম ডঃ লিডনারের কাছে।'

'কতবার আপনি ছাদে গিয়েছিলেন?'

'চারবার হবে।'

'কতক্ষণ ধরে ছিলেন?'

'মিনিট দুয়েকের বেশি নয়। কিন্তু একবার আধঘণ্টার একটু বেশি কাজ করার পর আমি ছাদে দশ মিনিটের মতো ছিলাম, কি কি রাখব আর কি কি ফেলব এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

'এবং ফিরে এসে দেখেন ছেলেটি ওখানে আর নেই?'

boiRboi.net

'হ্যাঁ, রেগে গিয়ে আমি তাকে ডাকতে, দেখলাম সে আসছে। সে সদর দরজার বাইরের আড্ডায় গিয়েছিল।'

'ঐ একবারই সে কাজ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল?'

'দু'-একবার তাকে পাত্র নিয়ে ছাদে পাঠিয়েছিলাম।'

পোয়ারো বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, 'একটি অত্যন্ত জরুরী প্রশ্ন, মিঃ এম্মট্, এই সময়ের মধ্যে আপনি কাউকে মিসেস লিডনারের ঘরে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছেন কি?'

মিঃ এম্মট্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আমি আদৌ কাউকে দেখিনি। ঐ দু'ঘণ্টার মধ্যে উঠোনেও কেউ আসেনি।'

'এবং আপনার বিশ্বাস, দুপুর দেড়টার সময় আপনারা দু'জনের কেউই উঠোনে ছিলেন না?'

'খুব নিশ্চিত করে বলতে না পারলেও, খুব একটা এদিক-ওদিকে হবে না।'

পোয়ারো ডঃ রিলির দিকে ফিরলেন।

'আপনার অনুমিত মৃত্যুর সময়ের সঙ্গে মিলছে কি, ডাক্তারবাবু?'

'হ্যাঁ।'

মিঃ পোয়ারো তার মস্তবড় গোঁফদুটি মোচরাতে-মোচড়াতে বললেন, 'আমার মনে হয়, এটা ধরে নিতে পারি যে ঐ দশ মিনিটের মধ্যেই মিসেস লিডনারের মৃত্যু হয়েছিল।'

চৌদ্দ ।। আমাদের মধ্যেই কেউ?

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা—আতঙ্কের একটা প্রবাহ সারা ঘরময় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। এই প্রথম আমার মনে হলো খুনি এই ঘরের মধ্যেই আছে। আমাদের সঙ্গেই বসে আছে, সব শুনছে...আমাদের মধ্যেই কেউ।

সম্ভবত মিসেস মারকাডোও একই কথা ভাবছিলেন। হঠাৎই তিনি তীক্ষ্ণভাবে কেঁদে উঠলেন। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না, কি ভয়ঙ্কর।'

'ভয় পেয়ো না, মেরি।' তার স্বামী আশ্বাস দিয়েছিলেন।

তিনি অপ্রস্তত হয়ে আমাদের দিকে তাকালেন।

'ও একেবারেই নরম মনের মানুষ। অল্পেই ভয় পেয়ে যায়।'

'আমি লুইসকে এত ভালবাসতাম।' কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন মিসেস মারকাডো।

জানি না, মুখে আমার মনের ভাব কিছু ফুটে উঠেছিল কি না, কিন্তু হঠাৎই দেখলাম মিঃ পোয়ারো আমার দিকে তাকালেন, তার ঠোঁটে সামান্য হাসির রেশ। আমি ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গেই পোয়ারো মিসেস মারকাডোকে জেরা করতে শুরু করলেন।

'বলুন মাদাম, গতকাল ঐ সময়ে আপনি কি করছিলেন?

'আমি তখন চুলে শ্যাম্পু করছিলাম। ভেবে অবাক হচ্ছি যে ঘুণাক্ষরেও কিছুই বুঝতে পারিনি, আমি যে কল্পনাও করিনি—'

'আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঘর থেকে আপনি একবারও বেরোননি?'

'না। যখন গাড়িটা আসে, তখনই আমি বেরিয়ে এসে সব শুনি। উফ্, ভাবা যায় না।'

'আপনি কি অবাক হয়েছিলেন?'

মিসেস মারকাডো কান্না থামালেন। অসন্তুষ্ট দৃষ্টি নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, মিঃ পোয়ারো, আপনি বলতে চাইছেন—'

'আমি আর বিশেষ কি বলব, মাদাম? একটু আগেই আপনি বলেছেন, তাকে আপনি কত ভালবাসতেন। তো তিনি বিশ্বাস করে কিছু বলেননি, আপনাকে?'

'ও, আচ্ছা,—না—না—ডিয়ার লুইস আমাকে কখনোই কিছু বলেননি। অবশ্য, দেখতাম যে, তিনি কি সাংঘাতিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর নার্ভাস হয়ে থাকতেন। অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা ঘটত, জানলায় টোকা মারা, এইরকম আরও কত কি।'

'কষ্টকল্পনা, আপনিই বলেছিলেন কথাটা।' আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম।

ক্ষণিকের জন্য একটু ঘাবড়ে গেলেন, দেখে খুশিই হলাম। আরও একবার মিঃ পোয়ারোর কৌতুকপূর্ণ চোখদুটি আমার ওপর খেলে গেল।

পেশাদারি দক্ষতায় তিনি মিসেস মারকাডোর বক্তব্যর সারাংশ করলেন।

'ব্যাপারটা তাহলে এইরকম দাঁড়াল যে, আপনি তখন চুলে শ্যাম্পু করছিলেন—কিছু দেখেননি এবং কিছুই শোনেননি। তবুও, আদৌ যদি কিছু আপনার মনে হয়ে থাকে, তাহলে বলুন, হয়ত তাতে আমাদের কিছু সুবিধে হবে।'

মিসেস মারকাডো একটুও সময় না নিয়ে বললেন, 'না সত্যিই কিছুই মনে হয়নি। তবে একটা কথা আমি অবশ্যই বলব যে, কোনও সন্দেহ নেই—বিন্দুমাত্র কোনও সন্দেহ নেই যে, খুনি বাইরে থেকেই এসেছিল, এছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না।'

পোয়ারো তার স্বামীর দিকে ফিরলেন। 'আপনার কি বলার আছে, বলুন।'

মিঃ মারকাডো ভয়ে ভয়ে শুরু করলেন।

'নিশ্চয়ই তাই, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু বাইরের লোক হলেই বা তার ক্ষতি কেন করতে চাইবেন। তিনি এত ভদ্র ছিলেন, এত দয়ালু—যে তাকে মেরেছে সে একটা শয়তান—আস্ত শয়তান।'

'আর আপনি নিজে, আপনি কিভাবে কাটিয়েছিলেন কালকের দুপুরটা?'

'আমি?' ভীষণ অপ্রস্তুত তিনি।

'তুমি তখন ল্যাবরেটরিতে ছিলে, জোসেফ।' তার স্ত্রী তাকে প্রম্পট্ করলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাইতো। আমি আমার রোজকার কাজই করছিলাম।'

'কটার সময় আপনি কাজে গিয়েছিলেন?'

আবার তিনি অসহায়ভাবে মিসেস মারকাডোর দিকে তাকালেন।

'একটা বাজার দশ মিনিট আগে, জোসেফ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা বাজার দশ মিনিট আগে।'

'আপনি কি উঠোনে এসেছিলেন, একবারও?'

'না, মনে তো হয় না।' কিছুক্ষণ ভাবলেন, 'না, আমি নিশ্চিত, আমি আসিনি।'

'আপনি কখন শুনলেন, এই দুঃখজনক সংবাদটি?'

'আমার স্ত্রী এসে আমাকে বলেন। সাংঘাতিক। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এমনকি এখনও, এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

হঠাৎই তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। 'উফ্, কি ভয়ঙ্কর, কি ভয়ঙ্কর।'

মিসেস মারকাডো তড়িঘড়ি তার পাশে এলেন। 'হ্যাঁ, জোসেফ হ্যাঁ, আমাদের সবাইয়ের অভিজ্ঞতাও তোমারই মতো। কিন্তু, তাই বলে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। আমরা যদি এত দুর্বল হয়ে পড়ি, তাহলে মিঃ লিডনারের অবস্থা কি হবে, ভেবে দেখ।'

দেখলাম, ডঃ লিডনারের মুখ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছে। এইরকম আবেগময় পরিস্থিতি তার পক্ষে সামলানো সহজ নয়। তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন, সে দৃষ্টিতে মিনতির সুর। পোয়ারো সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিলেন।

'মিস জনসন?' তিনি বললেন।

'আমি আপনাকে বিশেষ কিছুই বলতে পারব না।' তার শিক্ষিত, মার্জিত, সুস্থির কণ্ঠস্বর মিসেস মারকাডোর কাঁপা-কাঁপা গলায় তৈরি দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে সবাইকেই মুক্তি দিল। তিনি বললেন, 'আমি লিভিংরুমে কাজ করছিলাম—প্লাসটিসিনের ওপর সিলিন্ডার সিলের ছাপ নিচ্ছিলাম।

'এবং আপনি কিছু দেখেননি বা শোনেনও নি?'

'না।'

পোয়ারো তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাঁর দিকে তাকালেন। মিস জনসনের 'না' বলার মধ্যে যে সামান্য আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল, তা তার কান এড়িয়ে যায়নি।

'আপনি কি একেবারেই নিশ্চিত, মাদাম? অস্পষ্টভাবে হলেও একেবারেই কি কিছুই আপনার মনে হয়নি?'

'না, সত্যিই না—'

'কিছু আপনি দেখেছিলেন, হয়ত না দেখার মতো করেই, একটু মনে করার চেষ্টা করুন না।'

'না কিছুই দেখিনি।' দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন।

'তবে, নিশ্চয়ই কিছু শুনেছেন। হয়ত ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি কিসের শব্দ।'

boiRboi.net

মিস জনসন ছোট্ট করে হাসলেন।

'আপনি আমাকে ভীষণ চাপ দিচ্ছেন, মিঃ পোয়ারো। আমি কল্পনার ওপর নির্ভর করে যেটুকু আন্দাজ করেছি, আপনি তা বলতেই আমাকে উৎসাহিত করছেন, কিন্তু।'

'তাহলে কল্পনার কিছু রসদ আপনার কাছ থেকে পাওয়া যাবে?'

'আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল—গতকাল দুপুরের ঐ সময়ের মধ্যে—একটা খুব ক্ষীণ আর্তনাদের মতো কি বলব—আমার ভুলও হতে পারে। লিভিংরুমের সব জানলাগুলোই খোলা ছিল এবং মাঠ থেকে রাজ্যের যত আওয়াজ সবই শোনা যাচ্ছিল। এখন আমার খুবই খারাপ লাগছে। যদি ঐ আওয়াজের ওপর নির্ভর করেই ছুটে তার ঘরে যেতাম—তাহলে হয়ত কে বলতে পারে! যদি সময়মতো পৌঁছতে পারতাম—'

ডঃ রিলি কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন, 'এখন আর ঐ সব ব্যাপার আবার মাথায় ঢোকাবেন না। আমার কোনও সন্দেহই নেই যে, মিসেস লিডনারের মৃত্যু হয়েছে একটি আঘাতেই। দ্বিতীয় আঘাত করার দরকারই হয়নি। তাহলে, তিনি সাহায্য করার জন্য চিৎকার করে ডাকতে পারতেন, এবং সেই ডাক অবশ্যই পরিষ্কারভাবে শোনা যেত।'

'তবুও, আমি গেলে হয়ত খুনিকে ধরতে পারতাম।' মিস জনসন বললেন।

'ক'টার সময় বলতে পারেন মাদাম, দুপুর দেড়টার আশে-পাশে কি?'

'ঐ সময়েই হবে, হ্যাঁ।' তিনি একটু ভেবে বললেন।

'তাহলে, এক্ষেত্রেও মিলে যাচ্ছে।' পোয়ারো বললেন।

'আপনি এছাড়া কিছুই শোনেননি, ধরুন, দরজা খোলা বা বন্ধ করার কোনও শব্দ?'

'না, সেরকম কিছু আমি মনে করতে পারছি না।'

'অনুমান করি, আপনি টেবিলের ওপর বসেছিলেন। সেক্ষেত্রে আপনি কোন দিকে মুখ করেছিলেন? উঠোনের দিকে? অ্যান্টিক ঘরের দিকে? বারান্দা না কি গ্রামের দিকে?'

'আমার মুখ ছিল উঠোনের দিকে।'

'আপনি দেখতে পেয়েছিলেন যে আবদুল্লা ওখানে পাত্রগুলো পরিষ্কার করছিল?'

'হ্যাঁ, তাকালে দেখতে পেতাম। তবে গতকাল আমার কাজেই খুব ব্যস্ত ছিলাম। আমার সমস্ত মনোযোগ ঐদিকেই ছিল। উঠোনের জানলার কাছ দিয়ে কেউ যদি যেতেন, তবে কি দেখতে পেতেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'এবং কেউ ঐখান দিয়ে যাতায়াত করেনি?'

'না।'

'কিন্তু ধরুন, উঠোনের মাঝখান দিয়ে যদি কেউ যেত, তাহলে কি তাকে আপনি লক্ষ্য করতে পারতেন?'

'মনে হয়—হয়ত পারতাম না—'

boiRboi.net

'আপনি লক্ষ্য করেননি যে, আবদুল্লা কাজ ছেড়ে বাইরে গিয়ে অন্য চাকরদের সঙ্গে গপ্পো করছিল?'

'না।'

'দশ মিনিট।' আনমনাভাবে বললেন পোয়ারো। 'সেই সর্বনাশা দশ মিনিট।'

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এল।

মিস জনসন হঠাৎই বলে উঠলেন, 'জানেন মিঃ পোয়ারো, আমার মনে হয়, অনিচ্ছাকৃতভাবে আমি আপনাকে বিভ্রান্ত করেছি। ভেবে দেখলাম, আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে মিসেস লিডনারের ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা সম্ভব নয়। তাঁর ঘর আর লিডিং রুমের মাঝখানে অ্যান্টিক ঘর আছে এবং মিসেস লিডনারের ঘরের জানলাগুলো সবই বন্ধ ছিল।'

'যাই হোক, এই নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।' পোয়ারো বললেন, 'এই ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।'

'না, অবশ্যই তা নয়। সেটা আমি বুঝি। কিন্তু তবুও আমি ঠিক অত সহজে মেনে নিতে পারছি না। হয়ত কিছু আমি করতেও পারতাম।'

'নিজেকে এভাবে কষ্ট দিও না, অ্যান।' মমতা মাখানো স্বরে বলেছিলেন ডঃ লিডনার। তাঁর দরদী কণ্ঠস্বর মিস জনসনকে কিছুটা আবেগপ্রবণ করে দিল। এও দেখলাম, তিনি চোখের জল সামলাতে পারলেন না।

পোয়ারো আরও একবার তাঁর নোটবই খুঁটিয়ে দেখছেন। 'আমার মনে হয় না, বিশেষ কিছু আপনার বলার আছে, মিঃ ক্যারে।'

রিচার্ড ক্যারে ধীরে ধীরে যন্ত্রের মতো বললেন, 'আমার মনে হয় না, আপনাকে আদৌ কোনও সাহায্য আমি করতে পারব। আমি তখন খনিতে কাজ করছিলাম। সেখানেই আমাকে খবরটা দেওয়া হয়েছিল।'

'এবং আপনি কিছু জানেন না বা কিছু আন্দাজ করতে পারেন না এই ব্যাপারে?'

'একেবারেই না।'

'মিঃ কোলম্যান?'

'গোটা ব্যাপারটাই ঘটে গেল, যখন আমি ছিলাম না।' দুঃখিতভাবে বলেছিলেন মিঃ কোলম্যান। 'শ্রমিকদের মজুরির টাকা আনতে আমি গতকাল হ্যাসানিয়ে গিয়েছিলাম। ফিরে আসতে এম্মট্ আমাকে দুঃসংবাদটি দেয়, তখনই আমি আবার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাই পুলিশে খবর দিতে এবং ডঃ রিলিকে ডাকতে।'

'এর আগে কিছু মনে হয়নি?'

'ঠিক স্বাভাবিক ছিল না—কিন্তু সেসব তো আপনি ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন, স্যার। আমার মনে হয়, বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢুকেছিল, লোকটাকে খুব ধূর্ত বলতে হবে।'

'আপনি একজন ইংরেজ, মিঃ কোলম্যান?' তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

boiRboi.net

'ঠিক বলেছেন, স্যার। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।'

'এটাই আপনার প্রথম বছর?'

'ঠিক তাই।'

'এবং আপনি প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী।'

তার সম্বন্ধে এমন বর্ণনা তাকে বেশ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল। বেশ লজ্জিত হয়ে তিনি ডঃ লিডনারের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন।

'অবশ্যই গোটা ব্যাপারটাই নিশ্চয় খুব আকর্ষণীয়।' উনি তোতলাচ্ছেন।

'আমি বলতে চাইছি—আমি একটু বোকাসোকা ধরনের লোক, এই আর কি। এ ব্যাপারে তেমন কিছু বুঝি না।'

এরপর আর পোয়ারো চাপাচাপি করলেন না।

চিন্তিত মুখে পোয়ারো পেন্সিলটা দিয়ে টেবিলের ওপর ঠুকছেন।

'তাহলে, এখন এর বেশি আর কিছু জানা গেল না। পরে যদি কারো কোনও কিছু মনে পড়ে, তাহলে তা আমাকে জানাতে কোনও দ্বিধা করবেন না। আপাতত এই পর্যন্তই, এখন শুধু ডঃ লিডনার আর ডঃ রিলির সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।

সভা শেষ করার পক্ষে এই ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট। আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোলাম। কিছুটা যেতেই আমার ডাক পড়ল।

মিঃ পোয়ারো বললেন, 'নার্স লেথারান যদি দয়া করে আমাদের সঙ্গ দেন। তার সাহায্য আমাদের পক্ষে খুবই মূল্যবান হবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

আমি ফিরে এসে আবার আমার চেয়ারে বসলাম।

পনেরো ॥ পোয়ারোর একটি বক্তব্য

ডঃ রিলি তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, সবাই উঠে দাঁড়ালেন, সবাই উঠে গেলে উনি ভাল করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর পোয়ারোর দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে তাকিয়ে উঠোনের দিকের জানলাগুলোও বন্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। অন্য জানলাগুলো আগে থেকেই বন্ধ ছিল। তারপর তিনি আবার চেয়ারে এসে বসলেন।

পোয়ারো বললেন, 'এখন আমরা মন খুলে কথা বলতে পারব, বিরক্ত করার কেউ নেই। অভিযানের সদস্যদের কথা আমরা শুনলাম, তো এঁদের কথা শুনে আপনার কি মনে হয়?'

আমি লজ্জিত হয়ে উঠেছিলাম। অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, এই অদ্ভুত, ছোটখাটো মানুষটির চোখদুটি অসম্ভব তীক্ষ্ণ। আমার মনের কথাও যেন পড়ে নিচ্ছেন—হয়ত আমার মনের ভাব মুখে খুব বেশিরকম প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল।

'না, তেমন কিছু তো মনে হয়নি।' একটু দ্বিধার সঙ্গে বললাম।

'দ্বিধা করবেন না নার্স।' ডঃ রিলি বললেন, 'মিঃ পোয়ারো একজন বিশেষজ্ঞ, তাকে অকারণে বসিয়ে রাখবেন না।'

banglapdf.net

'সত্যিই, তেমন কিছু মনে হয়নি।' তড়িঘড়ি বলে উঠলাম।' 'তবে একটা কথা আমার মনে হয়েছে যে, যদি কেউ কিছু জেনে থাকেন বা কোনও ব্যাপারে সন্দেহ থেকেও যায়, তা কিন্তু সকলের সামনে, বিশেষ করে ডঃ লিডনারের সামনে প্রকাশ করা খুব সহজ নয়।'

আমাকে অবাক করে দিয়েই মিঃ পোয়ারো বললেন, 'খুব সত্যি কথা। তবে কি জানেন, এই ছোট্ট সভাটি একটি উদ্দেশ্য সাধন করেছে। ইংল্যান্ডে রেস শুরু হওয়ার ঘোড়াদের একটি মিছিল বেরোয়, জানেন নিশ্চয়। যাতে জুয়াড়ীদের পক্ষে ঘোড়াদের দেখে বাছতে সুবিধে হয়। আমিও তাই চেয়েছিলাম।'

ডঃ লিডনার প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠেছিলেন। 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে আমার অভিযানের কোনও সদস্য এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত।'

তারপর আমার দিকে ফিরে কর্তৃত্বের সুরে তিনি বললেন, 'নার্স, আপনি যদি দু'দিন আগে আমার স্ত্রী আপনাকে ঠিক যে যে কথা বলেছিলেন, তা মিঃ পোয়ারোকে এখন বলেন, তাহলে আমি বাধিত হবো।'

আমি সোজাসুজি মিঃ পোয়ারোকে সেই কথোপকথন বিবৃত করলাম।

আমার বলা শেষ হয়ে গেলে মিঃ পোয়ারো বললেন, 'খুব ভাল, খুব ভাল। আপনার মাথা বেশ পরিষ্কার এবং গুছিয়ে কথাও বলতে পারেন। আপনার সাহায্য আমার কাছে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠবে।'

তিনি ডঃ লিডনারকে বললেন, 'আপনার কাছে চিঠিগুলো আছে?'

'আমি নিয়েই এসেছি। ভেবেছিলাম, আপনি দেখতে চাইতে পারেন।'

পোয়ারো চিঠিগুলি তার কাছ থেকে নিয়ে পড়ে দেখলেন, তার পর খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। আমি একটু হতাশই হলাম দেখে যে, তিনি কোনও ডাস্ট পাউডার ব্যবহার করলেন বা অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করলেন না, কিন্তু বুঝলাম, তার বয়স হয়েছে, তাই হয়ত আধুনিক পদ্ধতিগুলি ঠিক গ্রহণ করতে পারেননি, আর সবাই যেমনভাবে চিঠি পড়ে তিনিও ঠিক সেইভাবেই পড়লেন। পড়া হয়ে গেলে সেগুলো রেখে দিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন। বললেন, 'এ পর্যন্ত যে সব তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, আসুন, আমরা সেগুলিকে একটু পরিষ্কার করে গুছিয়ে নিই। আপনাদের বিয়ের কিছুদিন পরেই আমেরিকায় আপনার স্ত্রী এই চিঠিগুলির প্রথম কয়েকটি পান। প্রথম চিঠিটি পাওয়ার পরপরই দ্বিতীয় চিঠিটি আসে। এই চিঠিটি পাওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই আপনারা গ্যাসের বিষক্রিয়ার হাত থেকে অল্পের জন্য রেহাই পান। তারপরে আপনারা অনেক দূরে এইখানে চলে আসেন। প্রায় দু'বছর কোনও চিঠি পাননি, এই মরশুমের শুরু থেকেই আবার চিঠি আসতে শুরু করে—তার মানে সপ্তাতিনেক আগে থেকে। আমি কি ঠিক বলছি?'

'একেবারে ঠিক।'

'আপনার স্ত্রী প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ডঃ রিলির সঙ্গে পরামর্শ করে আপনি নার্স লেথারানকে নিযুক্ত করেন, যাতে তার সাহচর্যে আপনার স্ত্রী সহজ হতে পারেন।'

'ঠিক।'

'কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—জানলায় ঠকঠক আওয়াজ—ভুতুড়ে মুখ—অ্যান্টিক ঘরে চোর আসা ইত্যাদি। এই সব বিস্ময়কর ব্যাপার-স্যাপার নিজের চোখে আপনি দেখেছেন?'

'না।'

'সত্যি বলতে কি, মিসেস লিডনার ছাড়া কেউই দেখেননি।'

'ফাদার ল্যাডিগনি অ্যান্টিক ঘরে একটা আলো দেখেছিলেন।'

'হ্যাঁ, সে কথা আমি ভুলিনি।'

দু'-এক মিনিট একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'আপনার স্ত্রী কোনও উইল করেছেন?'

'আমার মনে হয়, করেননি।'

'করেননি কেন?'

'তাঁর দিক থেকে তা খুব প্রয়োজনীয় ছিল বলে মনে হয় না।'

'ওঁর বাবা ওঁর নামে ট্রাস্টে যথেষ্ট টাকাই রেখে গেছেন। কিন্তু সেই টাকার আসলে তাঁর কোনও অধিকার ছিল না, সুদ তুলতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই টাকা তাঁর কোনও সন্তানের প্রাপ্য ছিল। সন্তান না হলে সেই টাকা পাবে পিট্‌স্‌টাউন মিউজিয়াম।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে টেবিলে পেন্সিল ঠুকছিলেন।

'তাহলে, এক্ষেত্রে খুনের একটা উদ্দেশ্যকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি। এই মৃত্যুতে কার সুবিধে হবে? না মিউজিয়ামের। মিসেস লিডনার যদি উইল না করে মারা যেতেন, তবে একটা প্রশ্ন উঠত, সেক্ষেত্রে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবেন—আপনি নাকি তার পূর্বতন স্বামী।

যাইহোক এই সব প্রশ্ন এখন আর উঠছে না। যেমন বলেছি, প্রথমেই টাকাকড়ির ব্যাপারটা বুঝে নিতে হবে। তারপর সবসময়ই আমার সন্দেহের তীর গিয়ে বেঁধে মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীর ওপর। এক্ষেত্রে প্রথমত আপনি প্রমাণ করেছেন যে, গতকাল দুপুরে আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে কখনোই যাননি। দ্বিতীয়ত আপনার স্ত্রীর মৃত্যুতে আপনার লাভের থেকে ক্ষতিই হয়েছে বেশি, এবং তৃতীয়ত—'

এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন।

'বলুন?' ডঃ লিডনার বললেন।

'তৃতীয়ত, স্ত্রীর প্রতি আপনার গভীর অনুরক্তি, আমার বিশ্বাস, স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা ছিল আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় আবেগ। তাই নয় কি?'

ডঃ লিডনার সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

boirboi.net

'আচ্ছা, এবার মামলাটি খুঁটিয়ে আলোচনা করা যাক।' ডঃ রিলি একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন।

'বন্ধু, ধৈর্য ধরুন। এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে সমস্ত খুঁটিনাটিকে খুব সুশৃংখলভাবে সাজাতে হয়। সত্যি বলতে কি, প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে এই হলো আমার নিয়ম। কয়েকটি সম্ভাবনা যখন খাটল না, তখন আমরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করব। হাতের সমস্ত তাসই উন্মুক্ত করে টেবিলে ফেলতে হবে কিছুই লুকোনো চলবে না।'

'ঠিক বলেছেন।' ডঃ রিলি বললেন।

'সেই জন্যই, আমি আপনাদের কাছ থেকে দাবি করছি নগ্ন সত্য।'

পোয়ারো বলেছিলেন।

ডঃ লিডনার তার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। 'আমি আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি মিঃ পোয়ারো, কোন কথাই আমি লুকোইনি।'

'আপনি আমাকে সব কথা বলেননি।'

'সত্যিই, আমার তো মনে হয়, খুঁটিনাটিই আপনাকে বলেছি।'

পোয়ারো নম্রভাবে মাথা নাড়ালেন। 'না, আপনি সব কথা বলেননি, যেমন ধরুন, নার্স লেথারানকে কেন আপনি নিযুক্ত করেছেন?'

ডঃ লিডনার একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। 'কিন্তু, একথা তো আমি বলেছি। ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার। আমার স্ত্রীর নার্ভাসনেস—তার আতঙ্ক....'

পোয়ারো সামনে ঝুঁকে এলেন। ধীরে কিন্তু বলিষ্ঠভাবে একটি আঙুল ওপরে-নিচে নাড়াতে নাড়াতে তিনি বললেন, 'না, না, না। এমন কিছু ব্যাপার এখানে আছে যা কিন্তু পরিষ্কার নয়। আপনার স্ত্রী বিপদের মধ্যে আছেন, তাকে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাও মানছি, কিন্তু আপনি পুলিশের কাছে গেলেন না—কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে গেলেন না—একজন নার্সের শরণাপন্ন হলেন। এই ব্যাপারটা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না।'

'আমি—আমি—' ডঃ লিডনার থেমে গেলেন। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'আমি ভেবেছিলাম।' তিনি একেবারে চুপ করে গেলেন।

'বলুন, বলুন। আপনি কি ভেবেছিলেন?'

ডঃ লিডনার চুপ করে রইলেন। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তাকে হয়রানি করা হচ্ছে, তাই কথা বলতে চান না।

'দেখুন—' পোয়ারো আবার উৎসাহী এবং আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 'আপনি এতক্ষণ যা বলেছেন সবই আমার কাছে সত্যি বলেই মনে হয়েছে, শুধুমাত্র এই একটি ব্যাপার ছাড়া। একজন নার্স কেন? একটা উত্তর অবশ্য আছে। সত্যি বলতে কি, ঐ একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে। আপনার স্ত্রী যে সত্যিই বিপদগ্রস্ত তা আপনি নিজেকেই বিশ্বাস করাতে পারেননি।'

boiRboi.net

তখনই ডঃ লিডনার একটি আর্তনাদ করে একেবারে ভেঙে পড়লেন।

'আমি সত্যিই বিশ্বাস করিনি, সত্যিই।'

বেড়াল যে দৃষ্টিতে ইঁদুরের গর্ত তাক করে অপেক্ষা করে থাকে পোয়ারোর দৃষ্টিও এখন সেই রকম। 'আপনি তাহলে কি ভেবেছিলেন?'

'জানি না—আমি জানি না।'

'আপনি জানেন। খুব ভালভাবেই জানেন। দেখুন তো, আমার অনুমান ঠিক কি না—আপনি ভেবেছিলেন—ঐ চিঠিগুলো আপনার স্ত্রী নিজেই নিজেকে লিখেছিলেন?'

তার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। পোয়ারোর অনুমান যে সত্যি, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তার হাত তোলার মধ্যেই প্রমাণিত। তিনি এই ব্যাপারটা লুকিয়েছিলেন।

আমি একটা গভীর শ্বাস নিলাম। তাহলে আমি আবছাভাবে যে আন্দাজ করেছিলাম, তা ভুল নয়। মনে পড়ল ডঃ লিডনার যখন জানতে চেয়েছিলেন, গোটা ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার কি ধারণা, তখন তার গলা, বলার ভঙ্গি একটু যেন অন্যরকম লাগছিল। এই সব কথা ভাবছিলাম, হঠাৎই লক্ষ্য করলাম, পোয়ারো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'আপনারও কি একই কথা মনে হয়, নার্স?' পোয়ারো জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'আমারও তাই মনে হয়েছিল।' সত্যি কথাই বললাম।

'কেন?'

তার হাতের লেখার সঙ্গে মিঃ কোলম্যানের দেখানো চিঠির হস্তাক্ষরের মিলের কথা বললাম।

পোয়ারো ডঃ লিডনারের দিকে ফিরলেন। 'আপনিও এই মিল লক্ষ্য করেছিলেন?'

ডঃ লিডনার মাথা নিচু করলেন।

'হ্যাঁ, করেছি। ছোট-ছোট এবং জড়ানো হাতের লেখা—লুইসের মতো বড় বড় এবং সুন্দর নয়। কিন্তু অক্ষরের মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। আমি আপনাকে দেখাবো।'

ভেতরের পকেট থেকে তিনি কয়েকটি চিঠি বার করে তার মধ্যে থেকে একটি চিরকুট বেছে নিলেন, তারপর সেটি পোয়ারোকে দিলেন। তার স্ত্রী তাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, এই চিরকুটটা তারই একটা অংশ। পোয়ারো বেনামি চিঠিগুলোর সঙ্গে সতর্কভাবে এটি মিলিয়ে দেখলেন।

বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, কয়েকটি মিল পাওয়া যাচ্ছে—যেমন, লেখার অদ্ভুত ধরণটি, একেবারে আলাদা রকমের। আমি হস্তাক্ষর বিশারদ নই—তাই একেবারে সঠিক বলতে পারব না। তবে যে কেউ এই লেখা দুটি দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে, বেশ কিছু মিল আছে। যতদূর সম্ভব মনে হয়, এই চিঠিগুলি একই লোকের লেখা,

boiRboi.net

কিন্তু আমি তা পুরোপুরি নিশ্চিত নই। অন্য সম্ভাবনাগুলিও আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত।'

তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তিতমুখে বললেন, 'তিনটি সম্ভাবনা আছে। হস্তাক্ষরের এই মিল একেবারেই কাকতালীয়। দ্বিতীয়ত, কোনও এক অজানা কারণে মিসেস লিডনার নিজেই নিজেকে এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন। তৃতীয়ত, অন্য কেউ এই সমস্ত চিঠিগুলি লিখেছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে তার হাতের লেখা নকল করে। কেন? এখনও পর্যন্ত কোনও কারণ পাওয়া যায়নি। তবে এই তিনটি কারণের মধ্যেই একটি কারণ যে সঠিক তা নিশ্চিত করে বলা যায়।'

তিনি দু'-এক মিনিট চুপ করে থেকে ডঃ লিডনারের দিকে ফিরলেন। দৃঢ়তার সঙ্গে মিঃ পোয়ারো ডঃ লিডনারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রথম যখন আপনার মনে হলো, মিসেস লিডনার নিজেই এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন, তখন আপনি কি ভেবেছিলেন?'

'আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাথা থেকে ঐ চিন্তা ঝেড়ে ফেলেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম এসব তার মানসিক বিকৃতির লক্ষণ।'

'কেন তিনি ঐ সব ভাবছিলেন বলে আপনার মনে হয়?'

'আমার মনে হয় ঐ সব দুশ্চিন্তা মনে পুষে রেখে রেখে তার মাথা কিছুটা বিগড়ে গিয়েছিল। হয়ত কি করছেন, তা ভাল করে না বুঝেই তিনি নিজেকে নিজে ঐ সব চিঠি লিখেছিলেন। এমনটা তো হতে পারে, তাই না ডঃ রিলি।'

ডঃ রিলি বললনে, 'মানুষের মগজে কতরকম আজগুবিই না কিলবিল করে।'

তিনি পোয়ারোর দিকে অর্থবহ চোখে তাকালেন। সেই দৃষ্টিকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই যেন, পোয়ারো এই বিষয়টিকে কোনও গুরুত্বই দিলেন না।

'চিঠিগুলি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হলেও, আমাদের গোটা মামলাটির দিকেই নজর দিতে হবে। আমি তিনটি সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছি।'

'তিনটি?'

'হ্যাঁ। সমাধান এক: সবচেয়ে সহজ। আপনার স্ত্রীর প্রথম স্বামী এখনো বেঁচে আছেন। প্রথমে তিনি তাকে হুমকি দেন এবং পরে সেই হুমকি কার্যকর করার পথে এগোন। এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা হলো, তিনি কিভাবে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে এই বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন এবং বেরোলেন।

সমাধান দুই: যে কোনও কারণেই হোক তিনি নিজেই এই চিঠিগুলি লিখেছিলেন। গ্যাসের ব্যাপারটা তিনিই সাজিয়েছিলেন। কিন্তু মিসেস লিডনারই যদি চিঠিগুলি লিখে থাকেন, তবে তো তার বিপদগ্রস্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। সেইজন্যই আমাদের অন্যত্র খুনির খোঁজ করতে হচ্ছে। আমরা অবশ্যই অভিযানের সদস্যদের মধ্যে কাউকে খুনি হিসেবে সন্দেহ করতেই পারি। হ্যাঁ, এটাই সবথেকে যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানের পথ। কোনও ব্যক্তিগত ঈর্ষা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই কেউ তাকে খুন করেছেন। বলা যেতে পারে, তিনি ঐ সব চিঠির ব্যাপারে জানতেন—অথবা এটা অন্তত জানতেন যে মিসেস

boiRboi.net

লিডনার কোনও কারণে আতঙ্কিত বা তার ভান করছেন। এই ব্যাপারটার জন্য খুনি হয়ত ভাবতে পারে যে সে নিরাপদ। সে নিশ্চিত যে খুনের দায় বর্তাবে সেই রহস্যজনক বাইরের লোকটির ওপর—যে এইসব হুমকি দেওয়া চিঠিগুলি লিখেছে। এ একটা মস্ত বড় সুযোগ তার কাছে। এই সমাধানের আর একটি দিক হলো, খুনি নিজেই এই চিঠিগুলি লিখেছে, সে জানত মিসেস লিডনারের অতীত ইতিহাস। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার ধোঁয়াটে থেকে যাচ্ছে, খুনি মিসেস লিডনারের হস্তাক্ষর কেন নকল করতে যাবে। কেননা যতদূর আমাদের মনে হয়, এই চিঠিগুলি অচেনা কেউ লিখলেই খুনির সুবিধে হত।

তৃতীয় সমাধানটিই আমার কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। এক্ষেত্রে আমার মতে চিঠিগুলি নকল নয়। চিঠিগুলি লিখেছেন মিসেস লিডনারের প্রথম স্বামী যে আসলে এই অভিযানেরই একজন সদস্য।'

ষোল ॥ সন্দেহ

ডঃ লিডনার তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

'অসম্ভব। একেবারেই অসম্ভব। এই ধারণাটি একদম আজগুবি।'

মিঃ পোয়ারো তার দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে ছিলেন, কোনও কথা বললেন না।

'আপনি বলতে চাইছেন তার পূর্বতন স্বামী আমাদের মধ্যেই কেউ, এবং তিনি তাকে চিনতে পারলেন না?'

'ঠিক তাই, ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। বছর পনেরো আগে আপনার স্ত্রী সেই মানুষটির সঙ্গে মাত্র কয়েকটি মাস ঘর করেছিলেন। এতগুলো বছর বাদে তিনি যদি আসতেন, তবে কি মিসেস লিডনার তাকে চিনতে পারতেন? আমার মতে না। তাঁর মুখের পরিবর্তন হয়েছে, চেহারার পরিবর্তন হয়েছে—তার কণ্ঠস্বর হয়ত সেইভাবে পাল্টায়নি। তবে মনে রাখবেন তাঁর প্রথম স্বামী একেবারে কাছের মানুষদের মধ্যেই থাকতে পারেন, এতটা ভাবেননি। একজন আগন্তুক হিসেবেই তিনি তাকে কল্পনা করেছিলেন। এছাড়াও একটি দ্বিতীয় সম্ভাবনা আছে। ছোট ভাই—শৈশবে যে তার দাদাকে অত্যন্ত ভালবাসত। এখন সে রীতিমতো একজন পুরুষমানুষ। দশ-বারো বছর বয়সের বয়সের একজন বালককে দেখার পর আজকে কি তাকে চেনা সম্ভব, যার বয়স আজ প্রায় ত্রিশ? মনে রাখবেন তার চোখে কিন্তু তার দাদা একজন প্রতারক নয়, বরং একজন দেশপ্রেমিক যে শহীদ হয়েছে নিজের দেশের জন্য অর্থাৎ জার্মানীর জন্য। মিসেস লিডনারই তার কাছে বিশ্বাসঘাতক—যে শয়তানের জন্য তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় দাদাকে মরতে হয়েছে। সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ বালকদের মধ্যে বীরত্বের দিকটা প্রচণ্ড আকর্ষণ করে। ঐ বয়সের মন কোনও একটি ধারণার বা আদর্শের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকলে তা খুব সহজেই তার ভবিষ্যতের মনকে প্রভাবিত করে।'

'ঠিক কথা।' বললেন ডঃ রিলি। 'সকলেই ভাবে, শিশুরা বুঝি চট করে ভুলে যায়,

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। বহু মানুষই এমন মতাদর্শ নিয়ে তাদের জীবন কাটায়, যা তাদের ছোট বয়সের নরম মনে গেঁথে গিয়েছিল।'

'যাই হোক, এই দুটি সম্ভাবনা আমরা পাচ্ছি। ফ্রেড়রিক বসনার, মোটামুটি বছর পঞ্চাশের বয়সের মানুষ, আর উইলিয়াম বসনার যার বয়স এখন ত্রিশের সামান্য নিচে। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আপনাদের অভিযানের সদস্যদের পরীক্ষা করা যাক।'

'অদ্ভুত ব্যাপার।' বিড়বিড় করে বলছিলেন ডঃ লিডনাব। 'আমার কর্মচারিরা। আমি ভাবতেও পারি না তাদের কথা।'

তার কথায় কোনও গুরুত্ব না দিয়ে পোয়ারো বললেন, 'এখন দেখতে হবে, এঁদের মধ্যে কারা ফ্রেডরিক বা উইলিয়াম হতেই পারেন না?'

'মহিলারা।'

'স্বাভাবিকভাবেই, মিস জনসন আর মিস মারকাডোকে বাদ দেওয়া যেতেই পারে। আর কেউ?'

'ক্যারে। তিনি এবং আমি একসঙ্গে অনেক বছর কাজ করেছি, এমনকি লুইসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও আগে--'

'এছাড়া তার বয়সও মিলছে না। আমার মতে, তার বয়স আটত্রিশ, উনচল্লিশ হবে, যা ফ্রেডরিক বা উইলিয়াম কারো সঙ্গেই মেলে না।'

'কিন্তু মশাই,' ডঃ লিডনার বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। 'সারা পৃথিবীতেই ফাদার ল্যাভির্গনি একজন লিপিবিশারদ হিসেবে পরিচিত আর মিঃ মারকাডো নিউ ইয়র্কের একটা বিখ্যাত মিউজিয়ামে বহু বছর কাজ করেছেন। সুতরাং আপনি যাদের কথা ভাবছেন, এই দু'জনের পক্ষে তা অসম্ভব।'

'অসম্ভব—অসম্ভব—এই শব্দটিকে আমি আদৌ কোনও গুরুত্ব দিই না। এই অসম্ভবের দিকগুলিই আমি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করি। তবু তর্কের খাতিরে এই দু'জনকে ছেড়ে দিলে বাকি থাকছেন কারা? কার্ল রেইটার, একজন যুবক, জার্মানি ধাঁচের নাম, ডেভিড এম্মট্—'

'তিনি এখানে দু'বছর ধরে আছেন, মনে রাখবেন।'

'এই যুবকটি ধীর-স্থির এবং ধৈর্যশীল। তিনি কোনও অপরাধ করলে তাড়াহুড়ো করে করবেন না। সব দিক আট-ঘাঁট বেঁধে তৈরি হয়েই করবেন।'

ডঃ লিডনার হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

'এবং শেষ জন। উইলিয়াম কোলম্যান।' পোয়ারো বললেন।

'তিনি একজন ইংরেজ।'

'তাতে কি? মিসেস লিডনার কি বলেননি যে ছেলেটি আমেরিকা ছেড়ে যায় এবং পরে আর তাকে দেখা যায়নি। সে খুব সহজেই ইংল্যান্ডে বড় হয়ে উঠতে পারে।'

'সব কিছুরই উত্তর দেখছি আপনার ঠোঁটের ডগায়।' বললেন ডঃ লিডনার।

পোয়ারো একটা নোটবই খুলে লিখছেন।

boiRboi.net

'আসুন, একটি নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি মেনে এগোন যাক। প্রথমে আমাদের ফাদার ল্যাডিগনি আর মিঃ মারকাডোর নাম উঠে এসেছিল। দ্বিতীয়বারে কোলম্যান, এম্মট আর রেইটারের কথা এসেছে।

'এবারে আসা যাক এই মামলাটির একেবারে উল্টো দিকটায় অর্থাৎ উদ্দেশ্য এবং সুযোগের কথায়। এই অভিযানের সদস্যদের মধ্যে অপরাধ করার মতো সেই উদ্দেশ্য এবং সুযোগ কার ছিল? ক্যারে ছিলেন খনিতে, কোলম্যান হ্যাসানিয়েতে এবং আপনি নিজে ছিলেন ছাদে। তাহলে বাকি থাকছেন ফাদার ল্যাডিগনি, মিঃ আর মিসেস মারকাডো, ডেভিড এম্মট্, কার্ল রেইটার, মিস জনসন আর নার্স লেথারান।'

'ওঃ!' ভীষণ অবাক হয়ে আমি চেয়ারে জড়ো-সড়ো হয়ে গেলাম।

মিঃ পোয়ারো আমার দিকে পিটপিটে চোখে তাকিয়ে আছেন।

'হ্যাঁ, আপনাকে সন্দেহের তালিকার বাইরে মোটেই রাখা যায় না। উঠোন যখন ফাঁকা ছিল, সেই সময় আপনার পক্ষে মিসেস লিডনারকে খুন করে আসা খুব কঠিন কিছু নয়। আপনি যথেষ্ট শক্তি ধরেন, আর উনি আপনাকে একেবারেই সন্দেহ করবেন না।'

সাংঘাতিক হতাশায় আমার মুখ থেকে একটি শব্দও বার হলো না। লক্ষ্য করলাম, ডঃ রিলি যেন খুব মজা পেয়েছেন। একজন নার্সের 'কৌতূহলদ্দীপক কাহিনী, যে তার রোগীদের একের পর এক খুন করে চলেছে।'

কটমট করে তার দিকে তাকালাম। ডঃ লিডনারের মন কিন্তু অন্য খাতে বইছে।

'এম্মট্ নয়, মিঃ পোয়ারো। তাকে আপনি সন্দেহ করতে পারেন না। মনে রাখবেন, সেই ভয়ঙ্কর দশ মিনিট তিনি আমার সঙ্গেই ছিলেন, ছাদে।'

'তা সত্ত্বেও তাকে সন্দেহমুক্ত হতে দিতে পারি না। তিনি নিচে নেমে সোজা মিসেস লিডনারের ঘরে গিয়ে তাকে খুন করে তারপর ছেলেটিকে ডাকতে পারেন, অথবা ছেলেটি যখন কয়েকবার আপনার কাছে গিয়েছিল, তখনও তার কাছে সুযোগ এসেছিল।'

ডঃ লিডনার মাথা নাড়াতে নাড়াতে বিড়বিড় করে বললেন, 'ওঃ কি যে দুঃস্বপ্ন। গোটা ব্যাপারটাই—গোলমেলে, জটিল।'

'ঠিক বলেছেন। অত্যন্ত জটিল অপরাধ এটি। বারে বারে এমন অপরাধ ঘটে না। খুনিরা সাধারণত খুব নীচ মনোবৃত্তির হয়, খুব সাধারণ হয়। কিন্তু এক্ষেত্রের খুনি অসাধারণ...আমার সন্দেহ, ডঃ লিডনার, আপনার স্ত্রী অসাধারণ মহিলা ছিলেন।'

এমন নিঁখুতভাবে তিনি পেরেকটা ঠুকলেন যে আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

'তাই তো, নার্স?' তিনি বললেন।

ডঃ লিডনার শান্তভাবে বললেন, 'ওঁকে বলুন, লুইস কেমন ছিলেন। নার্স, এখানে আপনি নিরপেক্ষ।'

আমি খোলাখুলি ভাবেই বললাম, 'তিনি অত্যন্ত সুন্দর মহিলা ছিলেন। সবসময়ই

তার জন্য কিছু করতে চাইতাম। এর আগে ওঁনার মতো আর কারু সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।'

'ধন্যবাদ।' এই বলে ডঃ লিডনার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

'বাইরের একজনের কাছ থেকে মূল্যবান সাক্ষ্য পাওয়া গেল।' বিনয়ের সঙ্গে বললেন পোয়ারো, 'ঠিক আছে, উদ্দেশ্য এবং সুযোগ এই শিরোনামে আমরা সাতটি নাম পেয়েছি। নার্স লেথারান, মিস জনসন, মিসেস মারকাডো, মিঃ মারকাডো, মিঃ রেইটার, মিঃ এম্মট্ এবং ফাদার ল্যাডিগনি।'

আরও একবার তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন। 'ধরা যাক, আমার তিন নম্বর অনুমান সঠিক। অর্থাৎ ফ্রেডরিক বা উইলিয়াম বসনারই খুনি, এবং ফ্রেডরিক অথবা উইলিয়াম বসনার এই অভিযানেরই কোনও সদস্য। দুটি তালিকা মিলিয়ে আমরা সন্দেহভাজনদের তালিকা আরও ছোট করে চারজনের মধ্যে আনতে পারি। ফাদার ল্যাডিগনি, মিঃ মারকাডো, কার্ল রেইটার এবং ডেভিড এম্মট্।'

'ফাদার ল্যাডিগনিকে নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।' ডঃ লিডনার জোরের সঙ্গে বললেন, 'তিনি পেরেস্ ব্ল্যাঙ্কসের একজন সদস্য।'

'এবং তার দাড়িও আসল।' আমি যোগ করলাম।

পোয়ারো বললেন, 'প্রথম শ্রেণীর খুনিরা কখনোই নকল দাড়ি ব্যবহার করে না।'

'আপনি কি করে জানলেন যে, খুনি প্রথম শ্রেণীর?' আক্রমণাত্মকভাবে বলে উঠলাম।

'তা না হলে গোটা ব্যাপারটা খুব সাধারণ হত, এক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়।'

'যাই হোক,' দাড়ির কথা আমি ভুলতে পারছি না। 'অত দাড়ি গজাতে অনেক সময় লেগেছে, কিন্তু।'

'এই হলো বাস্তববাদী পর্যবেক্ষণ।' পোয়ারো বললেন। বিরক্ত হয়ে ডঃ লিডনার বলে উঠলেন, 'কিন্তু এ হাস্যকর—অত্যন্ত হাস্যকর। তিনি এবং মারকাডো দু'জনেরই কেউই অপরিচিত নন। বহু বছর ধরেই তারা পরিচিত।'

'আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খেয়াল করেননি। ফ্রেডরিক বসনার যদি মারা না গিয়ে থাকেন—এতগুলো বছর ধরে তিনি কি করেছেন? নিশ্চয়ই অন্য একটি নাম তিনি গ্রহণ করেছেন। এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি কেরিয়ার তৈরি করেছেন।'

ডঃ রিলি বললেন, 'কার্ল রেইটারকে সন্দেহ করার মতো যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ কিন্তু আছে। যদিও তার বিরুদ্ধে সরাসরি তেমন কিছুই বলার নেই, তবুও তার ব্যাপারে কয়েকটি কথা মাথায় রাখতে হবে। তার বয়সটা মিলে যাচ্ছে, এবং জার্মানি নামের অধিকারি। এই বছরেই তিনি এসেছেন, এবং তার সুযোগও ছিল। ফটোগ্রাফিক ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনটা পেরিয়ে কুকাজটি সেরে সুযোগ বুঝে আবার ফিরে আসতেই পারেন।'

মনে হলো না মিঃ পোয়ারো এই অনুমানে তেমন গুরুত্ব ছিলেন।

'হ্যাঁ, তা অবশ্য সম্ভব। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ সরল নয়।'

তারপর তিনি বললেন 'এখন আর এই নিয়ে কোনও কথা নয়। যদি সম্ভব হয়, এখন যেখানে অপরাধটি সংঘটিত হচ্ছে সেই ঘরটি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'অবশ্যই।' এই বলে ডঃ লিডনার তার পকেট হাতড়ে ডঃ রিলির দিকে তাকিয়েছিলেন।

'ক্যাপ্টেন মেডল্যান্ড চাবিটা নিয়েছিলেন। উনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বললেন ডঃ রিলি। তিনি চাবিটা দেখালেন।

ডঃ লিডনার দ্বিধার সঙ্গে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না—আমি না খুলে—যদি—যদি—নার্স—'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' পোয়ারো বললেন, 'বুঝতে পারছি। এর ওপর আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকলেই অনেক হবে।'

সতেরো ॥ রক্তের দাগ

মিসেস লিডনারের মৃতদেহ হ্যাসানিয়েতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পোস্টমর্টেমের জন্য। কিন্তু ঘরের আর যা কিছু সবই যেমন ছিল তেমনই আছে।

ঘরে ঢুকে দরজার ডানদিকে বিছানা। দরজার উল্টোদিকে দুটো গরাদ লাগানো জানলা গ্রামের দিকে মুখ করে। জানলা দুটির মাঝখানে একটা ওক কাঠের টেবিল, দুটি দেরাজওয়ালা, এটাই ছিল মিসেস লিডনারের ড্রেসিং টেবিল। পূবদিকের দেওয়ালে সারি করে হুক পোঁতা, যেখানে জামাকাপড় ঝুলছে। দরজার ঠিক বাঁদিকে ওয়াশস্ট্যান্ড। ঘরের মাঝখানে আর একটি ওক কাঠের টেবিল। তার ওপর ব্লটার এবং কালির দোয়াত আর একটা অ্যাটাচি কেস। এর মধ্যেই মিসেস লিডনার বেনামি চিঠিগুলি রাখতেন। পর্দাগুলি দেশি কাপড়ে তৈরি, সাদা এবং কমলা ডোরা কাটা। পাথরের তৈরি মেঝে, ছাগলের লোমে তৈরি কম্বল বিছোনো, কোনও বড় আলমারি বা ঐ জাতীয় কিছু এই ঘরে নেই, যাতে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। খাট এবং বিছানাও অতি সাধারণ, এই ঘরের মধ্যে একমাত্র বিলাসিতা হলো বালিশগুলি। উৎকৃষ্ট মানের তুলো এবং কাপড় দিয়ে তৈরি, খুব নরম। একমাত্র মিসেস লিডনার ছাড়া আর কারো এমন বালিশ নেই।

সংক্ষেপে ডঃ রিলি বলেছিলেন কোথায় মিসেস লিডনারের মৃতদেহ পড়ে ছিল। বিছানার পাশে কম্বলের ওপর তার দেহ এলোমেলোভাবে পড়ে ছিল।

'ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার।' পোয়ারো বললেন, 'তিনি বিছানায় শুয়েছিলেন, ঘুমোচ্ছিলেন বা বিশ্রাম করছিলেন—কেউ দরজা খোলে, তিনি তাকান, উঠে দাঁড়ান—'

'এবং খুনি তাকে আঘাত করে।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'আঘাতটি প্রথমে তাকে অজ্ঞান করে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়। দেখুন—'

boiboi.net

এই বলে ডাক্তারি পরিভাষায় তিনি মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যা করলেন।

'বেশি রক্ত তাহলে বেরোয়নি?' পোয়ারো বললেন।

'না, বরং মাথার ভেতরেই রক্তপাত বেশি হয়েছে।'

'একটা ব্যাপার ছাড়া আর সবই বেশ সহজ, সরল। কোনও আগন্তুক ঘরে ঢুকলে মিসেস লিডনার নিশ্চয়ই সাহায্যের জন্য চিৎকার করতেন, তাহলে নার্স লেথারান, মিঃ এম্মট এবং ছেলেটি অবশ্যই শুনতে পেতেন।'

'এ থেকেই বোঝা যায়, খুনি আগন্তুক নয়।' বললেন ডঃ রিলি।

'ঠিক।' পোয়ারো বললেন। 'তাকে ঐ সময়ে দেখে হয়ত আশ্চর্য হয়েছিলেন কিন্তু ভয় পাননি। তারপর আঘাত পাবার পর কোনওরকমে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করেছিলেন—ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'যে আর্তনাদ মিস জনসন শুনেছিলেন?'

'হ্যাঁ। তবে যদি তিনি ঐ আওয়াজটাই শুনে থাকেন। এই মাটির দেওয়ালগুলো বেশ চওড়া এবং জানলাগুলোরও সব বন্ধ। তিনি বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন। উনি বিছানায় শোওয়ার পর আপনি আপনার ঘরে গিয়েছিলেন?' উনি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

আমি যা করেছিলাম তাকে বললাম।

'উনি ঘুমোতে চেয়েছিলেন না কি বইটই নিয়েছিলেন?'

'আমি তাকে দুটি বই দিয়েছিলাম। তিনি কিছুক্ষণ বই পড়ে তারপর ঘুমিয়ে পড়তেন।'

'এবং তাকে কি বলব—যথেষ্ট স্বাভাবিক মনে হয়েছিল?'

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, তিনি বেশ স্বাভাবিক এবং ভাল মেজাজেই ছিলেন। একটু কম কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে, কেননা আগের দিনই তিনি বিশ্বাস করে আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন, হয়ত তাই জন্যই কিছুটা অস্বস্তিতে ছিলেন।'

পোয়ারো পিটপিট করে আমার দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি, আমি ব্যাপারটা খুব ভাল করেই জানি।'

তিনি ঘরের চারদিকে তাকালেন।

'খুনের পরে যখন আপনি এই ঘরে এলেন। ঘরের জিনিসপত্র আপনি যেমন দেখেছিলেন তেমনই ছিল?'

'হ্যাঁ, অন্যরকম তো কিছুই মনে হয়নি।'

'যে অস্ত্রটা দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়েছিল, তার কোনও চিহ্ন পাননি?'

'না।'

পোয়ারো ডঃ রিলির দিকে তাকালেন। 'আপনার মতে অস্ত্রটা কেমন ছিল?'

ডাক্তারবাবু চটপট বললেন, 'কোনও কঠিন বস্তু, বেশ বড় সাইজের, একেবারে

boiRboi.net

ভোঁতা, কোনও ধার তাতে নেই। গোলাকার কিছু দেখুন, আমি বলছি না যে হুবহু ঐ রকমই ছিল। মোটামুটি ঐ রকমই। প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হয়েছে।'

'শক্তিশালী বাহু? কোনও পুরুষমানুষ?'

'হ্যাঁ—তা না হলে—'

'না হলে—কি?'

ডঃ রিলি ধীরে ধীরে বললেন, 'এমনটা হতে পারে যে, মিসেস লিডনার হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিলেন—এক্ষেত্রে আঘাতটা কিছুটা ওপর থেকে পড়ায়, তেমন জোর না দিলেও হয়ত চলে যায়।'

পোয়ারো জানলাগুলো খুলে গরাদগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন, মাথা গরাদের ফাঁক দিয়ে মাথা বার করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন। যে কোনওভাবেই একজন মানুষ গরাদ গলে ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।

'তাকে মৃত অবস্থায় যখন দেখেছিলেন তখন জানলাগুলো সব বন্ধ ছিল।' তিনি বললেন, 'আপনি যখন ঘর ছেড়ে দুপুর পৌনে একটার সময় চলে গিয়েছিলেন, তখনও কি জানলাগুলো বন্ধ ছিল?'

'হ্যাঁ, দুপুরে এই জানলাগুলো সবসময়ই বন্ধ থাকে।'

'কোনওভাবেই এই জানলা দিয়ে কারুর পক্ষে ঢোকা সম্ভব নয়।' দেওয়ালগুলোও খুব মজবুত। সুতরাং ঘরে ঢোকার রাস্তা একটাই—দরজা দিয়ে। দরজায় আসার রাস্তাও একটাই—উঠোন দিয়ে। এবং উঠোনে আসার রাস্তাও একটাই—সদর দরজা দিয়ে। সদর দরজার বাইরে ছিলেন তখন পাঁচজন, তারা প্রত্যেকেই একই কথা বলছেন। আমি মনে করি না যে তারা সবাই মিথ্যে বলছেন। তারা ঘুষ খাননি। খুনি এখানেই আছে...'

আমি কিছুই বললাম না। একটু আগে যখন আমরা সবাই মিলে টেবিলে বসে কথা বলছিলাম, তখনও কি একই কথা মনে হয়নি?

কিছু খোঁজার জন্যই যেন পোয়ারো ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

একজন বয়স্ক মানুষের একটা ছবি মুখে সাদা ছাগল দাড়ি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

'মিসেস লিডনারের বাবা।' আমি বললাম, 'আমাকে উনি বলেছিলেন।'

তিনি আবার ছবিটা রেখে দিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের ওপর রাখা জিনিসপত্রের দিকে নজর দিলেন। তারপর তাকের ওপর রাখা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বইয়ের নামগুলো পড়তে লাগলেন।

'হু ওয়ার দি গ্রিক্স্? ইনট্রোডাকশন টু রিলেটিভিটি। লাইফ অফ লেডি হেস্টার স্ট্যানহোপ। এ ট্রেন ব্যাক টু মেথুশেলাহ্। লিন্ডা কন্ডন্। হুঁ, বইগুলো কিন্তু কিছু বলতে চাইছে। তিনি মাথামোটা ছিলেন না। মিসেস লিডনারের সংবেদনশীল মন ছিল।'

'তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন।' আমি উৎসাহভরে বললাম। 'অনেক পড়াশোনা ছিল ওঁনার, মোটেই আর পাঁচজনের মতো সাধারণ নন।'

তিনি হেসে আমার দিকে তাকালেন। 'আমি তা বুঝতে পেরেছি।'

ওয়াশস্ট্যান্ডের সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। অনেক রকম জিনিসের বোতল সেখানে সাজানো।

তারপর হঠাৎই, হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে কম্বলের ওপর কি যেন খুঁটিয়ে দেখলেন।

আমি আর ডঃ রিলি তাড়াতাড়ি গেলাম তার কাছে। তিনি একটি ছোট ঘন বাদামী দাগ পরীক্ষা করছিলেন, কম্বলের রঙের সঙ্গে প্রায় মিলেই গেছে। সত্যি বলতে কি, একমাত্র সাদা স্ট্রাইপ যেখানে রয়েছে, সেখানেই দাগটা একটু বোঝা যাচ্ছে।

'ডাক্তারবাবু, আপনি কি বলবেন এই দাগকে? এ কি রক্ত?'

ডঃ রিলি হাঁটুমুড়ে বসলেন। 'হতে পারে। পরীক্ষা করে নিশ্চিত করে বলতে পারি।'

'দয়া করে যদি বলেন, অশেষ উপকার হবে।'

মিঃ পোয়ারো জগ আর বেসিন পরীক্ষা করলেন। ওয়াশস্ট্যান্ডের একপাশে জগটি ছিল। বেসিনটা খালি, কিন্তু ওয়াশস্ট্যান্ডের পাশে একটি খালি কেরোসিনের টিন, যাতে নোংরা জল রয়েছে।

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আপনি কি মনে করতে পারেন নার্স, আপনি যখন মিসেস লিডনারের ঘর থেকে পৌনে একটার সময় চলে যান, তখন জগটা কি বেসিনের ভেতরে ছিল না বাইরে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন ওটা বেসিনের ওপর দাঁড় করানো ছিল।'

'আচ্ছা।'

'দেখুন, জগটা ঐভাবেই ওখানে থাকে, সেইজন্যই আমি বললাম আর কি। মধ্যাহ্নভোজের পর চাকরেরা ওখানেই জগটা রেখে যায়। যদি অন্য কোথাও থাকত তবে নিশ্চয় আমার নজরে পড়ত।'

তিনি সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। এই হলো আপনার হাসপাতালের ট্রেনিং। আচ্ছা, খুনের পর কি ঘরের জিনিসপত্র এখনকার মতোই ছিল?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'তখন আমি লক্ষ্য করিনি। তখন কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা অথবা খুনি কিছু ফেলে গেছে কিনা, এ সবই দেখছিলাম।'

'এই দাগ রক্তেরই।' বললেন ডঃ রিলি। 'এটা কি তেমন গুরুত্বপূর্ণ?'

পোয়ারো কুঁচকে অধৈর্যভাবে হাত দুটি বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'আমি এখনই বলতে পারব না। কি করে বলব? হয়ত আদৌ কোনও কাজে লাগবে না। হয়ত খুনি তাকে কোনওভাবে স্পর্শ করেছিল—তাতেই তার হাতে রক্ত লেগেছিল—খুব সামান্য রক্ত, কিন্তু তাহলেও রক্ত এবং সেইজন্যই সে এখানে এসে সেই রক্ত ধুয়েছিল। এরকম তো হতেই পারে। আবার নাও পারে। হয়ত দেখা যাবে এই দাগের কোনও গুরুত্বই নেই।'

'খুব সামান্য রক্ত।' বললেন ডঃ রিলি। বড় ক্ষত বা ঐ ধরনের কিছু নয়। কয়েক ফোঁটা মাত্র। হয়ত খুনি আঘাতের জায়গাটি পরীক্ষা করতে গিয়ে...'

আমি কেঁপে উঠলাম। বিশ্রি দুঃস্বপ্নের মতো একটা ছবি আমার মনে ভেসে উঠল।

শুয়োরমুখো কুৎসিত দেখতে একটা লোক ঐ সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে থেৎলে দিয়ে, ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে ক্ষত লক্ষ্য করছে, হিংস্র মুখচোখে উল্লাস যেন ফেটে পড়ছে।

ডঃ রিলি আমার কাঁপুনি লক্ষ্য করলেন। 'কি হয়েছে নার্স?'

'কিছু না—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে—আমার কবরের ওপর দিয়ে কে যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে।'

মিঃ পোয়ারো ঘুরে আমার দিকে তাকালেন।

'আমি জানি আপনার এখন কি প্রয়োজন।' তিনি বললেন, 'এখানকার কাজ সারা হয়ে গেলে আমরা আপনাকে নিয়ে হ্যাসানিয়েতে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে যাবো। আপনি নিশ্চয়ই নার্সের জন্য ভাল চা, জলখাবারের ব্যবস্থা করবেন, করবেন না ডাক্তারবাবু?'

'অবশ্যই, খুব খুশি হবো তাহলে।

'না, ডাক্তারবাবু। এখন আর ওসব ভাল লাগছে না।'

পোয়ারো আমার কাঁধে ছোট্ট করে বন্ধুর মতো একটা টোকা মারলেন। টোকাটা ইংরেজ মতে, বিদেশিদের মতো নয়।'

'দেখুন, আপনাকে যা বলেছি, করুন। খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও কিছু সুবিধে হবে আমাদের, আরও অনেক বিশদে আমি আলোচনা করতে চাই—এখানে যা ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে সম্ভব হচ্ছে না। ভালমানুষ ডঃ লিডনার তার স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি একেবারেই নিশ্চিত যে সবাই তার স্ত্রীর প্রতি একই মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু, আমার মতে মনুষ্যস্বভাব মোটেই সেরকম নয়। মিসেস লিডনারের ব্যাপারে আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে, আমাদের সঙ্গে আপনিও হ্যাসানিয়েতে চলুন।'

'আমিও চাইছি না আর এখানে থাকতে। দমবন্ধ হয়ে আসছে এখানে।'

'দু'-একদিন কোথাও যাবেন না। অন্তত মিসেস লিডনারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

'তারপরে আর একেবারেই নয়। আচ্ছা আমিও যদি খুন হয়ে যাই!'

আমি ঠাট্টা করেই কথাটা বলেছিলাম এবং ডঃ রিলিও সেইভাবেই নিলেন।

কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে মিঃ পোয়ারো হঠাৎই একেবারে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লেন ঘরের মাঝখানে। বিড়বিড় করে বললেন, 'অসম্ভব নয় যথেষ্টই বিপদ আছে এবং কিভাবে তা আটকানো যেতে পারে?'

'মিঃ পোয়ারো, আমি ঠাট্টা করছিলাম। আচ্ছা, কে আমাকে খুন করতে যাবেন, বলুন তো? তার নাম জানতে আমার বড্ড ইচ্ছে করছে।'

'যে কেউ করতে পারে।'

'কিন্তু কেন?' আমি পীড়াপিড়ি করছি।

'দেখুন, কিছু ব্যাপার থেকে যায়, যা মোটেই ঠাট্টা নয়। আমার পেশা আমাকে তাই

শিখিয়েছে। যা শিখেছি তার মধ্যে একটা জিনিস হলো সব থেকে ভয়ঙ্কর: খুন করা একটা অভ্যাস...'

আঠেরো ।। চা পান

যাবার আগে পোয়ারো গোটা বাড়িটা একবার চক্কর দিয়ে নিলেন। ভৃত্যদেরও কিছু প্রশ্ন করলেন, ডঃ রিলি এক্ষেত্রে দোভাষীর কাজ করেছিলেন।

মুলত ঐ লোকটিকে ঘিরেই প্রশ্নগুলি ছিল, যাকে আমি আর মিসেস লিডনার জানলা দিয়ে উঁকি মারতে দেখেছিলাম, এবং পরের দিন ফাদার ল্যাভিগনি যার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

'আপনি কি সত্যিই মনে করেন ঐ লোকটি এই মামলায় কোনওভাবে জড়িত?' ডঃ রিলি জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তখন ওঁর গাড়িতে হ্যাসানিয়ে অভিমুখে চলেছি।

'আমার সব খবরই চাই।' এই ছিল পোয়ারোর উত্তর।

সত্যিই তাই। পরে দেখেছি, কানাঘুষো হয়ত কিছু হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে, ওঁনার সেটাও চাই।

অবশ্যই স্বীকার করব, ডঃ রিলির বাড়ির চা সত্যিই উপাদেয়। লক্ষ করলাম, মিঃ পোয়ারো পাঁচ চামচ চিনি নিলেন।

ভালভাবে চামচ দিয়ে চিনি নিয়ে তিনি বললেন, 'এবার আমরা কথা শুরু করতে পারি, তাই তো? মনে মনে আমরা একটা আন্দাজ করে নিই কে এই অপরাধটি করে থাকতে পারেন?'

'ল্যাভিগনি, মারকাডো, এম্মট্ অথবা রেইটার?' ডঃ রিলি বললেন।

'না, না, সে তো অনুমান নম্বর তিন। আমি এখন মনোনিবেশ করতে চাই দু'নম্বর অনুমানের ওপর। অতীতের সেই রহস্যময় স্বামী এবং দেওরকে একপাশে সরিয়ে রাখব। সোজাসাপ্টাভাবে আলোচনা করব অভিযানের কোন সদস্যের সেই উদ্দেশ্য এবং সুযোগ ছিল মিসেস লিডনারকে হত্যা করার। এই ব্যাপারে নার্স লেথারান আমাদের সাহায্য করবেন, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি তিনি একজন খুব ভাল পর্যবেক্ষক।'

'আচ্ছা, এই ব্যাপারটা তো আমি জানতাম না।'

'আচ্ছা, বলুন দেখি।' মিঃ পোয়ারো বেশ আড্ডার মেজাজে বললেন, 'মিসেস লিডনারের প্রতি সদস্যদের মনোভাব ঠিক কেমন ছিল?'

'আমি সেখানে মাত্র এক সপ্তাহ ছিলাম মিঃ পোয়ারো।'

'আপনার মতো বুদ্ধিমতী মহিলার পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া একজন নার্স খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে পারেন। আসুন, শুরু করা যাক, ল্যাভিগনিকে দিয়েই আরম্ভ করুন না—'

'দেখুন, ওঁনার ব্যাপারে আমি সত্যিই তেমন কিছু বলতে পারব না। সাধারণত তাঁরা

boiRboi.net

ফরাসী ভাষায় কথা বলতেন। ছোট বয়সে ফরাসী শিখলেও, সে ভাষা এখন তেমন বুঝি না। তবে তারা বইটই নিয়েই কথাবার্তা বলতেন বলে আমার মনে হত।'

তাঁদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল বলে আপনার মনে হয়?'

'হ্যাঁ, তা বলা যেতে পারে। তবে ফাদার ল্যাডিগনি তার সংসর্গে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন, এবং তাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করতেন।' এরপর তাকে বললাম একদিন কথা বলতে বলতে ল্যাডিগনি বলেছিলেন যে মিসেস লিডনার একজন বিপজ্জনক মহিলা।

'আচ্ছা, তাই নাকি। দারুণ মজার তো!' মিঃ পোয়ারো বললেন, 'ওঁনার মানে ফাদার ল্যাডিগনি সম্বন্ধে ওঁনার কি রকম ধারণা ছিল?'

'তা বলা সহজ নয়। মিসেস লিডনার অন্যদের সম্বন্ধে কি ভাবতেন তা বোঝা বেশ কঠিন ছিল। তবে আমি তাকে মিঃ লিডনারকে বলতে শুনেছি যে, ওঁনাকে ফাদার হিসেবে মোটেই মানায় না, এমন ফাদার উনি কখনো দেখেননি।'

'ওঁনার জন্য কিছুটা চরসের অর্ডার দিলে কেমন হয়।' ডঃ রিলির সরস উক্তি।

মিঃ পোয়ারো বললেন, 'সম্ভবত এখন কোনও রোগী আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি চাই না, আমাদের জন্য আপনার দেরি হয়ে যাক।'

'ডাক্তারদের আপনি অনায়াসেই ঢেঁকির সঙ্গে তুলনা করতে পারেন, স্বর্গে গেলেও যাদের নিস্তার নেই।' এই বলে তিনি হাসতে হাসতে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

'সেই ভাল।' বললেন পোয়ারো। 'আমাদের কথাবার্তা বেশ আকর্ষণীয় হতে চলেছে। কিন্তু তাই বলে আপনার চা খাওয়া ভুললে চলবে না।' তিনি স্যান্ডউইচের একটি প্লেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, আর এক কাপ চাও নিতে বললেন। সত্যিই তিনি খুব দিলদরিয়া মেজাজে আছেন।

'আসুন, আবার আমরা আলোচনায় ফিরে যাই। আপনার মতে ওখানকার কে কে মিসেস লিডনারকে পছন্দ করতেন না?'

আমার মতে মিসেস মারকাডো তাকে বেশ হিংসে করতেন।'

'ও, আর মিঃ মারকাডো?'

'উনি কিন্তু তার প্রতি বেশ কোমল ছিলেন।

'আচ্ছা, তার প্রতি মিসেস মারকাডোর এই মনোভাবের কোনও উদাহরণ দিতে পারেন?'

ছাদে আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হয়েছিল, তা তাকে জানালাম।

'তিনি তাহলে মিসেস লিডনারের প্রথম বিয়ের কথা বলেছিলেন। পোয়ারো চিন্তিতমুখে বললেন, 'আচ্ছা, আপনার মনে পড়ে কি, তিনি যখন ঐ সব কথা বলছিলেন আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলেন যে, এই ব্যাপারে আপনি অন্যরকম ব্যাখ্যাও হয়ত শুনে থাকতে পারেন?'

'হতে পারে। তিনিই হয়ত ঐ চিঠিগুলি লিখেছেন, জানলায় টোকা মারা ইত্যাদি

boiboi.net

অদ্ভুতুড়ে ব্যাপারগুলোও হয়ত তারই সাজানো। আমারও কিন্তু তাই মনে হয়েছে। তার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ মহিলা এইসব কাজ করতেই পারেন।'

'হুঁ, নিষ্ঠুর খেলা। তবে নিশ্চয় কোনও ঠাণ্ডা মাথার, পাশবিক খুনির কাজ, তা না হলে, অবশ্য—'

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'মাঝে মাঝে মিসেস লিডনার কিছু অদ্ভুত কথা আপনাকে বলেছেন—'আমি জানি আপনি এখানে কেন এসেছেন। কি বলতে চেয়েছিলেন উনি?'

'আমি বুঝতে পারিনি।' সোজাসুজি বলে দিলাম।

তিনি ভেবেছিলেন, আপনার ওখানে যাওয়ার আসল কারণ অন্য। কি সেই কারণ? কেন তিনি ঐ সব ব্যাপার নিয়ে এত চিন্তায় পড়েছিলেন। প্রথম যেদিন আপনি ওখানে গিয়েছিলেন সেদিন আপনার দিকে চা পানের সময় অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকানোর ব্যাপারটাও অদ্ভুত মনে হয়।'

'তখনকার আচরণ মোটেই ভদ্রমহিলাজনোচিত ছিল না।'

'এ এক ধরনের অজুহাত হতে পারে, কিন্তু স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো না।'

তিনি যে কি বলতে চাইলেন, তা আমি প্রথমটা বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, তাড়াতাড়ি তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। 'অভিযানের অন্য সদস্যদের কথা বলুন।'

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'আমি মনে করি না যে মিস জনসন মিসেস লিডনারকে বিশেষ পছন্দ করতেন। তবে তিনি মোটেই কুচুটে ধরনের নন এবং কোনওরকম রাখঢাক না করেই বলতেন যে তিনি নিরপেক্ষ নন। দেখুন, তিনি মিঃ লিডনারের প্রতি অত্যন্ত অনুগত এবং তার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন। তবে অবশ্যই— বিয়ের পর মানুষ অনেক পাল্টে যায়, একথা তো অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।'

পোয়ারো বললেন, 'তার মানে মিস জনসনের মতে এই বিয়েটা ঠিক আদর্শ বিয়ে হয়নি। বরং যদি ডঃ লিডনার তাকে বিয়ে করতেন তবেই ঠিকঠাক হত।'

'হ্যাঁ। তাই-ই। তবে এজন্য ডঃ লিডনারকে দোষ দেওয়া যায় না। মিসেস লিডনার ছিলেন অপূর্ব যদিও যুবতী নন—তবুও। এমন একটা মাধুর্য তাকে ঘিরে থাকত...মিঃ কোলম্যান যাকে স্বর্গের কোনও দেবীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এটা হয়ত বাড়াবাড়ি—তবুও তার মধ্যে কি যে ছিল—কি বলব—অপার্থিব কিছু।'

'বুঝেছি, সহজেই তিনি মোহ বিস্তার করতে পারবেন।' বললেন পোয়ারো। 'তারপর মিঃ ক্যারের সঙ্গেও তার সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না।'

'আমার মনে হয় তিনিও তার প্রতি মিস জনসনের মতোই হিংসুক ছিলেন। দু'জনের কেউ কারো প্রতি সহজ হতে পারতেন না। মিঃ ক্যারের প্রতি তার ব্যবহার ছিল বেশ কাঠকাঠ। তিনি তার স্বামীর একজন পুরোনো বন্ধু, এবং অনেক মহিলা তাদের স্বামীর পুরোনো বন্ধুদের সহ্য করতে পারেন না। তারা চান না এমন কেউ থাকুক

যারা তাদের চেয়েও আগে থাকতে তাদের স্বামীদের চেনেন, জানেন—ব্যাপারটা এইরকম আর কি—'

'বুঝতে পারছি। বাকি তিনজন যুবক? কোলম্যান, যিনি তাকে নিয়ে কাব্য করেছেন?'

আমি না হেসে পারলাম না।

'ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না?' আমি বললাম, 'তার মতো ভোঁতা মানুষও—'

'বাকি দু'জন?'

'মিঃ এম্মট্ সম্বন্ধে আমি সত্যিই তেমন কিছু জানি না। তিনি সবসময়ই চুপচাপ থাকেন, দরকার ছাড়া কথাই বলেন না। মিসেস লিডনার তাকে পছন্দই করতেন। বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক—ডেভিড বলেই ডাকতেন, মিস রিলি এবং অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে ঠাট্টা করতেও ছাড়তেন না।'

'সত্যিই? মিঃ এম্মট্ কিছু মনে করতেন না?

'ঠিক বলতে পারব না। তার দিকে শুধু তাকাতেন। তাতে কিছু বোঝা যেত না।'

'আর মিঃ রেইটার?

'এঁকে কিন্তু মিসেস লিডনার খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। প্রায়ই তার সঙ্গে বিদ্রূপ করে কথা বলতেন।'

'উনি কিভাবে নিতেন ব্যাপারটা?'

'তিনি খুবই লজ্জিত হয়ে পড়তেন, বেচারি। অবশ্যই, মিসেস লিডনার কখনোই নির্দয় ব্যবহার করতেন না। আচ্ছা, মিঃ পোয়ারো, ঠিক কি ঘটেছিল বলে আপনি মনে করেন?'

তিনি চিন্তান্বিতভাবে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালেন।

'বলুন তো, আজ রাতে কি আপনি ওখানে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন না?'

'না, তবে আমার মনে আছে আপনি কি বলেছিলেন। কিন্তু আমাকে কে খুন করতে চাইবেন?'

'না, সেরকম কাউকে আমার মনে হয় না। তখন আপনাদের কথা শুনে ঐরকম মনে হয়েছিল বটে, পরে ভাল করে ভেবে দেখেছি আপনার কোনও ভয় নেই, নিশ্চিন্তে যেতে পারেন। আচ্ছা, মিসেস লিডনার বা এই অভিযান নিয়ে কোনও গালগপ্পো শুনেছেন, এখানে আসার আগে?'

আমি মিসেস কেলসির কাছ থেকে তার সম্বন্ধে সামান্য যা কিছু শুনেছিলাম, তা তাকে বললাম। কথাবার্তার মাঝখানে দরজা খুলে গেল এবং মিস রিলি ঘরে ঢুকলেন। তিনি টেনিস খেলছিলেন, হাতে র‍্যাকেট রয়েছে।

জানতে পারলাম, পোয়ারো হ্যাসানিয়েতে তার সঙ্গে আগেই মিলিত হয়েছিলেন।

'আচ্ছা মিঃ পোয়ারো, এখানকার রহস্য সমাধানের কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'তেমন আর এগোচ্ছি কোথায়, মাদাম?'

boiRboi.net

'আপনি নার্সকে দেখছি বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন?'

'নার্স লেথারান অভিযানের সদস্যদের সম্বন্ধে মূল্যবান খবরাখবর দিয়ে আমাকে অনেক্ সাহায্য করছেন। ঘটনাচক্রে মিসেস লিডনার সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য তার কাছ থেকে পেয়েছি।

মিস রিলি বললেন, 'খুব সত্যি কথা মিঃ পোয়ারো, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি খুন হবার সব রকম যোগ্যতা যদি কোনও একটিমাত্র মহিলার মধ্যে থেকে থাকে, তবে তার নাম মিসেস লিডনার।'

'মিস রিলি!' ভীষণ দুঃখিত হয়ে বলে উঠলাম।

তিনি হাসলেন। ছোট্ট, বিশ্রি সেই হাসি। 'আপনি যা শুনেছেন, সত্য থেকে তা বহু দূরে অর্থাৎ অন্য অনেকের মতো আপনিও একই ভুল করেছেন। আমার কি মনে হয় জানেন মিঃ পোয়ারো, এই মামলাটিতে হয়ত আপনি ব্যর্থই হবেন। মিসেস লিডনারের খুনি খুব ভাল কাজ করেছেন। আমি চাই না তিনি ধরা পড়ুন এবং তার শাস্তি হোক।'

'আমি আশা করি, গতকাল দুপুরের অঘটনের ব্যাপারে আপনার নিশ্চয় কোনও অ্যালিবাই আছে।'

প্রশ্নটি শুনে কয়েক মুহূর্ত উনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর র‍্যাকেটটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। সেটা তোলার কোনও প্রয়োজন বোধ করলেন না। অত্যন্ত উদ্ধত এবং দুর্বিনীত হাবভাব। তড়িঘড়ি করে বললেন, 'অবশ্যই। আমি তখন ক্লাবে টেনিস খেলছিলাম। কিন্তু মিঃ পোয়ারো, আমার খুব সন্দেহ আছে, মিসেস লিডনার কেমন ধরনের মহিলা সে সম্বন্ধে আপনি আদৌ কিছু জানেন কি না?'

আবার তিনি মজা করে বললেন, 'আপনি বলুন না, মাদাম।'

তিনি এমন অভদ্রভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, যে আমার রীতিমতো অস্বস্তি হচ্ছিল।

'একটা প্রথা আছে, মৃত মানুষের সম্বন্ধে খারাপ কথা বলতে নেই। এসব নির্বোধের কথা বলেই আমি মনে করি। যা সত্য তা চিরকালই সত্য। বরং তিনি জীবিত থাকাকালীনই মুখ বন্ধ করে রাখা উচিত। হয়ত তাকে আঘাত করে বসবেন। মৃত্যুর পরে সেই ভয় আর থাকে না। নার্স কি আপনাকে বলেছেন তেল ইয়ারিমঝার ভুতুড়ে পরিবেশের কথা? বলেছেন কি সেখানে সবাই সবাইকে এমন চোখে তাকায় যেন তারা পরস্পরের শত্রু ছাড়া কেউ নয়? এ সবই লুইস লিডনারের কীর্তি। তিন বছর আগে যখন আমি সেখানে যাই, তখন তাদের মতো সুখী আর পৃথিবাতে কেউ ছিল না। দারুণ হৈ-হৈ করে তারা দিন কাটাতেন। এমনকি গতবছরও সব ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু, এবছর যেন দমবন্ধ করা অবস্থা। তিনি হলেন সেই ধরনের মহিলা, যিনি কাউকে সুখী দেখতে পারেন না। সুস্থ সুন্দর পরিবেশ তার ধাতে সইত না। এসব করে তিনি মজা পেতেন। ক্ষমতা দেখাবার জন্যও হতে পারে অথবা হয়ত মানুষটাও ঐ রকম ছিলেন বলে। এইসব মহিলারা চান সমস্ত পুরুষ মানুষই তার হাতের মুঠোর মধ্যে থাকবে।'

'মিস রিলি।' আমি বলে উঠলাম। 'এই ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক নয়। আমি জানি, এটা মিথ্যে।'

আমার কথার কোনও গুরুত্ব না দিয়ে তিনি বলে চললেন।

'একমাত্র তার স্বামীই তাকে ভালবাসবেন গুরত্ব দেবেন, তার পক্ষে এইটুকু যথেষ্ট নয়। মিঃ মারকাডোর আর বিলের মতো হাবাগোবাদের ল্যাজে খেলাতে তিনি দারুণ মজা পেতেন। কার্ল রেইটারকে পীড়ন করে আনন্দ পেয়েছেন, ছেলেটি সংবেদনশীল হওয়াতে খেলাটা তার কাছে খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল। ডেভিডের দিকেও তার নজর ছিল। আর এইসব কারণেই তাকে আমি এতটা ঘৃণা করি। তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণা ছিলেন না। কারু সঙ্গে সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়তে চাইতেন না। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষা চালাতেন, উপভোগ করতেন কেমনভাবে তাকে কেন্দ্র করে পুরুষেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে। তার এটা একটা শখ ছিল। তিনি সেই ধরনের মহিলা, যিনি নিজে কখনোই ঝগড়া করতেন না, কিন্তু তিনি যেখানে থাকতেন, সেখানে সর্বদাই ঝগড়া বেধে যেত। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই তা বাধাতেন। তিনি নাটক পছন্দ করতেন। কিন্তু নিজে সেই নাটকের পাত্রী হতেন না, কখনোই। কিন্তু কলকাঠি নাড়াতেন তিনি, দারুণ উপভোগ করতেন। জানি না, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন কি না?'

'সম্ভবত আপনার চেয়ে বেশিই বুঝেছি, মাদাম।' বলেছিলেন পোয়ারো।

তিনি কেন এই কথাটা বলেছিলেন বুঝলাম না। কোনও ঘৃণা বা রাগ এর মধ্যে নেই। কেমন যেন—ঠিক বলে বোঝাতে পারব না।

শীলা রিলি সম্ভবত বুঝলেন। তার সারা মুখ উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিল।

'আপনি যেমন খুশি ভাবতে পারেন। তবে আমি কিন্তু ঠিকই বলছি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চতুর, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন মানুষদের সঙ্গে—বিজ্ঞানীরা যেমন কেমিক্যাল নিয়ে পরীক্ষা চালান। সুযোগ পেলেই আমার পেছনে লাগতে ছাড়তেন না, কার কোথায় দুর্বলতা খুঁজে পেতে বার করে, সেই নিয়ে তাকে নাজেহাল করে ছাড়তেন। না, তিনি ব্ল্যাকমেল করতেন না—শুধু তাদের জানিয়ে দিতেন যে, বাপু, আমার কাছে চালাকি চলবে না। আমি সব জানি, তবে তা ফাঁস করব কি করব না, সে ব্যাপারে তোমাদের অন্ধকারে রাখাটাই আমার মনপসন্দ। ওঃ ভগবান, ঐ মহিলা একজন নিপুণ শিল্পী ছিলেন, তার কর্মপদ্ধতি ছিল এতই মসৃণ।'

'আর তার স্বামী?' পোয়ারোর জিজ্ঞাসা।

'তিনি তার স্বামীকে কখনোই আঘাত করতে চাননি।' মিস রিলি ধীরে ধীরে বললেন, 'তাদের সম্পর্ক বেশ মধুর ছিল। আমার মনে হয়, মিসেস লিডনার তাকে ভালবাসতেন। মিঃ লিডনার ভালমানুষ গোছের লোক—নিজের কাজ নিয়েই মেতে আছেন—উনি তার স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করতেন। এই ব্যাপারটা কোনও কোনও মহিলাকে বেশ বিরক্ত করলেও তিনি কিন্তু খুশিই হতেন। এক হিসেবে মিঃ লিডনার বাস করতেন মুর্খের স্বর্গে।' হঠাৎই তিনি থেমে গিয়েছিলেন।

boiboi.net

'বলুন, মাদাম।' পোয়ারো উৎসুক হয়ে বললেন।

উনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

'আপনি রিচার্ড ক্যারে সম্বন্ধে কি বলেছেন?'

'রিচার্ড ক্যারে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'উনি আর ক্যারের সম্পর্কে?'

'বলেছি যে, ওনাদের মধ্যে কেজো ধরনের সম্পর্ক ছিল—' আমাকে অবাক করে দিয়ে উনি সজোরে হেসে উঠেছিলেন।

'কেজো ধরনের সম্পর্ক! নির্বোধ! ক্যারে তাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। এবং এইজন্য তিনি প্রচণ্ড অনুতাপে দগ্ধ হতেন, কেননা তিনি মিঃ লিডনারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বহুবছর ধরেই তারা বন্ধু। আমার মনে হয়—'

'ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবছিলেন?'

'আমার অনুমান। এই একবারই তিনি অনেক দূর এগিয়েছিলেন। ক্যারে আকর্ষণীয়—দুর্বার আকর্ষণ তার। মিসেস লিডনার ঠাণ্ডা মাথার শয়তান। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই ক্ষেত্রে নিজের রাশ তিনি ধরে রাখতে পারেননি—তার মতো মানুষও...'

'আপনার কথাবার্তার একটাই উদ্দেশ্য, কেচ্ছা রটনা করা।' আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। 'কালেভদ্রে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন।'

'ও, তাই নাকি! আপনি ঘোড়ার ডিম জানেন। ঐ সব লোক দেখানো। 'মিঃ ক্যারে আর 'মিসেস লিডনার' বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা বাইরে গিয়ে দেখা করতেন। মিসেস লিডনার যেতেন নদীর ধারে, আর মিঃ ক্যারে ঘণ্টাখানেকের জন্য খনির কাজ থেকে চলে আসতেন। ফলগাছের বাগানের মধ্যেই তাদের দেখা হত। একবার দেখেছিলাম, সবে তখন মিঃ ক্যারে আবার কাজে ফিরে যাচ্ছেন, আর মিসেস লিডনার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন তার চলে যাওয়া। আমার কাছে দূরবীন ছিল, তা চোখে লাগিয়ে ভাল করে তার মুখ লক্ষ্য করেছিলাম। মিঃ ক্যারের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি ফুটে উঠেছিল তার মুখে।'

পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার মামলায় নাক গলাবার জন্য ক্ষমা করবেন।' তারপর হঠাৎই দেঁতো হাসি হেসে বললেন, 'তবে, আমি ভেবেছিলাম, আপনার স্থানীয় গন্ধ পেতে ভালই লাগবে।'

এই বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'মিঃ পোয়ারো এর একটা বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না।'

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তারপর বললেন, 'আপনি অস্বীকার করতে পারেন না নার্স, মিস রিলি এই মামলায় নির্দিষ্টভাবে কিছু আলোকপাত করলেন।'

boiRboi.net

উনিশ ।। নবতম সন্দেহ

এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আর কথা বলতে পারলাম না, কেননা ডঃ রিলি ঘরে

ঢুকলেন। মজা করে বলেছিলেন, 'আজকে কিছু দরকচামারা রোগীকে অন্তত মুক্তি দিতে পেরেছি।'

তিনি আর মিঃ পোয়ারো বেনামি চিঠি লিখিয়েদের মানসিক অবস্থা আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে দু'-চার কথা আলোচনা করলেন।

'ব্যাপারটা কিন্তু তেমন সহজ, সরল মোটেই নয়।' পোয়ারো বললেন, 'এদের মধ্যে ক্ষমতা দেখানোর একটা উগ্র লোভ কাজ করে, আর থাকে প্রবল হীনমন্যতা।'

ডঃ রিলি মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়েছিলেন।

'আপনি কি মনে করেন, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ঐ চিঠিগুলি মিসেস লিডনারের পক্ষে লেখা সম্ভব?'

'হ্যাঁ, তা সম্ভব। তবে তিনি যদি তা করে থাকেন, তবে তা তিনি নাটকের প্রবণতা থেকেই করেছেন। কেননা নাটক করতে তিনি ভালবাসতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন চিত্রতারকার মতো ছিলেন। সবসময় আলোর বৃত্তের মধ্যে থাকতে চাইতেন। অথচ তিনি যাকে বিয়ে করলেন, তিনি কিন্তু একেবারে বিপরীত প্রকৃতির। তার মতো চুপচাপ এবং ভদ্র মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তার স্বামী তাকে ভালবাসতেন— কিন্তু এইটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। নিজেকে একজন বঞ্চিতা, নির্যাতিতা নায়িকা হিসেবে দেখাতে চাইতেন তিনি।'

পোয়ারো হাসতে হাসতে বললেন, 'ডঃ লিডনারের ধারণায় আপনার বিশ্বাস আছে যে, তার স্ত্রী নিজেই নিজেকে চিঠিগুলি লিখেছিলেন?'

'না, নেই। তবে তার সামনে আমি ঐ সব কথা আমি বলতে পারিনি। আপনি এই ধরনের কথা একজনকে বলতে পারেন না, যিনি সদ্য তার প্রাণাধিকা স্ত্রীকে হারিয়েছেন। যিনি একইসঙ্গে একজন নির্লজ্জ দেখনদার ছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি কোনও ভদ্রলোককেই তার স্ত্রীর সম্বন্ধে সত্যি কথা বলা নিরাপদ নয়। ব্যাপারটা বেশ মজার, আমি অনেক মহিলাকে জানি, যারা তাদের স্বামীদের হাড়ে হাড়ে চেনেন। তাদের পতিদেবতারা যে হতচ্ছাড়া প্রতারক চূড়ান্ত মিথ্যেবাদী এবং শুকরসুলভ যাবতীয় গুণের অধিকারী, এই তথ্য স্ত্রীরা সহজ মনেই গ্রহণ করতে পারেন। মহিলারা আশ্চর্যরকম বাস্তববাদী।'

'খোলাখুলিভাবে বলুন তো,' ডঃ রিলি, মিসেস লিডনার সম্বন্ধে আপনার ঠিক কি ধারণা?'

ডঃ রিলি চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে ধীর ধীরে তার পাইপ টানছেন।

'বলা বেশ কঠিন। তাঁকে আমি খুব ভাল যে চিনতাম, তা নয়। তার মাধুর্য ছিল— যা প্রচণ্ড আকর্ষণ করত। মস্তিষ্ক ছিল, সহানুভূতি ছিল, আর কি চাই? অস্বস্তিকর উপসর্গগুলো তার মধ্যে ছিল না। ইন্দ্রিয়পরায়ণা বা অলস ছিলেন না, এমনকি আত্মম্ভরিও ছিলেন না। তার সম্বন্ধে একটা কথা আমার সব সময়ই মনে হত, তিনি একজন মিথ্যেবাদি। যেটা জানি না তা হলো, তিনি কি নিজের সঙ্গে মিথ্যেচার করতেন

boiRboi.net

নাকি শুধুই অন্যদের সঙ্গে? আমি নিজে কিন্তু কিছুটা মিথ্যেবাদির পক্ষে। যে মহিলা মিথ্যে কথা বলেন না, আমি মনে করি তাদের মধ্যে কল্পনাশক্তি এবং সহানুভূতির অভাব আছে। আমি মনে করি না যে তিনি সত্যিকারের পুরুষ শিকারী—তিনি শুধু তাদের নিয়ে খেলতে পছন্দ করতেন—'

'সে আনন্দ আমাদের পাওয়া হয়ে গেছে।' ছোট্ট করে হেসে বললেন মিঃ পোয়ারো।

'হুম।' ডঃ রিলি বললেন, 'সময় নষ্ট করা তার ধাতে নেই। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মৃত মানুষের ওপরও কোনও সহানুভূতি নেই। দুঃখের ব্যাপার হলো, এরা সব মাত্রাজ্ঞানহীন। দেখুন নার্স, শীলাও প্রাণোচ্ছল এবং সুন্দরী। আমি জানি, এখানে অন্তত দু'জন শীলার পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে, কিন্তু শীলা কোনওভাবেই লুইস নয়। তার যা সৌন্দর্য ছিল খুব কম পুরুষ মানুষই তা উপেক্ষা করতে পারতেন। সমুদ্রের মতো গভীর চোখদুটি তুলে যখন কারো দিকে তাকাতেন, তখন সেই পুরুষটির ধরাশায়ী হয়ে পড়া ছাড়া কোনও উপায় থাকত না। লুইস ছিলেন সুন্দরের প্রতিমূর্তি।'

মনে মনে ভাবলাম, উনি ঠিকই বলেছেন। ওঁনার এক ধরনের অপূর্ব সৌন্দর্য ছিল। তাকে দেখে আপনার শুধু প্রশংসা করতে ইচ্ছে হয় আর ছেড়ে যেতে মোটেই মন চাইবে না। প্রথম যেদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেদিন থেকেই সবসময় তার জন্য কিছু করতে চাইতাম।

যাই হোক, সে রাতে যখন তেল ইয়ারিমঝাতে ফিরছিলাম, দু'-একটি কথা মনে আসায় বেশ অস্বস্তিবোধ করছিলাম। শীলা রিলি যখন মিসেস লিডনার সম্পর্কে তার বিষ ঝেড়ে দিচ্ছিলেন, তখন সে কথার একটি বর্ণও বিশ্বাস করিনি। মনে হয়েছিল, উনি তার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ।

কিন্তু হঠাৎই মনে পড়ে গেল, কিভাবে সেদিন বিকেলে মিসেস লিডনার একাই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিছুতেই আমায় সঙ্গে নিতে চাইলেন না। তিনি মিঃ ক্যারের সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলেন, এছাড়া আর কিছুই এখন ভাবতে পারছি না। এটা অদ্ভুত তো বটেই, যেভাবে তারা লৌকিকতা বজায় রেখে কাঠকাঠভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন। বাকিরা প্রায় সবাই ডাকনামই ব্যবহার করতেন।

কখনোই মিঃ ক্যারে সোজাসুজি তার দিকে তাকাননি। এর একটা কারণ হতে পারে তিনি তাকে অপছন্দ করতেন অথবা ঠিক তার উল্টোটাই...

কি সব উল্টোপাল্টা ভাবছি। একটা অপরিণত আর হিংসুটে মেয়ে কি বলল আর না বলল...মিসেস লিডনার ঐ রকম হতেই পারেন না...

তবে সেদিন মধ্যাহ্নভোজের টেবিলে মিঃ এম্মটের সঙ্গে তার ব্যবহার আমার সত্যিই খুব ধোঁয়াটে লেগেছিল।

কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তিনি মিসেস লিডনারের দিকে তাকিয়েছিলেন। তার সেই দৃষ্টি দেখে কোনও কিছু বোঝার উপায় ছিল না। সত্যি বলতে কি, কোনও

boiRoi.net

সময়েই তা বোঝা যায় না। নির্বিকার, শান্ত দৃষ্টি। কিন্তু মানুষটা সত্যিই ভাল, অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য। আর মিঃ কোলম্যানের মতো নির্বোধ, আমি অন্তত কাউকে দেখিনি।

এইসব ভাবতে ভাবতে যখন পৌছলাম, তখন ঠিক নটা বাজে। দরজাটা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল।

তেল ইয়ারিমঝাতে আমরা তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়তাম। লিভিং রুমে কোনও আলো জ্বলছে না। ডঃ লিডনারের অফিসঘরে এবং ড্রয়িং রুমে আলো আছে, কিন্তু বাদবাকি প্রায় সবই অন্ধকারে পড়ে আছে। আজ দেখছি, আরও তাড়াতাড়ি সবাই শুয়ে পড়েছে।

ড্রয়িং রুমের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঘরটায় একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। মিঃ ক্যারে একটা বড় নকশা খুঁটিয়ে দেখছেন। সাংঘাতিক অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। একেবারে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা। দেখে ভীষণ কষ্ট হলো আমার।

তিনি চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে তিনি বললেন, 'ওঃ, নার্স, হ্যাসানিয়ে থেকে ফিরলেন?'

'হ্যাঁ, মিঃ ক্যারে। আপনি এখনও জেগে আছেন। আর সবাই তো শুয়ে পড়েছেন।'

'কাগজপত্রের কাজ অনেক বাকি পড়ে গেছে, কাল আবার সারাদিন খনিতে কাজ আছে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ আবার শুরু করে দিচ্ছি।'

'এত তাড়াতাড়ি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

'হ্যাঁ, এই ভাল। আগামিকাল বেশির ভাগ সময়ই লিডনার হ্যাসানিয়েতে ব্যস্ত থাকবেন। আমরাই খনির কাজ চালিয়ে নেব। অহেতুক গড়িমসি না করে কাজে নেমে পড়াই ভাল।'

উনি ঠিকই বলেছেন, বিশেষ করে এখানে যা পরিস্থিতি, তাতে কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকাই উচিত।

তিনি আবার তার কাজে মন দিলেন। কেন জানি না, তার জন্য আমার হৃদয় কেঁদে উঠল। আজ রাতে উনি কিছুতেই ঘুমোতে পারবেন না।

'ঘুমের ওষুধ যদি চান তো, দিতে পারি মিঃ ক্যারে?' একটু দ্বিধা করে বললাম।

'না, ধন্যবাদ। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস ভাল নয়।'

'ঠিক আছে, শুভরাত্রি মিঃ ক্যারে। যদি কোনও দরকার হয় বলবেন।'

'না, তেমন কিছু দরকার হবে না। ধন্যবাদ, নার্স। শুভরাত্রি।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত।' খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'দুঃখিত, কেন?'

'সব কিছুর জন্যই দুঃখিত। এত বেদনাদায়ক ঘটনা। তবে বিশেষভাবে আপনার জন্য বেশি খারাপ লাগছে।'

'আমার জন্য? আমার জন্য কেন?'

'আপনি ওঁদের দু'জনেরই কতদিনকার বন্ধু ছিলেন।'

boiRboi.net

'আমি লিডনারের পুরোনো বন্ধু, অবশ্যই। তবে মিসেস লিডনারের নয় কিন্তু।'

তিনি এমনভাবে বলছিলেন যেন তাকে সত্যিই অপছন্দ করেন।

'ঠিক আছে, শুভরাত্রি!' এই বলে আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে চলে গেলাম।

ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ার আগে টুকিটাকি কয়েকটা কাজ সেরে নিলাম। কতকগুলি মোজা আর দস্তানা কাচলাম, ডায়েরি লিখলাম। তারপর শুয়ে পড়ার আগে জানলা দিয়ে দেখলাম, ড্রয়িং অফিসে তখনও আলো জ্বলছে, এছাড়াও আলো জ্বলছে দক্ষিণ দিকের বাড়িতে।

ডঃ লিডনার হয়ত এখনও অফিসে কাজ করছেন। তাকে একবার শুভরাত্রি জানিয়ে আসব কিনা ভাবলাম। দ্বিধা হচ্ছে—আমি কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। তিনি হয়ত ব্যস্ত আছেন। শেষমেশ ঠিক করলাম ঘুরেই আসি, এতে তো কোনও ক্ষতি হবে না। শুধু শুভরাত্রি জানিয়ে জিজ্ঞেস করব, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা, তারপর ফিরে আসব।

কিন্তু ডঃ লিডনার সেখানে ছিলেন না। একমাত্র মিস জনসন ছাড়া সেখানে কেউ নেই। টেবিলে মাথা রেখে বুক ভাঙা কান্নায় তিনি ভেসে যাচ্ছেন।

তার মতো ধীর স্থির সংযত মহিলাও এত ভেঙে পড়তে পারেন দেখে অবাক হলাম। তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'যাই হোক না কেন, এত ভেঙে পড়লে চলবে না। এখানে বসে বসে একা এইভাবে কাঁদবেন না।'

তিনি কোনও কথা বললেন না, বুঝলাম প্রবল কান্নার বেগ তিনি সামলাতে পারছেন না।

'না, না, নিজের মনে জোর আনুন। দাঁড়ান, আপনার জন্য এক কাপ গরম কফি নিয়ে আসি।'

এবার মাথা তুলে তিনি বললেন, 'না, না, ঠিক আছে নার্স। আমি খুব বোকামি করছি।'

'এত কেন ভেঙে পড়ছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একথার কোনও উত্তর তিনি দিলেন না। তারপর বললেন, 'গোটা ব্যাপারটা এত দুঃখজনক...'

'আবার এই সব কথা ভাবছেন! যা ঘটে গেছে তা তো গেছেই, সে তো আর ফিরবে না। দুঃখ করে আর কি করবেন, বলুন।'

সোজা হয়ে বসে অবিন্যস্ত চুলগুলি গোছাতে গোছাতে বললেন, 'অফিসঘরটা সাজাচ্ছিলাম। আসলে কোনও একটা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলাম। তারপর—হঠাৎই সব কেমন হুড়মুড় করে এসে পড়ল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি। এখন কড়া এক কাপ চা আর বিছানায় এক বোতল গরম জল আপনার অত্যন্ত দরকার।'

না, না করছিলেন, কিন্তু আমি কোনও ওজর আপত্তি শুনলাম না।

'ধন্যবাদ, নার্স।' তাকে তার বিছানায় বসিয়ে দিলাম। হট ওয়াটার বোতলের আরাম

নিতে নিতে তিনি চা পান করছেন। 'আপনি খুব ভাল, নার্স। আর আমি ওরকম বোকামি করব না।'

তারপর দু'-এক মিনিট চুপ থেকে বললেন—কিছুটা অদ্ভুতভাবেই। 'তিনি মোটেই ভাল মহিলা ছিলেন না!'

এ নিয়ে আমি আর তর্ক করলাম না। মিস জনসন স্বাভাবিকভাবেই তার সম্বন্ধে এমন কথা বলবেন।

আমি বললাম, 'এখন একটু ঘুমিয়ে নিন। এসব নিয়ে আর মোটেই ভাববেন না।'

কয়েকটি জিনিস গুছিয়ে ঠিক করে রাখলাম। কোট আর স্কার্টটা হ্যাঙারে রেখে দিলাম। দলাপাকানো একটা কাগজ মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিলাম। নিশ্চয় পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল।

ফেলে দেবার আগে কাগজটা দরকারি কিনা, শুধু এই জন্যই খুলে দেখতে যাব, এমন সময় আমাকে চমকে দিয়ে উনি বলে উঠলেন, 'কাগজটা আমাকে দিন।'

দিয়ে দিলাম। তার বলার মধ্যে এমন একটা আদেশের ভঙ্গি ছিল যে, হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি কাগজটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। আক্ষরিক অর্থেই কেড়ে নিলেন—তারপর মোমবাতিতে ধরে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিলেন।

অবাক হয়ে গেলাম আমি—একবার শুধু তাকালাম তার দিকে। কাগজটায় কি লেখা আছে তা দেখার সময় আমি পাইনি। তার আগেই তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু মজা হলো, কাগজটা যখন পুড়ে যাচ্ছিল, সেই পোড়া কাগজের ভেতর থেকে তখন কয়েকটা অক্ষর আমার নজরে পড়ে গেল। শুতে যাবার আগে পর্যন্ত আমার মনে পড়েনি, ঐ অক্ষরগুলি কেন আমার চেনা-চেনা লাগছিল।

বেনামি চিঠিগুলির হস্তাক্ষর আর ঐ অক্ষরগুলির হস্তাক্ষর একই।

কুড়ি ॥ মিস জনসন, মিসেস মারকাডো, মিঃ রেইটার

একথা অস্বীকার করব না যে, ব্যাপারটা আমাকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। মিস জনসন যে চিঠির ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারেন, তা আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। মিসেস মারকাডোর পক্ষে তা সম্ভব। কিন্তু মিস জনসন। সত্যিকারের ভদ্রমহিলা তিনি, তার কাছে আশা করা যায় না। আমি একবারের জন্যও ভাবিনি যে, তিনি এই খুনের সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত থাকতে পারেন। মিসেস লিডনারের প্রতি আক্রোশের বশে হয়ত বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ঐ কাজ করেছিলেন। এমনও হতে পারে, শীলার মতো তিনিও ক্যারের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে সন্দেহ করেছিলেন, তাই চিঠি লিখে তাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর মিসেস লিডনার খুন হলেন এবং মিস জনসন তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকলেন—প্রথমত তার নিষ্ঠুর কৌতুকের জন্য, এ ছাড়াও সম্ভবত আর একটা কারণ হলো, তার লেখা চিঠিগুলি খুনির পক্ষে দারুণ সুরক্ষা

কবচের কাজ করেছে। তিনি যে এতটা ভেঙে পড়েছেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি নিশ্চিতভাবেই জানি, মানুষটার অন্তঃকরণ সত্যিই ভাল।

তারপরই সেই রহস্যজনক উক্তি—'তিনি মোটেই ভাল মহিলা ছিলেন না।'

প্রশ্ন হলো, আমি এখন কি করব? অনেক ভেবেটেবে শেষমেশ ঠিক করলাম, সবথেকে আগে মিঃ পোয়ারোকেই ব্যাপারটা বলব।

তিনি পরের দিনই এলেন, কিন্তু তাকে কখনোই একা পেলাম না, যাতে এই কথাটা বলা যেতে পারে।

একটুখানি আমরা একা হতেই, আমি ভাবছি কেমনভাবে শুরু করব, তিনি আমার একেবারে কাছে চলে এসে কানে কানে বললেন, 'মিস জনসন এবং অন্যদের সঙ্গে কথা বলব—ভাবছি লিভিংরুমেই কথা বলব। আপনার কাছে মিসেস লিডনারের ঘরের চাবিটা এখনো আছে তো?'

'হ্যাঁ।' আমি বললাম।

'তাহলে চলে যান। গিয়ে একটু জোরে আওয়াজ করুন। চেঁচাবেন কিন্তু। বুঝতে পারছেন তো কি বলছি—'

তখনই মিস জনসন উঠোনে এসে পড়েছিলেন, তাই আর কিছু বলা গেল না।

আমি ভালভাবেই বুঝলাম, মিঃ পোয়ারোর কি উদ্দেশ্য। তিনি আর মিস জনসন লিভিংরুমে ঢুকে যেতেই আমি মিসেস লিডনারের ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। খালি ঘরটার ভেতরে ঢুকে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই এমন একটা কাজের দায়িত্ব এসে পড়লে মুশকিলে পড়তে হয়। তাছাড়া মিসেস লিডনারের আর্তনাদ কতটা জোরে ছিল, তার তো কোনও আন্দাজও নেই। যাই হোক, একটু জোরের ওপর 'আঃ' আওয়াজ করেছিলাম। তারপর এই আওয়াজটাই একবার একটু জোরে আর একবার করেছিলাম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। হোঁচট লাগার অজুহাত তৈরি করেই রেখেছিলাম।

কিন্তু অজুহাতের কোনও দরকারই হয়নি। ওঁরা দু'জন বেশ আন্তরিকভাবেই কথাবার্তা বলছিলেন, কোনওরকম বিঘ্ন ঘটেনি।

মনে মনে ভেবেছিলাম, 'তাহলে ব্যাপারটা বোঝা গেল। মিস জনসন হয় ঐ আর্তনাদ কল্পনা করেছিলেন অথবা একেবারেই অন্যরকম কিছু।'

আমি তাদের বিরক্ত করতে চাইনি। বারান্দায় একটা ডেক চেয়ারে বসেছিলাম। তাদের কথাবার্তা ভেসে আসছিল, আমার কানে।

মিঃ পোয়ারো বলছিলেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, বুঝলেন। ডঃ লিডনার—স্পষ্টতই তার স্ত্রীকে শ্রদ্ধা করতেন—'

'তিনি তাকে পুজো করতেন।' বললেন মিস জনসন।

'তিনি বলেছিলেন আমাকে যে, তার কর্মচারিরা তার স্ত্রীকে খুবই পছন্দ করতেন। তারা এছাড়া আর কিইবা বলবে। এ হলো ভদ্রতা, শিষ্টাচার। সত্যি হতেও পারে,

আবার নাও হতে পারে। আমি যদি সবার কথা জানতে পারতাম, সত্যি কথা, মন ভোলানো মিছে কথা নয়, তাহলে একটা পরিষ্কার ছবি খাড়া করতে পারতাম। এটাই আমার এখানে আসার আজ একমাত্র কারণ। আমি জানি, ডঃ লিডনার আজ এখানে নেই, হ্যাসানিয়েতে আছেন। এই সুযোগে আমি অনেক সহজে, বিনা দ্বিধায় আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারব। আপনাদের আন্তরিক সাহায্য চাইছি।'

'সে তো খুব ভালই।' এটুকু বলে জনসন থেমে গেলেন।

'দেখুন, তথাকথিত ব্রিটিশ শিষ্টাচার দয়া করে ত্যাগ করুন। অটল আনুগত্য! এক্ষেত্রে এসব গালভরা কথার কোনও মূল্যই নেই। আনুগত্য কিছুতেই তা প্রকাশ হতে দিতে চায় না।'

'আমার মিসেস লিডনারের প্রতি সেরকম কোনও ভক্তিটক্তি নেই।' তীক্ষ্ণ চাঁছাছোলা গলায় তিনি বললেন, 'ডঃ লিডনারের কথা আলাদা, এবং একথা ঠিক যে তিনি ছিলেন তার স্ত্রী।'

'ঠিকই তো। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি আপনার বসের স্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চান না। কিন্তু এখানে তো আপনি কাগজে কলমে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে বসেননি। তাকে যদি সবাই স্বর্গের দেবী হিসেবেই প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তবে আমার কাজের কোনওই সুবিধে হবে না।'

'তাকে আমি মোটেই স্বর্গের দেবী বলে মনে করি না।' বলেছিলেন মিস জনসন। তার গলা এখন আরও চাঁছাছোলা।

'মিসেস লিডনার সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আপনার মত জানান। কেমন মহিলা ছিলেন তিনি?'

'হুম। আরম্ভ করার আগে একটা কথা বলা দরকার মিঃ পোয়ারো। আমি কিন্তু নিরপেক্ষ নই। আমি—আমরা সবাই—ডঃ লিডনারের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। মিসেস লিড়নারকে আমরা হিংসে করতাম। ডঃ লিডনারের মূল্যবান সময় এবং মনোযোগ তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন, আমরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। মিসেস লিডনারকে যে তিনি ভালবাসতেন, তা আমাদের পছন্দ ছিল না। সত্যি বলতে কি, মিঃ পোয়ারো, আমার কাছে ব্যাপারটা খুব সুখকর ছিল না। তার উপস্থিতিতে আমি বিরক্ত হতাম। অবশ্য চেষ্টা করেছি যাতে তা প্রকাশ না পায়। আমাদের চোখে তফাৎ গড়ে উঠেছিল।'

'আমাদের?'

'হ্যাঁ আমি বলতে চাইছি, মিঃ ক্যারে আর আমার কথা। জানেন তো, আমরা দু'জনেই পুরোনো লোক। এইসব নতুন ব্যাপার-স্যাপার আমরা বিশেষ পাত্তা দিতাম না। আমার মতে, এটাই স্বাভাবিক। এইজন্যই তফাতের কথা বললাম।'

'কি ধরনের তফাৎ?'

'সব ব্যাপারেই। আমরা খুব সুখেই ছিলাম। প্রচুর মজা হতো জানেন, হাল্কা ঠাট্টা

BoiRboi.net

ইয়ার্কি লেগেই থাকত। ডঃ লিডনারও ছিলেন খুব সহৃদয়—তাঁর মন একেবারে ছেলেমানুষের মতো।'

'এরপর যখন মিসেস লিডনার এসে সব পাল্টে দিলেন?'

'আমার মতে কিন্তু এ তার দোষ নয়। গত বছরও পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না। বিশ্বাস করুন মিঃ পোয়ারো, তিনি কিন্তু কিছুই করেননি। তাকে সবসময়ই আমার ভাল লাগত, বেশ ভাল লাগত। সেই জন্যই আমি লজ্জিত হতাম। তিনি হয়ত সামান্য কিছু বলতেন বা করতেন, আর আমি তাতেই জ্বলে-পুড়ে মরতাম, এজন্য তাকে দায়ী করা যায় না। সত্যি বলছি, তার চেয়ে সুন্দর আর কেউই হতে পারত না।'

'তা সত্ত্বেও, এবারকার আবহাওয়া কিন্তু পাল্টেছিল। আগের বছরগুলির মতো মোটেই ছিল না।'

'মোটেই না। কোনও কিছুই ঠিকঠাক চলছিল না। কাজ অবশ্য ঠিকই চলছিল, সেখানে কোনও প্রভাব পড়েনি। আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা বলছি—খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঝড় আসার আগে যেমন হয় ঠিক তেমনটি।'

'এজন্য মিসেস লিডনারের প্রভাবকে আপনি দায়ী করেন?'

'তিনি আসার আগে মোটেই এমন দুঃসহ অবস্থা ছিল না। ওঃ, আমি তখন থেকে খালি অভিযোগ করেই চলেছি। বুড়োটেপনা—পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছি। আমার কথায় গুরুত্ব দেবেন না।'

'মিসেস লিডনারের চরিত্র আর মন-মেজাজ সম্পর্কে আপনার ধারণা কেমন?'

একটু দ্বিধা করে মিসেস লিডনার ধীরে ধীরে বললেন, 'অবশ্যই তিনি বেশ মুডি ছিলেন। এই বেশ ভাল মেজাজে আছেন তো পরমুহূর্তেই খারাপ। একদিন আপনার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করলেন, পরের দিন চিনতেই পারলেন না হয়তো। তিনি হৃদয়বান ছিলেন, সবার জন্যই ভাবতেন। তবে আমি মনে করি না যে তার স্বামী কত বিখ্যাত এবং মহৎ ব্যক্তিত্ব, তা তেমনভাবে উপলব্ধি করেছেন বলে। এই ব্যাপারটা আমার ভাল লাগত না। এবং অবশ্যই, সাংঘাতিক রকমের উৎকণ্ঠিত আর নার্ভাস ছিলেন। নার্স লেথারান আসায় আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। ডঃ লিডনারের পক্ষে একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব আর স্ত্রীর ঐ সব পাগলামো সামলানো খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল।'

'ঐ বেনামি চিঠিগুলি সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?' আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। চেয়ারের সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এলাম, যাতে মিসেস জনসনের মুখের একটি দিক দেখা যায়। দেখলাম তিনি ধীর-স্থির এবং একটুও বিচলিত নন।

'আমার মনে হয়, আমেরিকা থেকে কেউ ঐ সব চিঠিগুলি লিখতেন, যাতে তিনি ভয় পান এবং তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি খুবই সপ্রতিভ মহিলা ছিলেন, সহজেই এই ধরনের মহিলারা নিজেদের অজান্তেই শত্রু তৈরি করে ফেলেন। কোনও হিংসুটে

boiRboi.net

মহিলাই মনে হয় ঐ চিঠিগুলি লিখেছিলেন। মিসেস লিডনারের মতো একজন নার্ভাস ভদ্রমহিলা ঐ চিঠিগুলিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন।'

'তা অবশ্য তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, শেষ চিঠিটি কিন্তু হাতে-হাতেই এসেছিল।'

'হয়তো, কোনওভাবে সেইরকম ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। হিংসে চরিতার্থ করার জন্য মহিলারা অনেক ঝুঁকি নিতে পারে।'

'তা সত্যিই পারে।' আমি মনে মনে বলেছিলাম।

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, মাদাম। যাই হোক, আপনি মিস রিলিকে চেনেন? ডাক্তারবাবুর মেয়ে?'

'শীলা রিলি? হ্যাঁ, অবশ্যই চিনি।'

পোয়ারো বেশ রসিয়ে বললেন, 'শুনেছি তার সঙ্গে নাকি এখানকার এক কর্মচারির একটু ইয়ে চলছে? আপনি কিছু জানেন নাকি?'

মিস জনসন কথাটা শুনে বেশ মজা পেলেন।

'কোলম্যান আর এম্মট্‌কে দেখেছি তার পেছন পেছন ঘুরঘুর করতে। ক্লাবে কে মেয়েটির নাচের সঙ্গী হবে, এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ রেষারেষি চলে। তবে ওদের মধ্যে কারুর প্রতি মেয়েটির কোনও দুর্বলতা আছে কিনা জানি না। এখানে একমাত্র যুবতী মেয়ে—ওই, জানেন নিশ্চয়।'

'সুতরাং আপনার মতে ওসব কিছুই নেই?'

'তা তো বলিনি। একদিন মিসেস লিডনার বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে এম্মট্‌কে কিছু কথা শোনাচ্ছিলেন—বলছিলেন মেয়েটি নাকি ওর পেছন পেছন দৌড়য়। এম্মট্ বেশ অখুশি হয়েছিলেন....কথাটা পুরোপুরি মিথ্যেও নয়। সেই ভয়ঙ্কর দুপুরে আমি শীলাকে ঘোড়ায় চড়ে খনিতে যেতে দেখেছিলাম। কিন্তু সেদিন দুপুরে বিল বা এম্মট্ কারুরই খনিতে ডিউটি ছিল না। রিচার্ড ক্যারে ছিলেন দায়িত্বে। এই দু'জনের মধ্যে কাউকে হয়ত সে ভালবাসে, কাকে তা বলতে পারব না—শীলা অত্যন্ত আধুনিকা আর আবেগবর্জিত মেয়ে, তাকে বুঝে ওঠা সহজ নয়।'

তারপর হঠাৎই পোয়ারোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিন্তু এই সবের সঙ্গে এই অপরাধের কোনও সম্পর্ক আছে, মিঃ পোয়ারো?'

পোয়ারো ফরাসী কায়দায় হাতদুটি তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলেন, মাদাম। কমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রেম ভালবাসার গপ্পো আমার খুব ভাল লাগে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিস জনসন বলেছিলেন, 'যখন কোনও সত্যিকারের প্রেম মসৃণ ভাবে চলে, তখন সত্যিই তা অপূর্ব।' মিঃ পোয়ারো ঘাড় নাড়িয়ে তার কথায় সায় দিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিলেন, 'এখন বাড়িতে আর কেউ কি আছেন?'

'মেরি মারকাডো আছেন। পুরুষেরা সবাই বাড়ির বাইরে, খনিতে। ইচ্ছে করেই

boiRboi.net

বাড়ির বাইরেই থাকতে চাইছেন তারা। দোষ দিই না তাদের। আপনি যদি চান তো খনিতে—'

তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, নার্স লেথারান নিশ্চয় আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, আশা করি।'

'অবশ্যই মিস জনসন।' আমি বললাম।

'মধ্যাহ্নভোজে আপনার নিমন্ত্রণ রইল, আসবেন তো মিঃ পোয়ারো।'

'তাহলে তো দারুণ হয়, মাদাম।'

মিস জনসন লিভিং রুমে চলে গেলেন।

'মিসেস মারকাডো ছাদে আছেন?

আমি বললাম, 'আপনি কি তার সঙ্গে আগে দেখা করতে চান?'

'চলুন। তার কাছেই যাওয়া যাক।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমি বলেছিলাম, 'আপনি যেমন বলেছিলেন, আমি করেছিলাম। কিছু শুনতে পেয়েছিলেন কি?'

'না, কিছুই শুনতে পাইনি।'

মিসেস মারকাডো ছাদে বসেছিলেন, মাথা নিচু করে, গভীর চিন্তামগ্ন। মিঃ পোয়ারো ঠিক তার পেছনে গিয়ে সুপ্রভাত না বলা পর্যন্ত তিনি কিছু টেরই পাননি।

আমাদের দিকে তাকালেন। আজ সকালে তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। চোখের নিচে ঘন কালি, ছোট্ট মুখটি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে।

পোয়ারো বললেন, 'একটি বিশেষ কাজে আজ আমি এখানে এসেছি।'

যেভাবে মিস জনসনকে বলেছিলেন সেইভাবেই তাকে বোঝালেন, কেন তাকে সব কথা খুলে বলা উচিত, যাতে সঠিক চিত্রটি পেতে সুবিধে হয়।

মিস জনসনের সততা মিসেস মারকাডোর কাছ থেকে আশা করা যায় না। তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রকমের মহিমাকীর্তন শুরু করলেন। আমি খুব ভাল করেই জানি যে, মনে মনে তিনি একেবারেই অন্যরকম ভাবেন।

'ও, আমাদের সবার প্রিয় লুইস। যিনি তাকে জানেন না তাকে বোঝানো যে কত কঠিন। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক মানুষ। আর পাঁচজনের থেকে একেবারেই আলাদা। নার্স, আপনি নিশ্চয়ই তা অনুভব করেছেন। একটু নার্ভাস ছিলেন আর উদ্ভট চিন্তাভাবনা যে না করতেন তা নয়, তবে সে সব সহ্য করতে কোনও অসুবিধেই হত না আমাদের, এমনই মধুর ব্যক্তিত্ব ছিল তার। তাছাড়া, আমাদের সবার সঙ্গে তার ব্যবহারও ছিল কত মিষ্টি, তাই না নার্স? আর এমন নিরহঙ্কারি। বলতে চাইছি যে, তিনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে কিছুই জানতেন না, কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল শেখার। সবসময়ই আমার স্বামীর কাছে জানতে চাইতেন, ধাতুর মূর্তিগুলি কিভাবে কেমিক্যাল দিয়ে শোধন করা হয়। মৃৎপাত্রগুলি জোড়া লাগাবার কাজে মিস জনসনকে সাহায্য করতেন, ওঃ, আমরা সবাই তাকে কত ভালবাসতাম।'

'তাহলে, আমরা যা শুনেছি তা সত্যি নয় মাদাম, যে, এখানে একধরনের অদ্ভুত টেনশন, অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল?'

মিসেস মারকাডোর চোখদুটি ছানাবড়া হয়ে গেল।

'ও, একথা আপনাকে কে বলেছে, নার্স? ডঃ লিডনার? আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি তিনি কিছুই লক্ষ্য করেননি।'

কটমট করে তিনি আমার দিকে তাকালেন। পোয়ারো হাসলেন। স্বাভাবিক হাসি।

'মাদাম, আমার চরেরা আছে, বুঝলেন।' বেশ মজা করে তিনি বললেন।

খুব মিষ্টি করে মিসেস মারকাডো বললেন, 'আপনার কি মনে হয় না মিঃ পোয়ারো, এইরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে সবাই নানান আজগুবি গপ্পো ছড়াতে শুরু করে, বাস্তবে যা মোটেই ঘটেনি। এইসব—টেনশন, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। কিছু যেন ঘটবে ঘটবে মনে হচ্ছে। এইসব গালগপ্পো লোকেরা তৈরি করে থাকে।'

'আপনার কথা থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম।' বললেন পোয়ারো।

'সত্যিই ওসব বাজে কথা। আমরা এখানে একটি সুখী পরিবারের মতো ছিলাম।'

'আমি ওনার মতো মিথ্যুক মহিলা জীবনে খুব কমই দেখেছি।' রাগে আর ঘেন্নায় আমি বলে উঠলাম। আমি আর মিঃ পোয়ারো তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে খনির দিকে যাচ্ছিলাম। 'আমি খুব ভাল করেই জানি যে, উনি মিসেস লিডনারকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন।'

'ইনি হলেন সেই ধরনের মানুষ যারা সত্যের পথে চলতে চান না।' পোয়ারো একমত হলেন।

'এঁদের সঙ্গে কথা বলা মানে সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই নয়।' আমি ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলাম।

তা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যায় না। একজন মানুষ যখন একধার দিয়ে সব মিথ্যে কথা বলে যান, তখনও কোনও কোনও সময় তার চোখ কিন্তু সত্যি কথা বলে। আমি তার চোখে ভয়ের ছায়া দেখেছি। হ্যাঁ—অবশ্যই তিনি ভীত। ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলজনক।'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, মিঃ পোয়ারো।' তাকে আমার দৃঢ় সন্দেহের কথা বললাম যে, মিস জনসনই ঐ বেনামি চিঠিগুলি হয়ত লিখেছেন।

'সুতরাং তিনিও মিথ্যেবাদি।' আমি বললাম। 'আজ সকালে কেমন নির্বিকারভাবে উনি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। আপনি কি এই ব্যাপারটি নিয়ে জেরা করতে চান?'

মিঃ পোয়ারো এই কথা শুনে যেন চমকে উঠলেন।

'না, না, মোটেই নয়। তা অত্যন্ত বোকামি হবে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝতে দিই না।' এই বলে তিনি কপালে টোকা মারলেন। 'একেবারে শেষ মুহূর্তে আমি লাফ দিয়ে পড়ি শিকারের ওপর—চিতাবাঘের মতন—'

মিঃ পোয়ারোর মতন গোবেচারা মানুষের সঙ্গে চিতাবাঘের তুলনায় আমি না হেসে পারলাম না।

খনিতে পৌঁছে আমরা প্রথমেই মিঃ রেইটারকে দেখতে পেলাম। খুব ব্যস্তসমস্তভাবে উনি ছবি তুলছিলেন। মিঃ রেইটার তার ছবি তোলার কাজ শেষ করে ক্যামেরা এবং অন্য যন্ত্রপাতি ভৃত্যের হাতে দিয়ে বললেন বাড়ি নিয়ে যেতে। পোয়ারো তাকে ছবি তোলার ব্যাপারে একটি-দুটি প্রশ্ন করাতে উনি চটপট উত্তর দিলেন। তার কাজ নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বেশ খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো।

পোয়ারো তার বাঁধা গতের প্রশ্নগুলো শুরু করতেই উনি নানান অজুহাতে চলে যেতে চাইলেন। বলছি বটে, বাঁধা গতের প্রশ্ন, কিন্তু যার সঙ্গে কথা বলছেন তাকে বুঝে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করতেন। কিন্তু শেষমেষ ব্যাপারটা একই থাকত।

'আচ্ছা, আচ্ছা আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাইছেন।' বললেন মিঃ রেইটার। 'কিন্তু সত্যি বলতে কি, মনে হয় না আমি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারব। আমি এই বছরেই প্রথম এসেছি, মিসেস লিডনারের সঙ্গে বিশেষ কথাও হত না। খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু সত্যিই, আমি কিছুই বলতে পারব না।'

তার কথাবার্তার মধ্যে সামান্য একটু বিদেশিভাব এবং আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকান উচ্চারণে কথা বলেন।

'অন্তত একটা কথা বলুন। আপনি তাকে পছন্দ করতেন নাকি করতেন না।' একটু হেসে বললেন পোয়ারো।

কথাটি শুনে তিনি বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ে তোতলাতে শুরু করলেন। 'তিনি আকর্ষণীয়া মহিলা ছিলেন—খুবই আকর্ষণীয়া এবং বুদ্ধিমতী। তার মাথাটি ছিল খুব পরিষ্কার।'

'তার মানে, আপনি তাকে পছন্দ করতেন। আর তিনি?'

মিঃ রেইটার আরও লজ্জা পেলেন। 'আমার মনে হয় না, তিনি আমাকে বিশেষ লক্ষ্য করতেন বলে। তার জন্য কিছু করতে গেলেই, দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে কাজ ভেস্তে যেত। ভয় হতো, পাছে আমার আড়ষ্টতা তাকে বিরক্ত করে।'

পোয়ারো করুণা করে তাকে বললেন, 'সে তো বটেই। আচ্ছা, আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। বাড়ির পরিস্থিতি কি বেশ সুখকর ছিল?'

'আজ্ঞে?'

'আপনারা কি সবাই খোলা মনে হাসতেন, গপ্পোগুজব করতেন?'

'না, না, তা তো নয়। বরং কেমন সবাই কাঠকাঠ হয়ে থাকতেন।'

তিনি থামলেন। প্রাণপণে কিছু বলার চেষ্টা করছেন। শেষে অনেক কষ্টে বললেন, 'দেখুন, আমি ঠিক সহজে সবার সঙ্গে মিশতে পারি না। আমি খুব লাজুক, জড়োসড়ো হয়ে থাকি। ডঃ লিডনার আমার প্রতি সবসময়ই খুব সদয় ছিলেন। কিন্তু নির্বোধ আমি,

boiRboi.net

কিছুতেই আমি স্বাভাবিক হতে পারিনি। যেখানে যা বলার নয়, তাই বলে ফেলি। একবার একটা জলের জগ ভেঙে ফেলেছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য।'

সত্যি সত্যিই একটি বড়সড় শিশুর মতো মনে হচ্ছিল। দু'-চারটে সান্ত্বনাবাক্য বলে পোয়ারো তাকে বিদায় জানিয়ে চলে এলেন।

'হয় তিনি এখনও শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারেননি অথবা অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা।' বললেন মিঃ পোয়ারো।

আমি কিছু বললাম না। আবার সেই কথাটি মনে পড়ে গেল, এই ধরনের মানুষেরা অত্যন্ত বিপজ্জনক রকমের ঠাণ্ডা মাথার খুনি হতে পারেন। যাই হোক, এই রোদ ঝলমলে রবিবারের মিষ্টি সকালে এ কথা নেহাৎই অবাস্তব বলে মনে হলো।

একুশ ।। মিঃ মারকাডো, রিচার্ড ক্যারে

'ও, তাহলে এঁরা আলাদা জায়গায় কাজ করেন।' বললেন মিঃ পোয়ারো। মিঃ রেইটার খনি থেকে কিছুটা বাইরে তার কাজ করছিলেন, আমরা যেখানে আছি তার থেকে কিছুটা দূরে কয়েকজন ঝুড়ি নিয়ে যাতায়াত করছিলেন।

'এই জায়গাটাকে বলা হয় ডিপ কাট।' আমি বলেছিলাম, 'এখানে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু ভাঙাচোরা কিছু মাটির পাত্র পাওয়া যায়। ডঃ লিডনারের কাছে এই দারুণ আকর্ষণীয়।'

'চলো, ওখানে যাওয়া যাক।'

আমরা আস্তে আস্তেই যাচ্ছিলাম, কারণ সূর্যের তেজ এখন প্রখর।

মিঃ মারকাডোকে দেখলাম বেশ সক্রিয়। আমাদের থেকে নিচে ওঁনাকে দেখলাম ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলতে। নিচে যাবার রাস্তাটা একেই খুব সরু, তারপর একনাগাড়ে মজুররা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে যাতায়াত করছে অন্ধের মতো, কাজেই সেই রাস্তা দিয়ে নামতে আমাদের বেশ অসুবিধেই হলো।

আমি মিঃ পোয়ারোর পেছন পেছন নামছিলাম, হঠাৎই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মিঃ মারকাডো ডানহাতি নাকি ন্যাটা?'

এই সময়ে এ এক অসাধারণ প্রশ্নই বটে।

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'ডানহাতি।' জোর দিয়েই বললাম। মিঃ মারকাডো আমাদের দেখে খুশিই হয়েছেন বলে মনে হলো। আমি খুব ভাল করেই জানি যে, পোয়ারোর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই, তবু তিনি তার সামনে প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে উৎসাহের ভান দেখালেন এবং তাতে মিঃ মারকাডো বেশ খুশি হলেন। 'আমরা ইতিমধ্যেই বারোটি ধাপ খনন করে ফেলেছি। নিশ্চিতভাবেই আমরা এখন চতুর্থ শতাব্দীতে আছি।' উৎসাহভরে তিনি বললেন।

মিঃ মারকাডো দেখালেন মাটির পাত্রগুলি তখন কি রকম ছিল। গোরস্থান কেমন

boiRboi.net

ছিল দেখালেন—একটা গোরস্থান দেখালেন একেবারে শিশুদের জন্য—শিশুদের মনভোলানো ছোট ছোট খেলনা—মনটা খারাপ হয়ে যায়।

কোণের দিকে কয়েকটি পাত্রের মধ্যে একটি ছুরি পড়ে ছিল, ঝুঁকে পড়ে সেটি তুলতে গিয়ে হঠাৎই তিনি প্রচণ্ড আর্তনাদ করে ছিটকে পড়লেন।

'কোনও পোকা আমায় কামড়েছে।' তিনি ক্ষতস্থানটি চেপে ধরে আছেন।

পোয়ারো মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে সামলে নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। 'নার্স, তাড়াতাড়ি আসুন, দেখুন কি হলো।'

তিনি মিঃ মারকাডোর হাতটি ধরে তার খাকি শার্টের হাতাটি গুটিয়ে ওপর দিকে তুলছেন। কাঁধ থেকে ইঞ্চি তিনেক নিচ থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

পোয়ারো বললেন, 'আশ্চর্য। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। হয়ত, কোনও পিঁপড়ে হবে।'

'একটু বরঞ্চ আয়োডিন দিলে ভাল হয়।' আমি বললাম।

আমার কাছে সবসময়ই আয়োডিন থাকে, তা থেকে একটু আয়োডিন নিয়ে আমি ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলাম। লাগাবার সময় আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কনুই থেকে হাতের নিম্নাংশ পুরোটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্নে ভরা। আমি খুব ভাল করেই জানি ওগুলো কি, হাইপোডারমিক ছুঁচের দাগ।

মিঃ মারকাডো আবার জামার হাতা গুটিয়ে নিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন। মিঃ পোয়ারো শুনলেন, কিন্তু একবারের জন্যও মিসেস লিডনারের প্রসঙ্গ তুললেন না। ঐ ব্যাপারে তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না।

কিছুক্ষণ বাদে তাঁকে বিদায় জানিয়ে আমরা ওপরে উঠে এলাম।

'কাজটা বেশ পরিষ্কার হয়েছে, তাই না?' জানতে চাইলেন আমার সঙ্গী।

'পরিষ্কার?' আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

মিঃ পোয়ারো তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা কিছু বার করে যত্ন করে আমার সামনে মেলে ধরলেন। অবাক হয়ে দেখলাম, একটা লম্বা তীক্ষ্ণ রিপু করার ছুঁচ।

বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কাজ?'

'আমিই দংশন করেছিলাম, এবং খুব সুন্দরভাবে। আপনি নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পারেননি।'

সত্যিই কিছুটি বুঝতে পারিনি। আমি নিশ্চিত যে, মিঃ মারকাডোও কিছু সন্দেহ করেননি। বিদ্যুৎক্ষিপ্রতায় তিনি কাজ সেরেছেন।

'কিন্তু, মিঃ পোয়ারো, কেন?'

আরেকটি প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি উত্তর দিলেন।

'আপনি কিছু লক্ষ্য করেননি?'

'হাইপোডারমিক ছুঁচের চিহ্ন।' আমি বললাম।

boiRboi.net

'সুতরাং আমরা মিঃ মারকাডো সম্পর্কে কিছু জানতে পারলাম।' বললেন পোয়ারো, 'আমার সন্দেহ ছিল কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেল। এই নিশ্চিত হওয়াটা ভীষণই দরকারী।'

পোয়ারো হঠাৎই পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, 'হায়, হায়, আমি রুমালটা ওখানে ফেলে এসেছি। রুমালটার ভেতরেই ছুঁচটা গোঁজা ছিল।'

'আমি এনে দিচ্ছি।' বলে তাড়াতাড়ি করে ফিরে যাবার জন্য হাঁটতে শুরু করেছিলাম। ক্রমে ক্রমে মিঃ পোয়ারোর ওপর আমার বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম, উনি ওঁনার কাজে খুবই দক্ষ। এখানে আমার কাজ তাকে যথাযথভাবে সাহায্য করে যাওয়া—অপারেশন টেবিলে যেভাবে সার্জনকে সাহায্য করি।

রুমালটা নিয়ে ফিরে আসার পর প্রথমেই তাকে দেখতে পাইনি। তারপর দেখলাম কিছুটা দূরে তিনি মিঃ ক্যারের সঙ্গে কথা বলছেন। মিঃ ক্যারের ভৃত্য কাছেই সেই বিরাট রডটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে মিটারের চিহ্ন দেওয়া আছে। কিন্তু তখনই তিনি ছেলেটিকে কিছু বললেন, সে রডটি নিয়ে চলে গেল। আমি বুঝতে পারলাম, মিঃ পোয়ারো ইচ্ছে করেই রুমালটা ফেলে এসেছিলেন। তিনি আমার উপস্থিতি চাননি।

মিঃ পোয়ারো তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করছিলেন, মর্মে গিয়ে যাতে তা বেঁধে।

'ডঃ লিডনার যে তার স্ত্রীকে ভালবাসতেন, এই ব্যাপারটা সম্ভবত আমার মতো করে কেউই তেমনভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি।' তিনি বলছিলেন, 'কিন্তু এমনটা প্রায়ই দেখা যায় যে, কারুর সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে তার বন্ধুর চাইতে তার শত্রুর কাছ থেকেই আসল খবরটা পাওয়া যায়।'

'আপনি বলতে চাইছেন তাদের গুণাবলীর চাইতে তাদের দোষটাকেই বড় করে দেখতে হবে?' কাঠখোট্টাভাবে মিঃ ক্যারে বললেন।

'নিঃসন্দেহে তাই দেখতে হবে। অন্তত খুনোখুনির মতো ঘটনায়। আমি আমার গোয়েন্দা জীবনে এমন কাউকেই খুন হতে দেখিনি যিনি চারিত্রিকভাবে একেবারে ধোয়া তুলসী পাতা। এও ঠিক যে, সাধু যুধিষ্ঠিরের মতো মানুষরা অত্যন্ত বিরক্তির কারণ হন।'

'আমার মনে হয় না, আমি আপনাকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারব। বললেন মিঃ ক্যারে। 'খুব সৎভাবেই জানাতে চাই যে, আমার আর মিসেস লিডনারের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আমরা পরস্পরের শত্রু ছিলাম। আমি যে তার স্বামীর পুরোনো বন্ধু, সম্ভবত এই জন্য তিনি আমার প্রতি হিংসুক ছিলেন। যদিও, আমার দিক থেকে আমি তার প্রতি অত্যন্ত উচ্চধারণা পোষণ করতাম, দারুণ আকর্ষণীয়া মহিলা ছিলেন উনি, তবে লিডনারের ওপর তার প্রভাব ছিল কিছুটা বিরক্তিকর। এই সব কারণেই আমাদের সম্পর্ক ছিল লৌকিকতায় ভরা, যা কখনোই আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেনি।'

'বেশ ভালই কথা বলতে পারেন আপনি। বললেন পোয়ারো।

আমি তাদের মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম শুধু, দেখলাম মিঃ ক্যারে একবার সবেগে ঘুরে দাঁড়ালেন, যেন মিঃ পোয়ারো এমন কিছু বলেছেন যা তার মোটেই পছন্দ হয়নি।

'আপনাদের মধ্যে যে সম্পর্কের উন্নতি হয়নি, এ কথা ভেবে ডঃ লিডনার কষ্ট পেতেন না?'

একটু দ্বিধা করে ক্যারে বললেন, 'তা আমি ঠিক বলতে পারব না। তিনি কখনোই এই নিয়ে কিছু বলেননি আমাকে। আমার ধারণা তিনি কিছু লক্ষ্য করেননি। তিনি তার কাজের জগৎ নিয়েই মত্ত হয়ে থাকতেন।'

'সুতরাং আপনার কথামতো আপনি সত্যিই মিসেস লিডনারকে পছন্দ করতেন না।'

'তিনি যদি লিডনারের স্ত্রী না হতেন, তবে তাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম।'

নিজের কথায় নিজেই তিনি হেসে উঠেছিলেন।

ভাঙা মাটির পাতগুলো গুছিয়ে এক জায়গায় জড়ো করছিলেন পোয়ারো। তিনি কেমন যেন স্বপ্নালু, দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠে বললেন, 'আজ সকালেই আমি মিস জনসনের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি মিসেস লিডনারকে হিংসে করতেন এবং তাকে বিশেষ পছন্দও করতেন না। তবে একথাও বলতে ভোলেননি যে, তার প্রতি সবসময়ই একধরনের টান অনুভব করতেন।'

'খাঁটি কথা বলেছেন।' ক্যারে বললেন।

'আমিও তাই বিশ্বাস করি।' পোয়ারো বললেন, 'তার পর আমি কথা বলেছি মিসেস মারকাডোর সঙ্গে। তিনি বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে আমাকে বর্ণনা করেছেন। মিসেস লিডনারের প্রতি তার আনুগত্যের কোনও তুলনাই হয় না, এবং তাকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন।'

ক্যারে এই কথার কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পোয়ারো বললেন, 'আমি বিশ্বাস করিনি। তাই আপনার সাথে কথা বললাম এবং এবারও বিশ্বাস করলাম না।'

ক্যারে শক্ত হয়ে গেলেন। রেগে-মেগে তিনি কি বললেন আমি শুনতে পেলাম না।

'আমি আপনাকে যা বলেছি সত্যিকথাই বলেছি, মিঃ পোয়ারো। এরপর আপনি বিশ্বাস করবেন না অবিশ্বাস করবেন, সেটা আপনার ব্যাপার।'

একটু উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা গলায় পোয়ারো বললেন, 'দেখুন, আমার এই কর্ণদ্বয় খুব সংবেদনশীল। কতরকম গপ্পো শুনি গুজব ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। অনেকেই সে সব শোনে—কেউ কেউ তা থেকে কিছু জেনেও নেয়...'

ক্যারে বিড়বিড় করে জ্বলে উঠলেন। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তার কপালের শিরা উত্তেজনায় দপদপ করছে। অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। চাবুকের মতো টানটান

boiRboi.net

চেহারা—গ্রীক মুখমণ্ডল—মহিলারা যে তাকে দেখে স্থির থাকতে পারেন না, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

'কি গল্প?' রাগে গরগর করতে করতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

পোয়ারো তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন। এখানে স্বাভাবিকভাবেই যে গুজবটা হাওয়ায় উড়ছে আপনাকে আর মিসেস লিডনারকে নিয়ে।'

'অত্যন্ত নীচপ্রবৃত্তির লোকেরাই এসব গুজব ছড়ান।'

'খাঁটি কথা বলেছেন। ঠিক কুত্তার মতো ঐ সব লোকজন। পচাগলা, দুর্গন্ধময় জিনিসটা মাটির যত তলাতেই পুঁতুন না কেন, কুত্তাগুলো ঠিক টেনে টেনে বার করবেই।'

'আপনি এসব গুজবে বিশ্বাস করেন?'

'আমি যা কিছু সত্য তাই বিশ্বাস করি।' গম্ভীরভাবে বললেন পোয়ারো।

রুক্ষভাবে হেসে ক্যারে বললেন, 'সত্যি কি, তা আমি জানি, তবে বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না।'

'বলে দেখতে পারেন।'

'বলছি তাহলে। আমি লুইস লিডনারকে ঘৃণা করতাম—এই হলো আসল সত্য। তাকে আমি প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম।'

বাইশ

ডেভিড এম্মট্, ফাদার ল্যাভিগনি এবং একটি আবিষ্কার

এই কথাকটি বলেই ক্যারে ক্রুদ্ধ হয়ে দুমদুম করে হেঁটে চলে গেলেন।

পোয়ারো তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে একটু জোরে বললেন, 'উনি যতক্ষণ না মোড় ঘুরে যাচ্ছেন, ততক্ষণ আপনি আসবেন না, নার্স। যদি পেছন ফিরে তাকান, ঠিক আছে, এবার আসতে পারেন। রুমালটা এনেছেন? অনেক ধন্যবাদ।'

'আপনি কি মনে করেন, তিনি সত্যিই মিসেস লিডনারকে ঘৃণা করতেন, মিঃ পোয়ারো?'

অদ্ভুতভাবে মাথা নাড়িয়ে তিনি উত্তর দিলেন। 'হ্যাঁ আমি তাই মনে করি।'

তারপর তিনি মাটির ঢিবির ওপর উঠে গেলেন, আমিও গেলাম তার সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে সেখানে আরবদের ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না, পরে দেখতে পেলাম মিঃ এম্মট্কে, একটি কঙ্কালে প্রায় মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করছেন।

আমাদের দেখে তিনি সুন্দরভাবে হাসলেন।

'আপনারা কি ঘুরে দেখতে এসেছেন? একটু দাঁড়ান, মিনিট খানেকের মধ্যেই আমার হাত খালি হয়ে যাবে।'

তিনি বসে পড়ে একটি ছুরি দিয়ে সুচারুভাবে হাড়গুলো কাটছিলেন আর মাঝে মাঝেই হাপর দিয়ে বা ফুঁ দিয়ে হাড়ের গুঁড়ো পরিষ্কার করছিলেন। এই ফুঁ দেওয়াটা আমার কাছে খুব অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হচ্ছিল।

'যত রকমের নচ্ছার সব জীবাণু আপনি মুখের ভেতর নিচ্ছেন।' বলে উঠলাম।

'এরাই আমার প্রতিদিনের খাদ্য, নার্স।' তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'জীবাণুরা প্রত্নতত্ত্ববিদদের কিছু করতে পারে না—হজমশক্তি তাদের সাংঘাতিক।'

উরুর হাড়ের ওপর দিকটা তিনি ঘসে নিলেন, তারপর তিনি ফোরম্যানকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে।

হাড় এবং জিনিসপত্র ছুরি দিয়ে পরিষ্কার করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখলেন, যাতে ছবি তুলতে সুবিধে হয়।

'কে এই ভদ্রমহিলা?' পোয়ারো জানতে চাইলেন।

'প্রথম শতাব্দীর। ভদ্রমহিলার মধ্যে একটু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। মাথার খুলিটা একটু অদ্ভুত লাগছে, মারকাডোকে দেখতে বলব। একটু ছুঁকছুঁক করাটাই ওর মৃত্যুর কারণ বলে মনে হয়।'

'মানে, দু'হাজার বছর আগের মিসেস লিডনার?' পোয়ারো বললেন।

'হতে পারে।' এম্মটের উত্তর।

বিল কোলম্যান একটি কাঠি নিয়ে দেওয়ালে কি যেন করছিলেন। ডেভিড এম্মট্ তাকে কি যেন বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তারপর তিনি মিঃ পোয়ারোকে দেখাতে শুরু করলেন।

ওপর ওপর দেখানোর পালা চুকে গেলে এম্মট্ তার ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমরা কি এখন বাড়ি যাব?'

'সেটাই ভাল হবে।' পোয়ারো বললেন।

আমরা সবাই বাড়ির দিকেই চলতে শুরু করেছিলাম।

'আশা করি, আবার এখানে কাজে আসতে পারলেই আপনারা সবাই খুশিই হবেন।'

এম্মট্ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন। 'হ্যাঁ, ঐ বাড়িতে আর একটুও ভাল লাগছে না।'

কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি কিছুটা এগোতে পেরেছেন, মিঃ পোয়ারো?'

গম্ভীরভাবে পোয়ারো বললেন, 'আপনি কি আমাকে এগোতে সাহায্য করবেন?'

'হ্যাঁ, কেন করব না!'

সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে পোয়ারো বললেন, 'এই মামলার কেন্দ্রিয় চরিত্র হলেন মিসেস লিডনার। আমি তার সম্বন্ধে জানতে চাই।'

ডেভিড এম্মট্ ধীরে ধীরে বললেন, 'তার সম্বন্ধে কি জানতে চান?'

'আমি এই সব তথ্য জানতে চাই না যে তিনি কোথা থেকে এসেছেন বা তার ডাক

boiRboi.net

নাম কি। এও জানার দরকার নেই তার মুখের গড়ণ কেমন ছিল বা গায়ের রঙ। আমি জানতে চাই ভালয় মন্দয় মিশিয়ে গোটা মানুষটা তিনি কেমন ছিলেন।'

'এইসব খবর মামলার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে আপনি মনে করেন?'

'অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'

একটু চুপ করে থেকে এম্মট্ বললেন, 'সম্ভবত আপনিই ঠিক।'

'এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আপনি বলুন, তিনি কেমন ধরনের মহিলা ছিলেন।'

মিঃ এম্মট্ কিছুক্ষণ চুপ করেই থাকলেন, তারপর বললেন, 'তার সম্বন্ধে নার্স কি ভাবেন? একজন মহিলার পক্ষে আরেকজন মহিলাকে চট করে বুঝে নেওয়া সম্ভব। তাছাড়া নার্সদের অনেক অভিজ্ঞতাও থাকে।'

পোয়ারো আমাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলে উঠলেন, 'তার সম্বন্ধে একজন পুরুষ মানুষ কি ভাবেন, সেটাই আমি জানতে চাইছি।'

এম্মট্ হেসে ফেললেন।

'আমার ধারণা, অন্য পুরুষদের থেকে আলাদা কিছু হবে বলে মনে হয় না। তিনি যুবতী ছিলেন না, তবে এত সুন্দরী মহিলার সংস্পর্শে আমি এর আগে আর আসিনি।'

'এটা কোনও উত্তরই হলো না, মিঃ এম্মট্।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে এম্মট্ বললেন, 'ছোটবেলায় একটা রূপকথার গল্প প্রায়ই পড়তাম। বরফের রানি আর ছোট্ট কের গল্প। আমার মনে হয় মিসেস লিডনার অনেকটা তার মতো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যান্স অ্যান্ডারসনের গল্প, তাই না? একটা ছোট্ট মেয়েও তো ছিল, ঐ গল্পে, ছোট্ট জার্ডা।'

'হবে। এতদিন বাদে ঠিক মনে নেই।'

'আর একটু এগিয়ে কিছু বলতে পারেন না?'

'তাকে সঠিক চিনেছি বলে আমার মনে হয় না। তাকে বোঝা অত সহজ ছিল না। একদিন হয়ত শয়তানের মতো ব্যবহার করলেন, পরের দিনই তাকে মনে হলো ভগবানের মতো, কিন্তু তাকে এই মামলার কেন্দ্রিয় চরিত্র ভেবে আপনি ঠিকই করেছেন। একপাশে পড়ে থাকা তার কাছে ছিল অসহ্য, তাই জন্য যেভাবেই হোক না কেন, সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইতেন।'

'যদি কেউ তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিতেন?'

'তাহলে, তিনি তার কুৎসিত দিকটি দেখিয়ে ছাড়তেন।' লক্ষ্য করলাম তার মুখ-চোখ শক্ত হয়ে উঠেছে।

'মিঃ এম্মট্, আপনি নিশ্চয়ই একথা বলতে দ্বিধা করবেন না যে, কে তাকে খুন করতে পারে?'

'আমি জানি না। সত্যিই আমি বিন্দুমাত্রও আন্দাজ করতে পারছি না। বরং বলতে

boiRboi.net

পারি আমি যদি কার্ল হতাম—কার্ল রেইটার; তাহলে তাঁকে হয়ত খুন করতাম। কার্লের কাছে তিনি মূর্তিমতী শয়তান ছিলেন।'

'কিন্তু আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন না যে, কার্ল তাকে খুন করেছেন?'

'না, মিসেস লিডনার তাকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছিলেন, কোনও সন্দেহ নেই। তবে শুধুমাত্র এই কারণেই কেউ খুন করে না।'

পোয়ারো চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ালেন।

অবশ্যই, মিঃ এম্মট্ মিসেস লিডনারকে অমানুষ হিসেবেই এঁকেছেন। তবে, মাঝে মাঝে কার্ল রেইটার এমন সব আচরণ করতেন, সত্যিই প্রচণ্ড বিরক্তিকর। মিসেস লিডনার তার সঙ্গে ক্বচিৎ কখনো কথা বললে তিনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যেতেন, নির্বোধের মতো তার পাতে বারবার মারমালেড দিতেন, যদিও জানতেন ঐ বস্তুটি মিসেস লিডনার ছুঁয়েও দেখেন না।

এবারে আমরা বাড়িতে পৌঁছে গেছি, মিঃ এম্মট্ পোয়ারোকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে বললেন। আমিও আমার ঘরে চলে গেলাম।

তারপর আমরা খাওয়ার ঘরে যাচ্ছিলাম ফাদার ল্যাডিগনি তার ঘর থেকে বেরিয়ে পোয়ারোকে আমন্ত্রণ জানালেন।

মিঃ এম্মট্ আর আমি খাওয়ার ঘরে গেলাম। মিস জনসন আর মিসেস জনসন সেখানে আগে থেকেই ছিলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিঃ মারকাডো, মিঃ রেইটার আর বিল কোলম্যানও চলে এলেন।

মারকাডো আরব ভৃত্যকে বললেন, ফাদার ল্যাডিগনিকে ডেকে দিতে মধ্যাহ্নভোজ তৈরি, হঠাৎই একটা অস্ফুট আর্তনাদে আমরা চমকে উঠলাম।

আমাদের স্নায়ু এখনও বেশ দুর্বলই আছে, সভয়ে আমরা লাফিয়ে উঠলাম। মিস জনসন হকচকিত হয়ে বলে উঠলেন, 'কিসের আওয়াজ? কি হলো?'

মিসেস মারকাডো তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হলো বলুন তো? বাইরে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

সেই মুহূর্তেই পোয়ারো আর ফাদার ল্যাডিগনি ঘরে ঢুকলেন।

'কি হয়েছে?' মিস জনসন জিজ্ঞাসা করলেন।

'হাজার বার ক্ষমা চাইছি, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।' পোয়ারো বললেন, 'দোষ আমারই। ফাদার ল্যাডিগনি, আমাকে কতকগুলি ফলক দেখাচ্ছিলেন, ভালভাবে দেখার জন্য একটি ফলক জানলার কাছে নিয়ে আসছিলাম, হঠাৎই হোঁচট খাই। এত জোরে লেগেছিল যে ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিলাম।'

'আমরা ভাবলাম বুঝি আরেকটা খুন হলো।' হাসতে হাসতে বললেন মিসেস মারকাডো।

'মেরি!' তার স্বামীর কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের ছাপ। মিসেস মারকাডোর মুখ লাল হয়ে উঠল। চুপ করে গেলেন।

boiRboi.net

মিস জনসন চট করে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন খনির দিকে। সেদিন মধ্যাহ্নভোজের সময়কার কথাবার্তা প্রত্নতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

খাওয়া-দাওয়ার পর সব পুরুষেরাই খনিতে চলে গেলেন, শুধুমাত্র ফাদার ল্যাডিগনি ছাড়া। তিনি পোয়ারোকে নিয়ে অ্যান্টিক ঘরে গেলেন, আমিও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। এই ঘরের মহামূল্যবান জিনিসপত্রগুলো সম্বন্ধে আমি বেশ কিছু জেনে নিয়েছি ইতিমধ্যে এবং এজন্য আমি গর্বিত। ফাদার ল্যাডগনি যখন সোনার কাপটি তুলে পোয়ারোকে দেখালেন, তখন উনি বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, চোখমুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

'অপূর্ব। দুর্দান্ত কারুকার্য।'

'আজ এতে কোনও মোম দেওয়া হয়নি।' আমি বললাম।

'মোম?' পোয়ারো অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'মোম?' ফাদার ল্যাডিগনিও বিস্মিত।

আমি খুলে বলেছিলাম।

এরপর সরাসরি কথাবার্তার প্রসঙ্গ সেই মাঝরাতের অতিথির দিকে চলে গেল। তারা আমার উপস্থিতি ভুলে ফরাসী ভাষাতেই কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। তাদের সেখানে রেখে আমি লিভিংরুমে চলে এলাম।

সেখানে মিসেস মারকাডো তার স্বামীর মোজা সেলাই করছিলেন আর মিস জনসন বই পড়ছিলেন। অস্বাভাবিক লাগল, কেননা তিনি এইসময় কোনও কাজ নিয়েই থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে ফাদার ল্যাডিগনি আর পোয়ারো চলে এলেন। প্রথমজন একটি কাজ আছে বলে চলে গেলেন, পোয়ারো আমাদের সঙ্গে বসলেন।

তিনি জানতে চাইলেন, ফাদার ল্যাডিগনি কি কি কাজ করেছেন।

মিস জনসন বললেন যে শিলালিপিগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং খোদাই করা ইটগুলিও খুবই কম পাওয়া যায়। যাই হোক, ফাদার ল্যাডিগনি তার খনির কাজের অংশটুকু করেছেন, এখন তিনি আরবি ভাষায় কথা বলা শিখছেন।

কথা বলতে বলতে আমি লক্ষ্য করলাম পোয়ারো কিছুটা প্লাসটিসিন নিয়ে দলা পাকাচ্ছিলেন। 'আপনি প্রচুর প্লাসটিসিন ব্যবহার করেন, তাই না, মাদাম?'

'যথেষ্ট।'

'কোথায় থাকে ঐ প্লাসটিনিস?'

'এখানেই ঐ আলমারিতে।'

তিনি ঐ তাকটি দেখালেন, সেখানে প্লাসটিসিন ছাড়াও রয়েছে ডুরোফিক্স, ফটোগ্রাফিক পেস্ট, আরও অন্যান্য স্টেশনারি জিনিসপত্র।

পোয়ারো ঝুঁকে দেখলেন।

'আর এটা—এটা কি মাদাম?'

boiRboi.net

ডানদিকের কোণে হাত বাড়িয়ে তিনি একটা অদ্ভুত দেখতে জিনিস বার করে আনলেন। দেখা গেল সেটা একটা মুখোশ। মুখ-চোখ খুব দগদগে করে আঁকা ভারতীয় কালিতে। পুরো মুখোশটাতেই প্লাসটিসিনের প্রলেপ দেওয়া রয়েছে।

'কি অসাধারণ জিনিস!' উচ্ছসিত হয়ে উঠেছিলেন মিস জনসন। 'আগে এই জিনিসটি আমি কখনোই দেখিনি। এখানে এটা কি করে এল? এটা কি?'

'এখানে এটা কি করে এল এ বিষয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে, লুকোনোর জন্য জায়গাটি অত্যন্ত উপযুক্ত। এ বছরে এই আলমারিটা একবারও পরিষ্কার করা হয়নি, আর এটা কি—এর উত্তরও আমি মনে করি খুব একটা কঠিন নয়। এটা হলো সেই মুখ। মিসেস লিডনার যার কথা বললেন আধো অন্ধকারে এই ভুতুড়ে মুখটিই তাকে দেখানো হয়েছিল জানলা দিয়ে, ভয় দেখানোর জন্য।'

মিসেস মারকাডো আতঙ্কে শিউরে উঠলেন।

মিস জনসন ফ্যাকাশে মুখে বিড়বিড় করে বললেন, 'তাহলে ওটা নিছক কল্পনা ছিল না। অত্যন্ত কুৎসিত কৌশল। কিন্তু কে করেছিলেন এই জঘন্য কাজ?'

'হ্যাঁ।' মিসেস মারকাডো উত্তেজিত, 'কে, এই নিচ কাজ করতে পারলেন?'

পোয়ারো এই কথার উত্তর দেওয়ার কোনও প্রয়োজন মনে করলেন না। ভীষণ গম্ভীর হয়ে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন, ফিরলেন কার্ডবোর্ডের বাক্স হাতে করে, মুখোশটা তার ভেতরে রেখে দিলেন।

'পুলিশকে অবশ্যই এটা দেখানো উচিত।' তিনি বললেন।

'সাংঘাতিক।' নিচু গলায় বললেন মিস জনসন।

'সব কিছুই হয়ত এখানে লুকিয়ে রাখা আছে।' কাঁপতে-কাঁপতে বললেন মিসেস মারকাডো। 'হয়ত সেই অস্ত্রটাও আছে, রক্তমাখা অবস্থায়...উফ্....'

মিস জনসন তাকে শক্ত করে ধরলেন।

'শান্ত হোন। ডঃ লিডনার আসছেন। তার দুঃখ আর বাড়াবেন না।'

সত্যিই, তখনই গাড়িটা বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকল। ডঃ লিডনার গাড়ি থেকে নেমে সোজা এসে ঢুকলেন। ক্লান্তিতে আর দুঃখে তার মুখের বলিরেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বয়স যেন তার দ্বিগুণ হয়ে গেছে এই ক'দিনেই।

শান্ত গলায় তিনি বললেন 'আগামিকাল বেলা এগারোটার সময় অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে।'

মিস জনসনকে বললেন, 'কাল তুমি আসছ তো, অ্যান?'

'অবশ্যই, আমরা সবাই যাব।' এর বেশি আর কিছু বললেন না বটে, কিন্তু তার বেদনার্ত মুখ অনেক কিছুই প্রকাশ করে দিল।

ডঃ লিডনার বললেন, 'প্রিয় অ্যান, এত সহৃদয়তা তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও আমি পাবো না।' এই বলে তিনি মিস জনসনকে জড়িয়ে ধরলেন, দেখলাম

boiRboi.net

তার মুখ রক্তিমাভা হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে কোনওরকমে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

আমি কিন্তু তার অনুভূতি থেকে মুহূর্তের জন্য একটু আভাষ পেলাম। অ্যান জনসন এখন অত্যন্ত সুখী মহিলা। আরেকটি কথা আমার মনে খেলে গেল, কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত দেখা যাবে পুরনো বন্ধুর প্রতি সহানুভূতি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে।

অন্তেষ্টিক্রিয়ার আগেই এই ধরনের চিন্তা অবশ্যই অশোভন। তবে শেষ পর্যন্ত, এই ব্যাপারটাই সুখী সমাধান হতে পারে। ডঃ লিডনার তাকে খুবই পছন্দ করেন, আর মিস জনসন তো তার প্রেমে পাগল। তার হাতে জীবনটা সঁপে দিতে পারলে তিনি আর কিছুই চান না।

ডঃ লিডনার এরপর পোয়ারোকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন তার কাজ কিছু এগোল কি না।

মিস জনসন ডঃ লিডনারের পেছনে দাঁড়িয়ে কঠিন দৃষ্টিতে পোয়ারোর হাতে ধরা বাক্সটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছেন। বুঝলাম, তিনি পোয়ারোকে বলতে চাইছেন, লিডনারকে যেন কিছু বলা না হয়, একদিনের পক্ষে এই যথেষ্ট।

পোয়ারো তার ইচ্ছার মর্যাদা দিয়েছিলেন। তারপর দু'-একটি মামুলি কথাবার্তার পর তিনি বিদায় নিলেন। গাড়ি পর্যন্ত তাকে আমি এগিয়ে দিতে গেলাম।

অন্তত হাফ ডজন প্রশ্ন আমার মনে তোলপাড় খাচ্ছিল। কিন্তু উনি যখনই আমার দিকে তাকালেন, আমি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম তার নির্দেশের অপেক্ষায়।

কিছুটা অবাক করে দিয়েই তিনি বললেন, 'সাবধানে থাকবেন, দোহাই আপনার।'

তারপর বললেন, 'আপনার পক্ষে এখানে না থাকলেই ভাল।'

'আমি এই ব্যাপারে ডঃ লিডনারের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলব। তবে অন্তেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত থেকে যেতে চাই।' আমি বলেছিলাম।

তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

'তবে এর মধ্যে, বেশি খোঁজখবর নিতে যেও না, বুঝেছ, মানে বেশি চালাক হতে চেও না।' তারপর তিনি হঠাৎই অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'খুব ভাল মানুষ, ঐ ফাদার ল্যাডিগনি।'

'একজন ফাদারের পক্ষে প্রত্নতত্ত্ববিদ হওয়াটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে।' আমি বললাম।

'ও, আপনি একজন প্রোটেস্টান্ট। আমি কিন্তু একজন সৎ ক্যাথলিক। এই সব পুরোহিত, মঠবাসী ভিক্ষু, এদের ব্যাপারে আমি কিছু কিছু জানি।'

ভ্রূ কোঁচকালেন, কিছু যেন বলতে চাইছেন। তারপর বললেন, 'মনে রেখো উনি অসম্ভব চতুর। দিনকে রাত করে দেওয়া ওঁনার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়।'

boiRboi.net

উনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, যদিও তার কোনও দরকার ছিল বলে আমি মনে করি না।

তিনি গাড়িতে উঠে চলে গেলেন, আমি আস্তে আস্তে আমার ঘরের দিকে চলেছি, মাথায় যত রাজ্যের চিন্তা ভিড় করে আসছে।

মিঃ মারকোডোর হাতে হাইপোডারমিক চিহ্ন, ভয়ঙ্কর দেখতে ঐ হলুদ রঙের মুখোশটা। আশ্চর্যজনকভাবে পোয়ারো আর মিস জনসন সেদিন সকালে লিভিংরুমে আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন না অথচ মধ্যাহ্নভোজের সময় আমরা সবাই পোয়ারোর আর্তনাদ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম—যদিও ফাদার ল্যাভিগনি এবং মিসেস লিডনারের ঘর দুটি লিভিংরুম আর ডাইনিংরুম থেকে একই দূরত্বে অবস্থিত।

তেইশ ।। ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা

আমার মনে হয়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজকর্ম অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে যায় ভীষণভাবে। হ্যাসানিয়েতে যত ইংরেজ আছেন তারা সবাই এসেছিলেন। এমনকি শীলা রিলিও এসেছিলেন কোট আর স্কার্ট পরে, শান্তভাবে বসেছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি তার সম্বন্ধে যে বিরূপ কথাবার্তা বলেছিলেন তার জন্য বেশ অনুতপ্ত।

কাজ শেষ হয়ে যাবার পর বাড়ি ফিরে গিয়ে আমি ডঃ লিডনারের কাছে বিদায় চাইলাম। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় মানুষ, ধন্যবাদ জানালেন, আমার কাজের জন্য এবং এক সপ্তাহের বেশি বেতন নেবার জন্য পীড়াপিড়ি করছিলেন। আমার মতে উপার্জন করার মতো কোনও কাজই আমি করিনি, তাই প্রতিবাদ করে বললাম, 'সত্যিই বলছি ডঃ লিডনার, আমি কোনও বেতন চাই না, আপনি শুধু গাড়িভাড়া দিয়ে দিন, আর কিছু চাই না।'

কিন্তু তা তিনি শোনেননি।

'দেখুন,' আমি বলেছিলাম, 'কোনও বেতন আমার প্রাপ্য হয় না। মানে—আমি ব্যর্থ হয়েছি, তাকে বাঁচাতে পারিনি আমি।'

'এই সব কথা একদম মনে আনবেন না, নার্স।' আন্তরিকভাবেই তিনি বললেন, 'যাই হোক না কেন, আমি আপনাকে মহিলা গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করিনি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমার স্ত্রী বিপদগ্রস্ত। আমি ভেবেছিলাম তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপনি আপনার পক্ষে যতটুকু করার করেছেন, অন্যরাও এর বেশি কিছু করতে পারতেন না। তিনি আপনাকে পছন্দ করেছিলেন, বিশ্বাসও করেছিলেন। আপনার সাহচর্যে তার জীবনের শেষ কটা দিন আগের তুলনায় অনেক বেশি আনন্দে কেটেছে। এর জন্য আপনি নিজেকে কোনওভাবেই দোষারোপ করবেন না।'

'ডঃ লিডনার—' বলেই ফেললাম। 'ঐ বেনামি চিঠিগুলির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন কি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'জানি না, কার কথা, কি কথা বিশ্বাস করব। মিঃ পোয়ারো কি কোনও সমাধানে পৌঁছতে পেরেছেন?'

'না, তবে, বেনামি চিঠিপত্র সাধারণত মহিলারাই লিখে থাকেন।'

'হয়ত তাই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তবে মনে হয়, ঐ চিঠিগুলি নকল নয়। খুব সম্ভবত ফ্রেডরিক বস্‌নার ঐ চিঠিগুলি লিখেছেন।'

'আমি এই ব্যাখ্যাটি, কেন জানি না, ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।'

'আমি পারি। এখানকার কোনও কর্মী এই কাজ করেছেন মনে করলে তা নির্বুদ্ধিতা হবে। মিঃ পোয়ারো বলেছেন বটে, তবে আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা অনেক বেশি সহজ, সরল। খুনিটা এক ধরনের উন্মাদ। সে এখানেই ঘুরঘুর করে বেড়াত সম্ভবত কোনও ছদ্মবেশেই। যেভাবেই হোক না কেন সেই সর্বনাশা দুপুরে সে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। চাকররা হয়ত মিথ্যে বলছে—তারা ঘুষ খেতে পারে।'

'তা হতে পারে।' সন্দিগ্ধভাবে আমি বলেছিলাম।

ডঃ লিডনার বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'কেন জানি না, মিঃ পোয়ারো কর্মচারিদের সন্দেহ করেছেন। আমি কিন্তু খুব ভাল করেই জানি, তারা সবাই নির্দোষ। তাদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। ভাল করেই চিনি তাদের।'

তারপর হঠাৎই বললেন, 'আপনি কি অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা বললেন যে, মহিলারাই সাধারণত বেনামি চিঠি লিখে থাকেন?'

'ঠিক তা নয়। তবে বিদ্বেষপরায়ণ মহিলারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে এক ধরনের তৃপ্তি পান।'

'আপনি বোধহয় মিসেস মারকাডোর কথা বলছেন?' তারপর আবার মাথা নেড়ে বললেন, 'লুইসকে তিনি প্রচণ্ড হিংসে করতেন, তার ক্ষতিও চাইতেন প্রাণপণে। তবে খুন-টুন করার ক্ষমতা তার নেই।'

অ্যাটাচি কেসের চিঠিগুলির কথা মনে পড়ে গেল।

যদি কখনো মিসেস লিডনার তালা না দিয়ে রেখে থাকেন, তবে মিসেস মারকাডো সহজেই ঐ চিঠিগুলি পড়ে ফেলতে পারেন। পুরুষেরা কখনোই এই খুঁটিনাটি সম্ভাবনাগুলোর কথা ভাবে না!

'তিনি ছাড়া রয়েছেন একমাত্র মিস জনসন।' তাকে লক্ষ্য করতে করতে আমি বললাম।

'তার কথা ভাবা অত্যন্ত হাস্যকর।'

এই নিয়ে আমি আর কিছু বললাম না। কেননা আমি নিজের চোখে দেখেছি, মিস জনসন কতটা অনুতপ্ত। তাছাড়া কি দরকার, ভালমানুষ ডঃ লিডনারের মাথায় নতুন চিন্তা ঢুকিয়ে।'

ঠিক হলো, পরের দিনই আমি চলে যাবো। ডঃ লিডনার যথেষ্ট দয়াপরবশ হয়ে আমাকে তার স্ত্রীর একটি স্মৃতিচিহ্ন রেখে দিতে বললেন।

boiRboi.net

'না, না, ডঃ লিডনার, তার দরকার নেই। আমি নিতে পারব না।'

তিনি শোনার পত্র নন।

'আমি মন থেকে চাইছি, আপনাকে কিছু দিতে। আমি নিশ্চিত যে, লুইসের আত্মাও এতে তৃপ্তি পাবে।'

তারপর তিনি আমাকে তার কচ্ছপের খোলার টয়লেট সেটটি দিতে চেয়েছিলেন।

'না, ডঃ লিডনার। অত্যন্ত দামী.জিনিস ঐ সেটটি। সত্যিই নিতে পারব না।'

'আপনি জানেন তো, তার কোনও বোন ছিল না—এমন কেউই তার নেই যাকে ঐ জিনিসগুলি দেওয়া যায়।'

বেশ বুঝতে পারলাম তিনি চান না ঐ সব জিনিস মিসেস মারকাডোর লোভী হাতে পড়ুক। এ কথাও ভাবতে পারি না যে, মিস জনসনকে নিতে অনুরোধ করবেন।

বললেন, 'দয়া করে একটু ভাবুন। এই তার গয়নার বাক্সের চাবি। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনি তার সব পোশাক নিয়ে যান, রিলি নিশ্চয় হ্যাসানিয়ের গরীব খ্রিস্টান পরিবারে সেগুলি বিলি করার ব্যবস্থা করবেন।'

আমি আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম।

আমি গোছগাছ শুরু করে দিয়েছিলাম।

মিসেস লিডনারের ওয়ারড্রোবটি খুবই সাধারণ। দুটো সুটকেসের মধ্যেই তার পোশাক-আশাক ভরে গেল। তার সমস্ত কাগজপত্র একটি অ্যাটাচিকেসের মধ্যেই ছিল। গয়নার বাক্সের মধ্যে ছিল কয়েকটি ছোটখাটো গয়না—একটি মুক্তোর আংটি, একটি হীরের ব্রোচ, মুক্তোর ছোট মালা, এছাড়া দু'-একটি সোনার ব্রোচ, আর একটি বড় অ্যাম্বারের মালা।

স্বাভাবিকভাবেই, আমি মুক্তো বা হীরের গয়না নিতে চাইনি। কিন্তু অ্যাম্বারের মালাটি না টয়লেট সেট কোনটি নেব, ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত টয়লেট সেটটিই নিলাম।

সব কিছুই গোছানো হয়ে গেল। গয়নার বাক্সে তালা লাগিয়ে দিলাম আবার, আলাদা করে রেখে দিলাম ডঃ লিডনারকে দেবার জন্য, সেই সঙ্গে তার বাবার ছবি এবং টুকিটাকি কিছু জিনিসও।

সব কাজ সারা হয়ে যাবার পর খালি ঘরটা দেখে মনটা কেমন যেন করে উঠল। তার অবর্তমানে ঘরটাও যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। কাজ শেষ হয়ে গেছে, তবু ঘরটা ছেড়ে চলে যেতে মন চাইছে না। মনে হচ্ছে যেন, কিছু কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নই, কিন্তু তবু মাথা থেকে এই চিন্তাটা দূর করে দিতে পারিনি হয়ত মিসেস লিডনারের আত্মা এই ঘরের মধ্যে আছে, আমাকে কাছছাড়া করতে চাইছেন না।

মনে পড়ে গেল, হাসপাতালে আমরা কয়েকজন একবার প্ল্যানচেটে বসেছিলাম, সত্যিই তাতে উল্লেখযোগ্য কিছু কথা লিখিত হয়েছিল।

হাতে এখন কোনও কাজ নেই বলেই হয়ত এই সব উদ্ভট চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

এক ধরনের অস্বস্তির সঙ্গে সারা ঘরময় এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এটা ধরছি, সেটা রাখছি, যদিও ঘরে তখন ফার্নিচার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। টেবিলের ড্রয়ারেও কিছু ছিল না। কি করব না করব বুঝে উঠতে পারছি না। শেষমেষ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছিলাম। আমি তার বিছানায় শুয়ে পড়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলাম। ইচ্ছে করেই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম আমি কে এবং কি। সেই সর্বনাশা দুপুরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। আমিই মিসেস লিডনারের বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছি। নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে।

দিব্যি স্বাভাবিকভাবেই শুয়ে ছিলাম, কিছুই মনে হচ্ছিল না, কিন্তু মিনিট পাঁচেক এইভাবেই শুয়ে থাকার পর বেশ গা-ছমছম করছিল।

আমি কোনওভাবেই এই অনুভূতিকে বাধা দেবার চেষ্টা করিনি, বরং আরও বেশি করেই চাইছিলাম মন থেকে।

মনে মনে বলছিলাম, 'আমিই মিসেস লিডনার, আমিই মিসেস লিডনার—এখানে শুয়ে আছি—তন্দ্রাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই—খুব শিগ্‌গিরিই—দরজা খুলে যাবে। বলেই চলেছিলাম—ঐ কথাগুলি বলে যেন নিজেই নিজেকে সম্মোহিত করছি।

*এখন প্রায় দেড়টা বাজে...এই সেই সময়...দরজাটা খুলে যেতে চলেছে...খুলে যেতে চলেছে...*দেখা যাক কে ঢোকে ঐ দরজা দিয়ে।

স্থির দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে আছি। একটু পরেই দরজাটা খুলে যাবে। আমি দেখব সেই খুলে যাওয়া। তখনই দেখব কে দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে।

সেদিন দুপুরে আমি খুব বেশিরকম উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আমিই বুঝি রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারব।

এক ধরনের ঠাণ্ডাপ্রবাহ আমার শিরদাঁড়ায় বয়ে চলেছে। পা দুটি বিছানার সঙ্গে কে যেন পেরেক দিয়ে আটকে রেখে দিয়েছে।

কাটা রেকর্ডের মতো একই কথা বলে চলেছি: এইবার দরজাটা খুলে যাবে—দরজাটা খুলে যাবে...

ঠাণ্ডা, অবশ করা অনুভূতিটা ক্রমশ বাড়তেই থাকছে।

তারপরই দেখলাম—কি আশ্চর্য! ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে যাচ্ছে।

উফ্, কি সাংঘাতিক।

সম্পূর্ণ অবশ হয়ে গেছি—হাজার চেষ্টা করেও শরীরের কোনও অঙ্গ নাড়াতে পারছি না। প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়েছিলাম। আতঙ্কে স্থবির অন্ধ হয়ে গেছি। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল।

নিঃশব্দে। এইবার দেখতে পাবো... ধীরে, খুব ধীরে খুলছে...খুলছে...

বেড়ালের মতো চুপিসাড়ে বিল কোলম্যান ঘরে ঢুকলেন।

boiRboi.net

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে পড়েছিলাম বিছানা থেকে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছিলাম ঘরময়।

পাথরের মতো তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তার ভোঁতা গোলাপি রঙের মুখটা আরও গোলাপি দেখাচ্ছিল। বিস্ময়ে তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'কে, কে, কি হয়েছে নার্স?' তিনি বলে উঠলেন।

একটা জোর ধাক্কা খেয়ে আমি যেন বাস্তবজগতে ফিরে এলাম।

'ও, মিঃ কোলম্যান। কি ভয়ানক চমকে দিয়েছিলেন।'

'দুঃখিত।' দেঁতো হাসি হেসে তিনি বললেন। দেখলাম, তার হাতে একগুচ্ছ লাল রঙের ফুল, খুব সুন্দর ছোট-ছোট, নদীর ধারে প্রচুর ফোটে।

তিনি লজ্জিত হয়ে বললেন, 'মনে হলো ওঁর ঘরে একটু ফুল রেখে আসি, তিনি ঐ টেবিলে সবসময় কিছু ফুল রাখতেন। জানি, একটু গাধামি করে ফেলেছি—মানে—ঐ আর কি।'

'কেন, আপনি খুব ভাল কাজই করেছেন।'

আমি ঐ ছোট ফুলদানিটা নিয়ে তাতে কিছুটা জল ভরে ফুলগুলি রেখে দিলাম।

সত্যিই এই কাজের জন্য মিঃ কোলম্যানকে আমার ভাল লাগল। বোঝা গেল, তার হৃদয় আছে এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন।

আমি কেন ওঁর খাটে শুয়েছিলাম, উনি কিছু জিজ্ঞাসা করেননি, ভাগ্যিস করেননি। আমি সদুত্তর দিতে পারতাম না।

'এরপর ভবিষ্যতে আর কখনো যেন কমনসেন্স না হারাই।' নিজেকে বললাম। জামাকাপড় ঠিক করে নিলাম। এরপর নিজের জামাকাপড়, জিনিসপত্র গোছানোর কাজ শুরু করলাম। সারাদিন এইসব নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলাম।

আমি চলে যাচ্ছি বলে ফাদার ল্যাভিগনি দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি বললেন আমার আনন্দময় উপস্থিতি এবং কমনসেন্স সবাইকেই খুব সাহায্য করেছিল। কমনসেন্স? আমি খুশি হলাম যে তিনি জানেন না, মিসেস লিডনারের ঘরে কি নির্বোধের মতো আচরণই না আমি করেছি।

'আজ মিঃ পোয়ারোকে তো দেখলাম না।' তিনি বললেন। তাকে বলেছিলাম যে আজ সারাদিন তিনি টেলিগ্রাম করার জন্য ব্যস্ত থাকবেন।

ফাদার ল্যাভিগনি ভ্রূ কোঁচকালেন। 'টেলিগ্রাম? আমেরিকায়?'

'তাই হয়ত।'

তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন সেই ট্যারা লোকটির কোনও খবর আছে কিনা।

'না, আমি তাকে আর কখনো কোথাও দেখিনি।'

ফাদার ল্যাভিগনি আবার আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কখন আমি আর মিসেস লিডনার তাকে জানলা দিয়ে উঁকি মারতে দেখেছিলাম।

'এটা পরিষ্কার যে, সেই লোকটির মিসেস লিডনারের ব্যাপারে খুব বেশিরকম

boiRboi.net

আগ্রহ ছিল।' চিন্তিতভাবে তিনি বললেন, 'আমার মনে হয়, লোকটি হয়ত কোনও ইউরোপিয়ান, যাকে দেখতে ইরাকিদের মতো।'

এই ধারণাটি আমার কাছে নতুন এবং ভালভাবে আমি ভেবে দেখলাম। প্রথমটা তাকে দেশি লোক বলেই মনে হয়েছিল। এখন খুঁটিয়ে ভেবে মনে হচ্ছে, তার কোটের কাটিং আর গায়ের রংটা ইউরোপিয়ান ধাঁচেরই বটে।

ফাদার ল্যাডিগনি বললেন, তার ইচ্ছে একবার সেই জায়গাটা ঘুরে দেখার যেখানে মিসেস লিডনার আর আমি লোকটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

তারপর দু'-একটি ছোটখাটো হাতের কাজ সেরে আমি ছাদে গেলাম।

মিস জনসন ছাদে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু আমার সাড়া পাননি। কাছে গিয়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার খুব অস্বাভাবিক লেগেছিল।

ছাদের মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, সোজা সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন, ভীষণ অবাক হয়ে। যেন এমন কিছু দেখছেন যা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

এর আগের একদিন তাকে খুব হতাশ দেখেছিলাম, কিন্তু আজকের ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?'

তিনি আমার দিকে ঘুরে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন, কিন্তু সে দৃষ্টিতে কোনও ভাষা নেই। 'কি হয়েছে?' আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

মুখ-চোখ তার কেমন বিকৃত হয়ে গেছে—যেন কিছু বলার চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছেন না। কোনওরকমে ফ্যাসফেসে গলায় তিনি বললেন, 'এক্ষুনি আমি কিছু দেখলাম।'

'কি দেখলেন আপনি? বলুন আমাকে। যাই হোক না কেন?' তিনি চেষ্টা করেছিলেন একবার নিজেকে সামলে নেবার। কিন্তু তখনও তিনি প্রচণ্ড আতঙ্কিত।

সেই একইরকম অস্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, 'দেখলাম, বাইরে থেকে কেউ কিভাবে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে, অথচ ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাবে না।'

তিনি যেদিকে তাকিয়েছিলেন, আমি সেই দিকেই তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি। মিঃ রেইটার ফটোগ্রাফিক ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন আর ফাদার ল্যাডিগনি সবেমাত্র উঠোনটা পেরোলেন। এছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

আমি বিভ্রান্ত হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালাম। স্থির দৃষ্টিতে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভয়ানক অবাক করা সেই দৃষ্টি।

'সত্যিই?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি তো কিছুই দেখলাম না। কি দেখলেন, আমাকে বলবেন?'

কিন্তু তিনি মাথা নেড়ে না জানালেন। 'এখন নয়। পরে।'

'একমাত্র যদি আমাকে বলেন—'

কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। 'আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে। সবার আগে।'

আমাকে ফেলে ত্রস্তপায়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলেন। আমি তাকে

boiRboi.net

অনুসরণ করিনি কেননা তিনি তা চাননি। আমি প্যারাপেটে বসে ধাঁধাটি সমাধানের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কোথাও পৌঁছতে পারিনি। সদর দরজা দিয়ে উঠোন পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার এই একটি মাত্রই তো রাস্তা। সদর দরজার ঠিক বাইরে দেখলাম ভিস্তিওয়ালা আর তার ঘোড়া, ভারতীয় রাঁধুনি তার সঙ্গে কথা বলছে।

কিছুই পরিষ্কার হলো না, একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে নিচে নেমে এলাম।

চব্বিশ ॥ খুন এক ধরনের অভ্যাস

সেই রাত্রে আমরা সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। মিস জনসন রাতে খাবারের সময় মোটামুটি স্বাভাবিকই ছিলেন। তবে তাকে একটু হতবুদ্ধি গোছের মনে হচ্ছিল, আর দু'-একবার তাকে উদ্দেশ্য করে বলা কথা ঠিক মতো শুনতে পাননি।

সেই রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা সুখকর ছিল না। একটা গা-ছমছমে অনুভূতি এখানে ছিলই অনেকদিন ধরে, সেদিন রাতে সেই ব্যাপারটা যেন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। আতঙ্ক সেদিন সবাইকে গ্রাস করে ফেলেছিল। যদি কারুর হাত থেকেও কিছু পড়ে যেত, তবে আমি নিশ্চিত কেউ না কেউ চিৎকার করে উঠতেন।

আগেই বলেছি, সে রাতে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে এইটুকুই শুনতে পেয়েছিলাম যে, মিসেস মারকাডো মিস জনসনকে শুভরাত্রি জানাচ্ছেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—বেশ খাটুনি গিয়েছে সারা দিন—বেশ কয়েক ঘণ্টা নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছিলাম।

হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল, মনে হলো ভয়ঙ্কর বিপদ যেন ওৎ পেতে রয়েছে, এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বে, প্রতিরোধের কোনও সুযোগ না দিয়েই।

কোনও আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিছানায় উঠে বসে আবার সেই শব্দ পেলাম। এক ধরনের ভয়ঙ্কর চাপা আর্তনাদের মতো আওয়াজ।

মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিয়েছিলাম, পাছে নিভে যায় এই ভয়ে টর্চটাও জ্বেলে নিয়েছিলাম। দরজা খুলে বাইরে এলাম, আওয়াজটা আসছেই, কাছ থেকেই আসছে। আবার হ্যাঁ, ঠিক আমার পাশের ঘর থেকেই মিস জনসনের ঘর।

তাড়াতাড়ি গেলাম। মিস জনসন বিছানায় শুয়ে আছেন, সারা শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছে। মোমবাতিটা বসিয়ে ঝুঁকে দেখলাম তাকে, তার ঠোঁট নড়ছে, কিছু বলার চেষ্টা করছেন—কিন্তু চাপা গোঙানি ছাড়া কিছুই বেরোচ্ছে না। লক্ষ্য করলাম, তার মুখের একটি কোণ এবং গালের কিছু অংশ পুড়ে গিয়ে সাদাটে হয়ে গেছে।

তার চোখদুটি আমার মুখ থেকে সরে গিয়ে মেঝের ওপর পড়ে থাকা একটা গ্লাসের ওপর গিয়ে পড়ল। তার হাত থেকেই গ্লাসটা পড়ে গিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে আঙুল চালিয়ে দেখলাম। হাতটা বার করে দেখে ভয়ানক চমকে উঠলাম। তারপর অভাগী ভদ্রমহিলার মুখটাও পরীক্ষা করে দেখলাম।

boiRboi.net

আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইল না। যেভাবেই হোক না কেন, ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক আর না হোক কেন, তিনি বেশ খানিকটা করোসিড অ্যাসিড খেয়ে ফেলেছেন। আমার সন্দেহ অক্সালিক অথবা হাইড্রোক্লোরিক।

দৌড়ে গিয়ে ডঃ লিডনারকে ডাকলাম, তিনি ডাকলেন অন্যদের। তিনি তার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলাম, ব্যাপারটা ভালর দিকে যাচ্ছে না। খুব ঘন করে সোডা কার্বনেট দিয়ে চেষ্টা করে দেখলাম, এরপরই দিলাম অলিভ তেল। যন্ত্রণা কমাবার জন্য মরফিন সালফেটের হাইপোডারমিক দিয়েছিলাম।

ডেভিড এম্মট্ হ্যাসানিয়েতে গিয়েছিলেন ডঃ রিলিকে ডাকতে, কিন্তু তিনি আসার আগেই সব শেষ হয়ে গেল।

আমি খুব বিস্তারিতভাবে বলছি না। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পান করার ফলেই বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটেছে, সে সব বিষক্রিয়ায় প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয়, তার মধ্যে এটি একটি।

যখন ঝুঁকে পড়ে তাকে মরফিয়া দিচ্ছিলাম তখন মরিয়া হয়ে কিছু বলার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। শুধুমাত্র ঘড়ঘড়ে জড়ানো অর্থহীন কিছু ফিসফিসানি. 'জানলা...নার্স...জানলা...।'

ব্যস, এইটুকুই—আর কিছু বলতে পারলেন না। মারা গেলেন।

সেই রাত আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। ডঃ রিলি এসেছিলেন, ক্যাপ্টেন মেট্ল্যাণ্ড এসেছিলেন। আর ভোরবেলায় এসেছিলেন এরকুল পোয়ারো।

তিনি আমাকে নম্রভাবে ধরে খাবার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে আমাকে বসিয়ে এক কাপ বেশ ভাল কড়া চা দিলেন। আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম।

'কি ভয়ঙ্কর।' কাঁদতে কাঁদতে আমি বলছিলাম। 'দুঃস্বপ্নও বুঝি এমন মর্মান্তিক হয় না। প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়েছেন। আর তার চোখ—ওঃ মিঃ পোয়ারো—তাঁর চোখ...।'

তিনি আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি তো যথাসাধ্য করেছ।'

'খুব ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খেয়েছেন উনি।'

'কোনও পাত্রে কি ঐ বিষ রাখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, মিস জনসন সম্ভবত ভালভাবে জেগে ওঠার আগেই ঐ বিষ পান করেছিলেন, যদি না তিনি ইচ্ছে করেই নিয়ে থাকেন।'

'এও সম্ভব হতে পারে। আপনার কি মনে হয়?'

মাথা নাড়িয়ে আমি বলেছিলাম, 'আমি বিশ্বাস করি না। এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না।' একটু দ্বিধা করে আমি বললাম। তিনি গতকাল সন্ধ্যায় কিছু জানতে পেরেছিলেন যা অন্যরা জানেন না।

'কি বললেন আপনি? কি জানতে পেরেছিলেন?'

boiboi.net

গতকাল আমাদের মধ্যে যে অদ্ভুত কথাবার্তা হয়েছিল, তা তাকে বললাম।

পোয়ারো বললেন, 'তিনি ভেবে দেখতে চেয়েছিলেন। হায়, ঐ খানেই তার মৃত্যু পরোয়ানায় সই হয়ে গিয়েছিল। যদি মুখ ফুটে বলতেন—'

'তিনি ঠিক কি বললেন আর একবার বলুন তো।'

আমি আবার বললাম।

'দেখলাম, বাইরে থেকে কেউ কিভাবে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে, অথচ ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাবে না।'

'আসুন, ছাদে যাওয়া যাক। তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাকে দেখিয়ে দিন।'

আমরা ছাদে গিয়ে মিস জনসন ঠিক যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তাকে দেখিয়ে দিলাম।

'এইভাবে?' পোয়ারো বললেন, 'আচ্ছা, এখান থেকে কি দেখছি? দেখছি উঠোনের অর্ধেকটা—আর সদর দরজা—ড্রয়িং অফিসের দরজা, ফটোগ্রাফিক ঘর আর ল্যাবরেটরি। উঠোনে কি কেউ ছিলেন?'

'ফাদার ল্যাভিগনি সবে উঠোনটা পেরিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিলেন আর মিঃ রেইটার ফটোগ্রাফিক রুমের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন।'

'এখনও আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে একজন বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে পারে অথচ আপনারা কেউ বুঝতে পারবেন না...কিন্তু তিনি দেখেছিলেন...' শেষ পর্যন্ত তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

সবে সূর্য উঠছে। পুব আকাশ জুড়ে রঙের সমারোহ।

'অপূর্ব সূর্যোদয়।' পোয়ারো বললেন।

আমাদের বাঁ দিক দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। নতুন সূর্যের লালচে আভায় তেল ইয়ারিমঝা রঙিন দক্ষিণ দিকে পুরুষ্ট ফলবতী গাছপালা আর চাষের ক্ষেত। উত্তরে হ্যাসানিয়ে থেকে মিষ্টি সুবাস বয়ে আসছে।

দারুণ সুন্দর পরিবেশ।

তখনই আমার পাশে পোয়ারো গভীর শ্বাস ফেললেন।

'কি বোকামিই না করেছি।' তিনি বললেন, 'সত্য যখন এত পরিষ্কার—এত পরিষ্কার।'

পঁচিশ ।। খুন না আত্মহত্যা

পোয়ারো কি বলতে চাইছেন, জিজ্ঞাসা করার সময় পাইনি। কেননা ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড আমাদের ডেকে নিচে আসতে বললেন। আমরা তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলাম।

'মিঃ পোয়ারো, আরো একটা রহস্য। ফাদারকে পাওয়া যাচ্ছে না।' ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ট বললেন।

'তাই নাকি?'

boiRboi.net

'হ্যাঁ, এতক্ষণ কেউ ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। গোটা ব্যাপারটাই বিশ্রি দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথমে মিস জনসনের মৃত্যু তারপর ফাদার ল্যাভিগনির অন্তর্ধান!

ভৃত্যদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, কিন্তু তারা এই রহস্যে কোনও আলোকপাত করতে পারল না। তাঁকে কাল রাত আটটা নাগাদ শেষ দেখা গিয়েছিল। বললেন একটু বেড়াতে যাচ্ছেন।

তারপর কেউ তাকে ফিরে আসতে দেখেনি। রোজকার মতো সদর দরজা রাত ন'টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সকালের আগে আর খোলা হয়নি।

ডঃ রিলি এলেন, সঙ্গে এলেন মিঃ মারকাডো।

'ডঃ রিলি, কিছু জানা গেল?'

'হ্যাঁ। এখানকার ল্যাবরেটরি থেকেই জিনিসটা এসেছে। এখনি মিঃ মারকাডোর সঙ্গে অনুসন্ধান করে এলাম।'

'ল্যাবরেটরি? তালা দেওয়া ছিল না?'

মিঃ মারকাডো মাথা নাড়লেন। তার হাত কাঁপছে, মুখ ফ্যাকাশে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

'কখনোই তালা লাগানো থাকত না, এটাই এখানকার নিয়ম।' তিনি তোতলাচ্ছেন। 'দেখুন, সবসময়ই যাতায়াত করতে হয় তো—আমি—কেউই স্বপ্নেও ভাবিনি—'

'রাতে কি তালা দেওয়া থাকত?'

'হ্যাঁ, সব ঘরই তালা লাগানো থাকে। লিভিংরুমে চাবি ঝোলানো থাকে।'

সুতরাং চাবি হাতে পেলে যে কেউই প্রচুর পরিমাণে বিষ সংগ্রহ করতে পারে।'

'হ্যাঁ।'

'তালাও নিশ্চয়ই খুব সাধারণ।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'বোঝা যাচ্ছে না, তিনি নিজেই বিষ নিয়েছিলেন কি না?'

'তিনি নেননি!' জোরের সঙ্গে আমি বলেছিলাম।

পোয়ারো আমার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন, আমাকে একটি টোকা মেরে সাবধান করে দিলেন।

তখন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছিল। ঠিক ভয়ঙ্কর নয়, তবে এমন বেখাপ্পা, বেমানান যে ঐ রকমই মনে হয়েছিল।

একটা গাড়ি উঠোনে এসে ঢুকল। একজন ছোটখাটো মানুষ লাফিয়ে নামলেন। রোদটুপি মাথায়, কমম্বলের মোটা কোট পরে আছেন।

তিনি সোজা ডঃ লিডনারের কাছে এসে উষ্ণভাবে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব আনন্দ পেলাম। শনিবার বিকেলে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। খনিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হায়, সেখানে একজনও ইউরোপীয় নেই। আমি আরবি জানি না। তো সেদিন এখানে আসার সময়

boiRboi.net

ছিল না। আজ ঘণ্টা দুয়েক আগে বেরিয়েছি, হাতে কিছুটা সময় আছে। চলে এলাম, তারপর—মরশুম কেমন কাটছে?'

এই হৈ হৈ করে কথা বলা, স্বাভাবিক আচরণ, প্রতিদিনকার জীবনের মাধুর্য আমরা কোথায় ফেলে এসেছি। তিনি এখানকার ব্যাপার-স্যাপার কিছুই জানেন না, কিছুই শোনেননি, সদাহাস্যময় একজন অমায়িক পুরুষ।

ডঃ লিডনার তার দিকে কেমন ভাষাহীন চোখে তাকিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ওঁনার কাছে এমনটাই স্বাভাবিক।

ডাক্তারবাবু সেই ছোটখাটো মানুষটিকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে এসে বললেন এখানে কি ঘটে গেছে। পরে জেনেছিলাম তিনি একজন ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ। নাম ভেরিয়ার।

ডেরিয়ার চমকে উঠেছিলেন। কিছুদিন হলো তিনি শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাস করেন, এসব কিছুই শোনেননি।

আন্তরিকভাবেই শোক প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন, তারপর ডঃ লিডনারের কাছে গিয়ে উষ্ণভাবে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

'কি দুঃখের কথা। ভগবান! কি বলে আর আপনাকে সান্ত্বনা দেব।'

অদ্ভুতভাবে মাথা-টাথা নাড়িয়ে তিনি তার অনুভূতিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন। ছোট খাটো মানুষটি এরপর গাড়ি চেপে চলে গিয়েছিলেন।

ডঃ রিলি আদেশের সুরে বললেন, 'এর পরের কাজ হলো প্রাতরাশ গ্রহণ করা। আসুন, লিডনার আপনার অবশ্যই কিছু খাওয়া দরকার।'

বেচারি ডঃ লিডনার একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে খাওয়ার ঘরে এসেছিলেন, সেখানে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। ডিমভাজা আর গরম কফি খুব উপকারে লেগেছিল। যদিও সত্যিই কেউ কিছু খেতে চায়নি। ডঃ লিডনারকে অত্যন্ত হতাশ আর বিভ্রান্ত লাগছিল।

প্রাতরাশের পর ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন।

আমি বলেছিলাম কিভাবে এক ধরনের অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আর মিস জনসনের ঘরে গিয়েছিলাম।

'সেখানে মেঝেতে গেলাস পড়ে থাকতে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, খাবার পর নিশ্চয় গেলাসটা হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

'ভেঙে গিয়েছিল?'

'না, গেলাসটা কম্বলের ওপরে পড়েছিল। আমি সেটা তুলে টেবিলের ওপর রেখেছিলাম।'

'শুধুমাত্র দু'জনের আঙুলের ছাপ গেলাসে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একজন নিশ্চয়ই মিস জনসন। আরেকজনেরটা নিশ্চয়ই আপনার।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'প্লিজ, বলুন।'

BoiRBoi.net

আমি কিভাবে তার শুশ্রূষা করার চেষ্টা করেছি, তা বললাম। ভয়ে ভয়ে ডঃ রিলির দিকে তাকাচ্ছি, কে জানে ঠিক করেছি না। তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

'তিনি ঠিক কি অ্যাসিড খেয়েছিলেন, বলতে পারেন?'

'করোসিভ অ্যাসিড।'

ক্যাপ্টেন মেট্ল্যান্ড গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস জনসন ইচ্ছাকৃতভাবেই অ্যাসিড খেয়েছিলেন, এই তো আপনার মত?'

'একেবারেই না। কখনোই আমি এ কথা ভাবিনি।'

জানি না, কেন আমি এত নিশ্চিত করে বলতে পারছি। এর একটা কারণ হয়তো মিঃ পোয়ারোর ইঙ্গিত। তার 'খুন এক ধরনের অভ্যেস' কথাটা আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাছাড়া, এত সাংঘাতিক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু কেউ চাইবে, একথা বিশ্বাস করা যায় না।

'আমি মানছি, কেউ তা চাইবে না। তবে কেউ যদি অসম্ভব মানসিক হতাশাগ্রস্ত থাকেন এবং অ্যাসিড যদি তার কাছে সহজলভ্য হয়, তবে তিনি তা খেতেও পারেন।' বললেন ক্যাপ্টেন মেট্ল্যান্ড।

'তিনি কি খুবই হতাশ ছিলেন?' আমি সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করেছিলাম।

'মিসেস মারকাডো সেইরকমই বলছেন। তার মতে, গতকাল রাতের খাবারের সময় মিস্ জনসন মোটেই স্বাভাবিক ছিলেন না—খুব কম কথাতেই উত্তর দিয়েছেন। মিসেস মারকাডো স্থির নিশ্চিত যে, উনি কোনও ব্যাপারে প্রচণ্ড চাপে ছিলেন।'

'আমি এর বিন্দুবিসর্গও বিশ্বাস করি না।' তীক্ষ্ণভাবে বলে উঠেছিলাম।

সত্যিই মিসেস মারকাডোর নোংরামিতে কোনও জুড়ি নেই।

'তাহলে, আপনি কি মনে করেন?'

'আমি মনে করি তাকে খুন করা হয়েছে।' বলিষ্ঠভাবেই বলেছিলাম।

তিনি পরের প্রশ্নটা এমনভাবে করলেন যেন অপরাধী হিসেবে আমাকে জেরা করছেন।

'কোনও ভিত্তি আছে?'

'আমার কাছে এটাই সবচেয়ে সম্ভাব্য বলে মনে হয়।'

'এ তো আপনার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মত। ঐ মহিলা কেন খুন হতে পারেন তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আপনার কাছে আছে?'

'দেখুন, তিনি কিছু দেখে ফেলেছিলেন।'

'দেখে ফেলেছিলেন, কি দেখেছিলেন?'

ছাদে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা হুবহু বলেছিলাম।

'তিনি আপনাকে তা বলতে চাননি?'

'না, ভেবে দেখার জন্য সময় চেয়েছিলেন।'

'কিন্তু, তিনি খুব উত্তেজিত হয়েছিলেন?'

boiRboi.net

'হ্যাঁ।'

ক্যাপ্টেন মেট্ল্যান্ড ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন। 'আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি, তিনি কি দেখেছিলেন?'

'বিন্দুমাত্র নয়। যত ভেবেছি ততই জট পাকিয়ে গেছে, কোনও কিছুই বুঝতে পারিনি।'

ক্যাপ্টেন মেট্ল্যান্ড বললেন, 'আপনার কি মনে হয়, মিঃ পোয়ারো?'

'আমার মনে হয় এটা খুনই।'

'খুন?'

ক্যাপ্টেন মেট্ল্যান্ড ভ্রূ কুঁচকেছিলেন।

'মৃত্যুর আগে তিনি কথা বলতে পারার মতো অবস্থায় ছিলেন না?'

'কোনওরকমে দুটি শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন।'

'কি?'

'ঐ জানলা...।'

'ঐ ঘরে ক'টি জানলা আছে?'

'মাত্র একটা।'

'উঠোনের দিকে মুখ করে?'

'হ্যাঁ।'

'জানলাটা বন্ধ ছিল না খোলা? মনে তো হচ্ছে খোলাই ছিল। হয়ত আপনারা কেউ খুলে দিয়েছিলেন।'

'না, জানলাটা খোলাই ছিল বরাবর। তবে—'

আমি চুপ করে গেলাম।

'বলুন, নার্স।'

'জানলাটা আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। ঠিকই আছে। আমার মনে হয় কেউ তার গেলাসটা পাল্টে দিয়েছিল।'

'পাল্টে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, দেখুন, মিস জনসন সবসময়ই শুতে যাবার সময় এক গেলাস জল সঙ্গে নিতেন। আমার মনে হয়, জলের গেলাসটা পাল্টে কেউ অ্যাসিডের গেলাসটা সেই জায়গায় রেখে দিয়েছিল।'

'ডঃ রিলি, আপনার কি মনে হয়?'

'দেখুন যদি কেউ সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় থাকেন, তবে তিনি এই ভুল করবেন না। তবে যদি কারুর মাঝরাতে জল খাওয়ার অভ্যেস থাকে, তবে শুধুমাত্র হাতটা বাড়িয়ে তার পরিচিত জায়গা থেকে গেলাসটা নিয়ে অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় মুখে ঢেলে দিতেই পারেন। তেমন কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।'

ক্যাপ্টেন মেট্ল্যান্ড কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

boiRboi.net

'আমাকে জানলাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বিছানা থেকে জানলাটা কত দূরে?'

একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'জানলা থেকে কোনওরকমে টেবিল পর্যন্ত হাত পাওয়া যেতে পারে। খাটের মাথার ধারেই টেবিলটা থাকে।'

'ঐ টেবিলে জলের গেলাসটা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'দরজা কি বন্ধ ছিল?'

'না।'

'সুতরাং যে কেউই এসে গেলাসটা পাল্টে দিতে পারত।'

'হ্যাঁ, তা সম্ভব।'

'এতে কিন্তু ঝুঁকি আছে।' বলে উঠলেন ডঃ রিলি। 'পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়, এমন প্রায়ই হয়। বরং জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গেলাস পাল্টে দেওয়া অনেক নিরাপদ।'

'আমি শুধুমাত্র গেলাসটা নিয়েই ভাবছি না।' ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড বললেন অন্যমনস্কভাবে। ঘোর কাটিয়ে তিনি আবার আমাকে প্রশ্ন করলেন।

'আপনার মত এই যে, যখন উনি মারা যাচ্ছিলেন, তখন তিনি এই কথা আপনাকে জানাতে ব্যগ্র ছিলেন যে জানলা দিয়েই জলের বদলে অ্যাসিড পাল্টে দেওয়া হয়েছিল? সেক্ষেত্রে তার নাম নিশ্চয়ই তিনি বলতেন।'

'তিনি হয়ত তার নাম জানতেন না।' আমি বললাম।

'অথবা, এমনটাও হতে পারে যে, তিনি আগের দিন যা আবিষ্কার করেছিলেন, তারই ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন?'

ডঃ রিলি বললেন, 'দেখুন, মিঃ মেট্‌ল্যান্ড, মৃত্যুপথযাত্রীরা সবসময় হিসেব করে কথা বলতে পারে না। বিশেষ একটি ব্যাপার হয়তো তার মনকে তখন আচ্ছন্ন করে রাখে। খুনি যে জানলা দিয়েই এসেছিল একথাই হয়ত তাঁর মনে তোলপাড় করছিল সেই মুহূর্তে। তার মনে হয়েছিল হয়তো, এই ব্যাপারটাই সবাইকে জানানো দরকার। আমার মতেও কিন্তু তাই। সম্ভবত তিনি এই দুশ্চিন্তায় ছিলেন যে, আমরা সবাই আত্মহত্যার কথা ভাবব। যদি তিনি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারতেন, তবে হয়তো বলতেন—। আত্মহত্যা নয়। কেউ জানলা দিয়ে গেলাসটা পাল্টে দিয়ে গেছে।'

ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড চুপচাপ রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'হয় খুন, নয় আত্মহত্যা। আপনার কি মনে হয়, ডঃ লিডনার?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি শান্তভাবে কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন, 'খুন। অ্যান জন্‌সন্ সেরকম ধরনের মহিলা ছিলেন না, যিনি আত্মহত্যা করার মতো রাস্তা বেছে নেবেন।'

'না, নেবেন না।' তার কথা মেনে নিলেন ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড। 'স্বাভাবিক অবস্থায়

মোটেই নেবেন না। কিন্তু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব আশ্চর্যের নয়।'

'কি রকম?'

ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড একটু ঝুঁকে একটা বাণ্ডিল তুলে টেবিলের ওপর রাখলেন।

'এর ভেতরে এমন একটা জিনিস আছে, যা আপনার কেউই জানেন না।' তিনি বললেন, 'তার খাটের তলা থেকে আমরা এটা পেয়েছি।'

বাণ্ডিলের গিঁট খুলে, প্রকাণ্ড একটা পাথরের জাঁতা বার করলেন।

আমাদের কাছে ওটা নতুন কিছু নয়, খনিতে ঐরকম জাঁতা আমরা অন্তত ডজনখানেক দেখেছি। আমাদের যা মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তা হলো ঘন রক্তের দাগ আর একটা ছেঁড়া চুলের মতো দেখতে কোনও জিনিস।

'পরীক্ষা করে দেখার কাজ আপনার, ডঃ রিলি।' বললেন ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড। 'কিন্তু এ কথা বলব যে, এই অস্ত্র দিয়েই যে মিসেস লিডনারকে খুন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সন্দেহ নেই।'

ছাব্বিশ ।। এবার আমার পালা

ভয়ঙ্কর লাগছিল। ডঃ লিডনারকে তো মনে হচ্ছিল বুঝি অজ্ঞানই হয়ে যাবেন। আমি নিজেও একটু অসুস্থ বোধ করছিলাম।

ডঃ রিলি কৌতূহলবশত ওটা পরীক্ষা করছিলেন।

'কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি?'

'না।'

একজোড়া ফরসেপ দিয়ে যত্ন করে অনুসন্ধান করছিলেন।

'হুম, মনুষ্য টিসুর একটা টুকরো—আর চুল—বেশ সুন্দর চুল। এ সরকারী রিপোর্ট নয়, অবশ্যই। আমাকে নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ব্লাডগ্রুপ ইত্যাদি। কিন্তু, তেমন কোনও সন্দেহ নেই। মিস জনসনের খাটের তলা থেকে পেয়েছেন? আচ্ছা, তাই জন্যেই। তিনিই খুন করেছিলেন, তারপর, তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকেন, সহ্য করতে না পেরে নিজেকে শেষ করে দেন। এমন ধারণা করা যেতেই পারে।'

ডঃ লিডনার অসহায়ের মতো শুধু ঘাড় নাড়ছেন।

'অ্যান নয়—অ্যান নয়।' বিড়বিড় করছেন।

'বুঝতে পারছি না, প্রথমে এটা তিনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। তখন আমরা প্রতিটি ঘরই সার্চ করছিলাম।' একটা কথা আমার মুখে এসে গিয়েছিল। 'মনিহারির আলমারির ভেতর' কিন্তু শেষমেষ কিছু বললাম না।

'যাই হোক না কেন, যেখানে এটা লুকোনো ছিল, হয়তো নিরাপদ নয় এই ভেবে তিনি এটা নিজের ঘরে নিয়ে আসেন, অন্য ঘরগুলির সঙ্গে তার ঘরও সার্চ হয়ে

BDeBoi.net

গিয়েছিল। তাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। অথবা আত্মহত্যা করার কথা ঠিক করে ফেলার পরও আনতে পারেন।

'আমি বিশ্বাস করি না।' চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

আমি একথা বিশ্বাস করতে পারি না যে মিস জনসনের মতো সহৃদয় মহিলা জাঁতা দিয়ে মিসেস লিডনারের মাথা চুরমার করছেন।

'জানি না, কি বিশ্বাস করব কি করব না।' বললেন ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড, 'এদিকে আবার ফরাসী ফাদারেরও অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করতে হবে। আমার কর্মচারিরা অনুসন্ধানে বেরিয়েছে, হয়তো দেখা যাবে, মাথায় আঘাত পেয়ে কোথাও মৃত অবস্থায় তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছেন।'

'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—' আমি বলে উঠলাম।

প্রত্যেকেই আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন।

'গতকাল বিকেলে আমাকে ঐ ট্যারা লোকটির ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলেন, যে জানলা দিয়ে সেদিন উঁকি মারছিল। জিজ্ঞাসা করছিলেন, ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে সে উঁকি দিচ্ছিল, নিজে একবার জায়গাটা দেখতে যেতে চাইছিলেন। তিনি বলছিলেন, গোয়েন্দা গল্পে অপরাধীরা নাকি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ফেলে আসেন।'

'যত্তসব গাঁজাখুরি।'

তারপরই বললেন, 'ট্যারা চোখের লোক? ট্যারা চোখের লোক? এই ট্যারা লোকটা দেখছি এই গল্পে বেশ জুড়ে বসেছে। বুঝতে পারছি না আমার লোকেরা এখনও তাকে ধরতে পারছে না কেন?'

'সম্ভবত লোকটা ট্যারা নয় বলে।' পোয়ারো শান্তভাবে বললেন।

'তার মানে, আপনি বলতে চান, সে ট্যারা সেজে ছিল?'

পোয়ারো শুধু বললেন, 'ট্যারারা খুব দরকারী জিনিস মশাই।'

'চুলোয় যাক, আমি জানতে চাই সেই ট্যারা বা অট্যারা লোকটা এখন কোথায়?'

পোয়ারো বললেন, 'সে এতক্ষণে হয়ত সিরিয়ার সীমান্ত পার হয়ে গেছে।'

'আমরা দেশের সীমান্তকে সাবধান করে দিয়েছি।

'সে নিশ্চয়ই পাহাড়ি রাস্তা ধরেই যাবে। নিষিদ্ধ পণ্য নিয়ে যাবার সময় লরিগুলো ঐ রাস্তাই ব্যবহার করে।'

ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যাণ্ড মেনে নিয়েছিলেন।

'সেক্ষেত্রে আমাদের টেলিগ্রাফ করা উচিত।'

'আমি গতকালই করে দিয়েছি—বলেছি দু'জন যাত্রী সমেত একটা গাড়ির দিকে কড়া নজর রাখতে, যাদের পাসপোর্ট একেবারে খুঁতহীন হবে।'

ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

'আপনি টেলিগ্রামে দু'জনের কথা বললেন?'

পোয়ারো মাথা নাড়িয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

boiRboi.net

'মাঝে মাঝেই একটা কথা আমার মনে হয় মিঃ পোয়ারো, আপনি অনেক কিছুই ঝুলির ভেতর লুকিয়ে রাখেন, কিছুতেই প্রকাশ করেন না।'

'না,' তিনি বললেন, 'ঠিক তা নয়। আজ সকালেই সত্য প্রকাশিত হয়েছে, সূর্যোদয় দেখার সময়। সত্যিই অপূর্ব সূর্যোদয়।'

আমরা কেউই খেয়াল করিনি যে মিসেস মারকাডো ঘরের মধ্যে আছেন। হঠাৎই এমনভাবে চেচিয়ে উঠলেন যেন কোনও ছাগলীকে জবাই করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'হে ভগবান! এবার সব বুঝতে পারছি। সব। এ সবই ফাদার ল্যাডিগনির কাজ। ধর্ম, ধর্ম করে লোকটা উম্মাদ হয়ে গেছে। তার মতে মহিলারা সব পাপী। সব মহিলাদের তিনি খুন করবেন বলে ঠিক করেছেন। প্রথমে মিসেস লিডনার—তারপর মিস জনসন। এরপর আমার পালা...'

একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে তিনি ছিটকে গিয়ে ডঃ রিলির কোট খামচে ধরেছিলেন।

'আমি এখানে থাকব না, আপনাকে বলে দিলাম, আর একদিনও এখানে থাকব না, আমাকে মেরে ফেলবে, কোথায় লুকিয়ে আছে—ওৎ পেতে আছে। সময় বুঝে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।'

মুখটা হাঁ করে তিনি আবার চেঁচাতে শুরু করেছিলেন।

আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে সপাটে তার দু'গালে চড় কষিয়ে দিলাম, এরপর ডঃ রিলির সাহায্যে কোনওমতে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিলাম।

বলেছিলাম, 'কেউই তোমাকে মারতে আসবে না। আমরা সবাই আছি। এখন বসুন, নিজেকে সংযত করুন।'

এরপর আর চেঁচাননি। মুখ বুজে আমার দিকে অবাক হয়ে নির্বোধের মতো তাকিয়েছিলেন।

এরপর আরেকটা বাধা। দরজা খুলে শীলা রিলি ঢুকলেন। বিবর্ণ এবং গম্ভীর মুখ। সোজা পোয়ারোর কাছে গেলেন।

'আমি পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনার একটা টেলিগ্রাম ছিল—আমি আপনার কাছে টেলিগ্রামটা নিয়েই এলাম।'

তিনি খামটি নিয়ে ছিঁড়ে বার করলেন, মিস রিলি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

টেলিগ্রামটি পড়ে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলেন। কোনও ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়নি।

মিসেস মারকাডো তাকে লক্ষ্য করছিলেন। ধরা গলায় তিনি বললেন, 'আমেরিকা থেকে—'

'না, মাদাম। টিউনিস থেকে এসেছে।'

এমনভাবে তার দিকে তাকিয়েছিলেন যেন কিছু বুঝতে পারেন না। তারপর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে এলিয়ে পড়েছিলেন।

'আমি চেঁচামেচি করব না। তবে এখানে আর মোটেই থাকব না।'

'মাদাম, ধৈর্য হারাবেন না।' পোয়ারো বললেন। 'আমি সব কিছু বুঝিয়ে বলছি।'

ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যান্ড তার দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়েছিলেন।

'আপনি কি সত্যিই তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধরতে পেরেছেন?'

পোয়ারো অভিবাদন করলেন। যেন নাটক করছেন এমন ভঙ্গিতে।

ডঃ রিলিকে বললেন, 'দয়া করে যদি অন্যদেরও এই ঘরে আসতে বলেন।'

ডঃ রিলি বাধ্য মানুষের তড়িঘড়ি সবাইকে ডাকতে গিয়েছিলেন। দু'-এক মিনিটের মধ্যেই ঘরে সবাই আসতে শুরু করেছিলেন। প্রথমেই এসেছিলেন রেইটার আর এম্মট্‌। তারপর বিল কোলম্যান, রিচার্ড ক্যারে, সবশেষে মিঃ মারকাডো।

টেবিলটা ঘিরে সবাই বসেছিলেন। বিল কোলম্যান আর ডেভিড এম্মট্‌ বসার আগে একটু দ্বিধায় ভুগছিলেন। শীলার কথা ভেবেই বোধ হয়, শীলা তখন তাদের দিকে পেছন ফিরে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন।

'শীলা, বসুন।' কোলম্যান বললেন।

ডেভিড এম্মট তার স্নিগ্ধ রুচিশীল গলায় বললেন, 'আপনি, বসবেন না।'

তিনি তাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, দু'জনেই তাকে চেয়ার এগিয়ে দিয়েছেন। কার চেয়ারে তিনি বসেন, এটাই এখন দেখার।'

শেষ পর্যন্ত কারো চেয়ারেই তিনি বসলেন না।

'আমি এখানেই বসব।' রুঢ়ভাবে এই কথা বলে জানলার একেবারে ধারে টেবিলেরই এককোণে বসলেন। 'অবশ্য যদি না ক্যাপ্টেন মেট্‌ল্যাডের কোনও আপত্তি থাকে।'

'যেখানে খুশি বসুন।' তিনি বললেন, 'আপনার উপস্থিতিটাই এখানে খুব জরুরী।'

তিনি ভ্রূ তুলে বললেন, 'জরুরী?'

'ঠিক কথাটা মাদাম। আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

আবার তিনি ভ্রূ তুললেন, তবে কিছু বলেননি। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন জানলার দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে।

পোয়ারো আমাদের দিকে নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি কি বলতে চান। নিশ্চয়ই নাটকীয় কিছু। উনি মানুষটাই ঐ রকম। তবু স্বপ্নেও ভাবিনি যে উনি আরবি উক্তি দিয়ে শুরু করবেন।

হ্যাঁ, তাই বললেন। ধীরে ধীরে এবং ভক্তিসহকারেই বলেছিলেন। 'জানি না, ঠিক বোঝাতে পারলাম কিনা—

'বিসমিল্লাহি অব্‌ রহমান অব্‌ রহিম।'

তারপর আবার অনুবাদ করে বলেছিলেন, 'হে আল্লা, ক্ষমাশীল, করুণাময়।'

boiRboi.net

সাতাশ ॥ একটি ভ্রমণের আরম্ভ

'বিসমিল্লাহি অব্ রহমান অব্ রহিম।' এই আরবি উক্তিটি ব্যবহার করে তিনি তার ভ্রমণ শুরু করেছিলেন। আমরা সেই ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলাম। অতীতের দিকে ভ্রমণ। ভ্রমণ মানবাত্মার বিচিত্র গতিপ্রকৃতির দিকে।

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, এক ধরনের অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে আমার। সবাই একসঙ্গেই যাত্রা শুরু করেছি বটে, কিন্তু প্রত্যেকেরই গন্তব্য আলাদা, আলাদা।

এমনভাবে সবাইকে দেখছিলাম যেন এই প্রথম দেখছি তাদের এবং শেষবারের মতোও, কথাটা হয়ত নির্বোধের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু সত্যিই সেইরকম ভেবেছিলাম।

মিঃ মারকাডো নার্ভাসভাবে আঙুলগুলি নাচাচ্ছিলেন। অবাক দৃষ্টিতে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে আছেন। মিসেস মারকাডো তার স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। অদ্ভুত রকম স্থির লক্ষ্যে, বাঘিনী যেমন অপেক্ষা করে থাকে শিকারে লাফ দেওয়ার আগের মুহূর্তে। ডঃ লিডনার অদ্ভুত ভঙ্গিতে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন। মনে হচ্ছিল, আদৌ তিনি এই ঘরেই নেই, দূরে কোথাও নিজের জগতে বিচরণ করছেন। মিঃ কোলম্যান সোজা পোয়ারোর দিকে তাকিয়েছিলেন। মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেছে আর চোখ দুটো বড় বড়। অত্যন্ত নির্বোধের মতো দেখাচ্ছে। মিঃ এম্মট্ নিচের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাই তার মুখ আমি ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছিলাম না। মিঃ রেইটারকে বিভ্রান্ত লাগছিল। মিস রিলি স্থিরভাবেই জানলার বাইরে তাকিয়েছিলেন। জানি না, তিনি কি ভাবছিলেন। তারপর আমি তাকিয়েছিলাম মিঃ ক্যারের দিকে, কেন জানি না তার মুখ দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল, চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, মিঃ পোয়ারো যখন তার কাজ শেষ করবেন, তখন আমরা সবাই পরস্পরের কাছে অচেনা হয়ে যাব...সে এক বিচিত্র অনুভূতি...

পোয়ারো শান্তস্বরে কথা বলে চলেছিলেন। একটা নদীর মতো। কুলকুল করে সাবলীল ভাবে দুই তীরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে...বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে...

'একেবারে শুরু থেকেই আমার মনে হয়েছিল, এই মামলাটা বুঝতে গেলে শুধুমাত্র বাইরের কিছু সূত্র বা সঙ্কেত ধরে এগোলে চলবে না। আমাকে হৃদয়ের গভীর গোপনে পৌঁছতে হবে, তাদের পারস্পরিক ব্যক্তিত্বের সংঘাতকে বুঝতে হবে।

এখন আমি বলতে পারি যে, যদিও আমি এখন এই মামলার সত্যিকারের সমাধান করতে পেরেছি, তবুও কোনও হাতে গরম প্রমাণ আমার হাতে নেই। প্রতিটি মামলাতেই একটা নির্দিষ্ট আকার আর ধরণ থাকে। এই মামলাটিতে সব কিছুই কিন্তু মিসেস লিডনারের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। যতক্ষণ না আমি জানতে পেরেছি, ঠিক কেমন ধরনের মহিলা ছিলেন মিসেস লিডনার, ততক্ষণ তিনি কেন খুন হয়েছেন বা কে তাকে খুন করেছেন, এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম।

সুতরাং আমার প্রথম কাজই ছিল—মিসেস লিডনারের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ।

এছাড়াও আর একটা মনস্তাত্ত্বিক দিক আমার কৌতূহল আকর্ষণ করেছিল—তা হলো এখানকার অদ্ভুত ভয়ার্ত পরিবেশ। অনেকেই এই ব্যাপারে আমাকে বলেছেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার বাইরের মানুষ। এই ব্যাপারটাও আমাকে খেয়াল রাখতে হয়েছিল।

আগেই বলেছি, কাজ শুরু করতে গিয়ে আমি মিসেস লিডনারের ব্যক্তিত্বের দিকেই মনোযোগ দিয়েছিলাম। নানান দিক দিয়েই তার ব্যক্তিত্বের দিকটি বিশ্লেষণ করা যায়। বেশ কয়েকজন মানুষের ওপরই তিনি তার প্রভাব ফেলেছিলেন, প্রত্যেকেই তারা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের এবং মেজাজের মানুষ।

তিনি বিলাস পছন্দ করতেন না। কিছু এমব্রয়ডারি তিনি করেছিলেন, সেগুলি অপূর্ব সুন্দর এবং একেবারে নিখুঁত। এথেকে বোঝা যায় তিনি অত্যন্ত খুঁতখুঁতে এবং শিল্পিসুলভ রুচিসম্পন্না ছিলেন। তার শোবার ঘরে বইয়ের তাকের বইগুলি দেখে তার সম্বন্ধে আমার ধারণা তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং আমি আন্দাজ করছি যে তিনি অবশ্যই ছিলেন অহংকারী।

ডঃ রিলি এবং অন্যান্যদের বক্তব্য থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে, মিসেস লিডনার ছিলেন সেই ধরনের মহিলা, যার অতুলনীয় সৌন্দর্য তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল স্বাধীনচেতা একটি মন এবং অবশ্যই অহং। এই ধরনের মহিলারা সাধারণত এক ধরনের হিংস্রভাব ছড়িয়ে যান তাদের চারপাশে। এই ব্যাপারটাই ডেকে আনে বিপর্যয়—কখনো তা অন্যদের কখনো বা নিজেদেরই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মিসেস লিডনার ছিলেন আত্মপূজারী এবং সব কিছুর চাইতে যে ব্যাপারটা উপভোগ করতেন তা হলো ক্ষমতার স্বাদ। যেখানেই থাকুন না, মধ্যমণি হয়েই থাকতেন। তার চারপাশের যত মহিলা পুরুষরা থাকতেন তারাও তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারতেন না। আর একটি উপায়ে তিনি তার প্রভাব খাটাতেন—তা হলো আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা। জয় যেখানে খুব সহজ, সেখানেই তার স্বভাবের এই নিষ্ঠুর দিকটা বেরিয়ে পড়ত। তবে আমি জোরের সঙ্গেই একটা কথা বারবার বলতে চাই যে তিনি এসব কাজ, যাকে বলে সচেতনভাবে যে করতেন তা কিন্তু নয়। বেড়াল যেমন খেলাচ্ছলে ইঁদুরকে নিয়ে খেলা করে তিনিও অনেকটা তাই। তার বিবেক জাগ্রত হলে এই খেলা তিনি থামিয়ে দিতেন এবং তাদের প্রতি সদয় এবং সুস্থ আচরণ করতেন।

এখন অবশ্যই প্রথম এবং প্রধান সমস্যা ছিল বেনামী চিঠিগুলির রহস্য সমাধান করা। কে চিঠিগুলি লিখেছিল এবং কেন?

আমি নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম: মিসেস লিডনার কি নিজেই চিঠিগুলি লিখেছিলেন?

এই রহস্যের উত্তরের জন্য আমাকে অনেকটা পেছনে যেতে হয়েছিল, সেই মিসেস লিডনারের প্রথম বিয়ের দিনগুলিতে। ঠিক এই জায়গাটিই ভ্রমণ শুরু করার পক্ষে আদর্শ, মিসেস লিডনারের জীবনের পতিভ্রমণ।

প্রথমেই একটা ব্যাপার আমাদের বুঝতে হবে যে, আজকের লুইস লিডনার আর সেদিনের লুইস লিডনার কিন্তু একই ব্যক্তি।

তখন তিনি যুবতী ছিলেন, অসাধারণ রূপসী যা অনায়াসেই কোনও মানুষের শরীর মনকে উথাল-পাতাল করে তুলতে পারত এবং তীব্র অহংবোধ তো ছিলই।

এই ধরনের মহিলারা সাধারণত বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এরা পুরুষদের দ্বারা আকর্ষিত হলেও, আত্মনির্ভর হয়ে থাকাটাই এঁদের বেশি পছন্দের। তা সত্ত্বেও মিসেস লিডনার বিয়ে করেছিলেন এবং আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে, তার স্বামী ব্যক্তিত্ববান মানুষ ছিলেন।

তারপর তার প্রতারণামূলক কাজকর্মের ব্যাপারটা মিসেস লিডনার ধরে ফেলেছিলেন, এই কথাই তিনি বললেন নার্সকে, তিনি খবরটা তার বাবাকে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা আমার কাছে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তিনি নার্স লেথারানকে বললেন তিনি দেশপ্রেমে অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ ছিলেন, তাই তিনি তার স্বামীর ঐ দেশদ্রোহীমূলক কাজ সহ্য করতে পারেননি। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে, আমরা জীবনে এমন কিছু কাজ করি, যার জন্য বিবেকদংশন হয়, অনুতাপ হয়। এসব থেকে রেহাই পাবার জন্য মনকে প্রবোধ দিই, নানান যুক্তি দিয়ে। যদিও আসল উদ্দেশ্য কিন্তু একেবারেই ভিন্ন, আমাদের মনের গহন গভীরে তা নিহিত থাকে। মিসেস লিডনার তার মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে তার আদর্শ তাকে এই কাজে বাধ্য করেছিল। তিনি তার স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন এবং এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছিলেন—কারুর অধিকারে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না—সত্যি বলতে কি, দ্বিতীয় হয়ে থাকা তার ধাতে নেই। তাই পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ার জন্য তিনি দেশপ্রেমের অজুহাত নিয়েছিলেন।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও তিনি এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগতেন।

এখন সরাসরি চিঠিগুলির প্রশ্নে আসা যাক। মিসেস লিডনার বেশ কয়েকবারই পুরুষদের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই একটি করে হুমকি দেওয়া চিঠি আসে, এবং সম্পর্কগুলি ভেঙে যায়।

কে লিখেছিলেন চিঠিগুলি? ফ্রেডেরিক বস্‌নার? না কি তার ভাই উইলিয়াম, অথবা মিসেস লিডনার নিজেই।

ফ্রেডেরিক বস্‌নার ঐ চিঠিগুলি লিখতেই পারেন। এই পৃথিবীতে ফ্রেডেরিক বসনারের কাছে লুইস অর্থাৎ তার স্ত্রী ছিলেন সব কিছু। লুইস একবার তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ব্যাপারটা তিনি একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু একটা ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আর কোনও পুরুষ যাতে তার শরীর মনকে স্পর্শ না করতে পারে। লুইস একমাত্র একান্তভাবেই তার, আর কারো নয়। বরং তাকে খুন করে ফেলবেন, তবু তার স্ত্রীকে অন্য কারো হতে দেবেন না।

আর এক দিক থেকে যদি মিসেস লিডনার লিখে থাকেন, তার কারণ হতে পারে

boiboi.net

যাতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হতে হয়। এমন হতে পারে যে কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তিনি ঐ মোক্ষম পন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি নাটক পছন্দ করতেন, এক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সফল চড়াসুরের নাটক, এর ফলে তাঁর রোমান্টিক ইমেজ আরও বেড়ে যেত, ট্র্যাজিক নায়িকায় পরিণত হতেন, বিয়েটাও করতে হত না।

বেশ কয়েক বছর ধরেই সম্পর্কগুলি গড়াত, বিয়ের কথা উঠলেই হুমকি দেওয়া চিঠি আসত। কিন্তু এখন আমরা সত্যিই চিত্তাকর্ষক জায়গায় এসে পৌঁছেছি। দৃশ্যপটে এলেন মিঃ লিডনার এবং কোনও চিঠিও এল না। মিসেস লিডনার হওয়ার পথে কোনও কিছুই আর বাধা হয়ে দাঁড়াল না। বিয়ের আগে পর্যন্ত আর একটাও চিঠি আসেনি।

এই মুহূর্তেই আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটি আসে কেন?

যদি মিসেস লিডনার নিজেই এই চিঠিগুলি লিখে থাকেন, তবে এই সমস্যাটিকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মিসেস লিডনার সত্যিই ডঃ লিডনারকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে পরে আবার তিনি কেন চিঠি লিখবেন? নাটকটা যাতে আরও জমে ওঠে, সেইজন্যই কি এতদিন চেপে রেখেছিলেন? এবং মাত্র দুটি চিঠিই বা কেন? তারপর বছর দেড়েকের আগে আর কোনও চিঠি তিনি পাননি।

এবার আরেকটি মতের দিকে তাকানো যাক। এই মতটি হলো, চিঠিগুলি লিখেছিলেন তার প্রথম স্বামী, ফ্রেডেরিক বসনার। কিন্তু বিয়ের পরে চিঠিগুলি কেন এলো? হয়ত ফ্রেডরিক চাননি লিডনারের সঙ্গে তার বিয়ে হোক। তাহলে তখন কেন বিয়ে আটকাননি? আগের বারগুলোতে যখন এত সফল হয়েছিলেন বিয়ে পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করলেন, তারপর আবার হুমকি শুরু করলেন? এর সন্তুষ্টিজনক একটা উত্তর হলো, যে তিনি কোনও কারণে হুমকি দিতে পারেননি। হয়ত তিনি তখন জেলে ছিলেন বা অনেক দূরে বিদেশেও থাকতে পারেন।

এরপরে গ্যাস লিকের দুর্ঘটনা ঘটানোর চেষ্টার কথাটা ভাবতে হবে। এই ব্যাপারটা বাইরের কেউ ঘটিয়েছিলেন বলে মোটেই মেনে নেওয়া যায় না। হয় ডঃ লিডনার নয় তো মিসেস লিডনার ঘটনাটা সাজিয়েছিলেন। ডঃ লিডনার কেন ঐ কাজ করবেন তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, মিসেস লিডনারই ঐ দুর্ঘটনার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং ঘটিয়েছিলেনও কার্যক্ষেত্রে।

কেন? আরও নাটকীয়তা?

এরপর তারা বিদেশে চলে যান এবং আঠারো মাস তারা সুখেই কাটান, কোনও মৃত্যুর হুমকি-টুমকি কিছু আসেনি।

মনে হতে পারে যে তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এই যুক্তিটাও মোটেই ধোপে টেকে না।

boiRboi.net

তিনি মিউজিয়াম অভিযানের পরিচালক ছিলেন। মিউজিয়ামে খোঁজ নিলেই ফ্রেডেরিক বস্‌নার সহজেই ডঃ লিডনারের সঠিক ঠিকানা জেনে নিতে পারতেন।

এরপর প্রায় দু'বছর বাদে আবার চিঠি আসা শুরু হলো।

আবার কেন চিঠি আসতে শুরু করল? অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন এটি—খুব সহজে বলা যেতে পারে, মিসেস লিডনার একঘেয়ে বোধ করছিলেন তাই নাটক চাইছিলেন। কিন্তু আমি ঐ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারিনি। ঠিক এই ধরনের নাটকটি আমার কাছে অত্যন্ত নোংরা এবং কাঁচা মনে হয়েছে, তার রুচিবাগীশ চরিত্রের সঙ্গে মোটেই মেলে না।

এই ক্ষেত্রে আমাদের একেবারে খোলামনে এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

তিনটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনার কথা আমরা ভেবেছি: (১) চিঠিগুলি মিসেস লিডনার নিজেই লিখেছেন; (২) ফ্রেডরিক বসনার অথবা তার ভাই উইলিয়াম বস্‌নার লিখেছিলেন; (৩) চিঠিগুলি আসলে লিখেছিলেন হয় মিসেস লিডনার অথবা তার প্রথম স্বামী। পরে কিন্তু সেগুলি জাল করা হয়েছে—তার মানে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি চিঠিগুলি লিখেছিলেন, যিনি আগের চিঠিগুলির কথা জানতেন।

এবার আমি আসছি অভিযানের সদস্যদের কথায়। এদের মধ্যে সন্দেহের তালিকার বাইরে কেউ নেই, শুধু তিনজন ছাড়া।

ডঃ লিডনার, জোরদার প্রমাণ আছে তার ছাদ ছেড়ে কখনো কোথাও যাননি, মিঃ ক্যারে খনিতে কাজ করছিলেন আর মিঃ কোলম্যান ছিলেন হ্যাসানিয়েতে।

কিন্তু বন্ধু, ঐ সব অ্যালিবাই শুনতে যত ভাল, বাস্তবে কিন্তু তা নয়। আমি ডঃ লিডনারকে বাদ দিচ্ছি। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কোনও সন্দেহ নেই যে, তিনি ছাদেই ছিলেন এবং সওয়া ঘণ্টা পরেই নিচে নামেন, ততক্ষণে খুন হয়ে গেছে।

কিন্তু এটা কি নিশ্চিত যে, মিঃ ক্যারে ঐ সময়ে খনিতে ছিলেনই।

এবং খুনটা যখন হয়েছিল, তখন কি মিঃ কোলম্যান সত্যিই ছিলেন হ্যাসানিয়েতে?'

বিল কোলম্যান লাল হয়ে উঠেছিলেন, মুখটা হাঁ করে সবার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চাইছিলেন।

মিঃ ক্যারের হাবভাব এতটুকু পাল্টায়নি।

ছেদহীনভাবে পোয়ারো বলে চলেছিলেন।

'আর একজনের কথাও আমার মনে হয়েছে, যার মধ্যে খুন করার সমস্ত উপাদানই আছে, যদি খুন তিনি করতেই চান। মিস রিলি। তার সাহস আছে, বুদ্ধি আছে এবং নিষ্ঠুরতাও আছে যথেষ্ট। মিস রিলি যখন আমার সঙ্গে ঐ মহিলা সম্পর্কে কথা বলছিলেন, তখন ঠাট্টা করে আমি তাঁকে বলেছিলাম, যে আশা করি তার নিশ্চয়ই কোনও অ্যালিবাই আছে। মিস রিলি তখনই সাবধান হয়ে যান। তার অবচেতন মনে নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করার কোনও বাসনা ছিল হয় তো, যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বোকার মতো একটি মিথ্যে কথা বলেন। তিনি বললেন, সেই সময় তিনি টেনিস খেলছিলেন। পরদিন মিস জনসনের কাছ থেকে কথায় কথায় জানতে পারি মিস রিলি

খুনের সময় এই বাড়ির কাছাকাছিই ছিলেন। আমার মনে হয়েছে, অপরাধের ব্যাপারে তিনি নিজেকে দোষী মনে করেন, তা না হলে মিথ্যে কথা তিনি বলতেন না।'

এরপর শান্তস্বরে বললেন, 'আপনি কি আমাদের বলবেন, মিস রিলি, সেদিন দুপুরে আপনি কি দেখেছিলেন?'

উনি তক্ষুণি কোনও উত্তর দেননি। জানলা দিয়ে বাইরের দিকেই তাকিয়েছিলেন তখনো, তারপর কাটাকাটা কথায় নির্লিপ্তভাবে বলেছিলেন, 'আমি দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর খনির দিকে যাচ্ছিলাম। সওয়া একটা বা দেড়টার সময় হবে।'

'সেখানে তখন আপনার কোনও বন্ধুকে পেয়েছিলেন কি?'

'না, সেখানে আরবি ফোরম্যান ছাড়া আর কেউ ছিল না।'

'আপনি মিঃ ক্যারেকে দেখতে পাননি?'

'না।'

'আশ্চর্য ব্যাপার। মিঃ ভেরিয়ারও সেদিন দুপুরে ওখানে কাউকে দেখতে পাননি।'

তিনি মিঃ ক্যারের দিকে তাকিয়েই বললেন। উনি কিন্তু বিন্দুমাত্র নড়লেন না বা মুখে কিছু বললেন না।

'এ ব্যাপারে আপনার কোনও ব্যাখ্যা আছে, মিঃ ক্যারে?'

'আমি একটু ঘুরে আসতে গিয়েছিলাম। একঘেয়ে লাগছিল।'

'কোন দিকে গিয়েছিলেন?'

'নদীর ধারে?'

'বাড়ির দিকে নয় তো?'

'না।'

'আমার মনে হয়।' বলে উঠেছিলেন মিস রিলি, 'আপনি এমন কারো জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, যিনি আর আসেননি।'

ক্যারে তার দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বলেননি।

পোয়ারো এই ব্যাপারটি নিয়ে আর চাপ দিলেন না। তিনি আবার মিস রিলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি কিছু দেখেছিলেন, মাদাম?'

'হ্যাঁ। আমি সেই সময় বাড়ি থেকে বেশি দূরে ছিলাম না। দেখলাম অভিযানের গাড়িটি নদীর শুকনো পাড়ে রয়েছে। অবাক হয়েছিলাম। তারপরই আমি দেখেছিলাম মিঃ কোলম্যানকে। মাথা নিচু করে তিনি হাঁটছিলেন, যেন কিছু খুঁজছেন।'

'দেখুন,' রাগে ফেটে পড়েছিলেন মিঃ কোলম্যান, 'আমি—'

'থামুন।' কর্তৃত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে পোয়ারো তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন।

'আপনি কি ওঁনার সঙ্গে কথা বললেন মিস রিলি?'

'না, বলিনি।'

'কেন?'

'উনি মাঝেমাঝেই আমার দিকে কেমন বিশ্রিচোখে তাকান। ভীষণ অস্বস্তিকর মনে

হয়। তাই আমি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে দেখতে পাননি। আমি ওঁনার খুব কাছে ছিলাম না, এবং উনি ওঁনার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন।

'দেখুন—' এবার আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। 'হয়ত আমার আচরণ ঐ সময়ে একটু সন্দেহজনকই ঠেকেছিল, কিন্তু কেন আমি ঐ কাজ করছিলাম তার খুব সন্তুষ্টিজনক ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে। আগের দিনই একটা খুব সুন্দর সিলিন্ডার সিল অ্যান্টিক ঘরে না রেখে আমার কোটের পকেটে রেখেছিলাম। তারপরই সব ভুলে যাই। পরে যখন মনে পড়ে দেখি পকেটে নেই। নিশ্চয় কোথাও পড়ে গেছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, খনিতে যাওয়ার বা ফেরার পথেই নিশ্চয় কোথাও পড়ে গেছে। হ্যাসানিয়ের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে আমি ফিরে আসি। বাসটাকে রেখে খুব ভাল করে খুঁজেছিলাম, প্রায় ঘণ্টাখানেকের বেশিক্ষণ ধরে। তবু সেই হতচ্ছাড়া জিনিসটি খুঁজে পাইনি আমি। তারপর আমি বাসে উঠে চালিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই সবাই ভেবেছিল আমি এইমাত্র এসেছি।'

'আপনি তাদের ঠকিয়েছেন বলে মনে করেননি?' পোয়ারো বললেন মিষ্টি করে।

'দেখুন, ঐ পরিস্থিতিতে এই রকমটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?'

'আমি মানতে পারলাম না।' পোয়ারো বললেন।

'দেখুন, কোনওভাবেই আপনি দোষ দিতে পারেন না। আমি কখনোই উঠোনে যাইনি, আপনি এমন কাউকে পাবেন না, যিনি একথা বলবেন।'

'অবশ্যই, সেটা আমাদের অসুবিধে।' পোয়ারো বললেন। 'চাকরদের দাবি যে কেউই বাইরে থেকে উঠোনে ঢোকেনি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, তারা ভুল করতে পারে। শপথ করে তারা বলেছে যে কোনও অচেনা লোক প্রবেশ করেনি। তাদের এই প্রশ্ন করা হয়নি—অভিযানের কোনও সদস্য ঢুকেছিল কিনা।'

'ঠিক আছে, আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, আমি বা মিঃ ক্যারে ঢুকেছি কি না।'

'এইখানেই একটা আকর্ষণীয় প্রশ্ন ওঠে। তারা একজন অচেনা মানুষকে অবশ্যই লক্ষ্য করবে—কিন্তু অভিযানের কোনও সদ্যসকে কি তারা লক্ষ্য করবে? তারা সারাদিন ধরেই আসছেন, যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে তাদের নাও খেয়াল করতে পারেন। এটা খুব সম্ভব। এমনটা হতেই পারে মিঃ ক্যারে বা মিঃ কোলম্যান হয়ত প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু ভৃত্যরা খেয়াল করেননি।'

'যত্তসব।' বললেন মিঃ কোলম্যান।

boiRboi.net

পোয়ারো শান্তভাবেই বললেন, 'এই দু'জনের মধ্যে, মিঃ ক্যারের আসা বা যাওয়া সবথেকে কম খেয়াল পড়বে। মিঃ কোলম্যান গাড়ি নিয়ে হ্যাসানিয়ে গিয়েছিলেন, তার গাড়িতেই ফেরাটাই স্বাভাবিক। তিনি যদি হেঁটে ফিরতেন তবে নজরে পড়ে যেতেন।'

'অবশ্যই, তাই।' বললেন কোলম্যান।

রিচার্ড ক্যারে মাথা তুলে, ঘন নীল চোখে সোজা পোয়ারোর দিকে তাকিয়েছিলেন।

'আপনি কি খুনের দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করছেন, মিঃ পোয়ারো?' তাকে বেশ শান্ত দেখালেও গলার স্বর কিন্তু ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে।

পোয়ারো তাকে অভিনন্দন করলেন।

'এখনও পর্যন্ত আমি আপনাদের ভ্রমণের সঙ্গী করেছি মাত্র—সত্যের প্রতি আমাদের এই ভ্রমণ। এবার আমি আসছি মোটিভের কথায়। আমি বুঝেছি যে, আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই এই খুনের মোটিভ আছে।

আমি এখন স্পষ্টভাবে কিছু কথা বলতে চাই—কোনওরকম প্রলেপ না দিয়েই। এটা দরকার। এখানকার প্রতিটি প্রানীকেই আমি পরীক্ষা করে এবং বিচার করে দেখেছি। ডঃ লিডনারকে দিয়েই শুরু করা যাক। প্রথমেই বুঝতে পারি যে, তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাই তার বেঁচে থাকার প্রধান উৎস। শোকে, দুঃখে তিনি এখন বিধ্বস্ত। নার্স লেথারানের ব্যাপারে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি যে, তিনি আগাগোড়া একজন দক্ষ হাসপাতালের নার্স। এছাড়া তিনি আর কিছুই নন।

এরপরেই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন মিঃ এবং মিসেস্ মারকাডো, এঁরা দু'জনেই প্রচণ্ড অস্থিরতা ভুগছেন, দেখলেই বোঝা যায়। প্রথমে মিসেস মারকাডোকেই ধরা যাক, তিনি কি খুন করতে পারেন, যদি পারেন, তবে কেন করবেন?

মিসেস মারকাডো শারীরিকভাবে দুর্বল। প্রথম দৃষ্টিতে দেখে মনে হয় না তিনি কাউকে একটা ভারী পাথর দিয়ে থেঁৎলে মেরে ফেলতে পারেন। মিসেস লিডনার যদি সেই সময় হাঁটু গেড়ে থাকতেন, তবে কিন্তু সম্ভব। একজন মহিলা আর একজন মহিলাকে সহজেই হাঁটু গেড়ে বসাতে পারেন। না, না পায়ে পড়ার কথা বলছি না। হয়ত স্কার্টের পিনটা একটু লাগাতে বলতে পারেন কাউকে, তিনি কোনওরকম সন্দেহ না করেই নিচু হয়ে কাজটি করতে যাবেন।

কিন্তু মোটিভ? নার্স লেথারান আমাকে বলেছেন মিসেস মারকাডো রাগত দৃষ্টিতে মিসেস লিডনারের দিকে তাকাতেন। মিঃ মারকাডো সহজেই মিসেস লিডনারের জাদুতে বশীভূত হয়ে পড়তেন। কিন্তু শুধুমাত্র হিংসেই এর কারণ হতে পারে না। আমি নিশ্চিত যে, মিঃ মারকাডোর ব্যাপারে মিসেস লিডনারের বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না—এবং মিসেস মারকাডো এই ব্যাপারটা খুব ভাল করেই জানতেন। একটা খুন করার পক্ষে এটুকু যথেষ্ট নয়।

কিন্তু মিসেস মারকাডো যেভাবে তার স্বামীর দিকে তাকান, তাতে আমি বুঝেছি, শুধুমাত্র তিনি যে তাকে ভালবাসেন তাই নয়, তার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করতেও প্রস্তত। তিনি আগাগোড়া তাকে রক্ষা করে চলেছেন, এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে। এই অস্বস্তিও তার স্বামীর জন্য, নিজের জন্য নয়। আমি আন্দাজ করেছিলাম, তার অস্বস্তির কারণ, পরে প্রমাণও হয়েছিল আমার আন্দাজ ছিল সঠিক।

মিঃ মারকাডো একজন ড্রাগ অ্যাডিক্ট। নেশা তার চরমে পৌঁছেছে।

এখন বিস্তারিতভাবে আমার বলার দরকার নেই, দীর্ঘদিন ধরে ড্রাগ নেওয়ার অভ্যাস কারুর থাকলে তার নৈতিক ধ্যানধারণার কতখানি অবনতি ঘটে।

ঐ ওষুধের প্রভাবে তিনি এমন ধরনের কিছু অন্যায় কাজ করে থাকেন, কয়েক বছর আগে যখন তার নেশা ছিল না, তখন স্বপ্নেও তা করার কথা ভাবতেন না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তিনি খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারেন—এবং সেক্ষেত্রে তিনি তার জন্য পুরোপুরি দায়ী কি না, একথা জোর দিয়ে বলা খুব মুশকিল। বিভিন্ন দেশের আইন এই ক্ষেত্রে একটু এদিক-ওদিক হয়, এই ধরনের অপরাধীরা নিজেদের অতিমাত্রায় চালাক মনে করে।

এমনটা হতে পারে যে, কোনও কলঙ্কজনক কাজ বা কোনও অপরাধমূলক ঘটনা মিঃ মারকাডোর অতীত জীবনে ছিল, যা তার স্ত্রী কোনওভাবে গোপন রাখতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও তার কেরিয়ার সুতোয় ঝুলছিল। যদি কোনওভাবে সে সব কুকর্ম ফাঁস হয়ে যায়, তবে তিনি শেষ হয়ে যাবেন। তার স্ত্রী এই দিকটা সবসময় নজরে রাখতেন। কিন্তু মিসেস লিডনারকে নিয়ে তার চিন্তার অন্ত ছিল না। তার ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সেই সঙ্গে ক্ষমতার লোভ। যদি তিনি কোনওভাবে জেনে ফেলেন।

এখানেই মারকাডোদের খুন করার সপক্ষে একটি মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। এদের দু'জনেরই সুযোগ ছিল—ঐ দশ মিনিটের মধ্যে, উঠোন যখন ফাঁকা ছিল।'

চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মিসেস মারকাডো—'মোটেই তা করিনি।'

পোয়ারো কোনও গুরুত্ব দিলেন না।

'এরপর আমি মিস জনসনকে বিশ্লেষণ করব। তিনি কি খুন করতে পারেন?

আমার ধারণা, পারেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি, সেই সঙ্গে অসম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি। এঁরা দিনের পর দিন নিজেদের সংযত রাখেন, তারপর হঠাৎই সব বাঁধ ভেঙে যায়। কিন্তু মিস জনসন যদি অপরাধ করে থাকেন, তবে তা একমাত্র ডঃ লিডনারের সঙ্গে জড়িত কোনও কারণ হবে। যদি কোনওভাবে তার মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, মিসেস লিডনার তার স্বামীর জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছেন, তবে তার অবচেতন মনের হিংসা এই পথে চরিতার্থ হতে পারে, যা তার কাছে মনে হতে পারে ন্যায়সঙ্গত। হ্যাঁ, মিস জনসন খুন করতেই পারেন।

এরপর তিনজন যুবককে পরীক্ষা করা যাক।

প্রথমে কার্ল রেইটার। এখানে এই অভিযানে উইলিয়াম বসনার যদি থেকে থাকেন, তবে তার কার্ল রেইটার হয়ে থাকার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। তবে তিনি যদি উইলিয়াম বসনার হন তবে বলতে হয় তিনি অত্যন্ত দক্ষ অভিনেতা, আর যদি তা না হয়, তাহলে কি তার পক্ষে খুন করার কোনও কারণ আছে?

মিসেস লিডনার তাকে তুড়ি মেরে নাচাতে পারতেন, রেইটার তো নাচার জন্য তৈরিই ছিলেন। রেইটারের সঙ্গে তার আচরণ প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছে যেত। বেচারি রেইটার অসীম কষ্ট ভোগ করেছেন তার জন্য।'

পোয়ারো হঠাৎই তার বক্তব্য থামিয়ে যুবকটিকে একান্তভাবে যেন কোনও ব্যক্তিগত কথা বলছেন, এইভাবে বললেন 'এই ব্যাপারটা থেকে তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত। পুরুষ মানুষের পক্ষে দীনহীন হয়ে থাকা প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং নারী ও প্রকৃতির মধ্যে বিভেদ কিছু নেই। কেঁচোর মতো তাদের চারপাশে ঘুরঘুর করা পৌরুষের প্রতীক নয়।'

এরপর তিনি আবার বক্তৃতার ঢংয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

'তবে নিদারুণ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে কার্ল রেইটার তাকে হত্যা করার মতো কাজও করতে পারেন। যন্ত্রণাকাতর মানুষ এই রকম আশ্চর্য কাণ্ড কিন্তু ঘটিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে যে তা হয়নি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।

পরের জন উইলিয়াম কোলম্যান। মিস রিলির কাছ থেকে জেনেছি, তার আচার-আচরণ খুবই সন্দেহজনক। তিনি নির্বোধ সেজে থাকেন না তো? তার আসল পরিচয় যাতে বেরিয়ে না পড়ে সেই ভয়ে? তবে তিনি যদি সত্যিই উইলিয়াম কোলম্যানই হন, তবে তার মধ্যে খুন করবার মতো উপাদান আছে বলে আমি মনে করি না। তবে তার মধ্যে অন্য রকমের অপরাধ প্রবণতা থাকতে পারে। সম্ভবত নার্স লেথারান এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন।'

'আমি আর কিই বা বলতে পারব?' দ্বিধাজড়িত গলায় বলেছিলাম। 'তবে মিঃ কোলম্যান একবার নিজেই বললেন যে তিনি খুব ভাল জালিয়াতি করতে পারেন।'

'এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।' পোয়ারো বললেন। 'তার মানে, ঐ হুমকি দেওয়া চিঠিগুলি তিনি খুব সহজেই জাল করে থাকতে পারেন।'

'ওয়ে, ওয়ে, ওয়ে!' বলে উঠেছিলেন মিঃ কোলম্যান। 'অপূর্ব উদ্ভাবনা শক্তি।'

পোয়ারো কোনও গুরুত্ব দিলেন না।

'তিনজন যুবকের মধ্যে বাকি রইলেন শুধু মিঃ এম্মট্। ইনিও আর একজন, যিনি হতে পারেন উইলিয়াম বসনার। মিসেস লিডনারকে সরিয়ে দেবার মতো কোনও ব্যক্তিগত রাগ তার হয়ত ছিল, তবে তার কথাবার্তা বা আচার-আচরণ থেকে তা কিন্তু আমি মোটেই বুঝতে পারিনি।

অভিযানের সদস্যদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে ভালভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে মিসেস লিডনারের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। তিনি মানুষটি ঠিক যেমন ছিলেন, তেমনটিই মিঃ এম্মট্ তাকে বুঝেছেন। হয়ত মিসেস লিডনার এই মানুষটিকেই কোনওভাবেই প্রভাবিত করে উঠতে পারেননি, সেই জন্যই আমার ধারণা, মিঃ এম্মটের আচরণে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং প্ররোচিতও হয়েছিলেন। এ কথা বলতে পারি যে, চরিত্র এবং যোগ্যতার বিচারে তিনিই সর্বাপেক্ষা নিখুঁতভাবে অপরাধ সংঘটিত করার ক্ষমতা ধরেন।'

এই প্রথম মিঃ এম্মটকে দেখা গেল তার জুতো থেকে মুখ তুলতে। বললেন, 'ধন্যবাদ।'

'নার্স লেথারান এবং অন্যান্যদের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি যে, মিঃ ক্যারে এবং

মিসেস লিডনার একে অপরকে পছন্দ করতেন না। একে অপরের সঙ্গে আড়ষ্ট ব্যবহার করতেন। তবে আরেকজন, অর্থাৎ মিস রিলি কিন্তু অন্য কথা বলেছেন, কেন তারা ঐ রকম অস্বাভাবিক আচরণ করতেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

আমি এই ব্যাপার নিয়ে মিঃ ক্যারেকে কিছু প্ররোচনামূলক কথাও বলেছিলাম। চট করেই উনি মেজাজ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বললেন উনি মনেপ্রাণে মিসেস লিডনারকে ঘৃণা করেন। এবং নিঃসন্দেহেই উনি সত্যি কথা বললেন। তিনি মিসেস লিডনারকে ঘৃণাই করতেন। কিন্তু কেন তিনি তাকে ঘৃণা করতেন?

আমি বলেছিলাম কোনও কোনও মহিলাদের মধ্যে দুর্বার আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু পুরুষদের মধ্যেও সেই জাদু দেখতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও পুরুষ বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করেও মহিলাদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে পারেন। আজকাল যাকে সেক্স অ্যাপীল বলে আর কি। মিঃ ক্যারের মধ্যেই এই গুণাবলী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। প্রথম দিকে তিনি তাঁর নিয়োগকর্তা বন্ধুর প্রতিই অনুগত ছিলেন। এই ব্যাপারটা মিসেস লিডনারের পছন্দসই ছিল না। তার প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে, দ্বিধাহীনভাবে। কিন্তু এই একটি ক্ষেত্রেই তিনি হিসেবে কিছু ভুল-চুক করে ফেলেছিলেন। সম্ভবত এই প্রথমবার তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন—তিনি রিচার্ড ক্যারের প্রেমে পড়েছিলেন—গভীর প্রেমে।

মিঃ ক্যারে তাঁকে আটকাতে পারেনি, এ ক্ষেত্রে সত্য হলো এই যে, তিনি সাংঘাতিক স্নায়ুর চাপ সহ্য করে এসেছেন ক্রমাগত। পরস্পর বিরোধী দুটি আবেগের চাপে তিনি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লুইস লিডনারকে ভালবাসতেন—কিন্তু তাকে ঘৃণাও করতেন। তার বন্ধুপ্রীতি কমে যাওয়ার জন্য তিনি মিসেস লিডনারকে দায়ী করতেন, সেই কারণেই ঘৃণা করতেন।

এইখানেই আমি প্রয়োজনীয় মোটিভ পেয়ে গিয়েছিলাম। বিশেষ কোনও মুহূর্তে রিচার্ড ক্যারে তার হাতের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ঐ সুন্দর মুখে যে আঘাত হানতেই পারেন, সে ব্যাপারে আমার দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছিল। আগাগোড়াই একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম, লুইস লিডনারের খুনি কোনও অপরাধপ্রবণ মানুষ। মিঃ ক্যারের মধ্যে আদর্শ খুনির প্রবণতা আমি লক্ষ্য করেছি। আর একজন মাত্র বাকি রইলেন, ফাদার ল্যাডগনি। বিশেষ একটি কারণে তার ওপর সরাসরি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একটি অচেনা লোককে উঁকি মারতে দেখা গিয়েছিল, তার সম্বন্ধে নার্স লেথারান এবং ফাদারের বর্ণনার মধ্যে চূড়ান্ত অসঙ্গতি ছিল। প্রতিটি ব্যাপারেই অবশ্য সাক্ষ্যদের বিবৃতির মধ্যে কিছু অসংগতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তফাৎটা আকাশপাতাল। আরো বেশি কি, একটি বিশেষ দিকে ফাদার ল্যাডিগনি জোর দিয়েছিলেন,—লোকটি ট্যারা—যা থেকে খুব সহজেই কাউকে চিহ্নিত করা যায়।

লোকটির সম্বন্ধে নার্স লেথারানের বর্ণনা যেখানে অনেকটাই ঠিক, সেখানে ফাদার

ল্যাডিগনির বর্ণনা তার ধারে কাছেও নেই। যেন তিনি ইচ্ছে করেই আমাদের ভুল পথে চালিত করছেন। যেন তিনি চান না লোকটি ধরা পড়ুক।

অথচ লোকটাকে যে তিনি চেনেন না, তা নয়। তাকে লোকটার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল, সে ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন, তা মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই।

নার্স লেথারান এবং মিসেস লিডনার যখন ইরাকি লোকটাকে দেখেছিলেন, তখন উনি কি করছিলেন? ওঁরা ভেবেছিলেন বুঝি মিসেস লিডনারের জানলা দিয়ে উঁকি মারছেন, কিন্তু আমি ঠিক ঐ জায়গা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি, অ্যান্টিক ঘরটাও কিন্তু দেখা যায় সমানভাবে।

পরের দিন রাতেই কেউ অ্যান্টিক ঘরে ঢুকেছিলেন। কিছু খোয়া গিয়েছিল বলে প্রমাণ হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, ডঃ লিডনার পৌঁছবার আগেই ফাদার ল্যাডিগনি সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফাদার ল্যাডিগনি একটা আলো দেখার গপ্পো ফেঁদেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও তার কথার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গতি নেই।

ওর প্রতি আমার সন্দেহ হতে শুরু করে। একদিন আমি বলেছিলাম, ফাদার ল্যাডিগনি ফ্রেডেরিক বসনার হতে পারেন। ডঃ লিডনার আমার কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ফাদার ল্যাডগনি অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তি।

এই অভিযানের কোনও সদস্য কি ফাদার ল্যাডিগনিকে এখানে আসার আগে চিনতেন? চিনতেন না। সেক্ষেত্রে কোনও একজন প্রতারণার উদ্দেশ্যে ফাদার সেজে তো থাকতেই পারেন। একটি টেলিগ্রাম আমি খুঁজে পেয়েছি, ডঃ বার্ড হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কারথেজে পাঠানো হয়েছিল সেটি। তার এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। কোনওভাবে টেলিগ্রামটি মাঝপথে আটকে দিয়ে তিনিই ফাদার সাজেননি তো? দলের সঙ্গে কোনও লিপিবিশারদ ছিলেন না। ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে কোনও চতুর লোক এই ফন্দি আঁটতে পারেন। এখানে স্বল্পসংখ্যকই শিলালিপি পাওয়া গেছে। তাতেই আমার সন্দেহ হয়েছে যে, এই কাজে তিনি মোটেই দক্ষ নন।

সব মিলিয়ে তাকে আমার জুয়াচোর বলেই মনে হয়েছে।

কিন্তু তিনি কি ফ্রেডরিক বসনার?

'সবদিক মিলিয়ে দেখলে সে রকম কিছু মনে হয় না।

ফাদার ল্যাডিগনির সঙ্গে আমি দীর্ঘসময় ধরে কথা বলেছি। আমি একজন একনিষ্ঠ ক্যাথলিক, সেই সূত্রে আমি অনেক পুরোহিত এবং এই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষজনকে চিনি। তার হাবভাব কথাবার্তা থেকে তাকে আমার ধর্মযাজক বলে মোটেই মনে হয়নি, বরং অন্য জগতের লোক বলেই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল। যাদের অবস্থান ধার্মিক মানুষদের থেকে অনেক, অনেক দূরে।

আমি টেলিগ্রাম পাঠাতে শুরু করেছিলাম।

এরপর অসতর্কভাবে নার্স লেথারান আমাকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান ক্লু

boiRboi.net

দিয়েছিলেন। আমরা অ্যান্টিক ঘরে সোনার জিনিসপত্রগুলি দেখছিলাম, তিনি একটি সোনার কাপে মোমের চিহ্ন দেখতে পান। আমি বলেছিলাম, 'মোম?' আর ফাদার ল্যাডিগনি বলেছিলেন 'মোম?' তার বলার ধরনেই মুহূর্তের মধ্যে আমি বুঝে যাই, তার কীর্তি।'

পোয়ারো থামলেন, তারপর সরাসরি ডঃ লিডনারকে তিনি বললেন, 'দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে সোনার কাপ, সোনার ছোরা এবং মাথার গয়নাগুলি আসল নয়। খুব চাতুর্যের সঙ্গে ওগুলি নকল করা হয়েছে। আমার শেষ টেলিগ্রামের উত্তর থেকে আমি এইমাত্র জানতে পারলাম যে, ফাদার ল্যাডিগনি আর কেউ নন, তিনি রাউল মেনিয়ের, ফরাসী পুলিশের খাতায় অন্যতম ধূর্ত চোর। মিউজিয়াম থেকে বহুমূল্য নিদর্শন চুরির ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত। তার সঙ্গে এই অপকর্মে যোগ দিয়েছেন আলি ইউসুফ, আধা তুর্কী, প্রথম শ্রেণীর জহুরী। লুভর মিউজিয়ামে বিশেষ কয়েকটি জিনিস যখন প্রমাণ হলো জাল, তখনই মেনিয়েরকে প্রথম জানা যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোনও না কোনও সম্মানীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ মিউজিয়ামটি পরিদর্শন করে গেছেন। যাঁদের আগে ঐ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর চিনতেন না। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় ঐ সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকরা কেউই ঐ সময়ে মিউজিয়াম পরিদর্শন করেননি।

ফাদার ল্যাডিগনি অসুস্থ থাকায় বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু মেনিয়ের যেভাবেই হোক টেলিগ্রামটি হাতাতে সমর্থ হন, এবং ফাদার ল্যাডিগনি সেজে বসেন। তিনি বেশ নিশ্চিন্তেই এই কাজ করেছিলেন। যদি কোনও সন্ন্যাসি খবরের কাগজে পড়েও থাকেন যে, ফাদার ল্যাডিগনি এখন ইরাকে, ভুল খবর ছেপেছে বলে তারা উড়িয়ে দিয়েছেন। এমন তো প্রায়ই হয়ে থাকে।

মেনিয়ের এবং তার সঙ্গী পৌঁছলেন। এঁকেই জানলা দিয়ে অ্যান্টিক ঘরে উঁকি দিতে দেখা গিয়েছিল। ফন্দি আঁটা হয়েছিল ফাদার ল্যাডিগনি মোমের ছাপ তুলবেন। আলি এরপর তার হুবহু নকল তৈরি করবেন। সবসময়ই এমন কিছু খরিদ্দার পাওয়া যায়, যারা এইসব আসল নিদর্শনের জন্য প্রচুর দাম দিয়ে থাকেন এবং কোনও অস্বস্তিকর প্রশ্নও করেন না। এরপর আসলটা তুলে নিয়ে সেই জায়গায় নকলটি বসাবার জন্যই তিনি ঐদিন রাতে অ্যান্টিক ঘরে গিয়েছিলেন।

মিসেস লিডনার তার চলাফেরার শব্দ পান। সবাইকে সাবধান করে দেন। এই অবস্থায় তিনি কি করতে পারেন? তড়িঘড়ি এই গপ্পোটি ফাঁদেন যে, ঘরে একটি আলো দেখেছিলেন।

অন্যরা কিছু না বুঝলেও মিসেস লিডনার কিন্তু নির্বোধ ছিলেন না। মোমের চিহ্নর কথা তার নিশ্চয় মনে ছিল, এবং দুয়ে দুয়ে চার করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় তিনি কি করেছিলেন? যেটুকু তাকে বুঝেছি, তিনি সেই মুহূর্তে কিছুই করেননি। মাঝে মাঝে শুধু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতেন এবং তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন ব্যাপারটা। এ এক বিপজ্জনক খেলা. কিন্তু তিনি এই খেলাই উপভোগ করতেন।

boiRboi.net

শুধু তাই নয়, তিনি অনেকদিন ধরেই খেলাটা খেলছিলেন। ফাদার ল্যাডিগনি তাই আর কালক্ষেপ না করে চূড়ান্ত আঘাতও হানতে পারেন।'

'ফাদার ল্যাডিগনি হলেন রাউল মেনিয়েরর একটা চোর। তিনি কি খুনিও?'

ঘরটা পায়চারি করতে করতে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল মুছে আবার শুরু করলেন: 'আজ সকাল পর্যন্ত এই ছিল আমার অবস্থা। আটটি আলাদা আলাদা সম্ভাবনা, এর মধ্যে কোনটি সঠিক তা আমি জানতাম না।

কিন্তু খুন এক ধরনের অভ্যাস। যে একবার খুন করেছে, সে সুযোগ পেলে আবারও খুন করবে। দ্বিতীয় খুনের মাধ্যমে খুনি আমার চোখে ধরা পড়ে গেল।

আগাগোড়াই আমার মনে হয়েছিল এদের মধ্যে কেউ কিছু অন্তত জেনে ফেলেছেন, কিন্তু তা প্রকাশ করছেন না। এঁরা কিন্তু বিপদের মধ্যেই থাকেন।

আমার আশঙ্কা ছিল নার্স লেথারানকে নিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয়জন যিনি খুন হলেন তিনি মিস জনসন। এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও, আমার কাজ কিন্তু অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

আমি কিন্তু কখনোই ভাবিনি যে মিস জনসন আত্মহত্যা করতে পারেন। আসুন, এবারে আমরা দ্বিতীয় খুনের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখি।

এক: রবিবারের বিকেলে নার্স লেথারান তাকে কান্নাকাটি করতে দেখেছিলেন, আবার সেই দিনই তিনি চিঠির একটি টুকরো পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। নার্সের মতে সেই চিঠিটির হাতের লেখা আর বেনামি চিঠিগুলির হাতের লেখা একই ব্যক্তির।

দুই: তার মৃত্যুর আগের দিন তাকে অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় ছাদে দেখেছিলেন নার্স লেথারান। নার্স ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন, 'দেখলাম, কিভাবে একজন ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে, অথচ কেউ টেরটি পর্যন্ত পাবে না। এর বেশি আর কিছু তিনি বলেননি।

'তিন: মারা যাবার সময় কোনওরকমে বলতে পেরেছিলেন 'জানলাটা—জানলা—'

এ সব তথ্য থেকে কয়েকটি প্রশ্ন আসে। চিঠিগুলি আসলে কী? ছাদ থেকে মিস জনসন কি দেখেছিলেন?' জানলা—জানলা—উনি কি বলতে চেয়েছিলেন?

প্রথমে দ্বিতীয় প্রশ্নটিকেই খতিয়ে দেখা যাক। নার্স লেথারানের সঙ্গে ছাদে গিয়ে যেখানে মিস জনসন দাঁড়িয়েছিলেন আমিও সেইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম। সেখান থেকে তিনি উঠোন, সদর দরজা, এই বাড়িটির উত্তর দিকটা এবং দু'জন কর্মচারিকে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি কি ফাদার ল্যাডিগনি সম্বন্ধেই কিছু বলতে চেয়েছিলেন?

মিস জনসন কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ফাদার ল্যাডিগনি একজন ছদ্মবেশি প্রতারক? আমি এই সিদ্ধান্তেই প্রায় এসে গিয়েছিলাম যে, রাউল মেনিয়েরই খুনি। প্রথমে তিনি হত্যা করেন মিসেস লিডনারকে, যাতে চিরতরে তার মুখ বন্ধ করা যায়।

পরে দেখা গেল, আরও একজন রহস্যটা আঁচ করতে পেরেছে, অতএব তাকেও সরতে হবে।

দ্বিতীয় খুনটা তিনি করেন ঘাবড়ে গিয়ে, অস্থিরমতির পরিচয় দেন। এবং রক্তমাখা জাতাটা মিস জনসনের খাটের তলায় এনে রেখে দেন, যাতে সন্দেহটা গিয়ে পড়ে তারই উপর। আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম, কিন্তু একেবারে নয়। সঠিক সমাধান তাকেই বলা যেতে পারে, যেখানে সমস্ত খুঁটিনাটিরই পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়,—এখানে কিন্তু তা হয়নি।

যেমন বলা যেতে পারে মিস জনসন কেন জানলাটা, জানলাটা বলেছিলেন। ছাদে তাকে সাংঘাতিক ভয়ার্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। নার্স লেথারান তাকে জিজ্ঞেস করতেও তিনি কিছু বলতে চাননি—এইগুলো কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। তারপর আমি ছাদে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা বোঝার জন্য। তিনটে জিনিস তখন আমার মাথায় ঘুরছে—চিঠি, ছাদ আর জানলা। হঠাৎই আমার নজরে পড়ে গেল, মিস জনসন ঠিক যা দেখেছিলেন। এইবার আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল।

আঠাশ ॥ ভ্রমণের সমাপ্তি

পোয়ারো চারিদিকে তাকিয়েছিলেন। প্রতিটি চোখ তার ওপর স্থির হয়ে আছে। আবার টানটান উত্তেজনা।

কিছু একটা ঘটতে চলেছে...কিছু...পোয়ারো শান্ত, অনুত্তেজিত স্বরে বলে চলেছিলেন, 'চিঠি, ছাদ, 'জানলা...হ্যাঁ, সবই বোঝা যাচ্ছে, জলের মতো সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। একটু আগেই বলেছিলাম, অপরাধের সময় বিচার করলে তিনজনের অ্যালিবাই আছে। তাদের মধ্যে দু'জনের অ্যালিবাই যে অযৌক্তিক তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এখন আমার সবচেয়ে বড়—সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ভুলের কথা বলি। তৃতীয় জনের অ্যালিবাইটাও অযৌক্তিক। শুধু এই নয়, ডঃ লিডনারও খুন করতে পারেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনিই খুন করেছেন।'

নৈঃশব্দ।

আমরা সবাই বিভ্রান্ত, অসহায়। ডঃ লিডনার চুপ। দেখে মনে হচ্ছে, এখনও তিনি সেই কোন দূরের জগতেই বিচরণ করছেন। ডেভিড এমট্ অস্বস্তির সঙ্গে ছটফট করতে করতে বলে উঠলেন, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চাইছেন মিঃ পোয়ারো। আমি আপনাকে বলেছিলাম, সেই সময় ছাদ ছেড়ে তিনি কখনোই কোথাও যাননি। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি, মিথ্যে বলছি না।'

পোয়ারো মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি, আপনি মিথ্যে বলছেন না। ডঃ লিডনার ছাদ ছেড়ে কখনই কোথাও যাননি। এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু আমি আর মিস জনসন যা দেখেছিলাম তা হলো, ছাদ থেকেই ডঃ লিডনার তার স্ত্রীকে খুন করতেই পারেন। জানলা—জানলা, কেন মিস জনসন বলেছিলেন তখনই তা

বুঝেছিলাম। উঠোন থেকে কিছুটা দূরে একপাশে তার ঘরের জানলাটি। এবং ডঃ লিডনার সেখানে একাই ছিলেন, তার কৃতকর্মের কোনও সাক্ষী ছিল না। সেখানে ভারি ভারি জাঁতা, হাতুড়ি ইত্যাদির কোনও অভাব ছিল না। এত সাধারণ, একেবারে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। খুনির মৃতদেহ সরিয়ে দেওয়ার সুযোগও পেয়েছিলেন। সত্যিই কি অবিশ্বাস্য রকমের সরল, সেইজন্য সুন্দরও।

শুনুন, ব্যাপারটা এইরকম:

ডঃ লিডনার ছাদে মৃৎপাত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। তিনি আপনাকে ডেকেছিলেন, মিঃ এম্মট্, আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় উনি লক্ষ্য করেছিলেন, ছোট ছেলেটি আপনি না থাকলেই বাইরে চলে যায়। তিনি দশ মিনিট আপনার সঙ্গে ছিলেন, তারপর আপনাকে উনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর নিচে গিয়ে যখন আপনি চেঁচিয়ে ছেলেটিকে ডাকছিলেন, তখনই উনি কাজে নেমে পড়েন। যে প্লাসটিসিনের মুখোশ দিয়ে উনি এর আগেও তার স্ত্রীকে ভয় দেখিয়েছিলেন, সেটি পকেট থেকে বার করে প্যারাপেটের ধার থেকে ঝোলাচ্ছিলেন যতক্ষণ না সেটি মিসেস লিডনারের জানলায় লেগে ঠকঠক করে আওয়াজ করে।

মনে রাখবেন, তার ঘরের জানলাটি কিন্তু উঠোনের দিকে মুখ করা নয়, গ্রামের দিকে। মিসেস লিডনার আধাঘুমন্ত অবস্থায় শুয়েছিলেন। নিশ্চিন্ত আরামে। হঠাৎই মুখোশটা জানলায় টোকা দিতে উনি সাড়া পান। কিন্তু তখন সন্ধেবেলা নয়, ভরদুপুর। ভয় পাওয়ার কিছু ছিল না। বুঝতে পেরেছিলেন, কেউ তার সঙ্গে কুৎসিৎ ঠাট্টা করছে। সেই সময়ে অন্য যে কোনও মহিলা হলে যা করতেন, উনিও তাই করেছিলেন। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে জানলাটা খুলেছিলেন। গরাদ দিয়ে মুখটা বার করে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন কে তার সঙ্গে নোংরা ঠাট্টায় নেমেছে।

অপেক্ষায়—ছিলেন ডঃ লিডনার। প্রচণ্ড ভারি জাঁতাটা নিয়ে একেবারে তৈরি। মাথাটা তুলতেই তিনি জাতাটা মিসেস লিডনারের মাথার ওপর ফেলে দেন।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ (মিস জনসন শুনতে পেয়েছিলেন) করে মিসেস লিডনার জানলার নিচে কম্বলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান।

ঐ জাঁতাটার মাঝখানে একটা গর্ত ছিল, যেটা দিয়ে ডঃ লিডনার আগে থেকেই দড়ি বেঁধে রেখেছিলেন। যার ফলে তার কাজের অনেকটাই সুবিধে হয়ে যায়। তারপর জাঁতাটা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, ছাদে ঐ ধরনের অনেক জিনিসের মধ্যে।

তারপর তিনি ঘণ্টাখানেক বা তারও কিছু বেশিসময় ধরে কাজ করেছিলেন, যতক্ষণ না তার দ্বিতীয় কাজটির সঠিক মুহূর্ত উপস্থিত হয়। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে মিঃ এম্মট্ এবং নার্স লেথারানের সঙ্গে কথা বলেন, উঠোন পেরিয়ে তার স্ত্রীর ঘরে ঢোকেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজে কি বলেছেন শোনা যাক।

'আমি দেখলাম আমার স্ত্রীর মৃতদেহ খাটের পাশে জবুথবু হয়ে পড়ে আছে। দু'-এক মুহূর্তের জন্য আমি এমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম যে, নড়ার ক্ষমতাও ছিল না।

যাইহোক, শেষমেষ তার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথাটা তুলে ধরি। দেখলাম তিনি মৃত...অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। টলছিলাম মাতালের মতো। কোনওরকমে ঘরের বাইরে এসে ডাকলাম।'

অপ্রত্যাশিতভাবে শোক পাওয়া মানুষের সঠিক বর্ণনা একেবারে। এখন আমার বিশ্বাসমতে যা সত্য তা শুনুন। ডঃ লিডনার ঘরে ঢুকেছিলেন, তাড়াতাড়ি জানলার কাছে চলে যান। হাতে একজোড়া দস্তানা পরে নেন, তারপর তার স্ত্রীর মৃতদেহ খাট এবং দরজার মাঝামাঝি জায়গায় তুলে আনেন। এরপর লক্ষ্য করেন, জানলার ধারে একটা কম্বলে সামান্য রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। অন্য একটা কম্বল দিয়ে যে সেটা পাল্টে দেবেন, তার উপায় ছিল না, কেন না সেগুলো ছিল ভিন্ন আকৃতির। কিন্তু তারপরই তিনি সবচেয়ে সুন্দর কাজটি সেরেছিলেন। রক্তমাখা কম্বলটা তিনি ওয়াশস্ট্যান্ডের সামনে নিয়ে গিয়ে রাখলেন, আর ওয়াশস্ট্যান্ডের কম্বলটা নিয়ে গেলেন জানলার ধারে। যদি রক্তের দাগটা নজরে আসে তবে তা ওয়াশস্ট্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলেই মনে হবে, জানলার সঙ্গে নয়—একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জানলাটি যে এই মামলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক তা কারুর মাথাতেই আসবে না। তারপর তিনি ঘরের বাইরে এসে একজন শোকাতুরা স্বামীর যা যা করা উচিত নিখুঁতভাবে সবকিছু তিনি করেন। আমার মতে, তা করতে ওঁনার কোনও অসুবিধেই হয়নি, কারণ উনি সত্যিই তার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।'

'এ আবার কি!' অধৈর্য গলায় বলে উঠলেন ডঃ রিলি। 'তার স্ত্রীকে ভালই যদি বাসবেন তো মারবেন কেন? কি লিডনার, তুমি কি কথাও বলতে পারছ না। বলো, যে উনি একজন পাগল ছাড়া কিছু নন।'

ডঃ লিডনার নিশ্চুপ বসে ছিলেন।

পোয়ারো বললেন, 'আমি আপনাদের বলেছিলাম না, যে এই অপরাধের পেছনে কাজ করছে তীব্র আবেগ। তার প্রথম স্বামী ফ্রেডেরিক বসনার, কেন তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিতেন? কেননা তিনি তাকে ভালবাসতেন...এবং শেষমেশ আপনারা দেখলেন তার হুমকি শুধুমাত্র ভয় দেখানো বুলি ছিল না...

যখনই আমি বুঝতে পারলাম ডঃ লিডনারই খুনি, তখনই সব মিলে গেল, কোনও অসুবিধেই থাকল না। মিসেস লিডনারের প্রথম বিয়ের কথা মনে করুন—হুমকিওলা চিঠি—তার দ্বিতীয় বিয়ে। ঐ চিঠিগুলির ভয়েই তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারেননি—কিন্তু ডঃ লিডনারকে বিয়ে করার সময় চিঠিগুলি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কারণ—খুব সহজ, ডঃ লিডনারই হলেন ফ্রেডেরিক বসনার।

আর একবার আমরা ভ্রমণ শুরু করি—ফ্রেডেরিক বসনারের যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে যাই।

তিনি তার স্ত্রী লুইসকে পাগলের মতো ভালবাসতেন, যে ধরনের ভালবাসা তার মতো মহিলারাই পারেন উদ্রেক করতে। তার স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ভদ্রলোকের

মৃত্যুদণ্ড হয়। কিন্তু যেভাবেই হোক, তিনি বেঁচে যান। একটি ট্রেন দুর্ঘটনার বলি হয়ে পড়েন। কিন্তু এক্ষেত্রেও রক্ষা পেয়ে যান এবং নতুন একটি পরিচয়ে নিজেকে গড়ে তুলতে সমর্থ হন। একজন সুইডিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ, এরিক লিডনার, ট্রেন দুর্ঘটনায় এঁর দেহ বিশ্রিভাবে বিকৃত হয়ে যায় এবং ফ্রেডেরিক বসনারকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, এই খবরটি প্রচারিত হওয়ায় তার খুবই সুবিধে হয়েছিল। এখন এই নতুন এরিক লিডনারের মনোভাব কেমন হবে সেই মহিলার প্রতি, যিনি তাকে মৃত্যুমুখে পাঠাতে চেয়েছিলেন? প্রথম এবং প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি কিন্তু এখনও তার স্ত্রীকে ভালবাসেন। নতুন জীবন গড়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট হলেন। অত্যন্ত যোগ্য মানুষ তিনি, এই কাজটিও তার উপযোগী, এবং অচিরেই সাফল্য পেলেন। কিন্তু তিনি তার জীবনের প্রবল আবেগকে দমিয়ে রাখতে পারেননি। তার স্ত্রীর গতিবিধির খবরাখবর রাখতেন। একটা ব্যাপারে তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিছুতেই কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন তার স্ত্রীকে না পেতে পারেন। যখনই সে রকম কোনও সম্ভাবনা দেখা যেত, তখনই তিনি হুমকি দেওয়া চিঠি পাঠাতেন। তার স্ত্রীর হাতের লেখার কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি সযত্নে নকল করেছিলেন, যাতে চিঠিগুলি পুলিশের হাতে পড়লেও তারা ভাবে ওগুলো তারই লেখা। মহিলারা নিজেদেরকে এই ধরনের বেনামী চিঠি প্রচুর লিখে থাকেন, সুতরাং চট করে পুলিশ ঐ সিদ্ধান্তেই চলে আসত। সেই সঙ্গে তার স্ত্রীকে সন্দেহের মধ্যেও রাখা গেল যে, সত্যিই তার স্বামী মারা গেছেন নাকি বেঁচেই আছেন।

শেষ পর্যন্ত, অনেক বছর পরে, তিনি মনে করেছিলেন উপযুক্ত সময় এসেছে। ভদ্রমহিলার জীবনে তিনি আবার প্রবেশ করলেন। সবকিছুই ঠিকঠাক চলেছিল। তার স্ত্রী স্বপ্নেও তার আসল পরিচয় বুঝতে পারেননি। এখন তিনি প্রত্নতত্ত্ব জগতে বেশ নামডাকওয়ালা মানুষ। যৌবনের সেই সুদর্শন মানুষটি আজ মধ্যবয়স্ক, একমুখ দাড়ি আর ঝুঁকে পড়া কাঁধ নিয়ে একেবারে অন্য চেহারায় উপস্থিত। আমরা দেখলাম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো। প্রথম বারের মতো দ্বিতীয়বারেও লুইস তাকে বিয়ে করতে রাজী হলেন। এবং এই প্রথম বিয়ে আটকাতে কোনও চিঠি এল না।'

'কিন্তু পরে একটি চিঠি এসেছিল, কেন?'

'আমার মতে ডঃ লিডনার কোনও চান্স নিতে চাননি। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মধ্য দিয়ে লুইসের পুরনো স্মৃতি জেগে উঠতে পারে। তিনি তার স্ত্রীকে চিরকালের জন্য নিঃসংশয় করতে চেয়েছিলেন যে, এরিক লিডনার আর ফ্রেডেরিক বসনার দু'জনে আলাদা ব্যক্তি। গ্যাস লিকের ঘটনাও ডঃ লিড়নারেরই সাজানো, উদ্দেশ্য একই।

এই ঘটনার পরে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আর কোনও চিঠির দরকার ছিল না। তার দু'জন সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন।

কিন্তু বছর দুই পরে আবার চিঠি এল।

কেন? উত্তর মনে হয় জানি। চিঠিটিতে যে হুমকি তাকে আতঙ্কে দিশাহারা করে তুলত তা হলো, লুইস যদি তার পরিবর্তে অন্য কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে

পড়েন, তবে তাকে মরতে হবে। এবং লুইস রিচার্ড ক্যারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করার পর ডঃ লিডনার ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে খুনের পরিকল্পনা ছকেছিলেন।

আপনারা দেখুন, নার্স লেথারান এই নাটকে কেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথমেই যে ব্যাপারটা আমার খটকা লেগেছিল, তা হলো ডঃ লিডনার তার স্ত্রীর দেখাশোনা করার জন্য একজন নার্সকে কেন নিয়োগ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর প্রথম যখন সবাইকে জানাবেন, তখন এমন কেউ সাক্ষী হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকুন, যিনি নিঃসন্দেহে জানাবেন যে, তার স্ত্রীর মৃত্যু অন্তত একঘণ্টা আগেই হয়েছে—তার মানে যখন তার মৃত্যু হয়, তখন প্রত্যেকেই যাতে শপথ করে বলতে পারেন, সেই সময় তিনি ছাদেই ছিলেন। একটা সন্দেহের কাঁটা উঁকি মারতেও পারত যে, যখন উনি ঘরে ঢুকেছিলেন তখন খুনটা করেছিলেন, কিন্তু তারও সম্ভাবনা থাকছে না কেননা ট্রেনিংপ্রাপ্তা একজন হাসপাতালের নার্সই জোর দিয়ে বলছেন, মৃত্যু হয়েছে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি আগে।

আরেকটা দিক সবাই বলেছেন, এই বছর একটা অদ্ভুত আতঙ্কময় পরিবেশের কথা, অথচ বেশ কয়েক বছর ধরেই এই অভিযানের সুনাম ছিল, আনন্দের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে সবাই কাজ করতেন। ঐ গা ছমছমে কাণ্ডকারখানার জন্য আমি কখনোই পুরোপুরি মিসেস লিডনারকে দায়ী করিনি। আমার মতে, কর্মস্থলের যিনি প্রধান তার মনোভাব এবং মানসিক অবস্থার ওপরই সেখানকার পরিবেশ নির্ভর করে। ডঃ লিডনার অত্যন্ত যোগ্য এবং মধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সুতরাং আগেকার বন্ধুত্বপূর্ণ, হার্দ্য পরিবেশের কৃতিত্ব তারই। আবার পরে যে পরিবর্তন এসেছিল, তার জন্যও দায়ী তিনিই। অর্থাৎ ডঃ লিডনার। এই যে টেনশন আর অস্বস্তি সবাইকে দমবন্ধ করে রেখেছিল, তার কারণ ডঃ লিডনার, মিসেস লিডনার নয়। কর্মচারিরা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা ধরতে পারেননি। বাইরের বিনয়ী, দয়ালু ভাবটি যথাযথভাবেই বজায় রেখে চলেছিলেন। ভেতরের আসল মানুষটি কিন্তু হত্যার দৃশ্যের প্লট সাজাচ্ছিলেন।

এবার আমরা দ্বিতীয় খুনের মুখোমুখি এসে পড়েছি, অর্থাৎ মিস জনসন। ডঃ লিডনারের কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য জরুরী প্রয়োজনে তার বসকে না বলেই কিছু কাগজপত্র তিনি নিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই সেই কাগজগুলির মধ্যে তার স্ত্রীকে লেখা কোনও একটি অসমাপ্ত বেনামী চিঠি অসাবধানে চলে এসেছিল। তিনি চিঠিটি পড়ে প্রচণ্ড মর্মাহত হন। ডঃ লিডনার তার স্ত্রীকে ভয় দেখাচ্ছেন! এ তার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়। তিনি ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও, ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন। এই রকম মানসিক অবস্থাতেই নার্স লেথারান তাকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখেছিলেন।

এই অবস্থাতেও তার মন কিন্তু কাজ করে চলেছিল—ধীরে ধীরে সত্যকে খুঁড়ে বার করতই। হয়ত তিনি ডঃ লিডনারকে চিঠির ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন,

ডঃ লিডনার তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার হাবভাব পাল্টে গিয়েছিল। হয়ত মিস জনসন দেখে ফেলেছিলেন যে উনি হঠাৎই ভয় পেয়ে গেছেন।

কিন্তু ডঃ লিডনার তার স্ত্রীকে খুন করতে পারেন না, তিনি তো সারাক্ষণই ছাদে ছিলেন। এরপর একদিন, বিভ্রান্তির মধ্যে যখন ছাদে পায়চারি করছেন, হঠাৎই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো তার কাছে সত্য উন্মোচিত হয়েছিল। বুঝতে পেরে যান, ছাদ থেকেই তাঁকে খুন করা হয়েছে।

এই সময়ই নার্স লেথারান তাকে দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজেকে সামলে নেন এবং প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। নার্স লেথারান কিছুমাত্র আন্দাজ করতে পারেননি, এইমাত্র তিনি কি সাংঘাতিক জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

ইচ্ছে করেই তিনি তখন উল্টোদিকে (উঠোনের দিকে) তাকিয়ে তাকে বলেছিলেন যে, ফাদার ল্যাডিগনি উঠোন পেরোচ্ছেন। এর বেশি তিনি কিছু বলতে চাননি। ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝে ওঠার জন্য সময় নিয়েছিলেন।

'কিন্তু ডঃ লিডনার তাকে উদ্বিগ্নচিত্তে লক্ষ্য করে চলেছেন। বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি ধরে ফেলেছেন। একথা সত্যি যে, মিস জনসন তার অমতে সে কথা প্রকাশ করতেন না, কিন্তু কতক্ষণ তার ওপর ভরসা করা যেতে পারে?

খুন এক ধরনের অভ্যেস। সেই রাতে তিনি মিস জনসনের জলের গেলাস পাল্টে সেখানে অ্যাসিড ভর্তি একটি গেলাস রেখে দিয়েছিলেন। এতে তিনি আত্মহত্যা করেছেন এই সন্দেহ দৃঢ় হবে। এর ওপর আবার জাঁতাটাও এনে তার খাটের তলায় রেখে দেন, যাতে এমন একটা সম্ভাবনা উঁকি দেয় যে প্রথম খুন করে তিনি এতই অনুতপ্ত ছিলেন যে আত্মহত্যার পথই বেছে নেন।

মৃত্যুশয্যায় তিনি তার অতি কষ্টার্জিত আবিষ্কারের কথা কোনওরকমে ইঙ্গিতে বলে যেতে পেরেছিলেন। 'জানলা।' অর্থাৎ মিসেস লিডনার খুন হয়েছেন দরজা দিয়ে নয়—জানলা দিয়ে। এবং এইভাবেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল...দুয়ে দুয়ে চার-এর মতো ঠিকঠাক মিলে গেল...মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে নিঁখুত।

কিন্তু এর কোনও প্রমাণ নেই...আদৌ কোনও প্রমাণ নেই....'

আমাদের কারো মুখে কোনও কথা নেই। আতঙ্কের সমুদ্রে আমরা তলিয়ে গেছি...হ্যাঁ, শুধু আতঙ্ক কেন, অনুকম্পাও ছিল।

ডঃ লিডনারের মুখে রা নেই, স্থানুর মতো বসে আছেন। বিধ্বস্ত, ক্লান্ত। বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে তার।

শেষমেশ কোনওরকমে তিনি পোয়ারোর দিকে বিনয়ী, অবসন্ন চোখ তুলে তাকালেন।

'না।' তিনি বললেন, 'কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আপনি

boiRboi.net

জানেন, আমি সত্যকে অস্বীকার করি না...আমি কখনোই সত্যকে অস্বীকার করিনি...সত্যিই, আমি বরং আনন্দিত...ওঃ এত ক্লান্ত লাগছে...'

তারপর সোজাসুজি বললেন, 'অ্যানের জন্য আমি দুঃখিত। কাজটা খুবই খারাপ হয়েছে। ও কাজ আমি করিনি। দুর্ভাগা অ্যান। আমি নয়, আমি নয়—আতঙ্ক, আতঙ্ক কাজ করিয়ে নিয়েছে আমাকে দিয়ে।'

উনত্রিশ

এরপর আর সত্যিই তেমন কিছু বলার নেই।

ফাদার ল্যাভিগনি আর সেই লোকটা ধরা পড়েছিল। বেইরুটে তারা সবে একটা স্টীমারে উঠতে যাচ্ছিল।

শীলা রিলি এম্মট্‌কে বিয়ে করেছিলেন। আমার মতে তার পক্ষে এ বিয়ে ভালই হয়েছে। বেচারা কোলম্যান খুব কষ্ট পেয়েছিল।

বছরখানেক আগে তিনি অ্যাপেন্ডিসাইটিসে ভুগছিলেন, তার শুশ্রূষা করেছিলাম। তার বাড়ির লোকেরা তাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেন।

আর কোনওদিনই আমি প্রাচ্যে যাইনি। মজার ব্যাপার—মাঝে মাঝে সেখানকার কথা মনে পড়ে যায়, মেয়েদের কাপড় কাচা, অদ্ভুত চোখে উটেদের তাকিয়ে থাকা, খুব যেতে ইচ্ছে করে।

মিঃ পোয়ারো সিরিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন, সপ্তাখানেক বাদে তিনি দেশে ফিরে যান, একটি নতুন খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েন। একথা অস্বীকার করি না, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তবে যেভাবে তিনি আমায় ঐ মামলায় জড়িয়ে ছিলেন, তার জন্য আমি তাকে কোনওদিন ক্ষমা করতে পারব না।

মিসেস লিডনার সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবেছি। সত্যিই তিনি কেমন মহিলা ছিলেন, বুঝে উঠতে পারি না।...কখনো মনে হয় তিনি ভয়ঙ্কর ছিলেন—পরক্ষণেই আবার মনে হয়, আমার সঙ্গে কেমন মিষ্টি ব্যবহার করতেন তিনি, কি সুন্দর কণ্ঠস্বর ছিল তার, সুন্দর চুল, সবকিছুই দারুণ—আমার তাকে দোষী বলে মনে হয় না, বরং দয়া হয়....

আর ডঃ লিডনারের জন্য তো অসম্ভব মন খারাপ লাগে। আমি জানি তিনি দু'-দুটো খুন করেছেন, তবুও তার স্ত্রীর প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ ছিল। অন্ধর মতো আবেগও বুঝি সর্বনাশের দিকেই নিয়ে যায়।

না, অনেক বাজে কথা হয়ে যাচ্ছে, এবার শেষ করতেই হয়। শেষ করার মতো সত্যিই যদি একটা ভাল উক্তি পেতাম। মিঃ পোয়ারো যেমন বলতেন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নাম করে...

সেইরকম কিছু আর কি।

boiRboi.net

মার্ডার ইন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস

Murder In The Orient Express

প্রথম অধ্যায়

তাউরাস এক্সপ্রেসে জনৈক গুরুত্বপূর্ণ যাত্রী

সিরিয়া। শীতকালের সকালে ঘড়িতে এখন পাঁচটা বাজে। আলেপ্পোর প্ল্যাটফর্মের পাশে রাজকীয় ভঙ্গিতে যে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে, তাকে রেলওয়ে গাইডের ভাষায় বলা হয়—তাউরাস এক্সপ্রেস। ট্রেনে একটি কিচেন এবং ডাইনিং কার আছে। এর সঙ্গে আছে একটিমাত্র স্লিপিং কামরা ও দুটি লোকাল কোচ্।

যে সিঁড়িটা স্লিপিং-কার-এর কাছে পৌঁছেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে একজন ফ্রেঞ্চ লেফটেন্যান্টকে, বেশ চকচকে ইউনিফর্ম; একটি ছোট-রোগা টাইপের লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। লোকটির কান পর্যন্ত ঢাকা, তাই কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু নাকের গোলাপী রঙের ডগাটা ছাড়া। পাক দেওয়া গোঁফের দুটো প্রান্ত অবশ্য চোখে পড়ছে।

দারুণ ঠাণ্ডা। জমাট বেঁধে গেছে সব। লোকটি একজন বিশিষ্ট জনকে বিদায় জানাতে এসেছে; কাজটা মোটেই সুখকর নয়। কিন্তু লেফটেন্যান্ট ডুবসক যথেষ্ট পৌরুষ নিয়ে তার কর্তব্য করছেন। সুভাষিত ফ্রেঞ্চ-এ সৌজন্যবাণী তার মুখে। ব্যাপারটা কি, সেটা তিনি জানেন না তা নয়। অবশ্য, গুজব আছে, যেমন এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই থাকে। তার জেনারেল আজকাল ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। মেজাজ উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে তার। তার উপর এই বেলজিয়ান আগন্তুক, সে বোধহয় সোজা ইংল্যান্ড থেকে এসেছে।

তাই এক সপ্তাহ ধরে কৌতুহল ও টেনশন্ চলছে।

তারপরেই কিছু ঘটনা ঘটলো।

একজন বিশিষ্ট অফিসার সুইসাইড করলেন। আরেকজন পদত্যাগ। আশংকিত মুখগুলো থেকে কেন জানি আশংকার ছাপ মিলিয়ে গেল! কিছু মিলিটারি বিধিনিষেধ শিথিল করা হলো। লেফটেন্যান্ট ডুবসকের জেনারেলকে দেখে মনে হলো হঠাৎ তার বয়েস দশ বছর কমে গেছে।

আগন্তুকের কথাবার্তার কিছুটা ডুবসকের কানে এলো।

—মসিয়ে, আপনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন!

BDRboi.net

জেনারেল বেশ বিচলিত। বললেন, 'আপনি ফ্রেঞ্চ আর্মির সম্মান বাঁচিয়েছেন, অবশ্যই বহু রক্তপাত এড়িয়ে এটা সম্ভব করেছেন। আমি কিভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না! আমার অনুরোধে এখানে এসেছেন...তাই...'

কথা বলার সময় তার মোটা সাদা গোঁফ কাঁপছিল।

আগন্তুক (যিনি প্রকৃতপক্ষে হারকিউল পোয়ারো বলে পরিচিত) বেশ জুৎসই প্রত্যুত্তর দিলেন—'আসলে আপনিই সেদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। সেটা কি আমি মনে রাখিনি?'

জেনারেলও কম যান না। তিনিও জোরালো উত্তর দিলেন, অতীতের কাজের তারিফ করাটা মানলেন না। বরং ফ্রান্স-বেলজিয়ামের গৌরব গাঁথা—নানা প্রসঙ্গ তুলে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। পরস্পরকে জড়িয়ে নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে দিয়েই কথাবার্তা শেষ হলো।

লেফটেন্যান্ট ডুবসক কিন্তু এইসব কথার বিষয়বস্তুটা ঠিক উদ্ধার করতে পারলেন না। তিনি সেই অন্ধকারেই রয়ে গেলেন। অবশ্য তার প্রধান কাজ ছিল মিস্টার পোয়ারোকে তাউরাস এক্সপ্রেসে উঠিয়ে 'সি-অফ্' করা। তিনি সেটা করেছিলেন যথেষ্ট আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে। উচিৎ আদবকায়দায়—ঠিক যেমনটি এক তরুণ সুযোগ্য অফিসারের কর্তব্য—যার সামনে পড়ে রয়েছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

লেফটেন্যান্ট ডুবসক বললেন, 'আজ রবিবার। আগামীকাল সোমবার সন্ধ্যায় আপনি কি স্তাম্বুলে থাকবেন?'

তার পর্যবেক্ষণ এটা। অবশ্যই প্রথম নয়। ট্রেন ছাড়ার আগে প্ল্যাটফর্মে মানুষ এমন ধরনের কথা বলতেই পারে।

পোয়ারো বললেন, 'ইয়েস, দ্যাটস্ রাইট!'

—মনে হয়, আপনি সেখানে কয়েকদিন থাকবেন বলে স্থির করেছেন।

—স্তাম্বুল এমন একটা শহর যেখানে আমি কোনওদিন যাইনি। খুব দুঃখের ব্যাপার হবে যদি আমি ওটা পার হয়ে যাই...আঙুল নেড়ে তিনি বর্ণনা দিলেন।—আমি ওখানে কিছুদিন থাকব ভাবছি—অ্যাজ্ আ ট্যুরিস্ট!

—লা সেন্টিসোপি! সত্যি শহরটা খুব সুন্দর। লেফটেন্যান্ট ডুবসেক বললেন। তিনি অবশ্য কোনওদিনই জায়গাটা দেখেননি।

একটা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, যেন বাঁশির মতো শিস্ দিয়ে দু'জনেই কেঁপে উঠলো। ডুবসক হাতঘড়ি দেখলেন। পুরনো কথাবার্তায় ফিরে এলেন। কোচের জানলার ওপর দিকটায় তাকালেন।

—বছরের এই সময়টায় ট্রেনে যাত্রীর সংখ্যা খুব সামান্য হয়।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। মঁসিয়ে পোয়ারো সায় দিলেন।

—আশা করব, আপনি তাউরাস এক্সপ্রেসের মধ্যে বরফচাপা পড়বেন না!

—এরকম হয় নাকি!

boiRboi.net

—হ্যাঁ, এমনই ঘটেছিল, অবশ্য এ-বছর এখনও ঘটেনি।

—তাহলে আশা করব—পোয়ারো বললেন, ইউরোপের আবহাওয়া এখন খুবই খারাপ।

—হুঁ, খারাপ তো বটেই! বলকানে দারুণ তুষারপাত হচ্ছে।

—জার্মানিতেও, আমি শুনেছি।

—Eh bieu! লেফটেন্যান্ট ডুবসক তাড়াতাড়ি বললেন। বোঝা গেল কিছুক্ষণ তিনি বসবেন। তারপর আবার বললেন, 'সন্ধ্যে ৭-৪০ মিনিটে আপনি কনস্ট্যান্টিনোপলে থাকবেন?'

পোয়ারো বললেন, 'হ্যাঁ। এবং নিজের খুশি মতো। লাসেন্টমপি, শুনেছি জায়গাটা খুব সুন্দর।'

—দারুণ চমৎকার—আমার বিশ্বাস!

এই সময় তাদের মাথার ওপর স্লিপিং কার-এর কামরার দরজাটা খুলে গেল। একটি যুবতী মেয়ে উঁকি দিল। বাইরের দিকে তাকালেন।

সৌধ ডেভেনহামের ঘুমটা ভাল হয়নি। আগের বৃহস্পতিবার বাগদাদ ছাড়ার পর থেকেই ঘুমটা তেমন হচ্ছে না। কিরকুক যাবার পথে ট্রেনে কিংবা মসুলে রেস্টরুমেও তার ঠিকমতো ঘুম হয়নি। এমন কি গতরাতে ট্রেনেও ঘুমাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এই তেতে-ওঠা ট্রেনের কামরার গুমোট আবহাওয়ায় জেগে শুয়ে থাকতে থাকতে সে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অগত্যা বাইরের দিকে উঁকি মারতে হয়।

এটা নিশ্চয় আলেপ্পো! যদিও কিছু দেখার নেই। কেবল একটা দীর্ঘ ক্ষীণ আলো প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও সাংঘাতিক তর্ক-বিবাদ চলছে—আরবী ভাষায়। দু'জন লোক জানলার নিচে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলছিল—একজন ফরাসী অফিসার, অন্যজন এক অতি সাধারণ কেউ হবে। কিন্তু তার বিশাল গোঁফ।

মেয়েটি মুচকি হাসলো। সে আগে কাউকে এমন জুবুথুবু দেখেনি। বাইরে নিশ্চয়ই খুব ঠাণ্ডা! তাই জন্যই ট্রেনটাকে প্রচণ্ড তাপ দেওয়া হয়েছে। তাই ভেতরটা এত গরম।

মেয়েটি ট্রেনের জানলাটা জোর করে নামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

ওয়াগন গরম করার কন্ডাক্টর এবার ওই লোক দুটোর কাছে গেল। ট্রেনটা এখন ছাড়ব-ছাড়ব করছে।

সে বলল, 'মনসিয়ারে বেশ বড় পাহাড় আছে।'

গোঁফওয়ালা সাধারণ লোকটা টুপি খুলে ফেলল। তারা মাথাটা একদম ডিম্বাকৃতি। মেরি ভেবেনহাম সব কাজ ভুলে মুচকি হাসল আবার। লোকটা দেখতে সত্যিই হাস্যকর, ছোটখাট মানুষ। এতই ছোট যে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

লেফটেন্যান্ট ডুবসক অবশ্য বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছিলেন। সেটা তিনি আগেই ভেবে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখলেন। খুব সুন্দর সংক্ষিপ্ত ভাষণ।

পোয়ারো বিগলিত। বললেন, 'আপনার কথা ভোলার নয়।'

boiboi.net

—En Voiture, মঁসিয়—ওয়াগন কন্ডাক্টর বললেন।

পোয়ারোর মনে বিরাট একটা অনিচ্ছার সৃষ্টি হলো। কন্ডাক্টর উঠল। পোয়ারো হাত নাড়লেন। ডুবসক প্রত্যুত্তরে স্যালুট জানালেন। ট্রেনটা প্রচণ্ড কাঁপুনি খেয়ে সামনের দিকে এগোল।

—Entin মঁসিয়ে—হারকিউল পোয়ারো মনে মনে আউড়ালেন।

—বা-রর্‌র্‌—ডুবসক অদ্ভুত শব্দ করলেন; তিনি ঠাণ্ডার মধ্যে ছিলেন।

—Voile মঁসিয়ে—কন্ডাক্টর এবার পোয়ারোর কাছে নাটকীয় ভঙ্গিমায় স্লিপিং কম্পার্টমেন্টের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে লাগল। মালপত্র সুন্দর করে সাজানো।

—মঁসিয়ের ওই ছোট সুন্দর ব্যাগটা, আমি এখানে রেখেছি।

কন্ডাক্টরের লম্বা বাড়ানো হাতটা বর্ণনায় ব্যপ্ত। পোয়ারো দু'হাত জড়ো করে নমস্কারের ভঙ্গিমা দেখালেন।

কন্ডাক্টর যেন জমিয়ে ব্যবসা করার মনোবৃত্তি দেখাচ্ছে।

—মার্সি, মঁসিয়ে! মনসিয়ের টিকিট আমার কাছে আছে। আমাকে দয়া করে পাসপোর্টটা দেখাবেন। মনসিয়ে যাত্রাটা স্তাম্বুলে শেষ হচ্ছে। অ্যাম আই রাইট?

পোয়ারো ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'আশা করি, ট্যুরিস্ট খুব বেশি নেই।'

—না মসিঁয়ে, আমার কেবলমাত্র দু'জন যাত্রী আছে। দু'জনেই ইংরেজ। একজন কর্নেল ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন, আরেকজন এক যুবতী মেম—বাগদাদের।...মঁসিয়ের কি কিছু চাই?

মঁসিয়ে একটা ছোট পেরফিয়ার বোতলের আর্জি জানালেন।

ভোর পাঁচটায় ট্রেনে চড়া খুবই অস্বস্তিকর সময়। সকাল হতে আরও দু'ঘণ্টা বাকি। রাত্রিতে অল্প ঘুমের কথা মাথায় রেখে পোয়ারো অন্য চিন্তা শুরু করলেন—একটা দুরূহ কাজকে সফল করার বিষয়।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন উঠলেন, তখন সাড়ে ন'টা। গরম কফির জন্য তিনি রেস্টুরেন্টের কামরার দিকে এগোলেন।

সেখানে শুধুমাত্র সেই যুবতীটি রয়েছে—যার কথা বলা বাহুল্য, সেই কন্ডাক্টর উল্লেখ করেছিল। মেয়েটি খুব লম্বা, স্লিম এবং কালো। বয়েস বোধহয় আটাশ বছর হবে। সে যেভাবে খাচ্ছিল, আর যে ভঙ্গিতে বয়কে কফির অর্ডার দিল, তার মধ্যে একটা ধীর-স্থির ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পৃথিবী ও ভ্রমণ সম্পর্কে তার বেশ জ্ঞান আছে—এটাও আন্দাজ করা যায়। সে গাঢ় রঙের পোশাক পরেছিল—পাতলা কাপড়ের অবশ্য। এই ট্রেনের ভেতরে উত্তাপের পক্ষে উপযুক্ত।

হারকিউল পোয়ারোর আর বিশেষ কিছু লক্ষ্য করার ছিল না। তাই তিনি মেয়েটির ভাবভঙ্গি স্টাডি করার কাজে নিজেকে মশগুল করে রাখলেন। অবশ্য তিনি যে মেয়েটিকে লক্ষ্য করছেন—এমনভাব প্রকাশ হতে দিলেন না। দেখা গেল, যুবতীটি

সহজভাবেই সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে—তা সে যেখানেই থাক না কেন। মেয়েটি স্মার্ট, চেহারার মধ্যে আকর্ষণ আছে।

পোয়ারোর ভাল লাগল—মেয়েটির চেহারা, রঙ ও সৌন্দর্য। তামাটে-কালো ঢেউ খেলানো চুলগুলোও তাকে মুগ্ধ করল। মেয়েটির চোখ দুটোও বাদামী; শান্ত ও নৈর্ব্যাক্তিক। পোয়ারো ভাবলেন—foile fenne হওয়ার পথে মেয়েটি বেশ উপযুক্ত।

এখন আরও একজন লোক রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন। তার বয়েস চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। ছিপছিপে চেহারা, চুলগুলো সামান্য অবিন্যস্ত, মুখের চারপাশে ছড়ানো। তারও ব্রাউন চামড়া।

—এই সেই ভারতীয় কর্নেল! পোয়ারো ভাবলেন।

লোকটি একটু নিচে হয়ে মেয়েটিকে সম্ভাষণ জানালো।

—সুপ্রভাত, মিস ডেভেনহাম।

—সুপ্রভাত, কর্নেল আরবাথনট।

কর্নেল মেয়েটির উল্টো দিকে একটি চেয়ারে হাত রেখে দাঁড়ালেন।

—আপত্তি আছে?—তিনি প্রশ্ন করলেন।

—মোটেই না। আপনি বসুন। মেয়েটি বলল।

—গুড্! আপনি জানেন, সকালে ব্রেকফাস্টের সময়টা ঠিক গল্পগুজব করার মতো পরিবেশ হয়ে ওঠে না। সেটা আমি আশাও করি না। আবার সমালোচনারও দরকার নেই।

কর্নেল বসলেন।—বয়!—তিনি বেশ উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন।

ডিম এবং কফির অর্ডার। বয় চলে গেল। কর্নেলের চোখ মুহূর্তের জন্য হারকিউল পোয়ারোর উপর পড়ল। তারপর নির্লিপ্তভাবে সরে গেল।

পোয়ারো কল্পনা করলেন—সে নিশ্চয় মনে মনে বলছে—ওঃ, কোথাকার এক ঘৃন্য বিদেশি!

সত্যিই, ইংরেজ জাতীয়তার একটা ধারা এই যে, দু'জন ইংরেজ কখনো গল্পগুজবে মেতে উঠতে পারে না। খুব সংক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্যের আদানপ্রদান হয় দু'জনের মধ্যে।

ইতিমধ্যে মেয়েটিও উঠে দাঁড়ালো, নিজের কামরায় ফিরে গেল।

লাঞ্চের সময় ওরা দু'জন আবার একটা টেবিলে এসে বসল। তৃতীয় আগন্তুককে সম্পূর্ণ ভুলে গেল। তাদের কথাবার্তা ব্রেকফাস্টের সময়ের চেয়ে অনেক ঘনিষ্ট হয়ে উঠল। কর্নেল আরবাথনট পাঞ্জাবের ব্যাপারে বললেন, মাঝে মাঝে বাগদাদ সম্পর্কে প্রশ্নও করছিলেন মেয়েটিকে। এটা পরিষ্কার হলো—মেয়েটি গভর্নেস-এর কাজ করছিল। কথাপ্রসঙ্গে কিছু কমনফ্রেন্ডের উল্লেখ হলো। ফলে, দু'জনের মধ্যে তক্ষুনি বন্ধুত্ব আরও বেড়ে গেল। জড়তা-লজ্জা অনেকটাই কেটে গেল। তারা কোনও বৃদ্ধ টমি ও মেরির কথা বলছিল। কর্নেল জানতে চাইলেন, সে সোজা ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে, না স্তাম্বুলে নেমে তারপর যাবে।

boiRboi.net

—না, আমি সোজা চলে যাচ্ছি। মেয়েটি বলল।

—এটা কি খুব দুঃখের ব্যাপার হবে না?

—দু'বছর আগে আমি ওই পথে এসেছিলাম। তিনদিন স্তাম্বুলে কাটিয়েছিলাম।

—তাই নাকি! আমি খুব খুশি যে আপনি সোজা চলে যাচ্ছেন, কারণ আমিও...

কর্নেল বেশ বিনীতভাবে নিবেদন করলেন। সত্যি, তিনিও বেশ আনন্দিত, সেটা মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সামান্য লাল আভা মুখে।

মনে হচ্ছে, এই কর্নেল বেশ আবেগপ্রবণ। পোয়ারো ভাবলেন। তিনি কৌতুকবোধ করছিলেন। ট্রেনযাত্রা সমুদ্রযাত্রার মতোই বিপদসঙ্কুল।

একটু খাপছাড়াভাবে মিস ডেভেনহাম বলল, তাতে অবশ্য জার্নিটা বেশ জমবে। তার ব্যবহারের মধ্যে কিছুটা লজ্জা!

পোয়ারো লক্ষ্য করলেন কর্নেল কামরার দরজা পর্যন্ত মেয়েটির সঙ্গে গেলেন। আরেকটু এগিয়ে এই তাউরাস এক্সপ্রেসের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে থাকল ওরা। গেটের কাছে এসে দু'জনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। মেয়েটি যেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পোয়ারোও তাদের কাছেই ছিলেন। তিনি মেয়েটির চাপা গুঞ্জন শুনতে পেলেন।

—ইস্, কী সুন্দর। আমার ইচ্ছে করছে...আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে—

—কি?

—আমার ইচ্ছে করছে আমি এটা উপভোগ করি!

আরবাথনট উত্তর দিলেন না। তার চৌকো শেপের চোয়ালরেখা কেমন যেন শক্ত হয়েই ঢিলে হয়ে গেল।

—ভগবানের দোহাই, তুমি এগুলো থেকে বেরিয়ে এসো। তিনি বললেন।

—চুপ করো, দয়া করে চুপ করো।

—আচ্ছা, ঠিক আছে।

তিনি পোয়ারোর দিকে একটু বিরক্তি নিয়ে তাকালেন। তারপর বললেন, চলো। আমি তোমার গভর্নেস হওয়ার ইচ্ছেটা মোটেই পছন্দ করি না।

সে উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

—ওঃ—

—শোন, তোমার এমন চিন্তা করা ঠিক নয়। এ যুগের পদদলিত একটা 'মিথ্'-এর মুখোশ খুলে দিয়েছে। আমি বলতে পারি, চাপের ভয়ে বাবা-মায়েরাই শঙ্কিত থাকে।

আর বেশি কথাবার্তা বলো না।

আরবাথানট যেন তার ঔদ্ধত্যের জন্য কিছুটা লজ্জিত।

পোয়ারো ভাবল—আমি বরং বেশ সুন্দর, একটু অস্বাভাবিক কমেডি দেখলাম। পরবর্তী চিন্তাটার খেয়াল রাখতে হচ্ছে।

ট্রেনটা সেই রাতেই কিনিয়া পৌছালো—তখন সাড়ে এগারোটা।

boiRboi.net

দু'জন ইংরেজ ট্যুরিস্ট প্ল্যাটফর্মে নেমে হাঁটতে থাকল।

পোয়ারো জানলার কাচের মধ্যে ফিরে বাইরে তাকালেন। কর্মব্যস্ততা লক্ষ্য করলেন। একটু পরে মনে হলো বাইরে গিয়ে এক ঝলক বাতাস উপভোগ করলে মন্দ লাগবে না। শারীরিক সতর্কতার জন্য অনেকগুলো কোট আর মাফলার দিয়ে নিজেকে সুসজ্জিত করলেন—ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে। চকচকে বুট জুতো পরে তৈরি হলেন।

প্ল্যাটফর্মে নামলেন পোয়ারো। হাঁটতে হাঁটতে এ প্রান্তে এসে ইঞ্জিনটাকেও ছাড়িয়ে গেলেন। হঠাৎ কিছু কণ্ঠস্বর! একটু দূরে ট্রাফিক ভ্যানের ছায়ায় দুটো অস্পষ্ট অবয়ব। একজন অবশ্যই আরবাথনট।

আরবাথনট বলছিলেন—মেরি,—

মেয়েটি তাকে থামিয়ে দিল—এখন নয়। যখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, যখন এটা আমাদের পেছনে চলে যাবে—তখন।

পোয়ারো বিস্মিত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে এলেন।

সেই শান্ত মেয়েটির কণ্ঠস্বর যে মিস ডেভেনহামের, সেটা বোধহয় টের পেলেন না।—আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি মনে মনে বললেন।

পরের দিন তিনি আবার ভাবলেন—ওরা কি বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছিলো! যদিও বেশি কথা বিনিময় হচ্ছিল না, তবু বিশ্বাস করা যায়—মেয়েটি যেন বেশ চিন্তিত। আগেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল—তার চোখের নিচে কালো গোল দাগ।

দুপুর আড়াইটে নাগাদ ট্রেনটা থেমে গেল। জানলা দিয়ে অনেকে মাথা বাড়াল। লাইনের পাশে কিছু লোকের জটলা। তারা সবাই ডাইনিং কারের নিচে লাইনের ওপর উঁকি ঝুঁকি মারছিলো। দু'-একজন আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাচ্ছিলো।

পোয়ারো ঝুঁকে পড়লেন। ওয়াগন কন্ডাক্টরের সঙ্গে কথা হলো। কন্ডাক্টর খুব ব্যস্ত হয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলো। কারুর কারুর প্রশ্নের দায়সার উত্তর দিচ্ছিলো। পোয়ারো ঘুরে মাথাটা তার দিকে ফেরাতেই দেখতে পেলেন—মেরি ডেভেনহাম তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে আরেকটু হলে ধাক্কা লাগতো।

—ব্যাপারটা কি?—মেয়েটি দমবন্ধকরা স্বরে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করল—আমরা থেমে গেলাম কেন?

—নাথিং, মাদময়জেল! অবশ্য হতে পারে ডাইনিং কারের নিচে আগুন লেগেছে। তেমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়, সেটা নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন রিপেয়ারের কাজ চলছে; আমি বলতে পারি আর কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই।

মেয়েটি ছোট একটা ভঙ্গি করল, যেন বিপদের প্রশ্নটাকে এত তুচ্ছ করা ঠিক নয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু সময়টা—

—সময়টা?

—হ্যাঁ, এর জন্য আমাদের অনেক লেট হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। পোয়ারো ঘাড় নেড়ে একমত হয়।

—কিন্তু আমাদের তো দেরি সহ্য হবে না। ট্রেনটা পৌঁছানোর কথা ৬-৫৫ মিনিটে, বসফোরাস ছাড়িয়ে। উল্টো দিকে আমাদের সিমপ্লন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ধরতে হবে ঠিক ন'টায়। যদি এখন এদিক থেকে দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে যায়, আমরা তো লাগোয়া ট্রেনটা ধরতে পারব না!

—ইয়েস, তার সম্ভাবনা আছে বৈকি! পোয়ারো বললেন।

তার দিকে এবার তিনি কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তাকালেন। মেয়েটার যে হাতটা জানলার রডটা ধরে আছে, সেটা মোটেই সুস্থির নয়। তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—মাদাম জোয়েল, দেরি হওয়ার ব্যাপারটা ঠিক আপনাকে অস্বস্তি দিচ্ছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিচ্ছে। কিন্তু....আমি অবশ্যই সেই ট্রেনটা ধরব।

মেয়েটি এবার পোয়ারোর কাছ থেকে সরে গেল, করিডরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকল। খুব সম্ভব কর্নেল আরবাথনটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

পোয়ারোর মনে কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না।

দশ মিনিট বাদেই ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হেদাপামারে পৌছালো। যাত্রাপথের লেট হওয়াটাকে অনেকটা মেক-আপ্ করেছে বোধহয়।

বসফোরাস খুব রুক্ষ জায়গা। সেটা পেরনোর সময়টা পোয়ারোর কাছে মোটেই উপভোগ্য হয়নি। নৌকাতে চাপতেই ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীদের থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। তাদের কাউকেই আর দেখতে পেলেন না।

গালাটা ব্রিজে পৌছে তিনি সোজা গাড়ি বাঁকালেন টোকাটলিয়াস হোটেলের উদ্দেশ্যে।

পর্ব-২

ঠোকাটলিয়ান হোটেল এসে হারকিউল পোয়ারো একটা ঘর চাইলেন—উইথ্ অ্যাটাচড্ বাথ।

অনেকগুলো চিঠি এবং একটি টেলিগ্রাম তার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলো। টেলিগ্রামটা দেখে তার ভুরু কুঁচকালো—তিনি এটা আশা করেননি। তবু ধীর-স্থির হয়েই টেলিগ্রামটা খুললেন, ছাপা অক্ষরগুলো চোখের সামনে ফুটে উঠল।

'কাসন-এর কেসের অপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে, যেমনটি আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। দয়া করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন।'

তিনি উপরে তাকিয়ে ঘড়ি দেখলেন। হ্যাঁ, আজ রাতেই ফিরে যেতে হবে।

তিনি ম্যানেজারকে কে জিজ্ঞেস করলেন—ঠিক ক'টায় সিমপ্লন ওরিয়েন্ট ট্রেনটা ছাড়বে?

—ঠিক ন'টায়, স্যার।

boiRboi.net

—আপনি কি আমায় স্লিপার-কোচে জায়গা দিতে পারবেন?

—ওঃ, সিওর! বছরের এই সময়টা জায়গা পেতে অসুবিধে হয় না। ট্রেনগুলো প্রায় খালি পড়ে থাকে। তা, আপনার ফার্স্ট ক্লাস, না সেকেন্ড ক্লাস?

—ফার্স্ট ক্লাস।

—কতদূর যাবেন?

—লন্ডন।

পোয়ারো ঘড়ির দিকে তাকান। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকী!

হঠাৎ পেছনে একটি কণ্ঠস্বর—আঃ, এটা একটা আশাতীত আনন্দের পরিস্থিতি!

বক্তা একজন বেঁটেখাটো শক্ত চেহারার বয়স্ক ব্যক্তি। মুখে মুচকি হাসি।

পোয়ারো লাফিয়ে উঠলেন।—মঁসিয়ে বাউস!

—ইয়েস, মঁসিয়ে পোয়ারো।

মঁসিয়ে বাউস একজন বেলজিয়ান। তিনি কোম্মাগ্‌লি ইন্টারন্যাশনাল ডেস ওয়াগন লিটস্-এর ডাইরেক্টর। আগে ছিলেন বেলজিয়াম পুশি ফোর্সের ক্যাপ্টেন। পোয়ারোর সঙ্গে অকেদিনের পরিচয়।

—আরে মশাই, নিজেকে অনেকদিন ধরে সরিয়ে রেখেছেন—মঁসিয়ে বাউস বললেন।

—আসলে সিরিয়াতে একটা ঘটনায়...যাইহোক, আপনি কবে বাড়ি ফিরলেন?

—আজ রাতে।

—ফাইন! আমিও তাই। আমি লসেন পর্যন্ত গিয়েছি। সেখানে একটা ব্যাপার ঘটেছে। যাইহোক, আপনি সিমপ্লন ওরিয়েন্টে যাবেন, আমি আশা করতে পারিনি।

—হ্যাঁ! আসলে, আমি এই মাত্র ওদের বলেছি। মানে স্লিপারকোচে জায়গার জন্য। আমার ইচ্ছে ছিল এখানে কয়েকদিন থাকব। কিন্তু এমন একটা টেলিগ্রাম পেলাম যে থাকা হলো না। জরুরি কাজে আমাকে লন্ডনে যেতে বলা হয়েছে।

মঁসিয়ে বাউস দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

—এটা একটা যথেচ্ছাচার, সত্যিই যাচ্ছেতাই! কিন্তু...আপনি তো এখন একেবারে গাছের মগডালে। তাই তো?

—অল্প কিছু সাফল্য পেয়েছি—হারকিউল পোয়ারো বিনীতভাবে জানালেন।

বাউস সুপের বাটিতে সাবধানে চুমুক দিলেন, তাঁর বিখ্যাত গোঁফজোড়া বাঁচিয়ে। যেন একটা দুরূহ কাজ শেষ করে তিনি চারপাশে একবার ভাল করে দেখলেন।

রেস্টুরেন্টে কেবলমাত্র আধ ডজন লোক। তার মধ্যে দু'জন তাকে আকৃষ্ট করেছিলো। ওই দু'জন লোক তার থেকে বেশ দূরে একটা টেবিলে বসেছিলো। অপেক্ষাকৃত যুবকটির বয়েস তিরিশ হবে, বেশ পছন্দসই চেহারা। নিশ্চয় আমেরিকান। অপরজনের বয়েস ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে—তার মাথায় অল্প টাক, চওড়া কপাল, তার হাসি-হাসি মুখে নকল দাঁতের পাটি! সব কিছু মিশিয়ে

মনে হয়—এক উদার ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তার চোখ দুটিতে অন্যরকম ভাব—ছোট, গভীর, অর্থপূর্ণ! শুধু তাই নয়! তার—

হঠাৎ যুবকটিকে কি যেন বলে সে ঘরের চারদিকে তাকায়—এবং পোয়ারোর মুখের দিকে তার দৃষ্টি আটকে যায়। তখুনি দেখা যায়, সেই চোখের মধ্যে একটা বিদ্বেষের ছায়া ফুটে উঠছে। কেমন যেন উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ তাঁর দৃষ্টি!

লোকটি এবার উঠে দাঁড়ায়। বলে—বিলটা মিটিয়ে দাও, হেক্টর।

গলার স্বরের মধ্যেও একটা কর্কশভাব। গলার স্বরটা নিচু, তবুও তারই মধ্যে যেন অদ্ভুত একটা বিপদবার্তা শোনা যায়।

পোয়ারো যখন লাউঞ্জে তার বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন অপর দুই ব্যক্তি সবেমাত্র হোটেল ছাড়ছে। তাদের মালপত্র আনা হয়েছে। কমবয়েসি লোকটি সব কিছুর তদারকি করছিলো। এবার সে কাচের দরজাটি খুলল।

—আমি পুরোপুরি রেডি মিস্টার র‍্যাটচেট!

বয়স্ক ভদ্রলোকটির মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরোয়, সে চলে যায়।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—ওই দু'জন সম্পর্কে তোমার কি মনোভাব?

বাউস বললেন, ওরা আমেরিকান, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।

—না, মানে আমি বলছি, ওদের ব্যক্তি হিসেবে তুমি কি মনে করো?

—সত্যি বলতে কি, অন্যজন সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহ নেই, বন্ধু! সে আমার মনে একটা অপ্রিয় ধারণার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তোমার ধারণা কি?

হারকিউল পোয়ারো উত্তর দেবার আগে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, যখন লোকটা রেস্টুরেন্টে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, তখন একটা আশ্চর্য ধারণা হয়েছিলো। যেন একটা বন্যপ্রাণী পুরোপুরি জংলী টাইপের! নিশ্চয় বুঝেছ...আমাকে পেরিয়ে গেল...তবু স্বীকার করতে হয়, ওর মধ্যে কোথাও একটা আত্মমর্যাদার ভাব ছিল। শরীরের খাঁচাটা...সংক্ষেপে বলা যায় একটা আত্মসম্মানবোধের ছাপ রয়েছে...যদিও মনে হবে গরাদের ওপর থেকে যেন বুনো জানোয়ারটা তাকিয়ে আছে!

—আপনি বেশ কল্পনাবিলাসী। বাউস বললেন।

—হ্যাঁ, সেরকম মনে হতে পারে। কিন্তু আমি নিজেকে এই ধারণাটা থেকে মুক্ত করতে পারিনি যে শয়তান আমার খুব কাছ দিয়ে চলে গিয়েছিল।

—সেই শ্রদ্ধেয় আমেরিকান লোকটা?

—হ্যাঁ, সেই শ্রদ্ধেয় আমেরিকানই।

বাউস যেন খুশি হন। বলেন—এটাও হতে পারে, পৃথিবীতে বহু শয়তান বসবাস করছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। একজন তাদের দিকে এগিয়ে এল। সে যেন বেশ চিন্তিত। কিছুটা ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গি! সে পোয়ারোকে বলল, মঁসিয়ে, অদ্ভুত ব্যাপার! ট্রেনে কোথাও স্লিপিং কামরার মধ্যে জায়গা নেই!

BDiRboi.net

—সেকি! বাউস চিৎকার করলেন।—বছরের এই সময়ে! আঃ, নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে কোনও সাংবাদিক বা রাজনীতিবিদদের দল সেখানে থাকবে?

—স্যার, আমার জানা নেই।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে—

বাউস পোয়ারোর দিকে তাকালেন। ভয় নেই, আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা করব। ওখানে একটাই কামরা আছে। ১৬ নম্বরটা খালি আছে। কন্ডাক্টর সেটা দেখবে।

তিনি মুচকি হেসে ঘড়ির দিকে তাকালেন।

—এখন আমাদের খাবার সময়—

স্টেশন আসার পর ব্রাউন ইউনিফর্মপরা ওয়াগন কন্ডাক্টর বাউসকে স্বাগত জানালো।—গুড ইভিনিং, মঁসিয়ে! আপনার ট্রেনের কামরা নম্বর ওয়ান।

সে কুলি ডাকল মালপত্র বইতে। প্রায় অর্ধেক পথ এগিয়ে গেল। টিনপ্লেট দেখে বোঝা গেল গন্তব্যস্থল কোথায়।

ইস্তাম্বুল ট্রিয়েস্ট ক্যালাই

—শুনলাম, আপনাদের ট্রেন আজ একেবারে ভর্তি, প্যাকড্!

—হ্যাঁ, কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য, মঁসিয়ে। এরকম হয় না। সারা পৃথিবী যেন আজ রাতটাকেই ভ্রমণের জন্য বেছে নিয়েছে!

—সে যাই হোক, আপনি আজ রাতে এই ভদ্রলোকের জন্য একটা জায়গা খুঁজে দিন। উনি আমার বন্ধু। ১৬ নম্বর বার্থটা ব্যবহার করতে পারেন বলে মনে হচ্ছে।

—এটা রিজার্ভ হয়ে গেছে, মঁসিয়ে।

—কি বলছেন! ১৬ নম্বরটাও রিজার্ভ?

দৃষ্টির বিনিময়ে বোঝা গেল ওদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব আছে। কন্ডাক্টর লম্বা, মাঝবয়েসী; সে মুচকি হাসল।

—ইয়েস, মঁসিয়ে! আপনাকে আগেই বলেছি, আমরা আজ কানায় কানায় পূর্ণ!

—কিন্তু হঠাৎ এমনটা হলো কেন? কোথাও কোনও কনফারেন্স হচ্ছে কি? বা কোন বড় ধরনের মিটিং?

—না, মঁসিয়ে। সেসব কিছু নয়। এমনিতেই হঠাৎ ভিড় জমে গেল, সবাই আজ রাতটাকেই বেড়াবার জন্য বেছে নিয়েছে।

মঁসিয়ে বাউসের মুখ দিয়ে বিরক্তির আওয়াজ বেরলো।

কন্ডাক্টর বলল, এথেন্স থেকে একটা স্লিপিং-কোচ আসবে। সেটা এর সঙ্গে বেলগ্রেডে জুড়ে দেওয়া হবে। ওখানে বুখারেস্ট-প্যারিস ট্রেন পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা তো আগামী সন্ধ্যের আগে বেলগ্রেড পৌঁছাব না। তাই সমস্যাটা আজকের জন্যই।

—কোনও সেকেন্ড ক্লাস বার্থ খালি নেই?

বাউস গেটের মুখে গেলেন পোয়ারোকে নিয়ে আসার জন্য।

boiRboi.net

পোয়ারো করিডোর দিয়ে হাঁটতে থাকলেন। গাড়িটা একটু মন্থর। বেশির ভাগ লোকই সীট্ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

ঘড়ির কাটা টিক্‌টিক্ শব্দ করছে, যেন তার নম্র অভিব্যক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

শেষ পর্যন্ত তিনি নির্ধারিত বার্থের কাছে পৌছলেন। সেখানে একটি স্যুটকেস দেখা যাচ্ছে, সামনেই সেই টোকাটালিয়ান হোটেলের লম্বা আমেরিকান।

পোয়ারো আসা মাত্র তার ভ্রূ-কুঞ্চন হলো। বলল, মাপ করবেন, আমার মনে হচ্ছে—আপনি ভুল করেছেন। তারপর ফরাসী ভাষায় আবার বলল—fecrois que vous aver usserreur।

পোয়ারো ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি মিঃ হ্যারিস?

—না, আমার নাম ম্যাক-কুইন। আমি—

ঠিক সেই সময় পোয়ারোর ঘাড়ের কাছে ওয়াগন কন্ডাক্টরের গলা শোনা গেল—কিছুটা ক্ষমাপ্রার্থী কিন্তু দীর্ঘশ্বাসহীন কণ্ঠস্বর—মঁসিয়ে, ট্রেনে আর কোথাও খালি বার্থ নেই। ভদ্রলোককে এই বার্থেই জায়গা দিতে হবে, সময়টা কাটাতে হবে।

কন্ডাক্টর করিডরের জানলাটা পরিষ্কার করতে করতে কথা বলছে। পোয়ারোর মালপত্র তুলতে আরম্ভ করল।

পোয়ারো ওর গলার অ্যাপোলজির সুরটা বেশ উপভোগ করলেন। বিনা দ্বিধায় বলা যায়, লোকটাকে ভাল টিপস্ অফার করাই আছে—মানে, যদি সে জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। কিন্তু টিপ্‌সের মজাটাই মাটি হয়ে যায় যখন একজন কোম্পানীর ডাইরেক্টর স্বয়ং কামরায় উপস্থিত থাকেন এবং নীরসভাবে অর্ডার দিয়ে যান।

র‍্যাকের ওপর স্যুটকেসগুলো ছুঁড়ে ফেলে কন্ডাক্টর বেরিয়ে আসে।

—মঁসিয়ে, সব কিছু ঠিক ঠাক করে দিয়েছি। ওপরের বার্থটা আপনার, নম্বর ৭। আমরা এখনই ট্রেন ছাড়ব।

সে করিডর দিয়ে দৌড় দিল। পোয়ারো আবার কম্পার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকলেন। মনে মনে খুশি হয়ে বললেন, এমন দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখেছি। একজন ওয়াগন কন্ডাক্টর নিজেই যাত্রীর মালপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে, এমন শোনা যায় না।

ট্রেনটায় সত্যি মারাত্মক ভিড়! এমন দেখা যায় না।

হুইসল্ শোনা গেল। ইঞ্জিনের দিক থেকে একটা দীর্ঘ করুণ কান্নার মতো আওয়াজ ভেসে এল। দু'জনেই বার্থ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে একটা চিৎকার শোনা গেল।

ম্যাককুইন বলল, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।

কিন্তু তা নয়। আবার বাঁশী বেজে উঠল।

যুবকটি পোয়ারোকে বলল, আমি বলি কি, যদি আপনি লোয়ার বার্থটা নেন।...এটা বোধহয় সহজ হবে...সব কিছুই, মানে কোনও বিষয়েই সমস্যা হবে না। আশা করি, ব্যাপারটা ঠিক মতো,...আমার তো তাই মনে হয় না।

boiRboi.net

—না, না—পোয়ারো প্রতিবাদ করলেন—আমি আপনাকে বঞ্চিত করতে চাই না।

—অলরাইট, আপনি খুবই অমায়িক।

দু'জনের গলায় হাল্কা ভদ্রতার সুর।

পোয়ারো বললেন—শুধু তো একটা রাতের ব্যাপার! বেলগ্রেড—

—ওঃ, বুঝেছি, আপনি বেলগ্রেড যাচ্ছেন।

—না, ঠিক পুরোপুরি তা নয়। আপনি লক্ষ্য করুন—

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি হলো। দু'জনেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন।

আলোকোজ্জ্বল সুদীর্ঘ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারা। ক্রমশ প্ল্যাটফর্মটা দূরে সরে গেল।

ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ইউরোপ রওনা হলো। তিনদিনের জার্নি।

তৃতীয় পর্ব

পরের দিন ডাইনিং কারে আসতে পোয়ারোর কিছুটা দেরি হয়ে গেল। অথচ বেশ ভোরেই উঠেছিলেন, ব্রেকফাস্ট সারা হয়ে গিয়েছিল, একা-একাই। যে কেস্‌টার জন্য তার লন্ডন থেকে ডাক এসেছিল, সেটা নিয়ে স্টাডি করছিলেন, নোটস্‌ নিচ্ছিলেন। ট্রেনের সহযাত্রীদের দিকে বিশেষ মন দিতে পারেননি।

মঁসিয়ে বাউস ইতিমধ্যে ডাইনিং কারে এক জায়গায় বসেছিলেন, পোয়ারো ঢুকতেই তিনি স্বাগত জানালেন। তার উল্টোদিকের একটা খালি চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলেন।

পোয়ারো বসলেন। বুঝলেন যেখানে তিনি বসেছেন, সেটা বেশ ভাল জায়গা। তারই পছন্দসই খাবার এলো—দারুণ ভাল সব আইটেম্‌। খাওয়ার শেষ দিকে দু'জনে ক্রীমে মন দিলেন। দু'জনের—বিশেষ করে মঁসিয়ে বাউসের মনঃসংযোগ শুধু খাবারের দিকে এতক্ষণ। খাওয়া তৃপ্তিদায়ক হলে অনেকে দার্শনিক হয়ে ওঠে।

মাই ফ্রেন্ড, আমাদের চারদিকে শুধু লোক আর লোক, সব ধরনের, সব শ্রেণীর! নানা জাতের! সব বয়েসের! তিন দিন আগেও এই লোকগুলো ছিল একে-অপরের অচেনা! অথচ আজ তারা একত্রিত। এখন তারা পরস্পরের থেকে দূরে যেতে পারে না। আবার তিনদিন পরেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, তারা তাদের যার যার পেশায় ফিরে যাবে। নিশ্চয় কারুর সঙ্গে কারুর আর দেখা হবে না।

—কিন্তু, তবু যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়—

—ওঃ, না, তা সম্ভব নয় মাই ফ্রেন্ড! তোমার দৃষ্টি দিয়ে দেখলে ব্যাপারটা খুব আক্ষেপের হবে। তবু, যদি এক মুহূর্তের জন্যেও এত ভাবি, তাহলে সবাই বোধহয় বাঁধা পড়ব মৃত্যুর কবলে!

মঁসিয়ে বাউস আবার বললেন, আরেকটু ড্রিংকস্‌!

গেলাসে তাড়াতাড়ি মদ ঢাললেন।

boiRboi.net

—ইউ আর মর্বিড, মঁসিয়ে। এটা আমার হজম শক্তি বাড়াতে—

—ও, ইয়েস!—পোয়ারো স্বীকার করলেন—সিরিয়ায় খাবার আমার পেটের পক্ষে সুবিধের ছিল না।

তিনি মদের গেলাসে চুমুক দিলেন। তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে ডাইনিং কারের চারদিকে চিন্তিতভাবে তাকালেন। তেরো জন লোক বসে আছে। মঁসিয়ে বাউস ঠিকই বলেছিলেন—নানাজাতের, সব বয়েসের, সব শ্রেণীর লোক। পোয়ারো তাদের খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন।

ওদের টেবিলের উল্টোদিকে তিনজন। তিনজনই একা-একা ভ্রমণে বেড়িয়েছে। অথচ রেস্টুরেন্টের বয়রা হয়তো এরা একটা দল মনে করে একই টেবিলে বসিয়েছে। একজন বড়সড় চেহারার ইটালিয়ান খিদের চোটে দাঁত খুঁটছিলেন। তার বিপরীতে একজন পুরোদস্তুর ইংরেজ—সে একজন সুদক্ষ ভৃত্যের মতো গোমড়ামুখে বসেছিলো। ইংরেজের পাশে আরেকজন বড় চেহারার আমেরিকান—ধোপদুরস্ত জামাকাপড়। মনে হয়, সে এক ব্যবসায়ী, এখন ট্যুরিস্ট।

ছোট টেবিলে একজন কুৎসিত বৃদ্ধা সোজা হয়ে বসেছিলো। এমন কুৎসিত তিনি জীবনে দেখেননি! চরম কদর্যতার একটি মূর্তিমান নিদর্শন! কিন্তু আশ্চর্য, এহেন কুৎসিত মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার বদলে বরং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে!

বৃদ্ধা খুব টান হয়ে বসেছিল। তার গোলাকৃতি গলা জুড়ে একটা মুক্তোর মালা। যদিও বা লোকে ভাবে নকল মুক্তো, সেটা কিন্তু বিলক্ষণ আসল মুক্তোর মালা! তার হাতের প্রত্যেকটা আঙুলে আংটি। তার কোটটা কাঁধে ছড়িয়ে রাখা। ফলে, দেখা যাচ্ছে একটা বাদামী কালো রঙ—যেটা লুকিয়ে থাকলেও স্পন্দিত, এবং তার ব্যাঙের চামড়ার মতো হলুদ মুখের সাথে বেমানান।

রেস্টুরেন্টের বয়ের সঙ্গে সে খুব মার্জিত কিন্তু দৃঢ়ভঙ্গিতে কথা বলছিল।

—তুমি নিশ্চয় আমার কেবিনে সম্প্রীতি নিয়ে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার আর একটা বড় গেলাসে কমলার রস পরিবেশন করবে! তাছাড়া এটাও দেখবে—আজ আমার ডিনারে মুরগির মাংস থাকবে—উইদাউট সস্—আর কিছু বয়েলড্ ফিশ্!

বয় বিনীতভাবে ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ সে যথাআজ্ঞা পালন করবে।

বৃদ্ধা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মঁসিয়ে বাউস পোয়ারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

boiRboi.net

—উনি রাজকুমারী ড্রাগোসিবক। চাপা গলায় বাউস বললেন, উনি রাশিয়ান। ওর স্বামী রেভ্যুলুশনের আগে অনেক টাকা করেছিল। বিদেশে সেই পুঁজি খাটিয়ে লাভবান হয়েছিল। মহিলাও অত্যন্ত ধনী। একজন আন্তর্জাতিক চরিত্র কসমোপোটান ফিগার!

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। তিনি আগেই রাজকুমারী ড্রাগোসিবকের নাম শুনেছিলেন

অবশ্য। বাউস বললেন, মহিলা এক প্রখর ব্যক্তিত্ব। যদিও কুৎসিত দেখতে, কিন্তু সকলেই তার উপস্থিতি টের পায়। তাই না?

পোয়ারো সম্মতি জানালেন।

প্রকাণ্ড টেবিলের দূরে এক কোণে মেরি ডেভেনহাম। সঙ্গে আর দু'জন মহিলা। তাদের একজন দীর্ঘাঙ্গী, মধ্যবয়স্কা, পরনে স্কার্ট-ব্লাউজ। তার একগুচ্ছ ফ্যাকাশে হলুদ চুল আপনা থেকেই জট পাকিয়ে আছে। চোখে চশমা, লম্বাটে প্রীতিপূর্ণ মুখটা এই মুহূর্তে অনেকটা ভেড়ার মতো দেখাচ্ছে।

পোয়ারো তৃতীয় মহিলার কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। বয়স্ক, শক্তপোক্ত, সুন্দর মুখশ্রী। একনাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে—এমন কি একবার দম নেবার জন্যেও থামছে না।

ট্রেনটা এই সময়ে একটা টানেলের মধ্যে প্রবেশ করল।

একটা বিশেষ একঘেয়ে আওয়াজ শুরু হলো। সবাই শুনতে পাচ্ছে।

পাশের ছোট টেবিলটায় আরবাথনট একা-একা বসে আছে। তার দৃষ্টি অবশ্যই মেরি ডেভেনহামের দিকে। তারা এখন একসঙ্গে বসেনি যদিও। কিন্তু ইচ্ছে করলেই পারত। কিন্তু বসলো না কেন? পোয়ারো ভেবেছিল—বোধহয় মেরি ডেভেনহামের আপত্তি আছে। সে গভর্নেস জীবনের শিষ্টাচার মেনে চলতে চায়। বাইরের আচরণটা সব সময়েই মূল্যবান।

পোয়ারোর দৃষ্টি এবার অন্যদিকে। বেশ দূরে, জানলার কাছে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা, কালো পোশাক। বড়সড় মুখটা গোমড়া। পোয়ারো আন্দাজ করলেন—জার্মান বা স্ক্যান্ডানেভিয়ান হবে। অথবা কোনও জার্মান মহিলার কাজের লোক।

এরপরেই পোয়ারোর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এক দম্পতির দিকে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ে কথা বলছে। লোকটা ঢিলে ইংলিশ পোশাক পরেছিলো, যদিও সে ইংরেজ নয়। পোয়ারো শুধু তার মাথার পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছিলেন। লোকটার মাথার আকৃতি আর দুই কাঁধ তার দৃষ্টির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সে বোঝা যাচ্ছে, বলিষ্ঠ বিশাল চেহারার মানুষ। এবার হঠাৎ-ই সে দৃষ্টি ফেরাল। ফলে পোয়ারো তার পুরো চেহারাটা বুঝতে পারলেন। তিরিশের কোঠায় সুন্দর একজোড়া গোঁফওয়ালা সুন্দর ব্যক্তি।

তার বিপরীতে একটি অল্পবয়েসী মেয়ে। দেখলে, বিশ বছর মনে হয়। স্কার্ট আর একটা ছোট আঁটোসাটো কালো কোট পরেছে।

তার মুখ দেখে মনে হয় বিদেশিনী। রসকষহীন সাদা চামড়া। একজোড়া বাদামী চোখ, মিশমিশে কালো চুল। সে একটা বড় পাইপে সিগারেট গুঁজে ধোঁয়া ছাড়ছিলো। গাঢ় লাল নেল-পালিশ! গলায় প্ল্যাটিনাম-এমারেল্ডের মালা। দৃষ্টি ও স্বরে একটা বিশেষত্ব আছে।

পোয়ারো গুনগুন করলেন—এরা স্বামী-স্ত্রী?

বাউস মাথা নাড়লো—মনে হয়, হাঙ্গেরিয়ার দূত, সুন্দর জুটি!

আর মাত্র দু'জনকে দেখা যাচ্ছিল—পোয়ারোর সহযাত্রী ম্যাক্‌কুইন এবং তার বস্ মিস্টার র‍্যাটচেট। শেষোক্ত ব্যক্তি পোয়ারোর দিক মুখ করে বসেছিলো। দ্বিতীয়বার পোয়ারো লক্ষ্য করলেন—তার কর্তৃত্বহীন মুখচ্ছবি! তবে সেই মুখের ছবিতে যে একটা 'মিথ্যা' শান্ত ভঙ্গিমা সেটা বোঝা যায় তার ছোট্ট নিষ্ঠুর চোখদুটি দেখলে।

মঁসিয়ে বাউস নিশ্চিন্তভাবে পোয়ারোর হাবভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন।

—আপনি বুনোপ্রাণীদের দিকে যেভাবে তাকান, এখন সেইরকম ভাব দেখতে পাচ্ছি!

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

কফি এলো। বাউস উঠে দাঁড়ালেন। তার কফি খাওয়া আগেই হয়ে গেছে।

বাউস বললেন, আমি আমার জায়গায় ফিরে যাচ্ছি। পারলে আসুন। আড্ডা মারা যাবে।

—ও ইয়েস!

পোয়ারো কফির কাপে চুমুক দিলেন। তার কিছু পরে ড্রিংক্‌সের অর্ডার দিলেন।

বয় ইতিমধ্যে টাকার থলি হাতে এ টেবিল থেকে ও টেবিলে ঘুরছিল বিলের পেমেন্ট আদায় করতে। বয়স্কা আমেরিকান মহিলার গলা শোনা গেল—

—আমার মেয়ে বলছিল, এক গোছা খাবারের টিকিট নিয়ে নাও। তাহলে আর তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। ...এখন দেখছি, মোটেই তা নয়। মনে হয়, ওরা দশ পার্সেন্ট টিপস্ নেবে। তারপর মিনারেল ওয়াটারের বোতল দেবে—আর বোতলে জলও কিছুটা কম থাকবে—

ভেড়ামুখো মহিলা হঠাৎ বলে উঠলেন—হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ, ঠিক সেইভাবেই ওরা ওদের কেগের জল পরিবেশন করবে।

—ওয়েল, এটা আমার খুব খারাপ লাগে।

সে বিরক্তি নিয়ে সামনের টেবিলে একগাদা খুচরো কয়েনের দিকে তাকায়।

—দেখ, সব কিছুতেই বয় আমাকে খুচরো ব্যালেন্স ফেরৎ দিয়ে যাবে! ডিনার বা অন্য যে কোনও খাবার—সবই এক আবর্জনা! আমার মেয়ে বলছিল—

মেরি ডেভেনহাম এবার চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দু'জন মহিলাকে 'নড্' করে শিষ্টাচার জানায়। ওদিকে কর্নেল আরবাথনটও উঠে দাঁড়ান, মেরিকে ফলো করেন। আমেরিকান মহিলাটি তার টাকা পয়সা তুলে নিয়ে কেবিনের দিকে চলে যায়। অপরজন তাকে ভেড়ার মতো অনুসরণ করে। হাঙ্গেরিয়ানরা সবাই তখন চলে গেছে। রেস্টুরেন্ট প্রায় খালি, শুধুমাত্র পোয়ারো, ম্যাককুইন আর র‍্যাটচেট সেখানে এখনও উপস্থিত।

এতক্ষণ র‍্যাটচেট তার সঙ্গীর সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সঙ্গীও এবার উঠে দাঁড়াল, রেস্টুরেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সে আর ম্যাককুইনকে অনুসরণ করল না। বরং অপ্রত্যাশিতভাবে পোয়ারোর পাশের সীটে গিয়ে বসল।

—আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে একটু আগুন দেবেন?

সে নাকি সুরে বলল। গলার স্বরটা কিন্তু নরম—আমার নাম র‍্যাটচেট!

পোয়ারো একটু নিচু হলেন। পকেটে হাত দিয়ে দেশলাই বের করলেন। তারপর লোকটিকে দেশলাই বাক্সটা দিলেন। লোকটা দেশলাই হাতে নিল, কিন্তু আগুন জ্বালালো না। বলল, আমার মনে হচ্ছে, মঁসিয়ে হারকিউল পোয়ারোর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য জুটেছে আমার। তাই না?

পোয়ারো সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।—আপনি ঠিক খবরই পেয়েছেন মঁসিয়ে।

সে আবার বলল, আমাদের দেশে...আচ্ছা, আমরা আসল কথায় আসি! মঁসিয়ে পোয়ারো যদি দয়া করে আমার জন্য একটা কাজের দায়িত্ব নেন; আমি আশা করব—

হারকিউল পোয়ারো ভুরু জোড়া কেঁপে কেঁপে উপরে উঠল।

—মঁসিয়ে, আজকাল আমি খবু কম কেস হাতে নিই, খুবই কম বলা যায়!

—জানি, আপনি কেন তা করেন, আমি জানি। কিন্তু মিঃ পোয়ারো, এটা অনেক টাকার ব্যাপার।

সে গলার সুর আরও নরম করল। যেন বুঝিয়ে বলার জন্য আবার বলল, সত্যি, অনেক টাকার ব্যাপার।

পোয়ারো দু'মিনিট চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আপনি আমাকে আপনার জন্য কি করতে বলেন, মঁসিয়ে র‍্যাটচেট।

—মিঃ পোয়ারো, আমি একজন ধনী লোক। খুবই বিত্তশালী বলতে পারেন। এইরকম মানুষের শত্রু থাকে। আমারও একজন শত্রু আছে।

—কেবল একজন শত্রু?

—আপনি এই প্রশ্ন করে কি বোঝাতে চাইছেন? র‍্যাটচেটের গলার স্বর এবার তীক্ষ্ণ।

—মঁসিয়ে, আমার অভিজ্ঞতা বলে, মানুষের যখন এমন অবস্থা হয়, তখন—অ্যাজ ইউ সেইড্—শত্রু থাকে, সেক্ষেত্রে সেটা কেবল একজন শত্রুর মধ্যে থেমে থাকে না।

বোধহয় র‍্যাটচেট পোয়ারোর উপরে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। সে তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ, ঠিকই। আমি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি মানি। কিন্তু এক্ষেত্রে, একজন শত্রু বা অনেক শত্রু—সেটা ব্যাপার নয়। এক কথায় যেটা আমার চাই, সেটা হলো নিরাপত্তা।

—নিরাপত্তা?

—হ্যাঁ। আমার জীবন এখন বিপন্ন, মিঃ পোয়ারো! এখন আমি এমন একজনকে চাই যে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

র‍্যাটচেট এবার পকেটে হাত ঢোকালো। পরমুহূর্তেই একটা ছোট অটোমেটিক জিনিস বাইরের আলোয় নিয়ে এলো।

গম্ভীরভাবে সে বলল, আই ডোন্ট থিংক্ যে আমি এমন লোক যে অসতর্ক অবস্থায় ধরা পড়ব। যে মুহূর্তে এটার দিকে তাকাই, আমি নতুন করে নিশ্চিত বোধ করি। তবু, আমি মনে করি, মিঃ পোয়ারো, আপনিই সেই উপযুক্ত লোক যে আমাকে আরও

boiRboi.net

নিশ্চিত করতে পারবে, আমার টাকাকে সদ্ব্যবহার করার সুযোগ দেবে...মনে রাখবেন, টাকার অংকটা কিন্তু বিশাল!

পোয়ারো চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে তাকালেন। তার মুখে এখন উদাসীনভাব। অন্যজনের বোঝার উপায় নেই, পোয়ারোর ভেতরে এখন কোনও চিন্তা খেলছে!

কিছুক্ষণ পরে পোয়ারো জবাব দিলেন—আমি দুঃখিত মঁসিয়ে! আমি আপনার কথা রাখতে অক্ষম।

লোকটি আবার ধূর্ত চোখে তাকালো।

—আপনার, মানে আপনাকে দেবার জন্য, টাকার অংকটা তাহলে বলুন।

পোয়ারো আবার মাথা নাড়লেন।

—মঁসিয়ে, আপনি বোঝার চেষ্টা করুন। আমি আমার প্রফেশনে খুবই সৌভাগ্যবান। আমার প্রয়োজন ও খেয়াল মেটাতে আমি জীবনে প্রচুর টাকা রোজগার করেছি। এখন আমি কেবলমাত্র সেই কেসগুলো হাতে নিই যেগুলো আমাকে আনন্দ দেয়।

র‍্যাটচেট তবু বলল, আপনার স্নায়ু বেশ সতেজ! আচ্ছা, কুড়ি হাজার ডলার কি আপনাকে প্রলুব্ধ করবে?

—না, তা-ও করবে না।

—আপনি যদি এর চেয়েও বেশি চেয়ে থাকেন, সেটা জুটবে না। তাই আমি জানি, আমার কতটুকু দরকার, কতখানি আমার কাজে লাগবে।

—আমিও জানি, মঁসিয়ে র‍্যাটচেট!

—আচ্ছা, আমার প্রস্তাবের মধ্যে কি কোনও ত্রুটি থেকে গেছে?

পোয়ারো উঠে দাঁড়ালেন।

—শুনুন, মঁসিয়ে র‍্যাটচেট, আপনি যদি আমার ব্যক্তিগত মনোভাবটা জানতে চান তো জেনে নিন।...আমি আপনার মুখ দর্শন করতে চাই না।

কথাটা বলে পোয়ারো রেস্টুরেন্ট কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পর্ব-৪

সিমপ্লন ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস রাত পৌনে ন'টায় বেলগ্রেড পৌঁছে গেল।

রাত ন'টা পনেরোর আগে ট্রেনটা ছাড়ার কথা নয়। তাই পোয়ারো প্ল্যাটফর্মে নামলেন। অবশ্য সেখানে বেশিক্ষণ থাকলেন না। দারুণ কনকনে ঠাণ্ডা! যদিও ঠাণ্ডা আটকাবার ব্যবস্থা প্ল্যাটফর্মে করা হয়েছে। কিন্তু বাইরে ভীষণ বরফ পড়ছিলো। পোয়ারো কামরায় ফিরে এলেন। কন্ডাক্টরও কিছুক্ষণ বাইরে গিয়েছিল—একটু হাত-পা খেলাবার জন্য, নড়াচড়া করে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গরম রাখার চেষ্টা!

পোয়ারোকে দেখে সে কথা শুরু করল।

—মঁসিয়ে, আপনার সহযাত্রী এক নম্বর কামরায় চলে গেছে, মঁসিয়ে বাউসের কামরায়।

—তাহলে মঁসিয়ে বাউস এখন কোথায়?

—এথেন্স থেকে যে কামরাটা কিছুক্ষণ আগে এই ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, উনি সেখানে চলে গেছেন।

পোয়ারো এবার বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

বাউস হাত নাড়লেন।

—আরে, এটা কিছু না, কিছু না।...বরং এতে সুবিধেই হলো। আপনি ইংল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে যাবেন, তাই যে কামরাটা ক্যালাইয়ের ভেতর দিয়ে পাস করবে, সেখানে থাকাই সুবিধেজনক। আমি এখানে খুবই ভাল আছি। এখানটা বেশ নিরিবিলি। কামরায় আমি আর একজন গ্রীক ডাক্তার ছাড়া প্রায় খালিই বলা যায়। আহ্, মাই ফ্রেন্ড, আজকের রাত্রিটা দারুণ! ওরা বলাবলি করছিলো—বিগত কয়েক বছর এমন তুষারপাত হয়নি। আশা করি, আমরা আটকা পড়ব না। তবে আমি বলছি, ওদের কথায় আমি খুব আশ্বস্ত নই।

ঠিক ন'টা পনেরয় ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছাড়লেন।

পরমুহূর্তেই পোয়ারো উঠে পড়লেন। বন্ধুকে শুভরাত্রি জানিয়ে করিডরের মধ্যে দিয়ে এগোলেন ডাইনিং কারের ঠিক পাশে নিজের কামরায় ফেরার জন্য।

যাত্রার দ্বিতীয় দিনে ব্যবধান অনেকটা কমে গেল।

কর্নেল আরবাথনট তার কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে ম্যাককুইনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। পোয়ারোকে দেখামাত্র ম্যাককুইন আরবাথনটকে চুপ করতে বলল, যেন থামিয়ে দিল বলা যায়। আরবাথনটও কিছুটা চমকে উঠে থেমে গেলেন।

—কি ব্যাপার! আমি ভেবেছিলাম আপনি নেমে গেছেন। আপনি বলেছিলেন বেলগ্রেডে যাবেন!—ম্যাককুইন যেন চিৎকার করল।

পোয়ারো মুচকি হাসলেন।

—আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি এখনও স্মরণ করতে পারি, ট্রেনটা স্তাম্বুল থেকে রওনা হয়েছিল, যখন আমরা এই বিষয়ে কথা বলছিলাম।

—বাট্ জেন্টেলম্যান, আপনার মালপত্র? সেগুলো নেমে গেছে নাকি?

—সেগুলো অন্য কামরায় সরানো হয়েছে, দ্যাটস্ অল!

—ওহ্, বুঝেছি।

ম্যাককুইন আবার আরবাথনটের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। পোয়ারো করিডরের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন।

তার কুপের দুটো দরজা বাদে বয়স্কা আমেরিকান ভদ্রমহিলা—মিসেস হার্ভাড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ভেড়ামুখো স্যুইডিশ মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলো। মিসেস হার্ভাড একটা ম্যাগাজিন বাড়িয়ে দিয়ে বলল, না, না, অসুবিধে নেই, বন্ধু এটা নিতে পারেন। আমার পড়ার অনেক কিছু রয়েছে।

তারপর যেন পোয়ারোর দিকে একটা প্রশ্ন ছুঁড়লো—ওঃ, টাকাটা বেশ ট্রাবল দিচ্ছে, তাই না?

BanglaBoi.net

—আপনি খুব সভেস্ট—সুইডিশ মহিলা বলল।

—মোটেই তা নয়। আমি আশা করেছিলাম, আপনি রাতে ভাল করে ঘুমাবেন; ফলে কাল সকালে আপনার মাথা ঠাণ্ডা থাকবে। চা-টা একদম ঠাণ্ডা, আমি এখন নিজের চা নিজেই তৈরি করে নেব। আচ্ছা, আপনার কাছে কি কিছু অ্যাসপিরিন হবে?

—আমার কাছে অনেক আছে। ঠিক আছে। গুড নাইট, ফ্রেন্ড!

এবার সে পোয়ারোর দিকে ফিরল গল্প জানবার জন্য। অপর মহিলাটি ততক্ষণে চলে গেছে।

বেচারি! সে একজন সুইডিশ, যত দূর মনে হয়, মিশনারি গোছের কেউ হবে, শিক্ষাদাত্রী, বেশ ভদ্র, ইংরেজিতে বেশি কথা বলেন না। আমার মেয়ের সম্বন্ধে যা বলেছি, তাতেই উনি আগ্রহী।

পোয়ারো ইতিমধ্যে মিসেস হার্ভাড সম্পর্কে সব কিছু জেনে গেছেন। ট্রেনের মধ্যে যারা ইংরেজি জানে, তারা সবাই জেনে গেছে। কেমন করে সে এবং তার স্বামী স্মারাণাতে একটি বড় আমেরিকান কলেজে কাজ করত; মিসেস হার্ভাডের প্রাচ্যের প্রান্তে ভ্রমণটা কেমন লেগেছিলো; তুর্কীদের উল্টোপাল্টা জীবনযাত্রা সম্পর্কে তার কেমন ধারণা; তাছাড়া যাত্রাপথের অবস্থা—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখনই তাদের ঠিক পেছনের দরজাটা খুলে গেল। রোগা, পাঁশুটে চেহারার ভৃত্যটি এগিয়ে এলো। পোয়ারো দেখলেন—ভেতরের বিছানায় মিঃ র‍্যাটচেট বসে আছে। পোয়ারোকে দেখামাত্র তার মুখের ভাব পাল্টাতে থাকল। ক্রমশ রেগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

মিসেস হার্ভাডি পোয়ারোকে একটু পাশে সরিয়ে দিলেন।

—জানেন, ও লোকটিকে আমার বড় ভয় করে! ওই লোকটা নয়, ভয় ওর গুরুকে; সত্যিই গুরু। ওই লোকটার কিছু না কিছু দোষ থাকবে। আমার মেয়ে বলে, আমি নাকি অনুমানের ওপর নির্ভর করি। বলে—মাম্মি যখন অনুমান করে, তখন তা সঠিক হয়। হ্যাঁ, আমার মেয়ে তাই বলে!...আমিও লোকটা সম্পর্কে অনুমান করতে শুরু করেছিলাম। সে আমার ঠিক পাশের কুপেই আছে। ব্যাপারটা আমার পছন্দ নয়। কাল রাতে এই কানেটিং দরজাটা বেশ জোরে এঁটে দিয়েছিলাম। আমার মনে ধরেছে, ও বোধহয় দরজার হাতল ধরে দরজাটা খুলতে চেষ্টা করেছিলো। আপনি কি জানেন, মানে, আমি আশ্চর্য হব না যদি শুনি যে একটা খুনিতে পরিণত হয়েছে! ট্রেন ডাকাতদের সম্বন্ধে নিশ্চয় পড়েছেন। যদিও আমি বোকাসোকা মানুষ, তবু হলফ করে বলতে পারি—এখানে একজন সেই রকম ডাকাত আছে! আমি সব সময়েই লোকটার জন্য সন্ত্রস্ত। আমার মেয়ে বলেছিলো—আমার খুব সুখের জার্নি হবে; কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয়, তেমন সুখকর কিছু হবে না। ভাবাটা হয়তো বোকামি; কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটে যেতে পারে...যে কোনও কিছু...এবং কেমন করে ওই ছোট্ট মানুষটা তার সেক্রেটারি হয়ে থাকতে পারে—আমি তো ভাবতেই পারি না!

কর্নেল আরবাথনট এবং ম্যাককুইন করিডর দিয়ে এদিকে আসছিল।

ম্যাককুইন বলল, আমার কেবিনে আসুন। রাতের জন্য এখনও কিছু ঠিক হয়নি।...এই মুহূর্তে আমি যেটা জানতে চাই—মানে, ভারতে আপনার নীতিটা কি হবে অনেকটা সেইরকম—আরবাথনট ম্যাককুইনের কেবিনে ঢুকলেন।

মিসেস হার্ভাড পোয়ারোকে শুভরাত্রি জানালো।

—আমি জানি, এখন বিছানায় উঠে বই পড়া শুরু করব। গুড নাইট!

—গুড নাইট, ম্যাডাম!

পোয়ারো নিজের কেবিনের মধ্যে ঢুকে গেলেন। জামা-কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। নিজেও কিছুক্ষণ বই পড়ে লাইটটা নিভিয়ে দিলেন।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। তিনি জেগে গেলেন। কি ব্যাপার! তবে বুঝলেন ঝাঁকুনিটা কিসের! আসলে একটা শব্দ। একটা বড় গোঙানির আওয়াজ—প্রায় কান্নার মতো। পাশ থেকেই আসছিলো! সেই মুহূর্তে বেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল।

পোয়ারো উঠে বসলেন। আলো জ্বেলে লক্ষ্য করলেন ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব কোনও স্টেশন।

কিন্তু কান্নাটা কিসের—যেটা তাকে চমকে দিয়ে ঘুম ভাঙ্গালো? স্মরণে এলো, র‍্যাটচেট ঠিক পরের কেবিনটাতেই রয়েছে।

পোয়ারো বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুললেন। প্রায় তখুনি ওয়াগন কন্ডাক্টর তড়িঘড়ি করিডোরের মধ্যে দিয়ে এসে র‍্যাটচেটের দরজায় নক্ করল। পোয়ারো দরজা অল্প ফাঁক করে সব দেখতে থাকলেন। কন্ডাক্টর দ্বিতীয়বার দরজা ধাক্কা দিল। একটা ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। অপর একটা দরজায়, বেশ কিছুটা নিচে আলো দেখা গেল। কন্ডাক্টর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারল।

ঠিক সেই মুহূর্তে পরের কেবিনের দরজার ভেতর থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেল।—মঁসিয়ে—

কন্ডাক্টর আবার দৌড়ে গেল সেই দরজাটার দিকে—যেখানে আলো দেখা গিয়েছিল। খুব সম্ভব নক্ করবে সেখানেও!

পোয়ারো বিছানায় ফিরে এলেন। তার মন কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে। তাই তিনি আলো নিভিয়ে দিলেন। এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। তখন ঠিক ১-২০।

boiRboi.net

পর্ব-৫

দ্য ক্রাইম

পোয়ারোর ঘুম আসতে বেশ দেরি হচ্ছিল। কারণ, একটা জিনিসের অভাব তিনি অনুভব করছিলেন—ট্রেনের চলার ছন্দ। যদি এটা কোনও স্টেশনের বাইরেটা হয়, তাহলে সব কিছু কেমন যেন আশ্চর্যজনকভাবে চুপচাপ। সেভাবে দেখলে—বরং ট্রেনের ভেতরটাই মারাত্মকভাবে কোলাহলে পূর্ণ। র‍্যাটচেট বাইরে ঘোরাঘুরি করছে—

সেটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। হাত ধোওয়ার বেসিনটা সে বন্ধ করতেই 'ক্লিক' আওয়াজ পাওয়া গেল। স্লিপার কেবিনের বেডরুমের ভেতরেও কারোর চলাফেরার শব্দ আসছে।

হারকিউল পোয়ারো সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে জেগে জেগেই শুয়েছিলেন। ট্রেনের বাইরে স্টেশনটা এত চুপচাপ কেন? তার গলা শুকিয়ে আসছিলো। মিনারেল বোতলটাও চাইতে ভুলে গিয়েছিলেন। আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঠিক ১-১৫ মিঃ। ভাবলেন, কন্ডাক্টরের কাছে মিনারেল ওয়াটারের বোতল চাইবেন। আঙুলটা বেল টেপার জন্য এগিয়ে দিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। একটা 'টিং' শব্দ শুনতে পেলেন। কোনও মানুষ সবকটা বেলের প্রত্যুত্তর দিতে পারবে না—

টিং, টিং, টিং—

বারবার আওয়াজটা কানে আসছে। লোকটা তাহলে কোথায়? কেউ যেন অধৈর্য হয়ে বেল বাজাচ্ছে।

টিং, টিং, টিং, টিং—

যেই হোক না কেন, এক বা একাধিক—তারা তাদের আঙুল দিয়ে প্রচণ্ড জোরে চাপ দিচ্ছে কলিং বেলে।

হঠাৎ তড়িঘড়ি তার পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো। বোঝা যাচ্ছে, সে কাছে এসে গেছে। এবার পোয়ারোর থেকে খুব দূরে নয়, এমন জায়গায় দরজায় নক করল—খট খট খট! তারপর দুটি গলার স্বর। কন্ডাক্টরের বিনম্রস্বর, আর এক মহিলার গলায় একরোখা চিৎকার।

মিসেস হার্ভাড। পোয়ারো মনে মনে হাসলেন।

যদিও ঝগড়াটা একতরফা, তবু কিছুক্ষণ স্থায়ী হলো বৈকি! নব্বই ভাগ অংশ নিল মিসেস হার্ভাড। আর হাল্কা দশভাগ কন্ডাক্টরের তরফে। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল। বোধহয় একটা বোঝাপড়া হলো দু'জনের মধ্যে।

পোয়ারো এবার নিজের আঙুল দিয়ে বেল টিপলেন। কন্ডাক্টর তাড়াতাড়ি ছুটে এলো—বেশ চিন্তিত রাগতভাব।

—ইয়েস মঁসিয়ে! একবার ভাবুন তো তার জন্য আমি কতটা সময় দিয়েছি! আপনি নিজেই মেপে নিন—এই সাইজের জায়গায় কোথায় মানুষটা নিজেকে লুকোবে?

হাত ঘুরিয়ে সে একটা মাপ দেখাল।

—বাধ্য হয়ে তর্ক করতে হলো, আমি জোর দিয়ে বললাম, ব্যাপারটা অসম্ভব। কিন্তু উনি জিদ ধরে রইলেন, বললেন, জেগে উঠে নাকি একজনকে দেখেছিলেন। কিন্তু কেমন করে? আমি প্রশ্ন করলাম—মানুষটা কি বাইরে বেরিয়ে এসে দরজাটাকে তার পেছন থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলো? কিন্তু মহিলাটি কোনও যুক্তিই মানতে চাইলেন না, যেন আমাদের অফেন্ড করার মতো কিছু বলেননি। দেখুন, এই তুষারপাত—

—তুষারপাত?

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে। আপনি কি লক্ষ্য করেননি? ট্রেনটা থেমে গেছে। আমরা তুষারের

boiRboi.net

কবলে। ভগবানই জানেন। আমরা কতক্ষণ এর মধ্যে থাকব। আমার মনে আছে, একবার সাতদিনের জন্য তুষারপাতে আটকে গিয়েছিলাম।

—আমরা এখন কোথায়?

—ভিনসভি এবং ব্রড-এর মাঝখানে।

পোয়ারো বিরক্ত—আরে, আরে—

লোকটা চলে গেল, জল নিয়ে ফিরে এলো।

পোয়ারো জল খেলেন, চেষ্টা করলেন ঘুমিয়ে পড়তে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়তেন, কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দে আবার চমকে উঠলেন। কোনও ভারী জিনিস দরজায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকালেন। কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু তার ডান দিকে করিডরের নিচু জায়গায় এক মহিলা স্কারলেট লাল কিমোনো জড়িয়ে পোয়ারোর কাছ থেকে পিছু হটছিলো। অপরদিকে, তার ছোট্ট সীটে বসে একটা কন্ডাক্টর একটা বড় কাগজে ফিগার এন্ট্রি করছিলো। চারদিকে যেন শ্মশানে স্তব্ধতা।

পোয়ারো মনে মনে বললেন, এবারে আমি নার্ভের রোগী হয়ে উঠব!

বিছানায় ফিরে গিয়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমোলেন তিনি।

যখন জাগলেন, ট্রেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। তিনি ঘুমভরা চোখ নিয়ে বাইরে তাকালেন—বড় বড় বরফের চাঙর ট্রেনটাকে ঢেকে ফেলেছে।

তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন—ন'টা বেজে গেছে।

...এখন দশটা পনের!

পোয়ারো রেস্টুরেন্ট কারের দিকে গেলেন। সেখানে সর্বত্র দুঃখ-আশংকার ছায়া!

তবে এর ফলে, যাত্রীদের মধ্যে মেলামেশায় যা কিছু দ্বিধা-সংকোচ ছিল, সেসব দূর হয়ে গেল। সবাই একই দুর্ভাগ্যের শিকার—তাই একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। প্রলাপে, কান্নায় মিসেস হার্ভাড সবচেয়ে গলা ফাটাচ্ছিল।

—আমার মেয়ে বলেছিল, পৃথিবীতে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা। কেবল ট্রেনে চাপলেই হলো—যতক্ষণ না পারুস পৌঁছাই অথচ, এখন দিনের পর দিন এখানে আটকে থাকতে হবে। আর আমার জাহাজ পরশু দিন ছাড়বে। কেমন করে সেটা ধরব আমি? এমনকি কোনও তারবার্তাও পাঠাতে পারছি না যে টিকিট ক্যানসেল্ করব! এসব কথা বলতেও পাগলের মতো লাগছে!

ইটালিয়ানটি বলল তার মিলানে একটা বিশেষ জরুরি কাজ ছিল। বড় চেহারার আমেরিকানটি জানাল—সত্যি, খুব খারাপ অবস্থা, ম্যাডাম। কিন্তু আশা করি ট্রেনটা টাইম মেকআপ করতে পারবে।

সুইডিশ মহিলা কাঁদতে লাগল—আমার বোন, তাদের ছেলেমেয়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। কেউ জানাবার নেই, তারা কি ভাববে বলুন তো? নিশ্চয় ভাববে আমি বিপদে পড়েছি।

boiRboi.net

এবার মেরি ডেভেনহাম বেশ জোর গলায় বলল, আচ্ছা, কতক্ষণ আমরা এই অবস্থায় থাকব? এটা কি কেউ বলতে পারে না?

তার কণ্ঠস্বরে অধৈর্য স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পোয়ারোর মনে হলো—সেই স্বরে ভয়ের কোনও উদ্বেগ নেই—যেটা তাউরাস এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় লক্ষ্য করা গিয়েছিলো।

মিসেস হার্ভাড অন্যত্র চলে গেল। ট্রেনের মধ্যে এমন কেউ নেই যে অবস্থার ফলাফলটা জানে। কেউ কিছু করার বেশিও করছে না। একগাদা অপদার্থ বিদেশী! এটা যদি বাড়ি হতো, তাহলে কেউ না কেউ কিছু করার বেশি করতো!

আরবাথনট পোয়ারোর দিকে ফিরলেন। সতর্ক ব্রিটিশ এবার ফ্রেঞ্চভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

—Vons etes un directeur de la legne, so crois, Monsieur, vons pouvez nons dire—

পোয়রো মুচকি হেসে ইংরেজিতে তার ভুল শুধরে দিলেন—না, না, সেটা আমি নই। আপনি আমাকে আমার বন্ধু মঁসিয়ে বাউসের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

—ওঃ, আই অ্যাম সরি!

—দুঃখিত হবার কিছু নেই। এটা খুবই স্বাভাবিক। আমি এখানে সেই কেবিনেই যেখানে আগে বাউস ছিলেন।

রেস্টুরেন্টেও মঁসিয়ে বাউস ছিলেন না। পোয়ারো দেখতে থাকলেন—কে কে সেখানে অনুপস্থিত! রাজকুমারী ড্রাগোসিবক, হাঙ্গেরিয়ান দম্পতি, মিস্টার র‍্যাটচেট, তার সঙ্গী এবং জার্মান মহিলার কাজের লোকটিকে সেখানে দেখা গেল না।

সুইডিশ মহিলা চোখ মুছছিলেন।

—আমি বোকা! আমাকে এখন বাচ্চার মতো কাঁদতে হবে। যাই ঘটুক, কোনও কিছুর ভালর আশা করেও কাঁদতে হবে।

—যা হয়েছে ভালই হয়েছে—ম্যাককুইনের চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল।

এই খ্রীস্টিয় স্পিরিট অদান-প্রদান করা বেশ দুরূহ ব্যাপার।

—আমাদের হয়ত এখানে কয়েকদিন থাকতে হবে। যাহোক, এটা কোন দেশ? মিসেস হার্ভাড জলভরা চোখে জানতে চাইলেন।

পোয়ারো মিস ডেভেনহামকে বললেন, শুনেছি, এটা যুগোশ্লাভিয়া। বলকানের অংশ। আপনি কি আশা করেন? দেখছি, আপনিই সবচেয়ে ধৈর্যশীল।

মিস ডেভেনহাম কাঁধ ঝাঁকালেন, 'শ্রাগ' করার ভঙ্গিতে।

—একজন আর কতটুকু করতে পারে?

—আপনি একজন দার্শনিক।

—সেটা অনাসক্তির ব্যাপার। আমার ধারণা, আমি অনেক বেশি স্বার্থপর। আমি আমার অনর্থক আবেগগুলোকে সংযত করতে শিখেছি।

মিস ডেভেনহাম অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। তার দৃষ্টি পোয়ারোকে ছাড়িয়ে জানলার বাইরে বিস্তৃত তুষারপাতের দিকে।

পোয়ারো বিনীতভাবে বললেন, আপনি খুব দৃঢ়চেতা মহিলা, মাদাম। আমি মনে করি, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনের জোর আপনার!

—না, না, মোটেই না। আমি বরং একজনকে জানি যে আমার চেয়েও দৃঢ়চেতা, এবং সে—

বলতে বলতে মিস ডেভেনহাম যেন সম্বিত ফিরে পেল। বোধহয় বুঝলো—এতক্ষণ সে এক অচেনা বিদেশীর সঙ্গে কথা বলছিল। সকালে তার সাথে সে শুধু দু'একটা বাক্য বিনিময় করেছে বলা চলে।

তার মুখে হঠাৎ একটা প্রচ্ছন্ন কঠোর হাসি খেলে গেল।

—হ্যাঁ, যেমন, ওই বয়স্ক মহিলার কথা বলতে পারি। আপনি হয়ত তাকে লক্ষ্য করেছেন। ভীষণ কুৎসিত এক বৃদ্ধা, কিন্তু চমকপ্রদ! তিনি কেবলমাত্র একটা ছোট্ট আঙুল তুলবেন—বোধহয় কিছু চাইবার জন্য—আর সারা ট্রেন তার কথা মতো কাজ করবে। তার আচরণ খুব নম্র—তবু তাতেই একটা আদেশের ভঙ্গি থাকে। এটা আমার বন্ধু মঁসিয়ে বাউসের ক্ষেত্রেও খাটে। অবশ্য, তার কারণ তিনি এই লাইনের একজন ডাইরেক্টর, তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য নয়।

মেরি ডেভেনহাম হাসলো।

সকালটা কেটে গেল। পোয়ারো সমেত অনেক লোক ডাইনিং হলের মধ্যে থেকে গেল। সময় কাটবে কি করে? তাই এখানে থেকেই কিছুটা সামাজিক জীবনধারার স্বাদ পাওয়া গেল। পোয়ারো মিসেস হার্ভাডের মেয়ে সম্বন্ধে আরও কিছু খবর পেলেন। তাছাড়া মিসেস হার্ভার্ডের সারাজীবনের অভ্যেসগুলোও শুনলেন। সকাল বেলা রোগগ্রস্ত স্বামী মিঃ হার্ভার্ডের ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে ব্রেকফাস্ট টেবিল, এবং রাতে কোন মোজা পরে শুতে যাবেন, সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার ভারও মিসেস হার্ভাডের ওপর। এই রকম নানা খুঁটিনাটি বিষয় জানা গেল।

এইভাবেই সুইডিশ মহিলারও কিছু সাধু উদ্দেশ্যের কথা যখন পোয়ারো মন দিয়ে শুনছিলেন, তখনই ওয়াগন কন্ডাক্টর তার কনুই ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

—মাপ করবেন মঁসিয়ে—

—ইয়েস!

—মঁসিয়ে বাউস অভিবাদন জানালেন। বললেন, তিনি খুশি হবেন যদি কিছুক্ষণের জন্য আপনি তার কাছে যান।

পোয়ারো উঠলেন। সুইডিশ মহিলার কাছ থেকে শিষ্টাচারসম্মত অনুমতি নিয়ে ডাইনিং কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই কন্ডাক্টর নতুন; বিরাট চেহারার এক ভালমানুষ বলে মনে হলো।

পোয়ারো তাকে করিডর দিয়ে অনুসরণ করলেন। বেশ কিছুটা হাঁটতে হলো।

boiRboi.net

পরবর্তী কামরার নির্দিষ্ট দরজায় কন্ডাক্টর 'নক্' করল। তারপর পোয়ারো ভেতরে না ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকল।

এই কেবিনটা মঁসিয়ে বাউসের নিজের রিজার্ভেশন নয়। এটা একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা। বাউস তবু এটা পছন্দ করেছিলেন কারণ এর সাইজটা বেশ বড়। এখানে অনেক লোকের সমাগম—সেটাই স্বাভাবিক।

মঁসিয়ে বাউস ছোট একটা সীটের উল্টোদিকে কোণা ঘেঁষে বসেছিলেন, দরজার দিকে তাকিয়ে। একজন কালো লোক বাইরের তুষারপাত দেখছিল। পোয়ারোর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল বড় চেহারার নীল ইউনিফর্ম-পরা একটি লোক। এই কি চীফ অব্ দ্য ট্রেন? তার সঙ্গে ওয়াগন কন্ডাক্টর।

—ওহ্, মাই গুড ফ্রেন্ড, ভেতরে আসুন—বাউস চিৎকার করে উঠলেন। উই নিড্ ইউ ভেরি মাচ!

জানলার দিকের ছোট মানুষটা সীটের পাশে একটু সরে বসল। পোয়ারো আরও দু'জন যাত্রীকে পাশ কাটিয়ে বন্ধুর মুখোমুখি বসলেন।

মঁসিয়ে বাউসের মুখের হাবভাব লক্ষ্যণীয়। পোয়ারোকে চিন্তার খোরাক জাগালো। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—কিছু একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে।

—কি হয়েছে? পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করে আপনি ভালই করেছেন। প্রথমে এই তুষারপাত, তারপর এই ট্রেন থেমে যাওয়া। এবং এখন—

বাউস একটু থামলেন। ওয়াগন কন্ডাক্টরের গলায় যেন রুদ্ধশ্বাসের মতো আওয়াজ শোনা গেল।

—আর এখন—কি?

—আর এখন—এখন একজন যাত্রী বার্থের মধ্যে মৃত। সে পড়ে আছে, মনে হচ্ছে খুন হয়ে—

বাউসের গলায় শান্ত হতাশার ভাব।

—একজন যাত্রী! কে, কোন যাত্রী?

—একজন আমেরিকান। একটি মানুষ—নাম, নামটা—

বাউস তার সামনে পড়ে থাকা কিছু কাগজপত্র ঘাটতে লাগলেন। তারপর বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, র‍্যাটচেট। হ্যাঁ, ঠিক বলেছি—র‍্যাটচেট।

—ইয়েস মঁসিয়ে—ওয়াগন কন্ডাক্টর ঢোঁক গিলল।

পোয়ারো তার দিকে তাকালেন। সে চকখড়ির মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে।

পোয়ারো বললেন, ওই লোকটাকে বসতে দিন। নয়তো ও বোধহয় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

চীফ অব্ দ্য ট্রেন একটু সরে গেল। ওয়াগন কন্ডাক্টর বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। বলে উঠল—ব্যাপারটা খুব গুরুতর!

boiboi.net

—অবশ্যই। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটা খুনের কেস শুরু হওয়া মানে ভালভাবেই জল ঘোলা হবে। শুধু তাই নয়, এখন থেকে পারস্পরিক সম্পর্কটাও অস্বাভাবিক হয়ে যাবে।

বাউস বললেন, এখানে আমাদের থামতে বাধ্য করেছে। আমরা এখানে কয়েক ঘণ্টা আটকে যেতে পারি। শুধু কয়েক ঘণ্টা কেন, কয়েক দিনও হতে পারে। আরেকটা ব্যাপার—অন্য কোনও দেশের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি সেই দেশের পুলিশ ট্রেনের মধ্যে থাকে। কিন্তু এই যুগোস্লোভিয়ায় তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই—আপনি সেটা লক্ষ্য করেছেন?

পোয়ারো মন্তব্য করলেন—ব্যাপারটা খুব জটিল।

—সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটতে চলেছে। ও...আমি পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইনি ডক্টর কন্সটেনটাইন। আর ইনি—মঁসিয়ে পোয়ারো।

সেই ছোট কালো মানুষটি নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল। পোয়ারো প্রত্যুত্তর দিলেন।

ডঃ কন্সটেনটাইনের ধারণা—এই খুনটা রাত একটা নাগাদ ঘটেছে।

—অবশ্য এ ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা মুস্কিল। কিন্তু আই অ্যাম সিওর—খুনটা মাঝরাতে হয়েছে—এবং অবশ্যই রাত দুটোর আগে। ডাক্তার জানালেন।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা মঁসিয়ে, র‍্যাটচেটকে শেষ জীবন্ত দেখা গিয়েছিল কখন?

বাউস বললেন—জানা গেছে, সে রাত একটা কুড়ি মিনিটেও বেঁচে ছিলেন। কারণ, ওই সময় ওয়াগন কন্ডাক্টরের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল।

—সেটা ঠিক। পোয়ারো বললেন, ওদের কথাবার্তা আমি নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিলাম। এটাই কি শেষ জানা?

—হ্যাঁ।...মঁসিয়ে র‍্যাটচেটের কেবিনের জানলা হাট করে খোলা ছিল। এতে সন্দেহ হবে—খুনী ওই জানলা দিয়ে পালিয়েছে। আমার মতে, এই খোলা জানলাটা লোকের চোখে ধুলো দেবার পক্ষে যথেষ্ট। যে কেউ এই পথে পালালে বরফের ওপর পরিষ্কার পায়ের ছাপ থাকতো। কিন্তু সেসব কিছু নেই।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—খুনটা নজরে এলো কখন?

মিচেল—সেই ওয়াগন কন্ডাক্টর উঠে বসল। তার মুখ ভয়ে পাংশু হয়ে গেছে।

বাউস বললেন, এই ভদ্রলোককে সব খুলে বলো—ঠিক কি কি ঘটেছিল।

ওয়াগন কন্ডাক্টর যেন একটু ধাক্কা খেল। তারপর বলতে শুরু করল।

—মঁসিয়ে র‍্যাটচেটের দরজায় সকালে ভ্যালেট বহুবার খটখট করেছিল। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়া আসছিল না। আধঘন্টা আগে রেস্টুরেন্ট কামরার বয় এসেছিল। সে জানতে চাইছিল—উনি ডিনার খেয়েছেন কিনা। তখন প্রায় রাত এগারোটা। অন্তত সেটা অনুমান করা যায়।

ওয়াগন কন্ডাক্টর বলতে থাকল।

—আমি নিজের চাবি দিয়ে তার দরজাটা খুলে দিয়েছিলাম। দরজায় একটা চেন লাগানো ছিল। সেটা বাঁধাই ছিল। ভেতর থেকে কোনও উত্তর এলো না। জানলাটা খোলা থাকায় বরফ ঢুকছিলো। তার ভিতরটা ঠাণ্ডা, হিমশীতল! আমরা ভেবেছিলাম—ভদ্রলোক বোধহয় ঠাণ্ডায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আমি ট্রেনের চীফকে ডাকলাম। তারপর আমরা চেনটা ছিঁড়ে ফেললাম। ভেতরে ঢুকতেই—ওঃ, এই ভয়ংকর দৃশ্য!

ওয়াগন কন্ডাক্টর আবার হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো।

পোয়ারো হঠাৎ বললেন, দরজাটা বন্ধ ছিল, কিন্তু চেনটা ভেতর থেকে লাগানো ছিল।...এটা আত্মহত্যার ব্যাপার নয় তো?

গ্রীক ডাক্তার একটু অদ্ভুতভাবে হাসলেন।

—যে লোকটা আত্মহত্যা করলে, সে নিজের গায়ে নিজের হাতে দশ-বারো-পনের জায়গায় ছুরিকাঘাত করবে?

পোয়ারোর চোখ খুলে গেল। বললেন—এটা ভয়ানক হিংস্র ব্যাপার!

চীফ অব দ্য ট্রেন এই প্রথম মুখ খুললো—একজন মহিলা।...একজন মহিলাই এইভাবে খুন করতে পারে।

ডাঃ কন্সটেনটাইন আরও গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

বললেন, সে নিশ্চয় খুব স্ট্রং নার্ভের মহিলা। ব্যাপারটাকে আরও গুলিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, একটা কিংবা দুটো আঘাত—স্ট্যাবিং—এতটাই জোরে হয়েছে, তা সুকৌশলে শক্তপেশির গভীরে পর্যন্ত চলে গেছে।

পোয়ারো বললেন, কিন্তু এই ধরনের স্ট্যাবিং খুব বিজ্ঞানসম্মত নয়।

—হ্যাঁ, বরং বেশ আনাড়িপনা! আঘাতগুলো খুবই এলোমেলো। এবং একের পর এক করা হয়েছে। বেশ কিছু আঘাত নিষ্ফল—মানে ফস্কে গেছে। ব্যাপারটা এই রকম, যেন কেউ চোখ বুজে অন্ধের মতো এলোপাথারি ছুরি চালিয়ে গেছে। অনেকটা মানসিক বিকারগ্রস্ত খেপা লোক যেমন করে থাকে।

—ঠিক কথা!—চীফ অব্ দ্য ট্রেন বলে উঠল—মেয়েরা এরকমই হয়। যখন তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়, তাদের মধ্যে একটা বিকৃত শক্তি জেগে ওঠে।

চীফ এমনভাবে মাথা নেড়ে কথাগুলো বলল, যাতে মনে হবে, তার যেন এরকম প্রত্যক্ষ কোনও অভিজ্ঞতা আছে।

পোয়ারো বললেন, আপনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে আমারও কিছু সংযোজন করার আছে। গতকাল মঁসিয়ে র‍্যাটচেট আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আমি যতদূর বুঝেছিলাম, তিনি বলতে চেয়েছিলেন তার জীবনসংশয়।

মঁসিয়ে বাউস প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, 'bumped off' কথাটা একটা আমেরিকান অভিব্যক্তি। তাই নয়. কি? সেক্ষেত্রে এটা একজন মহিলার কাণ্ড না-ও হতে পারে। মনে হয়, এটা কোনও গ্যাংস্টার বা গ্যাংম্যানের কাজ!

বোঝা গেল, বাউস চীফ অব্ দ্য ট্রেনের মতামত মানতে পারছেন না।

boiboi.net

পোয়ারো বললেন, তাই যদি হয়ও, তবুও বলতে হবে খুনটা করা হয়েছে আনাড়ীভাবে, অ্যামেচারিশ পদ্ধতিতে।

পোয়ারো বোঝাতে চাইলেন—খুনটা পেশাদারি নিয়মে করা হয়নি। প্রফেশনাল খুন নয়। বাউস বললেন, এই ট্রেনে একজন বড়সড় আমেরিকান রয়েছে। দেখতে সাধারণ, অসাধারণ পোশাক। সে যেভাবে চুইংগাম চিবোয়, সেটার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। ঠিক বিধিসম্মত নয়। তুমি কি বুঝতে পারছ?

কথাটা তিনি ওয়াগন কন্ডাক্টরের উদ্দেশ্যে বললেন।

ওয়াগন কন্ডাক্টর মাথা নাড়ল।

—ইয়েস স্যার, আপনি কি ষোল নম্বরের কথা বলছেন? কিন্তু এটা সে হতে পারে না। তাহলে আমি অন্তত তাকে এ কামরায় ঢুকতে বা বেরতে দেখতে পেতাম।

—তুমি হয় তো দেখতে পাওনি। পোয়ারো বললেন, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা চলবে। প্রশ্নটা হলো—কি ভাবে এগোতে হবে।

দু'জনেরই পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

বাউস বললেন, বন্ধু, আপনি আমার কাছে আসুন। আমি আপনাকে যা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, আপনি সেটাই ভাবতে শুরু করেছেন। আপনার শক্তি আমি জানি। ইউ টেক্ আপ দিস কেস!...না, না, প্লীজ ডোন্ট রিফুইজ, প্রত্যাখ্যান করবেন না। আমাদের অবস্থাটা একটু ভাবুন। ব্যাপারটা খুব গুরুতর। যুগোস্লোভিয়ার পুলিশ আসার আগেই ব্যাপারটা সহজ হতো যদি আমরা তাদের একটা দিক নির্ণয় করে দিতে পারি। না হলে দেরি হয়ে যাবে, হাজার বিরক্তি ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে সবাইকে। কে জানে, বহু নিরীহ লোকেরও হয়রানি হতে পারে! তার চেয়ে আপনি যদি কিছু কিনারা করতে পারেন—আমরা বলতে পারি একটা খুন হয়েছে, এবং খুনী হচ্ছে 'মিস্টার এক্স'...এই ধরনের—

—আর যদি আমি কোনও কিনারা করতে না পারি?

—ওহ্ মঁসিয়ে—বাউসের গলায় মিনতির সুর—আমি আপনার সুনাম যথেষ্ট শুনেছি। আপনার তদন্ত ক্রিয়াও কিছুটা জানি। এটা আপনার গ্রহণ করার পক্ষে একটা আদর্শ কেস। সমস্ত লোকের পুরনো পরিচয়, তাদের সদিচ্ছা, চরিত্র-চিত্র নির্ণয় করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তা-ও জানি। আমি এ-ও শুনেছি, আপনি বলেন, কোনও কেসের কিনারা করতে হলে একটা মানুষকে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুতে হবে, আর সুগভীর চিন্তা শুরু করতে হবে। ঠিক আছে, আপনি তাই করুন। ট্রেনে যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে পারেন। মৃতদেহটা দেখুন, বের করুন সেখানে কি কি লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আর তারপর...হ্যাঁ, ভাল কথা...আপনার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি—মস্তিষ্কের বাদামী কোষগুলো—গ্রে মেটিরিয়ালস—চালু হোক—তাহলেই আলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

পোয়ারো নরম চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন।

—আপনি যা বলছেন, এটা খুব কঠিন কেসের ব্যাপার হবে না। আমি নিজেও কাল রাতে...যাইহোক, এখন সেটা আমাদের আলোচনা করা উচিত নয়। সত্যি বলতে কি, এই ধরনের কিছু চিন্তা আমার মাথার মধ্যে কিলবিল করে। আমি ভাবছিলাম—ধরুন এই আধঘণ্টা আগেও—আমার সামনে একটা বিরাট একঘেয়ে সময় পড়ে রয়েছে যতক্ষণ আমরা এখানে আটকে আছি। কিন্তু, মজার বিষয়, এখন একদম টাটকা খোরাক এসে গেল, আমার পক্ষে!

বাউস আগ্রহ নিয়ে বললেন, তাহলে আপনি দায়িত্বটা নিচ্ছেন তো?

—ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।

—ওয়েল, উই আর অ্যাট ইওর সার্ভিস!

—প্রথম কথা, আমার একটা প্ল্যান আছে। এই ইস্তাম্বুল-ক্যালাই কোচ নিয়েই। একটা নোট নিতে হবে—যারা এই কামরাগুলোর যাত্রী। তাদের মধ্যে অনেকেরই পাসপোর্ট আর টিকিটগুলো আমি দেখতে চাই।

—মিচেল আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

এই বলে ওয়াগন কন্ডাক্টর বেরিয়ে গেল।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—এই ট্রেনে অন্য যাত্রীরা কে কে রয়েছেন?

—এই কোচে শুধু আমি আর ডাঃ কনস্টানটাইন। বুখারেস্টের কোচটায় আছে এক খোঁড়া বৃদ্ধ। তাকে কন্ডাক্টর ভালই চেনে। আর অন্য সাধারণ কামরাগুলোতে যারা আছে, তারা আমাদের চোখে কেউ গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাতে ডিনার খেয়ে তারা দরজা লক্ করে ঘুমচ্ছে। আর এই ট্রেনটার প্রথম কামরাটা শুধু ডাইনিং কার।

পোয়ারো ধীরে ধীরে বললেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা এই ইস্তাম্বুল-ক্যালাই কোচের মধ্যেই খুনীকে খুঁজে পাব।

পোয়ারো এবার ডাক্তারের দিকে তাকালেন। বললেন, আচ্ছা, আপনি তো একটা ইঙ্গিত দিতে চাইছিলেন, তাই না?

গ্রীক ডাক্তার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

—মাঝরাতের কিছু পরে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তুষার কবলিত জায়গায় যাচ্ছি।

মসিয়ে বাউস বললেন, তার আগে কেউই ট্রেন ছেড়ে বেরতে পারবে না।

কথাটা শেষ করে যেন বিড়বিড় করলেন—খুনী আমাদেরই সঙ্গে রয়েছে, ট্রেন ছুটে চলেছে...এবং এই মুহূর্তে...

boiRboi.net

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কে এই নারী?

পোয়ারো বললেন, প্রথমে আমি যুবক মঁসিয়ে ম্যাককুইনের সঙ্গে দু'-একটা কথা সেরে ফেলতে চাই। সে আমাদের মূল্যবান তথ্য দিতে পারে।

—নিশ্চয়ই। মঁসিয়ে বাউস বললেন।

চীফ অব দ্য ট্রেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ম্যাককুইনকে এখানে আসতে বলুন।

চীফ অব দ্য ট্রেন কামরা ছেড়ে চলে গেলেন। কন্ডাক্টর একগোছা পাসপোর্ট আর টিকিট নিয়ে হাজির। বাউস সেগুলো গ্রহণ করলেন।

—ধন্যবাদ মিচেল! মনে হয়, সব থেকে ভাল হবে—এবার তুমি যদি আবার নিজের ডিউটিতে ফিরে যাও। আমরা তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব।

—ভেরি ওয়েল, স্যার!

মিচেল বেরিয়ে গেল। পোয়ারো বললেন—আমরা ম্যাককুইনের সঙ্গে কথা শেষ করে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে মৃতের কামরাটা দেখতে যাব।

—অব্‌কোর্স!

—আমরা কাজ শেষ করার পর—

বলামাত্র সেই মুহূর্তে হেক্টর (চীফ অব দ্য ট্রেন) ম্যাককুইনকে নিয়ে চলে এলেন।

মঁসিয়ে বাউস উঠে দাঁড়ালেন।

—আমরা এখানে অল্প পরিসরে ঠাসাঠাসি করে বসে আছি।... ম্যাককুইন, তুমি আমার সীটে বসো। মঁসিয়ে পোয়ারো তোমার মুখোমুখি বসবেন। সেইজন্যই—

তিনি চীফ অব দ্য ট্রেনের দিকে তাকালেন।

—সকলকে এখন রেস্টুরেন্টের বাইরে নিয়ে যাও। মঁসিয়ে পোয়ারোর জন্য একটা জায়গা খালি করে দাও।...এখন মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি কি এখানে আপনার জিজ্ঞাসাবাদ সারবেন?

—হ্যাঁ, পোয়ারো বললেন, এখানেই সুবিধে হবে।

ম্যাককুইন অবশ্য ফ্রেঞ্চ ভাষায় দ্রুত কথাবার্তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ্য করছিল।

অনেক কসরৎ করে বলল, আমায় কি বলতে হবে? কি বলব আমি মঁসিয়ে পোয়ারোকে?

পোয়ারো প্রথমে তার দিকে কড়া চোখে তাকালেন। তারপর কোণের দিকে একটা সীটে বসার সংকেত জানালেন। সে বসে পড়ে আবার বলতে শুরু করল—আর কি?

পোয়ারোর দৃষ্টি দেখে নিজেকেই একটু সামলে নিল ম্যাককুইন। তারপর নিজের ভাষা বলতে থাকল—ট্রেনের ব্যাপারটা কি? কিছু তেমন ঘটেছে কি? চিন্তা করার মতো কিছু?

আবার সে পর পর সকলের মুখের দিকে তাকাতে থাকল।

—হ্যাঁ, অবশ্যই কিছু ঘটেছে। যে কোনও সময় আপনার ওপরেও আঘাত আসতে পারে। সতর্ক থাকুন। আপনার চাকুরিদাতা, 'বস' মঁসিয়ে র‍্যাটচেট মারা গেছেন।

ম্যাককুইনের মুখ শুকিয়ে গেল, একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। কিন্তু তারপরেই তার চোখদুটো জ্বল জ্বল করে উঠল। ক্রমশ দেখা গেল তার মুখে কোনও শোকদুঃখের চিহ্ন নেই। হতাশ ভাবটাও উধাও হয়ে গেল।

—ওঃ, তারা তাহলে শেষ পর্যন্ত তাকে পেয়ে কার্যসিদ্ধি করল! ম্যাককুইন বলল।

—আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, মঁসিয়ে ম্যাককুইন?

ম্যাককুইন একটু ইতঃস্তত করল।

পোয়ারো প্রশ্ন করল—আপনি কি মনে করেন র‍্যাটচেট খুন হয়েছেন?

—উনি কি খুন হননি? ম্যাককুইনের পাল্টা প্রশ্ন।

তারপর আবার সামলে নিয়ে বলতে থাকে—মানে, হ্যাঁ, আমি ওইরকমই চিন্তা করছিলাম। আপনি কি মনে করেন। তিনি ঘুমের মধ্যে...

ম্যাককুইন থেমে গেল। তার হাসিটা এবার বিমূঢ় বোকার মতো।

—না, না—পোয়ারো বললেন, আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য। র‍্যাটচেট খুন হয়েছেন। তাকে ছুরি মারা হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাই—আপনি কেন এটাকে খুন বলে ধরে নিচ্ছেন? কেন তার মৃত্যুটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়?

ম্যাককুইন আবার দ্বিধাগ্রস্ত। বলল, আমি আগে একটা ব্যাপারে পরিষ্কার হতে চাই। আপনি প্রকৃতপক্ষে কে? কোথা থেকে আসছেন?

আমি একজন ডিটেকটিভ—এরকুল পোয়ারো।

—এখানে ডিটেকটিভ যদি কোনও ফল পাবেন বলে ভাবেন, তা হবে না। তবে হ্যাঁ, তিনি তার কাজ করুন। আমরা ফলের অপেক্ষায় থাকব।

—আপনি এই নামটা আগে শুনেছেন বোধহয়?

—হ্যাঁ, মানে, শোনা শোনা লাগছিল।

পোয়ারো তার দিকে অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হেসে বললেন, অবিশ্বাস্য!

—কেন, অবিশ্বাস্য কিসের?

—থাকগে। তেমন কিছু ব্যাপার নয়। আমরা যে ব্যাপারটা আলোচনা করছি এখন সেদিকে এগোন যাক। মঁসিয়ে ম্যাককুইন, আমি আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই—আপনি র‍্যাটচেট সম্বন্ধে কি এবং কতখানি জানেন। ইনি এখন মৃত। আপনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না?

—যুক্ত বলা যায় না। আমি তার সেক্রেটারি। মানে, ছিলাম।

—কতদিন এই কাজটা করছিলেন?

—মাত্র একবছর বা সামান্য কিছু বেশি।

—যা কিছু তথ্য আপনার জানা আছে, দয়া করে বলুন।

—হ্যাঁ, মাত্র বছর খানেকের জন্য আমি তার সঙ্গে কাজ করেছি। শুরু পারস্যে।

পোয়ারো বাধা দিলেন—সেখানে আপনি কি করছিলেন?

—আমি নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছিলাম। তেলের কনসেশনের ব্যাপারে। আমার মনে হয় না, আপনি এসব কিছু শুনতে চান। আমরা কয়েকজন বন্ধু এই ব্যাপার নিয়ে ওখানে থেকে গিয়েছিলাম। মিঃ র‍্যাটচেট আমাদের সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন। একদিন তার সেক্রেটারির সঙ্গে তার ঝগড়াঝাটি হয়েছিল। তাকে সরিয়ে তিনি আমাকে

boiRboi.net

চাকরির অফার দিলেন। আমিও গ্রহণ করলাম।...আমার হাতে তখন তেমন কোনও কাজ ছিল না। তাই একটা 'রেডিমেড' ভাল চাকরি পেয়ে খুশিই হলাম।

—আর তারপর থেকেই...?

—আমরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। মিঃ র‍্যাটচেট পৃথিবী দেখতে প্ল্যান করেছিলেন। কোনও ভাষা না জানাটাই তার একটা বড় অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি বেশির ভাগ সময় সেক্রেটারির চেয়ে তার ক্যুরিয়ারের কাজ করে কাটিয়েছি। এমনিতে জীবনটা বেশ উপভোগ্য ছিল।

—এবার বলুন, আপনার চাকরি সম্বন্ধে কিছু কথা।

—সেটা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

—আচ্ছা, ওনার পুরো নামটা কি?

—স্যামুয়েল এডওয়ার্ড র‍্যাটচেট।

—তিনি কি আমেরিকার নাগরিক?

—হ্যাঁ।

—আমেরিকার কোন জায়গা থেকে তিনি এসেছিলেন?

—সেটা আমি ঠিক জানি না।

—ঠিক আছে, আপনি যা জানেন, বলুন।

—আসল সত্যটা হলো, মিঃ পোয়ারো, আমি তেমন কিছুই জানি না। তিনি নিজের জীবন সম্বন্ধে কখনও আমায় কিছু বলেননি। এমন কি আমেরিকার জীবন সম্বন্ধেও!

—কিন্তু এমনটা ছিলেন কেন তিনি? আপনার কি মনে হয়?

—বলতে পারি না। মনে হয়, তিনি তার জীবনের শুরু থেকেই জীবনে নানাভাবে লাঞ্ছনা পেয়েছেন। এমন কিছু মানুষ আছে, যারা এই রকম অনুভব করে—

—এটাই কি আপনার সঠিক উত্তর বলে মনে করেন?

—ফ্র্যাংকলি, তেমন জোর দিয়ে বলা যায় না।

—তার কোনও অ্যাফেয়ার ছিল?

—তিনি আমার কাছে এমন কিছু উল্লেখ করেননি কখনও। পোয়ারো এবার একটু চেপে ধরলেন।

—মঁসিয়ে ম্যাককুইন, আপনি নিজেই কিছু থিওরি শুনিয়েছেন।

—হ্যাঁ, শুনিয়েছি।...একটা কারণ, আমি বিশ্বাস করি না র‍্যাটচেট তার আসল পদবী। আমার মনে হয়, তার আমেরিকা ছাড়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। অথবা, তিনি কারও কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এতদিন এই ভাবে চলতে সফল হয়েছিলেন। কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্তও!

—কিন্তু তারপর?

—হঠাৎ তিনি চিঠি পেতে থাকলেন...হুমকির চিঠি।

—আপনি কি তেমন কোনও চিঠি দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ, আমার কাজই ছিল, তার পাওয়া চিঠিগুলো পড়ে দেখা। প্রথম চিঠিটা পনের দিন আগে এসেছিল।

—চিঠিগুলো কি নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল?

—না। মনে হয় আমার ফাইলের মধ্যে এখনও কয়েকটা চিঠি বন্দী হয়ে আছে। এর মধ্যে একটা চিঠি মিঃ র‍্যাটচেট রাগের মাথায় ছিঁড়ে খুলেছিলেন।...আমি কি আপনার জন্য সেগুলো নিয়ে আসব?

—যদি আনেন তো খুব ভাল হয়।

ম্যাককুইন কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট বাদে ফিরে এলো। পোয়ারোর সামনে দুটো ময়লা নোট পেপার রাখল।

প্রথম চিঠিটা এই ধরনের:

'মনে করেছ, তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়ে পালিয়েছ!

সত্যিই কি তা পেরেছ? তোমার জীবন নিয়ে পালাতে পারনি। আমরা তোমাকে ধরব বলে বেরিয়েছি। মিঃ র‍্যাটচেট, আমরা তোমাকে ধরে ফেলবই!'

চিঠিটায় কোনও স্বাক্ষর নেই।

পোয়ারো কোনও মন্তব্য করলেন না। তার ভুরু দুটো কোঁচকালেন। দ্বিতীয় চিঠিটা তুললেন তিনি।

'আমরা তোমাকে নিয়ে খেলতে চলেছি র‍্যাটচেট। কিছু সময়ের জন্য—এতই শীঘ্রই, দেখো, আমরা তোমাকে ধরে ফেলব।'

পোয়ারো চিঠিটা নামিয়ে রাখলেন।

—চিঠির স্টাইলটা বড় একঘেয়ে। বিশেষ করে হাতের লেখাটা।

ম্যাককুইন চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

পোয়ারো এবার শান্তভাবে বললেন, আপনি একটা বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করেননি মঁসিয়ে ম্যাককুইন। অবশ্য এসব লক্ষ্য করার জন্য গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন।...আসলে, চিঠিটা কোনও একজন ব্যক্তির লেখা নয়; দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চিঠিগুলো লিখেছে। প্রত্যেকেই একই সময়ে এক-একটা শব্দ বা অক্ষর লিখেছে। তবে হাতের লেখা উদ্ধারের কাজটা খুব সহজ নয়, বেশ শক্ত।

কিছুক্ষণ থেমে পোয়ারো আবার বললেন, আপনি কি জানতেন মঁসিয়ে র‍্যাটচেট আমার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছিলেন?

—আপনার সাহায্যের জন্য? ম্যাককুইন বিস্মিত।

তার কণ্ঠস্বর শুনে পোয়ারো বুঝলেন যে, ম্যাককুইন এই বিষয়ে কিছু জানত না। পোয়ারো তাই তার প্রশ্নের উত্তরে মাথা নেড়ে ইতিবাচক ভঙ্গিমা করলেন।

—হ্যাঁ, তিনি বেশ ভয় পেয়েছিলেন।...যাই হোক, এবার বলুন, প্রথম চিঠিটা পাবার পর ওর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

ম্যাককুইন আবার দ্বিধাগ্রস্ত।

boiRboi.net

—এটা বলা খুব কঠিন! বলে সে নিজস্ব ভঙ্গিতে সামান্য হেসে প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল বটে, কিন্তু কিছুটা যেন কেঁপে উঠল। বলল, আমি অবশ্য এটা বুঝেছিলাম যে মিঃ র‍্যাটচেট নীরব থাকলেও, সেই নীরবতার আড়ালে তার মন আলোড়িত হচ্ছিল। বেশ ভাল রকমই।

পোয়ারো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

তারপরেই একটা আশাতীত প্রশ্ন করলেন।

—আচ্ছা মিঃ ম্যাককুইন, আপনি কি আমায় সত্যি বলবেন, আপনি আপনার চাকুরিদাতাকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন? আপনি কি তাকে পছন্দ করতেন?

হেক্টর ম্যাককুইন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর বলল, না, আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম না।

—কেন?

—সেটাও ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারব না। এমনিতে তার ব্যবহার আমার সঙ্গে সর্বদাই সুন্দর ছিল। একটু থেমে সে আবার বলল, তবে মিঃ পোয়ারো, আমি আপনাকে সত্যি কথাই বলব। প্রকৃতপক্ষে, আমি তাকে অশ্রদ্ধা এবং অপছন্দই করতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির ভয়ংকর লোক।

—ধন্যবাদ, মঁসিয়ে ম্যাককুইন! আর একটি প্রশ্ন! আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত মিঃ র‍্যাটচেটকে শেষ জীবন্ত দেখেছিলেন?

—গতকাল সন্ধ্যায়।

বলে সে এক মিনিট ভাবল। তারপর বলল, প্রায় রাত দশটা নাগাদ। আমার মনে পড়ছে। আমি তার কাছে তাঁর কামরায় গিয়েছিলাম কিছু পেপারস্, মেমোর‍্যান্ডা নিতে।

—কোন বিষয়ে?

—কিছু টাইলস্ আর চীনামাটির জিনিসের জন্য—যেগুলো তিনি পারস্য থেকে কিনেছিলেন। তিনি যা কিনেছিলেন, তা কিন্তু তাকে ডেলিভারি দেওয়া হয়নি। সেজন্য সুদীর্ঘ বিরক্তকর চিঠি-চাপাটি করতে হয়েছিল।

—এবং সেটাই আপনার তাকে শেষ জীবন্ত দেখা?

—হ্যাঁ, আই থিংক সো!

—আপনি কি জানেন, মঁসিয়ে র‍্যাটচেট কখন শেষ হুমকির চিঠিটা পেয়েছিলেন?

—যেদিন আমরা কনস্টান্টিনোপল্ যাত্রা করলাম, সেদিন সকালবেলা।

—মঁসিয়ে ম্যাককুইন, আপনার পুরো নাম ও ঠিকানা দেবেন।

ম্যাককুইন সব লিখে দিল। নাম হেক্টর ম্যাককুইন। তারপর নিউ ইয়র্কের ঠিকানা।

পোয়ারো সিটের গদিতে হেলান দিলেন এবার।

—আপতত এই পর্যন্তই! আমি বাধিত হব যদি আপনি এখন মিঃ র‍্যাটচেটের মৃত্যুর খবরটা গোপন রাখেন, মানে না রটিয়ে বেড়ান।

—কিন্তু মাস্টারম্যানকে তো ব্যাপারটা জানাতেই হবে।

boiRboi.net

—সে মনে হয় ইতিমধ্যেই জেনে গেছে। পোয়ারো শুষ্কভাবে বললেন, যদি তাই হয়, তাকেও গোপন রাখতে বলবেন খবরটা।

—সেটা কষ্টসাধ্য হবে। সে একজন বৃটিশ, নিজেকে নিজের মধ্যেই গুটিয়ে রাখে। আমেরিকানদের সম্বন্ধে তার ধারণা নিচু, আর অন্যদের সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

—ধন্যবাদ, মঁসিয়ে ম্যাকুকইন।

আমেরিকান ম্যাককুইন এবার কামরা ছেড়ে চলে গেল।

মঁসিয়ে বাউস জানতে চাইলেন—ওয়েল, এই যুবকটি যা বলল আপনি কি সব বিশ্বাস করলেন?

—মনে হয়, সে সোজাসুজি এবং সত্যি কথাই বলে। সে তার চাকুরিদাতার প্রতি কোনও মমতার ভাব দেখানোর নাটক করেনি। যদি সে কোনওভাবে খুনের সঙ্গে যুক্ত থাকত, তাহলে হয়ত অনেক ভণ্ডামি করত। এটাও সত্যি যে, র‍্যাটচেট ওকে বলেনি সে আমার সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু আমি সাড়া দিইনি। আমি মনে করি না, এটা বাস্তবিকই খুব সন্দেহের পরিবেশ। আমার ধারণা র‍্যাটচেট একজন ভদ্রলোক ছিলেন এবং তিনি সবসময় তার কথা রাখার চেষ্টা করতেন।

বাউস উৎফুল্ল হয়ে বললেন, সুতরাং আপনি এখন অন্তত একজন ব্যক্তিকে সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্ত দিলেন।

পোয়ারো বললেন, আমার পদ্ধতিটা হচ্ছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সবাইকে সন্দেহ করি। আর এটাও বলতে পারি, এই যুবক ভদ্র ম্যাককুইনের মধ্যে এমন কিছু দেখছি না যে, সে মাথা খারাপ হয়ে তার কোনও শত্রুকে বারো থেকে চৌদ্দবার ছুরি মারবে। এটা তার মানবিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায় না।

বাউস চিন্তিতভাবে বললেন, একেবারেই খাপ খায় না। এটা এমন একটা লোকের কাজ যে পাগলামির জ্ঞানহীনতায় তাড়িত। খানিকটা ল্যাটিন মনোভাবের সঙ্গে মিল আছে। অথবা, এমন ধারণা সৃষ্টি করে—যেমন আমাদের চীফ অব দ্য ট্রেন বলেছে—কোনও এক নারীর কাজ!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যে কামরায় খুন হওয়া মানুষটার মৃতদেহ পড়েছিল, ডাঃ কন্সটানটাইনকে অনুসরণ করে পোয়ারো সেইদিকে রওনা হলেন। কন্ডাক্টর এসে দরজার খুলে দিল। দু'জনেই ভিতরে প্রবেশ করলেন। পোয়ারো প্রশ্ন করার জন্য তার সঙ্গীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—এই কুপের মধ্যে অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে আছে মনে হয়। তাই না?

—না। কোনও কিছুই ছোঁয়া হয়নি। পরীক্ষা-নীরিক্ষার সময় আমি সতর্ক ছিলাম মৃতদেহের অবস্থান যেন সরে না যায়।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলেন।

প্রথমেই যে ব্যাপারটা মনে দাগ কাটে, তা হলো ঠাণ্ডা। প্রচণ্ড হিমশীতল পরিবেশ।

জানালাটা যতদূর সম্ভব নামানো ছিল, যদিও পুরোপুরি নয়। পরদা গুটিয়ে ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

—আশ্চর্য! পোয়ারো ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন।

ডাক্তার একটু হেসে পোয়ারোকে সপ্রশংস সুরে বললেন, আমি এটা বন্ধ করতে রাজি হইনি।

পোয়ারো খুব ভালভাবে জানালাটা পরীক্ষা করলেন।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, কেউই এ পথে এভাবে কামরা ছেড়ে যায়নি। খুব সম্ভবত খোলা জানলা সেই সত্যটাই প্রকাশ করছে।...তাই যদি হয়, তাহলে তুষারপাতই খুনীর সেই উদ্দেশ্যে বাধ সেধেছে।

পোয়ারো ট্রেনটা ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। তার কোটের পকেট থেকে ছোট একটা কৌটো বের করে তার ওপর পাউডার ছড়িয়ে দিলেন।

—না। পোয়ারো বললেন, কোনও আঙুলের ছাপ নেই, তার মানে সেটা মুছে গেছে।...যাই হোক যদি আঙুলের ছাপ পাওয়া যেত, তাতেও বেশি কিছু জানা যেত না। হয়ত সেগুলো র‍্যাটচেট, অথবা কন্ডাক্টরের আঙুলের ছাপ হতো। আজকাল অপরাধীরা এই ধরনের ভুল করে না।

হঠাৎ পোয়ারো খুশি হয়ে বলে উঠলেন—আর সেই জন্যই আমরা এখন জানলাটা বন্ধ করে দিতে পারি। ক্ষতি নেই। বাস্তবিকই, জায়গাটা একটা হিমঘর হয়ে গেছে।

পোয়ারো জানলাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বাক্সের ওপর মৃতদেহটার দিকে নজর দিলেন। র‍্যাটচেটের দেহটা চিৎ হয়ে পড়েছিল। পায়জামা জ্যাকেটে মরচের দাগ ছেয়ে গেছে। জ্যাকেটের বোতাম খুলতে বলো।

ডাক্তার বললেন, কি ধরনের ক্ষত, সেগুলো আমায় দেখতে হবে।

পোয়ারো সম্মতি জানালেন। ডাক্তার দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরীক্ষা চলল। অবশেষে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, মুখ সামান্য বিকৃত।

তিনি বললেন, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। কেউ নিশ্চয়ই এখানে দাঁড়িয়ে পর পর ছুরি চালিয়েছে। কতগুলো ক্ষত শরীরের সেই জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে।

ডাক্তার বলতে থাকলেন—আমি বারোটা আঘাতের চিহ্ন দেখছি। এর মধ্যে দুটো আঘাত অতি সামান্য—ছড়ে যাবার মতো। কিন্তু কমপক্ষে তিনটে 'স্ট্যাব' অতি মারাত্মক, মানে মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট।

ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু আছে যা পোয়ারোর আকৃষ্ট করল। তিনি তার দিকে বেশ তির্যকভাবে তাকালেন। গ্রীক দেশীয় ছোটখাটো ডাক্তার লোকটি বিমূঢ় হয়ে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আপনার কোনও কিছু খটকা লাগছে? বলুন না, মাই ফ্রেন্ড। কোন বিষয়টা আপনাকে বিচলিত করছে?

—ঠিকই ধরেছেন।

boiRboi.net

—কোনটা?

—লক্ষ্য করুন, এই দুটো ক্ষত। এখানে এবং এইখানে।

তিনি হাত দিয়ে দুটি নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

—ওগুলো বেশ গভীর। দুটো ক্ষতই রক্তবাহী শিরা ছিন্ন করেছে। তবুও ধারগুলো তেমন হাঁ করেনি। সেগুলো থেকে তেমনভাবে রক্তপাত হয়নি যা ভাবা হয়ে থাকে।

—এতে কি অর্থ দাঁড়ায়?

—লোকটা আগেই মারা গিয়েছিল। তার মারা যাবার কিছু পরেই ছুরি দিয়ে সেই আঘাতগুলো করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা তো একেবারেই অবাস্তব!

পোয়ারো চিন্তিতভাবে বললেন, আমারও তো তাই মনে হয়—অবশ্য যদি না খুনী মনে করে থাকে সে তার কাজটা ঠিকমতো সমাধা করতে পারেনি। এবং সেক্ষেত্রে পাকাপাকিভাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে ফিরে এসেছিল।...কিন্তু এটা কল্পনা করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব।...আর কিছু?

—হ্যাঁ, আরেকটা কথা।

—কি?

—দেখুন এখানকার ক্ষতটা। ডান হাতের ওপরে, প্রায় কাঁধের কাছাকাছি। আমার এই পেন্সিলটা নিন। আপনি কি এইভাবে মারতে পারবেন?

পোয়ারো হাত তুললেন।

—ঠিক বলেছেন! ডান হাত দিয়ে একাজটা করা খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। এটা করতে বলে খুনীকে পিছনে হাত ঘুরিয়ে করতে হবে। কিন্তু যদি বাঁ হাত দিয়ে করা হয়ে থাকে।

—ঠিকই মিঃ পোয়ারো! আঘাতটা নিশ্চিতভাবে বাঁ হাত দিয়ে করা হয়েছে।

—তাহলে কি ধরে নেব খুনী একজন লেফট্ হ্যান্ডার, বাঁহাতি?

—না। সেটা ধারণা করা আগেরটার চেয়েও শক্ত ব্যাপার! তাই নয় কি?

—মিঃ পোয়ারো, আঘাতের অনেকগুলো অবশ্যই ডান হাত দিয়ে করা—

পোয়ারো ফিসফিস করে বললেন, দু'জন। দুজন লোক! আমরা দু'জন লোকের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন—ইলেকট্রিক আলো কি জ্বলছিল?

—এটা বলা শক্ত। আপনি জানেন, প্রতি সকালে কন্ডাক্টর প্রায় দশটা নাগাদ তা বন্ধ করে দেয়।

—সুইচ দেখলেই বোঝা যাবে। পোয়ারো বললেন।

তিনি আলোর সুইচটা পরীক্ষা করলেন। সাথে সাথে মাথার ওপরে ঘোরালো বিছানার আলোর সুইচটাও লক্ষ্য করলেন। প্রথমটা নেভানো ছিল, দ্বিতীয়টা বন্ধ ছিল।

তিনি আবার ভাবিত। বললেন—আশ্চর্য! এখানে আমরা যেন শেক্সপীয়ারের ভাষায় বলতে পারি—প্রথম ও দ্বিতীয় খুনীর হাইপথেসিস পাই! প্রথম খুনী তার

শিকারকে ছুরি মেরে আলো নিভিয়ে কুপ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় খুনী—ছেলে বা মেয়ে যাইহোক—অন্ধকারে এসেছিল; সে দেখতে পায়নি তার কাজটা সারা হয়ে গেছে। তাহলেও অন্তত দু' বার মৃতদেহের ওপর ছুরি চালিয়েছিল। কিন্তু কেন?

—দারুণ ধরেছেন। ডাক্তার সোৎসাহে চিৎকার করে উঠল।

অন্যদের চোখ চিকচিক করে উঠল।

—আপনি এরকম মনে করেন! আমি খুশি, তবুও আমার এটা একটু বোকা-বোকা যুক্তি মনে হয়।

—আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

—আমি ঠিক সেই প্রশ্নটাই নিজেকে করছি।

এখানে কি একটা কাকতালীয় ব্যাপার ঘটেছে, নাকি অন্য কিছু? আর কোনও অসংলগ্নতা আছে? যেমন, দু'জনে যুক্ত থাকার ব্যাপার? বা ওই জাতীয় কিছু?

—মনে হয়, আমার 'হ্যাঁ' বলা উচিত। কিছু আঘাত—যা আমি আগে বলেছি—দুর্বলতা পরিস্ফুট করে, শক্তির ঘাটতি, বা মনের জোরের ঘাটতি প্রকাশ পায়। সেগুলো দুর্বল ধরনের আঘাত। ...কিন্তু এখানে একটা, আর ওখানে আরেকটা...

তিনি আঙুল দিয়ে দেখান।

—এগুলোর জন্য জোরদার তাগদ দরকার। স্ট্যাবিং মাসলের মধ্যে হয়েছে, ছুরির ফলা পেশির মধ্যে ঢুকে গেছে।

—তাহলে, আপনার মতে ওই আঘাতগুলো কোনও পুরুষের দ্বারা হয়েছে?

—খুব সম্ভবত—

—এমন আঘাত কি মেয়েমানুষের সঙ্গে করা সম্ভব নয়?

—একজন শক্তিশালী অ্যাথলেটিক যুবতীর পক্ষে হয়ত এমন আঘাত করা সম্ভবপর, বিশেষ করে সে যদি তীব্র আবেগে তাড়িত হয়ে—

—কিন্তু আমার মতে তা একেবারেই অসম্ভব।

পোয়ারো দু'-এক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন।

ডাক্তার বিচলিতভাবে বললেন, আপনি কি আমার যুক্তিটা বুঝেছেন?

পোয়ারো বললেন, সম্পূর্ণভাবেই বুঝেছি। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল একটা জটকে সুন্দরভাবে ছাড়িয়ে নেবার জন্য। খুনী একজন অসীমশক্তিসম্পন্ন লোক, আরেকজন দুর্বল। একজন ডানহাতি, আরেকজন বাঁহাতি?

পোয়ারো আবার বললেন, কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিটি? সে কি করছিল এই সময়ে? সে কি চিৎকার করে উঠেছিল? সে কি বাঁচার তাগিদে লড়াই চালিয়েছিল? সে কি নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল?

তিনি বালিশের নিচে হাত ঢোকালেন এবং অটোমেটিক পিস্তলটা বের করে আনলেন। পিস্তলটা আগের দিন তাকে র‍্যাটচেট দেখিয়েছিলেন।

তিনি বললেন, ফুল্লি লোডেড! সবগুলো গুলি রয়েছে! দেখছেন তো!

boiRboi.net

সবাই চারপাশে তাকাল। হুকে জামাকাপড় ঝুলছিল। ওয়াশিং বেসিনের পাশে ছোট র‍্যাকের ওপর অনেক জিনিস দেখা যাচ্ছিল—এক গেলাস জলে ডোবানো নকল দাঁতের পাটি, আরেকটা গেলাস খালি, এক বোতল মিনারেল ওয়াটার, একটি বড় ফ্ল্যাস্ক, এবং একটি পোড়া সিগারেটের টুকরো সমেত অ্যাশট্রে। সঙ্গে কিছু পোড়া কাগজ এবং দুটো পোড়া দেশলাই কাঠি।

ডাক্তার খালি গেলাসটা তুলে নিলেন। গন্ধ শুঁকলেন, তারপর শান্তভাবে বললেন, এখানেই আক্রান্ত ব্যক্তির তীব্র বাধার লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে! তার নেশা থাকলে—তাই না?

—হ্যাঁ। পোয়ারো মাথা নাড়লেন। দুটো পোড়া কাঠি তুলে নিয়ে বেশ যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করতে থাকলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি কোনও 'ক্লু' খুঁজে পেলেন?

পোয়ারো বললেন, দেখুন, দুটো দেশলাই কাঠি আলাদা। একটা আরেকটার চেয়ে বেশি চওড়া।

ডাক্তার বললেন, এটা ঠিক সেই ধরনের যেটা আপনি কাগজে মোড়া অবস্থায় ট্রেনের ভেতর থেকে পেয়েছিলেন।

পোয়ারো এবার র‍্যাটচেটের জামার পকেট হাতড়ে দেখলেন। একটা দেশলাই বাক্স বেরোল। সেটার কাঠিগুলোর সঙ্গে অন্যগুলোর তুলনা করতে থাকলেন।

পোয়ারো বললেন, গোলাকৃতি কাঠি র‍্যাটচেট ব্যবহার করতেন। এখন দেখা যাক, তিনি চওড়া কাঠিও ব্যবহার করতেন কি না?

কিন্তু জামার ভেতর হাতড়ে আর কোনও দেশলাই পাওয়া গেল না।

পোয়ারোর চোখ তবু জ্বলছে। যেন পাখির মতো দৃষ্টি! বোঝা যায়, তিনি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন। হঠাৎ মুখ দিয়ে তার একটা বিস্ময়সূচক আওয়াজ বেরলো। নিচু হয়ে মেঝে থেকে কিছু একটা কুড়িয়ে নিলেন।

একটা ছোট স্কোয়ার কেমব্রিকের কাপড়ের টুকরো!

বলে উঠলেন—আমাদের বন্ধু, চীফ অব দ্য ট্রেনের কথাই ঠিক। একজন মহিলা এর সঙ্গে যুক্ত!

তারপর আবার জানালেন—সে তার রুমালটা সুবিধে মতো পেছনের দিকে ফেলে গেছে—ঠিক যেমনটি গল্পে কিংবা সিনেমায় ঘটে! আর আমাদের কাজ সহজ করার জন্য রুমালে একটা ছোট অক্ষর 'ইনিশিয়াল' করা আছে। কোনও নামের প্রথম অক্ষর!

—আমাদের সৌভাগ্য। ডাক্তার বললেন।

—তাই নয় কি? পোয়ারোর জিজ্ঞাসা।

কিন্তু তার স্বরের মধ্যে আবার কিছু একটা আছে সেটা ডাক্তারকে আশ্চর্য করল। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই পোয়ারো আরেকবার মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর যেটা তুলে আনলেন সেটা একটা পাইপ-ক্লিনার।

boiRboi.net

ডাক্তার বললেন, এটা বোধ হয় মিঃ র‍্যাটচেটের।

—তার পকেটে কোনও পাইপ ছিল না। এমন কি তামাকের পাউচও ছিল না।

—তাহলে এটা কি একটা ক্লু?

—ওহ্, তাই মনে হয়। আর এটাও খুব সহজভাবে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। একটি পুরুষের ব্যবহৃত সামগ্রী হিসাবে 'ক্লু'। কেউ নালিশ জানাতে পারবে না যে, এই কেসে কোনও ক্লু নেই। এখানে অসংখ্য 'ক্লু' মিলছে। যা হোক, অস্ত্রটার ব্যাপারে আপনি করছেন?

—কোনও অস্ত্রের চিহ্নই নেই। খুনী নিশ্চয় অস্ত্রটা সঙ্গে নিয়েই পালিয়েছে।

পোয়ারো বললেন, কিন্তু কেন? আমি অবাক হয়ে ভাবছি।

—ওঃ।

ডাক্তার মৃত ব্যক্তির পাজামার পকেট হাতড়াতে লাগলেন।

পোয়ারো বললেন, আরে, আমি এটা ছেড়ে গেছি। আমি জ্যাকেটের বোতাম খুলেছি এবং এটা পেছন দিকে সরিয়েছি।

বুক পকেট থেকে তিনি একটা সোনার হাতঘড়ি বের করলেন। ঘড়ির কেসটা বিশ্রীভাবে দুমড়ে গেছে এবং কাঁটাগুলো সময় নির্দেশ করে থেমে গেছে—একটা বেজে পনের।

ডাঃ কন্সটানটাইন চিৎকার করে উঠলেন—দেখুন, এটা আমাদের জানাচ্ছে খুনের সময়টা কি হতে পারে। হিসেব মতোই হয়েছে—রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে। আমি বলেছিলাম—সম্ভবত রাত একটায় খুনটা ঘটেছে, যদিও এ ব্যাপারে সঠিক হওয়া খুব শক্ত। যাই হোক, এখানে আমরা কনফার্মড্ হচ্ছি, একটা বেজে পনের—এই সময়ের মধ্যে খুনটা হয়েছে।

—হ্যাঁ, সেটা সম্ভব। খুবই সম্ভব।

পোয়ারোর কথা শুনে ডাক্তার কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকালেন।

—মঁসিয়ে পোয়ারো, মাপ করবেন। আমি আপনার সব কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—আমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারি না। বোধহয় কোনও কিছুই বুঝি না। অথচ আপনি বুঝতে পারছেন, এটাই আমাকে বিস্মিত এবং দুঃখিত করে!

তিনি ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ছোট টেবিলের ওপর পোড়া কাগজের টুকরোগুলো পরীক্ষা করতে থাকলেন। নিজের মনেই বিড়বিড় করতে শুরু করলেন।

—এই মুহূর্তে আমি চাই, একজন পুরোন ফ্যাশনের মহিলার টুপির বাক্স।

ডাঃ কন্সটান্টাইন হতভম্ব, বুঝতে পারলেন না পোয়ারো কি বলতে চাইছেন। কিন্তু পোয়ারো তাকে বেশি সময় দিলেন না। উঠে গিয়ে করিডরের দরজা খুলে কন্ডাক্টরকে ডাকলেন। কন্ডাক্টর দৌড়ে এলো।

—আচ্ছা, কতজন মহিলা এই কোচে আছেন?

কন্ডাক্টর আঙুল গুনতে থাকল।

—এক, দুই, তিন...ছয়, ছ'জন মহিলা আছেন, স্যার। বৃদ্ধা আমেরিকান লেডি, সুইডিশ্ লেডি, ইংরেজ যুবতী, কাউন্টেস এথড্রেনাই, এবং ম্যাডাম লা রাজকুমারী ড্রাগোবিসিক ও তার কাজের মেয়েটি।

পোয়ারো সব শুনলেন।

—ওদের সকলেরই টুপির বাক্স আছে, তাই না?

—ইয়েস, স্যার।

—তাহলে আমার কাছে নিয়ে এসো...হ্যাঁ, মানে আমি দেখব সুইডিশ মহিলা এবং পরিচারিকাটিকে। ওই দু'জনই আশার আলো। তুমি বলবে—এটা একটা সিস্টেম, এইভাবে চেক করে তদন্ত চলে—মোটকথা যা ভাল বোঝ বলে ওদের নিয়ে এসো।

—স্যার, সব ঠিক মতোই করা হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও মহিলাই তাদের কুপে নেই।

—যাই হোক, তাড়াতাড়ি করো।

কন্ডাক্টর চলে গেল। একটু পরে সে দুটো টুপির বাক্স নিয়ে ফিরে এলো।

পোয়ারো প্রথমে পরিচারিকাটির টুপির বাক্সটা তুললেন। এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। তারপর সুইডিশ মহিলার বাক্সটা খুললেন। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ খুশিতে ভরে উঠল। তৃপ্তির স্বর শোনা গেল। সাবধানে টুপিটা সরিয়ে সে জালবোনা গোলাকৃতি কিছু 'হাম্পস' বের করল।

—ওহ্, আমি যা চাইছি...প্রায় পনের বছর আগে টুপির বাক্স এইভাবে তৈরি হতো। আপনি...

কথা বলতে বলতে তিনি একটা টুপির পিন দিয়ে জালবোনা গোলটার মধ্যে জোড়া দেওয়া সুতোগুলো সরিয়ে ফেললেন। তারপর টুপির বাক্সটা বন্ধ করে কন্ডাক্টর নির্দেশ দিলেন—ওটা যেখানে ছিল সেখানেই রেখে আসতে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সে সঙ্গীর দিকে ফিরল।

—দেখুন, মাই ডিয়ার ডক্টর, আমাকে দেখুন। আমি সব সময় অভিজ্ঞ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না। আমি প্রধানত মনোবিদ্যার উপর নির্ভর করি। আঙুলের ছাপ বা সিগারেটের ছাই-এর উপর নয়। কিন্তু এই কেসে আমি একটা ছোট বিজ্ঞানসম্মত সাহায্য নিতে চাই।...এই কামরাটা অজস্র 'ক্লু'-তে ভর্তি! কিন্তু আমি কি নিশ্চিত হতে পারি যে, 'ক্লু' গুলো ঠিক তেমনই যেমনটি তাদের দেখে মনে হয়?

—মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি এখনও বলছি, আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ঠিক আছে, আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছি।...আমরা

এক মহিলার রুমাল পেয়েছি। তাহলে খুনটা কি একজন মহিলাই করেছে? অথবা একজন পুরুষ এই খুনটা করে নিজেকে বলেছে—'আমি এমন অবস্থার সৃষ্টি করব যাতে মনে হবে কোনও মহিলাই খুনী!'

পোয়ারো বলতে থাকেন।

—খুনী হয়ত ভেবে নিয়েছে, 'আমি আমার শত্রুকে মারব অসংখ্যবার। অপ্রয়োজনীয়ভাবে বার বার। তারপর আমি একটা লেডিজ্ রুমালকে কায়দা করে এমন জায়গায় ফেলব যেটা কারুর নজর এড়াবে না।'...এই রকমই খুনীর মনস্তত্ত্ব হতে পারে। এটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর পরের সম্ভাবনা কি? সত্যিই কি একজন মহিলা খুনটা করেছে? এবং সে ইচ্ছাকৃতভাবে একটা পাইপ-ক্লিনার ফেলে গেছে যাতে মনে হতে পারে এটা কোনও পুরুষের কাজ? অথবা, আমরা কি সিরিয়াসলি ধরে নেব যে, খুনী প্রকৃতপক্ষে দু'জন। একজন পুরুষ এবং আরেকজন মহিলা? আলাদা আলাদাভাবে এই খুনের সঙ্গে যুক্ত? আর দু'জনেই এত উদাসীন যে তাদের পরিচিতি জানাতে তাঁরা একটা করে 'ক্লু' ফেলে গেছে? এটা ছোট, কিন্তু মূল্যবান কো-ইনিসিডেন্স হতে পারে!

ডাক্তার তবু বিভ্রান্ত। বললেন—কিন্তু টুপির বাক্সের কথা এলো কোথা থেকে?

—আহ্, আমি সেই প্রসঙ্গে আসছি। যেমন আমি বলেছি, ঘড়িটা কোয়াটার পাসড্ ওয়ান-এ এসে থেমে রয়েছে। রুমাল বা পাইপ-ক্লিনার-এর ব্যাপারটা কৃত্রিম বা অকৃত্রিম হতে পারে। তাই সে ব্যাপারে আমি এখনই কিছু বলতে পারব না।...কিন্তু এমন একটা 'ক্লু' আছে যা আমি বিশ্বাস করি। যদিও ভুল হতেও পারে! কিন্তু সেটা মোটেই নকল নয়। আসলে, আমি এই চওড়া দেশলাই কাঠিটার কথা বলছিলাম। ডাক্তার, আমার বিশ্বাস ওই কাঠিটা খুনীই ব্যবহার করেছিল, র‍্যাটচেট নয়। এটা ব্যবহার করা হয়েছিল একটা খুনীর পক্ষে আক্রমণাত্মক ও ক্ষতিকর কাগজ পোড়ানোর জন্য। সম্ভবত কাগজটা কোনও নোট। যদি তাই হয়, তাহলে ওই নোটের মধ্যে এমন কিছু ছিল, কিছু ভুল বা সত্যি কথা। কিছু ভ্রান্তি যা আক্রমণকারীকে 'ক্লু' যুগিয়েছিল। আমি সেই প্রচেষ্টাই চালাচ্ছি, সেই 'এমন কিছু'টা বের করার জন্য!

তিনি উঠে কামরার বাইরে গেলেন। আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই ফিরে এলেন। তার হাতে একটা ছোট স্পিরিটের স্টোভ ও পাকানো দড়ি।

এই প্রসঙ্গেই পোয়ারো আবার বললেন, আমি আমার গোঁফের যত্ন নেওয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করি!

এবার ডাক্তার উৎসাহ বোধ করলেন। পোয়ারো তারের গোলা দুটো খুলে চওড়া করে নিলেন। তারপর সাবধানে পোড়া কাগজের দলাটা একটার মধ্যে চেপে ধরে নাড়তে থাকলেন। তারপর দুটো টুকরোই দড়ির সঙ্গে জুড়ে দিলেন। তারপর পুরো জিনিসটাই স্টোরের আগুনের শিখার ওপর ধরলেন।

boiRboi.net

যেন কানে কানে বললেন, এটা হাল্কাভাবে তৈরি ব্যাপার!...আশা করা যাক, আমাদের উদ্দেশ্য সফল করতে সাহায্য করবে।

ডাক্তার সমস্ত কাণ্ডকারখানা মন দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। ধাতুটা জ্বলতে শুরু করলো। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, আবছা একটা অক্ষর ফুটে উঠছে। ধীরে ধীরে অক্ষরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। আগুনের অক্ষর—এটা খুবই পাতলা স্ক্র্যাপ্। শুধু তিনটে অক্ষর, আর একটা আংশিকভাবে পরিস্ফুট হলো।

...'মেম্বার লিটল্ ডেইজি আর্মস্ট্রং'...

—ওহ্,—

পোয়ারোর তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন—এগুলো কি আপনাকে কিছু জানাচ্ছে?

পোয়ারোর চোখ জ্বলজ্বল করছিল। তিনি দড়িগুলো সাবধানে নামিয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ, আমি মৃত লোকটার আসল নাম জানি। আমি জানি—কেন তাকে আমেরিকা ছাড়তে হয়েছে।

—তার আসল নাম কি ছিল?

—ক্যাসেটি!

—ক্যাসেটি! —ডাক্তার কন্সটানটাইন ভুঁরু কোঁচকালেন।—এতে অবশ্য আমারও কিছু মনে পড়ছে। কয়েক বছর আগে—সেটা সঠিক মনে করতে পারছি না—ঘটনাটা আমেরিকায় ঘটেছিল। তাই নয় কি?

—হ্যাঁ, এটা আমেরিকার ব্যাপার—পোয়ারো বললেন।

পোয়ারো এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না। তবুও ডাক্তারের দিকে ঘুরে বললেন, শুনুন, আমরা এবার বিষয়টার ভেতরে ঢুকছি। আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, আমরা যা সেখানে দেখেছি, তা এখানেও দেখব।

খুব দ্রুততার সাথে তিনি আবার মৃতব্যক্তির জামার পকেটে হাত ঢোকালেন, কিন্তু সেরকম কৌতূহলোদ্দীপক কিছু পেলেন না। এবার কামরায় ঢোকার দরজাটার কাছে গেলেন, কিন্তু দেখা গেল সেটা ওপাশ থেকে বন্ধ!

ডাক্তার বললেন, আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না, খুনী যদি জানলা দিয়ে না পালিয়ে থাকে, আর যাবার দরজা যদি ওদিক থেকে আটকানো থাকে—এবং শুধু আটকানো নয়, চেন দিয়ে বাঁধা—তাহলে কিভাবে খুনী এই কামরা ছেড়ে পালাল?

—সেটাই তো দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগায় যখন একটা লোককে হাত-পা বেঁধে আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু একটু পরেই দেখা যায়, সে উধাও!

—আপনি বলতে চাইছেন—

—আমি বলতে চাইছি যে, যদি খুনী আমাদের এটাই বোঝাতে চায় যে সে জানলা দিয়ে পালিয়েছে, তাহলে সে কখনও অন্য দুটো বেরবার পথকে এত অসম্ভব দুর্গম

করে দিত না। আলমারি থেকে উধাও সেই ব্যক্তিটির মতো এখানে খুনীও বোঝাতে চাইত, সে ম্যাজিক জানে! এটা একটা কৌশল। আমাদের দেখতে হবে—কৌশলটা কি!

তিনি আবার দরজাটা এপাশ থেকে 'লক' করে দিলেন।

—মনে হয়, এখন আর কিছু এখানে করার নেই। আমরা এবার মঁসিয়ে বাউসের কাছে যাব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আর্মস্ট্রং অপহরণ কেস

ওরা এসে দেখলেন মঁসিয়ে বাউস একটা ওমলেট শেষ করছেন।

তিনি বললেন, মনে হয়, রেস্টুরেন্ট কারেই লাঞ্চ সার্ভ করা ভাল হবে। তারপর জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়ে গেলে মিস্টার পোয়ারো আবার যাত্রীদের ইনটারভিউ নিতে পারবেন। অর্থাৎ এইখানেই।...ইতিমধ্যে আমি আমাদের তিন গুণের খাবারের অর্ডার দিয়েছি।

—গুড আইডিয়া—পোয়ারো বললেন।

ওরা দু'জন অবশ্য তেমন ক্ষুধার্ত ছিলেন না। তবু তাড়াতাড়ি আহারপর্ব সারতে হলো। যতক্ষণ না শেষ পর্যায়ে কফি সার্ভ করা হলো, ততক্ষণ বাউস ধৈর্য ধরে তার মনের প্রশ্নগুলো চেপে রাখলেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

—তারপর, আমি খুন হওয়া মানুষটির আসল পরিচয় বের করেছি। আমি জানি, কেন সে আমেরিকা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

—কেন?

—আপনার কি মনে আছে আর্মস্ট্রং বেবীর সেই ঘটনাটা? এই সেই লোক যে ছোট্ট ডেইজি আর্মস্ট্রং ক্যাসোটিকে খুন করেছিল।

—হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে। খুব দুঃখের ঘটনা। যদিও পুরোপুরি বা বিস্তারিত ঘটনাটা মনে করতে পারছি না।

—কর্নেল আর্মস্ট্রং ছিলেন একজন ইংরেজ—V.C.—ভিক্টোরিয়া ক্রস্ বিজয়ী। তিনি অবশ্য আধা আমেরিকান। তার মা ছিলেন ডবলু. কে. ভ্যান্ডারবল্টের কন্যা। হল্ট ছিলেন ওয়ালস্ট্রীটের এক কোটিপতি। তিনি বিয়ে করেছিলেন লিন্ডার আর্ডেনের কন্যাকে—যে লিন্ডা ছিলেন সেই যুগের ট্র্যাজিক সিনেমার নামকরা অভিনেত্রী। আমেরিকায় বসবাসকালে তাদের একটি সন্তান হয়—কন্যা সন্তান—তাকে তারা আদর্শ মেয়ের মতন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন বছর বয়েসের মাথায় মেয়েটিকে কারা যেন চুরি করে। ফিরিয়ে দেবার শর্ত ছিল একটা অসম্ভব মোটা অংকের অর্থ। আমি আপনাদের সেই ব্যাপারে বিশদ বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি সেই

প্রসঙ্গে আসছি যখন মেয়েটির বাবা একটা বিশাল অংকের টাকা অপহরণকারীদের দেওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মেয়ের মৃতদেহ পেলেন। টাকার অংকটা ছিল দু'হাজার ডলার। প্রায় দু' সপ্তাহ পরে মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেল। অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করল। এর চেয়ে খারাপ ব্যাপার ঘটল। সেই সময় মিসেস আর্মস্ট্রং আবার অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই প্রচণ্ড শোকে তিনি অকালে এক মৃত সন্তানের জন্ম দেন এবং নিজেও মারা যান। আর তার ভগ্নহৃদয় স্বামী নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন।

পোয়ারো থামলেন।

বাউস বললেন, সত্যিই ট্র্যাজেডি। এবার আমার ব্যাপারটা মনে পড়েছে অনেকটাই। আরেকটা মৃত্যু ঘটেছিল, যতদূর স্মরণ হচ্ছে। অ্যাম আই রাইট?

—হ্যাঁ, একজন দুর্ভাগিনী ফ্রেঞ্চ বা সুইস নার্স! পুলিশ নিশ্চিত, সে ব্যাপারটা জেনে গিয়েছিল। সে অবশ্য উদ্ভ্রান্তের মতো অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুলিশ ছাড়েনি। অবশেষে, হতাশ হয়ে, সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। পরে জানা গেল, মেয়েটি ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ, সে এই অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানত না।

বাউস বললেন, সত্যি, ভাবা যায় না।

—প্রায় ছ'মাস পরে, এই ক্যাসেটি নামে লোকটাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ছিল ওই কন্যা-অপহরণকারী দলের গ্যাং-লিডার। আগেও এরা এই রকম জঘন্য অপরাধ কয়েকবার করেছে। যদি পুলিশ তাদের অনুসন্ধানে এগোয়, তাহলে তারা সর্বাগ্রে শিশুটিকে খুন করে, দেহটা লুকিয়ে রাখে। অভিভাবকের কাছ থেকে যতটা পারে টাকা আদায় করতে থাকে যতখানি না তাদের অপরাধ ধরা পড়ে যায়।

—এখন বন্ধু, আমি ব্যাপারটা আপনার কাছে আরও পরিষ্কার করে বলব। ক্যাসেটিই সেই লোক। কিন্তু সে ওই ঘৃন্য পদ্ধতিতে প্রচুর অর্থ জমিয়েছে এবং টিকে গেছে। কারণ সেই টাকা দিয়ে সে সকলের মুখ বুজিয়ে রেখেছে। দু'-একবার ধরা পড়লেও, নানা খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল আইনের ফাঁক দিয়ে সে পার পেয়ে গেছে। তবুও সে জনসাধারণের কাছে গণ-ধোলাই খেত, কিন্তু ঠিক সময়ে কৌশলে উৎরে গেছে। এবার আমার কাছে পরিষ্কার—কি ঘটেছে! সে তার নাম পরিবর্তন করে আফ্রিকা পাড়ি দিয়েছিল। তারপর থেকে সে ভদ্রলোক হয়ে যায়। সে আরামে বেড়িয়ে দিন কাটায়।

বাউস বলে উঠলেন—বাঃ বেশ মজাদার প্রাণী! ওর মৃত্যু বা খুন হওয়াতে আমার কোনও দুঃখ হচ্ছে না।

বাউসের কণ্ঠে বিশুদ্ধ বিতৃষ্ণা।

—আমি একমত।

—তবে এটা নয়। এই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে তার খুন হওয়াটা ভাল হয়েছে। অন্যত্র কোথাও হলে ভাল হতো।

পোয়ারো একটু হাসলেন। বুঝলেন, র‍্যাটচেটের অতীত অপরাধ জগৎ তাকে খুবই

boiRboi.net

ক্ষুব্ধ করেছে। বললেন, কিন্তু এখন আমরা নিজেদের কোন প্রশ্ন করব? এই খুনটা কিসের? কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের যাদের ক্যাসেটি অতীতে দু'মুখো নীতি দিয়ে ঠকিয়েছে? অথবা এটা কি কোনও ব্যক্তিগত প্রতিশোধ স্পৃহার ফলস্বরূপ?

এরপর তিনি ওই পোড়া কাগজকলের সাহায্যে তার আবিষ্কারের ব্যাখ্যা দিতে চাইলেন।—যদি আমার ধারণা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে চিঠিটা খুনী নিজেই জ্বালিয়ে দিয়েছে। কেন? কারণ, এর মধ্যে 'আর্মস্ট্রং' কথাটা লেখা ছিল—সেটাই রহস্যের 'ক্লু' হতে পারে। তাই।

—আচ্ছা, আর্মস্ট্রং-এর পরিবারের কেউ জীবিত আছে?

—দুর্ভাগ্যবশত আমি জানি না। শুনেছিলাম, আর্মস্ট্রং-এর এক ছোট বোন ছিল।

পোয়ারো এবার তার নিজের এবং ডঃ কন্সটানটাইনের হয়ে একটা মিলিত উপসংহারে পৌঁছে গেলেন। এমন কি বাউসও সেই ভাঙা ঘড়িটা সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

—এটা বোধহয় আমাদের অপরাধ ঘটার সঠিক সময়টা জানাচ্ছে। তাই না?

—হ্যাঁ। পোয়ারো বললেন, এটা বোঝা সহজ।

তার গলার স্বরে আবার একটা অবর্ণনীয়া ভাব প্রকাশ পায়, বাকী দু'জন তাতে চমকে ওঠেন।

—আপনি বলছেন, আপনি নিজে শুনেছেন র‍্যাটচেট কন্ডাক্টরের সঙ্গে কথা বলেছিল একটা বাজার কুড়ি-মিনিট আগে?

পোয়ারো বললেন তিনি কি শুনেছিলেন।

বাউস বললেন, হ্যাঁ, তাতে অন্তত এটুকু প্রমাণিত হয়, ওই ক্যাসেটি বা র‍্যাটচেট, আমি তাকে যা-ই বলে ডাকি—ওই সময়ে নিশ্চয় জীবিত ছিল।

—খুব নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, সময়টা ছিল একটা বাজতে তেইশ মিনিট!

—তার মানে, ঘুরিয়ে বললে বারোটা সাঁইত্রিশ। তখন র‍্যাটচেট জীবিত ছিল। এটা একটা সত্য।

পোয়ারো উত্তর দিলেন না। তিনি চিন্তিতভাবে বসে রইলেন।

হঠাৎ দরজায় টোকা শোনা গেল। রেস্টুরেন্টের অ্যাটেন্ডেন্ট ঢুকলো।

সে বলল, রেস্টুরেন্ট এখন খালি, মঁসিয়ে।

বাউস উঠলেন।—চলুন, আমরা সেখানে যাই।

ডাক্তার কন্সটানটাইন জিজ্ঞেস করলেন—আমি কি আপনাদের সঙ্গে যাব?

—নিশ্চয়, মাই ডিয়ার ডক্টর—অবশ্য যদি মঁসিয়ে পোয়ারোর কোনও আপত্তি না থাকে।

—না, না, আদৌ নয়। আপত্তি কিসের।—পোয়ারো বললেন।

সামান্য সৌজন্য বিনিময় করে তারা উঠলেন।

boiRboi.net

দ্বিতীয় অধ্যায়
তথ্য-প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ
ওয়াগন লিট কন্ডাক্টরের সাক্ষ্য

রেস্টুরেন্ট কারে সকলে এখন প্রস্তুত।

পোয়ারো এবং বাউস টেবিলের একপাশে একসঙ্গে বসলেন। ডাক্তার সামনে বসলেন। টেবিলে পোয়ারোর সামনে রাখা ইস্তানবুল-ক্যালাই কোচের একটা নক্সা। তার উপর যাত্রীদের নাম লাল কালিতে লেখা আছে।

একপাশে পাসপোর্ট আর টিকিটের স্তুপ। এ ছাড়া রয়েছে লেখার কাগজ, কালি, পেন-পেন্সিল ইত্যাদি।

—বাঃ—পোয়ারো বললেন, এবার আমরা আমাদের তদন্তের কাজ শুরু করতে পারি। ...প্রথম আমরা ওয়াগন কন্ডাক্টরের সাক্ষ্য নেব। আপনারা বোধহয় এই লোকটি সম্পর্কে কিছু কিছু জানেন। কেমন তার চরিত্র? সে কি এমন লোক যার উপর আপনারা আস্থা রাখতে পারেন?

বাউস বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। সেটা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। কোম্পানীতে পিয়ের মিচেল যোগ দেয় প্রায় পনের বছর আগে। সে ফ্রেঞ্চ, ক্যালাই-এর কাছাকাছি থাকে। খুবই ভদ্র এবং সৎ। যদিও বুদ্ধিবৃত্তিতে অসাধারণ কিছু নয়।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

—খুব ভাল।

পিয়ের মিচেল তার কিছু কথা রেখেছে, কিন্তু সে এখনও রীতিমতো নার্ভাস।

সে বলল, আশা করি, মঁসিয়ে ভাববেন না আমার দিক দিয়ে কোনও অবহেলা হয়েছে।

সে খুব সন্ত্রস্ত। একবার পোয়ারো, আরেকবার বাউসের দিকে তাকাচ্ছে।

সে বলল, সত্যি, মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন না যে এর মধ্যে আমার কোনও ব্যাপার আছে।

পোয়ারো ওর ভীতি দূর করলেন। তারপর প্রশ্ন শুরু করলেন। প্রথমে মিচেলের পুরো নাম ও ঠিকানা নিলেন। অন্যান্য তথ্য—যেমন, কতদিন ধরে সে চাকরি করছে, এই রুটে কতদিন কাজ করছে—ইত্যাদি ইত্যাদি—জেনে নিলেন। অবশ্য এগুলো তার জানা ছিল, কিন্তু রুটিন প্রশ্নগুলো দরকার ছিল লোকটাকে সহজ করে তুলতে।

boiRboi.net

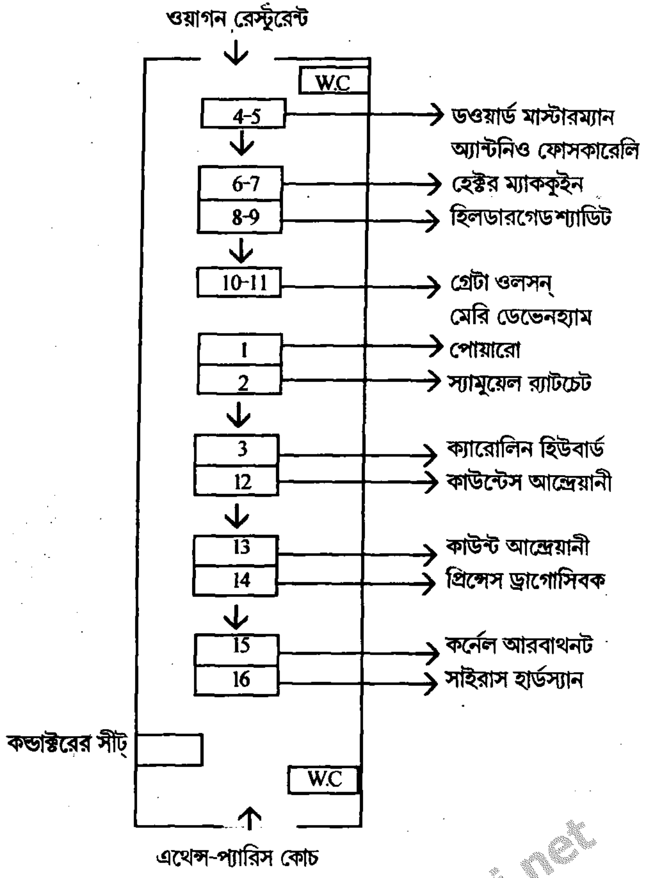

পোয়ারো বললেন, এখন আমরা কাল রাতের কথায় আসি। আচ্ছা, মিঃ র‍্যাটচেট কখন শুতে গেলেন?

—ঠিক ডিনার শেষ করেই, মঁসিয়ে। বলতে গেলে, আমরা বেলগ্রেড ছাড়ার আগেই। আগের রাতেও তাই করেছিলেন। যখন তিনি ডিনার খাচ্ছেন, তখনই আমাকে বিছানা প্রস্তুত করার নির্দেশ ছিলেন। আমি তাই করলাম।

—তার কামরায় পরে কেউ গিয়েছিল?

—তার ভ্যালেট আর ওই যুবক আমেরিকান যে তার সেক্রেটারি।

boiRboi.net

—আর কেউ?

—না, মঁসিয়ে, অন্তত আমার জানা নেই।

—বেশ। তুমি শেষবার তাকে তখনই দেখেছ বা কথা বলেছ?

—না, মঁসিয়ে, আপনি ভুলে গেছেন, তিনি একবার বেল বাজিয়েছিলেন—আটটা-কুড়িতে, ঠিক ট্রেন থেমে যাওয়ার পরেই।

—ঠিক কি ঘটলো?

—আমি দরজায় 'নক্' করলাম। কিন্তু তিনি ভেতর থেকেই চিৎকার করলেন, তার একটা ভুল হয়েছে।

—কি ভাষায় চিৎকার করলেন—ইংরেজি না ফ্রেঞ্চ?

—ফ্রেঞ্চ।

—তার কথাগুলো ঠিক ঠিক কি ছিল?

—Ce n'esh rien. Te me swis trompe'—

—ঠিক আছে। আমিও তাই শুনেছিলাম। তারপর তুমি কি করলে? চলে গেলে?

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে।

—তুমি কি তোমার সীটে ফিরে গেলে?

—না, মঁসিয়ে। আমি তক্ষুনি বেজে-ওঠা আরেকটা বেল্ অ্যাটেন্ড করতে গেলাম।

—বেশ, মিচেল। আমি তোমাকে এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করছি। ঠিক একটা বেজে পনেরো'র সময় তুমি কোথায় ছিলে?

—আমি? তখন আমি আমার ছোট সীটে—একদম শেষে, করিডরের মুখোমুখি।

—আর ইউ সিওর?

—হ্যাঁ, অন্তত—

—অন্তত?

—আমি পরের কোচে গিয়েছিলাম। দ্য এথেন্স কোচ। আমার একজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলতে। আমরা তুষারপাতের কথাই বলছিলাম। সেই সময় একটা বাজে। একেবারে সঠিক বলতে পারছি না।

—কখন ফিরে এলে?

—মঁসিয়ে আবার একটা বেল বেজেছিল। এটা বাজিয়েছিলেন আমেরিকান লেডি। তিনি বারবার বেল বাজাচ্ছিলেন।

পোয়ারো বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারপর কি হলো?

—তারপর, মঁসিয়ে? আমি আপনাকে মিনারেল ওয়াটার এনে দিলাম। তার আধঘণ্টা পরে আমি আরেকটা কামরায় বিছানা গুছিয়ে দিলাম, সেই যুবকের যিনি মিস্টার র‍্যাটচেটের সেক্রেটারি।

—তখন ম্যাককুইন তার ঘরে একা ছিল? মানে, তুমি যখন বিছানা করতে গেলে?

boiRboi.net

—হ্যাঁ, ১৫ নম্বরের ইংরেজ কর্নেল তার সঙ্গে ছিলেন। তারা বসে কথা বলছিলেন।

—তারপর কর্নেল কোথায় গেলেন?

—তার নিজের কামরায়।

—তার মানে ১৫ নম্বরে, যেটা তোমার সীটের কাছাকাছি?

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে। এদিক থেকে ওটা দ্বিতীয় কামরা। মানে করিডোরে শেষ দিক থেকে।

—তার বিছানা তৈরি হয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। তিনি যখন ডিনারে ছিলেন, তখন আমিই তার বিছানা তৈরি করে দিয়েছিলাম।

—তখন কটা বাজে?

—সেটা ঠিক বলতে পারছি না, মঁসিয়ে। তবে দুটোর পর নয়, সেটা নিশ্চিত।

—তারপর?

—তারপর ভোর পর্যন্ত সীটে বসে রইলাম।

—আর এথেন্স কোচে যাওনি?

—না।

—ঘুমিয়ে পড়েছিল? বোধহয়।

—না মঁসিয়ে, তা নয়। ট্রেন থেমে যাওয়ায় আমার স্বাভাবিক রুটিন কাজকর্ম করা গেল না।

—কোনও প্যাসেঞ্জারকে করিডরে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলে?

মিচেল একটু ভাবল।

—দূরে একজন মহিলা বোধহয় টয়লেটে গিয়েছিলেন।

—কোন মহিলা?

—সেটা বুঝিনি, মঁসিয়ে। করিডরের সেই প্রান্তে! আর আমার দিকে পেছন ফেরা। তবে তার পরনে ঘন লাল রঙের কিমোনো, তার ওপর ড্রাগন আঁকা।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

—আর, তারপর?

—আর কিছু নয়, মঁসিয়ে। অন্তত ভোর পর্যন্ত।

—আর ইউ সিওর?

—ওঃ, ক্ষমা করবেন, মঁসিয়ে! আপনি নিজেই একবার দরজা খুলেছিলেন, তার দিকে তাকালেন।

—খুব ভাল, মাই ফ্রেন্ড! ভাবছিলাম, সেটা তোমার মনে আছে কিনা। যাইহোক, আমি একটা শব্দে জেগে গিয়েছিলাম। মনে হলো, দরজার ওপর কোনও ভারি জিনিস পড়ল। সেই আওয়াজটার ব্যাপারে কিছু বলতে পার?

boiRboi.net

লোকটি তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—কিছু না, মঁসিয়ে, কিছু নয়। আমি নিশ্চিত।

—তাহলে বোধহয় আমার কানের ভুল!—পোয়ারো দার্শনিকের মতো বললেন।

বাউস বললেন, অবশ্য আওয়াজটা যদি আপনার পাশের কামরা থেকে না এসে থাকে!

পোয়ারো এই কথাটার খুব গুরুত্ব দিলেন না। বোধহয় মিচেলের সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না এই ব্যাপারে।

—এইবার অন্য বিষয়ে যাব। ধরো, কাল রাতে একজন খুনী ট্রেনে উঠল। এটা নিশ্চিত, অপরাধ করার পর সে এখনও ট্রেনের বাইরে যেতে নিশ্চয় পারেনি?

মিচেল মাথা নেড়ে না বলল।

—কিন্তু সে নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে থাকতেও পারবে না?

বাউস বললেন, আমরা বিস্তর খুঁজেছি। বন্ধু, এই আইডিয়াটা ত্যাগ করুন।

মিচেল বলল, তাছাড়া, কেউ যদি স্লিপিং কারে ঢুকত, তাকে আমার চোখে পড়তই।

—শেষ স্টপ কোথায় ছিল?

—ভিনকোভিসি!

—তখন ক'টা বাজে?

—সেখানে থামার কথা এগারটা আটান্ন! কিন্তু আবহাওয়ার জন্য আমাদের কুড়ি মিনিট লেট হয়েছিল।

—ওই সময় কেউ হয়ত ট্রেনের সাধারণ কামরার থেকে এখানে আসতে পারে।

—না, মঁসিয়ে। ডিনারের পর ট্রেনের দুই অংশের মাঝের দরজা—মানে সাধারণ কামরা আর স্লিপিং কাচের মাঝখানেরটা—লক্ করে দেওয়া হয়।

—তুমি নিজে কি ভিনকোভিসিতে ট্রেন থেকে নেমেছিলে?

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে। আমি স্বাভাবিকভাবেই প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলাম। ট্রেনের সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। অপর কন্ডাক্টরও তাই করেছিল।

—সামনের দরজার তখন কি অবস্থা? যেটা রেস্টুরেন্ট-কারের কাছে?

—এটা সব সময়েই ভেতর থেকে বন্ধ করা থাকে।

—কিন্তু এখন তো ওটা বন্ধ নয়।

—মিচেলকে বিস্মিত দেখাল। তারপর সে সহজ হলো।

—তাহলে নিশ্চয় কোনও প্যাসেঞ্জার ওটা খুলে তুষারপাত দেখছিল?

পোয়ারো বললেন, তা হতে পারে।

তারপর টেবিলে একটা-দুটো টোকা মারলেন।

মিচেল বলল, মঁসিয়ে নিশ্চয় আমাকে দোষ দেবেন না?

পোয়ারো দয়াপরবশ হয়ে হাসলেন।

—তোমার একটা খারাপ সুযোগ ছিল। একদিক দিয়ে। অন্যদিকে—হ্যাঁ, মনে

boiboi.net

পড়েছে, তুমি বলেছিলে—আরেকটা বেল বেজেছিল ঠিক যখন তুমি র‍্যাটচেটের দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলে। প্রকৃতপক্ষে, আমি সেটা নিজেই শুনেছি। কার বেল সেটা?

—ওটা বাজিয়েছিলেন মাদাম লা প্রিন্সেস ড্র্যাগোমিরফ। তিনি বলেছিলেন তার পরিচারিকাকে খবর দিতে।

—তুমি তাই করলে?

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে।

পোয়ারো এবার টেবিলের ওপর ট্রেনের নকশাটা ভাল করে দেখলেন।

—এখন পর্যন্ত এই। তিনি বললেন।

—থ্যাংক ইউ, মঁসিয়ে।

মিচেল উঠল। বাউসের দিকে তাকাল। বাউস বললেন, চিন্তার কিছু নেই। তোমার দিক থেকে কোনও অবহেলা আমি দেখছি না।

খুঁশি মনে চলে গেল মিচেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সেক্রেটারি সাক্ষ্য

কয়েক মিনিটের জন্য পোয়ারো যেন নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন।

অবশেষে বললেন, আমার মনে হয়, এখন যা জানলাম, সেই প্রেক্ষিতে আরেকবার ম্যাককুইনের সঙ্গে কথা বলা ভাল।

সঙ্গে সঙ্গে যুবক আমেরিকানকে হাজির করা হলো।

সে বলল, ওয়েল, কেমন চলছে ব্যাপার-স্যাপার?

পোয়ারো জানালেন—খুব খারাপ নয়। আমাদের শেষ কথাবার্তার পর আমি কিছু নতুন তথ্য জানলাম, মানে র‍্যাটচেটের পরিচয় সম্বন্ধে।

হেক্টর ম্যাককুইন কৌতূহল নিয়ে ঝুঁকে পড়ল।—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তুমিও যেমন সন্দেহ করেছিলে, র‍্যাটচেট একটা ছদ্মনাম। তার আসল নাম ক্যাসেটি—সে ছিল কুখ্যাত অপহরণকারী দলের সর্বময় কর্তা, ডেইজি আর্মস্ট্রং-এর হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য নায়ক।

ম্যাককুইনের মুখে প্রথমে একটা পরম বিস্ময়ের ভাব দেখা দেয়। তারপর সেটা কালো হয়ে যায়।—ওঃ, সে এক নারকীয় দস্যু—

—আচ্ছা ম্যাককুইন, তুমি তার এই পরিচয় জানতে না, তাই না?

—না, স্যার, যদি জানতাম তাহলে ওর সেক্রেটারি হয়ে কাজ করার আগে নিজের ডান হাত কেটে ফেলতাম।

—ম্যাককুইন তুমি ব্যাপারটায় নিশ্চয় বিচলিত।

—আমার একটা বিশেষ কারণ আছে। মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার বাবা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নী। আমি মিসেস আর্মস্ট্রংকে অনেকবার দেখেছি। তিনি ছিলেন অপূর্ব

boiboi.net

মহিলা! কোমল স্বভাব, তার মনটা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। যদি কোনও লোক তার উচিত কর্মফল শেষ পর্যন্ত পেয়ে থাকে, তাহলে র‍্যাটচেট ওরফে ক্যাসেটি তার পরিষ্কার উদাহরণ। ওর খুন হওয়াতে আমি খুশি! ওর বাঁচার কোনও অধিকারই নেই।

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওর উচিত পরিণতিটা তুমিই করতে চাইতে।

—হ্যাঁ, তাই হয়ত চাইতাম।

একটু থেমে সে বলল, মনে হচ্ছে, আমি যেন নিজেই বড় অপরাধ করেছি।

—ম্যাককুইন, আমি হয়ত তোমায় সন্দেহ করতে চাইতাম যদি তুমি তোমার কর্তার খুনে ভীষণ শোকাকুল হতে!

—আমার শোক কিছু নেই, শাস্তি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য শোক প্রকাশের বা না-প্রকাশের কোনও ব্যাপার নেই।

ম্যাককুইন এবার বেশ গম্ভীর।—যদি আমায় বেশি কৌতূহলী না মনে করেন, তবে আমি কি জানতে পারি আপনারা কিভাবে র‍্যাটচেটের, মানে ক্যাসেটির পরিচয় পেলেন?

—তার কামরায় পাওয়া একটা ছোট্ট চিঠির টুকরো দেখে।

—তাহলে বোধহয় বলা যায়, বৃদ্ধ এখন কেয়ারলেস হয়ে উঠেছিল।

পোয়ারো বললেন, সেটা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

পোয়ারোর কথাটা যুবক আমেরিকানের তেমন বোধগম্য হলো না। পোয়ারোর দিকে অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে।

পোয়ারো বললেন, এখন আমার কাজ হচ্ছে, ট্রেনের যাত্রীরা সবাই কে কি করছে লক্ষ্য করা। এতে মনে করার কিছু নেই, বুঝেছ? এটা একটা রুটিন ব্যাপার।

—নিশ্চয়। আপনি আপনার ইচ্ছে মতো কাজ করুন, আমাকে আমার ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে দেবেন।

—তোমার কম্পার্টমেন্টের নম্বর জিজ্ঞেস করার কোনও প্রয়োজন আমার নেই, কারণ সেখানে আমরা দু'জনে একটা রাত কাটিয়েছি। সেটা সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের ৬ এবং ৭ নম্বর। আমি চলে আমার পর, দুটোই তোমার।

—তা ঠিক!

—এখন ম্যাককুইন, আমাকে একটু বর্ণনা দাও—কাল রাতে তুমি ডাইনিং কার থেকে বিদায় নেওয়ার পর কি করলে?

—সেটা মামুলি ব্যাপার। কামরায় ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ বই পড়লাম, তারপর বেলগ্রেডে একবার প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলাম। দেখলাম ভীষণ ঠাণ্ডা, তাই আবার তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণের জন্য একজন ইংরেজ যুবতীর সঙ্গে কথা বললাম। সে আমার পরের কামরাটায় থাকে। তারপর আর একজন ইংরেজ—কর্নেল আরবাথনটের সঙ্গেও কিছু কথা বললাম। বোধহয়, আমরা কথা বলার সময় আপনি একবার আমাদের পাশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর মিঃ র‍্যাটচেটের কাছে গেলাম, তার লেখা কিছু মেমোরেন্ডা চিঠি নিলাম। তাকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। কর্নেল

boiRboi.net

আরবাথনট তখনও করিডরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার জায়গা রাতের মতো তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে বললাম, চলুন আমার কামরায়। ড্রিংকস্-এর অর্ডার দিলাম। তারপর গল্প শুরু করলাম। বিশ্বের রাজনীতি, ভারত সরকার, আমাদের সুবিধে-অসুবিধে, আর্থিক অবস্থা, ওয়াল স্ট্রিট-এ সংকট ইত্যাদি। তবে ব্রিটিশদের সঙ্গে আমার তত জমে না, ওরা বরাবরই ঘাড়-উঁচু। কিন্তু এই লোকটিকে আমার ভাল লাগল।

—আচ্ছা ও যখন তোমায় ছেড়ে গেল, তখন কটা বাজে?

—অনেক দেরিতে গেছে। মনে হয়, প্রায় রাত দুটো নাগাদ।

—তুমি লক্ষ্য করেছিলে—ট্রেন থেমে গেছে।

—ও ইয়েস! আমরা তখন বেশ অবাক হয়েছি। জানলা দিয়ে দেখলাম তুষার হয়ে জমছে, কিন্তু এত সিরিয়াস ব্যাপার ভাবিনি।

—কর্নেল আরবাথনট যখন শুভরাত্রি জানালেন, তখন তুমি কি করলে?

—সে যাবার পর কন্ডাক্টরকে ডেকে আমার বিছানা রেডি করতে বললাম।

—সে যখন বিছানা গোছাচ্ছিল, তুমি কোথায় ছিলে?

—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সিগারেট খাচ্ছিলাম।

—তারপর?

—তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকাল পর্যন্ত ঘুমালাম।

—সন্ধ্যেবেলা কি ট্রেন ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলে?

—আরবাথনট এবং আমি একবার বেরিয়েছিলাম। জায়গাটার নাম যেন কি! ভিনকোভাসি! একটু হাঁটাচলা করার জন্য। কিন্তু মারাত্মক ঠাণ্ডা! তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

—ট্রেনের কোনও দরজা দিয়ে বেরিয়েছিলে?

—আমাদের কামরার সবচেয়ে কাছের দরজাটা।

—যেটা ডাইনিং কারের পরেই?

—হ্যাঁ।

—মনে পড়ছে, ওটা আটকানো ছিল কি না?

ম্যাককুইন এবার কিছুটা ভাবল।—বোধহয়, হ্যাঁ। আমার মনে পড়ছে। অন্তত হ্যান্ডেলের গায়ে একটা ছোট খিল মতো কিছু ছিল। আপনি কি সেটাই বোঝাতে চাইছেন?

—ইয়েস! ট্রেনে ফিরে এসে তুমি কি ওই খিলটা লাগিয়েছ?

—কেন? না তো। মনে হয়, আমি সে সব কিছু করিনি। না, না, এমন কিছু করেছি বলে আমার মনে পড়ছে না।

হঠাৎ সে আবার বলল, এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট?

—হতে পারে। এখন আমি ধরে নিচ্ছি যে তুমি এবং কর্নেল আরবাথনট যখন বসে কথা বলছিলে, তখন তোমাদের করিডরের দিকের দরজা খোলা ছিল। তাই না?

boiboi.net

হেক্টর ম্যাককুইন মাথা নেড়ে স্বীকার করল।

—যদি পার, আমাকে বলো, ট্রেনটা ভিনকোভাসি ছেড়ে যাবার পর কেউ কি করিডর দিয়ে যাতায়াত করেছিল? মানে, তোমরা দু'জনেই আলাদা হয়ে যাবার পর?

ম্যাককুইনের ভুরু কপালে উঠে গেল।

—মনে হয়, একবার কন্ডাক্টর এসেছিল, মানে, ওই ডাইনিং কারের দিক থেকে। অপর দিকে, একজন মহিলা ডাইনিং কারের দিকে আসছিল।

—কোন মহিলা?

—তা বলতে পারব না, আমি সেভাবে লক্ষ্য করিনি। দেখুন, আমি সেই সময়ে কোনও একটা বিষয় নিয়ে কর্নেল আরবাথনটের সঙ্গে তর্ক করছিলাম। অস্পষ্ট মনে হচ্ছে ঘন লাল রঙের পোশাকের কেউ এক ঝলকের জন্য আমার নজরে পড়েছিল। আমি ঠিক তাকাইনি। মোট কথা, তার মুখটা দেখতে পাইনি। আপনি জানেন, আমার কামরা থেকে ডাইনিং কারের শেষ প্রান্ত দেখা যায়। একদম ট্রেনের শেষে। তাই ডাইনিং কারের দিকে যদি কেউ যায়, আমি তাকে পেছন থেকে দেখতে পাব।

পোয়ারো মাথা নেড়ে সম্মত হলেন।

—বোধহয় তিনি টয়লেটে যাচ্ছিলেন, তাই নয় কি?

—মনে হয় তাই।

—তাকে ফিরতে দেখেছিলে?

—ওয়েল, নো। আমি তার ফেরাটা দেখিনি। কিন্তু নিশ্চয় ফিরেছিল।

—আরেকটা কোশ্চেন। ম্যাককুইন, তুমি কি পাইপ খাও?

—না, স্যার।

পোয়ারো এইবার একটু থামলেন।

—যাক, আপাতত এই পর্যন্ত। এবার আমি র‍্যাটচেটের ভ্যালেট-এর সঙ্গে কথা বলব। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা দু'জনেই কি সব সময় সেকেন্ড ক্লাসে যাতায়াত করো?

—না। আমি সাধারণত ফার্স্ট ক্লাসে যাই। যদি সম্ভব হয় তো র‍্যাটচেটের কম্পার্টমেন্টের পাশেই। তিনি তার মালপত্র সব আমার কামরায় রাখতেন। কাছে থাকায়, সহজেই পেয়ে যেতেন, আমাকেও ডাকলেই পেতেন, কিন্তু এবারের সমস্ত ফার্স্ট ক্লাস বুকড্ ছিল, তিনি একটা মাত্র নিজের জন্য পেয়েছিলেন।

—বুঝেছি। ধন্যবাদ, ম্যাককুইন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ভ্যালেট-এর সাক্ষ্য

আমেরিকানের পরে এবার একজন ইংলিশম্যান। ইংরেজের মুখটা কিছুটা বিবর্ণ, এটা পোয়ারো আগের দিনই লক্ষ্য করেছিলেন। সে সঠিকভাবেই অপেক্ষা করছিল। পোয়ারো তাকে বসার ইঙ্গিত করলেন।

BoiRboi.net

—তুমিই, আশা করি, মিঃ র‍্যাটচেটের ভ্যালেট।

—ইয়েস স্যার।

—তোমার নাম?

—এডওয়ার্ড হেনরী মাস্টারম্যান।

—বয়েস?

—উনচল্লিশ।

—তোমার বাড়ির ঠিকানা?

—২১, ফ্রায়ার স্ট্রীট, ক্লার্কেনওয়েল।

—তুমি তো শুনেছ তোমার মালিক খুন হয়েছেন?

—হ্যাঁ, স্যার! খুব দুঃখের ব্যাপার।

—তুমি বলতো—ঠিক কটার সময় তুমি তাকে শেষ দেখেছ।

ভ্যালেট কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

—মনে হয়, রাত ন'টা নাগাদ। মানে, কাল রাতে। একটু আগে পরেও হতে পারে।

—তোমার নিজের ভাষায় বলতো—ঠিক কি ঘটেছে!

—আমি মিঃ র‍্যাটচেটের কাছে যেমন রোজ যাই, সেই সময় গিয়েছিলাম—তার কিছু দরকার আছে কিনা!

—তোমার কাজটা ঠিক কি?

—ওর পোশাক-পরিচ্ছদ গুছিয়ে ঠিকঠাক রাখা। ওর বাঁধান দাঁতের পাটি জলে ভিজিয়ে রাখা—রাতের জন্য আর যা যা তার প্রয়োজন—

—কাল রাতে ওর আচরণ কি বরাবরের মতো ছিল?

ভ্যালেট কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল।

—ওয়েল স্যার, আমার মতে তিনি খুব উদ্ভ্রান্ত ছিলেন।

—উদ্ভ্রান্ত? কেমন ধরনের উদ্ভ্রান্ত?

—তিনি একটা চিঠি পড়ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন তার কামরায় ওই চিঠিটা আমিই রেখেছি কি না! অবশ্য, আমি বলেছিলাম—ওই ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তিনি আমার ওপর রেগে গেলেন, আমার সব কাজেই ত্রুটি ধরতে থাকলেন।

—সেটা কি অস্বাভাবিক?

—ওঃ, না, স্যার! তিনি মাঝে মাঝে অতি সামান্য কারণেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। কাল রাতে অতিরিক্ত উদ্ভ্রান্ত ও রেগে যাওয়ার কারণ মনে হয় ওই চিঠিটা।

—তোমার মালিক কি ঘুমের ওষুধ খেতেন?

এবার উত্তরটা শোনার জন্য ডঃ কন্সটানটাইনও একটু ঝুঁকে বসলেন।

—হ্যাঁ, ট্রেন জার্নিতে সব সময়। তিনি বলতেন, না হলে তার ঘুম হবে না।

—কি ড্রাগ খেতেন, নামটা জানো? মানে যেটাতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন?

boiRboi.net

—না, সেটা বলতে পারব না। একটা শিশির ওপর শুধু লেবেল আঁটা থাকত—'ঘুমের ওষুধ, শুধু শোবার আগে খেতে হবে।'

—কাল রাতেও সেটা খেয়েছিলেন?

—ইয়েস স্যার, আমি নিজেই সেটা গেলাসে ঢেলে বাথরুমের টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম।

—কিন্তু তুমি নিজের চোখে তো সেটা খেতে দেখনি?

—নো, স্যার!

—তারপর কি হলো?

—আমি জিজ্ঞেস করলাম—আর কিছু প্রয়োজন আছে কি না! জানতে চাইলাম, ভোরে ঠিক কটার সময় তাকে ডেকে দেব! তিনি বললেন, বেল না বাজানো পর্যন্ত আমায় ডিস্টার্ব করো না।

—সেটাই কি বরাবর করতেন?

—হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। তিনি বেল বাজিয়ে কন্ডাক্টরকে ডাকতেন। তারপর তাকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। মানে, যখন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইতেন!

—সাধারণভাবে তিনি কি দেরিতে উঠতেন। ওয়াজ হি আ লেট রাইজার?

—দ্যাট ডিপেন্ডস্—বিশেষ করে তার মুডের ওপর। কখনও ব্রেকফাস্টের সময় উঠতেন, কখনও কখনও লাঞ্চ-টাইম পর্যন্ত ঘুমাতেন।

—তাই যখন ভোর কেটে গেল, কিন্তু ঘন্টা বাজল না, তাতে তুমি আশ্চর্য হওনি?

—নো স্যার!

—আচ্ছা, তুমি জানো—তোমার মালিকের কোনও শত্রু আছে?

—ইয়েস স্যার! কোনওরকম আবেগ ছাড়াই পরিষ্কার উত্তর দিলো সে।

—কি করে জানলে?

—ম্যাককুইনের সঙ্গে তিনি কিছু চিঠিপত্র নিয়ে যেসব কথাবার্তা বলতেন, আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

—তোমার মালিকের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল?

—এটার ব্যাপারে বলতে বাধা নেই—তিনি খুবই উদার মালিক ছিলেন।

—কিন্তু তুমি তাকে পছন্দ করতে না?

—সাধারণভাবে আমি আমেরিকানদেরই পছন্দ করি না।

—তুমি কি কখনও আমেরিকায় থেকেছ?

—নো স্যার।

—আচ্ছা, তুমি কি কাগজে আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেসের রিপোর্ট পড়েছিলে?

এইবার লোকটার বিবর্ণ মুখে একটু রং লাগল।

boiRboi.net

—ইয়েস স্যার! অবশ্যইন একটি শিশু-চুরির ব্যাপার। তাই না? প্রচণ্ড শোকের ঘটনা!

—তুমি কি জানো, তোমার মালিক র‍্যাটচেট এই ঘটনার মূলে? তারই উস্কানিতে—

—নো স্যার! এমন কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করাও কষ্ট।

—কিন্তু, ব্যাপারটা সত্যি।...যাই হোক, এখন বলো, কাল রাতে তুমি কি কি করলে? মানে রুটিনমাফিক কাজ বুঝেছ? মালিকের কাছে বিদায় নিয়ে তারপর তুমি কি করলে?

—আমি ম্যাককুইনকে বললাম, মালিক ডাকছেন। তারপর আমার কামরায় গিয়ে বই পড়তে থাকলাম।

—তোমার কম্পার্টমেন্টটা যেন কোন দিকে?

—সেকেন্ড ক্লাসে, ডাইনিং-কারের পাশে।

পোয়ারো আবার টেবিলের ওপর রাখা নকশাটা দেখলেন।

—আই সি, কিন্তু কোন বার্থটা তোমার?

—লোয়ার বার্থ।

—তার মানে চার নম্বরটা।

—ইয়েস স্যার।

—তোমার সঙ্গে কি কেউ আছে ওখানে?

—ইয়েস স্যার। সেই বড় চেহারার ইটালীয়ান।

—সে কি ইংরেজি জানে?

—হ্যাঁ, একটু-আধটু।

—তোমরা দু'জনে কি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছ?

—নো স্যার, আমি বরং বই পড়েই বেশি সময় কাটিয়েছি।

পোয়ারো হাসলেন। কল্পনা করলেন সেই বিশাল চিহারার ইটালীয়ানকে।

—বেশ, তুমি কি পড়ছিলে?

—এখন স্যার, আমি যে বইটা পড়ছি, সেটা হলো মিসেস আরাবেলা রিচার্ডসনের 'Love's Captive'।

—খুব ভাল গল্প?

—আমার তো খুব ইনটারেস্টিং লাগছে।

—ঠিক আছে। আমাদের আরও কথা আছে। তুমি কামরায় ফিরে 'Love's Captive' পড়া শুরু করলে ক'টার সময়?

—প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ। ইটালীয়ান শুয়ে পড়তে চাইছিল। তাই কন্ডাক্টর এসে তার বিছানা গুছিয়ে দিল।

—তারপর তুমি বিছানায় গেলে আর ঘুমিয়ে পড়লে?

—আমি শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুমাইনি।

—কেন?

boirboi.net

—আমার ভীষণ দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছিল।

—আহা, তাই নাকি! দাঁতের যন্ত্রণা সত্যিই মারাত্মক।

—ভীষণ যন্ত্রণা, স্যার।

—তার জন্য কোনও প্রতিকার কিছু করলে? মানে, ব্যথা সারাতে?

—হ্যাঁ, কিছুটা লবঙ্গ-তেল লাগালাম, তাতে অনেকটা যন্ত্রণা কমল, কিন্তু আমি ঘুমাতে পারিনি। তাই মাথার ওপরের আলো জ্বেলে আমি পড়তে থাকলাম। মানে, মনটা অন্য দিকে নেবার চেষ্টায়।

—তাহলে কি সারারাত একদমই ঘুমাওনি?

—স্যার, ভোর চারটে নাগাদ একটু ঘুম এসেছিল।

—আর তোমার সেই সঙ্গী?

—কে? ওই ইটালীয়ান? ওঃ, ওর তো নাক ডাকছিল!

—আচ্ছা, ওই ইটালীয়ান সারারাতে একবারও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি?

—নো স্যার!

—তুমি?

—নো স্যার।

—আচ্ছা, রাতে কিছু শুনতে পেয়েছিলে?

—না তো। মানে, অস্বাভাবিক কোনও কিছু নয়। ট্রেন থেমে থাকায় সব কিছুই স্তব্ধ মনে হচ্ছিল।

পোয়ারো কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, বেশ, মনে হচ্ছে আর কিছু বলার নেই। যে ট্র্যাজেডিটা ঘটে গেল, সেই সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করতে পারবে?

—না স্যার। দুঃখিত।

—আচ্ছা, তোমার মালিক আর ম্যাককুইনের মধ্যে কি ঝগড়া-বিবাদ হতো? মানে, সম্পর্কটা খারাপ ছিল?

—ওহ্ নো, স্যার। ম্যাককুইন খুব ভাল লোক।

—র‍্যাটচেটের কাছে আসার আগে তুমি কোথায় চাকরি করতে?

—আমি স্যার হেনরী টমলিনসনের কাছে কাজ করতাম। তিনি থাকতেন গ্রসভেরনর স্কোয়ারে।

—তাকে ছেড়ে এলে কেন?

—তিনি পূর্ব আফ্রিকায় যাচ্ছিলেন। আমাকে তার আর কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু তিনি আমায় ভালবাসতেন, বেশ কয়েক বছর তার কাজ করেছি।

—আর র‍্যাটচেটের সঙ্গে কত দিন?

—ন'মাসের কিছু বেশি।

—ওকে, মাস্টারম্যান, ধন্যবাদ।...আচ্ছা তুমি কি পাইপ খাও?

—না, স্যার, শুধু সিগারেট।

boiRboi.net

—বেশ। এতেই কাজ হবে, মানে যা কথাবার্তা হলো।

চলে যাবার আগে ভ্যালেট একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত।

—মাপ করবেন স্যার! বয়স্কা আমেরিকান লেডি খুনীদের সম্পর্কে বোধহয় অনেক কিছু বলতে পারবেন। অন্তত আমার তাই ধারণা। তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে আছেন এই ব্যাপারে।

পোয়ারো হেসে বললেন, সেক্ষেত্রে আমরা এখন তার সঙ্গেই কথা বলতে চাইব।

—তাকে কি খবর দেব, স্যার? তিনি খুব আগ্রহী হয়ে কর্তৃপক্ষের কাউকে খুঁজছেন। কন্ডাক্টর তাকে শান্ত করছে।

পোয়ারো বললেন, তাকে পাঠিয়ে দাও। তার কাহিনী এবার শুনি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমেরিকান লেডির সাক্ষ্য

মিসেস হুবার্ড ডাইনিং কারে যখন এলেন, তখন মনে হচ্ছিল তিনি শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনায় ভুগছেন। তিনি গুছিয়ে কথা বলতে পারছিলেন না।

—আগে আমাকে বলুন—এখানে কর্তৃপক্ষের কে আছেন? আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর আছে, ভেরি ইমপরট্যান্ট, কিন্তু সেটা আমি কর্তাব্যক্তিদের কাউকেই বলতে চাই—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। যদি, জেন্টেলমেন, আপনারা কেউ—

তিনি তিনজনের মুখের দিকেই কাঁপা কাঁপা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। পোয়ারো এগিয়ে বসলেন।

—ম্যাডাম, আমাকে বলুন সব কথা। তবে, তার আগে শান্ত হয়ে বসুন, প্লীজ।

মিসেস হুবার্ড ভারি দেহ নিয়ে পোয়ারোর সামনের আসনে বসে ধপ করে বসে পড়লেন।—আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে, কালরাতে ট্রেনে একটা খুন হয়েছে, আর খুনী এখন আমার কামরায় রয়েছে।

তার কথাকে একটা নাটকীয় মোড় দিতে তিনি একটু থামলেন।

—আর ইউ সিওর, ম্যাডাম?

—অব্ কোর্স, আই অ্যাম সিওর! হ্যাঁ, কারণ আছে। আমি জানি আমি কি কথা বলছি। যা বলার সবই আমি বলব।...আমি কালরাতে বিছানায় শুয়েছি, ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। চারদিক অন্ধকার! হ্যাঁ, অন্ধকার! আমার কম্পার্টমেন্টে একজন লোক রয়েছে, বুঝলাম। কিন্তু এত ভয় পেলাম যে চিৎকার করতে পারলাম না। আপনি বুঝছেন, আমি কি বলছি। আমি চুপ করে শুয়ে ভাবতে থাকলাম—হে ভগবান, দয়া করো, আমি যেন খুন না হই!...সত্যি আমার অবস্থা বর্ণনা করতে পারব না। মনে পড়ল—এই হতভাগা ট্রেনটা, আর কত বিরক্তিকর লোক এখানে রয়েছে! ভাবলাম—যাই হোক, লোকটা আমার গয়নাগাটিগুলো পাবে না। কারণ, দেখুন, ওগুলো আমার মোজার মধ্যে ভরা, কিছু বালিশের নিচে।

—আপনি বুঝলেন ম্যাডাম, একজন লোক আপনার কম্পার্টমেন্টে?

—হ্যাঁ, তাই। যাই হোক, আমি চুপচাপ শুয়ে রইলাম। চোখ বুঁজে। ভাবছি—কি করব এখন? যাই হোক, ভাগ্য ভাল আমার মেয়ে আমার এই দুরবস্থার কথা জানে না। কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধি এলো। আস্তে হাত বাড়িয়ে কন্ডাক্টরকে ডাকার বেলটা বাজালাম। কিন্তু একি! বেলটা টিপছি, বারবার—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। বলতে পারেন—আমার হার্ট বন্ধ হয়ে আসছিল, নিজেকে আবার বললাম, হে ভগবান, ওরা বোধহয় ট্রেনের সব যাত্রীকে মেরে ফেলেছে। ট্রেনটা থেমে আছে, বাতাসের মধ্যেও একটা বিশ্রী চাপা ভাব! কিন্তু আমি পাগলের মতো বেল বাজিয়ে যাচ্ছি, ওঃ, কি অবস্থা! হঠাৎ শুনলাম একটা পায়ের শব্দ করিড়র দিয়ে এগিয়ে আসছে। একটু স্বস্তি পেলাম, তারপরেই কে যেন দরজায় 'নক্' করল। আমি চিৎকার করলাম—কাম্ ইন! সঙ্গে সঙ্গে সাহস করে আলোর সুইচ টিপলাম। এবার বিশ্বাস করবেন—ঘরে কেউ নেই, ফাঁকা!

মিসেস হুবার্ড এমনভাবে শেষ করলেন, যেন নাটকীয় ক্লাইমেক্স!

—তারপর কি হলো, ম্যাডাম?

—আর কি! আমি আগত লোকটিকে সব বললাম। মানে, যা ঘটেছে। মনে হলো, সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে ভাবছে, আমি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমি তাকে সিটের নিচটা দেখতে বললাম। সে বলল, ওখানে ঠেসেঠুসেও কোনও লোক ঢুকতে পারবে না। কেউ নেই! পরিষ্কার ব্যাপার হলো সেই লোকটা পালিয়েছে। কিন্তু সত্যিই একজন অন্ধকারে আমার ঘরে ঢুকেছিল! সে পালিয়েছে—বোধহয় কন্ডাক্টর যখন আমাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছিল, সেই সময়ে। দেখুন, আমি উল্টোপাল্টা কল্পনা করার লোক নই। মিস্টার...আরে, আমি বোধহয় আপনার নামটা জানি না!

—আমি পোয়ারো।...ম্যাডাম, ইনি মঁসিয়ে বাউস, এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর। আর ইনি ডঃ কন্সটানটাইন!

মিসেস হুবার্ড বিড় বিড় করতে থাকলেন।—আপনাদের দেখা পেয়ে খুশি হলাম। তিনজনকেই সৌজন্য জানিয়ে আবার তার গল্প শুরু করলেন।

—আমি এখন বুঝছি, লোকটা আমার পাশের কামরার লোক—মানে, যে হতভাগ্য ব্যক্তিটি খুন হয়েছে। কন্ডাক্টরকে বললাম, দুটো কামরার মাঝের দরজাটা এখুনি আটকে দাও। কন্ডাক্টার চলে যাবার পর আমার দরজার গায়ে আমি একটা বড় স্যুটকেস ঠেসে রাখলাম, আরেকটু নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

—তখন কটা বাজে?

—আমি ঘড়ি দেখিনি, আই ওয়াজ সো আপসেট!

—এখন আপনার থিওরিটা কি?

—থিওরির কি আছে? এটা একটা পরিষ্কার ঘটনা। আমার ঘরের লোকটাই খুনী। খুনী ছাড়া আর কে হবে?

boiRboi.net

—আর আপনি ভাবছেন সে পাশের কামরায় চলে গেল?

—সে কোথায় গেছে আমি কি করে জানব? আমি তো তখন চোখ বুজে আছি।

—সে নিশ্চয় দরজার ফাঁক দিয়ে করিডোর দিয়ে পালিয়েছে?

—তা আমি বলতে পারব না। বললাম তো, আমার চোখ বন্ধ ছিল। আসলে আমি দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদি আমার মেয়ে জানত—

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না আপনি পাশের কামরা থেকে কোনও শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন? মানে খুন হওয়া ব্যক্তিটির কামরা থেকে?

—না, শুনিনি। মিস্টার—কি যেন। ও, হ্যাঁ, পোয়ারো। লোকটা আমার কামরায় ছিল। আর কি? আমার কাছে প্রমাণ আছে।

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে তিনি একটি বিশাল হ্যান্ডব্যাগ খুলে তার ভেতরে হাত ঢোকালেন। বের করলেন দুটি বড় সাইজের রুমাল। এক জোড়া শিং-এর ফ্রেমের চশমা, এক জোড়া কাঁচি, আমেরিকান এক্সপ্রেসের চেক বই, একটা অতি সাধারণ শিশুর ছবি, কিন্তু চিঠিপত্র, কিছু প্রাচ্যের বীজমালা, আরেকটা ধাতুনির্মিত জিনিস যার একটা বোতাম আছে।

—এই যে বোতামটা দেখছেন। এটা আমার কোনও জিনিস নয়। আমার কোনও জিনিসের মধ্যে এটা ছিল না কখনও। আজ সকালে উঠে এটা আমি দেখতে পেয়েছি।

তিনি ওটা টেবিলে রাখলেন। মঁসিয়ে বাউস ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। বললেন, কিন্তু এটা তো এই ট্রেনের পরিচারকদের ইউনিফর্মের একটা বোতাম!

পোয়ারো বললেন, সেটা একটা সাধারণ ব্যাখ্যা!

তিনি এবার মহিলার দিকে তাকালেন।—ম্যাডাম, এই বোতামটা হয় তো কন্ডাক্টরের ইউনিফর্ম থেকে খসে পড়েছে—হয় যখন সে আপনার কেবিনে সার্চ করতে গিয়েছিল, নয় তো যখন সে আপনার রাতের শয্যা প্রস্তুত করছিল।

—আমি বুঝতে পারছি না আপনাদের সকলের কি হয়েছে। আপনারা শুধু আপত্তি করা ছাড়া আর কিছু জানেন না। শুনুন, কাল রাতে ঘুমাবার আগে আমি একটা ম্যাগাজিন পড়ছিলাম। আলো নেভাবার আগে আমি ম্যাগাজিনটা একটা ছোট কেসের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম—যেটা জানলার সামনে দাঁড় করানো ছিল। বুঝেছেন?

তারা জানালেন, ব্যাপারটা তারা বুঝেছেন।

—বেশ! তাহলে কি দাঁড়ায়? কন্ডাক্টর দরজার কাছে সীটের নিচটা দেখেছে। তারপর কাছে এসেছে। দরজা আটকেছে—আমার কেবিন আর পাশেরটার মাঝে যে দরজাটা! কিন্তু সে জানলার কাছে যায়নি। আজ সকালে এই বোতামটাকে দেখা গেছে ম্যাগাজিনের ওপর পড়ে আছে! এটাকে আপনারা কি বলবেন আমি জানতে চাই।

পোয়ারো বললেন, ম্যাডাম, ওটাকে আমরা একটা প্রমাণ বলতে পারি।

উত্তরে মহিলাকে খুশি বলে মনে হলো।

boiboi.net

পোয়ারো বললেন, আপনি খুব ভাল তথ্য-প্রমাণ দিয়েছেন। এবার আমি কি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে!

—আপনি যখন র‍্যাটচেট লোকটাকে এত ভয় পেতেন, তখন দুই-কামরার মাঝের দরজাটা আগেই বন্ধ করেননি কেন?

—করেছিলাম। মিসেস হুবার্ড চটপট উত্তর দিলেন।

—ও, করেছিলেন নাকি?

—ওয়েল, প্রকৃতপক্ষে, আমি এই সুইডিশ মহিলা—যিনি বেশ ভাল—তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—দরজাটা বন্ধ কিনা দেখতে। তিনি বলেছিলেন—হ্যাঁ!

—কিন্তু আপনি নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখলেন না কেন?

—কারণ আমি বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। দরজার হ্যান্ডেলে আমার স্পঞ্জব্যাগটা ঝুলছিল।

—যখন ওই মহিলাকে দরজা বন্ধ কিনা দেখতে বললেন, তখন ক'টা বাজে?

—ভাবতে দিন। মনে হয় সাড়ে দশটা-পৌনে এগারটা হবে। মহিলা এসেছিল আমার কাছে একটা অ্যাসপিরিন আছে কিনা জানতে। আমি দেখিয়ে দিলাম কোথায় আছে, আর সে সেখান থেকে ওষুধটা নিল।

—আপনি নিজের বিছানায় ছিলেন?

—ইয়েস!

হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন।—বেচারা! সে-ও বেশ ভীতু। দেখুন, সে বোধহয় ভুল করে দরজাটা খুলে ফেলেছিল।

—র‍্যাটচেটের দরজা?

—হ্যাঁ! আপনি জানেন ট্রেন জার্নি জানলা দরজা বন্ধ দেখলে কেমন লাগে! সে ভুল করে র‍্যাটচেটের খুলেছিল। সে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছিল। র‍্যাটচেট হেসেছিলেন, মনে হয়। কল্পনা করা যায়, তিনি এমন কিছু বলেছিলেন যেটা ভদ্রস্থ নয়। বেচারা সুইডিশ মহিলা তাতে ভয় পেয়েছিল। সে বলেছিল—ওঃ, আমার ভুল হয়ে গেছে! আমি লজ্জিত।—তবে লোকটা মোটেই ভদ্র নয়। বলেছিলেন—আপনি অতি বৃদ্ধা...

ডঃ কন্সটানটাইন হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিসেস হুবার্ড কঠোর দৃষ্টিবাণ হেনে তাকে ঠাণ্ডা করে দিলেন।

—তিনি মোটেই ভাল লোক নন। এমন কথা কোনও ভদ্রমহিলা কোনও জেন্টেলম্যানকে বলে না। এটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়।

ডঃ কন্সটানটাইন তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাইলেন।

পোয়ারো বললেন, আপনি কি তারপর কোনও শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?

—না, তেমন কিছু নয়!

—কি বলতে চাইছেন? তেমন কিছু—

boiRboi.net

মিসেস হুবার্ড একটু থেমে বললেন, নাক ডাকার শব্দ!

—আহ্, তিনি নাক ডাকেন?

—ভয়ংকর! সেই শব্দ আমাকে সারারাত প্রায় জাগিয়ে রেখেছিল।

—কিন্তু যে লোকটার ব্যাপারে আপনি ভয় পেয়েছিলেন, তারপর আর নাকডাকা শুনতে পাননি। তাই না?

—কি করে শুনব মিস্টার পোয়ারো? তিনি তখন মৃত।

—আহ্। তাই তো!—পোয়ারো একটু বিব্রত। বললেন, আচ্ছা। আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু জানেন?

—হ্যাঁ, অবশ্যই!...ইস্, কি করে শয়তানটা এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে! আমি যদি ওকে কাছে পেতাম, নিজের হাতেই—

—সে পালায়নি। সে এখন মৃত। কাল রাতেই মরেছে।

—আপনি কি বলতে চাইছেন! মিসেস হুবার্ড লাফিয়ে উঠলেন। দারুণ উত্তেজিত।

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যি। র‍্যাটচেট সেই লোক।

—উরে বাবা! ভাবা যায় না। আমি এখুনি চিঠি লিখে আমার মেয়েকে সব জানাব। একটু আগে আমি আপনাদের বলিনি, লোকটার মুখটায় শয়তানের ছায়া? দেখছেন তো, ঠিকই বলেছিলাম। আমার মেয়ে বলে—মা সব সময় ঠিক অনুমান করে, যে কেউ তার সঙ্গে হাজার ডলার বাজী রাখতে পারে।

—আচ্ছা মিসেস হুবার্ড, এই আর্মস্ট্রং ফ্যামিলির কারুর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

—না, ওরা খুব নিজস্ব একটা পরিধির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু আমি শুনেছি, মিসেস আর্মস্ট্রং একজন ভদ্র সুন্দর মহিলা, তার স্বামী নাকি তাকে প্রায় পুজো করতেন!

ঠিক আছে! আপনি আমাদের সাহায্য করলেন, যথেষ্ট সাহায্যই বলব। আপনার পুরো নামটা যদি বলেন—

—নিশ্চয়, ক্যারোলিন মার্থা হুবার্ড!

—এখানে ঠিকানাটা একটু লিখে দেবেন?

মিসেস হুবার্ড তাই করলেন। অবশ্য কথা বলতে থাকলেন।

—ওঃ, আমি ব্যাপারটা এখনও সহ্য করতে পারছি না। ক্যাসেটি—এই ট্রেনে! মিঃ পোয়ারো, আমার একবার এই রকমই অনুমান হয়েছিল, তাই না?

—হ্যাঁ, অবশ্যই! আচ্ছা ম্যাডাম, আপনার কি ঘন লাল রঙের ড্রেসিং গাউন আছে?

—হায় ভগবান! একি অদ্ভুত প্রশ্ন!...না, এমন কিছু আমার নেই। আমার সঙ্গে দুটো ড্রেসিং গাউন আছে—একটা পিংক ফ্লানেলের, যেগুলো জাহাজে পরলে আরাম লাগে; আরেকটা আমার মেয়ে আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল, পার্পল সিল্কের একটা লোকাল গাউন! কিন্তু হঠাৎ আমার ড্রেসিং গাউন নিয়ে আপনারা মাতামাতি করছেন কেন?

boiRboi.net

—দেখুন ম্যাডাম, কেউ একজন ওই রকম কিমোনো পরে হয় আপনার, না হয় র‍্যাটচেটের ঘরে কাল রাতে ঢুকেছিল। যেমন আপনি নিজেই বললেন, সব দরজা বন্ধ থাকলে। তখন নির্দিষ্ট কেবিন খুঁজে পাওয়া মুস্কিল হয়। কোনটা কার, বোঝা যায় না।

—ওয়েল, ঘন লাল রঙের ড্রেসিং গাউন পরে কেউ আমার ঘরে আসেনি।

—তাহলে সে র‍্যাটচেটের ঘরে গিয়েছিল।

কথাটা শুনে মিসেস হুবার্ড ঠোঁট চেপে চুপ করে রইলেন। তারপর সুর করে বললেন, তাতে আমার পক্ষে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পোয়ারো সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

—তাহলে আপনি পাশের কেবিনে এক মহিলার গলা শুনতে পেয়েছিলেন?

—আমি বুঝতে পারছি না মিঃ পোয়ারো, আপনি কি করে সেটা আন্দাজ করছেন। সত্যি, আমি কিছু শুনিনি।...কিন্তু না, প্রকৃতপক্ষে, আমি শুনেছি।...

—কিন্তু একটু আগে আমি যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, পাশের কামরায় আপনি শব্দ শুনেছিলেন কিনা। আপনি বললেন, শুধু র‍্যাটচেটের নাক ডাকার শব্দ আপনার কানে গিয়েছিল।

—ওয়েল, সেটা অবশ্যই সত্যি কথা। অনেকটা সেই শব্দই। তবে অন্য কিছুর...কিন্তু সেটা বলা খুব শোভনীয় হবে না।

মিসেস হুবার্ড এবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন।

—কিন্তু ঠিক কটার সময় আপনি মহিলার গলা পেলেন?

—সেটাও বলতে পারব না। আমি এক মিনিটের জন্য ঘুম ভেঙে উঠেছিলাম; শুনলাম, একজন মহিলা কথা বলছে। এটাও খুব পরিষ্কার তখন সে কোথায় রয়েছে। তাই আমি ভাবলাম—তাহলে লোকটা এই প্রকৃতির! অবশ্য, তাতে আমি বিস্মিত হইনি। তারপর...হ্যাঁ, আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আমার মনে হয়, একজন জেন্টেলমেন সম্পর্কে আমার কিছু বলা উচিত হবে না—যদি না আপনি আমার মুখ থেকে সে কথা টেনে বের করতে চান!

—ব্যাপারটা কখন হলো? মানে একজন লোক আপনার ঘরে ঢুকে আপনাকে ভয় পাওয়ানোর আগে, না পরে?

—কেন, এইমাত্র আপনি যেমন বললেন, যদি লোকটা মৃত হতো, তাহলে সে মহিলার সঙ্গে কথা বলতে পারত না। তাই না?

—মাপ করবেন, আপনি আমাকে বেশ নির্বোধ ভাবছেন তো?

—না। মানে, মনে হয় আপনি একটু গুলিয়ে ফেলছেন। আসলে আমিও ওই শয়তান ক্যাসেটির ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না। আমার মেয়ে যা বলবে—

পোয়ারো সযত্নে তাকে সাহায্য করলেন হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে জিনিসগুলো ভরে নিতে। তারপর তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

বললেন, ম্যাডাম, আপনি আপনার রুমাল ফেলে গেছেন।

boiboi.net

এই বলে সেই কেমব্রিকের রুমালের টুকরোটা তার সামনেই মেলে ধরলেন।

—না, মিঃ পোয়ারো, ওটা আমার রুমাল নয়। আমারটা ঠিকই আছে।

—মাপ করবেন, এটার কোণায় 'H' অক্ষরটা লেখা থাকায় আমি ভেবেছিলাম—

—ওয়েল, সেটা কৌতুহলের ব্যাপার! কিন্তু এটা সত্যিই আমার জিনিস নয়। আমার রুমালে মার্কিং আছে—C.M.H. আর সেটার একটা মানে আছে।

মিসেস হুবার্ড বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুইডিশ মহিলার সাক্ষ্য

মিসেস হুবার্ড যে বোতামটা ফেলে রেখে গেছেন, সেটা নিয়ে মঁসিয়ে বাউস নাড়াচাড়া করছিলেন।

—এই বোতামটা...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এর মানে কি পিয়ের মিচেল এই খুনের সঙ্গে জড়িত?

পোয়ারো চুপ করে রইলেন।

বাউস আবার প্রশ্ন করলেন—তোমার কি ধারণা, মাই ফ্রেন্ড?

—এই বোতামটা কতগুলো সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।...আগে আমরা সুইডিশ লেডিকে ইন্টারভিউ করি, তারপর এভিডেন্সগুলো আলোচনা করব।

পোয়ারো পাসপোর্টের ফাইলটা ঘাঁটতে থাকেন।

—আহ্! এই তো, গ্রেটা ওলসন, বয়েস উনপঞ্চাশ।

বাউস রেস্টুরেন্টের পরিচারককে নির্দেশ দিলেন।

একটু পরে সুইডিশ লেডি এলেন। মাথায় পাকানো চুলের রং হলদে-ধুসর, মুখটা শান্ত বাধ্য ভেড়ার মতো, চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি পোয়ারোর দিকে তাকালেন। ক্ষীণ দৃষ্টি, ঠাণ্ডা প্রকৃতির মহিলা।

মনে হলো, তিনি ফ্রেঞ্চে কথাবার্তা বলতে পারেন। তাই সেই ভাষাতেই আলাপ হলো। পোয়ারো প্রথমে তাকে যেসব প্রশ্ন করলেন, তার উত্তর তার জানা—যেমন, নাম, বয়েস, ঠিকানা ইত্যাদি। এরপর তিনি তার পেশার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি জানালেন, তিনি স্তামবাউলের কাছে একটি মিশনারি স্কুলের ম্যাট্রন ছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স।

—মাদাম, আপনি নিশ্চয় জানেন, কাল রাতে কি ঘটে গেছে?

—ন্যাচারালি! ভয়ংকর ব্যাপার! ওই আমেরিকান মহিলা বলছিলেন—খুনী নাকি তার কেবিনে ঢুকেছিল।

—আপনি বোধ হয় সেই ব্যক্তি যে নিহতকে শেষবারের মতো জীবিত দেখেছিল?

—জানি না। হতে পারে। আমি ভুল করে তার কেবিনের দরজা খুলেছিলাম। আমি খুব অপ্রতিভ হয়েছিলাম। বড় লজ্জাকর ভুল।

boiRboi.net

—আপনি প্রকৃতপক্ষে তাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

—ইয়েস, সে একটা বই পড়ছিল। আমি তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে সরে গেলাম।

—সে কি আপনাকে কিছু বলেছিল?

বৃদ্ধার গালে যতটা শোভা পায়, সেই রকম এক ঝলক লজ্জার আভাস দেখা গেল।

—সে হাসল...এবং কিছু বলল...যা আমি বোধহয় ঠিক ধরতে পারিনি।

—কিন্তু তারপর আপনি কি করলেন?

পোয়ারো বিষয়টা কৌশলে ঘোরাতে চাইলেন।

—আমি ওই আমেরিকান মহিলা মিসেস হুবার্ডের কাছে গেলাম। একটা অ্যাসপিরিন চাইলাম, তিনি দিলেন।

—তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—দুই কেবিনের মাঝের দরজা বন্ধ আছে কিনা?

—হ্যাঁ।

—বন্ধ ছিল কি?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারপর আমি আমার কেবিনে চলে গেলাম। অ্যাসপিরিনটা খেলাম। শুয়ে পড়লাম।

—ক'টা বাজে তখন?

—যখন শুয়েছি তখন এগারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। কারণ বাড়িতে দম দেবার আগে সময়টা সর্বদাই দেখে নিই।

—আপনি কি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন?

—খুব তাড়াতাড়ি নয়। মাথায় চিন্তা থাকে, শুয়ে শুয়ে জেগে থাকি।

—আচ্ছা, আপনি ঘুমাবার আগেই কি ট্রেনটা থেমে গিয়েছিল?

—তা মনে হয় না। বোধহয়, আমরা থেমে ছিলাম—কোনও একটা স্টেশনে, ঠিক যখন আমার ঘুমটা এসেছিল।

—সেটাই ভিনকোভসি।

নক্সার ওপর একটা জায়গা দেখিয়ে পোয়ারো জিজ্ঞেস করল—এটাই তো আপনার কেবিন?

—হ্যাঁ, ওটাই।

—আপনার বার্থ—আপার না লোয়ার?

—লোয়ার বার্থ, ১০ নম্বর।

—আপনার কোনও সঙ্গী ছিল?

—হ্যাঁ. একজন ইংরেজ যুবতী। খুব মিষ্টি মিশুকে মেয়ে। সে বাগদাদ থেকে আসছে।

boiRboi.net

—ট্রেনে ভিনকোভসি ছেড়ে আসার পর সে কি কেবিন থেকে চলে গেল?

—না। আমি নিশ্চিত সে চলে যায়নি।

—আপনি এত নিশ্চিত কি করে? আপনি তো ঘুমাচ্ছিলেন।

—আমার ঘুম খুব হাল্কা। আমি সামান্য শব্দ পেলে জেগে উঠি। আমি নিশ্চিত, সে যদি ওপরের বার্থ থেকে কোনও সময় নামত, আমি অবশ্যই টের পেতাম।

—আপনি নিজে কেবিনের বাইরে গিয়েছিলেন কি?

—না, অন্তত সকালের আগে নয়।

—আচ্ছা, আপনার কি ঘন লাল রঙের কিমোনো আছে?

—না তো। আমার ড্রেসিং গাউনটা একটু অন্য ধরনের।

—আচ্ছা, আপনি এই ট্রেন জার্নিতে কি ছুটি নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, আমি ছুটিতে আছি, বাড়ি যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমি লুসানে যাব, আমার বোনের বাড়ি। সেখানে হপ্তাখানেক থাকব।

আচ্ছা, আপনি আপনার বোনের নাম-ঠিকানাটা এখানে লিখে দিন।

—নিশ্চয়।

তিনি একটা পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর তার বোনের নাম-ঠিকানা লিখে দিলেন।

—আচ্ছা, আপনি কখনও আফ্রিকা গেছেন?

—না। অবশ্য, একবার যাওয়ার কথা হয়েছিল, একজন পঙ্গু মহিলার সঙ্গে যেতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হলো। আমার খুব আফশোষ হয়েছিল। তারা খুবই ভাল—আমেরিকান। স্কুল-হসপিটাল এসবের জন্যে অনেক দানধ্যান করে, খুবই বাস্তববাদী।

—আপনি আর্মস্ট্রং কিডন্যাপিং কেসের কথা জানেন?

—না তো। কি সেটা?

পোয়ারো বিবরণ দিলেন।

গ্রেটা ওলসন এবার প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন। তার হলুদ চুলের ঝুঁটি কাঁপতে লাগল।

—ওঃ, দুনিয়ায় কত রকম দুষ্কৃতি আছে! এটা মানুষের বিশ্বাসের ওপর আঘাত করে। হায়, সে বেচারি মা! তার জন্য আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে!

সুইডিশ লেডি দুঃখিত মনে বিদায় নিলেন। তার মুখচোখ লাল, জলভরা চোখ।

পোয়ারো ব্যস্তভাবে কাগজের ওপর কি যেন লিখছেন।

বাউস জিজ্ঞেস করলেন—বন্ধু, কি লিখছেন এত?

—মাই ডিয়ার, আমার অভ্যাস সব কিছু পরিষ্কার রাখা। আমি যা যা ঘটছে, তার একটা কালক্রমিক তালিকা তৈরি করছি।

লেখা শেষ করে তিনি মঁসিয়ে বাউসের দিকে কাগজটা এগিয়ে দিলেন।

৯-১৫	:	ট্রেন বাগদাদ ছাড়ল
(প্রায়) ৯-৪০	:	ভ্যালেট র‍্যাটচেটের ঘুমের ওষুধ পাশে রেখে দিল।

boiRboi.net

(প্রায়) ১০-০০ : ম্যাককুইন র‍্যাটচেটের কাছ থেকে চলে এলো।

(প্রায়) ১০-৪০ : গ্রেটা ওলসন র‍্যাটচেটকে দেখলো (জীবিত অবস্থায় শেষবারের মতো): NB. সে একটা বই পড়ছিল।

০.১০ : ট্রেন ভিনকোভসি ছাড়ল (লেট)।

০.৩০ : ট্রেন বরফের স্তূপে ঢুকে গেল।

০.৩৭ : র‍্যাটচেট বেল বাজাল। কন্ডাক্টর উত্তর দিলো। র‍্যাটচেট খুব সম্ভব তার সঙ্গীকে ডেকে পাঠাল।

(প্রায়) ১.১৭ : মিসেস হবার্ড ভাবলেন তার কেবিনে কোনও লোক ঢুকেছে। তিনি বেল বাজিয়ে কন্ডাক্টরকে ডাকলেন।

ঘটনাপঞ্জি পড়ে বাউস মাথা নাড়লেন।—বেশ পরিষ্কার, অবশ্যই!

—আপনার মনে খটকা লাগছে এমন কিছু নেই তো, মানে ভুলত্রুটি?

—না, সবই বেশ পরিষ্কার। বোঝা যাচ্ছে, খুনটা ঘটে ১-১৫ নাগাদ। ঘড়ির কাঁটা সেই প্রমাণ দিচ্ছে। মিসেস হবার্ডের কথাও মিলে যাচ্ছে। মনে মনে আমিও খুনীর পরিচয় খুঁজছি। মাই ফ্রেন্ড, আমার সন্দেহ সেই বিশাল ইটালিয়ানকে। সে আমেরিকার চিকাগো থেকে আসছে। মনে রাখবেন, একজন ইটালিয়ানের স্বাভাবিক অস্ত্র ছুরি। সে একবার নয়, বেশ কয়েকবার 'স্ট্যাব' করেছে!

—তা সত্যি!

—নিঃসন্দেহে, এই রহস্যের একটা সমাধান আছেই। নিঃসন্দেহে, এই র‍্যাটচেট এবং সে এই কিডন্যাপিং কেসে জড়িত, একসঙ্গেই। ক্যাসেটি একটি ইটালিয়ান নাম। র‍্যাটচেট তার ওপর একটা খেলা খেলেছিলেন যাকে আমরা বলি 'ডবল্-ক্রস্'। সেই থেকে ইটালীয়ান তার পেছনে ঘুরছে। চিঠি লিখেও প্রথমে সতর্ক করে দিয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বদলা নিয়েছে।...মোটামুটি এমনই সহজ-সরল ব্যাপার!

পোয়ারো কিন্তু সন্দেহ নিয়ে মাথা নাড়লেন।

বিড়বিড় করে বললেন, না, এটা তত সহজ সরল ব্যাপার নয়।

বাউস বললেন, আমি কিন্তু নিশ্চিত—এটা সত্য। তিনি তার থিওরিতে ক্রমশ গভীরভাবে বিশ্বাসী হচ্ছেন।

—কিন্তু ভ্যালেট-এর ব্যাপারটা কি? যে দাঁত ব্যথা নিয়ে জেগে থেকে দেখেছে—ইটালীয়ান কেবিন ছেড়ে বেরোয়নি?

—সেটাই মুস্কিল করছে।

পোয়ারো চোখ পিট্‌পিট্ করলেন।

—ইয়েস, এটাই অস্বস্তিকর। আপনার থিওরির পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। আর ইটালীয়ানের পক্ষে বিশাল সৌভাগ্যজনক যে র‍্যাটচেটের ভ্যালেট-এর দাঁতব্যথা হয়েছিল।

বাউস তবু বেশ আত্মবিশ্বাসের সুরে বললেন, এ সবই ব্যাখ্যা করা যাবে।

boiRboi.net

পোয়ারো আবার মাথা নাড়লেন।—না, এটা তত সরল-সহজ নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাশিয়ান রাজকুমারীর সাক্ষ্য

তিনি বললেন, দেখা যাক, এই বোতামটা সম্পর্কে পিয়ের মিচেল কি বলে!

ওয়াগন কন্ডাক্টরকে আবার ডেকে পাঠানো হলো। সে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাদের দিকে তাকালো। বাউস একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন।

—মিচেল। এই দেখো তোমার ইউনিফর্মের একটা বোতাম। এটা ওই আমেরিকান মহিলার কেবিনে পাওয়া গিয়েছিল। এ ব্যাপারে তোমার কি বলার আছে?

মিচেলের একটা হাত ইউনিফর্মের বোতামের জায়গায় উঠে এলো। সে বলল, মঁসিয়ে, আমার কোনও বোতাম তো হারায়নি। বোধহয় কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে।

—এটা তো বড় অস্বস্তিকর ব্যাপার!

মিচেল বিস্মিত, কিন্তু তাকে মোটেই দোষী বা বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে না।

বাউস অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বললেন, এই বোতামের পোশাকধারী ব্যক্তি কাল রাতে মিসেস হুবার্ডের ঘরে গিয়েছিল যখন তিনি বেল বাজিয়েছিলেন।

—কিন্তু মঁসিয়ে, কেউ সেখানে ছিল না। মহিলা মনে হয় কিছু কল্পনা করেছেন।

—না মিচেল, মহিলা কিছু কল্পনা করেননি। খুনী ঐ সময়ে এখান দিয়ে গেছে, আর তার পোশাক থেকেই অথবা সে নিজেই বোতামটা ফেলেছে।

বাউসের কথার অর্থটা পরিষ্কার হতেই হঠাৎ মিচেলের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সে যেন কেমন হিংস্র, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

—মঁসিয়ে, এটা সত্যি নয়। চিৎকার করে বলতে থাকে সে—আপনি আমাকে অপরাধী সাজাচ্ছেন। আমি নির্দোষ। সম্পূর্ণ নির্দোষ! আমি কেন এক ভদ্রলোককে খুন করতে চাইব যাকে আমি জীবনে দেখিনি?

—তুমি কোথায় ছিলে যখন মিসেস হুবার্ড বেল বাজিয়েছিলেন?

—আপনাকে আগেই বলেছি, আমি আমার জায়গায় ছিলাম। আমার সঙ্গীর সাথে কথা বলছিলাম।

—আমরা ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

—ডাকুন। আমিই অনুরোধ করছি, ডাকুন তাকে।

পাশের কোচের কন্ডাক্টরকে ডেকে পাঠানো হলো। সে শোনামাত্র মিচেলের কথার সত্যতা স্বীকার করল। আরও জানাল, বুখারেস্ট কোচের কন্ডাক্টরও সেখানে ছিল। ওরা তিনজনই তুষারপাতের পরিস্থিতি আলোচনা করছিল। প্রায় মিনিট কয়েক কথা বলার পর মিচেলের মনে হলো—কে যেন বেল বাজাল! যখন দুই কোচের মাঝের দরজা সে খুলল, তখন তিনজনই ঘণ্টার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। ঘণ্টাটা বারবার বাজছিল। মিচেল তাড়াতাড়ি সাড়া দিতে ছুটল।

boiRboi.net

মিচেল সন্ত্রস্তভাবে বলল, এবার বুঝুন, মঁসিয়ে, আমি মোটেই অপরাধী নই।

—কিন্তু এই বোতামটা ওয়াগন লিট ইউনিফর্মের। সেটার তুমি কি ব্যাখ্যা দেবে?

—সেটা আমি বলতে পারব না। এটা আমার কাছেও রহস্য। কিন্তু আমার সব বোতাম ঠিক ঠিক আছে।

অপর দু'জন কন্ডাক্টরও জানালো—তারাও কোনও বোতাম হারায়নি। তারা কেউই কখনও মিসেস হুবার্ডের কেবিনে ঢোকেনি।

বাউস বললেন, মিচেল, শান্ত হও। একবার মনে করার চেষ্টা করো যখন তুমি মিসেস হুবার্ডের বেলের সাড়া দিতে ছুটেছিলে তখন কি করিডরে কাউকে দেখেছিলে?

—না, মঁসিয়ে।

—করিডর দিয়ে অন্য দিকে যেতে কাউকে দেখেছিলে?

—আবার বলছি, মঁসিয়ে, না।

—ওঃ, কি বিশ্রী অবস্থা!—বাউস আক্ষেপ করলেন।

পোয়ারো বললেন, না, তেমন কিছু নয়। এটা সময়ের ব্যাপার। আ কোশ্চেন অব্ টাইম! মিসেস হুবার্ড জেগে উঠে তার কেবিনে কাউকে দেখেছিলেন। দু'-এক মিনিট তিনি প্যারালাইজড্ হয়ে পড়েছিলেন, চোখ বুজে। বোধ হয় তখনই লোকটা করিডরে চলে গেছে। তারপরে তিনি বেল বাজিয়েছিলেন। তখুনিই তো কন্ডাক্টর আসেনি, একটু সময় লেগেছিল। হয়ত তৃতীয় বা চতুর্থ শব্দটা সে শুনেছিল। তাই যথেষ্ট সময় ছিল—

—কিসের সময়? কিসের যথেষ্ট সময়, মাই ফ্রেন্ড? মনে রাখবেন, তখন চারদিকে পুরু বরফ জমে গেছে!

পোয়ারো বললেন, আমাদের রহস্যময় খুনীর কাছে দুটো পথ খোলা ছিল। দুটো টয়লেটের যে কোনও একটা দিয়ে সে পালাতে পারত; অথবা যে কোনও একটা কম্পার্টমেন্টের মধ্যে সে ঢুকে পড়তে পারে।

—কিন্তু সব কম্পার্টমেন্ট তো ভর্তি!

—হ্যাঁ, তা ঠিক।

—আপনি কি বলতে চাইছেন, সে তার নিজের কেবিনেই লুকিয়ে পড়েছিল?

পোয়ারো সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

বাউস বললেন, হ্যাঁ, তা অবশ্য হতে পারে। যে দশ মিনিট কন্ডাক্টর অনুপস্থিত ছিল, সেই সময় খুনী তার কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিল, র‍্যাটচেটের কেবিনে গিয়ে তাকে খুন করেছিল। তারপর ভেতরে লক্ এবং চেন্ বন্ধ করে দিয়ে মিসেস হুবার্ডের কেবিনের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে পালাতে চেয়েছিল। এবং তাই হয়েছে; কন্ডাক্টর আসার আগেই সে নিজের কেবিনে আরামসে ফিরে গেছে।

পোয়ারো আবার সেই পুরনো কথা বিড়বিড় করলেন।—ব্যাপারটা তত সহজ-সরল নয়, মাই ফ্রেন্ড। আমাদের ডাক্তার বন্ধু সেটা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

বাউস ইঙ্গিতে তিনজন কন্ডাক্টরকে চলে যেতে বললেন।

boiRboi.net

পোয়ারো বললেন, আমাদের এখন আটজন যাত্রীর সঙ্গে কথা বলা বাকী। পাঁচজন ফার্স্ট ক্লাসের—রাজকুমারী ড্র্যাগোমিরফ্, কাউন্ট ও কাউন্টেস আন্দ্রেনিয়ে, কর্নেল আরবাথনট এবং মিঃ হার্ডম্যান। আর তিনজন সেকেন্ড ক্লাসের—মিস্ ডেভেনহ্যাম, অ্যান্টেনিও ফসক্যারেলি, মহিলার পরিচারিকা এবং ফ্রয়েলিন স্মিড্।

—কাকে প্রথমে চান, ইটালীয়ানকে?

—ওঃ, আপনি সেই ইটালীয়ানকে নিয়ে পড়ে আছেন! না, আমরা গাছের মগডাল থেকে শুরু করব। বোধহয় রাজকুমারীকে দিয়ে। দয়া করে তিনি আমাদের কিছুটা সময় দিন। মিচেল, যাও, তাকে খবর দাও।

—ঠিক আছে, মঁসিয়ে। কামরা থেকে বেরতে বেরতে মিচেল বলল।

বাউস বললেন, রাজকুমারীকে বলো, যদি তিনি এখানে আসতে অসুবিধে বোধ করেন, তাহলে আমরা তার কামরায় যেতে পারি।

কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। একটু পরেই রাজকুমারী ড্র্যাগোমিরফ ডাইনিং-কারে এলেন। মাথা এলিয়ে পোয়ারোর বিপরীতে সীটের ওপর বসলেন।

তার ব্যাঙের মতো মুখ আগের দিনের চেয়ে আরও হলুদ দেখাচ্ছিল। তিনি নিঃসন্দেহে কুৎসিত; কিন্তু, তার চোখের মণি রত্নের মতো জ্বলজ্বল করছে—তীক্ষ্ণ, অন্ধকারে উজ্জ্বল, সজীব। তাছাড়া একটা বুদ্ধিদীপ্ত ভাব যা সঙ্গে সঙ্গে ধরা যায়।

গলার স্বরও বেশ গভীর, বেশ পরিষ্কার।

বাউস বেশ সুন্দর ভাষায় ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি তার কথা মাঝপথে থামিয়ে দিলেন।—ভদ্রমহোদয়গণ, ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। আমি জানি, একটা খুনের ব্যাপার ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই, আপনারা সব যাত্রীকেই জিজ্ঞাসা করবেন। আমার পক্ষে যতটা সাধ্য, আমি আপনাদের সাহায্য করব।

পোয়ারো বললেন, ম্যাডাম, আপনি অত্যন্ত অমায়িক।

—নট অ্যাট অল। এটা আমার কর্তব্য। আপনারা কি জানতে চান?

—আপনার পুরো নাম ও ঠিকানা। ম্যাডাম, বোধহয় আপনি নিজে হাতে লিখে দিলে আমাদের ভাল হয়।

পোয়ারো কাগজ-পেন্সিল এগিয়ে দিলেন। কিন্তু রাজকুমারী সেগুলো সরিয়ে দিলেন।

—আপনি লিখে নিতে পারেন। কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। নাটালিয়া ড্র্যাগোসিরফ, ১৭নং অ্যাভিনিউ ক্লেবার, প্যারিস।

—ম্যাডাম, আপনি কন্সটান্টিনোপল থেকে বাড়ি যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, আমি অস্ট্রিয়ান এমব্যাসিতে থাকি। সঙ্গে আমার এক পরিচারিকা আছে।

—আচ্ছা, দয়া করে বলবেন কাল রাতে ডিনারের পর আপনি কি কি করলেন?

—নিশ্চয়। ডাইনিং-কারে থাকতে থাকতেই আমি কন্ডাক্টরকে আমার বিছানা পেতে দিতে বলেছিলাম। খাওয়া শেষ হতেই শুতে গিয়েছি। প্রায় এগারটা পর্যন্ত পড়েছি।

তারপর আলো নিভিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার একটা বাতের ব্যথা আছে, সেই যন্ত্রণায় ঘুমাতে পারছিলাম না। প্রায় পৌনে একটায় পারিচারিকাকে ডাকলাম। সে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করে দিল। তারপর আমায় পড়ে শোনাতে লাগল—যতক্ষণ না আমার ঘুম আসে। বলতে পারব না—ঠিক কখন সে উঠে গেছে। বোধহয় আধঘণ্টা পরে, বা তার কিছু বেশি হতেও পারে।

—তখন কি ট্রেন থেমে গেছে?

—হ্যাঁ।

—আপনি কিছু শোনেননি? মানে, অস্বাভাবিক কিছু?

—না, অস্বাভাবিক কিছু তো শুনিনি।

—আপনার পরিচারিকার নাম কি?

—হিল্ডাগার্জ স্মিড্।

—ও আপনার সঙ্গে অনেকদিন আছে?

—পনের বছর।

—আপনার খুব বিশ্বস্ত নিশ্চই!

—অবশ্যই। ওরা, মানে ওদের বংশ, জার্মানীতে আমার পূর্বতন স্বামীর এস্টেটের লোক।

—মনে হয়, আপনি আমেরিকাতেও ছিলেন?

—বহুবার।

—আচ্ছা, আমর্স্ট্রং ক্যামিলির সঙ্গে আপনার কি আলাপ হয়েছিল? মানে সেই ট্র্যাজেডির ফ্যামিলি!

এবার আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বৃদ্ধা মহিলা বললেন, মঁসিয়ে, আপনি আমার বন্ধুর কথা বলছেন?

—আপনি তাহলে কর্নেল আর্মস্ট্রংকে ভালভাবেই চিনতেন?

—তাকে আমি অল্প চিনতাম। কিন্তু তার স্ত্রী সোনিয়া আর্মস্ট্রং ছিল আমার ধর্ম-কন্যা! তার মায়ের সঙ্গে, মানে অভিনেত্রী লিন্ডা আর্ডেনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। লিন্ডা অভিনেত্রী হিসেবে জিনিয়াস্ বলা যায় আমি শুধু তার শিল্প-প্রতিভার অনুরাগী ছিলাম না। তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

—তিনি কি মারা গেছেন?

—না, না, তিনি বেঁচে আছেন। কিন্তু এখন তার সম্পূর্ণ অবসর জীবন। তার স্বাস্থ্যও ভাল নয়, বেশির ভাগ সময় সোফায় বসে থাকেন।

—আচ্ছা, তার দ্বিতীয় কন্যাও ছিল কি?

—হ্যাঁ, সে অবশ্য মিসেস আর্মস্ট্রং-এর চেয়ে অনেক ছোট।

—তিনি কি বেঁচে আছেন?

—অবশ্যই।

—কোথায় থাকেন?

বৃদ্ধা মহিলা এবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন।

—এবার আমি আপনাকে এমন প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞেস করব। এখন যেটা বিষয়, তার সঙ্গে এসব তথ্যের কি সম্পর্ক? মানে ট্রেনের এই খুনের ব্যাপারের সঙ্গে...

—ম্যাডাম, অবশ্যই সম্পর্ক আছে। যে খুন হয়েছে, সেই মিসেস আর্মস্ট্রং-এর বাচ্চার অপহরণ ও খুনের জন্য দায়ী।

—আহ্—

মহিলার দুই ভুরু জুড়ে গেল। রাজকুমারী ড্র্যাগোমিরফ এবার বেশ টান হয়ে বসলেন।—আমার মতে, তাহলে এই খুনটা খুব আনন্দের ব্যাপার। অবশ্য আপনারা আমার একপেশে মনোভাবটা ক্ষমা করবেন।

—ম্যাডাম, আপনার পক্ষে এ তো খুবই স্বাভাবিক, যাই হোক আবার সেই প্রশ্নে ফিরে আসি, যার উত্তর আপনি দেননি। লিন্ডা আর্ডেনের ছোট মেয়ে কোথায় থাকে?

—সত্যি কথা বলতে কি, আমি সেটা বলতে পারি না, মঁসিয়ে। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আমি যোগাযোগ হারিয়েছি। আমার বিশ্বাস সে কয়েকবছর আগে একজন ইংরেজকে বিয়ে করেছে, ইংল্যান্ডে চলে গেছে। এই মুহূর্তে তার নাম মনে পড়ছে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?

—আর মাত্র একটা ব্যাপার! একটু ব্যক্তিগত। আপনার ড্রেসিং গাউনের রংটা কি?

তার ভুরু আবার উঁচুতে উঠে গেল।—বুঝেছি। এমন প্রশ্ন করার নিশ্চই কোনও কারণ আছে। আমার ড্রেসিং গাউন সাটিনের—নীল রং।

—ম্যাডাম, আমি খুশি যে আপনি খুব চটপট উত্তর দিয়েছেন।

বৃদ্ধ মহিলা একটা হাতের ভঙ্গি করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। অন্যেরাও উঠে পড়লেন। তিনি হঠাৎ থামলেন।

—মঁসিয়ে, মাপ করবেন, আপনার নামটা জানতে পারি কি? আপনার মুখটা আমার চেনা-চেনা লাগছে।

—আমার নাম এরকুল পোয়ারো—অ্যাট ইওর সার্ভিস!

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, পোয়ারো! হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে।...একেই বলে বিধির বিধান।

তিনি চলে গেলেন। টানটান হাটা ভঙ্গি, ঋজু।

বাউস বললেন, দারুণ মহিলা। বন্ধু, এর সম্বন্ধে কি ভাবছেন?

পোয়ারো একটু মাথা নাড়লেন।

—ভাবছি, বিধির বিধান বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইলেন!

boiRboi.net

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাউন্ড ও কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ীর সাক্ষ্য

কাউন্ট ও কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ীকে আহ্বান জানানো হলো। কিন্তু কাউন্ট একাই ডাইনিং-কারে এলেন।

নিঃসন্দেহে, মুখোমুখি বসতেই বোঝা গেল তিনি একজন সুদর্শন ব্যক্তি। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, চওড়া কাঁধ, সুন্দর ফিগার। পরণে নিখুঁত ফিটিং ইংলিশ টুইড স্যুট। বড় গোঁফ আর চিবুকে হাড় বাদ দিলে তাকে ইংরেজ বলে মনে হতে পারত।

—ওয়েল মঁসিয়ে, আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি?

পোয়ারো বললেন, মঁসিয়ে, আপনি বুঝতে পারছেন, ট্রেনে যে ঘটনাটা ঘটেছে, তারই প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। সবাইকেই করছি।

—নিশ্চই, অবশ্যই! আপনাদের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। তবে, আশংকা হচ্ছে, আমি ও আমার স্ত্রী আপনাদের বিশেষ সাহায্য করতে পারব না। আমরা দু'জনেই ঘুমন্ত ছিলাম, কিছুই শুনতে পাইনি।

—আপনি কি জানেন—কে খুন হয়েছে?

—বোধহয় সেই বড় চেহারার আমেরিকান, যার মুখটা খুব অসুন্দর। খাবার টেবিলে যাকে দেখেছিলাম।

তিনি আঙুলের নির্দেশে দেখালেন যে টেবিলে র‍্যাটচেট এবং ম্যাককুইন খেতে বসেছিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি বলতে চাইছি, আপনি কি তার নামটা জানেন?

—না। কাউন্ট পোয়ারোর জিজ্ঞাসায় অনেকটা বিস্মিত।

—আমি যদি কারও নাম জানতে চাই, পাসপোর্ট দেখলেই তো বোঝা যাবে।

—পাসপোর্টে তার নাম র‍্যাটচেট। কিন্তু মঁসিয়ে, সেটা তার প্রকৃত নাম নয়। তার নাম ক্যাসেটি, আমেরিকার একটি কুখ্যাত অপহরণ কেসের সঙ্গে জড়িত। কাউন্টের মুখের ভাবের দিকে নজর রাখছিলেন পোয়ারো। কিন্তু তিনি একদম নির্বিকার। শুধু একবার চোখ বুজলেন।

—আহ্, এটা অবশ্যই রহস্যের ওপর কিছুটা আলোকপাত করবে। আমেরিকা একটা এক্সট্রা-অর্ডিনারী দেশ।

—আপনি নিশ্চই আমেরিকায় ছিলেন?

—হ্যাঁ, ওয়াশিংটনে এক বছর ছিলাম।

—আপনি বোধহয় আর্মস্ট্রং পরিবারকে চিনতেন?

—আর্মস্ট্রং...আর্মস্ট্রং...মনে পড়া কঠিন! কত লোকের সঙ্গেই তো দেখা হয়।

boiRboi.net

তিনি হেসে কাঁধ ঝাঁকালেন।—যাই হোক, এই বিষয়ে যদি বলেন, আমি আপনাদের আর কি সাহায্য করতে পারি।

—মঁসিয়ে কাউন্ট, আপনি বিশ্রামের জন্য রিটায়ার করেছেন। তাই না?

পোয়ারো আবার টেবিলের নক্সার দিকে তাকালেন। লক্ষ্য করলেন কাউন্ট ও কাউন্টেস-এর কেবিন নং যথাক্রমে ১২ এবং ১৩—পাশাপাশি।

কাউন্ট বললেন, আমরা ডিনারের সময় একটা কেবিন তৈরি করে ফেলেছিলাম। খাওয়ার শেষে আরেকটায় গিয়ে বসলাম। কন্ডাক্টর আমার বিছানা সাজিয়ে দিল। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আরামে, টানা সকাল পর্যন্ত।

—ট্রেনটা যে থেমেছিল, সেটা লক্ষ্য করেছিলেন।

—না, সকালের আগে পর্যন্ত আমি ব্যাপারটা জানতাম না।

—আর আপনার স্ত্রী?

কাউন্ট আবার হাসলেন।—আমার স্ত্রী বরাবর একটা ঘুমের ওষুধ খান—মানে যখন ট্রেন জার্নি করেন। তিনি তার স্বাভাবিক ডোজ্ নিয়ে ঘুমান।

কাউন্ট একটু চুপ করলেন।

—সত্যিই দুঃখিত, আমি আপনাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারলাম না।

পোয়ারো পেন ও কাগজ এগিয়ে দিলেন।—থ্যাংক ইউ, মঁসিয়ে কাউন্ট। একটা নিয়মমাফিক কাজ আছে। দয়া করে আপনার নাম ও ঠিকানাটা একটু লিখে দিন।

কাউন্ট যত্ন নিয়ে আস্তে আস্তে লিখলেন। পোয়ারোর হাতে কাগজটা দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

—আমার স্ত্রীকে এখানে ডাকার আর কোনও অর্থ হয় না। আমি যা বললাম, তিনি তার বেশি আর কিছু বলতে পারবেন না।

পোয়ারো চোখটা সামান্য জ্বলজ্বল করে উঠল।

—নিঃসন্দেহে, অবশ্যই।...কিন্তু তবুও ম্যাডাম কাউন্টেস-এর সঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই!

—আমি নিশ্চিতভাবে বলছি—এটার কোনও প্রয়োজন নেই।

কাউন্টের গলায় এবার কর্তৃত্বের সুর।

পোয়ারো তার দিকে চোখ কুঁচকে তাকালেন।—কিন্তু নিয়মমাফিক এটা দরকার। বুঝে দেখুন, আমাকে সকলের কথা নিয়ে একটা রিপোর্ট দিতে হবে।

—বেশ, আপনি যখন চাইছেন—

কাউন্ট একটু বিতৃষ্ণা নিয়ে রাজি হলেন, বিদেশী কায়দায় ঝুঁকে সৌজন্য জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

পোয়ারো হাত বাড়িয়ে একটা পাসপোর্ট তুলে নিলেন। এর মধ্যে কাউন্টের নাম ও পদবী লেখা আছে। তিনি আরেকটা লেখা লক্ষ্য করলেন। লেখা আছে—সস্ত্রীক। কাউন্টেসের বাস—এলেনা মারিয়া। পরিচারিকার নাম—গোল্ডেনবার্গ, বয়েস কুড়ি। এক ফোঁটা আঠা পড়েছে লেখার ওপর। বোধহয় কোনও অফিসারের যত্নহীনতায়!

বাউস বললেন, এটা অবশ্য ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট। মাই ফ্রেন্ড, আমাদের একটু সাবধান হতে হবে। কেউ যেন ক্ষুব্ধ না হয়। এসব লোকেরা খুনের সঙ্গে জড়িত নয়।

—বন্ধু, সহজ হোন। আমি খুব কৌশলে এগোব। এটা একটা ফর্মালিটি।

কাউন্টেস ঢুকতেই পোয়ারোর গলার স্বর নেমে গেল।

কাউন্টেস দেখতে সুন্দর, শান্ত প্রকৃতির।

—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন?

—এটা একটা নিয়মরক্ষা মাত্র, ম্যাডাম কাউন্টেস!

পোয়ারো উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেন। কাউন্টেস তার উল্টোদিকে সীটে বসলেন। পোয়ারো বললেন, আপনাকে শুধু একটা কথাই জিজ্ঞেস করব। কাল রাতে আপনি কি এমন কোনও কিছু দেখেছেন বা শুনেছেন যা এই ব্যাপারটার ওপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারে?

—আদৌ না। আমি ঘুমিয়েছিলাম।

—ধরুন, আপনি এমন কিছু শোনেন যাতে মনে হয় যে, কেউ আপনার পাশের কেবিনে যাচ্ছে? মানে, যেখানে আমেরিকান মহিলা ছিলেন, তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলেন এবং বেল বাজিয়েছিলেন কন্ডাক্টরকে ডাকার জন্য।

—আমি কিছুই শুনিনি। দেখুন, আমি তো স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমাই।

—আহ, বুঝেছি। যাই হোক, আপনাকে আর আটকে রাখতে চাই না।

কাউন্টেস উঠে দাঁড়ালেন। পোয়ারো এবার সামান্য বাধা দিলেন—এক মিনিট, ম্যাডাম, একটু নিয়মরক্ষা করতে হবে। দেখুন তো, এখানে আপনার পুরো নাম, বয়েস ইত্যাদি সব কিছু ঠিক ঠিক আছে কি না!

—সব কিছুই ঠিক আছে, মঁসিয়ে।

—তাহলে এই জায়গায় একটা সই দিন, দয়া করে।

কাউন্টেস-এর হস্তাক্ষর খুব সুন্দর। তিনি দ্রুত স্বাক্ষর দিলেন। 'এলেনা আন্দ্রেনীয়ে!'

—ম্যাডাম, আপনি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিলেন?

—না, মঁসিয়ে। কাউন্টেস হাসলেন। হাসির মধ্যে একটা লাজুকভাব প্রকাশ পেল।—আসলে; আমাদের তখনও বিয়ে হয়নি। আমাদের এই বছর-খানেক হলো বিয়ে হয়েছে।

—আহ্ ইয়েস! থ্যাংক ইউ ম্যাডাম!...আচ্ছা, আপনার স্বামী কি ধূমপান করেন?

ফিরে যেতে যেতে কাউন্টেস আবার থমকে দাঁড়ান।—হ্যাঁ।

—পাইপ খান তো?

—না। সিগারেট আর সিগার।

—আহ্, থ্যাংক ইউ!

এবার কাউন্টেস তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, আচ্ছা, আপনি এমন প্রশ্ন হঠাৎ করলেন কেন?

boiRboi.net

পোয়ারো শূন্যে হাত নাড়লেন।

—ম্যাডাম। ডিটেকটিভরা নানারকম প্রশ্ন করে থাকে। করতেই হয়। যেমন, আপনি আমায় কি জানাবেন আপনার ড্রেসিং গাউনের রংটা কি?

কাউন্টেস তার দিকে গভীরভাবে তাকালেন, তারপর হাসলেন।

—সেটা উজ্জ্বল রঙের শিফন। এই প্রশ্নের কোনও গুরুত্ব আছে?

—ভীষণ গুরুত্ব আছে, ম্যাডাম।

এবার কৌতূহলী কাউন্টেস জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি সত্যিই ডিটেকটিভ?

—অ্যাট ইওর সার্ভিস, ম্যাডাম।

—আমি যতদূর জানি, আমরা যখন যুগোস্লোভিয়া দিয়ে পাস করছিলাম, তখন পর্যন্ত এই ট্রেনে কোনও ডিটেকটিভ ছিল না। অন্তত, ইটালি না পৌছান পর্যন্ত!

—আমি যুগোস্লাভ ডিটেকটিভ নই, ম্যাডাম। আমাকে বলতে পারেন—একজন আন্তর্জাতিক ডিটেকটিভ।

—আপনি কি লীগ অব নেপলস্-এ কাজ করেন?

—আই বিলং টু দ্য ওয়ার্ল্ড—সারা বিশ্বের হয়ে কাজ করি।

পোয়ারো নাটকীয় সুরে বলতে থাকেন—আমার বাসস্থান সাধারণভাবে লন্ডন।...আচ্ছা আপনি ইংরেজি জানেন?

—একটু-একটু।

কথাটা তিনি ইংরেজিতেই বললেন। উচ্চারণটা মিষ্টি।

পোয়ারো মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালেন।

—ম্যাডাম, আর আপনাকে আটকাব না। আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন। আমাদের কথাবার্তা ভয়ংকর কিছু নয়?

কাউন্টেস আবার হাসলেন, মাথা নেড়ে বিদায় নিলেন।

—আঃ, দারুণ ব্যাপার!—বাউস চিৎকার করে উঠলেন।

পোয়ারো নিঃশ্বাস ফেললেন। বাউস জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, ব্যাপারটা কি আমাদের বেশি দূরে নিয়ে গেল না?

—না। দু'জন লোক—যারা কিছুই দেখেনি, কিছুই শোনেনি।

—আমরা কি এখন ইটালিয়ানের সঙ্গে কথা বলব?

পোয়ারো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তিনি মন দিয়ে একটি আঠার ফোঁটা লক্ষ্য করছেন—যেটা হাঙ্গেরিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের একটা পাতার ওপর পড়েছিল।

boiRboi.net

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্নেল আরবাথনটের সাক্ষ্য

পোয়ারো যেন হঠাৎ চমকে উঠলেন। তার দু'চোখ থরথর করে কাঁপছে। বাউসের আগ্রহভরা মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

—আহ্! মাই ফ্রেন্ড, আমাকে সবাই এখন সবাজান্তা অহংকারি ভাবতে শুরু করেছে। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ আগে করেছি। মানে সেকেন্ড ক্লাসের আগে। যাই হোক, এবার আমরা সুদর্শন কর্নেল আরবাথনটের ইন্টারভিউ নেব।

কর্নেল আরবাথনট ফ্রেঞ্চ আদৌ ভাল বলতে পারেন না। তাই পোয়ারো তার সঙ্গে ইংরেজিতেই কথাবার্তা চালালেন।

আরবাথনটের নাম, বাড়ির ঠিকানা, সাময়িক পদমর্যাদা সবই নোট করা হলো। পোয়ারো তারপর বললেন; আপনি ভারতবর্ষ ছেড়ে ছুটি নিয়ে দেশে ফিরছেন। তাই তো?

কর্নেল আরবাথনট সামান্য বিরক্ত। তার অফিসিয়াল নিয়মাবলীকে একদল বিদেশি কি বলে বা না বলে, তাতে তার কোনও কৌতূহল নেই। তাই তিনি ব্রিটিশ চরিত্র অনুযায়ী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—ইয়েস!

—তার মানে, আপনি দেশে P. & O বোটে ফিরছেন না?

—না।

—কেন?

—আমি ওভারল্যান্ড রুটে আসতে চেয়েছি, সেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে।

মনে হবে, যেন মনে মনে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে চাইছেন—এই তোমরা, নাক-গলানো মাতব্বরদের সুবিধে করে দেওয়ার জন্যই!

পোয়ারো প্রশ্ন করলেন—আপনি সোজাসুজি ইন্ডিয়া থেকে আসছেন?

কর্নেল শুষ্ক উত্তর দিলেন—আমি তিন রাতের জন্য বাগদাদে ছিলাম।

—তিনদিন বাগদাদে ছিলেন। বুঝেছি। আচ্ছা, ওই ইংরেজ যুবতী মিস ডেবেনহ্যামও বাগদাদ থেকে এসেছেন। বোধহয় বাগদাদেই আপনার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল?

—না, তা নয়। আমার আর মিস ডেবেনহ্যামের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল যখন আমরা একই রেলওয়ে কনভয়ে ছিলাম—যেটা কিরকুক থেকে নিসিবিন যাচ্ছিল।

পোয়ারো ঝুঁকে পড়লেন। তিনি আরও কিছু জানতে চান।—মঁসিয়ে, আমি আবেদন জানাচ্ছি। আপনি আর মিস ডেবেনহ্যামই এই ট্রেনে দু'জন ইংরেজ। খুবই প্রয়োজন, আপনাদের পরস্পরের সম্পর্কে দু'জনকেই কিছু জিজ্ঞেস করা।

কর্নেল নিস্পৃহভাবে বললেন, এটা অত্যন্ত নিয়মবহির্ভূত।

—না।...দেখুন, এই অপরাধটা বোধহয় একজন নারী করেছেন! লোকটাকে কমপক্ষে বারো বার 'স্ট্যাব্' করা হয়েছে। এমন কি চীফ অব্ দ্য ট্রেন একবার বলেও ফেলেছেন—খুনী একজন নারী। তাহলে, ভাবুন, আমার কাজ কি হতে পারে? এই ট্রেনের সব মহিলা যাত্রীকে অন্তত একবার ডাকা প্রয়োজন। কিন্তু একজন ইংরেজ মহিলাকে বিচার করা বেশ কঠিন ব্যাপার। তারা বেশ রিজার্ভ হয়, মানে খোলাখুলি কথা বলতে চায় না। ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রগুণ অনুযায়ী। মঁসিয়ে, তাই আমি

আপনাকে আবেদন জানাচ্ছি, ন্যায়বিচারের খাতিরে। বলুন, এই ডেবেনহ্যাম কেমন মহিলা? আপনি তার সম্পর্কে কি জানেন?

—মিস ডেবেনহ্যাম একজন মহিলা।—কর্নেল সামান্য উৎসাহের সুরে শুধু এইটুকু মন্তব্য করলেন।

—আহ্, তাহলে আপনি মনে করেন তিনি এই অপরাধে যুক্ত থাকতেও পারেন।—পোয়ারো যেন আরবাথনটের কথার সুর টেনে এইরকম সিদ্ধান্তে এলেন।

আরবাথনট বললেন, এমন ধারণা অবাস্তব। লোকটি সম্পূর্ণ অপরিচিত—সে তাকে আগে কখনও দেখেনি।

—সে কি আপনাকে একথা বলেছিল?

—হ্যাঁ, বলেছিল। তার বিদঘুটে চেহারা দেখে প্রথমেই সে এমন মন্তব্য করেছিল। আমি বলতে পারি, এ খুনের ব্যাপারে মিস ডেবেনহ্যামকে সম্ভবত জড়ানো যায় না।

পোয়ারো হাসলেন—আপনি এই পয়েন্টটায় একটু উত্তপ্ত হচ্ছেন।

কর্নেল আরবাথনট শুধু অতি-ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে একবার তাকালেন। তিনি বললেন, আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না।

কর্নেলের দৃষ্টিটা পোয়ারোকে কিছুটা বিদ্ধ করল। তিনি চোখ নামিয়ে আসনের কাগজগুলো ঘাঁটতে লাগলেন।

—সবই অনুমানের ব্যাপার অবশ্যই। এবার আমরা বাস্তবে আসার চেষ্টা করব, ঘটনাগুলোর মুখোমুখি হব। আমাদের বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, এই অপরাধটা ঘটেছে রাত্রি সওয়া-একটার সময়। এটা স্বাভাবিক রুটিনের অংশ যে, সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। মানে, ট্রেনে যারা আছেন—মহিলা ও পুরুষ, প্রত্যেককেই।

—অবশ্যই। রাত সওয়া-একটায়—যতদূর আমার বিশ্বাস—আমি সেই যুবক আমেরিকানের কাছে ছিলাম, যে ওই মৃতের সেক্রেটারি।

—আহ্, আপনি তার কম্পার্টমেন্টে ছিলেন, না সে আপনার কাছে এসেছিল?

—আমি তার কাছে ছিলাম।

—তারই নাম তো ম্যাককুইন?

—হ্যাঁ।

—সে কি আপনার বন্ধু, বা পূর্ব-পরিচিত?

—না। এই জার্নির আগে আমি তাকে কখনও দেখিনি। গতকাল আমাদের অতি-সাধারণভাবে আলাপ হয়েছিল, দু'জনেই ইনটারেস্টেড হয়েছিলাম। সাধারণত আমি আমেরিকানদের বিশেষ পছন্দ করি না, তাদের সঙ্গে মেলামেশার দরকারও হয়নি—

পোয়ারো হাসলেন। তার মনে পড়ে গেল, ইংরেজদের সম্পর্কে ম্যাককুইন কি মনোভাব ব্যক্ত করেছিল।

আরবাথনট বলতে থাকলেন।

—কিন্তু এই যুবকটিকে আমার ভাল লাগল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যুবকটির কিছু ভ্রান্ত

ধারণা আছে; বহু আমেরিকানদেরই আছে—তারা খুবই সেন্টিমেন্টাল, আদর্শবাদী। যাইহোক, আমি তাকে যা বলছিলাম, তাতে সে কৌতূহলী হয়ে উঠছিল। ওই দেশে আমার তিরিশ বছর অভিজ্ঞতা। আর আমি জানতে চাইছিলাম—আমেরিকার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন। ক্রমশ আমরা বিশ্ব রাজনীতির বিষয়ে এসে গেলাম। হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি—দেখি, তখন পৌনে দুটো বাজে!

—তখনই আপনি কথাবার্তা বন্ধ করলেন?

—হ্যাঁ।

—তারপর কি করলেন?

—নিজের কম্পার্টমেন্টে চলে গেলাম।

—আপনার বিছানা পাতা হয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—আপনার কম্পার্টমেন্ট...দেখিতো...এই যে, ১৫ নম্বর—যেটা ডাইনিং-কারের একটা কেবিন ছেড়ে। শেষ দিক থেকে।

—ইয়েস।

—আপনি যখন নিজের ঘরে ঢুকলেন, তখন কন্ডাক্টর কোথায়?

—একটা ছোট টেবিলের একদিকে বসেছিল। মানে, আমি বেরিয়ে আসামাত্র ম্যাককুইন তাকে ডেকেছিল।

—কেন, কেন ডেকেছিল?

—তার বিছানা তৈরি করতে। সেটাই আমার ধারণা। কম্পার্টমেন্ট রাতের জন্য তখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি।

—আচ্ছা কর্নেল, আমি আপনাকে একটা বিষয় একটু গভীর ভাবে ভাবতে বলছি। যখন আপনি ম্যাককুইনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন কেউ কি দরজার বাইরে করিডর দিয়ে যাচ্ছিল?

—অনেকেই যাচ্ছিল। আমার যা মনে পড়ে। কিন্তু আমি তাদের লক্ষ্য করিনি।

—আহ্, আমি উল্লেখ করছি আপনার ঘণ্টা দেড়েকের কথাবার্তার ব্যাপারটা। ভিনকোভসিতে আপনি বেরিয়ে এসেছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ! কিন্তু মাত্র এক মিনিটের জন্য। ভীষণ ঠাণ্ডা চারদিকে। ট্রেনের ভেতরটা গরম থাকায় আমরা কৃতজ্ঞ। বাট আই থিংক—দ্য ট্রেন ইজ ওভার-হিটেড!

মঁসিয়ে বাউস তাকালেন। বললেন, সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়। ইংরেজরা প্রথমে সব কিছু খুলে ফেলে। তারপর আবার সব বন্ধ করে দেয়। ব্যাপারটা কঠিন।

পোয়ারো বা আরবাথনট এই কথায় মনোযোগ দিলেন না।

পোয়ারো উৎসাহ দিয়ে বললেন, এখন একবার ভাবুন।...বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। আপনি ট্রেনের মধ্যে ফিরে এলেন। আবার বললেন, ধূমপান শুরু করলেন—সিগারেট বা পাইপ—

boiRboi.net

দু'এক মুহূর্তের জন্য থামলেন পোয়ারো।

আরবাথনট বললেন, আমি পাইপ খাই। ম্যাককুইন সিগারেট খায়।

পোয়ারো বলতে থাকলেন—ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। আপনি পাউই খাচ্ছেন, ইউরোপ সম্পর্কে কথাবার্তা বলছেন—নাকি বিশ্ব নিয়ে! বেশ রাত হয়েছে। বেশির ভাগ যাত্রী শুয়ে পড়েছে। তখন, কেউ কি দরজার পাশ দিয়ে চলে গেল?

ভাবতে গিয়ে আরবাথনটের কপালে ভাঁজ পড়ল।

—বলা মুস্কিল। দেখুন, আমি তো সেদিকে মনোযোগ দিইনি।

—কিন্তু আপনি সোলজার। এমনিতেই আপনার পর্যবেক্ষণশক্তি তীক্ষ্ণ। বলতে গেলে, আপনারা কিছু না দেখেও দেখতে পান।

কর্নেল আবার চিন্তা করলেন। তারপর মাথা নাড়লেন।

—না, বলতে পারছি না। কন্ডাক্টর ছাড়া আর কাউকে যাতায়াত করতে দেখিনি।...আচ্ছা, দাঁড়ান, এক মিনিট। হ্যাঁ, মনে হয় একজন মহিলাকে দেখেছিলাম।

—দেখেছিলেন? বয়স্কা, না যুবতী?

—তেমনভাবে দেখিনি। মানে, সেদিকে তো লক্ষ্য ছিল না। একটু খসখস আওয়াজ, আর সামান্য সেন্টের গন্ধ।

—সেন্ট! উৎকৃষ্ট সেন্ট?

—ওয়েল, একটু কড়া! বোঝার চেষ্টা করুন আমি কি বলছি। একশো গজ দূর থেকে কেউ ঘ্রাণ পায় না। কিন্তু ভাবুন, এটা হয়ত আগের দিকেও ঘটে থাকতে পারে। মানে, আপনি যেমন বললেন—লক্ষ্য না করেও লক্ষ্য করা। সেইরকম আর কি! সেই সন্ধ্যেবেলা আমি নিজেকেই বলছিলাম—এক মহিলা, সুগন্ধ, বেশ কড়া! কিন্তু কাকে দেখে ভেবেছিলাম, সেটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। বোধহয়...হ্যাঁ, এটা নিশ্চয় ভিনকোভসি ছাড়বার পরেই—

—কেন?

—কারণ, আমার মনে পড়ছে শোঁকার কথা। বলেছি—যখন স্ট্যালিনের ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের সম্পূর্ণ ব্যর্থতার কথা বলছিলাম। সেই সময়...। মনে পড়ছে, মহিলার চলে যাওয়া দেখে রাশিয়ায় মহিলাদের অবস্থার কথা মাথায় এসেছিল। মনে পড়েছে—আমরা রাশিয়া নিয়েই কথা বলতে থাকলাম। প্রায় শেষ পর্যন্ত!

—আপনার এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট আর কিছু মনে পড়ছে না?

—ন্-না। প্রায় শেষ আধঘণ্টা রাশিয়ার কথাই হচ্ছিল।

—এটা ট্রেন থেমে যাবার পরে। তাই তো?

—হ্যাঁ, তাই হবে নিশ্চই।

—ঠিক আছে। আমরা অন্য কথায় যাই।...আচ্ছা, আপনি কখনও আমেরিকায় থেকেছেন?

—না। আমার কোনও ইচ্ছেও নেই।

boiRboi.net

—আপনি কর্নেল আর্মস্ট্রং বলে কাউকে চেনেন?

—আর্মস্ট্রং...আর্মস্ট্রং...আমি দু'-তিনজন আর্মস্ট্রংকে চিনি। একজন টমি আর্মস্ট্রং ছিল আমাদের ষাট নম্বর...আপনি নিশ্চই তার কথা বলছেন না? তাছাড়া আরেকজন, সেলাধ আর্মস্ট্রং—সে এখন মৃত।

—আমি বলছি, যে কর্নেল আর্মস্ট্রং একজন আমেরিকান মহিলা বিয়ে করেছিলেন, যার একমাত্র শিশুকন্যাকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছিল।

—আহ্, হ্যাঁ। এই খবরটা পড়েছিলাম। মর্মান্তিক ঘটনা। আমি অবশ্য এই আর্মস্ট্রংকে দেখিনি, কিন্তু তাকে জানতাম। তার নাম টাধ আর্মস্ট্রং—খুব সজ্জন ব্যক্তি। সবাই তাকে ভালবাসত। তার পেশাদারী জীবনও উল্লেখযোগ্য। বোধহয় ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পেয়েছিলেন।

—যে কাল রাতে খুন হয়েছে সে ওই আর্মস্ট্রং-এর কন্যাকে অপহরণ ও খুনের কেসের সঙ্গে যুক্ত।

আরবাথনটের মুখ এবার বেশ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—তাহলে আমার মতে, শুয়ারের ঠিক শাস্তিই হয়েছে। যদিও আমি চাইতাম তাকে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ফাঁসিতে ঝোলাতে অথবা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মারতে। যাই হোক—

—তার মানে, কর্নেল, আপনি চাইতেন আইনমাফিক শাস্তি; এইরকম ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার বদলে।

—হ্যাঁ। কারণ, আমরা কেউই রক্তাক্ত প্রতিহিংসা নিয়ে একে অপরকে ছুরির মারার পথে যেতে পারি না। যেমন মাফিয়া বা কার্সিকানরা করে থাকে। আপনিই বলুন না—কি হওয়া উচিত। জুরি মারফৎ বিচার কি একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা নয়?

পোয়ারো তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইলেন।

—ইয়েস, এটা আপনার সঙ্গে একমত। যাইহোক, কর্নেল আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। বিশেষ করে কালরাতে মনে করার মতো কিছু যখন আপনি মনে করতে পারছেন না। আপনার কি সন্দেহজনক কিছু স্মরণে আসছে না?

আরবাথনট আবার কিছুক্ষণ ভাবলেন।

—না। আর কিছু না। যদি না অবশ—

তিনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত!

—হ্যাঁ, বলুন, কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। যদি না—

—ওয়েল, ইট ইজ নাথিং—কিন্তু আপনি বলছিলেন—যা কিছু—

—ইয়েস, ইয়েস, বলুন।

—ওয়েল, নাথিং। একটু বিশদ, এই যা। আমি যখন আমার কম্পার্টমেন্টে ফিরে এলাম, তখন দেখেছিলাম আমার পরের কেবিনের দরজাটা—মানে শেষ দরজাটা, বুঝতে পারছেন...?

boiboi.net

—হ্যাঁ, ১৬ নম্বর।

—ওয়েল, সেই দরজাটা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল না। ভেতরের লোকটি ঘন ঘন উঁকি মারছিল। চোরা দৃষ্টি! তারপরেই সে দরজাটা তাড়াতাড়ি টেনে দেয়। অবশ্য এর মধ্যে কিছুই নেই আমার ধারণা। কিন্তু ব্যাপারটা আমার একটু দৃষ্টিকটু লেগেছে। কারণ, যদি আপনি দরজা খুলে কিছু দেখতে চান, তাহলে সাধারণত আপনি মাথা বের করে চারদিকে তাকাবেন। কিন্তু লোকটার চুরি-করে দেখার ভঙ্গিটা আমার অদ্ভুত লেগেছিল।

পোয়ারোও বেশ সন্দেহ নিয়ে বললেন, ই-য়ে-স!

আরবাথনট যেন ক্ষমা চাওয়া ভঙ্গিতে বললেন, আমি বলছিলাম, এই ব্যাপারটা উল্লেখ করার মতো কিছু নয়। কিন্তু, বুঝতেই পারছেন, তখন সবে ভোর হয়েছে। চারদিক নীরব। পরিবেশটা বেশ রহস্যময়, ডিটেকটিভ গল্পের মতো। যদিও সবই ননসেন্স!

তিনি উঠে দাঁড়ালেন।—ওয়েল, যদি আপনার আর কিছু বলার না থাকে—

—থ্যাংক ইউ, কর্নেল। আর কিছু বলার নেই।

কর্নেল একটু ইতস্তত করেন। দু'-এক মিনিট। তার প্রাথমিক অস্বস্তি—একজন বিদেশি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, সেটা কেটে গেছে।

তিনি আচমকা বললেন, মিস ডেবেনহ্যাম সম্পর্কে বলা যায়, মানে আপনারা আমায় বিশ্বাস করতে পারেন, সে সন্দেহের উর্ধ্বে। সে একজন 'পাক্কা সাহিব'।

মুখে একটু লাজুক ভাব, কর্নেল চলে গেলেন।

ডঃ কন্সটানটাইন আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করলেন—'পাক্কা সাহিব' বলতে কর্নেল কি বোঝাতে চাইলেন?

পোয়ারো বললেন, এর মানে, মিস ডেবেনহ্যামের বাবা এবং ভাই কর্নেল আরবাথনটের মর্যাদার লাইনের লোক।

ডাক্তার হতাশ হলেন—ওঃ, এর সঙ্গে অপরাধের কি সম্পর্ক।

—ঠিকই তো।

পোয়ারো যেন কিছুক্ষণ দিবাস্বপ্ন দেখতে থাকলেন। টেবিলের একটা উঁচু দাগের ওপর আঙুল চালাতে থাকলেন। তারপর মুখ তুলে তাকালেন।

—কর্নেল আরবাথনট পাইপ খান। র‍্যাটচেটের কম্পার্টমেন্টে আমি একটা পাইপক্লিনার পেয়েছিলাম। র‍্যাটচেট কিন্তু সিগার খেত।

—আপনার ধারণা—

—কর্নেলই একমাত্র লোক যে পাইপ খাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া, তিনি কর্নেল আর্মস্ট্রংকে জানতেন। প্রকৃতপক্ষে, হয়ত ভালমতোই চিনতেন, সেটা অবশ্য স্বীকার করেননি।

—তাহলে আপনি ভাবছেন যে, এটা সম্ভব—

পোয়ারো সজোরে মাথা নাড়লেন।

boiRboi.net

—ব্যাপারটা এইরকম দেখাচ্ছে। কিন্তু এটা অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব—একজন সম্মানিত, সামান্য বোকা, স্পষ্টবাদী ইংরেজ একজন শত্রুকে বারোবার 'স্ট্যাব্' করবে। বন্ধু, বুঝতে পারছেন না, এটা কতখানি অসম্ভব?

বাউস বললেন, সেটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার।

—মসস্তত্ত্বকে মূল্য দেওয়া উচিত। এই অপরাধে একটা স্বাক্ষর আছে, আর সেটা কর্নেল আরবাথনটের স্বাক্ষর নয়। যাই হোক, এখন আমাদের পরবর্তী ইনটারভিউ-এর সময়।

এই সময় বাউস ইটালীয়ানের উল্লেখ করলেন না। কিন্তু তার কথাটাই মনে এলো বাউসের।

নবম হাউম্যানের সাক্ষ্য

মিস্টার হার্ডম্যানের সাক্ষ্য

ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এখন ইন্টারভিউ করা বাকী মাত্র একজন—মিঃ হার্ডম্যান। যিনি বিরাট চেহারার এক আমেরিকান, যিনি ইটালীয়ান ও মিচেলের সঙ্গে একটা টেবিলে বসেছিলেন।

তার পরণে স্পষ্ট চেক-কাটা স্যুট, পিংক রঙের শার্ট, বেশ চকচকে টাই-পিন। তার মুখটা বড়, মাংসল, কঠোর রেখাবিশিষ্ট। কিন্তু মুখের ভাবটা ভদ্র।

ঢুকেই বললেন, গুড মর্নিং জেন্টেলমেন। আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি?

—মিঃ হার্ডম্যান, আপনি তো খুনের খবরটা পেয়েছেন?

—অবশ্যই। মুখের মধ্যে চুইং গামটা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

পোয়ারো বললেন—ট্রেনের সবযাত্রীকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

—আমার দিক থেকে কোনও অসুবিধে নেই। আমার ধারণা, খুঁজে বের করার এটাই একমাত্র পথ।

পোয়ারো পাসপোর্টটা দেখলেন।—আপনার পুরো নাম সাইরাস বেটম্যান হার্ডম্যান। আপনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক, বয়েস একচল্লিশ। পেশা ভ্রাম্যমান সেলসম্যান, টাইপ-রাইটিং রিবনের। তাই তো?

—ও. কে! আমি তাই।

—আপনি স্তাম্বুল থেকে প্যারিস যাচ্ছেন?

—তাই।

—কারণ?

—ব্যবসা।

—আপনি কি সব সময় ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণ করেন?

—ইয়েস স্যার! আমার কোম্পানী আমাকে ট্র্যাভেলিং-এর খরচ দেয়। তিনি একটু চোখ পিটপিট করলেন।

boiRboi.net

পোয়ারো বললেন, মিঃ হার্ডম্যান, এবার আমরা কাল রাতের কথায় ফিরে আসি।

আমেরিকান ভদ্রলোক সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

—কাল রাতের ব্যাপারে আপনি আমাদের কি বলতে পারেন?

—কিছুই না।

—আহ্, সেটা আফশোসের ব্যাপার! কিন্তু কাল রাতে আপনি নিজে কি কি করেছেন বলতে পারবেন? মানে, ডিনারের পর থেকে।

এই প্রথম তিনি চটপট উত্তর দিতে পারলেন না।

তারপর বললেন, মাপ করবেন। কিন্তু আপনারা কে? আমায় একটু জানান।

—ইনি হচ্ছে মঁসিয়ে বাউস, ক্যাম্পেন ডেস ওয়াগন লিটস্-এর ডাইরেক্টর। এই ভদ্রলোক ডাক্তার, যিনি মৃতের শরীর পরীক্ষা করেছেন।

—আর আপনি?

—আমি এরকুল পোয়ারো। কোম্পানি আমাকে এই খুনের তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছে।

মিঃ বার্ডম্যান কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।—আমি আপনার নাম শুনেছি। যাই হোক আরেকটু পরিষ্কার বুঝলে ভাল হয়। কি আমাকে করতে হবে।

—আপনি যা যা জানেন, সবকিছু আমাদের বলুন।

—যদি বলতে পারতাম আমি অনেক কিছু জানি, তাহলে অবশ্য গালভরা কথা হতো। কিন্তু আমি জানি না। সত্যি, আগেই বলেছি, আমি কিছুই জানি না। হয়ত আমার জানা উচিত ছিল। সেটাই আমাকে অস্বস্তি দিচ্ছে। আমার জানা উচিত।

—একটু ব্যাখ্যা করুন। প্লীজ।

মিঃ হার্ডম্যান তাকালেন। চুইং-গামটা মুখ থেকে ফেলে দিলেন। তারপর পকেটে হাত ঢোকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। এখন তাকে আর মঞ্চাভিনেতা মনে হচ্ছে না, বরং অনেকটা বাস্তব চরিত্র। তার শব্দ করা নাকি সুরটাও স্বাভাবিক হয়ে এলো।—ওই পাসপোর্টটা জাল। এই হচ্ছি আমি—

পোয়ারো তার বাড়িয়ে ধরা কার্ডটা দেখলেন। বাউস তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলেন।

মিস্টার সাইরাস বি. হার্ডম্যান

ম্যাকনীলস্ ডিটেকটিভ এজেন্সি

নিউ ইয়র্ক।

boiRboi.net

এই প্রতিষ্ঠানের নামটা পোয়ারোর জানা। নিউ ইয়র্কের প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অন্যতম।

—মিঃ হার্ডম্যান। এর মানেটা আমাদের বুঝিয়ে দিন।

—নিশ্চই। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছে। আমি কয়েকজন জালিয়াতকে ধরার জন্য ইউরোপ যাচ্ছি। কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু করার নেই। ওদের পেছনে ধাওয়া করা স্তাম্বুলে

শেষ হয়ে গেছে। আমি চীফ্‌কে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছি—**এখন আমার** প্রতি কি নির্দেশ জানতে। উত্তর পেলে হয়ত আমার ছোট প্রিয় নিউ ইয়র্কে **ফিরে** যাব।

তিনি এবার একটা চিঠি বাড়িয়ে দিলেন।

টিকিটার মাথায় লেখা আছে—

'ডিয়ার স্যার।

আপনি আমায় জানিয়েছিলেন ম্যাকনীলস্‌ ডিটেকটিভ এজেন্সির কথা। দয়া করে, আজ বিকেল চারটেয় আমার স্যুটে একবার আসবেন।'

নিচে স্বাক্ষর করা এস. ই. র‍্যাটচেট।

—এর মানে?

—আমি নির্দিষ্ট সময়ে গিয়েছিলাম। মিঃ র‍্যাটচেট অনেক কিছু জানালেন। তিনি পেয়েছেন এমন কয়েকটি চিঠি আমাকে দেখালেন।

—তিনি খুব বিচলিত ছিলেন?

—বিচলিত না-হওয়ার ভাণ করছিলেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাঁপছিলেন। তিনি আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমাকে তার সঙ্গে পারুস্‌ পর্যন্ত যেতে হবে যাতে তাকে কেউ ধরতে না পারে। ওয়েল, জেন্টেলমেন। আমি সেই ট্রেনেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি থাকা সত্ত্বেও, কেউ ওকে ধরে ফেলল। আমার কাছে ব্যাপারটা নিশ্চই খারাপ লাগছে। কোনওভাবেই কাজটা ভাল হয়নি।

—তিনি কি আপনাকে কোনও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন—আপনাকে কি পদ্ধতিতে কাজটা করতে হবে?

—নিশ্চই। তিনি পুরো ব্যাপারটার ছক কষেছিলেন। প্ল্যানটা ছিল, আমি তার পাশের কম্পার্টমেন্টে থাকব। সেটা বোধহয় জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি শেষ পর্যন্ত জায়গা পেলাম ১৬ নম্বর কেবিনে। সেটা পেতেও কিছু করতে হয়েছিল। মনে হয়, কন্ডাক্টর কিছু কেবিন নিজের হাতে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু এখানে তেমন কিছু হলো না। কিন্তু তবু আমি সব দিক ভেবে বুঝলাম—১৬ নম্বর কেবিনটাই ভাল। আমার কৌশলের পক্ষে। স্তাম্বুল-স্লিপিং-কার-এর সামনে শুধু ডাইনিং কারটাই আছে। দরজাটা প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে—বাইরে অন্ধকার। একজন প্রতারক একমাত্র যে পথে ভেতরে আসতে পারে, সেটা হলো পাশের দরজা। মানে প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকের দরজা। অথবা, ট্রেনের পাশ থেকে। যেদিক থেকেই আসুক, তাকে আমার কামরার সামনে দিয়ে যেতেই হবে।

—মনে হয়, সম্ভাব্য আততায়ী সম্পর্কে আপনার এমনিতে কোনও ধারণা নেই। কি বলেন?

—আমার আইডিয়া আছে—কেমন সে দেখতে। মিঃ র‍্যাটচেট আমার কাছে তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

—কেমন?

boiRboi.net

তিনজনই এবার হার্ডম্যানের সামনে ঝুঁকে পড়েন।

হার্ডম্যান বলতে থাকেন—

ছোটখাট চেহারা, কালো, গলার স্বর খানিকটা মেয়েদের মতো—এটাই তিনি বলেছিলেন। তবে তার ধারণা ছিল, সম্ভাব্য আততায়ী প্রথম রাতেই কিছু করবে না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাতে সে সচেষ্ট হবে।

বাউস বললেন, তিনি কিছু জানতেন?

পোয়ারো চিন্তিতভাবে বললেন, তিনি অবশ্যই যতটুকু তার সেক্রেটারিকে বলেছেন, তার চেয়ে বেশি জানতেন। আচ্ছা, এই শত্রু সম্পর্কে তিনি কি আপনাকে আর কিছু বলেছিলেন। যেমন ধরুন, কেন তার জীবন বিপন্ন?

—না, সেই ব্যাপারে তিনি চুপচাপ ছিলেন। শুধু জানিয়েছিলেন—এক শত্রু তাকে খুন করতে চায়।

—ছোটখাটো, কালো, মেয়েলি গলা—

পোয়ারো হার্ডম্যানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

—আপনি নিশ্চই জানেন—সে কে?

—কার কথা বলছেন?

—র‍্যাটচেট। আসলে সে কে! আপনি তাকে নিশ্চই চিনেছেন?

—বুঝলাম না।

—র‍্যাটচেট আসলে ক্যাসেটি; আর্মস্ট্রং কেসের খুনী।

হার্ডম্যান হঠাৎ দীর্ঘস্থায়ী শিস দিতে থাকলেন।

—এটা অবশ্যই একটা সারপ্রাইজ! ইয়েস স্যার, তবে আমি ওকে চিনতে পারিনি। যখন এই কেসটা চলছিল, তখন আমি পশ্চিমে অন্য কাজে। মনে হয়, কাগজে তার ছবি দেখেছিলাম। তবে কাগজে ছাপা ছবি দেখে আমি অনেক সময় আমার মাকেও চিনতে পারব না। হ্যাঁ, এতে সন্দেহ নেই, কিছু লোক ক্যাসেটির পেছনে লেগেছিল।

—আচ্ছা, ওই যে চেহারার বর্ণনা সে দিয়েছিল, তেমন কাউকে দেখেছেন—ছোটখাটো, কালো, মেয়েলি সুরের কেউ?

হার্ডম্যান কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন।

—এটা বলা শক্ত। ওই কেসে যারা জড়িত ছিল, তাদের বেশির ভাগই মারা গিয়েছে।

—মনে আছে, একটি মেয়ে—যে জানলা টপকে আত্মহত্যা করেছিল?

—নিশ্চয়ই। ওটাও একটা ভাল পয়েন্ট। সে বোধহয় বিদেশি-টাইপের কেউ ছিল। হয়ত সংশ্লিষ্ট কারুর আত্মীয়। কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে, আর্মস্ট্রং কেস ছাড়াও আরও কেস ছিল। ক্যাসেটি এই কিডন্যাপিং কারবার নানা জায়গাতেই করছিল। আপনারা শুধু একটা কেসের কথাই মাথায় রাখবেন না।

boiRboi.net

—কিন্তু আমাদের ধারণার কারণ আছে, যে এই খুনটা আর্মস্ট্রং কেসের সঙ্গে জড়িত।

হ্যার্ডম্যান আগ্রহী চোখে তাকালেন। পোয়ারো অবশ্য তাতে সাড়া দিলেন না। আমেরিকান মাথা নাড়লেন।

—ওই রকম বর্ণিত চেহারার কাউকে এখুনি মনে পড়ছে না। অবশ্য আমি এর মধ্যে ছিলাম না, বেশি কিছু জানি না।

—ঠিক আছে, আপনি যা জানেন, বলুন মিঃ হার্ডম্যান।

—অবশ্য একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। বাইরে থেকে কেউ ট্রেনে এসে ওঠেনি। পাশের গ্যারেজ থেকেও কেউ ট্রেনে আসেনি। আমি শপথ করে বলতে পারি।

—আপনি যেখানে ছিলেন, সেখান থেকে কন্ডাক্টরকে দেখতে পেতেন?

—নিশ্চয়ই। সে আমার পরেরই সীটের প্রায় দরজা ঘেঁষে বসত।

—ভিনকোভসিতে ট্রেন থামার পর সে কি সীট ছেড়ে উঠেছিল?

—সেটাই ছিল শেষ স্টেশন, তাই তো? হ্যাঁ, সে উঠেছিল, কয়েকটা বেল বেজেছিল, তাতেই সাড়া দিতে ছুটেছিল। তবে সেটা অবশ্যই ট্রেন থেমে যাবার পরে। তারপর সে আমার পাশ দিয়ে গিয়ে পাশের কোচে গেল। সেখানে প্রায় মিনিট পনের ছিল।...আরেকটা বেল যেন পাগলের মতো বেজে চলছিল। সে দৌড়ে এলো। আমি করিডরে এসে দেখতে চাইলাম—ব্যাপারটা কি! সামান্য নার্ভাস লাগছিল, সেটা নিশ্চই বুঝতে পারছেন। কিন্তু এটা এক আমেরিকান মহিলার কাণ্ড! তিনি বিরাট সোরগোল পাকিয়ে তুলছিলেন—কিছু একটা ব্যাপারে! কন্ডাক্টর এরপর আরেকটা কম্পার্টমেন্টে গেল, ফিরে এসে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার বা ওই রকম কিছু নিয়ে গেল। তারপর এসে নিজের সীটে কিছুক্ষণ বসলো, আবার একবার দূরে কারুর বিছানা পাততে গেল। তারপর থেকে—আমার মনে হয়—সে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত নড়েনি।

—সে কি কিছুটা ঘুমিয়েছিল?

—সেটা বলতে পারি না। হতে পারে।

পোয়ারো টেবিলের কাগজগুলো হাত দিয়ে টান করলেন। আবার একটা অফিসিয়াল কার্ড তুলে নিলেন।

—দয়া করে এখানে একটা সই করুন।

হার্ডম্যান সই করলেন।

—মিঃ হার্ডম্যান, আমার ধারণা, এই ট্রেনে কেউ আছে যিনি আপনার পরিচয়টা কনফার্ম করতে পারে?

—এই ট্রেনে? তা অবশ্য নেই। অবশ্য যদি ম্যাককুইন না পারে। আমি তাকে ভাল করে চিনি, তাকে তার বাবার নিউ ইয়র্কের অফিসে অনেকবার দেখেছি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, সে নানা লোকের মধ্যে আমাকে চিনে রাখবে। না, মিঃ পোয়ারো, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর বরফ কমলে নিউ ইয়র্কে কেবল্ করতে

boiRboi.net

পারেন। আমি আপনাকে কোনও গল্প বলছি না।...জেন্টেলমেন, তাহলে এখন আসি। দেখা হয়ে আমি খুশি!

পোয়ারো একটা সিগারেট কেস এগিয়ে ধরে বললেন, আপনি বোধহয় পাইপ পছন্দ করেন?

—না।

তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

তিনজন পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

ডঃ কন্সটানটাইন জিজ্ঞেস করলেন—লোকটাকে কি জেনুইন মনে হলো?

—ইয়েস, ইয়েস! এই ধরনের লোক আমি চিনি। তবে এটা একটা গল্প কিনা—

বাউস বললেন, সে একটা ইনটারেস্টিং খবর দিয়েছে অবশ্য।

—হ্যাঁ, তা ঠিক।

—একটি ছোটখাটো লোক, কালো, মেয়েলি গলা—বাউস চিন্তিতভাবে বললেন।

পোয়ারো মন্তব্য করলেন—হ্যাঁ, তবে এমন একটি বর্ণনা যা এই ট্রেনে—কারুর চেহারার সঙ্গে মিলবে না।

দশম পরিচ্ছেদ

ইটালীয়ানের সাক্ষ্য

পোয়ারো চোখ পিটপিট করে বললেন, এবার মঁসিয়ে বাউস আনন্দিত হবেন। আমরা ইটালীয়ানের ইন্টারভিউ নেব।

অ্যান্টেনিও ফসক্যারেলি দ্রুত বিড়াল-পায়ে ডাইনিং কারে ঢুকল। তার মুখ হাসিখুশি—নিখুঁত ইটালীয়ান মুখ, উজ্জ্বল চকচকে।

সে ফ্রেঞ্চ ভালই জানে, যদিও সামান্য বিদেশি টান আছে।

—আপনার নাম অ্যান্টেনিও ফসক্যারেলি?

—ইয়েস মঁসিয়ে।

—আপনি দেখছি যাকে আমরা বলি 'ন্যাচারালাইজড্ আমেরিকান নাগরিক'।

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে, আমার ব্যবসার খাতিরে এটা প্রয়োজন ছিল।

—আপনি ফোর্ড মোটর কারের এজেন্ট?

—হ্যাঁ, দেখুন—

পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তিনজনের কাছে তার ব্যবসার পদ্ধতি, ভ্রমণ, আয়, এবং আমেরিকার ও ইউরোপের ঘটনা সম্পর্কে মতামত তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে হলো। তার কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করতে হয় না, আপনা থেকেই তথ্য সমূহ যেন উপচে বেরিয়ে আসে।

তার শিশুসুলভ সুন্দর মুখ খুশি-তৃপ্তিতে ভরা। তার ভাবভঙ্গি সতেজ। সে মাঝে মাঝে থামে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে।

boiRboi.net

সে বলল, দেখুন, আমি ব্যবসা করি। আমি সব সময় ঠিকঠাক চলি, সেলস্‌ম্যানশীপ কাকে বলে আমি জানি।

—আপনি তাহলে গত দশ বছর প্রায়ই আমেরিকায় যাতায়াত করেছেন?

—ইয়েস মঁসিয়ে, আমার মনে পড়ে যায় কখন আমি প্রথম আমেরিকায় পাড়ি দিলাম! কত দিন আগে! আমার মা, আমার ছোট বোন—

পোয়ারো তার স্মৃতিচারণায় বাধা দিলেন।

—আচ্ছা, আমেরিকায় থাকার সময় আপনি কি মৃত ব্যক্তিকে কখনও দেখেছেন?

—কখনও নয়। কিন্তু ওই ধরনের লোককে আমি চিনি, ওঃ ইয়েস—

আঙুলগুলো জুড়ে সে বলতে থাকল—এরা খুব সম্মানিত। সব সময় ভাল পোশাক পড়ে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সব অন্যরকম। আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, সে একজন কুখ্যাত জালিয়াত ধরনের। অবশ্য আমার যা মনে হয়, তাই বললাম।

পোয়ারো বললেন, আপনার মতামত খুবই সত্যি। র‍্যাটচেট হচ্ছে সেই কিডন্যাপার—ক্যাসেটি!

—আপনাকে তাই বলছিলাম না? তার মুখ দেখেই ধরে ফেলেছিলাম। এটা প্রয়োজন। আমেরিকায় তারা শেখে কি করে এসব করতে হয়।

—আপনার আর্মস্ট্রং কেসের কথা মনে পড়ে?

—না। তেমন নয়। নামটা অবশ্যই শোনা। যেটুকু জানি—একটা শিশু, বাচ্চা মেয়ে—তাই না?

—হ্যাঁ, খুব ট্র্যাজিক ব্যাপার।

ইটালীয়ান প্রথমে একটু দার্শনিক মনোভাব দেখায়।

—হ্যাঁ। তবে, কতরকম ব্যাপারই তো ঘটে! বিশেষ করে আমেরিকার মতো বিশাল সভ্যতার দেশে—

পোয়ারো আবার তাকে থামালেন।

—বলুন, কাল রাতে ডিনারের পর আপনি কি কি করলেন?

—নিশ্চয়ই, খুশি মনে বলতে পারি। খাওয়া শেষ করেও এখানে বসে রইলাম যতক্ষণ পারি। বেশ ভাল লাগছিল। ওই আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে টাইপ রাইটারের রিবন বিক্রী করে। তারপর আমার কামরায় ফিরে গেলাম। খালি কেবিন, যে আমার সঙ্গে কামরাটা শেয়ার করছিল, সে তখন বোধহয় তার কর্তার কাছে গিয়েছিল। পরে সে ফিরে এলো, মুখ বরাবরের মতো গোমড়া। এই ইংরেজরা এক দুঃখী জাতি...কিন্তু সমব্যথী নয়। সে এক কোণায় বসে একটা বই পড়তে শুরু করল।...তারপর কন্ডাক্টর এলো, আমাদের বিছানা পেতে দিল।

—নম্বর ৪ এবং ৫—! পোয়ারো বিড়বিড় করল।

—ঠিক। কম্পার্টমেন্টের শেষের দিকে। আমারটা ওপরের বার্থ। আমিও ধূমপান করতে করতে পড়তে থাকলাম। ছোটখাটো ইংরেজটির বোধহয় দাঁত ব্যথা হয়েছিল।

সে শিশি খুলে কিছু ঢালল—কড়া গন্ধ। বিছানায় শুয়ে সে গোঙাচ্ছিল। আমি অবশ্য ঘুমিয়ে পড়লাম। যখনই ঘুম ভাঙছিল, তার গোঙানির শব্দ পাচ্ছিলাম।

—সে কি সারারাতে ক্যারেজের বাইরে কখনও গিয়েছিল?

—তা মনে হয় না। তাহলে আমি টের পেতাম। করিডরে আলো জ্বলে—লোকে আপনা থেকেই জেগে ওঠে, ভাবে—সীমান্তে কাস্টমস্ চেকিং হচ্ছে।

—লোকটি কি তার কর্তা সম্পর্কে কিছু বলেছিল? তার সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য করেছিল?

—বললাম তো, সে কিছু বলেনি। তার কর্তা সিমপ্যাথেটিক ছিল না। একটা হৃদয়হীন—

—আপনি স্মোক করেন, মানে পাইপ, সিগারেট বা সিগার?

—শুধু সিগারেট।

পোয়ারো একটা সিগারেট অফার করলেন। সে গ্রহণ করল।

বাউস জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কখনও চিকাগোতে থেকেছেন?

—ওঃ ইয়েস! ফাইন সিটি! তবে আমি নিউ ইয়র্ক সম্পর্কেই বেশি জানি। তাছাড়া ওয়াশিংটন, ডেট্রিটয়! আপনি কখনও আমেরিকায় গেছেন? যাননি? যাওয়া উচিত—

পোয়ারো তার সামনে একটা কাগজের শিট্ এগিয়ে দিলেন।

—দয়া করে আপনার পুরো নাম-ঠিকানাটা যদি লেখেন—

ইটালীয়ান ঝটপট লিখে দিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। সেই একই রকম হাসিহাসি মুখ।—ব্যস! এই সব? দ্যাটস্ অল? আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না? তাহলে গুড্ ডে! আশা করি, এবার বরফ গলবে। আমার মিলানে একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ব্যবসার ব্যাপারে।

সে চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল। তারপর বিদায় নিল।

পোয়ারো বন্ধুর দিকে তাকালেন।

—এ লোকটা অনেকদিন আমেরিকায় আছে—বাউস বললেন—তাছাড়া সে ইটালীয়ান। ইটালীয়ানরা ছুরি ব্যবহার করে। তারা দারুণ মিথ্যেবাদী হয়। আমি ইটালীয়ানদের একদম পছন্দ করি না।

পোয়ারো হাসলেন।—হয় তো আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু বন্ধু, আমি বলব—এই লোকটিকে সন্দেহ করার মতো কিছু নেই।

—কিন্তু মনস্তত্ত্বটা কি? ইটালীয়ানরা কি ছুরি মারে না?

—নিশ্চয়ই মারে। বিশেষ করে ঝগড়ার উত্তেজনায়। কিন্তু এখানে, আমার ধারণা খুব পরিকল্পিতভাবে এই খুনটা করা হয়েছে। অনেক দূরদৃষ্টি নিয়ে, ভেবে-চিন্তে। এটা মোটেই—কি বলব—'ল্যাটিন ক্রাইম' নয়। এই খুনটার পেছনে ঠাণ্ডা মাথা, গভীর চিন্তা এবং যথেষ্ট ক্ষমতা কাজ করেছে। আমার মতে—কোনও অ্যাংলো-স্যাক্সন ব্রেন!

পোয়ারো শেষ দুটো পাসপোর্ট তুললেন।

boiRboi.net

—এখন আমরা মিস ডেবেনহ্যামকে ডাকব।

একাদশ পরিচ্ছেদ
মিস ডেবেনহ্যামের সাক্ষ্য

মিস ডেবেনহ্যাম ডাইনিং-কারে এলো। তাকে দেখেই বোঝা গেল, পোয়ারো তার সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছিলেন, সেটা কতখানি সত্য।

ডেবেনহ্যামের পরনে সুন্দর কালো স্যুট, গ্রে-রঙের ফ্রেঞ্চ শার্ট। তার কালো চুলে ঢেউ খেলছে, পরিপাটি নিখুঁত সাজগোজ। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গি তার পরিপাটি সাজসজ্জার মতোই। পোয়ারো আর বাউসের বিপরীত দিকেই সে বসল। আগ্রহ ভরে তাদের দিকে তাকাল। পোয়ারো শুরু করলেন।

—আপনার নাম মেরি হারমইন ডেবেনহ্যাম, বয়েস ছাব্বিশ। তাই তো?

—ইয়েস।

—আপনি ইংরেজ?

—ইয়েস।

—মিস, আপনি কি অনুগ্রহ করে এই কাগজটার ওপর আপনার নাম ও স্থায়ী ঠিকানাটা লিখে দেবেন?

ডেবেনহ্যাম তাই করল। তার হাতের লেখা পরিষ্কার, সুস্পষ্ট।

—এবার, কাল রাতের ঘটনাটা নিয়ে আপনার বক্তব্য বলুন।

—আমার কিছু বলার নেই। আমি বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

—আচ্ছা মিস, এই যে ট্রেনে ক্রাইমটা ঘটেছে, এতে কি আপনার দুঃখ হচ্ছে?

প্রশ্নটা খুবই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত। তার বাদামী চোখ একটু প্রসারিত হলো।

—আমি ঠিক বুঝলাম না।

—অতি সোজা প্রশ্ন। আচ্ছা তবু আমি আরেকবার বলছি। আপনি খুব কষ্ট পেয়েছেন যে, এই ট্রেনে একটা খুন হয়েছে।

—আমি সত্যি এই ব্যাপারে বিশেষ ভাবিনি। যদি কষ্টের কথা বলেন, তাহলে বলব—না, আমি আদৌ কষ্ট পাইনি।

—একটা অপরাধ। সেটা আপনার কাছে দৈনন্দিন সাধারণ ঘটনার মতো?

—স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা সন্তোষজনক নয়।

—আপনি বেশ অ্যাংলো-স্যাক্সন-টাইপের। তেমন আবেগ নেই।

—কান্নাকাটি সোরগোল বাঁধিয়ে আমি আমার শোক-আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করতে পারব না। আফটার অল, প্রতিদিনই মানুষ মরছে।

—মরছে, সেটা ঠিক। কিন্তু খুনের ঘটনাটা কম হয়ে থাকে।

—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

—মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল?

boiRboi.net

—কাল এখানে লাঞ্চের সময় আমি তাকে প্রথম দেখি।

—কেমন লেগেছিল?

—আমি তাকে ভাল করে দেখিইনি।

—তাকে দেখে আপনার শয়তান বলে মনে হয়নি?

—সত্যি, আমি এই ব্যাপারে কিছু ভাবিইনি।

পোয়ারো স্থিরভাবে তাকালেন। চোখ পিটপিট করে বললেন, আমার মনে হয়, আমি যেভাবে আপনাকে প্রশ্ন করছি, সেটা আপনার খারাপ লাগছে। আপনি জানেন, ইংলিশ এনকোয়ারি এইভাবে হয় না। সেখানে সব কিছু বেশ চাঁছাছোলা—শুধু ঘটনাসংক্রান্ত। কিন্তু মিস, আমার কিছু নিজস্ব স্টাইল আছে। আমি প্রথমে আমার সাক্ষীকে দেখি, তার পরিচয় জেনে আলাপ করি, তার স্বভাব-চরিত্র বুঝে প্রশ্নগুলো তৈরি করি। এই কয়েক মিনিট আগেই আমি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেছি যিনি এই বিষয়ে তার সব রকম ধারণা আমাদের জানিয়েছেন। ওয়েল, তাকে বরং ঠিক পয়েন্টে ধরে রাখার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হয়েছে। তাকে আমি বলেছি—উত্তর দিন, হ্যাঁ কিংবা না।...তারপরেই আপনি এসেছেন। এক মুহূর্তেই আমি বুঝেছি—আপনি শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিয়মমাফিক চলতে চান। আপনার উত্তর হবে সংক্ষিপ্ত, ঠিক ঠিক বিষয়ে। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বিচিত্র, কোনওসময়ে বিকৃত! তাই আমি আপনাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করেছি। জিজ্ঞেস করেছি—আপনি কেমন অনুভব করেন, কি ভাবেন, ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই, এই পদ্ধতি আপনাকে খুশি করতে পারেনি।

মিস ডেবেনহ্যাম বলল—যদি কিছু মনে না করেন, আমার কাছে এগুলো সময় নষ্ট বলে মনে হয়। আমি মিঃ র‍্যাটচেটের মুখটা পছন্দ করি বা না করি, তার সঙ্গে তার খুনীকে বের করার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

—মিস, আপনি কি জানেন—র‍্যাটচেট আসলে কে?

সে মাথা নাড়ে—জানি। মিসেস হুবার্ড সেটা ইতিমধ্যেই সকলকে বলে দিয়েছেন।

—আপনি আর্মস্ট্রং কেস সম্পর্কে কি ভাবেন?

—অন্তত জঘন্য ব্যাপার।

পোয়ারো আবার চুপ করে তাকিয়ে থাকেন।

—মিস ডেবেনহ্যাম, আপনি তো বাগদাদ থেকে আসছেন?

—ইয়েস।

—লন্ডন যাচ্ছেন?

—ইয়েস।

—বাগদাদে কি করতেন?

—দুটি বাচ্চার গভর্নেসের কাজ করতাম।

—ছুটি কাটিয়ে আবার সেই কাজে ফিরে যাবেন?

—ঠিক জানি না। আই অ্যাম নট সিওর।

boiRboi.net

—কেন?

—বাগদাদ জায়গাটা একটু বিসদৃশ। যদি পছন্দের হয়, তাহলে লন্ডনেই একটা কাজ পেতে চাই।

—আই সি! আমি ভেবেছিলাম, আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

মিস ডেবেনহ্যাম কোনও উত্তর দিল না। সে চোখ তুলে পোয়ারোর দিকে স্পষ্টভাবে তাকাল। দৃষ্টিটার অর্থ—আপনি স্পর্ধা দেখাচ্ছেন!

পোয়ারো বললেন, আচ্ছা, যে মহিলা আপনার কম্পার্টমেন্ট শেয়ার করছেন, মানে মিস ওলসন, তার সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

—তিনি ভদ্র সরল মহিলা।

—তার ড্রেসিং গাউনের রংটা কি?

—একটু বাদামী ধরনের—ন্যাচারাল উল্।

—আহ্। আমি আপনার ড্রেসিং গাউনের রং লক্ষ্য করেছিলাম। অনেক আগেই, আলেপ্পো থেকে স্তাম্বুল আসার সময়। হাল্কা মভ্। তাই না?

—ইয়েস, দ্যাটস্ রাইট।

—আপনার আর কোনও ড্রেসিং গাউন আছে? ধরুন, ঘন লাল রঙের?

—না, ওটা আমার নয়।

পোয়ারো ঝুঁকে পড়লেন। ঠিক বেড়াল যেমন ইঁদুরের ওপর লাফ দেয়।

—তাহলে সেটা কার?

মিস ডেবেনহ্যাম চমকে উঠে পিছিয়ে গেল।

—আমি জানি না। আপনি কি বলতে চাইছেন?

—আপনি বললেন, 'ওটা আমার নয়।' আপনি বলেননি—'না, আমার এমন কিছু নেই।' দুটো কথার মানে এক নয়। আপনার কথার অর্থ—ওটা আমার জিনিস নয়।

মিস ডেবেনহ্যাম সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—ওটা ট্রেনের অন্য কারুর?

—ইয়েস।

—কার?

—আমি এইমাত্র বললাম, আমি জানি না। আজ ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভেঙেছিল। বুঝলাম, ট্রেন অনেকক্ষণ রয়েছে। আমি দরজা খুলে করিডরের দিকে তাকালাম। ভাবলাম—কোনও এক স্টেশনে থেমেছি আমরা। আমি দেখলাম করিডর দিয়ে কেউ একজন যাচ্ছে, তার পরণে ঘন লাল রঙের কিমোনো।

—আপনি জানেন না সে কে? আচ্ছা, সে ফর্সা না কালো। নাকি পাকা চুলের?

—বলতে পারি না। তার মাথায় একধরনের ক্যাপ ছিল। আমি তার মাথার পেছন দিকটা শুধু দেখতে পেয়েছিলাম।

—তার শরীরের গঠন?

—লম্বা টাইপের স্লিম। যতটুকু মনে আছে, সঠিক বলা মুস্কিল। কিমোনোর ওপর ড্রাগনের ছবি এমব্রয়েডারি করা।

—ইয়েস, ইয়েস! দ্যাটস্ রাইট, ড্রাগন!

পোয়ারো আবার এক মিনিট চুপ করলেন। যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন—বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি না। কোনওটারই অর্থ হয় না!

তারপর মুখ তুলে বললেন, মাদাম, আপনাকে আর আটকে রাখতে চাই না।

—ওহ্,—মিস ডেবেনহ্যাম যেন চমকিত। কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। এগিয়ে গিয়ে আবার দরজার কাছ থেকে সে ফিরে এলো। একটা দ্বিধাগ্রস্ত।

তারপর বলল, সেই সুইডিশ লেডি, মিস ও'লসন, তাই কি?...তাকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, আপনারা বলেছেন—তিনিই নাকি মৃতকে শেষ জীবিত দেখেছিলেন। সেই জন্যই আপনারা তাকে সন্দেহ করছেন। আমি কি বলতে পারি না—তিনি ভুল করেছিলেন? রিয়েলি, তিনি এমন এক মহিলা যিনি একটি মাছিকেও আঘাত দিতে পারেন না।

কথা বলতে বলতে মিস ডেবেনহ্যাম সামান্য হাসছিল।

—কটার সময় তিনি মিসেস হবার্ডের কাছে অ্যাসপিরিনের জন্য গিয়েছিলেন?

—ঠিক সাড়ে দশটা।

—তিনি বেরিয়েছিলেন—কতক্ষণের জন্য বাইরেছিলেন?

—প্রায় পাঁচ মিনিট।

—তিনি কি রাতে আবার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে ছিলেন?

—না।

পোয়ারো এবার ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, র‍্যাটচেট কি আগে, মানে এত আগেও, খুন হতে পারে?

ডাক্তার মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন।

পোয়ারো বললেন, মাদাম তাহলে আপনি আপনার বন্ধুকে আশ্বস্ত করতে পারেন।

মিস ডেবেনহ্যাম হাসল—সহানুভূতিপূর্ণ হাসি।

—থ্যাঙ্ক ইউ। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল মিস ডেবেনহ্যাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জার্মান লেডির পরিচারিকার সাক্ষ্য

pathboi.net

মঁসিয়ে বাউস কৌতূহলী হয়ে পোয়ারোর কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন।

—প্রিয় বন্ধু, আমি আপনাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি কিছু একটা চেষ্টা করছেন, সেটা কি?

—বন্ধু, আমি একটা ত্রুটি খুঁজছি।

—ত্রুটি?

—হ্যাঁ, যুবতীটির বর্মের নিচে কি লুকিয়ে আছে? আমি ঝাঁকুনি দিয়ে তার চাপা ভাবটা ভাঙ্গতে চাইছি। পেরেছি কি? ঠিক জানি না। কিন্তু এটুকু বুঝেছি, সে আশা করেনি ব্যাপারটা আমি এইভাবে পরিচালনা করব।

বাউস ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি তাকে সন্দেহ করছেন। কিন্তু কেন? সে বেশ চার্মিং লেডি, এই পৃথিবীর অপরাধ জগতের সঙ্গে তার জড়িত থাকা কল্পনা করাও যায় না।

ডঃ কন্সটানটাইন বললেন, আমিও একমত। মেয়েটি ঠাণ্ডা-প্রকৃতির। তার আবেগ-টাবেগ কিছু নেই, সে কাউকে ছুরি মারার মতো উত্তেজনাপ্রবণ মেয়ে নয়। বড় জোর কারুর ওপর বিরূপ হলে সে আদালতে মামলা করতে পারে।

পোয়ারো তাকালেন—আপনারা দু'জনেই একটা বদ্ধমূল ধারণা ত্যাগ করুন। আপনারা বরাবর ভাবছেন, এটা একটা হঠাৎ-ঘটা পরিকল্পনাবিহীন খুন। আমি কেন মিস ডেবেনহ্যামকে সন্দেহ করছি, তার দুটো কারণ আছে। এক, আমি কিছু-একটা চুরি করে শুনতে পেয়েছিলাম, স্বকর্ণে। যে কথাটা আপনারা এখনও জানেন না।

তিনি আলেপ্পো থেকে আসার পথে কিছু অদ্ভুত কথাবার্তা শুনেছিলেন। সেটা তিনি এখন ওদের জানালেন।

পোয়ারোর কথা শেষ হলে বাউস বললেন, হ্যাঁ, কথাগুলো কৌতূহলের ব্যাপার। তবে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যদি এর মানে হয় যাকে আপনি সন্দেহ করছেন, সেই খুনী, তবে তারা দু'জন একসঙ্গে এই ব্যাপারে জড়িত। তরুণী এবং সেই কঠিন ইংরেজ।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

—এবং সেটা শুধু ঘটনা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছেন। দেখুন, যদি তারা দু'জনেই এর মধ্যে থাকত, তাহলে আমরা কি বের করব বলে আশা করতে পারি? একে অপরের হয়ে কোনও একটা অজুহাত খাড়া করবে। তাই নয় কি? কিন্তু না—তা ঘটেনি। যাকে আমরা বলি 'অ্যালিবাই', অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ ঘটার সময় উপস্থিত না থাকার ওজর। মিস ডেবেনহ্যামের ক্ষেত্রে সেটা দিয়েছেন ওই সুইডিশ লেডি, যাকে সে আগে কখনও দেখেনি। কর্নেল আরবাথনটের 'অ্যালিবাই' পাওয়া যাচ্ছে ম্যাককুইনের কাছ থেকে, যে মৃতের সেক্রেটারি ছিল।...তাই জটিলতার সমাধান অত সোজা নয়।

বাউস মনে করিয়ে দিলেন—আপনি বলছিলেন, মিস ডেবেনহ্যামকে সন্দেহ করার আরেকটা কারণ আছে।

পোয়ারো হাসলেন।—আহ্, সেটা শুধু মনস্তাত্ত্বিক। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি—এমন কাজ করা কি ডেবেনহ্যামের পক্ষে সম্ভব? এই কাজটার পেছনে একটা বিশেষ মনোভাব কাজ করছে—ধীর, বুদ্ধিযুক্ত এবং শক্তিশালী ব্রেন! সেই লক্ষণগুলো মিস ডেবেনহ্যামের আছে—বলা যায় সেই মনস্তত্ত্বের মেয়ে সে।

বাউস এবারও অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

boiRboi.net

—বন্ধু, এটা আপনার ভুল বলে আমার মনে হচ্ছে। আমি এই ইংরেজ তরুণীর মধ্যে কোনও অপরাধীর ছায়া দেখতে পাচ্ছি না।

পোয়ারো একটা পাসপোর্ট তুলে নিলেন।

—আহ্, এই আমাদের তালিকার শেষ নম্বর। হিল্ডারগ্রেড স্মিট। মহিলার পরিচারিকা।

অ্যাটেন্ডেন্ট ছুটল। একটু পরেই হিল্ডারগ্রেড স্মিট এলো। সম্মানদায়ক ভঙ্গিতে রেস্টুরেন্ট কারে দাঁড়িয়ে রইল।

পোয়ারো ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন।

দু'হাত জড়ো করে সে বসল। প্রশ্ন শুরু না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল। সুবাধ্য ভঙ্গি, নিজেরও সম্মানবোধ আছে, অতিরিক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন নয়।

মিস ডেবেনহ্যামের সাক্ষাৎকার যে কায়দায় করেছিলেন, এর ক্ষেত্রে পোয়ারো সম্পূর্ণ অন্যরকম কৌশল নিলেন।

পোয়ারো এখন খুব দয়ালু, সহৃদয় মনোভাব। মেয়েটিকে সহজ করে নিতে অসুবিধে হলো না। সে নাম-ঠিকানা লিখলো। শান্তনম্র ভঙ্গিতে প্রশ্ন শুরু হলো।

জার্মান ভাষায় প্রশ্নোত্তর চলতে থাকল।

পোয়ারো বললেন, বলো তো, কালরাতে কি কি ঘটেছিল—যতটা তোমার জানা! আমরা জানি, খুনের ব্যাপারে তুমি বিশেষ কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু তুমি হয় তো কিছু দেখতে বা শুনে থাকতে পার। সেগুলো তোমার কাছে হয় তো বলার মতো কোনও ব্যাপার নয় মনে হবে, কিন্তু আমাদের কাছে মূল্যবান। বুঝেছ?

বুঝেছে কিনা সেটা স্পষ্ট হলো না। তার চওড়া ভাবলেশহীন মুখ। বলল, আমি কিছুই জানি না মঁসিয়ে।

—ধরো, যেমন, তোমার কর্ত্রী তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। তা জানি।

—ঠিক কোন সময়ে, বলতে পার?

—না, মঁসিয়ে। আমি ঘুমিয়েছিলাম। অ্যাটেন্ডেন্ট এসে আমাকে খবর দিল।

—হ্যাঁ। তিনি কি তোমায় বরাবর এইভাবেই ডেকে থাকেন?

—হ্যাঁ, এটা অস্বাভাবিক নয়। ভদ্রমহিলা রাতে ভাল ঘুমাতে পারেন না। তাই যখন-তখনই ডাকতে পারেন।

—ঠিক আছে। ডাক পেয়ে তুমি উঠে পড়লে। তখন কি তুমি ড্রেসিং গাউন পরে নিলে?

—না। মঁসিয়ে। আমি অন্য পোশাক পরলাম। হার এক্সেলেন্সির কাছে আমি ড্রেসিংগাউন পরে যেতে তাই না।

—কিন্তু ড্রেসিং গাউনটা খুব সুন্দর, ঘন লাল রঙের, তাই না?

সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

boiRboi.net

—ওটা ঘন নীল ফ্ল্যানেলের ড্রেসিং গাউন, মঁসিয়ে।

—আহ্, বলে যাও। আমি একটু মন্তব্য করলাম শুধু!...থাক, তাহলে তুমি মাদাম প্রিন্সেস-এর কাছে গেলে। সেখানে গিয়ে তুমি কি করলে?

—আমি তাকে কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করলাম। তারপর কিছু পড়ে শোনালাম। জোরে জোরে আমি ভাল পড়তে পারি না। কিন্তু রাজকুমারী বলেন—ঠিক আছে, ভালই। তিনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন। যখন তার ঘুম এসে যায়। তিনি আমায় চলে যেতে বলেন। তাই আমি বই বন্ধ করে নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে গেলাম।

—তখন ক'টা বাজে?

—জানি না, মঁসিয়ে।

—মাদাম প্রিন্সেস-এর সঙ্গে তুমি কতক্ষণ ছিলে?

—প্রায় আধ ঘণ্টা।

—বেশ, তারপর—

—প্রথমে, মাদামের জন্য আমি আমার ঘর থেকে একটা এক্সট্রা কম্বল নিলাম। ট্রেনে হিটিং থাকলেও ভীষণ ঠাণ্ডা চারদিকে। আমি তার গায়ে—অতিরিক্ত কম্বলটা চাপিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে 'গুড নাইট' জানালেন। আমি কিছুটা মিনারেল ওয়াটার ঢাললাম। তারপর আলো নিভিয়ে চলে এলাম।

—তারপর?

—আর কিছু বলার নেই, মঁসিয়ে। আমি ক্যারেজে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

—করিডরে কাউকে দেখনি।

—না, মঁসিয়ে।

—ধরো, একজন ঘন লাল রঙের কিমোনো গায়ে কোনও মহিলাকে দেখনি? কিমোনোর গায়ে ড্রাগন আঁকা?

শান্ত চোখ এবার যেন হঠাৎ ঠিকরে বেরিয়ে এলো।

—না, মঁসিয়ে। অ্যাটেন্ডেন্ট ছাড়া আর কেউ ছিল না। সবাই ঘুমাচ্ছিল।

—কিন্তু তুমি তো কন্ডাক্টরকে দেখেছিলে।

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে।

—সে তখন কি করছিল?

—সে একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো।

এবার বাউস ঝুঁকে পড়লেন—কি বলছ! কোন কম্পার্টমেন্ট?

পরিচারিকা এবার ভয় পেয়ে গেল। পোয়ারো বন্ধুর দিকে তিরস্কারের চোখে তাকালেন। পোয়ারো বললেন, খুবই স্বাভাবিক। কন্ডাক্টরকে প্রায়ই বেলের ডাকে সাড়া দিতে হয়।...আচ্ছা, কোন কম্পার্টমেন্ট থেকে কন্ডাক্টর বেরিয়ে এলো?

—কোচের মাঝামাঝি একটা কামরা থেকে, মঁসিয়ে। মাদাম প্রিন্সেস-এর দু'-তিনটে দরজা থেকে।

boiRboi.net

—আহ্, একটু ভেবে বলো, ঠিক কোন কামরা, আর তারপর কি হলো।

—সে আমার কাছে প্রায় দৌড়ে এলো, মঁসিয়ে! এটা—যখন আমি আমার কামরা থেকে কম্বল নিয়ে মাদাম প্রিন্সেস-এর কাছে যাচ্ছিলাম।

—আর সে একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে তোমার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খাচ্ছিল?

—হ্যাঁ, সে মাপ চাইল। করিডর দিয়ে ডাইনিং কারের দিকে ছুটে গেল। আবার একটা বেল বাজছিল, কিন্তু সেটায় সে সাড়া দিল না মনে হয়।

একটু থেমে আবার বলল, আমি বুঝতে পারিনি। কি করে—পোয়ারো তাকে আশ্বস্ত করলেন।

—এটা শুধু একটা সময়ের ব্যাপার। সবই রুটিন ব্যাপার! ওই বেচারি কন্ডাক্টর—কাল ওর খুব হয়রানি গেছে, নানা ব্যস্ততা! প্রথমে তোমাকে জাগাল, তারপর নানারকম 'কল্' পেয়ে ছুটতে হলো?

—আমাকে যে জাগিয়েছিল, এ সেই কন্ডাক্টর নয়। এ অন্য একজন, মঁসিয়ে!

—আহ্, অন্য একজন! তাকে তুমি আগে দেখেছ?

—না, মঁসিয়ে।

—এখন দেখলে তাকে চিনতে পারবে?

—বোধহয় পারব।

পোয়ারো বাউসের কানে ফিসফিস করে কি যেন বললেন। বাউস উঠে দাঁড়ালেন, দরজার কাছে গিয়ে কোনও নির্দেশ দিলেন।

পোয়ারো বন্ধুত্বপূর্ণ সহজ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—আচ্ছা স্মিট, তুমি কখনও আমেরিকা গেছ?

—না মঁসিয়ে। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেশ!

—বোধহয় মৃত লোকটির বিষয়ে কিছু শুনেছ! জান তো লোকটা একটি শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী?

—হ্যাঁ, শুনেছি। এটা অসহ্য, এত খারাপ ভাবা যায় না। দয়াবান ঈশ্বর এমন ঘটনা হতে দিলেন কেন! জার্মানীতে আমরা এত খারাপ নই।

মেয়েটির চোখে জল এসে গেল। তার মনের মাঝে মাতৃত্বের অনুভূতি প্রচণ্ড নাড়া খেল।

—হ্যাঁ, ভয়ংকর খারাপ—পোয়ারো গম্ভীরভাবে বললেন।

পকেট থেকে এক টুকরো কেমব্রিজ কাপড়ের টুকরো বের করে এগিয়ে দিলেন।

—এটা তোমার রুমাল?

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা। মেয়েটি রুমালটা পরীক্ষা করল। তারপর মুখ তুলল। তার মুখের রং একটু বদলে গেল।

—আহ্, না তো। এটা আমার নয়, মঁসিয়ে।

—এর কোনায় 'H' অক্ষরটা লেখা। তোমার নাম হিল্ডারগ্রেড। তাই ভাবলাম—এটা তোমার হতে পারে।

—আহ্ মঁসিয়ে, এটা একজন মহিলার রুমাল, খুব দামী। অক্ষরটা হাতে এমব্রডায়েরি করা। আমি বলতে পারি, এটা প্যারিস থেকে আনা।

—এটা তোমার নয়। এবং তুমি জানও না এটা কার?

—আমি? ওঃ, না মঁসিয়ে।

শেষ তিনটে কথার মধ্যে কিছুটা দ্বিধার ভাব। পোয়ারো সেটা লক্ষ্য করলেন।

মঁসিয়ে বাউস এবার তার কানে ফিসফিস করলেন। পোয়ারো মাথা নাড়লেন, তারপর মেয়েটিকে বললেন, স্লিপিং কারের তিনজন অ্যাটেন্ডেন্টকে ডাকা হয়েছে। তুমি বলবে—এর মধ্যে কাকে তুমি কাল রাতে দেখেছ, যখন তুমি কম্বল নিয়ে রাজকুমারীর কাছে যাচ্ছিলে।

তিনজন ঘরে ঢুকল। পিয়ের মিচেল, এথেন্স-প্যারিস কোচের বড় চেহারার লাল চুল কন্ডাক্টর, আর শক্তপোক্ত চেহারার কন্ডাক্টর যে বুখারেস্ট কোচের সঙ্গে যুক্ত।

হিল্ডারগ্রেড স্মিট তাদের দিকে তাকাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

—না মঁসিয়ে, এর কেউ কাল রাতের লোক নয় যাকে আমি দেখেছিলাম।

—কিন্তু এই ট্রেনে মাত্র এই তিনজনই কন্ডাক্টর। তোমার হয়ত ভুল হচ্ছে।

—আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, মঁসিয়ে। এরা সবাই লম্বা। বড় চেহারার লোক। আমি যাকে দেখেছিলাম সে ছোটখাটো, কালো রং। তার ছোট গোঁফ আছে। তার গলার স্বর মেয়েলি। সে যখন 'পার্ডন' বলে, তখন দুর্বল মেয়েলি গলা মনে হয়। হ্যাঁ মঁসিয়ে, আমি তাকে স্পষ্ট মনে করতে পারি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যাত্রীদের সাক্ষ্যের সারাংশ

বাউস বলে উঠলেন—এক ছোটখাটো কালো লোক, মেয়েলি গলা!

কন্ডাক্টর তিনজন এবং পরিচারিকা স্মিটকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

বাউস বললেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যে শত্রুর কথা র‍্যাটচেট বলেছিল, সে তো নিশ্চই ট্রেনেই ছিল। কিন্তু এখন সে কোথায়? হাওয়ায় উধাও হয়ে গেল? সত্যিই, আমার মাথা ঘুরছে। বন্ধু, কিছু বলুন, আমি প্রার্থনা করছি। দেখিয়ে দিন, কিভাবে অসম্ভব সম্ভব হলো!

পোয়ারো বললেন, কথাটা সুন্দর! 'অসম্ভব সম্ভব হওয়া'! অসম্ভব কখনও সম্ভব হতে পারে না। তাই অসম্ভব আসলে যখন ঘটেছে, সেটা সম্ভবই আছে, ওপর থেকে যাই মনে হোক!

—একটু খুলে বলুন, ব্যাখ্যা করুন তাড়াতাড়ি—কাল রাতে ট্রেনে সত্যিই কি ঘটেছে?

—প্রিয় বন্ধু, আমি যাদুকর নই। আপনার মতো আমিও একজন খুবই বিভ্রান্ত ব্যক্তি। ব্যাপারটা খুব অদ্ভুতভাবে এগোচ্ছে!

—কিছুই এগোয়নি। যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

পোয়ারো মাথা ঝাঁকালেন।—না। সেটা সত্যি নয়। আমরা অবশ্যই এগিয়েছি। কয়েকটি ব্যাপার নিশ্চিন্তভাবে জানতে পেরেছি। প্যাসেঞ্জারদের সাক্ষ্যও নিয়েছি।

—তাতে কি হলো? কোনও লাভ হয়নি।

—বন্ধু, আমি তা বলব না।

—হয়ত আমি বাড়িয়ে বলছি। ওই আমেরিকান, হার্ডম্যান এবং জার্মান পরিচারিকা—হ্যাঁ, ওরা আমাদের কিছুটা তথ্য দিয়েছি। কিন্তু বলা যায়, তাতে আমাদের কাছে ব্যাপারটা আরও বেশি দুর্বোধ্য হয়ে গেছে।

—না, না, মোটেই না—পোয়ারো বললেন।

বাউস যেন তাকে চেপে ধরলেন।

—তাহলে বলুন, আমরা আপনার কথা শুনতে চাই।

—আমি বলেছি—আমি আপনার মতোই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু আমরা নিশ্চয় সমস্যাটার মুখোমুখি হতে পেরেছি। আমরা সেই ঘটনাগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী সাজাতে পারি।

ডঃ কন্সটানটাইন বললেন, দয়া করে বলুন।

পোয়ারো একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করলেন। তারপর একটা ব্লটিং পেপারের টুকরো টান করে ধরলেন।

—এখন পর্যন্ত কেসটা যা দাঁড়িয়েছে, সেটার একটা পর্যালোচনা করা যাক। প্রথমত, কতগুলো ঘটনা আছে যেগুলো সন্দেহের উর্ধ্বে। র‍্যাটচেট লোকটা, মানে ক্যাসেটি, বারো বার ছুরির আঘাত খেয়েছে, এবং কাল রাতে মারা গেছে। এটা হচ্ছে ঘটনা নম্বর এক।

—মানছি—বাউস বললেন—এসবই মানছি বন্ধু!

তার গলায় সামান্য ব্যঙ্গ।

পোয়ারো তাতে দমলেন না। তিনি শান্তভাবে বলে গেলেন।

—অল্প সময়ের জন্য আমি অন্য কথায় যাব যেটা ডঃ কন্সটাইটাইন এবং আমি একবার আলোচনা করেছি। সেটাই এখন বলে নিই। এর পরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট—অন্তত আমার কাছে—খুনের সময়টা।

বাউস বললেন, সেটাও আমাদের জানা, মানে সামান্য যেটুকু আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। খুনটা হয়েছে সওয়া-একটায়। সব কিছুই দেখিয়ে দিচ্ছে—এটা ঠিক।

—না, সবকিছু নয়। আপনি বাড়িয়ে বলছেন। হ্যাঁ, কিছু কিছু তথ্য এই কথা বলছে।

—আমি খুশি, আপনি অন্তত এটুকু মানলেন।

বাধা-আপত্তি উপেক্ষা করে পোয়ারো শান্ত স্বরে বলতে থাকেন—আমাদের সামনে তিনটে সম্ভাবনা আছে।

boiRboi.net

১॥ অপরাধটা হয়েছে, যেমন আপনি বললেন, সওয়া-একটায়। জার্মান মেয়েটির কথায় এটা সত্যি বলে মনে হয়। অর্থাৎ ডঃ কন্সটানটাইনের অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়।

২॥ দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, অপরাধটা আরও পরে ঘটেছে। ঘড়ির কাঁটার ব্যাপারটা কৃত্রিম। ইচ্ছাকৃত।

৩॥ তৃতীয় সম্ভাবনা, অপরাধটা আরও আগে ঘটেছে। সাক্ষীদের কথা ভুল—বা বানানো, কোনও-না-কোনও কারণে।

...এখন যদি আমরা প্রথম সম্ভাবনাটা মেনে নিই, তাহলে এর সঙ্গে জড়িত পয়েন্টগুলোও মানতে হয়। প্রথমেই বলা যায়, যদি সওয়া-একটায় অপরাধটা ঘটে থাকে, তাহলে খুনী ট্রেন ছেড়ে পালাতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে: সে কোথায় এবং কে সে?

...এবার আমরা সাক্ষ্যদানটা দেখব। আমরা শুনেছি একটি লোকের কথা—ছোটখাট, কালো, মেয়েলি গলা—হার্ডম্যান বলেছে। সে বলেছে—এটা র‍্যাটচেট তাকে বলেছিল, এবং তাকে খুঁজে বের করার জন্য নিয়োগ করেছিল। কিন্তু একথা সমর্থন করার কোনও সাক্ষ্য নেই—শুধু এটা হার্ডম্যানের নিজের কথা। প্রশ্ন হলো—হার্ডম্যান কে?

সে কি সত্যিই সেই লোক যে পরিচয় সে জানিয়েছে? মানে, সে কি সত্যিই নিউ ইয়র্ক ডিটেকটিভ এজেন্সির লোক?

...আমার মনে যেটা ইনটারেস্টিং লাগছে, সেটা হচ্ছে পুলিশের যে সুবিধাগুলো আছে, আমাদের সেসব কোনওটাই নেই। আমরা এই যাত্রীদের সৎ-উদ্দেশ্য পরীক্ষা করতে পারি না। আমরা শুধু বিয়োগ পদ্ধতি—পলিসি অব ডিডাকশন—ফলো করতে পারি। অবশ্য, সেটা আমার কাছে বিষয়টাকে আরও কৌতূহলী করে তোলে। রুটিন কাজ কিছু নেই। শুধু মস্তিষ্কের কাজ। আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি—আমরা কি হার্ডম্যানকে নিজের দেওয়া পরিচয় মেনে নেব? আমার উত্তর হচ্ছে—'ইয়েস'। আমার মতে, হার্ডম্যান নিজের সম্বন্ধে যা বলেছে, সেসব সত্যি।

ডঃ কন্সটানটাইন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নিজের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ, আই মিন, ইনটুইশনের বশবর্তী হয়ে মেনে নিচ্ছেন? যাকে আমেরিকানরা বলে—হাঞ্চ, অনুমান?

—মোটেই না। আমি সম্ভাবনাগুলোর কথা বলছি। হার্ডম্যান একটা জাল পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরছে।—যেটা তাকে সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহজনক ব্যক্তি বলে মনে করাবে। বহু যাত্রীর ক্ষেত্রেই তার সৎ-উদ্দেশ্য প্রমাণ করা কঠিন হবে। কারুর ক্ষেত্রে সে চেষ্টা করা হবে না, কারণ তাদের সন্দেহ করার মতো কিছু নেই। কিন্তু হার্ডম্যানের ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার। হয় সে যে পরিচয় দিয়েছে সেটা সত্যি, নয় মিথ্যে। তাই বলছি, সব কিছু নিয়মমতো প্রমাণ হবে।

—আপনি কি তাকে সন্দেহ থেকে মুক্তি দিচ্ছেন?

—মোটেই না। আপনারা আমার কথা বুঝুন। আমি জানি, যে কোনও আমেরিকান ডিটেকটিভের ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে র‍্যাটচেটকে খুন করার। না, আমি যেটা

বলতে চাইছি—আমরা হার্ডম্যানের নিজের সম্পর্কে বলা কথা বিশ্বাস করতে পারি। র‍্যাটচেট তাকে নিজের কাজে নিয়োগ করেছিলেন খুব সম্ভব সত্যি। যদিও পুরোপুরি না-ও হতে পারে। যদি আমরা এটা সত্যি বলে ধরি, তাহলে এর 'কনকার্সেশন' খুঁজতে হবে। সেটা আমরা একটা অপ্রত্যাশিত জায়গায় পেয়েছি—হিলডারগ্রেড স্মিটের সাক্ষ্যে। সে যে লোকটির বর্ণনা দিয়েছে—ওয়াগন লিট-এর ইউনিফর্মে—সেটা মিলে যাচ্ছে। এই দুটো সম্ভাবনার কি আর কোনও সমর্থন মিলবে?

হ্যাঁ মিলছে। মিসেস হুবার্ডের ঘরে পাওয়া বোতামটা। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার আছে, যেটা আপনারা কেউ লক্ষ্য করেননি।

—সেটা কি?

—সেটা হচ্ছে—কর্নেল আরবাথনট এবং হেক্টর ম্যাককুইন বলেছিল—কন্ডাক্টর তাদের ক্যারেজের সামনে দিয়ে পাস করেছে। তারা ঘটনাটাকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু পিয়ের মিচেল বলেছে যে, সে তার সীট ছেড়ে ওঠেনি শুধুমাত্র দু'-একবার বিশেষক্ষেত্র ছাড়া। কিন্তু সেগুলো তাকে অতদূরে টেনে নিয়ে যাবে না, মানে, কোচের একদম শেষ প্রান্তে যেখানে আরবাথনট এবং ম্যাক্‌কুইন বসে কথা বলছিল।

...তাহলে, ওই ছোটখাটো কালো মেয়েলি গলার লোক সম্বন্ধে গল্পটা নির্ভর করছে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—চারজনের সাক্ষ্যের ওপর।

ডঃ কন্সটানটাইন বললেন, একটা ছোট পয়েন্ট! যদি স্মিটের কথাটা সত্যি হয়, তাহলে প্রকৃত কন্ডাক্টর কেন বলল না সে তাকে দেখেছে যখন সে মিসেস হুবার্ডের ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল?

—মনে হয়, সেটার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন সে, হুবার্ডের কাছে এসেছিল, তখন পরিচারিকা তার কর্ত্রীর ঘরেই ছিল। যখন সে ফিরে গেল, কন্ডাক্টর তখন মিসেস হুবার্ডের সঙ্গেই ছিল।

ওদের কথাবার্তা বাউস সংযম নিয়ে শুনছিলেন।

এবার বাউস পোয়ারোকে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাই ফ্রেন্ড, আমি আপনার সাবধানতার প্রশংসা করছি, কিন্তু আপনি এখন পর্যন্ত আসল পয়েন্টটাই ছুলেন না। আমরা সবাই একমত—এমন একটা লোক রয়েছে, কথাটা হচ্ছে—সে গেল কোথায়?

পোয়ারো একটু তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।—আপনি ভুল করছেন। আপনি গাড়িটা ঘোড়ার আগে বসাচ্ছেন! 'কোথায় লোকটা উধাও হয়ে গেল'—এই প্রশ্নটা নিজেকে করার আগে আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি—'এরকম কোনও লোক আদৌ আছে কি'? কারণ দেখুন, এই লোকটা যদি আদৌ না থাকে, এটা একটা মিথ্যে কথা হয়, বানানো ব্যাপার হয়, তখন তার উধাও হওয়ার ব্যাপারটা অতি সহজ হয়ে যায়। তাকে পাওয়ার প্রশ্নই থাকে না। তাই প্রথমে আমি নিশ্চিত হতে চাই—সত্যি সত্যি এরকম একটি রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে মানুষ আদৌ আছে কিনা!

—যদি মনে করেন সে আছে, তাহলে এখন সে কোথায়?

—এর দুটো উত্তর আছে। হয় সে ট্রেনের এমন কোনও গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে আছে

যে আমরা সেটা এখনও বের করতে পারিনি, ভাবতে পর্যন্ত পারিনি; অথবা সে এমন একজন—যাকে আমরা বলি দ্বৈত মানুষ, তার মানে, একদিকে সে নিজে, যাকে র‍্যাটচেট ভয় পেত—এবং আরেকদিকে, সেই এই প্যাসেঞ্জারদেরই একজন, ছদ্মবেশে, যাকে র‍্যাটচেট পর্যন্ত চিনতে পারে না। একটা মিশ্র দ্বৈত অস্তিত্ব!

মঁসিয়ে বাউস যেন আর্তনাদ করতে থাকেন।

—তাহলে, দু'জন খুনী, এই ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস—

ভাবনাটা যেন তাকে প্রায় কাঁদিয়ে দিল।

পোয়ারো খুশি মনে বললেন, এবার ফ্যান্টাসিটাকে আমরা আরও ফ্যান্টাসটিক করে তুলি। কাল রাতে ট্রেনে দু'জন রহস্যজনক আগন্তুক ছিল। একজন সেই ওয়াগন লিট কন্ডাক্টর, যার চেহারার বর্ণনা হার্ডম্যান দিয়েছিল, এবং যাকে পরিচারিকা স্মিট, কর্নেল আরবাথনট এবং ম্যাককুইন দেখেছিল। আরেকজন সেই লাল কিমোনো পরা মহিলা—লম্বা, স্লিম, যাকে দেখেছিল পিয়ের মিচেল, মিস ডেবেনহ্যাম, ম্যাককুইন, এমন কি আমি নিজেও। আর কর্নেল আরবাথনট শুধু দেখেননি, তার গন্ধ-ও পেয়েছিলেন। সে কে? ট্রেনে কেউ স্বীকার করেনি তাদের নিজেদের কোনও ঘন লাল রঙের কিমোনো আছে। সে-ও ভ্যানিশ্! সে আর সেই সন্দেহজন ওয়াগন লিট অ্যাটেনড্যান্ট কি একই ব্যক্তি? অথবা সেই মহিলা সত্যি একজন আলাদা কেউ? কিন্তু তারা কোথায়, ওই দু'জন? প্রসঙ্গক্রমে, সেই ওয়াগন লিট ইউনিফর্ম আর ঘন লাল কিমোনোই বা কোথায়?

বাউস এবার লাফ দিয়ে উঠলেন।

—আহ, এটা একটা নিশ্চিত ব্যাপার। আমরা সমস্ত যাত্রীর মালপত্র সার্চ করব। হ্যাঁ, তাহলেই বোঝা যাবে।

পোয়ারোও উঠে দাঁড়ালেন।

—আমি একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি।

—আপনি জানেন তারা কোথায়?

—কিছুটা জানি।

—কোথায়?

—আপনি ঘন লাল কিমোনো পাবেন একজন পুরুষের লাগেজের মধ্যে; আর ওয়াগন লিট ইউনিফর্ম পাবেন ওই পরিচারিকা হিল্ডারগ্রেড স্মিটের ব্যাগের মধ্যে।

—হিল্ডারগ্রেড স্মিট! আপনি ভাবছেন—

—না, আপনারা যা বলতে চাইছেন, তা আমি ভাবছি না। আমি ব্যাপারটা এইভাবে বলছি শুধু। যদি স্মিট অপরাধী হয়ে থাকে, তবে ইউনিফর্ম তার ব্যাগে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে যদি নির্দোষ হয়, তাহলে 'অবশ্যই' পাওয়া যাবে।

বাউস—কিন্তু কি করে—বলতে বলতে থেমে গেলেন।

চিৎকার করে উঠলেন—এটা কিসের শব্দ! এদিকে এগিয়ে আসছে? মনে হচ্ছে যেন অনেকটা চলন্ত ট্রেনের মতো।

boiRboi.net

শব্দটা আরও এগিয়ে এলো। তীক্ষ্ণ চিৎকার, প্রতিবাদ, কোনও এক নারীকণ্ঠে!

ডাইনিং কারের প্রান্তিক দরজা খুলে গেল। মিসেস হুবার্ড ছুটে এলেন।

তিনি চিৎকার করলেন—কী ভয়ংকর! কী ভয়ানক ব্যাপার! আমার স্পঞ্জ ব্যাগের মধ্যে, এই ব্যাগে একটা বিরাট ছুরি, রক্তমাখা ছুরি! একি!

বলতে বলতে তিনি হোঁচট খেয়ে, বাউসের কাঁধের ওপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

অস্ত্রের সাক্ষ্য

বাউস জ্ঞানহারা মহিলাকে শুইয়ে দিলেন, টেবিলে মাথা রেখে। ডঃ কন্সট্যানটাইন চিৎকার করে একজন রেস্টুরেন্ট-অ্যাটেনডেন্টকে ডাকলেন। সে ছুটে এলো।

ডাক্তার বললেন, ওর মাথাটা এইভাবে ধরে রাখ। যদি জ্ঞান ফেরে একটু 'কানিয়্যাক' দেবে। বুঝেছ?

তারপর বাকী দু'জনের পেছনে ছুটলেন। জ্ঞানহারা মহিলার দিকে অত নজর দেবার সময় নেই। অপরাধের ব্যাপারটা তাকে বেশি উত্তেজিত করেছে।

সম্ভবত ওই পদ্ধতিতে মিসেস হুবার্ডের জ্ঞান তাড়াতাড়ি ফেরানো যাবে—অন্য কোনও উপায়ের চেয়ে। তাই হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি উঠে বসলেন। এক গেলাস 'কনিয়্যাক' পান করার পর। অ্যাটেন্ডেন্টের কাছ থেকে আরেক গেলাস চেয়ে নিলেন।

বলতে থাকলেন—ওঃ, ভাবা যায় না, আমি বোঝাতে পারব না, কী ভীষণ ভয়ংকর কাণ্ড! এই ট্রেনে কেউ আমার অনুভূতি বুঝতে পারবে না। আমি ছোটবেলা থেকে ভীষণ সেনসিটিভ্। রক্ত, শুধু দেখামাত্রই—ওঃ, এখনও ভাবলে শিউরে উঠি—

অ্যাটেন্ডেন্ট আরেক গেলাস এগিয়ে দিল।—নিন ম্যাডাম, ভাল লাগবে।

—তোমার মনে হচ্ছে না, আমি বেশ সামলে উঠেছি? আমি বরাবরই শুদ্ধ জীবন যাপন করি। স্পিরিট বা ওয়াইন, কোনও কিছু কোনওদিন ছুঁইনি। আমার সারা পরিবারই এইরকম। কিন্তু তবু, এখন, অবশ্য...মেডিক্যাল কারণে...এইটুকু—

তিনি আবার গেলাসে চুমুক দিলেন।

ইতিমধ্যে পোয়ারো এবং বাউস, পেছন পেছন ডঃ কন্সট্যানটাইন, রেস্টুরেন্ট-কার ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। স্তাম্বুল কোচের করিডর দিয়ে তারা মিসেস হুবার্ডের কামরার দিকে ছুটছেন।

ট্রেনের যাত্রীরা প্রায় সকলেই দরজার বাইরে জড়ো হয়েছে। কন্ডাক্টর ক্লান্ত, কোনওমতে তাদের ঠেকাচ্ছে। নানা ভাষায় তাদের শান্তি করার চেষ্টা করছে।

বাউস বললেন, প্লীজ, আমাদের যেতে দিন।

ভিড়ের মাঝখান দিয়ে নিজের শরীর গলিয়ে একে-ওকে ঠেলে তুলে তিনি কম্পার্টমেন্টে ঢুকলেন, পেছনে পেছনে পোয়ারো।

boiRboi.net

কন্ডাক্টর বলল, আপনারা এসেছেন মঁসিয়ে। আমি অনেক শান্তি পেলাম। প্রত্যেকে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে; আমেরিকান মহিলা এত জোর আর্তনাদ করেছেন যে, মনে হবে সে নিজেই যেন খুন হয়েছে! আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম। দৌড়ে এসে দেখি, তিনি পাগলের মতো চিৎকার করে চলেছেন। তিনি আপনাদের ডেকে আনতে বলছিলেন। তারপর নিজেই ছুটলেন। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে দৌড়লেন। প্রত্যেকের ক্যারেজের সামনে দিয়ে ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে ছুটলেন!

তারপর হাতের ইশারা করে সে আবার বলল, জিনিসটা ভিতরেই আছে, মঁসিয়ে। আমি টাচ্ করিনি।

দেখা গেল দরজার হ্যান্ডেলে একটা বড় সাইজের চেক-কাটা রাবার স্পঞ্জের ব্যাগ ঝুলছে। দরজাটা দুই কামরার মাঝখানে। ঠিক নিচে, মেঝের ওপর যেখানে ওটা মিসেস হবার্ডের হাত থেকে পড়েছে। সেখানে লম্বা শেপের বড় ছুরি, সস্তার, পূবদেশীয় মডেলের। হাতলের কাছে 'এমবস্' করা। আর ছুরির গায়ে ছাপ ছাপ ধুলো মাখা—অনেকটা মরচের মতো।

পোয়ারো আস্তে সেটা তুললেন। বিড় বিড় করে বললেন, হ্যাঁ, কোনও ভুল নেই। এটাই আমাদের হারানো অস্ত্র সন্দেহ নেই—কি বলেন ডাক্তার?

ডাক্তার সেটা পরীক্ষা করলেন। পোয়ারো বললেন, আপনাকে এত সাবধান হতে হবে না। ওতে কোনও আঙুলের ছাপ নেই। শুধু মিসেস হবার্ডের ছাড়া।

তবু ডঃ কন্সটানটাইন অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ এটা অস্ত্রই বটে, এবং অনেক আঘাতের চিহ্নকে বিশ্লেষণ করতে এটা সাহায্য করবে।

—না বন্ধু, আমি বিনীত অনুরোধ করছি, ও কথা বলো না।

ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন।

—আমরা ইতিমধ্যেই নানা কাকতালীয় ব্যাপারে ভারাক্রান্ত হয়ে আছি। কাল রাতে দু'জন ব্যক্তি র‍্যাটচেটকে 'স্ট্যাব্' কারার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটা হয়ত ভাল যে দু'জনেই একই অস্ত্র বেছে নিয়েছিল; কিন্তু এত বেশি ভাল ভাবনা ঠিক নয়।

ডাক্তার বললেন, কাকতালীয় ব্যাপারটা ঠিক না-ও হতে পারে। পূব দেশে তৈরি এই রকম সস্তা অস্ত্র হাজার হাজার আছে। জাহাজ মারফৎ কন্সটান্টিনোপলের বাজারে সাপ্লাই হয়।

পোয়ারো বললেন, আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, ছোট একটু সান্ত্বনা!

পোয়ারোকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। সামনের দরজার দিকে তাকালেন। তারপর স্পঞ্জব্যাগটা নিয়ে দরজার হ্যান্ডেলটা পরীক্ষা করলেন। দরজাটা একটুও নড়ল না। হ্যান্ডেলের এক ফুট ওপরে দরজার বোল্ট—মানে 'লক্' করার জায়গা। পোয়ারো আবার টানলেন, চেষ্টা করলেন কয়েকবার, কিন্তু দরজা কঠোরভাবে আটকে রইল।

ডাক্তার বললেন, ভুলবেন না আমরাই দরজাটা ওপাশ থেকে আটকে দিয়েছি।

পোয়ারো অন্যমনস্কভাবে বললেন—তা সত্যি!

মনে হচ্ছে, তিনি অন্য কিছু ভাবছেন। তার ভুরুতে কিছুটা দুশ্চিন্তার ভাব ফুটে

উঠছে। বাউস বললেন, এটা মানা যেতে পারে, তাই না? লোকটা ক্যারেজের মধ্যে দিয়ে পাস করেছে; তারপর যেই সে এই মধ্যেকার দরজাটা বন্ধ করেছে, তখনই স্পঞ্জব্যাগটা স্পর্শ করেছে। তার মাথায় আইডিয়া এলো—সে ব্যাগের মধ্যেই রক্তমাখা ছুরিটা ঢুকিয়ে দিলো। তারপর হয়ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই মিসেস হবার্ডকে জাগিয়ে দিল, এবং অন্য দরজা দিয়ে করিডরে চলে গেল।

পোয়ারো বললেন, আপনি যা বলছেন, সেরকম হলেও হতে পারে।

কিন্তু তার মুখের বিমূঢ় ভাবটা কাটল না।

বাউস আবার জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? সম্ভাবনা আছে, আবার সম্ভাবনা নেই—এরকম একটা অবস্থায় এসে কি আপনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন?

পোয়ারো একটা চকিত দৃষ্টিবাণ হানলেন।

—আপনাকে এই পয়েন্ট নাড়া দিচ্ছে না? বোধহয় না। যাইহোক, এটা তুচ্ছ ব্যাপার মনে হচ্ছে।

কন্ডাক্টর ক্যারেজের দিকে তাকিয়ে বলল, আমেরিকান লেডি আসছেন।

ডঃ কন্সটানটাইনকে একটু অনুতপ্ত গোছের লাগল। তিনি একটু অবহেলা ভরে মিসেস হবার্ডের অসুস্থ হওয়ার ব্যাপারটা দেখেছেন বলে তার মনে হলো। কিন্তু মিসেস হবার্ড সেই জন্য কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না। তার এনার্জি অন্য বিষয়ের জন্য সঞ্চিত।

—আমি একটা কথা এখুনি বলতে চাইছি। আমি ওই কম্পার্টমেন্টে আর যাচ্ছি না। ওখানে আমি আজ রাতে ঘুমাতে পারব না, মিলিয়ন ডলার দিলেও না।

—কিন্তু ম্যাডাম—

—আমি জানি আপনারা কি বলতে চাইছেন। আর আমিও আপনাদের বলছি—আমি এমন কিছু করব না। দরকার হলে আমি সারারাত করিডরে বসে থাকব।

তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

—ওঃ, আমার মেয়ে যদি জানতে পারত! যদি সে আমাকে এখন দেখত—ওঃ—

পোয়ারো তাকে দৃঢ়কণ্ঠে থামিয়ে দিলেন।

—ম্যাডাম, আপনি ভুল বুঝছেন। আপনার দাবী খুবই যুক্তিসঙ্গত। আপনার মালপত্র এখুনি অন্য কম্পার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

মিসেস হবার্ড চোখ থেকে রুমাল নামালেন।

—তাই? ওঃ, আমার এখন শক্তি লাগছে! কিন্তু সব কামরা তো ভর্তি! যদি না কোনও ভদ্রলোক দয়া করে—

বাউস বললেন—ম্যাডাম, আপনার সমস্ত মালপত্র এই কোচ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। আপনি অন্য কোচে জায়গা পাবেন—যেটা বেলগ্রেড কোচ।

—বাঃ, খুব সুন্দর! আমি উল্টোপাল্টা নার্ভাস-টাইপের মহিলা নই। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পাশের কেবিনে ঘুমানো এখন আমার পক্ষে...মানে, আমাকে ব্যাপারটা অস্থির করে রেখেছে।

boiRboi.net

মিসেস হুবার্ড সামান্য কাঁপতে থাকেন।

বাউস বললেন, মিচেল! এই ব্যাগ-ব্যাগেজ এখুনি এথেন্স-প্যারিস কোচের কোনও খালি কম্পার্টমেন্টে নিয়ে যাও।

—হ্যাঁ, মসিয়ে, এই রকমই একটা খালি আছে, ৩ নম্বর।

পোয়ারো বললেন—না। আমার মনে হয়, ম্যাডামের পক্ষে ভাল হবে সম্পূর্ণ অন্য একটা জায়গায় যাওয়া। যেমন ১২ নম্বর।

—বেশ, মঁসিয়ে।

কন্ডাক্টর মালপত্র তুলল। মিসেস হুবার্ড কৃতজ্ঞচিত্তে পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

—সত্যি আপনি খুব দয়া করলেন। আমি খুশি, আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

—ওসব বলবেন না, ম্যাডাম! আমরাও আপনার সঙ্গে যাব, দেখে অসব আপনি ঠিকঠাক আছেন কিনা!

তিনজন মিলে মিসেস হুবার্ডকে তার নতুন জায়গায় নিয়ে গেলেন। তিনি চারপাশে তাকিয়ে খুশি হলেন।

—দ্যাটস্ ফাইন!

—আপনার পছন্দ হয়েছে? দেখুন, আপনি যেমন কম্পার্টমেন্টে ছিলেন, সেই রকমই।

—হ্যাঁ, তাই। শুধু অন্য দিকে। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ এই ট্রেন প্রথমে একদিকে যায়, তারপর অন্যদিকে। আমি আমার মেয়েকে বলেছিলাম—আমি চাই এমন একটা কামরা যার মুখ ইঞ্জিনের দিকে। সে বলল, তা কেন মাম্মি, তাতে তোমার কোনও লাভ হবে না। যদি তোমার ঘুমাবার সময় ট্রেন একদিকে ছোটে, ঘুম ভেঙে দেখবে অন্য দিকে ছুটছে।...এটা সত্যি কথা। কাল সন্ধ্যেবেলা আমরা একদিক দিয়ে বেলগ্রেডে গেছি, অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

—যাই হোক, ম্যাডাম, আপনি এখন খুশি, সন্তুষ্ট তো?

—ওয়েল, নো। আমি তা বলব না। এখন আমরা তুষারে আটকে আছি, কিন্তু সেই ব্যাপারে কেউ কিছু করছে না—আর আমার জাহাজ পরশু দিন ছাড়ছে।

বাউস বললেন, ম্যাডাম আমাদের সকলেরই এক অবস্থা। আমরা প্রত্যেকেই দারুণ সমস্যার মধ্যে রয়েছি।

মিসেস হুবার্ড স্বীকার করলেন, তা সত্যি। কিন্তু আর কারুর কম্পার্টমেন্টের মধ্যে দিয়ে মাঝরাতে খুনী চলে যায়নি। আমার পক্ষে সেটা—

পোয়ারো বললেন, ম্যাডাম, যেটা আমাকে এখনও দুশ্চিন্তায় রেখেছে, সেটা হলো—কি করে খুনী আপনার ঘরে ঢুকল। যখন আপনিই বলেছেন—মাঝখানের দরজা আটকানো ছিল? আপনি ঠিক জানেন তো, দরজাটা 'লক্' করা ছিল?

—কেন, ওই সুইডিশ মহিলা আমার সামনেই তো সেটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন।

—আচ্ছা, আমাদের একটা নতুন দৃশ্য তৈরি করতে দিন। ধরুন, আপনি বাংকে শুয়ে আছেন। তাই আপনি নিজের হাতে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেননি।

boiRboi.net

—না, সেটা ওই স্পঞ্জব্যাগের জন্য। ওঃ, আমাকে একটা নতুন স্পঞ্জব্যাগ কিনতে হবে। এই ব্যাগটার দিকে তাকালেই আমার গা গোলাতে থাকে!

পোয়ারো স্পঞ্জব্যাগটা তুলে দুই কামরার মাঝের দরজার হ্যান্ডেলে ঝুলিয়ে দিলেন।

—ঠিক এইরকম! আমি যা দেখছি, বোল্ট্ ঠিক হ্যান্ডেলের নিচে। স্পঞ্জব্যাগ সেটা ঢেকে রেখেছে। আপনি যেখানে শুয়েছিলেন, সেখান থেকে এটা দেখা যাবে না। বোঝা যাবে না দরজা লক্ করা আছে, কিংবা নেই।

—সেটাই তো আমি আপনাদের তখন থেকে বলছি!

—তাছাড়া, সেই সুইডিশ্ লেডি, মিস ওলসন, আপার আর দরজা—এই দুটোর মাঝে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি খোলার চেষ্টা করেছিলেন এবং আপনাকে জানিয়েছিলেন—দরজা বন্ধ।

—তাই তো!

—তাই ম্যাডাম, তিনি হয়ত একটা ভুল করতেও পারেন। আমি কি বলতে চাইছি, শুনুন। এই দরজার বোল্ট্ একটা ধাতুনির্মিত জিনিস। ডান দিকে ঘোরালে দরজা লক্ হয়ে যায়, এমনি থাকলে দরজা লক্ থাকে না। ঠেললেই খোলা যায়। বোধহয় তিনি শুধু ধাক্কা দিয়েছিলেন, তখন ওপাশ থেকে লক্ ছিল। তাতে হয়ত তিনি ভাবতে পারেন দরজা এদিক থেকেই বন্ধ করা।

—তা হয়ে থাকলে, ব্যাপারটা তার পক্ষে বোকামি হয়েছে।

—ম্যাডাম, খুব ভদ্র, খুব দয়ালু ব্যক্তি সবসময়ে খুব বুদ্ধিমান হবেন, তার কোনও মানে নেই।

—তা তো বটেই।

—বাই দ্য ওয়ে, ম্যাডাম, আপনি কি সাইরানা পর্যন্ত এইভাবে গিয়েছিলেন?

—না। স্তাম্বুল পর্যন্ত আমি জাহাজে গেছি। আমার মেয়ের এক বন্ধু—মিঃ জনসনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে খুব ভাল লোক, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করলে ভাল হতো। সে-ই আমাকে পুরো স্তাম্বুল ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল, কিন্তু শহরটা আমায় হতাশ করেছিল—সব যেন ভেঙে পড়ছে। ওই পুরনো মসজিদগুলো—তাছাড়া জুতোর ওপর ওই এক ধরনের ঢাকা—আরে, এ কোথায় এলাম!

—আপনি বললেন, মিঃ জনসন আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল।

—হ্যাঁ। সাইরানা যাবার একটা ফ্রেঞ্চ বোটে আমার সঙ্গে তার দেখা। আমার জামাই সেই পথেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।...ওঃ, সে যদি এসব শোনে, তাহলে কি বলবে! আমার মেয়ে বলেছিল—এটা সবচেয়ে নিরাপদ জার্নি।

মিসেস হবার্ডের চোখে আবার জল দেখা গেল।

পোয়ারো চুপচাপ ছিলেন। হঠাৎ বললেন, ম্যাডাম, আপনি একটা বড়রকম শক্ পেয়েছেন। রেস্টুরেন্ট অ্যাটেনডেন্টকে চা আর কিছু বিস্কুট আনতে বলি।

—আমি চা তত ভালবাসি না, এটা ইংরেজদের অভ্যাস।

তখনও তার চোখে জল।

boiRboi.net

—তাহলে কফি? ম্যাডাম, আপনার একটু এনার্জি পাওয়া দরকার।

—ওই কনিয়্যাক আমার মাথাটাকে অনেক হাল্কা করেছিল। মনে হয়, কফিটা ভাল লাগবে!

—এক্সেলেন্ট! আপনার আবার জোর ফিরে পাওয়া দরকার।

—বিচিত্র ব্যাপার!

—কিন্তু তার আগে, ম্যাডাম, আবার একটু রুটিন কর্তব্য। আপনার ব্যাগটা সার্চ করতে অনুমতি দিন।

—কি জন্য? কি চাইছেন?

—আসলে আমরা সব যাত্রীর ব্যাগেজ, মালপত্র সার্চ করব। আপনাকে আর ভয়ের তিক্ত কথা মনে করাতে চাই না। তবু স্পঞ্জব্যাগের কথা স্মরণ করুন—

—দোহাই! আপনি ভালই বলেছেন! আর আমি এই ধরনের ভয়ংকর সারপ্রাইজ সহ্য করতে পারব না।

মিসেস হুবার্ডের মালপত্র দেখা হয়ে গেল। তার সঙ্গে বেশি জিনিসপত্র ছিল না—একটা হ্যাট বক্স, একটা সস্তার স্যুটকেস এবং একটা ভারি ট্র্যাভেলিং ব্যাগ। এর মধ্যে সাদামাটা সব জিনিস। সার্চ করতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়, কিন্তু একটু দেরি হলো। কারণ মিসেস হুবার্ড জোর করে কিছু ফটো দেখালেন।

—এই আমার মেয়ে!

তার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছবি—দুটি বিশ্রী চেহারার শিশু।

—এরা আমার নাতি-নাতনি। খুব দুষ্টু দেখতে, তাই না?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যাত্রীদের মালপত্রের সাক্ষ্য

অনেক নম্র খুশি করা কথা বলে এবং শেষ পর্যন্ত কফির আশ্বাস দিয়ে পোয়ারো তার দুই সঙ্গীকে সমেত মিসেস হুবার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

বাউস আক্ষেপ করলেন—এখন পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি, তাকে শূন্যই বলা যায়। এরপর কাকে ধরব?

—খুব সোজা কথা। আমরা ক্যারেজ বাই ক্যারেজ পরীক্ষা চালাব। সার্চ, তদন্ত যা-ই বলুন। তার মানে, আমাদের একদিক থেকে শুরু করলে প্রথমেই সামনে আসে ১৬ নম্বর কেবিন, অর্থাৎ সেই অমায়িক মিঃ হার্ডম্যান।

তাই হলো। মিঃ হার্ডম্যান সিগার খাচ্ছিলেন। তাদের স্বাগত জানালেন।

—আসুন।

বাউস তাদের আগমনের কারণ জানালেন। বিরাট চেহারার ডিটেকটিভ মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।—দ্যাটস্ ও.কে! সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভাবছিলাম আপনারা আসতে এত দেরি করছেন কেন? এই আমার চাবি, ইচ্ছে করলে আপনারা আমার পকেটেও সার্চ করতে পারেন।

boiRboi.net

—মোস্ট ওয়েলকাম! সব কিছু খুলে দেখব কি?

—সে কাজ কন্ডাক্টর করবে। মিচেল।

হার্ডম্যানের দুটে শক্ত ব্যাগ পরীক্ষা করা হলো। উতরে গেল ব্যাপারটা। তার ব্যাগে শুধু বহুল পরিমাণে 'স্পিরিটযুক্ত মদ' রয়েছে। হার্ডম্যান চোখ কুঞ্চিত করলেন।

—সীমান্তে প্রায়ই ওরা আপনার মালপত্র হাতড়ে দেখে না, এমন কি যদি আপনাদের কন্ডাক্টরও করত। আমি একটা টার্কিশ নোটের বাণ্ডিল এগিয়ে ধরতাম, ব্যস্, আর কোনও গোলমাল হতো না।

—আর প্যারিসে?

হার্ডম্যান আবার চোখ টিপল।

—প্যারিস যেতে যেতে—যেটুকু পড়ে থাকত—সেগুলো শিশির মধ্যে ঢালা হতো, লেবেল্ থাকত 'হেয়ার-ওয়াশ।'

—মঁসিয়ে হার্ডম্যান, অর্থাৎ মদ-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা মানেন না?—বাউস জিজ্ঞেস করলেন।

—ওয়েল, আমি বলতে পারি ওই নিষেধাজ্ঞা আমার বিশেষ মাথাব্যথা ঘটায়নি।

বাউস বললেন, আহ্, বেশ স্পষ্টবাদী কথা।

নিজের মন্তব্যটা তিনি বেশ ধীরে যত্ন নিয়ে বললেন।

—আপনার আমেরিকান কতগুলো বিশেষ শব্দ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থবহ।

পোয়ারো বললেন, আমার আমেরিকা যাওয়ার খুব ইচ্ছে আছে। আমেরিকানদের মধ্যে অনেক কিছু আছে আমি যা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি। শুধু, আমি বোধহয় একটু প্রাচীনপন্থী। আমি মনে করি, আমেরিকান মেয়েদের চেয়ে আমাদের দেশের নারীরা বেশি চার্মিং! ফ্রেঞ্চ, বেলজিয়ান মেয়েরা বেশ কেতাদুরস্ত। মনে হয়, তাদের সমকক্ষ কেউ নেই।

হার্ডম্যান মুখ ঘুরিয়ে একবার তুষারপ্রবাহ দেখলেন। বললেন, আপনি বোধহয় ঠিকই বলেছেন মিঃ পোয়ারো। তবে আমি বলব, সব লোকই নিজেদের দেশের মেয়েদের বেশি পছন্দ করে।

তিনি চোখ পিট পিট করলেন, যেন তুষার তার চোখে আঘাত করছে।

—দারুণ চক্‌চক্ করছে, তাই না? আচ্ছা শুনুন, এই ব্যাপারটা এবার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। বরফ, খুন—এইসব। আর কিছু করার নেই। শুধু ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাও। আমি কোনও বিষয় বা কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাই।

পোয়ারো হাসলেন—প্রকৃত পাশ্চাত্যদেশীয় উদ্যমী শক্তি!

কন্ডাক্টর ব্যাগ গুছিয়ে রাখল।

ওরা এবার পরের কম্পার্টমেন্টে গেলেন। কর্নেল আরবাথনট এক কোণায় বসে পাইপ খেতে খেতে একটা ম্যাগাজিন পড়ছিলেন।

পোয়ারো তাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। কর্নেলের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। তার সঙ্গে শুধু দুটো ভারি স্যুটকেস আছে।

তিনি বললেন, আমার বাকী মালপত্র জাহাজে আসছে।

সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধ আর সব লোকের মতোই কর্নেলের জিনিসপত্র সুন্দরভাবে প্যাক্ করা। তার মালপত্র দেখতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল। পোয়ারো লক্ষ্য করলেন, একটা পাইপ-ক্লিনারের প্যাকেটও আছে।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি সব সময় একটা ব্রান্ডই খান?

—সাধারণত, যদি পেয়ে যাই অবশ্য।

—আহ্—পোয়ারো মাথা নাড়লেন।

এই পাইপ ক্লিনারগুলো ঠিক সেই ধরনের যার একটা তিনি মৃতের কম্পার্টমেন্টে পেয়েছিলেন। করিডর দিয়ে ফেরার পথে হাঁটতে হাঁটতে ডঃ কন্সটানটাইনও সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

পোয়ারো আপনমনে বললেন, এটা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। এরকম চরিত্র।

পরের কম্পার্টমেন্টের দরজা বন্ধ। এটা রাজকুমারী ড্রাগেমিরোক-এর কামরা। ওরা দরজায় নক্ করলেন। ভেতর থেকে প্রিন্সেসের গলা শোনা গেল—আসুন।

বাউসই এবার মুখপাত্র। একটু বিশেষ ভদ্রতা ও নম্রতা নিয়ে তিনি তাদের উদ্দেশ্য জানালেন। রাজকুমারী মন দিয়ে তার কথা শুনলেন। তার ব্যাঙের মতো মুখে একটা স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া জেগে উঠল।

—যদি এটা প্রয়োজনের অঙ্গ হয়, তাহলে তা করতেই হবে। আমার পরিচারিকার কাছে চাবি আছে। সে আপনাদের সাহায্য করবে।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—আপনার মেইড্ কি সব সময় আপনার চাবি নিজের কাছে রাখে?

—নিশ্চই জেন্টেলম্যান।

—যদি ধরুন, মাঝরাতে সীমান্তে কাস্টমস্ অফিসিয়ালরা হঠাৎ আপনার কোনও ব্যাগেজ খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করে, তখন—

—এটা ঘটার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তেমন যদি হয়,তাহলে আমি কন্ডাক্টরকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠাতে পারি।

—তার মানে, ম্যাডাম, তাকে আপনি যথেষ্ট বিশ্বাস করেন।

—আমি আপনাদের আগেই বলেছি, যাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তেমন লোক আমি নিয়োগ করি না।

পোয়ারো চিন্তিতভাবে বললেন, হ্যাঁ, বিশ্বাসটা আজকের দিনে বিরল মূল্যবান সম্পদ। একজন ঘরোয়া বিশ্বস্ত কাজের লোক রাখা অনেক ভাল, আই মীন—কোনও অতিরিক্ত স্মার্ট আধুনিক শিক্ষিত কোনওজনের চেয়ে।

তিনি লক্ষ্য করলেন, রাজকুমারীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টি ক্রমশ তার মুখের উপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ হলো।

—মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?

—আমি? নাথিং ম্যাডাম, নাথিং!

BanglaBoi.net

—কিন্তু হ্যাঁ, আপনি কি মনে করেন না আমি আমার টয়লেটের জন্য একজন স্মার্ট ফ্রেঞ্চম্যান নিয়োগ করতে পারি?

—সেটা অবশ্য স্বাভাবিক, ম্যাডাম।

রাজকুমারী মাথা নাড়লেন।

—স্মিট আমার খুব অনুগত, অত্যন্ত ডিভোটেড্।

'ডিভোটেড' কথাটা নিয়ে তার জিভ যেন খেলা করল।

জার্মান পরিচারিকা ইতিমধ্যে চাবি নিয়ে চলে এলো। প্রিন্সেস তার সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বললেন, মালপত্র খুলে দেখাতে নির্দেশ দিলেন যাতে তারা ঠিকমতো সার্চ করতে পারেন। সার্চের সময় তিনি নিজে করিডরে চলে গেলেন, বাইরে তুষারের অবস্থা দেখতে থাকলেন। পোয়ারোও তার পাশে পাশে রইলেন। কেবিনে বাউস লাগেজ সার্চের কাজ তদারকি করতে থাকলেন।

রাজকুমারী পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে কঠিন হাসি হাসলেন।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।—ম্যাডাম, এটা একটা নিয়মরক্ষা। ব্যস্।

—আপনি নিশ্চিত?

—আপনার ক্ষেত্রে? নিশ্চই।

—আমি সোনিয়া আর্মস্ট্রংকে চিনতাম, ভালবাসতাম। আপনি কি ভাবেন? ক্যাসেটির মতো একটা নরপশুকে খুন করে আমি আমার হাতে কালি মাখব?

দু'-এক মিনিট চুপ করে থেকে তিনি আবার বলতে থাকেন।

—ওরকম লোককে সুযোগ পেলে আমি কি করতাম জানেন? আমি আমার ভৃত্যদের ডাকতাম। আদেশ দিতাম—এ লোকটাকে চাবুক মারতে মারতে মেরে ফেল, তারপর রাবিশের স্তূপের ওপর ওর মৃতদেহটা ছুড়ে ফেলে দাও। মঁসিয়ে, আমি যখন ইয়ং ছিলাম। তখন এই পদ্ধতি চালু ছিল।

পোয়ারো তবু কোনও কথা বললেন না। চুপ করে শুনতে থাকলেন।

হঠাৎ তীব্রভাবে রাজকুমারী তার দিকে তাকালেন।—মিঃ পোয়ারো, আপনি কিছু বলছেন না যে? আমি বুঝতে পারছি না—কি ভাবছেন আপনি?

এবার পোয়ারো তার দিকে সোজাসুজি তাকালেন।

—আমার মনে হয় ম্যাডাম, আপনার শক্তি আপনার মনে, বাহুতে নয়।

রাজকুমারী এবার তার নিজের পাতলা কালো আবরণ ঢাকা বাহুর দিকে তাকালেন—বাহুর শেষে বাঘনখের মতো হলুদ হাত, আঙুলে কয়েকটা আংটি।

তিনি হাত নাড়লেন।—সত্যি কথা। এতে কোনও শক্তি নেই। কোনও হাতেই নেই। আমি জানি না, আমি দুঃখিত, না খুশি।

তারপর হঠাৎ ঘুরে নিজের ক্যারেজে ঢুকে গেলেন যেখানে মেইড তার জিনিসপত্র আবার গোছাতে ব্যস্ত। বাউস আবার ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করতেই তিনি থামিয়ে দিলেন।

—ক্ষমা চাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। মঁসিয়ে, একটা খুন হয়েছে, কয়েকটা কাজ তাই করা দরকার। এর মধ্যে তার বেশি কিছু নেই।

বাউস তবু সৌজন্য দেখালেন, বিনীতভাবে।

পরের দুটো ক্যারেজের দরজা বন্ধ।

বাউস থেমে মাথা চুলকাতে থাকলেন।—এখানে দু'জন কি? তাদের ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট আছে। তাদের ক্ষেত্রে সার্চ চলবে না।

—সেটা কাস্টমসের পরীক্ষার দিকে ঠিক কথা। কিন্তু খুন অন্য ব্যাপার।

—জানি। তবু একই ব্যাপার! আমরা ঝামেলা চাই না।

—চিন্তার কারণ নেই বন্ধু। কাউট এবং কাউন্টেস যুক্তিযুক্ত ব্যবহার করবেন। দেখলেন না, প্রিন্সেস ড্রাগোমিরোফ—কেমন করলেন!

—তিনি সত্যিই শিষ্টাচারি মহিলা। এরা দু'জনেই একই পজিশনের লোক। তবে কাউন্টকে আমার মনে হয়েছে একটু অন্যরকম মনোবৃত্তির লোক। যখন আপনি তার স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলেন, তিনি কিন্তু খুশি হননি। এখন, এই ব্যাপারটা তাকে আরও অসন্তুষ্ট করবে। ধরুন—আমরা ওদের বাদ দিলাম। আফটার অল, এই ব্যাপারে ওদের কিছুই করার নেই।

পোয়ারো বললেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত নই। আমার ধারণা ওরা সঙ্গত আচরণ করবেন। যাইহোক, আমরা অন্তত চেষ্টা করে দেখি।

বাউস কিছু বলার আগেই, পোয়ারো ১৩ নম্বর কেবিনের দরজায় জোরে ধাক্কা দিলেন। ভেতর থেকে উত্তর এলো—আসুন।

দেখা গেল, কাউন্ট দরজার এক কোণায় বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। আর কাউন্টেস উল্টো দিকে জানলার কাছে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে আছেন। তার মাথার নিচে একটা বালিশ। মনে হচ্ছে ঘুমন্ত।

পোয়ারো বললেন, মাপ করবেন মঁসিয়ে লা কাউন্ট! আমাদের অনুপ্রবেশের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে, আমরা ট্রেনের সমস্ত মালপত্র অনুসন্ধান করছি। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে—একটা নিয়মরক্ষা, ফর্মালিটি! মঁসিয়ে বাউস বলেছিলেন—যেহেতু আপনাদের ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট রয়েছে, আপনি নিশ্চই এই অনুসন্ধান থেকে মুক্ত থাকার দাবী করতে পারেন।

কাউন্ট একটু ভাবলেন।—থ্যাংক ইউ! কিন্তু আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে আমি একটা ব্যতিক্রম থাকতে চাই না। আমি চাইব, অন্য যাত্রীদের মতো আমাদের মালপত্র আপনি সার্চ করবেন।

এবার তিনি কাউন্টেসের দিকে তাকালেন।

—এলেনা, আশা করি তোমার কোনও আপত্তি নেই।

—না, না। আদৌ না—কাউন্টেস দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন।

Boiboi.net

দ্রুত খুঁটিনাটি সার্চ চলল। পোয়ারো তার অস্বস্তি গোপন করার জন্য মাঝে মাঝে দু'-একটা সাধারণ অর্থহীন মন্তব্য করতে থাকলেন।

—ম্যাডাম, আপনার এই স্যুটকেসের লেবেলটা একদম ভিজে গেছে। তিনি একটা নীল রঙের মরক্কো কেস তুলে ধরলেন, ওপরে আদ্যক্ষর লেখা।

কাউন্টেস কোনও উত্তর দিলেন না। তার কাছে পুরো ব্যাপারটা একঘেয়ে লাগছিল। কোণায় আগের মতো গুটিশুটি হয়ে বসে রইলেন; জানলার বাইরে স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে রইলেন। কন্ডাক্টররা ইতিমধ্যে পাশের কম্পার্টমেন্টে তার মালপত্র তল্লাসি করছে।

পোয়ারো তার তল্লাসি শেষ করলেন। বেসিনের নিচে একটা কাবার্ডের পাল্লা খুলে তিনি দেখলেন—একটা স্পঞ্জ, ফেস ক্রীম, পাউডার একটা ছোট বোতল, লেবেল আঁটা 'ট্রাওনাল'।

সৌজন্যমূলক কথাবার্তা সেরে সবাই বিদায় নিলেন।

এর পরপর রয়েছে—মিসেস হুবার্ড, মৃতব্যক্তি এবং পোয়ারোর নিজের কম্পার্টমেন্ট।

ওরা সকলে সেকেন্ড ক্লাস ক্যারেজে এলেন। প্রথমটা যার মধ্যে আছে কেবিন নম্বর ১০ ও ১১—সেটাতে আছেন মেরি ডেবেনহ্যাম, যে একটা বই পড়ছিল—এবং গ্রেটা ওলসন, যিনি ঘুমিয়েছিলেন, ওদের ঢোকার শব্দে জেগে উঠলেন।

পোয়ারো তার ফর্মুলার পুনরাবৃত্তি করলেন। সুইডিশ লেডিকে বিরক্ত মনে হলো, মেরি ডেবেনহ্যাম শান্ত উদাসীন।

পোয়ারো সুইডিশ মহিলার উদ্দেশে বললেন, মাদাম, যদি অনুমতি দেন, আমরা প্রথমে আপনার ব্যাগেজ্ পরীক্ষা করব। কেমন আছেন! আমরা পরের কোচে আমেরিকান মহিলার কামরায় গিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও নিদারুণ বিধ্বস্ত, মানে, সেই ছুরিটা দেখার পর। আমি তার জন্য এক কাপ কফি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মনে হয়, তার পক্ষে আরও উত্তেজক কিছু দরকার। কেউ কথা বললে, তার মনটা হাল্কা হতে পারে।

ভদ্রমহিলা সমব্যথী। তিনি মিসেস হুবার্ডের ঘরে তক্ষুনি দ্রুত চলে গেলেন। তার জিনিসপত্র পরীক্ষা করা হলো। প্রায় কিছুই নেই। এমন কি হ্যাট বক্সের তালা খুলে গেছে, তার সে খেয়ালও নেই।

মিস ডেবেনহ্যাম তার হাতের বইটা রাখল। সে পোয়ারোকে লক্ষ্য করছিল। যখন চাওয়া হলো, সে তার চাবিটা দিল। পোয়ারো যেই তার কেসের ডালাটা খুললেন, সে বলল, ওই মহিলাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেন কেন, মিঃ পোয়ারো?

—আমি পাঠালাম! কি বলছেন মাদাম! তিনি নিজেই গেলেন আমেরিকান মহিলার অবস্থাটা দেখতে।

—চমৎকার অজুহাত! কিন্তু অজুহাত অবশ্যই।

—মাদাম, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

মিস ডেবেনহ্যাম শুধু হাসল।

—আপনি আমাকে একা চাইছেন। তাই নয় কি?

—আপনি আপনার কথা আমার মুখে বসাতে চাইছেন, মাদাম!

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সোজাসুজি ব্যাপারটায় আসার বদলে এলোপাথারি হাতড়ানো হচ্ছে।

—আর, আপনি সময় নষ্ট হওয়া পছন্দ করেন না। আপনি সোজাসুজি ব্যাপারটায় আসতে চান। বেশ, আমি আপনাকে ডাইরেক্ট মেথড্ জানাচ্ছি। আমি আপনাকে কতগুলো কথার মানে জিজ্ঞেস করব। কথাগুলো আমি চুপিসারে শুনেছি, সিরিয়ায় যাবার সময়। আমি কোনিয়া স্টেশনে একটু নেমেছিলাম হাত-পা মেলতে।...আপনার এবং কর্নেলের বাক্যালাপ শুনতে পেয়েছিলাম, সেই রাতে। আপনি তাকে বলছিলেন—'এখন নয়, এখন নয়, নট নাউ। যখন সব শেষ হবে, যখন সেটা পেছনে পড়ে যাবে...'। এই কথাগুলোর মানে কি, মাদাম?

—আপনার কি মনে হয় আমি খুনের ব্যাপারে কথা বলছিলাম?

—প্রশ্নটা আমি করছি, মাদাম!

মিস ডেবেনহ্যাম তাকাল, কিছুক্ষণ ভাবনায় ডুবে রইল। তারপর যেন স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠে। বলে—মঁসিয়ে, ওই কথাগুলোর নির্দিষ্ট মানে আছে। কিন্তু সেই মানে আপনাকে বলতে পারব না। কিন্তু আমি আপনাকে শপথ করে বলতে পারি—আমি এই র‍্যাটচেট নামে লোকটাকে এই ট্রেনে পা দেবার আগে জীবনে কখনও দেখিনি।

—কিন্তু—আপনি আপনার কথাগুলোর অর্থ বলতে চাইছেন না।

—চাইছি না। না, চাইছি না—যদি আপনি সেইভাবে ধরেন। কারণ আছে। আমি একটা কাজ করতে যাচ্ছি। কথাগুলো সেই জন্যই গোপন রাখতে হচ্ছে।

—কাজটা কি এখন শেষ হয়ে গেছে?

—তার মানে?

—মানে, আপনার সেই কাজটা এখন শেষ হয়ে গেছে, তাই না?

—আপনি একথা ভাবছেন কেন?

—শুনুন, মাদাম! আমি আপনাকে আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। যেদিন আমরা স্তাম্বুল পৌঁছলাম, ট্রেনটা লেট করেছিল। আপনি খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন। এমনিতে আপনি খুব শান্ত, ঠাণ্ডা, সংযমী। কিন্তু সেদিন আপনি সংযম হারিয়েছিলেন।

—আসলে আমি যোগাযোগ হারাতে চাইনি।

—কিন্তু মাদাম, ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস সপ্তাহে প্রত্যেক দিনই স্তাম্বুল থেকে ছাড়ে। যদি বা আপনি পরবর্তী যোগাযোগ হারাতেন, তাতে আপনার শুধু মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার দেরি হতো।

মিস ডেবেনহ্যাম এই প্রথম ক্রুদ্ধ হবার লক্ষণ প্রকাশ করল।—আপনি বুঝতে

পারেননি—একজন বন্ধু লন্ডনে অপেক্ষা করছে। একদিনের দেরি সমস্ত ব্যাপারটার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। নানারকম নতুন বাধা-বিগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে।

—আহ্, তাই তো! আপনার বন্ধুরা আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। আপনি তাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না?

—ন্যাচারালি!

—কিন্তু, তবু কৌতূহলের ব্যাপার—

—কিসের কৌতূহল?

—এই ট্রেনে, আবার আমাদের দেরি হচ্ছে। এবার কিন্তু আরও সিরিয়াস লেট। অনেক বেশি দেরি হবে। তাছাড়া অপেক্ষারত বন্ধুদের এখন কোনও টেলিগ্রাম পাঠাবারও উপায় নেই।

—ইয়েস, এটা অত্যন্ত বিরক্তিকর যে কাউকে একটা অক্ষরও জানানো যাচ্ছে না—টেলিফোন, টেলিগ্রাফ কিছুই সম্ভব নয়।

—আর, আপনার এই আচরণ অন্যরকম, মাদাম! আপনার মধ্যে এখন অধৈর্যের ভাব দেখা যাচ্ছে না। আপনি বেশ শান্ত, দার্শনিকের মতো!

ডেবেনহ্যাম একটু জ্বলে উঠল, ঠোঁট কামড়াল। সে আর জোর করে হাসার চেষ্টা করল না।

—মাদাম, আপনি উত্তর দিলেন না?

—আই অ্যাম সরি, আমি জানি না—কি উত্তর দেব।

—কেন আপনার এই পরিবর্তন—তারই ব্যাখ্যা।

—মিঃ পোয়ারো, আপনার কি মনে হচ্ছে না—একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি বাড়াবাড়ি করছেন?

পোয়ারো মার্জনা চাওয়া ভঙ্গিতে দু'হাত প্রসারিত করলেন।—আমাদের, ডিটেকটিভদের, বোধহয় এটাই দোষ! আমরা লোকের সব সময় একইরকম আচরণ প্রত্যাশা করে থাকি। আমরা মুডের পরিবর্তনের কথা বিশেষ চিন্তা করি না।

মেরি ডেবেনহ্যাম এবারও কোনও উত্তর দিল না।

—আচ্ছা, মাদাম, আপনি তো কর্নেল আরবাথনটকে ভালমতো চেনেন?

পোয়ারো লক্ষ্য করলেন—এই বিষয় পরিবর্তনে ডেবেনহ্যাম যেন অনেক আশ্বস্ত হলো।—আমি তাকে এই জার্নিতে প্রথম দেখলাম।

—আপনার কি মনে হয়, তিনি এই র‍্যাটচেট লোকটাকে চিনতেন?

—আমি নিশ্চিত, তিনি চিনতেন না।

—আপনি কেন এত নিশ্চিত?

—তিনি যেভাবে কথা বলেছেন, তাতেই বোঝা যায়।

—কিন্তু, মাদাম, আমরা মৃতের ঘরে একটা পাইপ-ক্লিনার পেয়েছি। আর এই ট্রেনে কর্নেল আরবাথনট একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাইপ খান।

boiRboi.net

পোয়ারো সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করতে থাকেন। কিন্তু মিস ডেবেনহ্যামের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে না—বিস্ময়, আবেগ কিছুই নয়।

সে বলে—নন্‌সেন্স! অসম্ভব। কর্নেল আরবাথনট এই পৃথিবীর শেষ ব্যক্তি যাকে এই খুনের সঙ্গে জড়ানো সম্ভব! মানে, আদৌ তিনি জড়িত নন। বিশেষ করে এই রকম থিয়েটার মার্কা অপরাধে!

পোয়ারো মনে মনে ডেবেনহ্যামের কথা স্বীকার করেন। তবু মুখে বলেন—আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি—আপনি বলেছেন ওকে ভালমতো চেনেন না।

—আমি এই টাইপের লোকেদের বিলক্ষণ চিনি।

পোয়ারো শান্তভাবে বলেন—আপনি এখনও আপনার সেই কথাগুলোর মানে বলতে চাইছেন না।

ডেবেনহ্যাম শান্তভাবে বলে—আমার আর কিছু বলার নেই।

—তাতে কিছু আসে-যায় না। আমরা মানেটা ধরে ফেলব।

অভিবাদন জানিয়ে পোয়ারো বেরিয়ে গেলেন। তার পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বাউস বললেন, বন্ধু, এটা কি ভাল হলো? আমাদের কথায় মেয়েটা তো আরও সাবধান হয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলও সতর্ক হয়ে যাবে।

—প্রিয় বন্ধু, আপনি যদি খরগোস ধরতে চান, তাহলে গর্তের মধ্যে একটা শিকারি বেড়ালকে রেখে দিন। খরগোস গর্তে থাকলে দৌড়ে পালাবে। আমি সেই ব্যবস্থা করেছি।

ওরা এবার হিল্ডারগ্রেড স্মিটের কম্পার্টমেন্টে ঢুকল। মেয়েটি তৈরি হয়েই দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে শ্রদ্ধার ভাব, কিন্তু কোনও আবেগ নেই।

সীটের ওপর একটা ছোট কেসের দিকে পোয়ারো চকিতে একবার তাকালেন। তারপর অ্যাটেনডেন্টদের নির্দেশ দিলেন র‍্যাকের ওপর থেকে বড় স্যুটকেসটা নামাতে।

—চাবি?

—এটা তালা দেওয়া নেই, মঁসিয়ে।

স্ট্র্যাপগুলো খুলে পোয়ারো ডালাটা তুললেন।

বাউসের দিকে ফিরে বললেন, আহ্, আপনার মনে আছে, কি বলেছিলাম? এখানে একবার দেখুন।

স্যুটকেসের ভেতরে একদম উপরে রয়েছে তাড়াতাড়ি গুটিয়ে রাখা একটি বাদামী রঙের ওয়াগন লিট ইউনিফর্ম।

ধীর-স্থির ভাবের জার্মান মেয়েটির অকস্মাৎ পরিবর্তন।

—আঃ, ওটা আমার নয়। আমি এটা ওখানে রাখিনি। আমি এই কেসটা স্তাম্বুল ছাড়ার পর একবারও খুলে দেখিনি। বিশ্বাস করুন, সত্যি কথা, খুব সত্যি!

সে প্রত্যেকের মুখে বার বার আকুলভাবে তাকাতে থাকল।

পোয়ারো ধীরে তার বাহু ধরলেন, সান্ত্বনার ভঙ্গিতে।

—না, না, সব ঠিক আছে। আমরা তোমায় বিশ্বাস করি। উত্তেজনার কারণ নেই।

আমি জানি ওই ইউনিফর্মটা তুমি ওখানে লুকিয়ে রাখনি। যেমন আমি জানি তুমি একজন ভাল কুক। তোমার রান্না খুব সুন্দর, তাই না?

বিমূঢ় অবস্থার মধ্যেও মেয়েটি হেসে ফেলল।

—হ্যাঁ। আমার সব কর্ত্রীরা তাই বলত—আমি—

সে থেমে গেল। আবার ভয়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল তার।

পোয়ারো বললেন—না, না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—সব ঠিক আছে। দেখো, তোমাকেই বলছি—এটা কি ভাবে হয়েছে। ওই লোকটা—মানে, যাকে তুমি ওয়াগন লিট ইউনিফর্মে দেখেছ, সে মৃত ব্যক্তির কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তোমার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেয়েছিল। সেটাই তার দুর্ভাগ্য! সে ভেবেছিল—কেউ তাকে দেখতে পাবে না। তারপর সে কি করবে? তাকে প্রথমেই ইউনিফর্মটা ছাড়তে হবে। এটা এখন আর নিরাপদ নয়, বরং মারাত্মক বিপজ্জনক জিনিস।

পোয়ারো এবার বাউস এবং ডঃ কন্সটানটাইনের দিকে তাকালেন। তারা মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছিলেন।

—দেখুন, বাইরে তুষার পড়ছে। এই তুষারপাত তার সব প্ল্যান ভেস্তে দিয়েছে। কোথায় সে জামা লুকাবে? সব কম্পার্টমেন্ট ভর্তি। তাই সে ছুটতে ছুটতে একটা দরজায় এলো—সেটা খোলা, ভেতরে কেউ নেই। এটা বোধহয় সেই মেয়েটির যার সঙ্গে তার প্রায় ধাক্কা লেগেছিল। সে এই খালি কেবিনে ঢুকে পড়ল। তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম খুলে সেটাকে দলা পাকিয়ে র‍্যাকের ওই স্যুটকেসের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। এটা—

বাউস জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

পোয়ারো সতর্ক দৃষ্টি হেনে বললেন, সেটা আমরা আলোচনা করব।

তিনি টিউনিকটা মেলে ধরলেন। একটি বোতাম, তৃতীয় বোতামটা নেই। পোয়ারো ইউনিফর্মের পকেটে হাত দিয়ে কন্ডাক্টরের 'পাস-চাবি' বের করলেন। তারপর কম্পার্টমেন্টের দরজা খুললেন।

—এই হচ্ছে ব্যাখ্যা, কি করে লোকটি বন্ধ দরজা দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল।—বাউস বললেন, মিসেস হুবার্ডকে করা আপনার প্রশ্নগুলো অপ্রয়োজনীয়। বন্ধ বা খোলা, যাই হোক। লোকটা সহজেই মাঝের দরজা খুলে বের হতে পারে। আফটার অল, যদি ওয়াগন লিট ইউনিফর্ম থাকে, তাহলে ওয়াগন লিট চাবিই বা থাকবে না কেন?

পোয়ারো বললেন, থাকবেই তো!

—আসলে, আমরা এটা জানতে পারতাম। আপনার মনে পড়ে মিচেল বলেছিল করিডরের দিকে মিসেস হুবার্ডের দরজা তালা বন্ধ ছিল যখন সে বেলের শব্দ শুনে সাড়া দিতে গিয়েছিল?

কন্ডাক্টর বলল, মঁসিয়ে, তাই হয়েছিল। সেই জন্যই আমি বলেছিলাম, মহিলা বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলেন।

বাউস বললেন, কিন্তু এখন এটা সোজা। সন্দেহ নেই, সে মাঝখানের দরজা আবার

boiRboi.net

তালাবন্ধ করতে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়েই বিছানায় নড়াচড়ার আওয়াজ শুনে চুপ করে যায়।

পোয়ারো বলেন, এবার আমাদের খুঁজে বের করতে হবে সেই ঘন লাল রঙের কিমোনো।

—সত্যি কথা। আর বাকী শেষ দুটো কম্পার্টমেন্টে দু'জন পুরুষ আছে।

—তবুও সার্চ করতে হবে।

—ওঃ, নিশ্চই। তাছাড়া আপনার কথা আমার মনে আছে।

হেক্টর ম্যাককুইন খুশি মনে অনুসন্ধানের সম্মতি দিলেন। তার মুখে সামান্য অনুতাপের হাসি।

—দেখুন, দেখুন। আমার মনে হয়, আমিই বোধহয় সবচেয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তি। আপনাদের শুধু খুঁজে বের করতে হবে একটা উইল যাতে ওই খুন-হওয়া বৃদ্ধ আমাকে সব ধনসম্পত্তি দিয়ে গেছেন। ব্যস, তাহলেই সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বাউস সত্যিই তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন।

ম্যাককুইন বললেন, আরে, ঠাট্টা করলাম। তিনি আমাকে একটা পয়সাও দিয়ে যাননি। আমি তার কাজে লাগতাম—ভাষা ইত্যাদির ব্যাপারে। আপনারা 'গুড আমেরিকান' সম্পর্কে আর বেশি প্রশ্ন করে লাভবান হবেন না। তাছাড়া আমি ভাষাবিদ্ নই। সামান্য ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালীয়ানে কাজ চালাতে পারি।

তার গলা এবার স্বাভাবিকের তুলনায় জোরে। যেন এই সার্চ তাকে কিছুটা অস্বস্তি দিচ্ছে, যদিও তিনি সম্মতি দিয়েছেন।

পোয়ারো বললেন, কিছুই নেই। একটা আপোষরফার কাগজ পর্যন্ত নেই।

ম্যাককুইন ব্যঙ্গভরে হাসলেন—ওঃ, আমার—বুকের বিরাট বোঝা নেমে গেল।

এবার ওরা এলেন শেষ কম্পার্টমেন্টে।

কিন্তু বড় চেহারার ইটালীয়ান ও তার ভ্যালেট-এর মালপত্র ঘেঁটে কিছুই পাওয়া গেল না। কোচের শেষ প্রান্তে তিনজন এর-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকলেন।

বাউস বললেন, এবার কি?

পোয়ারো বললেন, এবার আমরা ডাইনিং-কারে ফিরে যাব। আমরা যা জানা সম্ভব, তা জেনে গেছি। প্যাসেঞ্জারদের সাক্ষ্য আছে। তাদের মালপত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে। আমাদের চোখ যা যা দেখেছে। আর কোনও সাহায্য পাবার ব্যাপার নেই। এবার আমাদের কাজ—আমাদের মস্তিষ্কের ভূমিকা।

তিনি পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট কেস বের করলেন। শূন্য কেস!

বললেন, আমি এখুনি আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব। আমার সিগারেট দরকার। বেশ কঠিন, কৌতূহলী ব্যাপার। ঘন লাল রঙের কিমোনো কার? কোথায় সেটা? ইস্, যদি জানতে পারতাম! এই কেসে কিছু একটা আছে—কোনও একটা বিষয়—যেটা এখনও

boirboi.net

আমার অজানা। এটা কঠিন, কারণ এটাকে ইচ্ছে করেই কঠিন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা আলোচনা করব।...আমাকে অল্পক্ষণের জন্য মাপ করবেন।

তিনি করিডর দিয়ে দ্রুত নিজের কম্পার্টমেন্টে চলে গেলেন। তার ব্যাগে সিগারেটের নতুন প্যাকেট আছে—তিনি তা জানতেন।

তিনি ব্যাগটা নামালেন। তালা খুললেন।

তারপর চমকে পিছিয়ে গেলেন। বিস্ময়াহত, অবাক চোখ!

তার কেসের মধ্যে সুন্দর করে ভাঁজ করা পাতলা সিল্কের ঘন লাল রঙের কিমোনো, ড্রাগন এমব্রডায়েরি করা। স্যুটকেসের একদম ওপরেই রাখা।

—সুতরাং—তিনি বিড়বিড় করলেন—এই হচ্ছে ব্যাপার। বেপরোয়া! খুব ভাল! আমি চ্যালেঞ্জটা নিলাম।

তৃতীয় পর্ব
পোয়ারোর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা

প্রথম পরিচ্ছেদ
এদের মধ্যে কে?

বাউস আর ডঃ কন্সটানটাইন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। ঠিক সেই সময়ে পোয়ারো ডাইনিং-কারে ঢুকলেন। বাউসকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

বাউস বললেন, এবার রহস্যভেদ করুন, যদি পারেন মাই ফ্রেন্ড। তাহলে আমি অলৌকিকে বিশ্বাস করতে শুরু করব।

পোয়ারো বসলেন।—আপনি খুব ভাবিত—এই কেস নিয়ে?

—ন্যাচারালি, আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

—তা ঠিক। ডাক্তারও সায় দিলেন।

তিনি পোয়ারোর দিকে সাগ্রহে তাকালেন। বললেন, মন খুলে বলছি, আপনি এরপর আর কি করতে পারেন,—সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

—যাচ্ছে না?—পোয়ারো ভাবিত মুখে পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

তারপর কেস থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। ছোট সাইজের সিগারেট। পোয়ারোর চোখ স্বপ্নালু।

—সেটাই আমার কাছে এই কেসের ইনটারেস্টিং পয়েন্ট। মানে, এই দুর্বোধ্যতা! সাধারণ পদ্ধতির সব দিকগুলো আমাদের কাছে শেষ হয়ে গেছে। যে সব লোকেদের সাক্ষ্য নেওয়া হলো—তারা সত্যি না মিথ্যে—সেটা বিচার করার কোনও অস্ত্র আমাদের কাছে নেই, যদি না আমরা নিজেরা কোনও উপায় বের করতে পারি। সুতরাং এটা এখন শুধু ব্রেনের ক্রিয়াকলাপ মাত্র!

বাউস বললেন, সবই খুব সুন্দর! কিন্তু আপনি এগোবেন কিভাবে?

—আমি এইমাত্র বললাম, আমাদের সামনে রয়েছে প্যাসেঞ্জারদের সাক্ষ্য। শুভ

boiRboi.net

—প্যাসেঞ্জারদের এভিডেন্স, বেশ ভাল! কিন্তু এতে আমাদের কিছুমাত্র উপকার হয়নি।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।—আমি একমত নই। বন্ধু, প্যাসেঞ্জারদের সাক্ষ্য আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দিয়েছে। ভেরি ইনটারেস্টিং!

সন্দিগ্ধভাবে বাউস বললেন, তাই নাকি! আমি অবশ্য তেমন কিছু পাইনি।

—তার কারণ, আপনি ভাল করে শোনেননি।

—বেশ, বলুন, আমি কি কি মিস্ করেছি।

—আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথম এভিডেন্সটা আমরা যার নিয়েছিলাম, মিঃ ম্যাককুইন। তিনি আমার মতে, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছিলেন। একটা তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ।

—চিঠির ব্যাপারে?

—না, চিঠির ব্যাপারে নয়। আমার যতদূর মনে পড়ে, তার কথাগুলো ছিল: 'আমরা নানা দেশ ঘুরেছি। মিঃ র‍্যাটচেট সারা পৃথিবী দেখতে চাইতেন। ভাষা না জানাতে বিভিন্ন দেশে তার অসুবিধে হতো। আমি সেক্রেটারির চেয়ে বেশির ভাগ সময় দোভাষীর কাজ করতাম।'

ডাক্তারের দিক থেকে এবার তিনি বাউসের দিকে মুখ ফেরালেন।

—কি? আপনি এখনও দেখতে পাচ্ছেন না? এটা ক্ষমা করা যায় না। ঠিক আছে, আপনাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দিচ্ছি। ম্যাককুইন বলেছিলেন: 'যদি শুধু ভাল আমেরিকান হোন, আর অন্য কিছু না জানেন, তাহলে অনেক জায়গায় অসুবিধেয় পড়তে পারেন।'

বাউস এখনও বিভ্রান্ত—ইউ মিন...

—আহ্, আপনাকে যদি মাত্র একটা বাক্যে ব্যাপারটা বোঝাতে হয়, তাহলে কথাটা দাড়ায়—মিঃ র‍্যাটচেট ফ্রেঞ্চ জানেন না। কিন্তু কাল রাতে কন্ডাক্টর যখন তার বেল পেয়ে সাড়া দিতে এসেছিল, তখন একটা স্বর ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাকে বলেছিল—সে ভুল জায়গায় নক্ করেছে। তিনি মোটেই তাকে ডাকেননি। উপরন্তু, র‍্যাটচেট খুব সুন্দর উপযুক্ত ফ্রেঞ্চ ফ্রেজ্ ব্যবহার করেছিলেন। সামান্য ফ্রেঞ্চ জানা ব্যক্তি মোটেই বলতে পারে না—'Ce n'est rien, Te me suis trompe,'।

ডঃ কন্সটানটাইন এবার উত্তেজিত।

—সত্যি কথা। এটা আমাদের ভাবা উচিত ছিল। আপনি যখন কথাটা বলেছিলেন, তখন বেশ গুরুত্ব দিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন—আমার সেটা মনে আছে। ঘড়ির সময়টার ওপর আপনার অনাস্থার কারণ বোঝা গেছে। এগারটা বাজতে এক মিনিট বাকী, সেই সময় র‍্যাটচেট মারা গেছে।

—এটা তার খুনীই কি জানিয়েছে।—বাউস জোর দিয়ে বললেন।

পোয়ারো হাত তুলে যেন তিরস্কার করলেন।

—আমাদের অত দ্রুত এগোবার কোনও দরকার নেই। যা আমরা জানি তার বেশি ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। এটুকু বলাই আমার মতে যথেষ্ট যে, ঠিক ওই সময়ে—

boiRboi.net

এগারটা বাজতে যখন এক মিনিট বাকী—তখন র‍্যাটচেটের ঘরে অন্য একজন লোক ছিল এবং সেই লোকটি খুব পরিষ্কার ফ্রেঞ্চ বলতে পারে।

—আপনি খুব সাবধানী, মাই ফ্রেন্ড!

—এক সময়ে মাত্র একটা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, একই সঙ্গে একাধিক স্টেপ নয়। আমাদের কোনও প্রকৃত প্রমাণ নেই যে র‍্যাটচেট ঠিক সেই সময়েই মারা গেছে।

—একটা চিৎকারে আপনার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তাই না?

—হ্যাঁ, দ্যাটস্ রাইট!

বাউস ভাবিত মুখে বলতে থাকলেন।—একদিক থেকে, এই 'আবিষ্কারে' বিশেষ কোনও সুবিধে হচ্ছে না। আপনি শুনেছিলেন, দরজার সামনে দিয়ে, মানে ওপরে, কেউ ঘোরাফেরা করছে। পাশের ঘরের দরজার সামনে। সন্দেহ নেই, সে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলছিল, অপরাধ সম্পন্ন হবার পরেই, সেই ভয়-দেখানো চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। তারপর সে অপেক্ষা করেছে যতক্ষণ না সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন সে বুঝল নিরাপদ সময় এসেছে, পথ পরিষ্কার, সে র‍্যাটচেটের ঘর ভেতর থেকে লক্ করে চেন লাগাল এবং মাঝের দরজা দিয়ে মিসেস হুবার্ডের ঘরের মধ্যে দিয়ে, অন্যদিকে পালিয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে, এটা আমরা ভেবেছি, শুধু পার্থক্যটা ছিল—র‍্যাটচেট আধঘণ্টা আগে খুন হয়েছে কিনা সেই ব্যাপার নিয়ে। ঘড়িটার সময়—একটা পনের—সেটা একটা 'অ্যালিবাই' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পোয়ারো বললেন, খুব বিখ্যাত 'অ্যালিবাই' নয়। ঘড়ির কাঁটা দেখছিল—১-১৫। সেটা প্রকৃত সময় যখন খুনী তার কাজ সেরে চলে গিয়েছিল।

বাউস এখনও সামান্য বিভ্রান্ত। বললেন, সত্যি যদি হয় তাহলে ঘড়িটা কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?

—যদি কাঁটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়—আমি বলছিল 'যদি'—তাহলে যে সময়টা দেখা যাচ্ছে, সেটার তাৎপর্য আছে। একটা তাৎপর্য হচ্ছে, এই সময়টা যাকে জড়াবে, সন্দেহ তার উপর পড়বে। এই ১-১৫ সময়টা।

ডাক্তার বললেন, ঠিক কথা। এটাই যুক্তি।

—আমাদের ভাবতে হবে ঠিক কোন সময়ে খুনী কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছিল। কখন সে সেই সুযোগ পেয়েছিল? যদি আমরা এর মধ্যে কন্ডাক্টরের ভূমিকাটা না ধরি, তাহলে খুনীর পক্ষে ওই কেবিনে ঢোকার মাত্র একটি সময় আছে,—যখন ট্রেনটা ভিনকোভসি স্টেশনে থেমেছিল। ট্রেন ভিনকোভসি ছেড়ে যাবার পর কন্ডাক্টর করিডরের মুখোমুখি বসেছিল। যদিও যে কোনও সাধারণ লোক ওয়াগন লিট কন্ডাক্টরের উপস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাবে না, কিন্তু একজন ছদ্মবেশী বা অচেনা সন্দেহপ্রবণ কাউকে যদি কেউ দেখতে পায়। সেটা কন্ডাক্টরই দেখতে পাবে। কিন্তু ভিনকোভসিতে থামার সময়, কন্ডাক্টর প্ল্যাটফর্মে নেমে গিয়েছিল। তাই পথ ছিল পরিষ্কার—খুনীর পক্ষে।

বাউস বললেন, আমাদের আগের যুক্তি অনুযায়ী, খুনী নিশ্চই প্যাসেঞ্জারদের কেউ একজন। আমরা সেইখানে ফিরে যাই। কে সে?

boiboi.net

পোয়ারো হাসলেন।—আমি একটা তালিকা বানিয়েছি। যদি আপনারা এটা দেখেন, তাহলে আপনাদের স্মৃতিশক্তি চাঙ্গা হবে।

ডাক্তার এবং বাউস তালিকাটির ওপর ঝুঁকে পড়লেন। এটা সুন্দর যান্ত্রিকভাবে লেখা, সুন্দর পদ্ধতিতে। যেভাবে পর পর যাত্রীদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, সেইভাবে।

১। হেক্টর ম্যাককুইন—আমেরিকান নাগরিক। বার্থ নং ৬। সেকেন্ড ক্লাস।

মোটিভ	:	বোধহয় মৃতের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে শত্রুতা হয়েছিল।
অ্যালিবাই	:	(মাঝরাত থেকে রাত ১-৩০, কর্নেল আরবাথনটের মতে। আর ১-১৫ থেকে ২ টো —কন্ডাক্টরের মতে।)
বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ	:	নেই।
সন্দেহজনক অবস্থা	:	নেই।

২। কন্ডাক্টর পিয়ের মিচেল—ফরাসী নাগরিক।

মোটিভ	:	নেই।
অ্যালিবাই	:	মাঝরাত থেকে ২টো। (দেখেছে H.P.। করিডরে ঠিক যে সময়ে র‍্যাটচেটের ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা গেছে—১২.৩৭। রাত ১টা থেকে ১-১৬—যা দু'জন কন্ডাক্টর বলেছে।)
বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ	:	নেই।
সন্দেহজনক অবস্থা	:	ওয়াগন লিট কন্ডাক্টরের ইউনিফর্ম তার পক্ষে একটা পয়েন্ট যেটা আসলে তার বিরুদ্ধে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি করছে।

৩। এডওয়ার্ড মাস্টারম্যান—ইংরেজ নাগরিক। বার্থ নং ৪। সেকেন্ড ক্লাস।

মোটিভ	:	মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সেই ছিল তার ভৃত্য।
অ্যালিবাই	:	মাঝরাত থেকে দুটো পর্যন্ত। (যা অ্যান্টোনিও ফসক্যারেলি বলেছে।)
বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ, অথবা সন্দেহজনক অবস্থা	:	নেই, শুধুমাত্র এই ছাড়া যে সেই হচ্ছে একমাত্র লোক যার প্রাকৃতিক এবং দৈর্ঘ্য ওয়াগ-লিট কন্ডাক্টরের ইউনিফর্ম পরতে পারে। অন্যদিকে, সে ফ্রেঞ্চ জানে না।

*অপরাধ ঘটার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না থাকার ওজর।

৪। মিসেস হুবার্ড—আমেরিকান নাগরিক। বার্থ নং ৩। ফার্স্ট ক্লাস।

মোটিভ	:	নেই।

boiboi.net

অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো পর্যন্ত।—কিন্তু নেই।
বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা সন্দেহজনক অবস্থা : তার ঘরে লোকের উপস্থিতি কনফার্ম করেছে হার্ডম্যান এবং পরিচারিকা স্মিট।

৫। গ্রেটা ওলসন—সুইডিশ নাগরিক। বার্থ নং ১০। সেকেন্ড ক্লাস।

মোটিভ : নেই।
অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো।
(ডেবেনহ্যামের মতে।) সে-ই র‍্যাটচেটকে জীবন্ত শেষবারের মতো দেখেছিল।

৬। প্রিন্সেস দ্রাগোমিরোফ—ন্যাচারালাইজড্ ফ্রেঞ্চ নাগরিক। বার্থ নং ১৪। ফার্স্ট ক্লাস।

মোটিভ : আর্মস্ট্রং ফ্যামিলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। গড মাদার অব্ সোনিয়া আর্মস্ট্রং।
অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো।
(কন্ডাক্টর ও পরিচারিকার মতে)
বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা সন্দেহজনক অবস্থা : নেই।

৭। কাউন্ট আন্দ্রেয়েনী—হাঙ্গেরির নাগরিক। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট। বার্থ নং ১৩। ফার্স্ট ক্লাস।

মোটিভ : নেই।
অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো। (কন্ডাক্টরের মতে, কিন্তু এতে ১টা থেকে ১-১৫ সময়টা ধরা যায়নি)।

৮। কাউন্টেস আন্দ্রেয়েনী—পূর্বোক্ত—বার্থ নং ১২।

মোটিভ : নেই।
অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো 'ট্রায়োনাল' ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন এবং ঘুমিয়েছিলেন। (তার স্বামীর মতে। ট্রায়োনালের শিশি তার কাবার্ডে পাওয়া গিয়েছিল।)

৯। কর্নেল আরবাথনট—ব্রিটিশ নাগরিক। বার্থ নং ১৫। ফার্স্ট ক্লাস।

মোটিভ : নেই।
অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো। ম্যাককুইনের সঙ্গে ১-৩০ পর্যন্ত কথা বলেছিলেন। নিজের কম্পার্টমেন্টে চলে গিয়েছিলেন, আর বেরোননি। (ম্যাককুইন এবং কন্ডাক্টরের মতে।)

boiRboi.net

বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা সন্দেহজনক অবস্থা : পাইপ ক্লিনার।

১০। সাইরাস হার্ডম্যান—আমেরিকান নাগরিক। বার্থ নং ১৬। সেকেন্ড ক্লাস।

মোটিভ : জানা যায়নি।

অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো পর্যন্ত কামরা ছেড়ে বেরোননি। (ম্যাককুইন ও কন্ডাক্টরের মতে।)

বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা সন্দেহজনক অবস্থা : নেই।

১১। অ্যান্টেনিও ফসক্যারেলি—আমেরিকান নাগরিক (জন্মসূত্রে ইটালীয়ান)। বার্থ নং ৫। সেকেন্ড ক্লাস।

মোটিভ : জানা যায়নি।

অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো পর্যন্ত (এডওয়ার্ড মাস্টারম্যানের মতে)।

বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ অথবা সন্দেহজনক অবস্থা : নেই, শুধুমাত্র এই ছাড়া যে, খুনের অস্ত্রটা তার মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায়। (বাউসের মতে)।

১২। মেরি ডেবেনহ্যাম—বৃটিশ নাগরিক। বার্থ নং-১১। সেকেন্ড ক্লাস।

মোটিভ : নেই।

অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো (গ্রেটা ওলসনের মতে)।

বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা সন্দেহজনক অবস্থা : কথাবার্তা, যেটা H.P. শুনেছেন। আর কথাবার্তা ব্যাখ্যা করতে তার আপত্তি।

১৩। হিল্ডারগ্রেড স্মিট—জার্মান নাগরিক। বার্থ নং-৮। সেকেন্ড ক্লাস।

মোটিভ : নেই।

অ্যালিবাই : মাঝরাত থেকে দুটো। (কন্ডাক্টর এবং তার কর্ত্রীর মতে।) বিছানায় শুতে গিয়েছিল। ১২-৩৮ কন্ডাক্টরের ডাকে উঠে পড়ে। নিজের কর্ত্রীর কাছে যায়।

মন্তব্য : যাত্রীদের সাক্ষ্যপ্রমাণ কন্ডাক্টর সমর্থন করে। কেউ র‍্যাটচেটের ঘরে যায়নি, বা তার ঘর থেকে বেরোয়নি—মাঝরাত থেকে ১টা পর্যন্ত (যখন সে নিজে পাশের কোচে গিয়েছিল) এবং ১-১৫ থেকে ২টো পর্যন্ত।

boiRboi.net

পোয়ারো বললেন, তালিকাটা ও মন্তব্যগুলো শুধুমাত্র আমরা যা শুনেছি ও জেনেছি, তার সারাংশ। সাক্ষ্য নেওয়ার ক্রমিক অনুযায়ী।

বাউস মুখ বেঁকিয়ে ফেরৎ দিলেন।—এতে কোনও আলোকপাত হলো না।

—বোধহয় এর আস্বাদ আপনি পরে পাবেন।

পোয়ারো হাসলেন। তার হাতে আরেকটা কাগজের শিট্ দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশটি প্রশ্ন

সেই কাগজটার উপর লেখা আছে:

'যে ব্যাপারগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন'

১। রুমালটা যাতে আদ্যাক্ষর H মার্কা করা আছে, সেটা কার?

২। পাইপ-ক্লিনার। এটা কি কর্নেল আরবাথনট ফেলে গিয়েছিলেন? অথবা অন্য কেউ?

৩। ঘন লাল রঙের কিমোনো কে পরেছিলেন?

৪। কে সেই নারী অথবা পুরুষ যিনি ওয়াগন লিট কন্ডাক্টরের ইউনিফর্ম পরে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল?

৫। ঘড়ির কাঁটা কেন ১-১৫ সময়টা নির্দেশ করছিল।

৬। ওই সময় কি খুনটা ঘটেছে?

৭। নাকি তার আগে?

৮। নাকি তার পরে?

৯। আমরা কি নিশ্চিত যে র‍্যাটচেটকে একাধিক ব্যক্তি 'স্ট্যাব্' করেছিল?

১০। মৃতের আঘাতগুলোর আর কি অর্থ হতে পারে?

কাগজের লেখাটা পড়ে বাউসের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। এটা যেন তার বুদ্ধিমত্তার ওপর একটা চ্যালেঞ্জ!

—ওয়েল, দেখা যাক এবার আমরা কি করতে পারি! প্রথমে রুমালটা দিয়েই শুরু হোক। আমরা সবাই শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকব, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করব।

পোয়ারো বললেন, নিশ্চই!

বাউসের দিকে তৃপ্তির ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালেন তিনি।

বাউস যেন উপদেশ দিতে থাকলেন।

—এই আদ্যাক্ষর 'H' তিনজন লোকের নামের সঙ্গে যুক্ত—মিসেস হবার্ড, মিস্ ডেবেনহ্যাম—যার দ্বিতীয় নাম হারমিওন,—এবং পরিচারিকা হিল্ডারগ্রেড স্মিট্।

—আহ্, সেই তিনজনের মধ্যে—

—সেটা বলা শক্ত। কিন্তু মিস ডেবেনহ্যামের পক্ষে ভোট দেব। সবাই জানে, তাকে দ্বিতীয় নামেই ডাকা হয়ে থাকে, প্রথম নামে নয়। তাছাড়া তার সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ

boiRboi.net

তো থেকেই গেছে। বন্ধু, আপনি যে কথাবার্তাগুলো শুনেছিলেন, সেগুলো বেশ কৌতূহলের ব্যাপার—এবং সেগুলোর মানে বলতে সে অস্বীকার করেছিল।

ডঃ কন্সটানটাইন বললেন, আমার মতে, ওই মোটা আমেরিকান। কারণ এটা বেশ দামী রুমাল। সারা পৃথিবী জানে, আমেরিকানরা পয়সা ওড়াতে পরোয়া করে না।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আপনারা দু'জনেই 'মেউড'-কে মুক্তি দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ। সে নিজেই বলেছে, এটা আপার ক্লাসের কারুর রুমাল হবে মনে হয়।

—দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো, পাইপ-ক্লিনার! এটা কি কর্নেল আরবাথনট ফেলে রেখেছিল, নাকি অন্য কেউ?

—এটা বলা আরও শক্ত। ইংরেজরা 'স্ট্যাব্' করে না। আপনি সেটা সত্যি বলবেন। আমার মনে হচ্ছে—অন্য কেউ পাইপ ক্লিনারটা ফেলে গেছে। সেটা ওই লম্বা ইংরেজ—মানে আরবাথনটকে জড়িত করার জন্য।

ডাক্তার বললেন, মঁসিয়ে পোয়ারো বলেছিলেন, দুটো 'ক্লু'-ই অসতর্কতার ব্যাপার। আমি বাউসের সঙ্গে একমত। রুমালটা কেউ ভুল করে ফেলে গেছে, তাই এখন কেউ স্বীকার করবে না এটা তার রুমাল। আর পাইপ-ক্লিনারটা একটা জাল 'ক্লু'-এই থিওরির পক্ষে বলা যায়, কর্নেল আরবাথনট কোনওরকম অস্বস্তি পাননি, বরং পরিষ্কার স্বীকার করেছেন তিনি পাইপ খান এবং ওই ধরণের ক্লিনার ব্যবহার করেন।

পোয়ারো বললেন, আপনার যুক্তি অর্থপূর্ণ।

—তিন নম্বর প্রশ্ন, ঘন লাল রঙের কিমোনোটা কে পরেছিল?—বাউস বলতে থাকলেন—সে ব্যাপারে আমার সামান্যতম ধারণা নেই। ডঃ কন্সটানটাইন, আপনার কি মত?

—কোনও কিছু বলার নেই।

—তাহলে আমাদের এই ব্যাপারে হার স্বীকার করতে হয়। পরের কথা হলো—সম্ভাবনা কি! কোনও পুরুষ বা নারী ওয়াগন লিট ইউনিফর্ম পরে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল? অনেকেই বলতে পারবে—কে কে এটা পরতে পারে না। যেমন, হার্ডম্যান, কর্নেল আরবাথনট, ফসক্যারেলি, কাউন্ট আন্দ্রেনেয়ী এবং হেক্টর ম্যাককুইন। সকলেই বেশ লম্বা। আর মিসেস হুবার্ড, হিল্ডারগ্রেড স্মিট এবং গ্রেটা ওলসন বেশি স্থূলকায়। তাহলে কারা বাকী রইল? ভৃত্য, মিস ডেবেনহ্যাম। প্রিন্সেস ড্রাগোমিরোফ এবং কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ী। তাদের কাউকেই পরিষ্কার সন্দেহ করা যায় না, এই ব্যাপারে। একবার গ্রেটা ওলসন এবং আরেকবার অ্যান্টোনিও ফসক্যারেলি শপথ করে বলেছে—মিস ডেবেনহ্যাম ও ভৃত্য কখনও কামরা ছেড়ে বেরোয়নি। হিল্ডারগ্রেড স্মিট শপথ করেছে—রাজকুমারীও ঘরেই ছিলেন। কাউন্ট বলেছেন তার স্ত্রী ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন। তাই এদের কেউ খুনী হতে পারে না—অসম্ভব!

ডঃ কন্সটানটাইন বললেন, কিন্তু এই চারজনের কেউ একজন তো হবেই। যদি না

অবশ্য বাইরের কেউ একজন এসে পেছনে লুকিয়ে থাকে। আমরা একমত হয়েছিলাম—সেটা অসম্ভব!

বাউস তালিকার পরের প্রশ্নটায় গেলেন।

—৫ নং। ঘড়ির ভাঙা কাঁটা কেন ১-১৫ 'শো' করছিল? আমি এর দুটো ব্যাখ্যা দিতে পারি। হয় এটা খুনী নিজেই করেছে একটা 'অ্যালিবাই' হিসাবে, সে কামরা ছেড়ে বেরতে পারেনি তখনও কারণ লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে—অথবা, ...দাঁড়ান...আমার মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এসেছে।

অন্য দু'জন ধৈর্য ধরে চুপ করে রইলেন, আর বাউস মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকলেন।

একটু পরে বাউস বললেন, হ্যাঁ, পেরেছি। ওয়াগন লিট মার্ডারার ঘড়ি কাঁটা ঘোরায়নি। এটা তার কাণ্ড যাকে আমরা—'সেকেন্ড মার্ডারার'—দ্বিতীয় খুনী বলছি। সে বাঁ হাতি অর্থাৎ লাল কিমোনো পরা মহিলা। সে পরে এসেছিল, ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়েছিল নিজের জন্য একটা 'অ্যালিবাই' তৈরি করতে।

—ব্রেভো! খুব সুন্দর কল্পনা!—ডঃ কন্সটানটাইন বললেন।

পোয়ারো বললেন, প্রকৃতপক্ষে মহিলা র‍্যাটচেটকে পিছন থেকে 'স্ট্যাব্' করেছিল—বোঝেনি যে সে ইতিমধ্যেই মৃত। তার খেয়াল হয়েছিল—পায়জামা পকেটে একটা ঘড়ি থাকতে পারে। সেটা বের করে আনাড়ি কাঁটা ঘোরায়, এবং তাতে একটা সময় ফুঠে ওঠে।

বাউস নিস্পৃহভাবে তাকালেন।

—আর কিছু ভাল সাজেশন নেই আপনাদের?

—এই মুহূর্তে—না।—পোয়ারো বললেন।

বাউস বলতে থাকেন—একই ব্যাপার! আপনাদের দু'জনের কেউই ঘড়ি সম্পর্কে সবচেয়ে ইনটারেস্টিং পয়েন্টটা ধরতে পারেননি।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন—৬ নম্বর প্রশ্নটা কি এর সঙ্গে জড়িত? সেই প্রশ্নের—'খুনটা কি ১-১৫ সময়ে হয়েছিল', আমার উত্তর হচ্ছে—না।

বাউস বললেন, আমি একমত। কিন্তু খুনটা কি তার আগে ঘটেছিল? প্রশ্ন এটাই। আমি বলছি—হ্যাঁ। ডাক্তার, আপনিও কি তাই বলছেন?

ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন ও আছে। 'নাকি পরে ঘটেছিল'? এটাকেও 'হ্যাঁ' বলা যায়। মঁসিয়ে বাউস, আমি আপনার থিওরি মানছি, মঁসিয়ে পোয়ারোও মানছেন। যদিও তিনি সরাসরি মানছেন না।...প্রথম খুনী এসেছে ১-১৫ মিনিটের আগে, দ্বিতীয় খুনী ১-১৫ মিনিটের পরে।...আর বাঁ-হাতি, লেফট্হ্যান্ড ব্যাপারটা সম্পর্কে বলা যায় আমাদের উচিত প্যাসেঞ্জারদের কে তেমন আছে, সেটা খুঁজে বের করা!

পোয়ারো বললেন, সেই ব্যাপারটা আমি পুরোপুরি তুচ্ছ করছি না। আপনারা দেখেছেন, আমি প্রত্যেক যাত্রীকে নাম-ঠিকানা নিজের হাতে লিখতে বলেছি। তাতে

boiRboi.net

সম্পূর্ণ সাহায্য হয় না, কারণ কিছু লোক কিছু কাজ ডান হাতে করে, অন্য কাজ বাঁ হাতে করে। কেউ ডান হাতে লেখে, কিন্তু বাঁ হাতে খেলে। তবুও এটা একটা পয়েন্ট! এখানে প্রত্যেক যাত্রী ডান হাতে পেন ধরেছে—ব্যতিক্রম শুধু প্রিন্সেস ড্রাগোমিরোফ, যিনি নিজের হাতে লিখতে চাননি।

বাউস বললেন—রাজকুমারী! অসম্ভব।

ডঃ কন্সটানটাইন রহস্যময় সুরে বললেন, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তিনি ওই রকম সজোরে বাঁহাতি আঘাত হানতে পারেন কিনা! ওই ক্ষতটা বেশ গভীর এবং খুব জোর দিয়ে আঘাত করা।

—মেয়েদের যা শক্তি, তার চেয়ে বেশি জোরে?

—না, তা বলছি না। আমি বলছি, এক বৃদ্ধার পক্ষে যতখানি সম্ভব, তার চেয়ে জোরে। রাজকুমারী ড্রাগোমিরোফের শরীর বেশ দুর্বল।

পোয়ারো বললেন, হতে পারে, মনই শক্তি যুগিয়েছে। অনেক সময় তা হয়। মন শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজকুমারীর মানসিক শক্তি অসাধারণ। তিনি এক কঠোর ব্যক্তিত্ব—যার ইচ্ছাশক্তি বেশ জোরাল। যাই হোক, আমরা এখন অন্য পয়েন্টে যাই।

—৯ এবং ১০ নম্বর প্রশ্ন। আমরা কি নিশ্চিত হতে পারি যে র‍্যাটচেটকে দু'জন ব্যক্তি স্ট্যাব্ করেছে? মানে, একাধিক খুনী আছে। ক্ষতগুলোর আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? আমার মতে, ডাক্তারি শাস্ত্র অনুযায়ী বললে, এইসব ক্ষতের আর অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। আরেকটা বিকল্প, যদি একজনই খুনী ধরি, তবে কল্পনা করতে হবে—সে প্রথমে দুর্বলভাবে আঘাত করেছে, তারপর জোর দিয়ে; প্রথমে ডান হাতে, পরে বাঁহাত দিয়ে; তারপর অন্তত আধঘণ্টা পরে মৃত শরীরের ওপর নতুন করে আঘাত দিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।...এরকম কল্পনা অর্থহীন!

পোয়ারো বললেন, না, এর কোনও মানে হয় না ঠিকই। কিন্তু যদি দু'জন খুনী ধরেন, তাহলে মানে হয় তো?

—আপনি নিজেই এই কথা বলেছিলেন। তাই আর কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

পোয়ারো যেন দূরে দৃষ্টিপাত করলেন।

—আমিও নিজেকে এই কথাই জিজ্ঞেস করছি। আমার জিজ্ঞাসা শেষ হচ্ছে না।

সীটের উপর হেলান দিলেন তিনি।

—এখন থেকে, সবই এখানে—

বলে কপালে টোকা মারলেন।

—এখান থেকেই বের হবে। ঘটনাগুলো আমাদের সামনে, সুন্দরভাবে পর পর সাজানো। প্যাসেঞ্জাররা এখানে এসে একে একে বসেছিল। সাক্ষ্য দিয়েছিল। যা জানা সম্ভব আমরা জেনেছি—বাইরে থেকেই—

বাউসের দিকে তাকিয়ে প্রীতিপূর্ণ হাসি হাসলেন।

—আমাদের মধ্যে একটা ছোট তামাশা হয়েছে।...এই বসে বসে আর চিন্তা করে

boiRboi.net

করে সত্য উদঘাটন করার পদ্ধতি! হ্যাঁ, আমার সেই থিওরি এখন কার্যকরী করতে যাচ্ছি। আপনাদের চোখের সামনে। আপনারাও চিন্তা করুন। আমরা সকলে এখন চোখ বন্ধ করে গভীর ভাবনায় ডুবে যাব—

...বিষয়টা হলো—এক বা একাধিক ব্যক্তি র‍্যাটচেটকে খুন করেছে। এই যাত্রীদের মধ্যেই সে বা তারা আছে। কে সে? কারা তারা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিছু ইঙ্গিতবহ পয়েন্ট

প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল। কেউ কথা বলেনি।

মঁসিয়ে বাউস এবং ডঃ কন্সটানটাইন পোয়ারোর নির্দেশ মেনে গভীরভাবে চিন্তা করছেন, যেন ধ্যানের মতো। নানা স্তরের বিপরীত ধর্মী চিন্তার মধ্যে দিয়ে তারা একটা সমাধানের সমতলে আসতে চেষ্টা করছেন।

পোয়ারো স্থির হয়ে বসে আছেন। মনে হবে তিনি যেন ঘুমন্ত।

হঠাৎ প্রায় মিনিট পনের স্থির থাকার পর তার ভুরু কপালে ইঠতে শুরু করল। মুখ দিয়ে একটা চাপ শ্বাস বেরোল। তিনি আপনমনে বলতে থাকলেন:

—আফটার অল, হোয়াই-নট?...আর তাই যদি হয়, তাহলে গোটা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যায়।

তিনি চোখ মেললেন। বেড়ালের সবুজ চোখের মতো এখন তার চোখ। তিনি নরম সুরে বললেন, অবশেষে! আমার ভাবনা একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে। আপনাদের কি অবস্থা?

বাকী দু'জন চিন্তায় মগ্ন তখনও। তাই পোয়ারোর কথায় তারা চমকে উঠে সচকিত হলো। বাউস বললেন, আমিও কিছুটা ভেবেছি। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। বন্ধু, এই খুনের সঠিক ব্যাখ্যা তোমারই কাজ; আমাদের দ্বারা হবে না।

ডাক্তারও দ্বিধা ছেড়ে তার এতক্ষণের চিন্তা ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এলেন।

ডাক্তার বললেন, আমি গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করেছি। অনেক সম্ভাব্য থিওরি ঘেঁটেছি, কিন্তু কোনওটাতেই আমার মনের সন্তুষ্টি হয়নি।

পোয়ারো প্রীতিপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। যেন মনে মনে বললেন, ঠিক কথা।

তারপর সোজা হয়ে বসলেন। বুকটা এগিয়ে দিয়ে গোঁফে হাত বোলালেন। পেশাদারী বক্তা যেভাবে জনসভায় ভাষণ দেয়, সেইভাবে শুরু করলেন।

—বন্ধুগণ, আমি খুব মন দিয়ে ঘটনাগুলো মনে মনে পর্যালোচনা করেছি। এবং যাত্রীদের সাক্ষাৎগুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ভেবেছি। আমি অবশ্য এখনও অস্পষ্ট দেখছি। তবে কিছু কিছু ব্যাখ্যা মাথায় আসছে—যে ঘটনাগুলো আমরা জানি। তবে খুব আশ্চর্য ব্যাখ্যা, কারণ এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি সেগুলো সত্যি কিনা! তবে নিঃসন্দেহ হওয়া জন্য আমাকে কতগুলো পরীক্ষা করতে হবে।

...কতগুলো পয়েন্ট কিছু দিক নির্দেশ করছে। মঁসিয়ে বাউসের মন্তব্যটাই প্রথমে

ধরা যাক। যে মন্তব্য তিনি এখানে প্রথমদিন লাঞ্চের সময় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—নানা ধরনের লোক আমাদের ঘিরে ধরেছে—নানা শ্রেণী, নানা জাতি, নানা বয়েসী। এটা বাইরে এই সময়ে—বিরল একটা সময়ে—হয়ে থাকে। এথেন্স-প্যারিস বা বুখারেস্ট-প্যারিস কোচ প্রায় খালি। ভুলবেন না, একজন প্যাসেঞ্জার ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারেনি। আমার মতে, এটাও তাৎপর্যপূর্ণ।...এছাড়া কিছু ছোটখাটো পয়েন্ট আমাকে নাড়া দিয়েছে। যেমন মিসেস হুবার্ডের স্পঞ্জব্যাগটা যে অবস্থায় ছিল। মিসেস আর্মস্ট্রং-এর মায়ের নাম, হার্ডম্যানের ডিটেকটিভ মেথড্, ম্যাককুইনের সাজেশন যে র‍্যাটচেট নিজেই পোড়া নোটগুলো ধ্বংস করেছে (যেগুলো আমরা দেখেছিলাম), রাজকুমারী ড্র্যাগেমিরোফের আদ্যনাম, আর হাঙ্গারিয়ান পাসপোর্টে ওই দাগটা।

বাউস আর ডাক্তার তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, এই পয়েন্টগুলো আপনাদের কোনওরকম তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় না।

বাউস পরিষ্কার গলায় বললেন, না, তেমন নয়।

—ডাক্তার কি মনে করেন?

—আপনি কি বলছেন, তার বিন্দুমাত্র আমি বুঝতে পারছি না।

ইতিমধ্যে, পোয়ারোর কথা শুনে বাউস হঠাৎ পাসপোর্টগুলো ঘাঁটতে থাকলেন। একটু আওয়াজ করে তিনি কাউন্ট ও কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ীর পাসপোর্ট দুটো হাতে নিলেন। পাতা ওল্টালেন।

—এটাই কি আপনি উল্লেখ করছেন? এই নোংরা দাগটা?

—ইয়েস। কোন জায়গায় দাগটা পড়েছে লক্ষ্য করেছেন?

—কাউন্টের স্ত্রীর পরিচয়ের প্রথম দিকে, প্রকৃতপক্ষে তার নাকের ওপর। কিন্তু তবু বলব, আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না।

—আমি এটা অন্য দৃষ্টি কোণ থেকে দেখব। এবার আমরা রুমালের ব্যাপারে ফিরে যাই, যে রুমালটা মৃত ব্যক্তি ঘরে পাওয়া গিয়েছিল। একটু আগেই আমরা বলেছি, আদ্যক্ষর 'H' ধরলে এর সঙ্গে যুক্ত হবে মিসেস হুবার্ড, ডেবেনহ্যাম এবং ওই পরিচারিকা—হিলডারগ্রেড স্মিট। এবার রুমালটাকে অন্য দিক থেকে দেখা যাক। বন্ধু, এটা খুব দামী রুমাল। একটা সখের লাক্সারির জিনিস, হাতে-তৈরি প্যারিসে এমব্রয়ডারি করা। যদি আদ্যক্ষরটা বাদও দিই, তবু এই রুমালটা কোন যাত্রীর হতে পারে? মিসেস হুবার্ডের নয়—কারণ তিনি এত মূল্যবান রুমাল কেনার অবস্থায় নেই। মিস ডেবেনহ্যামও নয়, ওই ধরনের ইংরেজ মহিলার সৌখিন লিনেনের রুমাল ব্যবহার করে, কিন্তু কেমব্রিকের এমন দামী—অন্তত দুশো ফ্র্যাঙ্ক দাম হবে—জিনিস ব্যবহার করে না। আর ওই পরিচারিকার তো প্রশ্নই ওঠে না।...কিন্তু ট্রেনে আরও দু'জন মহিলা আছে যাদের পক্ষে এই রুমাল ব্যবহার করা সম্ভব। দেখা যাক, ওদের সঙ্গে আমরা

এই আদ্যক্ষর 'H'-এর কোনও সূত্র খুঁজে পাই কিনা। যে দু'জন মহিলার কথা আমার মনে এসেছে তাদের মধ্যে একজন প্রিন্সেস ড্রাগোমিরোফ—

—যার নাম কিন্তু নাটালিয়া—বাউস ঠাট্টা করে বললেন।

—ঠিকই তো! তার খৃস্টান নাম, আমি বলেছি, নিশ্চিত ভাবে একটা দিক তুলে ধরছে। আরেকজন, কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ী। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠছে—

—আপনি—

—আমিই বলছি, তার পাসপোর্টে খৃস্টান নামটা আঠার খোঁচা দিয়ে অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। হয়ত এটা শুধু একটা দুর্ঘটনা, যে কেউ তাই বলত। কিন্তু তার খৃস্টান নামটাই ধরুন—এলেনা। আসলে এটা হেলেনা, ক্যাপিটাল 'H' আদ্যাক্ষর। হেলেনাকেই ক্যাপিটাল 'E' করে এলেনা বানানো হয়েছে। সেটা করা কঠিন নয়। বড় একটা গ্রিজের ফোটা দিয়ে 'H'-টা ঢেকে ফেলা হয়েছে।

বাউস বললেন, হেলেনা! এটা একটা আইডিয়া বটে!

—নিশ্চই আইডিয়া। আমি আমার ধারণা যাচাই করতে চেষ্টা করেছি। একটু সমর্থন পেয়েছি, যতই ক্ষুদ্র হোক। কাউন্টেসের লাগেজের মধ্যে একটা ব্যাগ ভেজা-ভেজা। আসলে ব্যাগের গায়ে লেখা নাম মুছে তুলে দিলে যেমন ভেজা ভেজা হয়ে থাকে। নানা জায়গাতেই হেলেনা মুছে এলেনা লেখা যেতে পারে!

বাউস বলেন, এইবার আপনার কথাগুলো আমায় বিশ্বাসযোগ্য বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু, কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ী...নিশ্চই—

—আহ্ বন্ধু, আপনাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং সমস্তটাই উল্টোদিক থেকে দেখতে হবে। এই খুনটা সকলের চোখে কেমন ঠেকছে? ভুলবেন না তুষারপাতটা কিন্তু খুনীর মূল প্ল্যানটা ভেস্তে দিয়েছিল। এক মিনিটের জন্য আমরা কল্পনা করতে পারি—কোনও তুষারপাত ঘটেনি এবং ট্রেন স্বাভাবিকভাবে ছুটে চলেছে। তাহলে কি ঘটতো?

...খুনী কে তবুও ধরা যেত। ধরা যাক, ইটালিয়ান সীমান্তে, খুব ভোরে। ইটালীয়ান পুলিশের কাছেও সবাই একই রকমের সাক্ষ্য দিত। যেমন আমাদের কাছে দিয়েছে। ম্যাককুইন ওই ভয়-দেখানো চিঠিগুলো দেখাত, মিঃ হার্ডম্যান তার কাহিনী শোনাতো। মিসেস হুবার্ড আগ্রহী থাকতেন বর্ণনা দিতে—কেমন করে একজন লোক তার ঘরে রাতে ঢুকেছিল, আর বোতামটাও দেখাতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, দুটো জিনিস অন্যরকম হতো হয়ত। খুনী মিসেস হুবার্ডের কম্পার্টমেন্ট দিয়ে পাস করেছে হয়ত রাত একটার আগে। আর ওয়াগন লিট কন্ডাক্টরকে হয়ত কোনও একটা টয়লেটে 'পরিত্যক্ত' দেখা যেত।

boiRboi.net

—তার মানে?

—মানে, খুনী বাইরের লোক—এই ধারণাটাই দিতে চাইত। তাই ধরা হত খুনী ব্রড-এ ট্রেন ত্যাগ করেছে, যেখানে ট্রেনের পৌঁছানোর কথা ০০.৫৮ মিনিটে। কেউ একজন ওয়াগন লিট্ কন্ডাক্টরের পোশাকে করিডর দিয়ে যেত। ইউনিফর্ম একটা

দর্শনীয় জায়গা ফেলে রাখা হতো, এই কথা বোঝাতে এটা খুনির কৌশল! তাতে কোনও প্যাসেঞ্জারদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতো না। বন্ধুগণ, সারা পৃথিবীর চোখে ঘটনাটা এইভাবে তুলে ধরাই ছিল মূল প্ল্যান!

...কিন্তু এই তুষারপাত দুর্ঘটনা ট্রেনের মধ্যে খুনের মূল পরিকল্পনাটাকে পাল্টে দিল। খুনী কেন খুন করা ব্যক্তির সঙ্গে একই কম্পার্টমেন্টে দীর্ঘ সময়ের জন্য ছিল—তার যথেষ্ট কারণ আছে।

সে অপেক্ষা করছিল ট্রেন কখন ছাড়বে। তার মানে সে অন্তত বুঝেছিল যে ট্রেন চলছে না। তাই খুনী এখনও ট্রেনের মধ্যেই আছে।

বাউস অধৈর্য হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু রুমালটা কোথা থেকে এলো?

—আমি সেই পয়েন্টে একটু ঘুরপথে আসছি। চক্রাকারে ঘুরে। প্রথমেই বলি। ভয়-দেখানো চিঠিগুলো অনেকটা অন্ধের মতো লেখা। ওগুলো একেবারে কোনও আমেরিকান নভেল থেকে টুকলি করে লেখাও হতে পারে। ওগুলো সত্যি নয়। ওগুলো, প্রকৃতপক্ষে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আমাদের ভাবতে হবে—'ওই চিঠিগুলো কি র‍্যাটচেটকে ঠকাতে পেরেছিল?' ওপর থেকে ভাবলে উত্তর হবে—'না'। হার্ডম্যানকে সে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তাতে পরিষ্কার একজন 'ব্যক্তিগত' শত্রুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, যাকে সে চিনত। যদি আমরা হার্ডম্যানের কথা বিশ্বাস করি, তবে ব্যাপারটা তাই। কিন্তু র‍্যাটচেট অবশ্যই একটা চিঠি পেয়েছে সেটা একটু অন্য ধরনের।..যে চিঠিটাতে শিশু আর্মস্ট্রং-এর উল্লেখ আছে। চিঠিটা তার ঘরেই পাওয়া গিয়েছিল। র‍্যাটচেট সেটার গুরুত্ব যখনই বুঝুক বা না বুঝুক। এটা বুঝেছিল—তার জীবন বিপন্ন। ওই চিঠিটা হতো না। খুনী প্রথমেই চেয়েছিল সেটা নষ্ট করতে।...অর্থাৎ এটা তার দ্বিতীয় বাধার সৃষ্টি করেছিল। প্রথমে বরফ, দ্বিতীয় এই চিঠিটা কি ভাবে ধ্বংস করা যায়, সেই চিন্তা।

...সে চিঠিটা যে যত্ন নিয়ে নষ্ট করা হয়েছিল, তাতে একটা মানেই বোঝা যায়। অর্থাৎ এই ট্রেনে এমন কেউ আছে যে আর্মস্ট্রং পরিবারের লোক। তাই চিঠিটা তার পক্ষে অবশ্যই বিপজ্জনক।

...এবার অন্য দুটো 'ক্লু'-তে আমরা আসছি। আমি পাইপ-ক্লিনারের কথা আর তুলছি না। সেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কথাবার্তা হয়েছে। আমরা তাই এবার রুমালে আসছি। সহজভাবে ধরলে, ওই 'H'-আদ্যাক্ষরটার যার নামে যুক্ত, সেই ব্যক্তি জড়িয়ে যায়। এবং সেই ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবেই ওটা ফেলেছে।

ডাক্তার বললেন, ঠিক তাই। সেই 'মহিলা' যেই টের পেল ওখানে রুমাল ফেলে এসেছে, 'H'-অক্ষর লেখা রুমাল, তখনই সে সচেষ্ট হয়েছে নিজের নামের আদ্যাক্ষর গোপন করতে।

—ওঃ, আপনি কত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান। আমি নিজেকে নিয়ে অত দ্রুত চলতে পারি না!

—আর কোনও বিকল্প থাকতে পারে?

—নিশ্চই পারে। ধরুন, আপনি একটা ছোটখাটো অপরাধ করেছেন এবং চাইছেন সন্দেহটা অন্যের ওপর চাপাতে! এই ট্রেনে সেই রকম আর্মস্ট্রং ফ্যামিলির একজন কেউ আছে,—এক নারী। ধরুন, আপনি তার রুমালটা ওইখানে ফেলে এলেন। তাহলে আমরা সেই নারীকেই প্রশ্ন করতে থাকব, আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা উঠবে, এটাকে 'মোটিভ' বলে ধরা হবে—তার সঙ্গে ওই চিঠিটা সাক্ষ্য দেবে।

ডাক্তার বললেন, কিন্তু সেই মহিলা যদি নির্দোষ হন, এক্ষেত্রে সে তার পরিচয় গোপন করতে চাইবে না।

—আহ্, তাই নাকি? আপনি তাই ভাবছেন? সেটা অবশ্যই পুলিশ কোর্টের অভিমত হতে পারে। কিন্তু বন্ধু, আমি মনুষ্যচরিত্র জানি। তাই হঠাৎ খুনী বলে সন্দেহের প্রকোপে পড়ার সম্ভাবনা। এমন সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য সে পরিচয় গোপন করতেও পারে। বহু নির্দোষ লোক এমন ক্ষেত্রে মাথা ঘুলিয়ে ফেলে, অনেকরকম অবিশ্বাস্য কাজ করে,—না, না, গ্রিজের ফোঁটা বা লেবেল পাল্টাবার জন্যই দোষী বলা যায় না। সেটা শুধু প্রমাণ করে—কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ী ভয় পেয়ে অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য এমন কাণ্ড করেছেন। অর্থাৎ পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছেন।

—আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক আছে বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেছিলেন—কোনওদিনও আমেরিকা যাননি।

—ঠিক কথা। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি বলেন। তার বিদেশি ভাবমূর্তি আছে, যেটা তিনি একটু বাড়িয়ে বলেন। কিন্তু তিনি কে—সেটা কল্পনা করা কঠিন নয়। আমি এই মাত্র মিসেস আর্মস্ট্রং-এর মায়ের নামটা বলেছি। তার নাম লিনা আর্ডেন, নামকরা অভিনেত্রী—বিশেষ করে শেক্সপেরিয়ান নাটকের চরিত্রে। ধরুন 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'—ফরেস্ট অব্ আর্ডেন অ্যান্ড রোজালিন্ড! সেইখান থেকেই তিনি তার পেশাদারী নাট্যজগতের নামটা বাছতে পারেন—যাকে আমরা বলি 'অ্যাকটিং নেম'। লিন্ডা আর্ডেন—সেই নামেই তিনি বিখ্যাত, কিন্তু সেটা তার প্রকৃত নাম নয়। তার নাম হতে পারে—গোল্ডেনবার্গ! তার ধমনীতে মধ্য ইউরোপের রক্ত বইছে—হয়ত কিছু ইহুদী মিশ্রণ আছে।...আমেরিকায় অনেক জাতি গিয়ে উঠেছে। তাই বন্ধু, আমার মনে হয়—মিসেস আর্মস্ট্রং-এর ছোটবোন—যে ওই ট্র্যাজিডির সময় খুব অল্পবয়েসী ছিল—সে-ই হচ্ছে হেলেনা। হেলেনা গোল্ডেনবার্গ, লিন্ডা আর্ডেনের ছোট মেয়ে। এবং সে-ই কাউন্ট আন্দ্রেয়েনীকে বিয়ে করেছিল যখন কাউন্ট ওয়াশিংটনে 'অ্যাটাশি'র পক্ষে কাজ করতেন।

—কিন্তু প্রিন্সেস ড্রাগোমিরোফ বলেছিলেন—সে এক ইংরেজ ভদ্রলোককে বিয়ে করেছিল।

—যার নাম তিনি মনে করতে পারেননি! বন্ধু, আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, সেটা কি আদৌ সম্ভব? প্রিন্সেস ড্রাগোমিরোফ লিন্ডা আর্ডেনকে অভিনেত্রী হিসেবে ভালবাসতেন। বহু নামীদামী মহিলা বড় বড় শিল্পীদের পছন্দ করেন। তিনি তার এক

মেয়ের 'গডমাদার' ছিলেন। তার পক্ষে কি আরেক মেয়ের বিবাহিত জীবনের পদবী ভুলে যাওয়া সম্ভব? না, সেটা সম্ভব নয়। আমরা পরিষ্কার বলতে পারি, রাজকুমারী মিথ্যে কথা বলেছেন। তিনি জানেন, হেলেনা এই ট্রেনে আছে, তিনি তাকে দেখেছেন। তিনি তাকে তখুনি চিনতে পেরেছেন, বুঝে গেছেন র‍্যাটচেট আসলে কে! এবং হেলেনার উপর সন্দেহ আসবে। তাই, আমরা যখন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি মিথ্যে কথা বলেছেন। এই অস্পষ্ট কথা—'মনে পড়ছে না' বা 'মনে হয় হেলেনা একজন ইংরেজকে বিয়ে করেছিল'—এগুলো সত্য থেকে বহু দূরে। ইচ্ছে করে বানিয়ে বলা।

এই সময় রেস্টুরেন্টের এক পরিচারক দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর তাদের কাছে এগিয়ে এলো।

বাউসকে উদ্দেশে করে বলল, মঁসিয়ে, ডিনার রেডি। আমরা কি সার্ভ করব?

বাউস পোয়ারোর দিকে তাকালেন। পোয়ারো সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন।

—হ্যাঁ, ডিনার দেওয়া হোক।

পরিচারক চলে গেল। বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে তার উচ্চকণ্ঠ দরজার কাছ থেকেই শোনা গেল—প্রিমিয়ার সার্ভিস! ডিনার সার্ভ করুন। প্রিমিয়ার ডিনার—ফার্স্ট সার্ভিস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাঙ্গেরিয়ান পাসপোর্টে গ্রিজের ফোঁটা

ওরা তিনজন এক টেবিলেই বসলেন।

রেস্টুরেন্ট কারে এই সময় উপস্থিত সকলে বেশ চাপা, ম্রিয়মান। খুব কম কথাবার্তা বলছে তারা। এমন কি উচ্চকণ্ঠ বক্‌বক্ স্বভাবের মিসেস হুবার্ডও অস্বাভাবিকভাবে শান্ত। সীটে বসতে বসতে তিনি বিড়বিড় করছেন।

—মনে হচ্ছে না, কোনও খাবার আমার গলা দিয়ে নামবে!

তিনি সব আইটেমই সুইডিশ্ মহিলাকে অফার করতে থাকলেন। সুইডিশ্ মহিলা মিসেস হুবার্ডকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন।

খাবার পরিবেশনের আগে পোয়ারো পরিচারকের জামার আস্তিন টেনে ধরলেন। চাপা স্বরে কিছু বললেন। ডাক্তার বুঝতে পারলেন—কি নির্দেশ হতে পারে, কারণ কাউন্ট ও কাউন্টেসকে সব সময় খাবারের পদ শেষে দেওয়া হচ্ছিল। আর তাদের খাওয়া শেষ হবার পরেও বিল দিতে অতিরিক্ত বেশি সময় নেওয়া হচ্ছিল। তাই রেস্টুরেন্ট-কার থেকে তাদেরই সব শেষে বেরতে হলো।

যখন অবশেষে তারা উঠে দরজার দিকে এসেছিলেন তখন হঠাৎ পোয়ারো লাফিয়ে উঠে তাদের অনুসরণ করলেন।

—মাপ করবেন, ম্যাডাম, আপনি আপনার রুমাল ফেলে গেছেন।

তিনি মনোগ্রাম করা একটা রুমাল তার দিকে এগিয়ে দিলেন। কাউন্টেস সেটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তারপর পোয়ারোকে সেটা ফিরিয়ে দিলেন:

—মঁসিয়ে আপনি ভুল করছেন, এটা আমার নয়।

boiRboi.net

—আপনার নয়? আর ইউ সিওর?

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে।

—কিন্তু, ম্যাডাম, এটাতে আপনার নাম আঁকা রয়েছে, নামের আদ্যাক্ষর—ইনিশিয়াল—'H'।

কাউন্টেস একটু এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পোয়ারো পিছু ছাড়লেন না। তার দু'চোখ কাউন্টেসের মুখের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

কাউন্টেস ধীরভাবে তাকালেন।

—আমি বুঝছি না, মঁসিয়ে। আমার নামের আদ্যাক্ষর হবে 'E.A'.

—আমার তা মনে হয় না। আপনার নাম হেলেনা, মোটেই এলেনা নয়। আপনি হেলেনা গোল্ডেনবার্গ, লিন্ডা আর্ডেনের ছোট মেয়ে—হেলেনা গোল্ডেনবার্গ, মিসেস আর্মস্ট্রং-এর বোন।

দু' মিনিট ঘোর স্তব্ধতা। কাউন্ট এবং কাউন্টেস দু'জনেই মৃতের মতো ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গেছেন। পোয়ারো মৃদু স্বরে বললেন, অস্বীকা'র করে কোনও লাভ নেই। এটা সত্যি, তাই না?

এবার কাউন্ট ফেটে পড়লেন।—আমি দাবী করছি, মঁসিয়ে, কোন অধিকারে—

কিন্তু কাউন্টেস তার স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে থামালেন।

—না রুডলফ্, আমায় বলতে দাও। এই ভদ্রলোক যা বলছেন, তা অস্বীকার করে সত্যি লাভ নেই। বরং আমরা আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করি।

কাউন্টেসের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বদলে গেছে। দক্ষিণ দেশের আভিজাত্য কণ্ঠে আছে বটে, কিন্তু সেই সুরের মধ্যে একটা পরিষ্কার স্পষ্টবাদী ভাব ফুটে উঠেছে। এই প্রথম তার কণ্ঠে একটা নিশ্চিত আমেরিকান স্বর প্রকাশ পাচ্ছে।

কাউন্ট চুপ করে গেলেন। কাউন্টেসের হাতের ইশারা বুঝে দু'জনেই বসলেন। পোয়ারোর বিপরীতে। কাউন্টেস বললেন, মঁসিয়ে, আপনি যা বললেন, তা সত্যি। আমি হেলেনা গোল্ডেনবার্গ। মিসেস আর্মস্ট্রং-এর ছোট বোন।

—ম্যাডাম, সকালে আপনি এই পরিচয় দেননি।

—না।

—প্রকৃতপক্ষে, আপনি এবং আপনার স্বামী আমাদের যা যা বলেছেন, সবই মিথ্যা।

কাউন্ট ক্রুদ্ধ হয়ে আবার চিৎকার করলেন—মঁসিয়ে—

কাউন্টেস আবার তাকে নিরস্ত করলেন।

—রাগ করো না রুডলফ্। মঁসিয়ে পোয়ারো ঘটনাটাগুলো একটু ক্ষমাহীন ভাষায় বলছেন, কিন্তু তার কথা অস্বীকার করা যায় না।

—ম্যাডাম, আমি খুশি যে, আপনি পরিষ্কারভাবে আপনাদের ত্রুটি স্বীকার করেছেন। এবার আমাকে বলুন—এর কারণ কি? আর পাসপোর্টে আপনার খৃস্টান নামটাই বা পরিবর্তন করলেন কেন?

কাউন্ট বললেন, সেটা পুরোপুরি আমি করেছি।

boiRboi.net

হেলেনা শান্তভাবে বললেন, তা নিশ্চই। মঁসিয়ে পোয়ারো। আপনি আমার কারণটা অনুমান করতে পারেন। যে লোকটা খুন হয়েছে, সে আমার বোনের শিশুকন্যাকে, আমার বোনকেও খুন করেছিল। আমার ভগ্নীপতির সারা হৃদয় চুরমার করে দিয়েছিল, ফলে সে-ও মারা যায়। তার মানে, আমার প্রিয় এবং ভালবাসার তিনজনকে—যারা ছিল আমার জীবন, আমার জগৎ—তাদের সে খুন করেছিল।

কাউন্টেসের গলায় এখন আবেগ। বোঝা যায়, তিনি হচ্ছেন এমন মায়ের মেয়ে যার অভিনয়ের আন্তরিকতা লোকের চোখে জল এনে দিত।

কাউন্টেস ধীরস্বরে বলতে থাকলেন।

—তাই, সারা ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে তাকে খুন করার উদ্দেশ্য আমার মধ্যেই সবচেয়ে সুস্পষ্ট থাকতে পারে।

—কিন্তু ম্যাডাম, আপনি তাকে খুন করেননি। তাই না?

—মিঃ পোয়ারো, আমি এবং আমার স্বামী ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলতে পারি—হয়ত আমার তাকে হত্যা করার প্রচণ্ড ইচ্ছে জেগেছিল, কিন্তু তার গা স্পর্শ করিনি আদৌ।

কাউন্ট বললেন, আমি আপনাদের আগেই ওয়ার্ড অব্ অনার দিয়েছিলাম যে, হেলেনা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিল, এবং সারারাত একবারও কম্পার্টমেন্ট ছেড়ে বেরোয়নি। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ!

পোয়ারো একবার করে দু'জনের মুখের দিকেই তাকালেন।

—আপনি নিজে পাসপোর্টে হেলেনার নাম পাল্টাবার কাজটা করেছিলেন?

কাউন্ট এবার আবেগপূর্ণ গলায় বললেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, আমার অবস্থাটা ভাবুন। আমি কি কখনও সহ্য করতে পারব যে, পুলিশ আমার স্ত্রীর নামটা জানতে পেরে সারা জীবন তাকে টানাটানি করে হয়রান করবে? আমি জানি, সে নির্দোষ! কিন্তু আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে তার যোগ থাকায় তার উপর সন্দেহ বর্তাবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে, হয়ত গ্রেপ্তার হওয়াও অসম্ভব নয়। যেহেতু দুর্ভাগ্যবশত এই আমাদের ট্রেনেই র‍্যাটচেট নামে দুরাত্মা ঠাঁই নিয়েছিল। তাই আমি এই ব্যাপারটা সম্পর্কে ভাবিত ছিলাম। হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলেছি—কারণটা পরিষ্কার, একটা জিনিসকে বাঁচাতে চেয়েছি, আমার স্ত্রীকে। সে কাল রাতে কেবিন ছেড়ে একবারও বেরোয়নি।

কাউন্টের গলার স্বরে আন্তরিক সততা পরিস্ফুট।

পোয়ারো বললেন, মঁসিয়ে কাউন্ট, আমি আপনাকে এখন অবিশ্বাস করছি না। আমি জানি, আপনার পরিবারের গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। আপনার পক্ষে তিক্ত হবে যদি আপনার স্ত্রীকে এহেন ব্যাপারে টানাটানি করা হয়—এই রকম কঠোর পুলিশ কেসে। সেই ব্যাপারে আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু আপনার স্ত্রীর রুমাল মৃতের ঘরে কি করে পাওয়া গেল?

কাউন্টেস বললেন, রুমালটা আমার নয়।

—আদ্যক্ষর 'H' থাকা সত্ত্বেও—

boiboi.net

—হ্যাঁ, তা সত্ত্বেও! ওই রকম রুমাল যে আমার নেই, তা নয়, কিন্তু ঠিক ওই প্যাটার্নের নেই। বুঝেছি, আমার পক্ষে এটা আপনাকে বিশ্বাস করানো কঠিন। কিন্তু, বিশ্বাস করুন। যা বলছি, তা সত্যি। রুমালটা আমার নয়।

—তাহলে হয়ত এটা কেউ ওখানে ফেলে রেখেছে যাতে সন্দেহ আপনার ওপর পড়ে?

কাউন্টেস সামান্য হাসলেন।—আপনি এখনও ঘুরিয়ে আমাকে স্বীকার করাতে চাইছেন যে, রুমালটা আমার। কিন্তু, মঁসিয়ে পোয়ারো, ওটা আমার নয়।

খুব দৃঢভাবে তিনি কথাগুলো বললেন।

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—রুমালটা যদি আপনার না হয়, তাহলে পাসপোর্টে নাম পাল্টাতে গেলেন কেন?

এবার কাউন্ট উত্তর দিলেন।

—কারণ, আমরা শুনতে পেয়েছিলাম, মৃতের ঘরে একটা রুমাল পাওয়া গেছে, যাতে আদ্যাক্ষর 'H' আঁকা আছে। আমরা দু'জনে ব্যাপারটা আলোচনা করলাম। আমি হেলেনাকে বোঝালাম—যদি তোমার খৃস্টান নামটা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে 'H' অক্ষরের জন্য তোমাকে কঠোর অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে। তাছাড়া হেলেনাকে এলেনা করা খুব সহজ। তাই করা হলো।

পোয়ারো বললেন, মঁসিয়ে কাউন্ট, আপনার মধ্যে বেশ সূক্ষ্ম ক্রিমিনালের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে। উপস্থিত বুদ্ধি এবং একটা আপাত দৃঢ়তা যা দিয়ে ন্যায়বিচারকে ভুল পথে চালনা করা যায়।

কাউন্টেস ঝুঁকে পড়লেন।

—ওঃ, না, না। মঁসিয়ে পোয়ারো, ও শুধু ব্যাখ্যা করল—কেন সে এটা করেছে।

কাউন্টেস এবার ফ্রেঞ্চ ছেড়ে ইংরেজিতে বলতে শুরু করলেন।

—আমি ভয় পেয়েছিলাম। ভীষণ ভয়। আপনি বুঝুন। কত বড় বিপদ আমার সেই সময়—এই বিষয়টা যদি মাথা চাড়া দেয়। আমার উপর সন্দেহ হবে, আমাকে জেলে যেতে হবে। ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। মঁসিয়ে, আপনি কি আমার অবস্থাটা ভাবতে পারছেন না?

তার কণ্ঠস্বর মিষ্টি, গভীর, ঐশ্বর্যময়! তার গলায় যেন লিন্ডা আর্ডেনের নাটকীয় আবেগ মথিত হচ্ছে।

পোয়ারো তার দিকে গভীরভাবে তাকালেন।

—আমি যদি আপনাকে বিশ্বাস করি ম্যাডাম—আমি বলছি না বিশ্বাস করি না—তাহলে আপনিও আমাকে একটা সাহায্য করবেন।

—সাহায্য? আপনাকে?

—ইয়েস। এই খুনের কারণটা অতীতে নিহিত। সেই ট্র্যাজেডির মধ্যে, যেটা আপনার সুখের জগৎ ধ্বংস করেছে, আপনার যৌবনকালটা দুঃখে ভরে দিয়েছে। মাদম,

boiRboi.net

আমাকে সে অতীতে নিয়ে চলুন, যাতে আমি একটা যোগসূত্র খুঁজে পাই, যাতে আমি সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারি।

শোকার্তভাবে কাউন্টেস বললেন, সেই যুগের কথা কি আর বলার আছে! তারা সবাই মৃত...সবাই...অল ডেড—রবার্ট, সোনিয়া আর ডার্লিং ডেইজি।...এক মিষ্টি মেয়ে, সুন্দর কোঁকড়ান চুল। আমরা ওর জন্য সবাই প্রায় পাগল ছিলাম।

—আরেকজন এই ট্র্যাজেডির শিকার ছিল, ম্যাডাম। যদিও পরোক্ষভাবে।

—হ্যাঁ, বেচারি সুসান। হ্যাঁ, ওর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। পুলিশ তাকে প্রচণ্ড জেরা করে অস্থির করে তুলেছিল। পুলিশ নিশ্চিত ছিল এর মধ্যে সুসানের হাত আছে। হয়ত ছিল, কে জানে—তবে অজান্তে! আমার মনে হয় সে কারুর সঙ্গে হাল্কাভাবে গল্প করেছিল—ডেইজি কখন কিভাবে বেড়াতে যায়। সেটাই তাকে জড়িয়ে দিল। তার মনে গ্লানি এলো—বোধহয় ডেইজির মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী! সে জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে মারল! ওহ্ হরিবল্ কী মর্মান্তিক!

কাউন্টেস কেঁপে উঠলেন। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন।

—ম্যাডাম, ও কোন দেশের মেয়ে?

—ফ্রান্স।

—ওর শেষ নামটা কি? পদবী?

—অসম্ভব! আমি মনে করতে পারছি না। ওকে আমরা সবাই সুসান বলে ডাকতাম। সুন্দর হাসিখুশি মেয়ে! ডেইজি ছিল তার প্রাণ!

—সে ছিল নার্সারি-মেইড! তাই না?

—ইয়েস।

—নার্স কে ছিল?

—সে একজন ট্রেনিং-পাওয়া হসপিটাল নার্স। স্টেঙ্গেলবার্গ তার নাম। সে-ও ডেইজিকে খুব ভালবাসত, আমার বোনকেও।

—এবার ম্যাডাম, আমার এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার আগে আপনি ভাল করে চিন্তা করুন। এই ট্রেনে যতক্ষণ আছেন, আপনি এমন কাউকে দেখেছেন যে আপনার পূর্ব-পরিচিত?

কাউন্টেস স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

—না। কাউকে নয়। কেউ নয়।

—রাজকুমারী ড্রাগোমিরফ? তাকে চিনতেন?

—ওঃ, তিনি? হ্যাঁ, তাকে অবশ্যই চিনতাম। আমি ভেবেছি আপনি অন্য কারুর কথা বলছেন,...অন্য কেউ...মানে, সেই সময়ের—

—সেই সময়ের কারুর কথাই বলছি। এখন ভাবুন, ভাল করে ভাবুন। ভুলবেন না, অনেক বছর কেটে গেছে। লোকেদের চেহারা বদলে গেছে।

হেলেনা আবার গভীর ভাবে ভাবতে থাকল।

—না, আমি নিশ্চিত। তেমন কেউ নেই।

boiboi.net

—আপনি নিজেই—আপনি তখন ইয়ং গার্ল, যুবতী, তখন কি কেউ আপনার পড়া দেখিয়ে দিত। আপনার যত্ন নিত?

—ও, হ্যাঁ। আমার একটা ড্রাগন ছিল। আমার গভর্নেস আর সোনিয়া সেক্রেটারি। যুক্ত ভাবে। সে বোধহয় ইংরেজ, অথবা স্কচ্—বড় চেহারা লাল চুল এক মহিলা।

—তার নাম কি ছিল?

—মিস্ ফ্রিবডি।

—ইয়ং অর ওল্ড?

—আমার চোখে তাকে ভীতপ্রদ বৃদ্ধা দেখাত। কিন্তু মনে হয়, তার বয়েস চল্লিশের বেশি ছিল না। সুসান অবশ্য আমার দেখাশোনা করত, পোশাক-পরিচ্ছদ, সব কিছু।

—বাড়িতে আর কেউ ছিল না?

—আর চাকর-বাকর।

—ম্যাডাম, আরেকবার বলুন—আপনি নিশ্চিত, এই ট্রেনে পূর্ব-পরিচিত কোনও মুখ দেখেননি?

কাউন্টেস দৃঢ়ভাবে জবাব দিল—না, মঁসিয়ে, কাউকেই দেখিনি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রিন্সেস ড্রাগোমিরোফের খৃস্টান নাম

কাউন্ট ও কাউন্টেস বিদায় নেবার পর পোয়ারো বাউস আর ডাক্তারের দিকে তাকালেন।—দেখছেন তো, আমরা এগোচ্ছি।

বাউস এবার উৎসাহী হয়ে বললেন, এক্সেলেন্ট! আমার দিক থেকে বলব, আমার কখনও কাউন্ট ও কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ীর ওপর সন্দেহ হয়নি। আমি স্বীকার করছি। আমি তাদের এই যুদ্ধের বাইরেই রেখেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, কাউন্টেস নিশ্চয় একটা অপরাধ করেছেন। এটা দুঃখের ব্যাপার। তবুও কেউ তাকে গিলোটিনে চড়াবে না। অবস্থার একটা চাপ ছিল। বড়জোর কয়েক বছর কারাবাস—দ্যাটস্ অল্!

—তার মানে, আপনি তার অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত?

—প্রিয় বন্ধু, পরে যেভাবে ওকে আপনি আশ্বস্ত করলেন, সেটা শুধু পথটা আরেকটু পরিষ্কার করার জন্য। অন্তত যতক্ষণ না আমরা বরফ কেটে বেরোই, আর পুলিশ দায়িত্ব নেয়—

—আপনি কাউন্টের কথা বিশ্বাস করেন না যে, তার স্ত্রী নির্দোষ, তিনি ওয়ার্ড অব্ অনার দিয়েছেন?

—মাই ডিয়ার, এটা তো খুব স্বাভাবিক। কাউন্ট আর কি বলতে পারেন? তিনি তার স্ত্রীকে প্রায় পুজো করেন। তাকে বাঁচাতে চান। তিনি তার মিথ্যে কথা খুব সুন্দরভাবে বলতে পারেন, কিন্তু মিথ্যে ছাড়া আর কি বলবেন?

—আপনি যা বোঝেন! আমিও এক সময় এটাই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু—

—না, না। সেই রুমাল। মনে আছে? ওই রুমালই সমস্ত ব্যাপারটা সমাপ্ত করল।

boiRboi.net

—ওহ্, আমি এতটা নিশ্চিত নই ওই রুমাল সম্বন্ধে। আপনার মনে আছে—রুমালের মালিকানা নিয়ে দু'জনকে আমরা সন্দেহ করেছিলাম।

—সে, একই কথা—

বাউস থেমে গেলেন। দূরের দরজাটা খুলে গেল। প্রিন্সেস ড্রাগোমিরফ ডাইনিং-কার-এ এলেন। তিনি সোজাসুজি তাদের দিকে এলেন। তিনজনই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। রাজকুমারী অন্য দু'জনকে তুচ্ছ করে পোয়ারোর সঙ্গে কথা বললেন।

—মঁসিয়ে, আমার বিশ্বাস, আপনার কাছে আমার একটা রুমাল আছে।

পোয়ারো বিজয়ীর দৃষ্টিতে অপর দু'জনের দিকে তাকালেন।

—ম্যাডাম, এটা কি আপনার?

বলে তিনি কেমব্রিজের টুকরোটা মেলে ধরলেন।

—হ্যাঁ, এটাই। এর কোণায় আমার নামের আদ্যক্ষর আছে।

—কিন্তু এখানে 'H' আঁকা আছে।—বাউস বললেন, আপনার খৃস্টান নাম তো...মাপ করবেন...মনে পড়ছে—নাটালিয়া।

রাজকুমারী শীতল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

—তা সত্যি, মঁসিয়ে। আমার রুমালে আদ্যক্ষর সব সময় রাশিয়ান ভাষায় আঁকা থাকে। 'H'-অক্ষরটা রাশিয়ান ভাষায় 'N'-এর কাজ করে।

বাউস যেন চমকে উঠে পিছিয়ে গেলেন। এই অদম্য বৃদ্ধা মহিলার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যেটা তাকে বারবারই ধরাশায়ী করে দিচ্ছে, বোকা বানাচ্ছে।

পোয়ারো বললেন, সকালে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আপনি একবারও বলেননি এই রুমালটা আপনার।

প্রিন্সেস বললেন, আপনি তো জিজ্ঞেস করেননি।

—ম্যাডাম, দয়া করে একটু বসুন।

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—একটু বসতে অবশ্য পারি।

তিনি বসলেন।—আপনারা এই নিয়ে বেশিক্ষণ আর কাজ করবেন না মনে হচ্ছে। আপনাদের পরের প্রশ্ন হবে—কি করে আমার রুমাল খুন-হওয়া লোকের দেহের পাশে পড়ে থাকতে পারে। এর উত্তরে আমি বলব—আমার কোনও ধারণা নেই।

—সত্যিই আপনার কোনও ধারণা নেই?

—না, একটুও না।

—ম্যাডাম, মাপ করবেন। কিন্তু আপনার উত্তর যে সত্যি, এটা আমরা কতখানি মানতে পারি?

পোয়ারো খুব নরম সুরেই কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু রাজকুমারী ঘৃণা ভরে উত্তর দিলেন।—আপনি কি একথা বলছেন যেহেতু আমি আপনাকে বলিনি হেলেনা আন্দ্রেনেয়ী মিসেস আর্মস্ট্রং-এর বোন?

—প্রকৃতপক্ষে, আপনি ইচ্ছে করেই মিথ্যা বলেছিলেন।

boiRboi.net

—নিশ্চই, তেমন হলে আবার মিথ্যে বলব। তার মা আমার বন্ধু ছিল। মঁসিয়ে, আমি বন্ধুত্বের, বন্ধুর পরিবারের এবং জাতের প্রতি আনুগত্যকে মর্যাদা দিই।

—আপনি সুবিচারের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে চান না?

—এই ক্ষেত্রে, সুবিচার—কঠোর সুবিচার—ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে।

পোয়ারো ঝুঁকে পড়লেন।—ম্যাডাম, আপনি আমার অসুবিধেটা বুঝুন! এই রুমালের ব্যাপারেই বা আমি আপনাকে কতখানি বিশ্বাস করব? নাকি, আপনি আপনার বন্ধুর কন্যাকে বাঁচাতে চাইছেন?

রাজকুমারীর মুখে একটা কঠোর হাসি ফুটে উঠল।

—ওহ্, বুঝেছি আপনি কি বলতে চাইছেন। ওয়েল, আমার কথার সত্যতার প্রমাণ এক্ষুনি দেওয়া যায়। আমি প্যারিসের লোকেদের ঠিকানা দিচ্ছি—যারা এই ধরনের রুমাল বানায়। এটা আপনি তাদের একবার দেখাবেন। তারা বলে দেবে, আমার অর্ডারে প্রায়, একবছর আগে তারা এটা বানিয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, রুমালটা আমার।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন।—আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?

—ম্যাডাম, আপনার সেই পরিচারিকা কি এটা চিনতে পেরেছিল যখন সকালে আমরা এটা তাকে দেখিয়েছিলাম?

—নিশ্চই চেনা উচিত ছিল। সে কি এটা শুধু দেখল, আর কিছুই বলল না? আহ্, বেশ, বললে বোঝা যাবে—সেও বেশ অনুগত।

মাথা কাত্ করে তিনি ডাইনিং কার থেকে চলে গেলেন।

পোয়ারো আবার বিড়বিড় করলেন।—তাহলে এই হলো ব্যাপার। পরিচারিকাটিকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম রুমালটা কার সে জানে কিনা, তার মধ্যে সামান্য দ্বিধা লক্ষ্য করেছিলাম। সে সঠিক জানে না এটা তার কর্ত্রীর, না অন্য কারুর।...কিন্তু এটা আমার মূল আইডিয়া সঙ্গে কতটা খাপ খায়? হ্যাঁ, হতেও পারে!

বাউস তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বললেন, আহ্, ইনি এক ভয়ংকর মহিলা!

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—ইনি কি র‍্যাটচেটকে খুন করতেও পারেন? ডাক্তার কি বলেন?

ডাক্তার মাথা নাড়লেন।—ওই আঘাতগুলো ভীষণ জোর দিয়ে করা হয়েছে, শক্ত হাতে। পেশীর ভেতর দিয়ে ঢুকেছে—রাজকুমারীর মতো অশক্ত দুর্বল দেহে সেটা সম্ভব নয়।

—কিন্তু হাল্কা আঘাতগুলো?

—হ্যাঁ, সেগুলো দুর্বল হাতে সম্ভব।

পোয়ারো বললেন, আজ সকালে যেটা আমি তাকে বলেছি, সেটা মনে পড়ল। আমি বলেছিলাম—তার শক্তি তার ইচ্ছাশক্তি; বাহুর শক্তি নয়। আমি মন্তব্য একটা ফাঁদ পাতার ভঙ্গিতে করেছিলাম। ভাবছিলাম—তিনি তার ডান বা বামবাহুর দিকে তাকাবেন। তিনি কোনও একটার দিকে তাকাননি—দুটো দেখলেন। কিন্তু অদ্ভুত উত্তর দিলেন—'না আমার দুই হাতে কোনও জোর নেই। আমি জানি না, তাতে আমার

BoiRboi.net

দুঃখিত, না খুশি হওয়া উচিত।' অদ্ভুত মন্তব্য! এটা আমার এই খুন সম্পর্কে বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে।

—ওই বাঁ হাতি ব্যাপারটা কিন্তু এতে পরিষ্কার হলো না।

—না। বাই দ্য ওয়ে। আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে কাউন্ট আন্দ্রেনেয়ী তার রুমালটা ডান হাতে এবং ডান দিকের বুক-পকেটে রাখেন।

বাউস মাথা নাড়লেন। তার মন পড়ে রয়েছে—শেষ আধঘণ্টা ধরে যে ব্যাপারগুলো ঘটল, তার ওপর। তিনি বিড়বিড় করলেন—মিথ্যে কথা—আবার মিথ্যে কথা! আমার অবাক লাগছে। কত মিথ্যে কথা আমরা সারা সকাল শুনেছি!

পোয়ারো খুশি মনে বললেন, আরও মিথ্যে কথা আবিষ্কার হবে!

—আপনার তাই মনে হয়?

—না হলে আমি হতাশ হব।

বাউস বললেন, এই রকম দ্বিচারিতা ভয়ংকর! কিন্তু আপনি যেন এতে খুশি হচ্ছেন! তার গলায় তিরস্কারের সুর।

পোয়ারো বললেন, এর একটা সুবিধে আছে। আপনি যদি এমন কারুর মুখোমুখি হন যে সত্যের অপলাপ করেছে। সে কিন্তু তাড়াতাড়ি স্বীকার করে নেবে। অনেক সময় শুধুমাত্র অবাক হয়ে গিয়ে স্বীকার করে! আপনাকে শুধু সঠিক কায়দা জানতে হবে যাতে স্বীকারোক্তি হয়।

পোয়ারো আবার বললেন, এই কেসটা জানাতে সেটাই একমাত্র পথ। আমি প্রতিটা প্যাসেঞ্জারকে বেছেছি—পর পর! তাদের সাক্ষ্য স্মরণ করেছি। তারপর নিজেকেই জিজ্ঞেস করেছি—'আচ্ছা, তাই যদি হয়, মানে এরা এরা মিথ্যে বলে থাকে। কোন পয়েন্টে তারা মিথ্যে বলেছে—আর মিথ্যে বলার কারণ কি?' আমি নিজেই উত্তর দিয়েছি—'যদি তারা মিথ্যে বলে—তাহলে এই কারণে বলেছে বা এই পয়েন্টে বলেছে। কাউন্ট আন্দ্রেয়েনীর ক্ষেত্রে এটা আমরা সফলভাবে প্রয়োগ করেছি। আমরা এখন একই পদ্ধতি বাকী সকলের ওপর প্রয়োগ করে দেখব!

—ধরুন, বন্ধু, এবার আপনার অনুমান ভুল হলো?

—তাহলে সেই ব্যক্তি সন্দেহের বাইরে চলে যাবে।

—আহ্, সেই প্রসেস অব্ এলিমিনেশন—বাদ দেবার পদ্ধতি!

—এক্‌জ্যাক্টলি!

—তাহলে এবার কাকে ধরব?

—এবার আমরা ধরব 'পাক্কা সাহিব'কে—কর্নেল আরবাথনট।

boiRboi.net

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কর্নেল আরবাথনটের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার

দ্বিতীয় দফায় ডাক পড়েছে শুনে কর্নেল আরবাথনট দারুণ বিরক্ত। বসার সময় তার মুখ দেখেই বোঝা গেল তার মুখে একটা প্রতিবাদের ছাপ ফুটে উঠেছে।

—ওয়েল?

পোয়ারো বললেন, আপনাকে দ্বিতীয়বার ডাকার জন্য দারুণভাবে মাপ চাইছি। কিন্তু মনে হয়েছে, আপনি আমাদের আরও কিছু তথ্য দিতে পারেন।

—তাই নাকি? আমার অবশ্য তা মনে হয় না।

—প্রথমে বলি, এই পাইপ-ক্লিনারটা দেখছেন?

—ইয়েস!

—এটা আপনার পাইপ-ক্লিনারের একটা?

—জানি না। আমি পাইপ-ক্লিনারের ওপর কোনও ব্যক্তিগত ছাপ মারি না। নিশ্চই বুঝেছেন?

—কর্নেল আরবাথনট, আপনি কি জানেন, এই স্তাম্বুল ক্যালাই ক্যারেজে আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাইপ খান?

—তাহলে, খুব সম্ভব এটা আমারই হবে।

—জানেন কি—এটা কোথায় পাওয়া গেছে?

—সামান্যতমও জানি না।

—এটা খুন হওয়া ব্যক্তির দেহের পাশে পাওয়া গেছে।

এবার কর্নেলের চোখ কপালে উঠল।

—কর্নেল, আপনি বলতে পারেন, এটা ওখানে কি করে পাওয়া গেল?

—যদি আপনি বলতে চান—এটা আমিই ওখানে ফেলে এসেছি—তাহলে বলব—না, আমি তা করিনি।

—র‍্যাটচেটের কম্পার্টমেন্টে কোনও একসময় গিয়েছিলেন কি?

—আমি লোকটার সঙ্গে কথাই বলিনি।

—আপনি লোকটার সঙ্গে কথা বলেননি এবং লোকটাকে খুনও করেননি?

কর্নেলের ভুরু আরও উঁচুতে উঠে গেল।

—যদি খুন করতাম, তাহলে নিশ্চই আপনাদের কোনও তথ্য জানাতাম না। প্রকৃতপক্ষে, ওকে আমি খুন করিনি।

পোয়ারো বিড়বিড় করলেন—তা বেশ; কিন্তু এতে কোনও ফল হবে না।

—কি বললেন?

—বললাম—এতে কোনও ফল হবে না।

আরবাথনট একটু চমকে উঠলেন। পোয়ারোকে অস্বস্তি নিয়ে দেখতে থাকলেন।

পোয়ারো বললেন—কারণ, দেখুন, এই পাইপ-ক্লিনার, এতে কি ফল হবে? এর কি গুরুত্ব আছে? আমি নিজেই এটার দশ-বারো রকম ব্যাখ্যা দিতে পারি—ওখানে কিভাবে এটা পাওয়া গেল!

আরবাথনট স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকলেন।

পোয়ারো বলতে থাকেন—আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাইছি, সেটা অন্য

কথা। মিস ডেবেনহ্যাম বোধহয় আপনাকে বলেছেন, আমি তার কথা—যা আপনাকে উনি বলেছেন—চুপিসারে শুনেছি। কোনিয়া স্টেশনে।

আরবাথনট কোনও উত্তর দিলেন না।

—তিনি বলেছিলেন—'এখন নয়, যখন সব শেষ হয়ে যাবে, যখন এটা আমাদের পেছনে পড়ে যাবে'। আপনি কি জানেন, এই কথাগুলো কিসের উল্লেখ?

—আমি দুঃখিত, মঁসিয়ে পোয়ারো। কিন্তু আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেব না।

—কেন বলুন তো?

—আমি পরামর্শ দিচ্ছি—আপনি বরং মিস ডেবেনহ্যামকে এর মানে বলতে বলুন।

—আমি বলেছিলাম।

—এবং তিনি বলতে চাইলেন না?

—না।

—তাহলে আমার মনে হয় এটা পরিষ্কার যে—আপনার কাছে আমিও মুখ খুলতে পারি না।

—আপনি একজন মহিলার গোপন কথা জানাবেন না?

—ইচ্ছে হলে, আপনি তেমন ভাবতে পারেন।

—মিস ডেবেনহ্যাম আমায় বলেছেন—ওই কথাগুলো তার ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত।

—তাহলে সেটাই মানছেন না কেন?

—কারণ, কর্নেল, মিস ডেবেনহ্যাম আমাদের কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যক্তি।

—ননসেন্স!—কর্নেল বেশ উত্তেজিত।

—না, এটা ননসেন্স নয়।

—ওর বিরুদ্ধে আপনাদের কিছুই নেই।

—এটা কি ঘটনা নয় যে মিস ডেবেনহ্যাম ছিলেন আর্মস্ট্রং পরিবারের কোম্পানির গভর্নেস যখন বাচ্চা ডেইজি আর্মস্ট্রংকে কিডন্যাপ করা হয়?

এক মিনিট নিদারুণ স্তব্ধতা।

পোয়ারো ধীরে মাথা নাড়লেন।—দেখুন, আপনি যা ভাবেন, আমরা তার চেয়ে বেশি খবর রাখি। যদি মিস ডেবেনহ্যাম নির্দোষ হতেন, তাহলে তিনি ঘটনা গোপন করলেন কেন? কেন তিনি আমাদের বললেন, তিনি কখনও আমেরিকায় থাকেননি?

কর্নেল কেশে গলা পরিষ্কার করলেন।

—আপনি কি কোনও ভুল করছেন না।

—না। আমি কোনও ভুল করছি না। মিস ডেবেনহ্যাম মিথ্যে বললেন কেন?

—তাকেই জিজ্ঞেস করুন। আমি তবু বলব, আপনার ভুল হচ্ছে।

পোয়ারো চড়া গলায় একজন পরিচারককে ডাকলেন। সে দূর প্রান্ত থেকে এলো।

কেবিন নম্বর ১১-তে ইংরেজ মহিলাকে খবর দাও—এখানে আসতে বলো। অনুগ্রহ করে।

—ঠিক আছে, মঁসিয়ে।

লোকটা চলে গেল। চারজন চুপ করে রইলেন। এখন কর্নেলের মুখ যেন কাঠে খোদাই করা। কঠিন, আবেগহীন।

লোকটি ফিরে এলো।

—থ্যাংক ইউ।

দু'-এক মিনিট পরেই মিস ডেবেনহ্যাম ডাইনিং কারে ঢুকলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মেরি ডেবেনহ্যামের প্রকৃত পরিচয়

এখন তার মাথায় টুপি নেই। মাথাটা পিছনে হেলানো—যেন বিদ্রোহিনী! মুখের ওপর চুলের ঝাপটা। নাকের বঙ্কিম ভঙ্গি বুঝিয়ে দিচ্ছে—একটা জাহাজ ধীরে ধীরে উত্তাল সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে কিন্তু এসবই তার সৌন্দর্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এক মিনিটের জন্য তার চোখ আরবাথনটের মুখের ওপর দৃষ্টি হানলো—ঠিক এক মিনিট!

পোয়ারোকে সে জিজ্ঞেস করল—আপনি আমায় ডেকেছেন?

—মাদম, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চেয়েছি। কেন আপনি সকালবেলা আমাদের কাছে মিথ্যে বললেন?

—মিথ্যে বলেছি! আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—সেই ট্র্যাজেডির সময় আপনি যে আর্মস্ট্রংদের বাড়িতেই ছিলেন—এ কথা আপনি গোপন করে গেছেন। আপনি বলেছিলেন—আপনি কখনও আমেরিকা যাননি।

সে একটু নড়ে গেল, কিন্তু সামলে নিল।—ইয়েস! দ্যাটস্ ট্রু।

—না, মাদাম, দ্যাটস্ ফলস্।

—আপনি ভুল বুঝলেন। আমি বলছি এটা সত্যি যে আমি সকালে মিথ্যে বলেছিলাম।

—আহ্, আপনি তাহলে এখন স্বীকার করছেন?

—নিশ্চই, যখন আপনি ধরেই ফেলেছেন।

—আপনি অন্তত ফ্র্যাঙ্ক, মাদাম, সেটা মানতেই হবে।

—তাতে আমার পরিচয় কিছু পাল্টায় না।

—তা সত্যি, তবে...আচ্ছা, মাদাম, কেন আপনি মিথ্যে বললেন?

—মঁসিয়ে পোয়ারো, এর কারণটা আপনার চোখে ভেসে উঠেছে—

—ওঠেনি। মাদাম।

সে শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, আমার তো একটা কাজ চাই—

—ইউ মীন—?

চোখ তুলে সে পোয়ারোর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

—মঁসিয়ে পোয়ারো। কত কষ্ট করে, লড়াই করে একটা ভাল চাকরি বজায় রাখতে

boiRboi.net

হয়, তার আপনি কি জানেন? আপনার কি মনে হয়—যে মেয়েকে একটি খুনের কেসে আটক করা হয়েছে। যার নাম এমন কি ফটো কাগজে বের হয়েছে—ইংরেজি কাগজে—কোনও সুন্দর ইংরেজ মহিলা সেই মেয়েকে তার কন্যাদের জন্য গভর্নেসের চাকরি আদৌ দেবে কি?

—কেন নয়? যদি আপনার কোনও দোষ না থাকে—

—ওঃ দোষ, অভিযোগ! দোষ অভিযোগের ব্যাপারটা নয়। আসল কথা বটনা, প্রচার! মঁসিয়ে পোয়ারো, এতদিন পর্যন্ত আমার জীবন সফল। আমি ভাল মাইনে পেয়েছি, ভাল পদ পেয়েছি। আমি সেই মর্যাদাটা হারাতে চাই না, বিশেষ করে যখন এতে কোনও লাভ হবে না, কারুরই!

—মাদাম, আমি বলতে পারি—এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বিচারক আমি; আপনি নন।

—কি বলতে চাইছেন?

—এটা কি সম্ভব যে, আপনি কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ীকে মিসেস আর্মস্ট্রং-এর ছোট বোন বলে চিনতে পারেননি? যাকে আপনি নিউ ইয়র্কে পড়াতেন?

—কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ী? না।

সে মাথা নাড়ল! বলল, আপনার কাছে এটা অস্বাভাবিক লাগতে পারে, কিন্তু আমি সত্যিই তাকে চিনতে পারিনি। আমি যখন তাকে দেখেছিলাম, সে তখন বড় হয়নি। সেটা তিন বছর আগেকার কথা। বা তারও বেশি। এটা সত্যি, কাউন্টেস আমাকে একজনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, আমার অবাক লেগেছিল। তাকে দেখতে এখন অন্যরকম, বিদেশি ধাঁচের—আমি কিছুতেই তাকে সেই কিশোরী আমেরিকান স্কুল গার্ল বলে ধরতে পারিনি। অবশ্য, সে যখন রেস্টুকারে এসেছিল, তখন তাকে আমি ভাল করে দেখিনি। মেয়েটার মুখের চেয়ে বরং; তার সাজপোশাক বেশি লক্ষ্য করেছিলাম।...মেয়েরা অনেক সময় তাই করে। তাছাড়া আমি অন্য বিষয়ে ব্যস্ত ছিলাম—

সে হাসল, হাল্কাভাবে।

—মাদাম, আপনি আপনার রহস্য, গোপনকথা আমাকে বলবেন না। তাই তো?

পোয়ারোর গলা নম্র, অনুনয়ভরা।

সে চাপা গলায় বলল, আমি পারি না, সে কথা বলতে পারি না—

হঠাৎ কোনও পূর্বলক্ষণ ছাড়াই মেরি ডেবেনহ্যাম ভেঙ্গে পড়ে। প্রসারিত দুই হাতের ওপর মুখ রেখে সে গুমড়ে কেঁদে ওঠে, যেন তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

কর্নেল লাফিয়ে ওঠেন, তারপাশে দাঁড়িয়ে পড়েন, বেশ বিসদৃশ ভঙ্গি!

—আমি, এই দেখো এখানে—

বলতে বলতে তিনি থেমে যান। তারপরে ঘুরে পোয়াবোর ওপর হুংকার দিয়ে ওঠেন।—এই তুমি, নোংরা বদমাস অত্যাচারি, আমি তোমার সব হাড়গোড় ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেব।

বাউস পতিবাদ জানালেন—দেখুন কর্নেল—

boiRboi.net

আরবাথনট এবার মেয়েটির দিকে ফিরলেন।

—মেরি, ভগবানের দোহাই—

মিস ডেবেনহ্যাম হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।

—কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। আই অ্যাম অল রাইট! মঁসিয়ে পোয়ারো, আমাকে কি আর দরকার আছে আপনার? যদি থাকে, আপনি আসবেন, এবং খুঁজে নেবেন...ওঃ, আমি কি বোকা...আমি ইডিয়েটের মতো কাজ করেছি...

সে দ্রুত রেস্টুরেন্ট কার থেকে বেরিয়ে গেল।

আরবাথনট ওকে অনুসরণ করার আগে আবার পোয়ারোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

আপনাদের এই ব্যাপারে মিস ডেবেনহ্যামের কিছু করার নেই। কিছুই নেই...বুঝেছেন? তবু যদি আপনি ওকে বিরক্ত করেন, ওর ব্যাপারে মাথা গলান, তাহলে আমাকেই এর মধ্যে ঢুকতে হবে।

তিনিও বেরিয়ে গেলেন।

পোয়ারো বললেন, আমি একজন রাগী ইংলিশম্যানকে দেখতে চাই। তারা খুব মজার হয়। যত তারা আবেগপ্রবণ হতে থাকে, ততই তাদের ভাষার সংযম হারিয়ে যায়।

কিন্তু বাউস ইংরেজের আবেগপ্রবণতার দিকে কৌতূহলী নন। পোয়ারোর কৃতিত্বপূর্ণ কাজে তিনি বন্ধুর প্রতি বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন।

—প্রিয় বন্ধু, আপনি সত্যিই মারাত্মক, অভাবনীয় কাজ করেছেন। ভাবা যায় না—

ডঃ কন্সটানটাইনও প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

—সত্যিই, কিভাবে যে ব্যাপারটাকে আপনি সমাধানের দিকে নিয়ে গেলেন—

পোয়ারো বললেন, প্লীজ থামুন। আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। অনুমানের ব্যাপারও নেই। কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ী আসলে আমায় সব কথা বলেছিলেন।

—সেকি! এ হতে পারে না।

—আপনাদের মনে পড়ে আমি তাকে তার গভর্নেস বা সঙ্গীনীর কথা বলেছিলাম? আমি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে মেরি ডেবেনহ্যাম যদি এর মধ্যে ব্যাপারটা গুলিয়ে দেয়, তার কথা পরিবারের মধ্যে কিছুটা আলোচনা হবেই।

—হ্যাঁ, কিন্তু কাউন্টেস তো সম্পূর্ণ অন্যধরনের এক ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছিলেন।

—ঠিক কথা! লম্বা, মধ্যবয়েসী মহিলা, লালচুল—প্রকৃতপক্ষে, সবদিক দিয়ে মিস ডেবেনহ্যামের বিপরীত। এই পর্যন্ত ব্যাপারটা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু তাকেও তাড়াতাড়ি একটা নাম বানাতে হয়েছিল। এই অজান্তে কাজ করায় তার ভুল হয়েছে। মনে আছে, তিনি একটা নাম বলেছিলেন—মিস ফ্রিবডি?

—ইয়েস?

—যাই হোক, 'আপনারা জানেন না, লন্ডনে একটা দোকান আছে, সেটার আগের নাম ছিল ডেবেনহ্যাম অ্যান্ড ফ্রিবডি।' যেহেতু তার মাথায় ডেবেনহ্যাম নামটা ঘুরছিল,

নাম বানাতে গিয়ে প্রথমেই তার মুখে এসে গেছে—ফ্রিবডি। স্বাভাবিকভাবে, আমি তখুনি ধরে ফেলেছিলাম।

—এটা তার আরেকটা মিথ্যে কথা। কেন বলেছিলেন?

—খুব সম্ভব আনুগত্য থেকে। এ রকম বললে বিষয়টা কঠিন হয়ে যায়।

বাউস রাগতভাবে বললেন, এই ট্রেনের সকলেই কি তাহলে মিথ্যে বলেছে?

পোয়ারো বললেন, সেটাই আমাদের এখনও বের করতে হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরও কিছু আশ্চর্যজনক আবিষ্কার

বাউস বললেন, এখন আর কোনও কিছুতেই আমি অবাক হব না। কিছুতেই না। যদি ট্রেনের প্রত্যেকটা লোকই আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়, তাহলেও আমার আর আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

পোয়ারো বললেন, এটা বেশ গভীর মন্তব্য। এখন কি দেখবেন, আপনার সব চেয়ে গূঢ় সন্দেহভাজন ব্যক্তি—সেই ইটালীয়ান—কি বলবেন?

—আপনি কি আপনার আরেকটি বিখ্যাত অনুমান-শর নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন?

—ঠিক কথা।

ডঃ কন্সটানটাইন বললেন, এটা একটা অদ্ভুত কেস!

—মোটেই না। খুবই স্বাভাবিক।—পোয়ারো বললেন।

বাউস অনেকটা কমেডিয়ানের ভঙ্গিতে দু'হাত ছুঁড়লেন।

—প্রিয় বন্ধু, যদি একে আপনি 'খুব স্বাভাবিক' বলেন, তাহলে—

বাউসের ভাষা যোগালো না। পোয়ারো ইতিমধ্যে পরিচারককে নির্দেশ দিয়েছেন অ্যান্টেনিও ফসক্যারেলিকে ডাকতে।

বৃহদাকার ইটালীয়ান এলেন। তার চোখে সন্দেহের ক্লান্তিকর ছাপ। তিনি এক ফাঁদে পড়া প্রাণীর মতো দু'পাশে বারবার তাকাচ্ছেন। বললেন, কি চাইছেন আপনারা। আমার আর কিছু বলার নেই। শুনছেন তো, কিছু বলার নেই! ব্যস্—

তিনি টেবিলে মাথা ঝুঁকলেন।

পোয়ারো বললেন, হ্যাঁ, আপনার কিছু বলা বাকী আছে। আপনাকে সত্য বলতে হবে।

—সত্য?

তিনি পোয়ারোর দিকে অস্বস্তিকর চোখে তাকালেন। তার আচরণের স্বাভাবিকতা এবং নিশ্চিতভাব এখন অন্তর্হিত।

—শুনুন, হতে পারে, সেই সত্যটা আমরা ইতিমধ্যেই জেনে গেছি। কিন্তু আপনি যদি নিজের মুখে সেটা কবুল করেন, তবে সেটা আপনার পক্ষেই যেতে পারে।

—আপনি আমেরিকান পুলিশের মতো কথা বলছেন। ওরা বলে—'কাম্ ক্লিন'!

boiRboi.net

—আহ্, তাহলে নিউ ইয়র্কের পুলিশ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা আছে। তাই না?

—না, না, তা নয়। তারা আমার সম্পর্কে কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। কিন্তু সেটা বিচারশক্তির অভাবের জন্য নয়।

পোয়ারোর শান্তভাবে বললেন, সেটা আর্মস্ট্রং কেসের ব্যাপারে। তাই তো? আপনি ড্রাইভারের কাজ করেছিলেন?

পোয়ারো চোখের দৃষ্টি এবার ইটালীয়ানের চোখে। বৃহদাকার ব্যক্তির সব শক্তি যেন উবে গেছে। তাকে মনে হবে যেন একটা ফুটো বেলুন!

—যদি আপনি জেনেই থাকেন, তাহলে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন?

—সকালবেলা কেন মিথ্যে কথা বললেন?

—ব্যবসাগত কারণে, তাছাড়া, আমি যুগোস্লাভ পুলিশকে বিশ্বাস করি না। তারা ইটালীয়ানদের ঘৃণা করে। তারা আমার প্রতি সুবিচার করত না।

—বোধ হয় তারা আপনার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করত!

—না, না, এই ব্যাপারে আমার কিছুই করার ছিল না। আমার ক্যারেজ ছেড়ে আমি কখনও বেরোইনি। লম্বা মুখের ইংলিশম্যান—সে আপনাকে সেই কথা বলবে। আমি এই শূয়ারের বাচ্চা র‍্যাটচেটকে খুন করিনি। আপনি আমার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।

একটা কাগজের ওপর পোয়ারো কিছু লিখছিলেন। তিনি মুখ তুলে শান্তভাবে তাকালেন।—খুব ভাল। আপনি যেতে পারেন।

—আপনি বুঝেছেন, আমি মোটেই...মানে এর মধ্যে আমার কোনও হাত নেই? ফসক্যারেলি যেতে দ্বিধা করছেন।

—আমি বলেছি, আপনি এখন যেতে পারেন।

—এটা একটা ষড়যন্ত্র। আপনি আমাকে জড়াতে চাইছেন? সবই একটা শূয়ারের বাচ্চার জন্য যাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে মারা উচিত ছিল। এটা লজ্জার ব্যাপার যে, তা করা হয়নি। যদি আমি সেই অপরাধ করতাম, যদি আমাকে গ্রেপ্তার করা হতো—

—কিন্তু আপনি তো সেই অপরাধ করেননি। শিশু অপহরণের কেসের অপরাধী হননি।

—আপনি কি বলছেন? কেন, একটা শিশু—যে সারা ঘরের আনন্দের উৎস ছিল—সে আমাকে 'টনিও' বলে ডাকত। চেয়ারে বসে থাকত, ভাণ করত যেন গাড়ির চাকা ধরে আছে, গাড়ি চালাচ্ছে! সারা বাড়ি তাকে নিয়ে মেতে উঠত। এমন কি পুলিশও সেটা বুঝেছিল। আহ্, সেই ছোট্ট সুন্দর বাচ্চাটা—

ইটালীয়ানের গলা নরম হয়ে এলো। তার চোখে জল। তিনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাইনিং কার ছেড়ে চলে গেলেন।

পোয়ারো ডাকলেন—পিয়েট্রো!

ডাইনিং কারের এক পরিচারক ছুটে এলো।

—বলুন, মঁসিয়ে।

সুইডিশ লেডিকে ডাক। ১০ নম্বরে আছে।

বাউস চিৎকার করলেন—ওহ্, আবার একজন! আর সহ্য হচ্ছে না। সত্যিই অসহ্য!

—বন্ধু, আমাদের আরও জানতে হবে। যদি সবশেষে দেখা যায়, ট্রেনের সবযাত্রীরই র‍্যাটচেটকে খুন করার কিছু-না-কিছু 'মোটিভ' আছে, তবুও আমাদের জানা শেষ হবে না। একবারে যদি সঠিক উত্তর পেয়ে যাই, তাহলেই বোঝা যাবে কোথায় অপরাধের উৎস।

বাউস গজগজ করতে থাকলেন।

—আমার মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে।

ইতিমধ্যে পরিচারক গ্রেটা ওলসনকে নিয়ে ঘরে এলো। গ্রেটা উচ্চস্বরে কেঁদে চলেছেন।

তিনি পোয়ারোর বিপরীতে সীটের ওপর এলিয়ে পড়লেন, রুমালে চোখ ঢেকে কাঁদতে থাকলেন।

পোয়ারো একটা হাত তার কাঁধে রেখে সান্ত্বনা দিলেন।

—মাদাম। এত দুঃখ পাবেন না। কাঁদবেন না। আমরা শুধু দু'-একটা কথা বলব, ব্যস!...আপনি ছোট্ট ডেইজি আর্মস্ট্রং-এর নার্সের দায়িত্বে ছিলেন?

অভাগা মহিলা কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, হ্যাঁ তা সত্যি। খুব সত্যি! আহ্—মেয়েটা ছিল যেন দেবশিশু!—ছোট্ট মিষ্টি, লাভলি অ্যাঞ্জেল! তার চেহারা জুড়ে মায়া, মমতা, আর ভালবাসা ছেয়ে থাকত,...একটা দস্যু তাকে ছিনতাই করল—নিষ্ঠুরভাবে তাকে...ওঃ, আর তার দুর্ভাগা মায়ের কি অবস্থা! বাচ্চাটাকে ছাড়া তার বাঁচা অসম্ভব! আপনি বুঝবেন না, জানতেও পারবেন না। আহ্, আপনি যদি সেখানে থাকতেন, আপনি নিজের চোখে যদি গোটা ট্র্যাজেডিটা দেখতেন!...হ্যাঁ, আমার উচিত ছিল প্রথমেই এই ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়া, সকালবেলাই! কিন্তু আমার ভয় করছিল। ভীষণ ভয় করছিল!...আমি একদিকে ভীষণ খুশি হয়েছিলাম যে শয়তান লোকটা খুন হয়েছে—সে আর কোনও শিশুর ওপর অত্যাচার করতে পারবে না। আঃ, আমি আর কথা বলতে পারছি না, আমার মুখে কোনও ভাষা আসছে না—

তিনি ভীষণভাবে কাঁদতে থাকলেন।

পোয়ারো ক্রমাগত তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

—ঠিক আছে, বুঝেছি। আমি ধরতে পেরেছি, সমস্তটাই বুঝতে পেরেছি; আমি আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না। যা আমি সত্যি বলে ভেবেছি, আপনি সেটা স্বীকার করেছেন। আমি বুঝেছি। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন—

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গ্রেটা ওলসন উঠে দাঁড়াল। প্রায় টলতে টলতে মূহ্যমান অবস্থায় অন্ধের মতো দরজার দিকে এগিয়ে যান। দরজা খোলামাত্র একজনের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে, যে লোকটা সেই মুহূর্তে ভিতরে আসছিল।

সে হচ্ছে ওই ভৃত্য—মাস্টারম্যান!

সে সোজা পোয়ারোর কাছে এগিয়ে এলো। তার স্বভাব অনুযায়ী শান্ত আবেগহীন গলায় খবর দিল।—স্যার, মনে হয় আমি হঠাৎ এসে বিরক্ত করছি না। আমার মনে হলো—এই মুহূর্তেই এসে আপনাদের কাছে সত্যি কথাটা বলি। যুদ্ধের সময় আমি কর্নেল আর্মস্ট্রং-এর 'ব্যাটম্যান' ছিলাম। তারপর নিউ ইয়র্কে—যুদ্ধের পর—আমি তার পরিচারকের কাজ করি। সকালে আমি কথাটা বলিনি—এটা আমার ভুল হয়েছিল। তাই আমি এখন সব বলে বুকটা হাল্কা করতে চাই। কিন্তু, স্যার, আশা করি, আপনি অ্যান্টোনিওকে সন্দেহ করছেন না। ওল্ড টোনিও, স্যার, একটা মাছিকেও মারে না। আমি শপথ করে বলেছি—ও কাল রাতে ক্যারেজ ছেড়ে একবারও বেরোয়নি। দেখুন, স্যার, এমন কাজ ও করতে পারে না। ও হয়ত বিদেশি, কিন্তু খুবই ভদ্র কোমল স্বভাবের লোক। আপনারা যে ন্যাস্টি বর্বর মারকুন্ডা ইটালীয়ানদের কথা পড়ে থাকেন, ও তাদের মতো একদম নয়।

ভৃত্য থামল। পোয়ারো তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন।

—তোমার কথা শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার, দ্যাটস্ অল!

সে চুপ করল। যেহেতু পোয়ারো কোনও কথা বললেন না। সে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল। তারপর কিছুক্ষণ দ্বিধার পর তার সেই একই শান্ত আবেগহীন ভঙ্গিতে ডাইনিং কার ছেড়ে চলে গেল।

ডঃ কন্সটানটাইন বললেন, এটা আরও অবিশ্বাস্য, আমি যত রোম্যান কাহিনী পড়েছি, তার চেয়ে।

বাউস বললেন—আমি একমত। ওই কোচের বারোজন প্যাসেঞ্জারের আর্মস্ট্রং-কেসের সঙ্গে ন'জন জড়িত। সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এরপর আর কি? মানে, আমি বলতে চাই—আর কে?

পোয়ারো বললেন, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর এখুনি দিতে পারি। ওই যে, আমেরিকান গোয়েন্দা কুকুর, হার্ডম্যান এসে গেছে।

—সে কি স্বীকারোক্তি করতে আসছে?

পোয়ারো কিছু বলার আগেই হার্ডম্যান ওদের টেবিলের কাছে পৌছে গেলেন। সাবধানে তাদের দিকে তাকিয়ে সীটে বসলেন। তারপরেই চিৎকার করে উঠলেন।

—আমি জানতে চাই, এই ট্রেনে হচ্ছেটা কি? আমার মনে হচ্ছে—ট্রেনটাকে একটা ছারপোকার বাসস্থান করে তোলা হয়েছে।

পোয়ারো ওর দিকে চোখ নাচালেন।—মিঃ হার্ডম্যান, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি আর্মস্ট্রং-বাড়ির বাগানে মালির কাজ করতেন না?

—তাদের বাড়িতে কোনও বাগান ছিল না।

—তাহলে বাটলারের কাজ?

—ওসব কাজের কোনও বিশাল সখ আমার ছিল না। না, আর্মস্ট্রং কেসের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না—কিন্তু এবার আমি বিশ্বাস করতে শুরু করেছি—এই

ট্রেনে আমি বোধহয় একমাত্র লোক যে আর্মস্ট্রংদের সঙ্গে যুক্ত নয়। আমি যা বলছি—আপনি অস্বীকার করতে পারেন? পারেন কি?

পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন, হ্যাঁ, এটা একটু বিস্ময়ের ব্যাপার।

বাউস চিৎকার করলেন—তাতে কি আসে যায়?

পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন—এই খুনটা সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোনও ধারণা আছে?

—নো, স্যার! আমি এ ব্যাপারে অজ্ঞ। আমি জানি না কি করে এটার সমাধান হবে! সবাই তো এর মধ্যে থাকতে পারে না! কিন্তু কে যে আছে, সেটা আমার মস্তিষ্কের বাইরে। আপনারাই বা কি জ্ঞান পাচ্ছেন, সেটাই আমার জিজ্ঞাসা।

—আমি শুধু অনুমান করছি।

—তাহলে বিশ্বাস করুন, আপনার অনুমান শক্তি খুব চকচকে। হ্যাঁ, খুবই মসৃণ বলতে হবে!

হার্ডম্যান হেলান দিলেন, পোয়ারোর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন।

—কিন্তু, মিঃ পোয়ারো, আপনাকে দেখে কেউ সেটা বুঝল না। আমি আপনাকে টুপি খুলে স্যালুট জানাচ্ছি, সত্যি বলছি!

—মিঃ হার্ডম্যান, আপনি সত্যিই হৃদয়বান! অতিরিক্ত—

—মোটেই না। আমি ঠিকই বলছি।

—যতই হোক, এখনও তো সমস্যাটা সমাধান করতে পারলাম না। আমরা কি জোর দিয়ে বলতে পারছি—কে র‍্যাটচেটকে খুন করেছে?

—আমাকে বাদ দিন। আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলছি না। আপনার সম্পর্কে আমার একটা স্বাভাবিক প্রশংসার মনোভাব আছে। কিন্তু আর দু'জন কি করছে—সেটা কি একবার ভেবেছেন? ওই ওল্ড আমেরিকান মহিলা, আর তার মেইড! নাকি, আমরা ধরে নিয়েছি—ওরা এই ট্রেনে নির্দোষ দুই ব্যক্তি?

পোয়ারো হাসলেন—আমরা আমাদের তৈরি নকসায় ওদের যদি খাপ খাওয়াতে না পারি—তাহলে কি করা যাবে? আর্মস্ট্রং পরিবারে ওদের কোথায় ফিট করব?—হাউসকিপার এবং রাঁধুনি?

হার্ডম্যান হতাশার সুরে বললেন, ওয়েল, পৃথিবীর কোনও কিছুতেই আর আশ্চর্য হবার নেই।...ছারপোকার বাসা,—এই ছারপোকার বাসায় কি কাজ করবেন?

বাউস বললেন, আহ্, বন্ধু, আমরা কাকতালীয় ব্যাপারগুলোকে অনেক দূর টেনেছি। সবাইকে টানা ঠিক হয়নি। সবাই-এর থাকা সম্ভবও নয়!

পোয়ারো তার দিকে তাকালেন।

—আপনি বুঝছেন না। আপনি একদমই বুঝতে পারছেন না। বেশ তো, বলুন না আপনি কি জানেন—কে র‍্যাটচেটকে খুন করেছে?

—আপনি কি জানেন? বাউস পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন।

boiRboi.net

পোয়ারো মাথা নাড়লেন।—ওহ্ ইয়েস! আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই জেনেছি। এটা এত পরিষ্কার যে, আমি ভাবছি, আপনারা দেখতে পেলেন না কেন?

হার্ডম্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি জানেন?

ডিটেকটিভ হার্ডম্যান মাথা নাড়লেন—না।

তিনি উৎসুকভাবে পোয়ারোর দিকে তাকালেন।

পোয়ারো এক মিনিট চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন, মিঃ হার্ডম্যান, খুব ভাল হয়, আপনি যদি সবাইকে এখানে একবার মিলিত হতে বলেন। এই কেসের দুটো সম্ভাব্য সমাধান আছে। সেটা আমি আপনাদের সকলের সামনে বলতে চাই।

নবম পরিচ্ছেদ

পোয়ারো দুটি সমাধান সূত্র জানালেন

সব যাত্রী এবার রেস্টুরেন্ট-কারে এসে উপস্থিত হলো। যার যার সীট নিয়ে গোল হয়ে বসলেন। তাদের সকলের মুখে মোটামুটি একই রকম ভাব। প্রত্যাশা ও উৎকণ্ঠা মিশে আছে। সুইডিশ মহিলা এখনও কাঁদছেন, মিসেস হুবার্ড তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

—মাই ডিয়ার, নিজেকে সংযত করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের ওপর সংযম হারিও না। আমাদের মধ্যে কেউ একজন যদি জঘন্য খুনী হয়ে থাকে। আমরা ভালভাবেই জানি—সে তুমি নও! কেউ এমন পাগল নয় যে, একথা ভাববে। আমি তোমার পাশে থাকব। তুমি কোনও চিন্তা করো না।

পোয়ারো উঠে দাঁড়াতেই তার গলার স্বর শুকিয়ে গেল।

দরজার কাছে ওয়াগন লিট কন্ডাক্টর ঘোরাফেরা করছিল।

সে বলল, মঁসিয়ে, আমাকে কি থাকার অনুমতি দিচ্ছেন?

—নিশ্চয়, মিচেল।

পোয়ারো এবার সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

—লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, আমি ইংরেজিতে বলব—কারণ এই ভাষাটাই সবাই অল্প-বিস্তর জানেন। আমরা এখানে স্যামুয়েল এডয়ার্ড র‍্যাটচেটের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করছি। যার আসল নাম ক্যাসেটি। এই অপরাধরহস্যের দুটো সম্ভাব্য সমাধান আছে। আমি সেগুলো আপনাদের সামনে পেশ করব, আর মঁসিয়ে বাউস এবং ডঃ কন্সটানটাইনকে অনুরোধ করব—কোনটা, তাদের বিচারে ঠিক মনে হবে।

...এখন, আপনারা সকলে এই খুনের সম্পর্কীত সব ঘটনা-তথ্য জেনে গেছেন। র‍্যাটচেটকে 'স্টাবড্' হয়ে খুন হতে দেখা গেছে—মানে, জানা গেছে—আজ ভোরে। সে শেষ জীবিত ছিল ১২.৩৭ মিঃ পর্যন্ত। তার পাজামা পকেটে একটা ঘড়ি পাওয়া গিয়েছিল—সেটা ১-১৫ মিঃ থেমে গেছে। ডঃ কন্সটানটাইন মৃতের দেহ পরীক্ষা করে জানিয়েছেন—খুনটা সম্ভবত ঘটেছে মাঝরাত থেকে দুটোর মধ্যে। মাঝরাতের

boiRboi.net

আধঘণ্টা পরে,—আপনারা সকলেই জানেন—ট্রেন তুষার স্তুপের মধ্যে আটকে যায়। তারপর থেকে কারুর পক্ষেই ট্রেন ছেড়ে বেরোন সম্ভব নয়।

...মিঃ হার্ডম্যান হচ্ছেন নিউ ইয়র্ক ডিটেকটিভ এজেন্সির একজন সদস্য। (এই সময় সকলেই মিঃ হার্ডম্যানের দিকে তাকায়)। তার সাক্ষ্যে তিনি বলেছেন—কেউ তার কম্পার্টমেন্টের সামনে দিয়ে কারুর যাওয়া—তার দৃষ্টি এড়িয়ে—সম্ভব নয়; তার কামরা ১৬ নম্বর, একদম শেষ প্রান্তে। তাই আমরা ধরে নিতে বাধ্য হচ্ছি—খুনী একটি বিশেষ কোচের প্যাসেঞ্জারদের মধ্যেই আছে—স্তাম্বুল-ক্যালাই কোচ!

...সেটা, আমি বলব, আমাদের একটা থিওরি।

—কেউ কিছু বলবেন—? বাউসের কথায় সবাই চমকে ওঠে।

পোয়ারো বলতে থাকেন।

—আমি অবশ্য বিকল্প থিওরিটাও পেশ করব। এটা খুব সরল। মিঃ র‍্যাটচেটের কোনও এক বিশেষ শত্রু ছিল যাকে তিনি ভয় করতেন। তিনি মিঃ হার্ডম্যানকে সেই 'শত্রুর' চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল। তাকে বলেছিলেন—যদি খুনের চেষ্টা আদৌ হয়, সেটা হবে স্তাম্বুল থেকে রওনা হওয়ার পর দ্বিতীয় রাতে।

...এখন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, আমি আপনাদের জানাচ্ছি—মিঃ র‍্যাটচেট যতটুকু বলেছিলেন, তার বেশি তিনি জানতেন। শত্রু—তিনি জানতেন—ট্রেনে উঠেছে বেলগ্রেডে অথবা ভিনকোভসিতে। সেই রাতে দরজা খুলে কর্নেল আরবাথনট এবং মিঃ ম্যাককুইন প্ল্যাটফর্মে নেমেছিলেন, সেই খোলা দরজা দিয়ে। তাকে দেওয়া হয়েছিল ওয়াগন লিট ইউনিফর্ম, সেটা সে তার পরণের সাধারণ জামার ওপরেই পরেছিল; ইউনিফর্মের সঙ্গে তাকে একটা 'পাস-চাবি-ও' দেওয়া হয়েছিল। তারই সাহায্যে সে অতি সহজে মিঃ র‍্যাটচেটের কম্পার্টমেন্টে ঢুকে যায়—দরজা 'লক্' থাকা সত্ত্বেও। মিঃ র‍্যাটচেট স্লিপিং ওষুধ খেয়ে ঘুমন্ত ছিলেন। লোকটি তাকে ভীষণ জোরে ছুরিকাঘাত করে—এবং মাঝের দরজা দিয়ে সে চলে যায়, একদম মিসেস হুবার্ডের ঘরে গিয়ে পড়ে।

—হ্যাঁ, তাই তো—মিসেস হুবার্ড এবার মাথা নাড়েন।

—এইবার ছুরিটা সে মিসেস হুবার্ডের স্পঞ্জব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। সে জানতে পারে না—ইতিমধ্যে তার ইউনিফর্মের একটা বোতাম খসে পড়েছে। তারপর সে কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায়। দ্রুত একটা খালি কম্পার্টমেন্টের স্যুটকেসের মধ্যে সেই ইউনিফর্মটা রেখে দেয়—কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তারপরেই, সাধারণ পোশাকে সে ট্রেন থেকে বেরিয়ে যায়—ট্রেন স্টার্ট করার একটু আগে। সে পথেই—শেষ প্রান্তের ডাইনিং-কারের দরজা দিয়েই।

পোয়ারো একটু থামলেন। সবাই যেন অতিকষ্টে নিশ্বাস নিচ্ছে, প্রায় দমবন্ধ অবস্থা সবার। মিঃ হার্ডম্যান জিজ্ঞেস করেন—ঘড়ির ব্যাপারটা কি?

—সেখানেই আপনি পুরো ব্যাখ্যাটা পাবেন। মিঃ র‍্যাটচেট তার ঘড়িতে সময়টা

এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। তার ঘড়ি তখনও ইস্টার্ন ইউরোপীয়ান সময় নির্দেশ করছিল—যেটা সেন্ট্রাল ইউরোপীয়ান টাইমের চেয়ে একঘণ্টা আগে। এটা ছিল ১২-১৫ মি, ঠিক যখন মিঃ র‍্যাটচেট স্ট্যাব্‌ড হন। মোটেই ১-১৫ মিঃ নয়।

বাউস চিৎকার করলেন—এই ব্যাখ্যা অসম্ভব! কম্পার্টমেন্ট থেকে ১টা বাজার ২৩ মিনিট আগে যে কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, সেটা কার? সেটা হয় র‍্যাটচেটের। নয় তার খুনীর!

—তাদেরই কণ্ঠস্বর হবে—এমন কোনও মানে নেই। এটা হতে পারে...ওয়েল...তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কণ্ঠস্বর। যে র‍্যাটচেটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল—এবং তাকে মৃত দেখল। সে বেল বাজিয়ে কন্ডাক্টরে ডেকে ছিল; কিন্তু তার পরেই—বলা যায়—তার খেয়াল হলো সবাই তাকেই খুনী বলে ভাবতে পারে! তাই সে মৃত র‍্যাটচেটের সঙ্গে জেনেশুনে কথা বলার অভিনয় করেছিল।

বাউস অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেন—তা হতে পারে!

পোয়ারো এবার মিসেস হুবার্ডের দিকে তাকান।

—ইয়েস ম্যাডাম, আপনি কি যেন বলতে চাইছিলেন—?

—ওয়েল, আমি ঠিক জানি না—কি বলতে চাইছিলাম। আপনি কি মনে করেন আমিও আমার ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম?

—না ম্যাডাম, আমার মনে হয় আপনি লোকটাকে যেতে দেখেছিলেন—যদিও প্রায়-অজ্ঞান অবস্থায়। তারপরেই আপনি দুঃস্বপ্ন দেখেন যে একটা লোক আপনার কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছে, চমকে জেগে যান, আর বেল বাজিয়ে কন্ডাক্টরকে ডাকেন।

মিসেস হুবার্ড স্বীকার করেন—হ্যাঁ, তা খুবই সম্ভব।

প্রিন্সেস ড্রাগোমিরোফ পোয়ারোর দিকে সোজাসুজি তাকিয়েছিলেন।

—মঁসিয়ে, আমার পরিচারিকার সাক্ষ্য কি বলে?

—খুব সরল। ম্যাডাম, আপনার পরিচারিকা আপনার রুমালটা চিনতে পারে—যেটা আমি তাকে দেখিয়েছিলাম। বলেছিলাম—এটা আপনার। সে একটু ইতস্তত করে আপনাকে আড়াল করার চেষ্টা করে। সে সত্যিই লোকটার মুখোমুখি পড়েছিল, কিন্তু সেটা আসে, যখন ট্রেন ভিনকোভসি স্টেশনে ছিল। সে ভাণ করে যে, সে তাকে পরবর্তীকালে দেখেছে। আপনাকে একটা বিভ্রান্তিক 'অ্যালিবাই' দেবার চেষ্টায়।

প্রিন্সেস মাথা নিচু করেন।

—মঁসিয়ে, আপনি সবই ভেবেছেন। আমি—আমি আপনার প্রশংসা করছি।

কিছুক্ষণেরর স্তব্ধতা। কিন্তু সবাই একটু পরেই চমকে লাফিয়ে ওঠে যেই ডঃ কন্সটানটাইন টেবিলে সজরো ঘুঁষি মারেন।

—কিন্তু, না—না, না, না, কিছুতেই না। এই ব্যাখ্যা মোটেই টিকবে না। একগাদা ছোটখাটো পয়েন্ট আছে—এই ব্যাখ্যার যার উত্তর নেই। খুনটা ওইভাবে ঘটেনি, মঁসিয়ে পোয়ারো সেটা নিজেই ভালভাবে জানেন।

boiRboi.net

পোয়ারো কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকালেন।

বললেন, এখন দেখছি, আমাকে দ্বিতীয় সমাধানের কথাটা বলতে হবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা তাড়াহুড়ো করে বাদ দেবেন না। হয়ত পরে আপনাদের এটা মানতে হতে পারে।

তিনি আবার ঘুরে সকলের দিকে তাকালেন।

—'যখন সকলের সাক্ষ্য আমার শোনা হয়ে গেল, আমি হেলান দিয়ে চোখ বুজে চিন্তা শুরু করলাম। কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমার মাথায় চাড়া দিল। আমি আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে সেগুলো আলোচনা করলাম। যেমন—একটি পাসপোর্টের ওপর গ্রিজের ফোঁটা। আমি এখন বলব—বাকী পয়েন্টের কথা। যখন প্রথম দিন আমরা স্তাম্বুল ছেড়ে আসি, সেদিন লাঞ্চের সময়ে মঁসিয়ে বাউস আমাকে যে কথাটা বলেছিলেন—সেটা আমার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। যাত্রীদের দল এবার খুব ইনটারেস্টিং—নানা মানুষ, নানা জাতের, বিচিত্র, নানা শ্রেণীর নানা দেশের।...আমি একমত হয়েছিলাম। কিন্তু যখন এই পয়েন্টটা আমার মাথায় এলো, এইরকম যাত্রীদের মেলা কি অন্য কোনও অবস্থায় হয়ে থাকে! যে উত্তরটা আমি নিজেকে দিলাম, সেটা হলো—হ্যাঁ, আমেরিকায় হয়। আমেরিকায় এমন একটা ঘরোয়া অবস্থাও হয় যখন নানা জাতি এক জায়গায়, এক পরিবারেও দেখা যায়। একজন ইটালীয়ান ড্রাইভার, একজন ইংলিশ গভর্নেস, একজন সুইডিশ নার্স, একজন ফ্রেঞ্চ পরিচারিকা কর্ত্রীর জন্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এটা থেকেই আমার 'অনুমান-পর্ব' শুরু। অর্থাৎ, প্রত্যেককে আর্মস্ট্রং পরিবারে একটা একটা করে পদ দেওয়া। যেমন নাটকে প্রোডিউসার-ডাইরেক্টর করে থাকে। ওয়েল...এই পদ্ধতিটা আমাকে খুব ইনটারেস্টিং এবং সন্তোষজনক রেজাল্ট দিয়েছিল।

...আমি নিজের মনে আবার প্রত্যেকের সাক্ষ্য নিলাম—এই দৃষ্টিকোণ থেকে। আশ্চর্য ফল পেলাম। ধরুন, প্রথমে ম্যাককুইনের সাক্ষ্য। তার প্রথম সাক্ষ্য আমার কাছে সন্তোষজনক ছিল। তবু, দ্বিতীয় সাক্ষ্যে আমি আশ্চর্য মন্তব্য শুনলাম। আমি তাকে বললাম, আমরা আর্মস্ট্রং কেসের একটা কাগজ পেয়েছি। তিনি বললেন,—'কিন্তু এটা নিশ্চয়'...তারপর একটু থেমে বললেন—'আই মিন, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পক্ষে একটা অসাবধানতার ব্যাপার।'

...এবার আমি অনুভব করলাম—উনি এই কথা বলতে চাননি। ধরা যাক, উনি বলতেন—'কিন্তু সেগুলো তো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।' সেক্ষেত্রে প্রমাণ হয়, ম্যাককুইন কাগজগুলোর কথা এবং সেগুলো নষ্ট করে ফেলার কথাও জানতেন। তাতে প্রমাণিত হতো, ম্যাককুইন নিজেই খুনী—অথবা খুনীর সাহায্যকারী! ভেরি গুড!

...তারপর এই ভৃত্য! সে বলেছিল—তার কর্তা ট্রেনজার্নির সময় ঘুমের ওষুধ খেতে অভ্যস্ত। সেটা হয়ত সত্যি, কিন্তু জীবনের শেষ রাতে (যা তিনি আশংকা করেছিলেন), তিনি কি সেটা খেতেন? তার বালিশের তলায় যে অটোমেটিক রিভলবার ছিল, সেটাই প্রমাণ করে দেয় যে ঘুমের ওষুধের ব্যাপারটা মিথ্যে! র‍্যাটচেট সেই রাতে

সতর্ক থাকতে চেয়েছিলেন। তাকে যদি কোনও 'নারকোটিক' খাওয়ানো হয়ে থাকে, সেটা তার অজান্তে। কে খাইয়েছিল? স্বভাবতই—হয় ম্যাককুইন, নয় ওই ভৃত্য!

...এবার আমরা মিঃ হার্ডম্যানের সাক্ষ্যে আসছি। তার পরিচয় তিনি যা জানিয়েছিলেন, আমি বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু যেই তিনি জানালেন, কি পদ্ধতিতে তিনি র‍্যাটচেটকে রক্ষা করার কথা ভেবেছিলেন, তার 'গল্পটি' সম্পূর্ণ অবাস্তব হয়ে যায়—অ্যাবসার্ড! র‍্যাটচেটকে রক্ষা করার একমাত্র পথ ছিল সেই রাতে তার ঘরে কাটানো, তার সঙ্গে থাকা—অথবা, অন্তত তার দরজার কাছাকাছি কোথাও থাকা। তার সাক্ষ্যে দেখা যায়, ট্রেনের অন্য কোনও কামরার কেউ সম্ভবত র‍্যাটচেটকে মারতে যাবে না। এটা এই স্তাম্বুল-ক্যালাই ক্যারেজে একটা বৃত্ত গড়ে তোলে। সেটা আমার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। আমি সেই চিন্তাটা কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রাখি।

...আপনারা সবাই সম্ভবত ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন যে, আমি কর্নেল আরবাথনট এবং মিস ডেবেনহ্যামের কিছু সংলাপ শুনতে পেয়েছিলাম। এর মধ্যে কৌতূহলের বিষয় ছিল, কর্নেল তাকে 'মেরি' বলে ডেকেছিলেন। তাতে তাদের ঘনিষ্ঠতা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু যতদূর জানা যায়, কর্নেলের সঙ্গে তার আলাপ খুব অল্প দিনের—আর আমি কর্নেলের টাইপের ইংলিশম্যানদের জানি। তারা যদি একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট—তাহলে সে খুব ধীরে, ভদ্রতা, শিষ্টতা মেনে অগ্রসর হবে। তাড়াহুড়ো করবে না। সুতরাং আমি বুঝে গেলাম—কর্নেল আরবাথনট এবং মিস ডেবেনহ্যাম পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত, কিন্তু কোনও-না-কোনও কারণে অপরিচিতের অভিনয় করছেন। আরেকটা ছোট কথা হলো—মিস ডেবেনহ্যাম পরিচিত 'লং-ডিসট্যান্স' টেলিফোন শব্দটার সঙ্গে! অথচ ডেবেনহ্যাম আমায় বলেছিলেন—তিনি কখনও আমেরিকা যাননি।

...আরেকজনের সাক্ষ্য। মিসেস হুবার্ড আমায় বলেছিলেন যে, বিছানায় শায়িত অবস্থায় তিনি দেখতে পাননি মাঝের দরজা তালা বন্ধ আছে, কি নেই। তাই সেটা দেখার জন্য তিনি মিস ওলসনকে বলেছিলেন। যদি তিনি ২, ৪ অথবা ১২ নং কম্পার্টমেন্ট নিতেন, তাহলে তার কথা সত্যি হতে পারত। অন্য কোনও নম্বর হলেও হতো—যেখান থেকে দেখা যায় তালাটা ঠিক হ্যান্ডেলের নিচে কিনা! কিন্তু ৩ নং থেকে দেখা যায় তালা হ্যান্ডেলের ওপরে। সেটা অন্তত স্পঞ্জব্যাগ দিয়ে ঢাকা যায় না। আমি বুঝলাম, মিসেস হুবার্ড এমন একটা ঘটনার কথা বলছেন যা প্রকৃতপক্ষে ঘটেনি।

...এবার সময় নিয়ে দু'-চার কথা বলা যাক। আমার মনে হয়েছে, সেই ঘড়িটা যে জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল, সেই জায়গাটার তাৎপর্য আছে। কোথায়? র‍্যাটচেটের পায়জামার পকেটে! এমন একটা জায়গায়, এত অস্বস্তিকর ও আরামহীন জায়গায় কেউ ঘড়ি রাখে না। বিশেষ করে যখন বিছানার পাশে ঘড়ি রাখার হুক্ রয়েছে। আমি নিশ্চিত বুঝেছিলাম। ঘড়িটা ইচ্ছাকৃতভাবে ওর পকেটে ঢোকানো হয়েছে—এবং বিভ্রান্তি বেশি করা হয়েছে 'জাল' সময় দিয়ে। সুতরাং ১-১৫ মিঃ খুনের সময় নয়।

...তবে কি এটা আগের ব্যাপার? সত্যি কি একটা বাজতে ২৩ মিঃ আগে? আমার বন্ধু মঁসিয়ে বাউস একটা যুক্তি দিয়েছেন যে, আমি একটা চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়েছিলাম। কিন্তু র‍্যাটচেটকে যদি যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খাওয়ান হয়ে থাকে, তাহলে তারপক্ষে চিৎকার করা সম্ভব নয়। যদি সে চিৎকার করতেই পারত, তাহলে নিজেকে বাঁচানোর কিছুটা লড়াই করতেও পারত, বাধা দিতে পারত। কিন্তু তেমন কিছু লক্ষণ দেখা যায় না আদৌ।

...আমার মনে আছে, ম্যাককুইনকে ডাকা হয়েছিল। একবার নয়, দু' বার। (দ্বিতীয়বার খুব রুক্ষভাবে)। র‍্যাটচেট ফ্রেঞ্চ জানতেন না। বুঝলাম ওই একটা বাজতে ২৩ মিনিটের থিওরিটা তৈরি হয়েছে আমাকে বোকা বানাতে—একটা কমেডি নাটকের মতো! এটা অতি-সাধারণ ডিটেকটিভ উপন্যাসের কায়দা। তারা ভেবেছিল, আমি এটা এইভাবেই দেখব; আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, র‍্যাটচেট যেহেতু ফ্রেঞ্চ জানেন না, তাহলে একটা বাজতে ২৩ মিনিটের গলাটা তার হতে পারে না, কারণ সে ততক্ষণে মৃত। কিন্তু আমি জানি, একটা বাজতে তেইশে র‍্যাটচেট জীবিত, এবং ঘুমের ওষুধে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমন্ত।

...কিন্তু এই কায়দা সফল হয়েছিল। আমি দরজা খুলে বাইরে তাকিয়েছিলাম। আমি প্রকৃতপক্ষে ফরাসী কথা শুনেছিলাম। আমি যদি খুব মনোযোগী না-ও থাকতাম, তবু ফ্রেঞ্চ 'ফ্রেজ'-টা আমাকে আকৃষ্ট করত। প্রয়োজন হলে, ম্যাককুইনকে স্পষ্ট দেখা যেত। সে হয়ত বলত—'মাপ করবেন মঁসিয়ে পোয়ারো, সেটা র‍্যাটচেটের গলা নয়, র‍্যাটচেট ফ্রেঞ্চ বলতে পারে না।

...এখন, কখন খুনটা হয়েছিল? এবং কে খুন করেছিল?

...আমার মতে,—এবং সেটা শুধু একটা অভিমত মাত্র—প্রায় দুটোর কাছাকাছি র‍্যাটচেট খুন হয়েছিলেন। যেটা ডাক্তার সম্ভাব্য শেষ সময় বলে জানিয়েছেন।

...এবার খুনী কে—?

পোয়ারো একটু থামলেন। শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন, সবাই নিতান্ত উৎসুক। প্রতিটি চোখ তার দিকে। এমন স্তব্ধতা যে, একটা পিন পড়লেও যেন শব্দ শোনা যাবে। পোয়ারো ধীরে ধীরে বলতে থাকলেন:

—এটা বলতে একটা বিরাট অসুবিধে আছে। কারণ, প্রমাণ করতে হবে। ট্রেনের একজনের বিরুদ্ধে প্রমাণ! তাছাড়া সাক্ষ্যে যে 'অ্যালিবাই' পাওয়া গেছে। তাতে বলতে হয়, অপরাধ এমন একজন করেছে যার দ্বারা অপরাধ করা সম্ভব বলে ধরা মুস্কিল। 'অ্যালিবাই' অনুযায়ী কর্নেল আরবাথনট ও ম্যাককুইন পরস্পরকে সাহায্য করেছেন, এই দু'জনের মধ্যে পূর্ব-পরিচয় না থাকাই স্বাভাবিক। একই রকম ঘটেছে ভৃত্য ও ইটালীয়ানের বেলায়, সুইডিশ লেডি এবং ইংলিশ যুবতীর ক্ষেত্রেও তাই। আমি নিজেকে বলেছিলাম—এটা অভাবনীয়, সবাই এর মধ্যে থাকতে পারে না!

...তারপর আমি আলো দেখতে পেলাম। তারা সকলেই এর মধ্যে আছে। আর্মস্ট্রং-

এর পরিবারের সঙ্গে জড়িত সকলে একই ট্রেনে উঠবে, এমন কাকতালীয় ব্যাপার শুধু অসম্ভব নয়, একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এটা 'বাইচান্স' হয়নি। এটা পরিকল্পিত। জুরিদের বিচার সম্পর্কে কর্নেল আরবাথনটের একটা বক্তব্য আমার মনে আছে। বারোজন লোক নিয়ে 'জুরি' গঠিত হয়, এখানে বারোজন যাত্রী আছে। র‍্যাটচেটকে বারোবার ছুরি মারা হয়েছে। আরেকটা আশ্চর্য ব্যাপার—এই রকম অফ্-সীজনে এতলোক স্তাম্বুল-ক্যালাই ট্রেনে জড়ো হয়েছে!

..র‍্যাটচেট আমেরিকায় বিচার বিভাগের শাস্তি এড়াতে পেরেছেন। তার অপরাধ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। আমি কল্পনা করতে পারি—এরপর বারোজন আত্মনিয়োজিত বা সেলফ্ অ্যাপয়েন্টের জুরি নিজেরা তার বিচারের জন্য মিলিত হয়েছে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে। তারা অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেদের ঘাতক নিজেরাই নিয়োগ করেছে। এই ধারণা আসামাত্রই সমস্ত কেসটা স্পষ্ট জ্বলজ্বল করে ওঠে।

...আমি দেখলাম, এটা একটা সুন্দর খেলা, যে যার ভূমিকা পালন করছে। এমনই খেলা যে, যদি বা একজনের ওপর সন্দেহ হয় অপর এক বা একাধিকের সাক্ষ্য সেই সন্দেহ দূর করে দেবে। ফলে, ব্যাপারটা আরও বিভ্রান্তিকর হয়ে যাবে। হার্ডম্যানের সাক্ষ্য দরকার ছিল একজনের ওপর সন্দেহ আরোপ করতে, কিন্তু 'অ্যালিবাই' প্রমাণ করা গেল না। স্তাম্বুল ক্যারেজের যাত্রীদের কোনও বিপদ ছিল না। বিশদ সাক্ষ্য নিয়ে তাদের প্রতি মিনিটের কাজকর্ম নোট করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ চালাকি করে তৈরি, ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি, 'জিগ্-স পাজ্‌ল'! এমনই খেলা যে বার বার নতুন খবর এসে আগের সব সিদ্ধান্ত বদলে দিচ্ছে। যেমন, বন্ধু বার্ডস মন্তব্য করেছেন, এই কেসটা আশ্চর্যজনকভাবে হতবুদ্ধিকর—'ফ্যান্টাস্টিক্যালি ইমপসিবল'! ঠিক এই ধারণাটাই তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল।

...কিন্তু এই সমাধানের ব্যাপারটা কি সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারে? হ্যাঁ, পারে। যে ধরনের ক্ষত—সেগুলো প্রত্যেকটি মনে হয় আলাদা আলাদা লোকের হাতের আঘাতে তৈরি হয়েছে। ভয় দেখানোর কৃত্রিম চিঠিগুলো বলা যায় জাল চিঠি, তাই অবাস্তব। (সন্দেহ নেই সেগুলো র‍্যাটচেটকে সতর্ক করে লেখা হয়েছিল, কিন্তু ম্যাককুইন সেগুলো নষ্ট করে ফেলেছিল এবং নতুন করে লিখিয়ে ছিল)। র‍্যাটচেট যে মিঃ হার্ডম্যানকে ডেকে পাঠিয়েছিল, সেই গল্পটা আগাগোড়া মিথ্যে। তার মানে ওই কাল্পনিক বর্ণনা—একটা ছোটখাটো লোক, কালো এবং গলায় মেয়েলি সুর—এটা একটা সুবিধেবাদী বর্ণনা। কারণ, এটা ওয়াসনলিট্ প্রকৃত কন্ডাক্টরদের কারুর চেহারার সঙ্গে মিলবে না; আবার এরকম ব্যাক্তি পুরুষ বা নারী দুইই হতে পারে!

...প্রথমে দেখলে, এই ছুরি মারার ঘটনাটা খুব কৌতূহলের সৃষ্টি করে। কিন্তু ভেবে দেখলে এর সঙ্গে ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এটা এমন একটি অস্ত্র যা যে কেউ ব্যবহার করতে পারে—শক্তিশালী বা দুর্বল—এবং এতে কোনও শব্দ হয় না। আমি কল্পনা করতে পারি—যদিও ভুল হতে পারে—যে প্রত্যেকটি লোক একে একে

র‍্যাটচেটের অন্ধকার কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছিল...মিসেস হুবার্ড-এর কামরার মধ্যে দিয়ে।...এবং আঘাত হেনেছিল!! তারা নিজেরাই জানে না তাদের কোন আঘাতটা ব্যাটচেটের প্রাণ নিয়েছে।

...শেষ চিঠিটা র‍্যাটচেট পেয়েছিলেন খুব সম্ভবপর বালিশের পাশে। সেটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আর্মস্ট্রং কেসের কোনও 'ক্লু' পাওয়া যায়নি, তাই ট্রেনের যাত্রীদের কাউকে সন্দেহ করার কারণ আসতে পারে না। ধরে নেওয়া হবে এটা একটা বাইরের কাজ। আর সেই ছোটখাটো কালো লোক, মেয়েলি গলা, তাকে নাকি একাধিক যাত্রী দেখেছেন ব্রড স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে যেতে।

...আমি ঠিক জানি না, ষড়যন্ত্রকারীরা এই অংশটা ঠিক কোন সময় প্ল্যান করেছিল, কারণ, এই সময়েই ট্রেনের দুর্ঘটনা হয়, মানে ট্রেন বরফের স্তূপে ঢুকে পড়ে। আমি কল্পনা করতে পারি তারা তাড়াহুড়ো করে আলাপ আলোচনা সেরেছে, এবং তার পরেই কাজে এগিয়েছিল। এটা সত্যি যে, সব যাত্রীকেই সন্দেহ করতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। অর্থাৎ সবাই সন্দেহের পর্বে পড়ে না। কিন্তু সেই সম্ভাবনা আগেই ভাবা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা হয়েছিল। আর অতিরিক্ত চেষ্টাটা ছিল সমস্ত ব্যাপারটাকে তালগোল পাকিয়ে দিতে হবে।

...তাই, দুটো তথাকথিত 'ক্লু' মৃত ব্যক্তির কম্পার্টমেন্টে ফেলে রাখা হয়েছিল—একটি কর্নেল আরবাথনটকে জড়িয়ে (যার 'অ্যালিবাই' সবচেয়ে শক্তিশালি এবং যাঁর আর্মস্ট্রং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রমাণ করা সবচেয়ে কঠিন); এবং দ্বিতীয় ক্লু হলো সেই রুমালটা যা দিয়ে রাজকুমারী ড্রাগোমিরোফ, তার সামাজিক মর্যাদা ধরে নিয়ে। কিন্তু তার অশক্ত শরীর এবং তার পারিচারিকা এবং কন্ডাক্টরের দেওয়া 'অ্যালিবাই' প্রমাণ করে, তাকে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই।

...এর পরেও ব্যাপারটাকে বিভ্রান্তিকর করার চেষ্টা করা হয়েছে—সেই কাল্পনিক ঘন লাল রঙের কিমোনো পড়া মহিলাকে এনে। তবুও আমি এমন একটি মহিলার অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারতাম। আমার দরজায় আঘাতের শব্দ হয়েছিল। আমি উঠে পড়ে দরজা খুলে বাইরে তাকিয়েছিলাম, দেখেছিলাম, বেশ দূরে ঘন লাল রঙের কিমোনো পড়া কেউ একজন মিলিয়ে গেল। আমি ছাড়া আরও কয়েকজন তাকে দেখেছে বলছে—কন্ডাক্টর, মিস ডেবেনহ্যাম এবং ম্যাককুইন। আমার মনে হয় কেউ একজন মজা করে বেশ ভেবেচিন্তে আমার সুটকেসের ওপরে একটি ঘন লাল কিমোনো রেখেছিল। তখন আমি যাত্রীদের সাক্ষ্য নিতে ব্যস্ত ছিলাম। আমি জানতে পারিনি, ঐ পোশাকটা কোথা থেকে এলো! আমার সন্দেহ এটা কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ীর জিনিস, যেহেতু তার লাগেজে আমি একটা শিফনের নাইট ড্রেস দেখেছি—একটি বড় 'টি-গাউন', ড্রেসিং গাউনের চেয়ে বড়।

...যখন ম্যাককুইন প্রথম জানতে পারলেন যে, তার পোড়ানো চিঠিগুলোর কিছু অংশ ঠিক পোড়েনি—এবং তার মধ্যে 'আর্মস্ট্রং' শব্দটা রয়ে গেছে—তিনি তখন

নিশ্চয়ই বাকীদের এই খবরটা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক এই সময়ই কাউণ্টেস আন্দ্রেনেয়ীর অবস্থাটা সংকটপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই তার স্বামী সঙ্গে সঙ্গে পাসপোর্টে নামটা বদলাতে চেষ্টা করে। এটা তাদের দুর্ভাগ্যের দ্বিতীয় অংশ।

...সবাই অস্বীকার করছেন—প্রথমদিকে আর্মস্ট্রং ফ্যামিলির সঙ্গে তাদের কোনও রকম সম্পর্ক ছিল। তারা মনে করেছিল, এই সত্যটা কেউ বের করতে পারবে না; আর আমিও পারব না, যদি না আমার সন্দেহ বিশেষ কোনও লোকের দিকে যায়।

...এখানে আর একটি পয়েন্ট ভাবার আছে। যদি ধরে নিই, অপরাধের চরিত্র সম্পর্কে আমার ধারণা ঠিক—আমার বিশ্বাস এটা অবশ্যই ঠিক—তাহলে পরিষ্কারভাবেই ওয়াগন লিড্ কন্ডাক্টর নিজেই এই সন্দেহের প্রথম ব্যক্তি। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে আমরা পাই তেরো জনকে, বারোজন নয় এদের মধ্যেই একজন অপরাধী—এই স্বাভাবিক ফরমুলাটা বাদ দিলে, আমার সমস্যা দাঁড়ায় তেরোজন ব্যক্তিকে নিয়ে যার মধ্যে মাত্র একজন নির্দোষ। কে সেই ব্যক্তি?

...এরপর আমি খুব বিসদৃশ একটা উপসংহারে এসেছি। সেটা হলো, যে অপরাধে অংশ নেয়নি, তাকে খুনী বলে সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হবে। আমি উল্লেখ করব—কাউন্টেস আন্দ্রেনেয়ী! আমি তার স্বামীর দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়েছিলাম, যখন তিনি 'ওয়ার্ড অব অনার' নিয়ে জানিয়েছিলেন যে তার স্ত্রী সেই রাতে কখনও কম্পার্টমেন্টের বাইরে বেরোয়নি। আমি ভাবলাম, তাহলে স্ত্রীর জায়গায় কাউন্ট তার কাজটা করেছেন।

...তাই যদি হবে তবে পিয়ের মিচেল নিশ্চই বারোজনের একজন। কিন্তু তার এই ব্যাপারে যুক্ত থাকাকে কিভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? সে ভদ্র-আচরণের লোক, বহু বছর এই কোম্পানীতে কাজ করছে, সে এমন লোক নয় যে ঘুষ খেয়ে অপরাধে সহায়তা করতে পারে। তাহলে পিয়ের মিচেল নিশ্চই আর্মস্ট্রং কেসে যুক্ত ছিল। কিন্তু সেটাও নিশ্চয় করে বলা যায় না।...তারপর আমার মনে পড়ল নার্সারি মেইড-এর কথা—যে মারা গিয়েছিল সেই সময়, জানলা থেকে পড়ে। সে ছিল ফ্রেঞ্চ, ধরুন সেই মেয়েটা পিয়ের মিচেলের কন্যা, তাহলে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, এমন কি অপরাধের কাজটা কোথায় হয়েছিল তারও হদিশ পাওয়া যাবে। মানে, আর্মস্ট্রং খুনের অপরাধ! আর কেউ আছে যার ভূমিকা এই নাটকে ব্যাখ্যা করা হয়নি?

...কর্নেল আরবাথনটকে আমি ধরে নিলাম আর্মস্ট্রংদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড হিসেবে। যুদ্ধে তারা হয়ত একসঙ্গে কাজ করেছিল। পরিচারিকা হিল্ডারগ্রেড স্মিট—তাকে আর্মস্ট্রংদের পরিবারে উপযুক্ত স্থান দিলাম। আমার লোভ বোধহয় বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি সেই পরিবারে একজন ভাল রাঁধুনীর পদ সৃষ্টি করলাম। বলামাত্র, সেই ফাঁদে সে পা দিল। আমি বলেছিলাম—তুমি একজন ভাল কুক। সে উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ, সত্যি, সব মহিলারা তাই বলতেন। কিন্তু কেউ যদি মহিলার-মেইড হিসাবে কাজ করত, তাহলে গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর অতিসামান্য সুযোগ থাকত জানার সে ভাল রাঁধুনী কিনা।

...এরপর এলেন হার্ডম্যান। তাকে মনে হলো—ইনি নিশ্চই আর্মস্ট্রং পরিবারের কেউ নন। আমি বড় জোর কল্পনা করতে পারি—তিনি হতে পারেন ফ্রেঞ্চ মেয়েটির প্রেমিক। আমি তার কাছে বিদেশি মেয়েদের সৌন্দর্যের কথা বলেছিলাম—সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তার চোখে জল এসে গেল—যেটা তিনি জানিয়েছিলেন—বরফের ঝাপটা চোখে লেগেছে, তাই জল এসেছে।

...এবার রইলেন মিসেস হুবার্ড। আমি বলব, এই নাটকে মিসেস হুবার্ডই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি যে ঘরটায় ছিলেন, তার মাঝের দরজা দিয়ে গেলেই র‍্যাটচেটের ঘর। তাই তিনি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সন্দেহজনক ব্যক্তি। তার বিশেষ কোনও 'অ্যালিবাই'-ও নেই। তিনি যে ভূমিকা পালন করেছেন, সেটা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু কিছুটা হাস্যকর। ধরা যাক, একজন স্নেহপ্রবণ আমেরিকান মাতা। কিন্তু আর্মস্ট্রং ফ্যামিলিতে একজন আর্টিস্টের দরকার ছিল—সেই হলো মিসেস আর্মস্ট্রং-এর মা, লিন্ডা আর্মস্ট্রং একজন অভিনেত্রী।...

পোয়ারো কিছুক্ষণের জন্য থামলেন।

তারপর নরম স্বপ্নালু স্বরে—যা আগের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম, মিসেস হুবার্ড বললেন, আমি সব সময় নিজেকে কমেডি নাটকের এক চরিত্র বলে মনে করি।

পোয়ারো সেই ভাবেই বলতে থাকলেন—স্পঞ্জব্যাগের সেই স্লিপের ব্যাপারটা হাস্যকর। এবারে প্রমাণিত হলো, সব সময় ঠিকমতো অনুশীলন দরকার। আমরা সমাধান খুঁজি—আমি নানা কম্পার্টমেন্টে গেছি, আমি ভাবতে পারিনি দরজার বোল্টগুলো নানা জায়গায় রয়েছে।

তিনি ঠিক হয়ে বসে পোয়ারোর দিকে সোজাসুজি তাকালেন।

—আপনি সবই জানেন মিঃ পোয়ারো। কিন্তু আপনিও কল্পনা করতে পারবেন না, নিউ ইয়র্কে সেদিন কেমন অবস্থা হয়েছিল। আপনি শোকে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, সেখানে কর্নেল আরবাথনটও ছিলেন। তিনি ছিলেন জন আর্মস্ট্রং-এর বেস্ট ফ্রেন্ড।

আরবাথনট বললেন, জন যুদ্ধের সময় আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

—আমরা সেখানে তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—হয়ত আমরা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—আমি জানি না—যে ক্যাসেটি আদালতে প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই পেলেও, তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। সেটা কার্যকরী করতে হবে। আমরা বারোজন বলা যায় এগারজন। সুসানের বাবা অবশ্য ফ্রান্সে ছিলেন। আমরা ঠিক করলাম আমরা দল তৈরি করব—কে কে সেই দলে থাকবে, কিন্তু পরে আমরা এই পথ বেছে নিলাম। মেরি প্রথমে হেক্টর ম্যাককুইনের সঙ্গে থেকে বিশদ পরিকল্পনা ছকে ফেলল। সে সব সময় সোনিয়াকে শ্রদ্ধা করত,—আমার কন্যা—এবং সেই বুঝিয়ে দেয় ঠিক কিভাবে আমরা ক্যাসেটিকে ধরব।

...পরিকল্পনা তৈরি করতে অনেক সময় লেগে গেল, বিশেষ করে নিখুঁত করতে গিয়ে! প্রথমে আমরা র‍্যাটচেটকে খুঁজে বের করলাম। হার্ডম্যান শেষ দিকটা ম্যানেজ

করল। প্রথমে আমরা মাস্টারম্যান ও ম্যাককুইনকে র‍্যাটচেটের কাজে নিয়োগ করিয়ে দিলাম—ভৃত্য ও সেক্রেটারি হিসাবে। অন্তত একজনকে। আমরা সফল হলাম। সুসানের বাবার সঙ্গেও আলোচনা করলাম। কর্নেল আরবাথনট আমাদের বারোজনকেই পেতে চাইলেন। তিনি ধাপে ধাপে প্ল্যানটার রূপদানের ব্যবস্থা করলেন। ছুরি মারার ব্যাপারটা তার মনঃপূত হচ্ছিল না। কিন্তু মেনে নিলেন, কারণ এটাই আমাদের সকলের পক্ষে সহজ হচ্ছিল। এমন কি, সুসানের বাবাও তাই চাইলেন। সুসান ছিল তার একমাত্র সন্তান। আমরা ম্যাককুইনের মুখে জানলাম—র‍্যাটচেট শীঘ্রই পূবদেশ থেকে ফিরে আসবে—ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে। পিয়ের মিচেল সেই ট্রেনেই চাকরি করে। সুতরাং এটা আমাদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ হয়ে দেখা দিল। এটা ছাড়া ঠিক হবে না। তাছাড়া, এই পথে এগোলে বাইরের লোক জড়িয়ে পড়বে না।

...অবশ্য আমার মেয়ের স্বামীকে সব কিছু জানানো হলো। সে ট্রেনে তার সঙ্গে আসতে চাইলেন। ম্যাককুইন ব্যবস্থা করল যাতে র‍্যাটচেট ঠিক সেইদিনই আমাদের সঙ্গে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে থাকে। বিশেষ করে যখন মিচেলের ডিউটি থাকবে। আমরা স্তাম্বুল-ক্যালাই কোচের সমস্ত ক্যারেজ রিজার্ভ করে নিলাম। কিন্তু একটা ক্যারেজে দুর্ভাগ্যবশত আমরা উঠতে পারিনি। এটা আগেই ডাইরেক্টর অব্ কোম্পানী নিয়ে রেখেছিলেন। মিঃ হ্যারিস বলে যে চরিত্রটা সৃষ্টি করা হয়েছে—সেটা অবশ্য সম্পূর্ণ বানানো। হেক্টর ম্যাককুইনের কম্পার্টমেন্টে একটা নতুন লোক থাকবে—এটা সম্ভব নয়।...হঠাৎ শেষ মুহূর্তে আপনি এসে জুটলেন...।

তিনি থেমে গেলেন।

একটু থেমে আবার শুরু করলেন—ওয়েল, আপনি সবই বুঝেছেন, মঁসিয়ে পোয়ারো। এবার এই বিষয়ে আমরা কি করব? যদি সবাই মিলে পরিকল্পনাটা হয়ে থাকে, তাহলে কি আপনি আমাকে একা দায়ী করবেন। আমি ওই লোকটাকে খুশিমতো একাই বারোবার ছুরি মারতে পারতাম। শুধু এই কারণে নয় যে সে আমার কন্যা এবং তার শিশুটির হত্যাকারী—এবং আরেকজন শিশুকে সে খুন করেছে...যে শিশু আজ বেঁচে থাকত, বড় হতো...। ব্যাপারটা তার চেয়েও বেশি।...ডেইজির আগেও সে অনেক শিশুকে অপহরণ করেছে, হত্যা করেছে, তা না হলে আজ একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা দেখে যেতে পারতাম। সমাজ তার নিন্দা করেছে, দণ্ড দিয়েছে। আমরা সেই দণ্ডকে কার্যকরী করেছি শুধু। কিন্তু, এখন সকলকে এই ব্যাপারে জড়ানোর প্রয়োজন নেই। অনেকেই খুব ভাল লোক...এই বেচারি মিচেল...এবং মেরি ও কর্নেল আরবাথনট, তারা পরস্পরকে ভালবাসে—

তার গলার স্বরের সুন্দর প্রতিধ্বনি হচ্ছিল। ঘরভর্তি সবাই তা শুনতে পাচ্ছিল—গভীর, আবেগময়। হৃদয়-বিদারক স্বর, যেন কোনও নিউ ইয়র্কের থিয়েটারে সবাই দর্শকের আসনে বসে কোনও এক অভিনেত্রী, ট্র্যাজিক নায়িকার কথা শুনছে!

পোয়ারো তার বন্ধুর দিকে তাকালেন।

boiRboi.net

—মঁসিয়ে বাউস, আপনি এই কোম্পানীর ডাইরেক্টর। আপনি কি বলেন?

বাউস কেপে গলা পরিষ্কার করে নিলেন।

—আমার মতে, মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি প্রথমে যে থিওরি পেশ করেছিলেন, সেটাই সত্যি। অবশ্যই। আমরা যুগোস্লাভ পুলিশ এলে সেই কথাই বলব। ডাক্তার, আপনি একমত তো?

ডঃ কন্সটানটাইন বললেন, অবশ্যই। আর মেডিক্যাল এভিডেন্স যা আছে, মনে হয়...আমি দু'-একটা বেশ আশ্চর্যজনক সাজেশন দিয়েছি।

পোয়ারো বললেন, তাহলে, আমার সমাধানসূত্র আপনাদের সামনে দেওয়া হয়ে গেছে।...এখন আমাকে বিদায় দিন...এই কেস শেষে আমি এবার খুশিমনে মুক্তি চাইছি...

boiRboi.net